মহাভারত

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-বিরচিত

দ্বিতীয় খণ্ড—বিরাট—উদ্যোগ—ভীষ্মপর্ব্ব

স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক
মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

শব্দার্থ—পাদটীকা—সুরঞ্জিত চিত্র সংযুক্ত—সুপরিশুদ্ধ—বসুমতী-প্রকাশিত—চতুর্থ রাজসংস্করণ

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বিষয়-সূচী

বিরাটপর্ব্ব ঃ—অধ্যায়—৭২ ; পৃষ্ঠা ১—৭৭

উদ্যোগপর্ব্ব ঃ—অধ্যায়—১৯৬ ; পৃষ্ঠা ৭৯—৩২২

ভীষ্মপর্ব্ব ঃ—অধ্যায়—১২৪; পৃষ্ঠা ৩২৩-৫০৬

মহাভারত

বিরাটপর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বাধ্যায়

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার পূর্ব্বপিতামহগণ দুর্য্যোধনভয়ে ব্যাকুল হইয়া কিরূপে বিরাট-নগরে অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন এবং পতিপরায়ণা ব্রহ্মবাদিনী দ্রুপদনন্দিনীই বা কি প্রকারে অজ্ঞাতবাসের ক্লেশ ভোগ করিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরাধিপ! তোমার পূর্ব্বপিতামহগণ বিরাট-নগরে যে প্রকারে অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নিকট সেই প্রকার বরলাভানন্তর আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণসমীপে সমুদয় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন এবং যে ব্রাহ্মণের অরণীসংযুক্ত মন্থদণ্ড[১] অপহৃত হইয়াছিল, তাঁহাকেও তাহা প্রদান করিলেন।

পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণা—বাসার্থ বিরাটনগর নির্ব্বাচন

অনন্তর মহামনাঃ যুধিষ্ঠির সমুদয় অনুজগণকে একত্র করিয়া অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে ধনঞ্জয়! আমরা রাজ্য হইতে বিবাসিত হইয়া দ্বাদশ বৎসর অতি কষ্টে অতিবাহিত করিয়াছি। এক্ষণে ত্রয়োদশ বৎসর উপস্থিত। অতএব এমন কোন উৎকৃষ্ট স্থান মনস্থ কর, যে স্থানে এই সংবৎসরকাল অরাতিগণের অজ্ঞাতসারে অতিপাত করিতে পারি।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে মহারাজ! আমরা ধর্ম্মপ্রদত্ত বরপ্রভাবে অবশ্যই নরগণের অজ্ঞাতসারে কালাতিপাত করিব, সন্দেহ নাই। এক্ষণে বাসোপযোগী কতকগুলি রমণীয় গূঢ়তম স্থান উল্লেখ করি, আপনি তন্মধ্যে কোন স্থান মনোনীত করুন। কুরুমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পাঞ্চাল, চেদি, মৎস্য, শূরসেন, পটচ্চর, দশার্ণ, নবরাষ্ট্র, মল্ল, শাল্ব, যুগন্ধর, বিশাল কুন্তিরাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র ও অবন্তী, এই সকল পরম-রমণীয় প্রচুর অন্নশালী জনপদ বিদ্যমান আছে। ইহার মধ্যে কোন্ স্থানে বাস করিতে আপনার অভিরুচি হয়, বলুন, আমরাও তথায় এক বৎসর অতিবাহিত করিব।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে মহাবাহো! সর্ব্বভূতেশ্বর ভগবান্ ধর্ম্ম যাহা কহিয়াছিলেন, কখনই তাহার অন্যথা হইবে না। আমরা অবশ্যই রমণীয় বাসস্থান অনুসন্ধান করিয়া অকুতোভয়ে তথায় বাস করিব। মৎস্যরাজ বিরাট বলবান, ধর্ম্মশীল, বদান্য, বৃদ্ধ ও সতত প্রীতিভাজন; বিশেষতঃ পাণ্ডবগণের প্রতি অনুরক্ত। অতএব আমরা এই সংবৎসরকাল বিরাটনগরে বাস করিয়া মৎস্যরাজের কার্য্য-সমুদয় সম্পাদন করিব। হে কুরুনন্দনগণ! বিরাট-নগরে গমন করিয়া ভূপতি সন্নিধানে যে যে কর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিতে হইবে, এক্ষণে সকলে তাহা নির্দ্দিষ্ট কর।"

যুধিষ্ঠিরের ছদ্মরূপাবধারণ

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে নরদেব! আপনি বিরাটনগরে কোন্ কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কালযাপন করিবেন? আপনি ধীরস্বভাব, বদান্য, লজ্জাশীল, ধার্ম্মিক

১। যে কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়ের পরস্পর ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদিত হয়।

ও সত্যপ্রতিজ্ঞ; অতএব এই আপৎকালে কোন্ কর্ম্ম অবলম্বন করিবেন? হায়! ধর্ম্মরাজ কখন কিঞ্চিন্মাত্রও দুঃখভোগ করেন নাই; তিনি এই ঘোরতর বিপত্তিসাগর হইতে কি প্রকারে উত্তীর্ণ হইবেন?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ! আমি বিরাট-ভূপতির নিকট গমন করিয়া যে কর্ম্ম করিব, তাহা শ্রবণ কর। আমি কঙ্কনামা অক্ষহৃদয়জ্ঞ দ্যূতপ্রিয় ব্রাহ্মণ হইয়া মহাত্মা বিরাট-নৃপতির সভ্যপদে অধিরূঢ় হইব। বৈদূর্য্য ও কাঞ্চনময়, কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণে রঞ্জিত, মনোহর অক্ষগুটিকা সকল যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিব। এইরূপে আমি সহামাত্য সবান্ধব বিরাট-নৃপতির সন্তোষ-সাধনে যত্নবান্ হইয়া কালাতিপাত করিলে কেহই আমাকে জানিতে পারিবে না। যদি মৎস্যরাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে, 'পূর্ব্বে আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রাণসম সখা ছিলাম', এই কথা বলিব। আমি যেরূপে কালযাপন্ করিব, তাহা তোমাদিগকে কহিলাম। এক্ষণে বৃকোদর! তুমি কি প্রকারে বিরাট-নগরে বাস করিবে, বল।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভীমার্জ্জুনের প্রচ্ছন্নভাব বিনির্ণয়

তখন ভীমসেন কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! আমি স্থির করিয়াছি যে, মহারাজ বিরাটের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া 'আমি পৌরোগব[১], আমার নাম বল্লব', এই বলিয়া পরিচয় প্রদান করিব। হে রাজন্! আমি পাককার্য্যে সাতিশয় সুনিপুণ। বিরাটরাজ-ভবনে নানাবিধ সূপ প্রস্তুত করিব। পূর্ব্বে সুশিক্ষিত পাচকগণ রাজার নিমিত্ত যে সমুদয় উত্তমোত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছে, আমি তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ব্যঞ্জনসকল প্রস্তুত ও অপরিমিত কাষ্ঠভার আহরণ করিয়া মহারাজের প্রীতিসম্পাদন করিব। তদ্দর্শনে তিনি পরম পরিতুষ্ট হইয়া অবশ্যই আমাকে নিযুক্ত করিবেন সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্মরাজ! আমি তথায় এরূপ অলৌকিক কার্য্য করিব যে, বিরাটরাজের অন্যান্য কিঙ্করগণ আমাকে রাজার ন্যায় সম্মান করিবে। আমি সকলের অন্ন-পান-প্রদানের কর্ত্তা হইব। মহাবলিষ্ঠ হস্তী বা বৃষভগণকে নিগ্রহ করিতে হইলে অনায়াসে তাহা সম্পাদন করিব। সমাজে যাহারা আমার সহিত বাহুযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইবে, আমি রাজার প্রীতিবর্দ্ধনের নিমিত্ত তাহাদিগকে প্রহার করিয়া ধরাতলে পাতিত করিব; কিন্তু সংহার করিব না। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে 'আমি ইতিপূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অন্নসংস্কারক, পশুনিগৃহীতা, সূপকর্ত্তা ও মল্লযোদ্ধা ছিলাম' বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিব এবং সতত স্বয়ং আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হইব। হে মহারাজ! আমি এইরূপে অজ্ঞাতবাস করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি।"

তৎপরে যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, "অগ্নি খাণ্ডবকানন দগ্ধ করিবার মানসে ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক স্বয়ং যাঁহার সমীপে আগমন করিয়াছিলেন, যিনি কৃষ্ণ-সমভিব্যাহারে এক রথে আরোহণপূর্ব্বক পন্নগ ও রাক্ষসগণকে পরাজয় করিয়া খাণ্ডবারণ্য দাহনপূর্ব্বক হুতাশনকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, যিনি সর্পারজ বাসুকির ভগিনীকে হরণ করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন কিরূপে অজ্ঞাতবাস করিবেন? যেমন প্রতাপশালী-দিগের মধ্যে সূর্য্য, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, সর্পের মধ্যে আশীবিষ, তেজস্বীদিগের মধ্যে অগ্নি, আয়ুধের মধ্যে বজ্র, গোসমূহের মধ্যে ককুদ্মান্[১], হ্রদের মধ্যে সমুদ্র, বর্ষণকারীর মধ্যে পর্জ্জন্য, নাগের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র, হস্তীর মধ্যে ঐরাবত, প্রিয়তমের মধ্যে পুত্র ও সুহৃদের মধ্যে ভার্য্যা, তদ্রূপ ধনঞ্জয় সমুদয় ধনুর্দ্ধরগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন ইন্দ্র ও নারায়ণের তুল্য প্রভাব-সম্পন্ন। ইনিই পঞ্চ বর্ষ ইন্দ্রভবনে বাস করিয়া স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবে অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত ও দিব্যাস্ত্র সমুদয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহাকে দ্বাদশ রুদ্র, ত্রয়োদশ আদিত্য, নবম বসু ও দশম গ্রহ বলিয়া জ্ঞান করা যায় ইঁহার বাহুদ্বয় সম, দীর্ঘ ও জ্যাঘাতকঠিন[২]। ইনি উভয় হস্তেই সমানরূপে বাণ নিক্ষেপ করিতে পারেন। যেমন হিমালয় সমুদয় পর্ব্বত অপেক্ষা, সমুদ্র নদীগণ অপেক্ষা, ইন্দ্র দেবগণ অপেক্ষা, অগ্নি বসুগণ অপেক্ষা, শার্দ্দূল মৃগগণ অপেক্ষা ও গরুড় অন্যান্য পক্ষিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ এই ধনঞ্জয়

১। পাচকশালার অধ্যক্ষ—পাচকদিগের সর্দ্দার।

১। ককুৎযুক্ত বণ্ড—ঝুঁটিওয়ালা ষাঁড়। ২। ছিলায় ঘর্ষণে শক্ত।

সমুদয় বীরগণ অপেক্ষা প্রধান। ইনি কিরূপে অজ্ঞাতবাস করিবেন?"

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! আমি বিরাট-ভবনে গমন করিয়া 'আমি ক্লীব' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিব। আমার ভুজদ্বয়সংলগ্ন জ্যাঘাতচিহ্ন গোপন করা দুষ্কর। আমি বলয় দ্বারা উহা আচ্ছাদিত করিব। কর্ণে কুণ্ডল, করে শঙ্খ ও মস্তকে বেণী ধারণপূর্ব্বক 'আমার নাম বৃহন্নলা' বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিব। পুনঃ পুনঃ স্ত্রীজনসুলভ আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া রাজা ও তাঁহার অন্তঃপুরবাসিনী রমণী-গণের মনোরঞ্জন করিব। বিরাটরাজের পুরস্ত্রীগণকে বিবিধ গীত, নৃত্য ও বাদ্য শিক্ষা করাইব। সতত লোকের আচার-ব্যবহার কীর্ত্তন করিয়া মায়াপূর্ব্বক আত্মগোপন করিব। রাজা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিব যে, আমি ইতিপূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ভবনে দ্রৌপদীর পরিচর্য্যা করিতাম। হে ধর্ম্মরাজ! আমি এইরূপে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় আত্মগোপনপূর্ব্বক বিরাটরাজভবনে সুখে বিহার করিব।"

পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন এই বলিয়া তূষ্ণীম্ভূত হইলেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির অন্য ভ্রাতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

নকুল-সহদেব-দ্রৌপদীর গুপ্তবেশধারণ বিনিশ্চয়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে নকুল! তুমি সুখ-সম্ভোগসমুচিত, সুকুমার শূর ও প্রিয়দর্শন। এক্ষণে সেই বিরাটরাজের রাজ্যে কি কর্ম্ম করিবে, তাহা কীর্ত্তন কর।" নকুল কহিলেন, "মহারাজ! আমি অশ্ববিজ্ঞান ও অশ্বরক্ষণে সুনিপুণ এবং অশ্বশিক্ষা ও অশ্বচিকিৎসায় সম্পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি। এক্ষণে গ্রন্থিক নামে আপনার পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক বিরাটরাজের অশ্বাধিকারে নিযুক্ত হইব। এই কার্য্য আমার একান্ত প্রিয়তর। হে রাজন্! আপনার ন্যায় আমিও অশ্বগণকে নিতান্ত প্রিয়বোধ করিয়া থাকি। হে মহারাজ! বিরাটনগরনিবাসী কোন ব্যক্তি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কহিব, আমি পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বাধিকারে নিযুক্ত ছিলাম। হে রাজন্! আমি এইরূপে প্রচ্ছন্নবেশে বিরাট-নগরে বাস করিতে বাসনা করিয়াছি।"

তখন যুধিষ্ঠির সহদেবকে কহিলেন, "সহদেব! তুমি বিরাটরাজ-সন্নিধানে কি প্রকারে পরিচিত হইবে এবং কিরূপ কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা প্রচ্ছন্নবেশে কালাতিপাত করিবে?"

সহদেব কহিলেন, "আমি গোসমূহের প্রতিষেধ[১], দোহন ও সঙ্খ্যান[২] বিষয়ে সম্যক্ পারদর্শী। বিরাট-রাজসমীপে তন্তিপাল নামে আপনার পরিচয় প্রদান-পূর্ব্বক তাঁহার গোসঙ্খ্যান-কার্য্যে নিযুক্ত হইব। আমি অতি কৌশলে বিরাটরাজ্যে কালাতিপাত করিব। আপনি আমার নিমিত্ত কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেন না। পূর্ব্বে আপনি নিরন্তর আমাকে গোচর্য্যায় নিয়োগ করিতেন, তন্নিবন্ধন তদ্বিষয়ে আমি অশেষবিধ কৌশল বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। গো-লক্ষণ, গো-চরিত এবং তাহাদের শুভ ও অশুভ সমুদয়ই আমার বিদিত আছে। যাহাদিগের মূত্র আঘ্রাণ করিয়া বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়, আমি এইরূপ শুভলক্ষণ-সম্পন্ন বৃষভ-সকলকে জ্ঞাত আছি। হে মহারাজ! গোচর্য্যায় আমার সবিশেষ প্রীতি আছে, অতএব আমি এই কার্য্যে নিযুক্ত হইবার ইচ্ছা করিয়াছি। হে রাজন্! আমি এইরূপে অজ্ঞাতবেশে বিরাটরাজের তুষ্টিসাধন করিব।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে সহদেব! আমাদিগের প্রাণপ্রিয়া ভার্য্যা দ্রৌপদী জননীর ন্যায় পালনীয়া ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় পূজনীয়া। ইনি কিরূপ কার্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক তথায় কালাতিপাত করিবেন? এই পতিপরায়ণা সুকুমারী রাজকুমারী যাজ্ঞসেনী অন্যান্য নারীর ন্যায় কোন প্রকার কার্য্যসাধনে সমর্থ নহেন। ইনি আজন্ম কাল কেবল মাল্য, গন্ধ, অলঙ্কার ও বিবিধ বস্ত্রের বিষয়ই সম্যক্ জ্ঞাত আছেন।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "মহারাজ! লোকে শিল্পকর্ম্ম-সম্পাদনার্থে কিঙ্করী নিযুক্ত করিয়া থাকে। সৎকুল-সম্ভূতা রমণীরা কদাচ তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না বলিয়া লোকের বিশ্বাস আছে; অতএব আমি কেশ-সংস্কারকুশল সৈরিন্ধ্রী বলিয়া তথায় আপনার পরিচয় প্রদান করিব এবং রাজা জিজ্ঞাসা করিলে কহিব, পূর্ব্বে আমি কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের আলয়ে দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলাম। হে রাজন্! আমি এইরূপে আত্মগোপনপূর্ব্বক রাজমহিষী সুদেষ্ণার পরিচর্য্যা করিব। আমি উপস্থিত হইলে তিনি অবশ্যই

১। বশে রাখা। ২। গণনা পরীক্ষাদি।

আমাকে নিযুক্ত করিবেন। অতএব এক্ষণে আপনি আমার নিমিত্ত আর মনস্তাপ করিবেন না।"

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে কৃষ্ণে! তুমি উত্তমই কহিয়াছ। অতি মহদ্‌বংশে তোমার জন্ম হইয়াছে এবং তুমি সতত সদাচারেই নিরত থাক, কদাচ পাপাচারে প্রবৃত্ত হও না; অতএব দেখিও, যেন বিপক্ষগণের দৃষ্টিপথে পতিত হইও না; যেন সেই পাপাচারপরায়ণ ধূর্ত্তেরা পুনরায় সুখী হয় না।"

চতুর্থ অধ্যায়

পাণ্ডবগণের প্রতি ধৌম্যবর্ণিত রাজগৃহবাসের উপযোগী উপদেশ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "তোমরা বিরাট-রাজ্যে যে সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করিবে, তাহা কহিলে; আমিও স্বয়ং যাহা করিব, তাহা কহিয়াছি। এক্ষণে পুরোহিত ধৌম্য দ্রৌপদীর পরিচারিকা, সূত ও পৌরোগবগণ সমভিব্যাহারে দ্রুপদরাজভবনে গমনপূর্ব্বক আমাদিগের অগ্নিহোত্র রক্ষা করুন এবং ইন্দ্রসেন প্রভৃতি সকলে রথ লইয়া অবিলম্বে দ্বারকা নগরীতে গমন করুন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলেই সকলেই কহিবেন যে, পাণ্ডবেরা আমাদিগকে দ্বৈতবনে পরিত্যাপ করিয়া তথা হইতে যে কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন, আমরা তাহা বিন্দু-বিসর্গও অবগত নহি।"

অনন্তর পাণ্ডবেরা পরস্পর এইরূপ অবধারিত করিয়া পুরোহিত ধৌম্যকে আমন্ত্রণ করিলেন। তখন মহর্ষি ধৌম্য তাঁহাদিগকে সস্নেহসম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে পাণ্ডবগণ! তোমরা ব্রাহ্মণ, সুহৃৎ, যান, প্রহরণ ও অগ্নি-বিষয়ক কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া দিলে; এক্ষণে যাহা কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনকে সতত দ্রৌপদীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। তোমরা লোকবৃত্তান্ত সমস্তই জ্ঞাত আছ, কিন্তু বিদিত বিষয়েও উপদেশ প্রদান করা সুহৃদ্বর্গের অবশ্য কর্ত্তব্য। লোকে ইহাকেই সনাতন ধর্ম্ম ও অর্থ-কাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগের ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর।

"হে পাণ্ডবগণ! তোমরা রাজকুলে বাস করিবে, অতএব আমি রাজকুলের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। যে ব্যক্তি রাজকুলের সমস্ত অবগত হইয়াছে, তথায় তাহাকেও অতি ক্লেশে কালযাপন করিতে হয়। তোমরা সম্মানিত হও বা অবমানিতই হও, যেরূপে হউক, ছদ্মবেশে তথায় এক বৎসর অতিক্রম করিবে। পরে চতুর্দ্দশ বৎসর সমুপস্থিত হইলে স্বেচ্ছানুসারে ব্যবহার করিতে পারিবে। হে পাণ্ডুনন্দনগণ! রাজভবনস্থ ব্যক্তির কোন বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণ করিতে ইচ্ছা হইলে, অগ্রে ভূপালের অনুমতি লইবে; রহস্য-বিষয়ে কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না এবং যথায় অন্যে পরাভব করিতে না পারে, এইরূপ স্থানে অবস্থান করিবে। যে ব্যক্তি 'আমি মহারাজের প্রিয়' এই মনে করিয়া তদীয় যান, পর্য্যঙ্ক, পীঠ, গজ বা রথে আরোহণ না করেন, তিনিই রাজগৃহে বাস করিতে সমর্থ হয়েন। যথায় উপবিষ্ট হইলে দুষ্ট লোকেরা আশঙ্কা করিবে, তথায় কদাচ উপবেশন করিবে না। ভূপাল জিজ্ঞাসা না করিলে তাঁহাকে কোন বিষয়ে অনুশাসন করা অকর্ত্তব্য এবং মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা ও অবসরক্রমে সমুচিত সৎকার করা বিধেয়। নৃপতিগণ অনৃতবাদী মনুষ্যের প্রতি সতত ঈর্ষা প্রকাশ ও মিথ্যাভাষী মন্ত্রীকে নিয়ত অবমাননা করিয়া থাকেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কদাচ রাজমহিষী, অন্তঃপুরচারী, রাজার দ্বেষ্য ও তাঁহার অহিতকারী ব্যক্তিগণের সহিত মৈত্রী করিবেন না। রাজার সমক্ষে সামান্য কার্য্যও আগ্রহপূর্ব্বক সম্পাদন করিবে। এইরূপে রাজার পরিচর্য্যা করিলে কদাচ বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয় না। উন্নত-পদপ্রাপ্ত ব্যক্তিও জিজ্ঞাসিত বা নিয়োজিত না হইলে স্বীয় মর্য্যাদানুরোধে জাত্যন্ধের[১] ন্যায় ব্যবহার করিবেন। পুত্র, পৌত্র বা ভ্রাতাও মর্য্যাদা অতিক্রম করিলে ভূপাল আর তাহাকে সমুচিত সমাদর করেন না। অগ্নি ও দেবতার ন্যায় রাজার উপাসনা করিবে। মিথ্যাবাদী মনুষ্যকে রাজা অবশ্যই বিনাশ করিয়া থাকেন। প্রমাদ, গর্ব্ব ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্ণয়-স্থলে যাহা স্বামীর হিত ও প্রিয়কর মনে হয়, তাহাই বর্ণন করিবে। যে স্থলে হিতকর প্রিয়বাক্য নিতান্ত দুর্লভ, সে স্থলে

১। জন্মান্ধ।

প্রভুর প্রিয়বাক্য উপেক্ষা করিয়া হিতবাক্য বলাই কর্ত্তব্য। কদাচ স্বামি-বাক্যের প্রতিকূলাচরণ করিবে না এবং অপ্রিয় ও অহিত কথা তাঁহার নিকট বর্ণন করিবে না। পণ্ডিত ব্যক্তি আপনাকে প্রভুর অপ্রিয়পাত্র মনে করিয়া তাঁহার সেবা করেন ও সর্ব্বদা অপ্রমত্ত-চিত্তে তাঁহার হিত ও প্রিয়কার্য্যে তৎপর হয়েন। যে ব্যক্তি প্রভুর অনিষ্টচেষ্টা, তাঁহার অহিতাচারীদিগের সহবাস ও অনধিকারচর্চ্চায় পরাঙ্মুখ হয়েন, তিনি রাজকূলে বাস করিবার উপযুক্ত পাত্র। পণ্ডিতেরা রাজার দক্ষিণ অথবা বামপার্শ্বে উপবেশন করিবেন, অস্ত্রশস্ত্রধারী রক্ষকগণ তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে থাকিবে এবং সম্মুখে বিস্তীর্ণ আসন বিন্যস্ত থাকিলে তথায় উপবেশন করা নিষিদ্ধ।

কোন গূঢ় বিষয় প্রত্যক্ষ হইলেও তাহা অন্যের নিকট ব্যক্ত করিবে না। তাহা হইলে সামান্য ব্যক্তিদিগেরও অবিশ্বাসভাজন হইতে হয়। রাজারা যদি মিথ্যাকথা বলেন, তাহা অন্যের নিকট কদাচ প্রকাশ করিবে না। তাঁহারা মিথ্যাবাদীর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েন এবং পণ্ডিতাভিমানী লোকদিগকে ঘৃণা করেন। 'আমি বীর বা বুদ্ধিমান্' এই বলিয়া কদাচ রাজার নিকট গর্ব্ব প্রকাশ করিবে না। যিনি অপ্রমত্ত-চিত্তে সতর্কতাপূর্ব্বক রাজার প্রিয় ও হিতকার্য্য করেন, তিনিই তাঁহার প্রণয়াস্পদ ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া নানাবিধ ভোগসুখে কালযাপন করিতে পারেন। দেখ, যাঁহার কোপে অশেষ ক্লেশ এবং প্রসাদে মহাফললাভ হয়, কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহার অনভিমত কার্য্যানুষ্ঠান করে ?

রাজসভায় স্থিরভাবে সমাসীন থাকিবে, হস্ত, পদ ও ওষ্ঠ প্রভৃতি সতত সঞ্চালন করিবে না, উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবে না এবং অতিগোপনে নিষ্ঠীবন ও বাতাদি পরিত্যাগ করিবে। কোন কোন প্রকার হাস্যের বিষয় উপস্থিত হইলে হৃষ্ট হইয়া অতি-হাস্য ও ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক হাস্য-সংবরণ এই উভয়ই বিরুদ্ধ। অতিহাসে উন্মত্ততা ও হাস্যসংবরণে গাম্ভীর্য্যপ্রকাশ করা হয়, এই নিমিত্ত তৎকালে মৃদু মৃদু হাস্য করা কর্ত্তব্য। যিনি লাভে হৃষ্ট ও অপমানে দুঃখিত হয়েন না এবং সর্ব্বদাই অপ্রমত্ত থাকেন, তিনিই রাজভবনের উপযুক্ত পাত্র। যে পণ্ডিত অমাত্য সর্ব্বদা রাজা ও রাজপুত্রের স্তব-স্তুতি করেন, তিনি চিরকাল প্রিয়পাত্র হইয়া থাকেন। যে অনুগৃহীত অমাত্য কোন কারণবশতঃ নিগৃহীত হইয়াও রাজার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ না করেন, তিনি পুনরায় সম্পদ্‌লাভ করিতে পারেন। যিনি রাজার নিকট উপজীবিকা লাভ ও তাঁহার বিষয়ে বাস করেন, তিনি সতত ভূপতির সমক্ষে এবং পরোক্ষে তদীয় গুণানুবাদ করিবেন। যে অমাত্য বলপূর্ব্বক বিষয়ভোগ করিবার নিমিত্ত রাজার নিকট প্রার্থনা করেন, তিনি অচিরকালমধ্যে পদচ্যুত হয়েন এবং তাঁহার প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রাজকৃত উপকার সতত বিপক্ষের নিকট প্রকাশ করিবে না এবং রাজাকে সর্ব্বদা শিক্ষা-প্রদানে সমুদ্যত হইবে না। যে ব্যক্তি বলবান্, অম্লান, সত্যবাদী, মৃদু ও দান্ত হইয়া সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় ভূপতির অনুগত হইতে পারেন, তিনিই রাজকুলের উপযুক্ত। প্রভু অন্য ব্যক্তিকে কোন কার্য্যে নিয়োগ করিলে যিনি 'কি করিব' বলিয়া সেই কর্ম্মে অগ্রসর হয়েন, তিনিই রাজভবনে বাস করিবার যোগ্য পাত্র। যিনি ভূপতি কর্তৃক গূঢ় বা প্রকাশ্য কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া তৎসাধনে পরাঙ্মুখ না হয়েন, তিনিই রাজগৃহে বাস করিবেন। যিনি প্রবাসিত হইয়া পরম-প্রণয়াস্পদ পুত্র, কলত্র প্রভৃতি স্মরণ করেন না এবং সুখের নিমিত্ত দুঃখ সহ্য করিতে পারেন, তিনিই রাজগৃহে বাস করিবার উপযুক্ত। কদাচ রাজার সদৃশ বেশ-ভূষা করিবে না, তাঁহার সমীপে অতি-হাস্য করিবে না এবং মন্ত্রণা বহু ব্যক্তির নিকট ব্যক্ত করিবে না। অর্থস্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক কার্য্য করিবে। কারণ, কোন দ্রব্য অপহরণ করিলে বন্ধন অথবা প্রাণনাশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। প্রভু যান, বস্ত্র, অলঙ্কার অথবা অন্য যে কোন প্রসাদস্বরূপ প্রদান করিবেন, তাহাই সতত ধারণ করিবে। এইরূপে সাবধানে কালাতিপাত করিতে পারিলে রাজার প্রিয়পাত্র হওয়া যায়।

হে পাণ্ডবগণ! সম্প্রতি তোমরা প্রযত্নাতিশয় সহকারে এইরূপে চিত্ত সংযত করিয়া আপনাদিগের সুশীলতা প্রদর্শনপূর্ব্বক বিরাট-নগরে সংবৎসরকাল অতিবাহিত কর। অনন্তর আপনাদিগের রাজ্য লাভ করিয়া স্বেচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিবে।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে দ্বিজসত্তম! আপনি যাহা আদেশ করিলেন, আমরা কদাচ তাহার অন্যথাচরণ করিব না। মাতা কুন্তী ও মহামতি বিদুর ভিন্ন

আপনার ন্যায় সদুপদেষ্টা আর কেহই নাই। অতএব এক্ষণে আমরা কিরূপে এই দুঃখার্ণব উত্তীর্ণ হইব, কিরূপে প্রস্থান করিব ও কিরূপেই বা আমাদিগের জয়লাভ হইবে, তাহার উপায়বিধান করুন।"

দ্বিজোত্তম ধৌম্য যুধিষ্ঠির কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া প্রস্থানোচিত সমুদয় আয়োজন করিলেন এবং তাঁহাদিগের রাজ্যলাভ, সমৃদ্ধি ও বৃদ্ধির নিমিত্ত অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা সেই অগ্নি ও তপোধন ব্রাহ্মণদিগকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে অগ্রে লইয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা গমন করিলে পর ধৌম্য অগ্নিহোত্র গ্রহণ করিয়া পাঞ্চাল-নগরে উত্তীর্ণ হইলেন এবং ইন্দ্রসেন প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত লোকেরা যাদবগণের নিকট গমনপূর্ব্বক সুসংবৃত্ত হইয়া অশ্ব-রথ রক্ষা করিয়া পরম-সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

—

পঞ্চম অধ্যায়

বৃক্ষশাখায় অস্ত্রসংস্থাপনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের বিরাটনগরে প্রবেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর স্বরাজ্যলিপ্সু শ্মশ্রুধারী পাণ্ডবগণ গোধাঙ্গুলিত্রাণ বন্ধন এবং ধনু, খড়্গ, অন্যান্য আয়ুধ ও তূণ গ্রহণপূর্ব্বক পাদচারে কালিন্দী নদীর দক্ষিণ-তীরে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে কখন বা গিরিদুর্গে, কখন বা বনদুর্গে অবস্থানপূর্ব্বক মৃগয়া করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে দশার্ণদেশের উত্তর, পাঞ্চাল-দেশের দক্ষিণ এবং যকৃল্লোম ও শূরসেনের মধ্য দিয়া মৎস্যদেশে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন দ্রুপদ-নন্দিনী রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "মহারাজ! নানাবিধ ক্ষেত্র ও এই পথসমুদয়ের অবস্থা দৃষ্টিগোচর করিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, মৎস্যরাজের রাজধানী অতি-দূরবর্ত্তী হইবে, আমিও সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছি; অতএব এই রাত্রি এই স্থানে অবস্থান করুন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ধনঞ্জয়? তুমি যত্ন-সহকারে পাঞ্চালীকে বহন কর। যখন অরণ্য অতিক্রম করিয়াছি, তখন একেবারে রাজধানীতে গিয়া অবস্থিতি করিব।" গজরাজ তুল্য অর্জ্জুন দ্রৌপদীকে গ্রহণ করিয়া দ্রুতপদসঞ্চারে গমন করিয়া বিরাট-নগরের সমীপে উপস্থিত হইয়া অবতারিত করিলেন।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে কহিলেন, "হে পার্থ! এই আয়ুধ-সকল কোথায় রাখিয়া পুর প্রবেশ করিব? যদ্যপি আমরা অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হই, তাহা হইলে সমুদয় লোক সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইবে। তোমার গাণ্ডীবধনু লোক-মধ্যে কাহারও অবিদিত নাই; ইহা গ্রহণ করিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলে মনুষ্যমাত্রেই আমাদিগকে চিনিতে পারিবে। যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তদনুসারে অজ্ঞাতবাসসময়ে এক ব্যক্তি জানিতে পারিলে পুনরায় দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিতে হইবে।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "মহারাজ! এই পর্ব্বতশৃঙ্গে এক দুরারোহ শমীবৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। উহার শাখাসকল অতি ভয়ঙ্কর; বিশেষতঃ উহা শ্মশানের সমীপবর্ত্তী ও হিংস্রজন্তু-সমাকীর্ণ দুর্গম অরণ্যে পরিবৃত। বোধ হয়, উহার সমীপে এমন কেহ নাই যে, আমরা উহাতে অস্ত্রগুলি সংস্থাপিত করিবার সময় তাহার দর্শনপথে নিপতিত হইব। অতএব ঐ শমী-বৃক্ষে আয়ুধ সমস্ত সংস্থাপন করিয়া নগর-প্রবেশপূর্ব্বক যথাযোগ্যরূপে কালযাপন করিব।"

ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজকে এই প্রকার কহিয়া শস্ত্র-সংস্থাপন করিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। তিনি যাহা দ্বারা এক রথে সমুদয় দেব ও মনুষ্যগণকে পরাজিত এবং সুসমৃদ্ধ জনপদ সকল আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সেই গভীর-নিস্বন, অরাতিবলনিসূদন গাণ্ডীব-শরাসন মৌর্ব্বী[১]শূন্য করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির যে ধনু দ্বারা কুরুক্ষেত্র রক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা হইতে অক্ষয় গুণ বিশ্লেষিত করিলেন। মহাবল ভীমসেন যদ্দারা পাঞ্চাল-জনপদ পরাজিত ও দিগ্বিজয়কালে একাকী ভূরি ভূরি অরাতিগণকে দূরীভূত করিয়াছিলেন, বজ্রাহত পর্ব্বত-বিস্ফোটের ন্যায় যাহার বিস্ফারধ্বনি শ্রবণ করিয়া সপত্ন[২]গণ রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিত, যাহার প্রভাবে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ পরাভূত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি সেই শরাসন হইতে জ্যাপাশ অবতারিত

১। জ্যা—ছিলা। ২। শত্রু।

করিলেন। যিনি কুলে, রূপে অনুপম বলিয়া নকুল নামে প্রসিদ্ধ, সেই ইন্দ্র-সদৃশ, মিতভাষী, মাদ্রীনন্দন যে শরাসন দ্বারা পশ্চিমদিক্ পরাজয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারও মৌর্ব্বী অপাকৃষ্ট[১] হইল। দক্ষিণাচার-পরায়ণ সহদেব যে ধনু দ্বারা দক্ষিণদিক্ পরাজয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনিও তাহা হইতে গুণপাশ বিযোজিত করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত ধনু এবং সুদীর্ঘ খড়্গ, মহামূল্য তূণ ও ক্ষুরধার শর-সমুদয় একত্র সঙ্কলিত হইল।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির নকুলকে কহিলেন, "বীর! তুমি এই শমী-বৃক্ষে আরোহণ করিয়া, এই সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র উহাতে সংস্থাপন কর।"

তখন নকুল সেই শমী-বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক উহার যে যে স্থানে বক্রভাবে বারিবর্ষণ হয়, সেই সেই স্থানে গাণ্ডীব প্রভৃতি পাঁচখানি ধনু ও অস্ত্র শস্ত্র সুদৃঢ় পাশ দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া রাখিলেন।

লোকে শবদুর্গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া দূর হইতে এই বৃক্ষ পরিহার করিবে, এই অভিপ্রায়ে পাণ্ডবগণ সেই শমীবৃক্ষে একটি মৃতশরীর বন্ধন করিয়া রাখিলেন এবং গোপাল ও মেষপাল প্রভৃতি সকলের নিকটে এই কথা প্রচার করিয়া দিলেন যে, আমরা পূর্ব্বাচরিত কুলধর্ম্মানুসারে অশীতিশতবর্ষবয়স্কা গতাসু প্রসূতিকে ইহাতে বন্ধন করিয়া রাখিলাম।

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির আপনাদিগের পঞ্চজনের জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন ও জয়দ্বল এই পাঁচটি গূঢ় নাম রাখিয়া কৃষ্ণা ও ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে ত্রয়োদশ বর্ষ অজ্ঞাতচারে[২] অতিবাহন করিবার নিমিত্ত নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের দুর্গাস্তব

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মণীয় বিরাটনগরে গমনপূর্ব্বক মনে মনে ত্রিভুবনেশ্বরী ভগবতী দুর্গার স্তব করিতে লাগিলেন। "হে যশোদানন্দিনি, নারায়ণপ্রণয়িনি, নন্দবিবর্দ্ধিনি, কংসধ্বংসকারিণি, অসুরবিনাশিনি, গবতি, বরদে, কৃষ্ণে! আপনাকে নমস্কার। আপনি ব্রহ্মচর্য্যস্বরূপা, বাসুদেবের ভগিনী। দুর্দান্ত কংস বলপূর্ব্বক আপনাকে আকর্ষণ করিয়া শিলাতলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে আপনি অনায়াসে তাহার হস্ত হইতে আকাশপথে গমন করিয়াছিলেন। হে ভুবনেশ্বরি! আপনি দিব্য বস্ত্র ও মাল্যে বিভূষিত হইয়াছেন। আপনার করতলে সুতীক্ষ্ণ খড়্গ ও খেটক শোভা পাইতেছে। হে ত্রৈলোক্যতারিণি! যাঁহারা ভূভার অবতারণ জন্য কায়মনোবাক্যে আপনাকে স্মরণ করেন, আপনি দুস্তর পাপপঙ্ক হইতে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকেন।"

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত দেবীকে সন্দর্শন করিবার মানসে পুনরায় বহুবিধ স্তব করিতে লাগিলেন, "হে বালার্কসদৃশে, চতুর্ভুজে, চতুর্ব্বক্ত্রে, ময়ূরপিচ্ছবলয়ে, পীনপয়োধরে, পৃথুনিতম্বিনি, কেয়ূরাঙ্গধারিণি দেবি! আপনি লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন। আপনার মুখমণ্ডল চন্দ্রমণ্ডল-বিস্পর্দ্ধী[১], শ্রবণযুগল সুবর্ণকুণ্ডলে বিভূষিত, মুকুট অতি বিচিত্র এবং কেশপাশ পরম-রমণীয়। হে নানা আয়ুধধারিণি! আপনার বিপুল বাহু শক্রধ্বজসদৃশ। আপনি ভুজঙ্গাভোগরূপ মেখলা-দামে বিভূষিত হইয়া বিষধরপরিবৃত মন্দর-গিরির শ্রী ধারণ করিয়াছেন। শিখিপিচ্ছবিনির্ম্মিত উন্নত ধ্বজদণ্ডে আপনার কি অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়াছে। হে ত্রিদশেশ্বরি! আপনি কৌমারব্রত ধারণপূর্ব্বক সুরলোক পবিত্র করিয়াছিলেন বলিয়া ত্রিদশগণ নিরন্তর আপনার স্তব ও পূজা করিয়া থাকেন। আপনি ত্রৈলোক্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত মহাসুর মহিষাসুরকে সংহার করিয়াছেন। আপনি জয়া, বিজয়া, বরদা ও সংগ্রামে বিজয়প্রদা; অতএব এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, কৃপা করিয়া আমাকে বিজয় দান করুন। হে সীধু[২]মাংসপশুপ্রিয়ে, কামচারিণি! নগেন্দ্র বিন্ধ্যাচল আপনার শাশ্বত বাসস্থান, আপনি যাত্রা করিলে ভূতগণ আপনার অনুগমন করে[৩]। হে কালি! হে মহাকালি! যাঁহারা ভারাবতরণমানসে প্রভাতে আপনাকে স্মরণ ও প্রণাম করেন, তাঁহাদিগের ধনপুত্র-লাভ দুর্ল্লভ হয় না। হে দুর্গে!

১। খুলিয়া রাখা। ২। প্রচ্ছন্নভাবে।

১। চন্দ্রাকান্তির ন্যায় স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল। ২। মদ্য। ৩. প্রলয়ে ব্রহ্মাদি সর্ব্বজীব আপনাতে লীন হয়।

আপনি দুর্গ হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া লোকে আপনাকে দুর্গা বলিয়া থাকে। কান্তারে অবসন্ন, জলধিজলে নিমগ্ন ও দস্যুহস্তে নিপতিত জনের আপনিই একমাত্র গতি। হে দেবি! জলপ্রতরণে[১], কান্তারে ও অটবীতে বিপন্ন হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক আপনাকে স্মরণ করিলে আর অবসন্ন হইতে হয় না। হে সুরেশ্বরি! আপনি কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, সিদ্ধি, লজ্জা, বিদ্যা, সন্ততি, বুদ্ধি, সন্ধ্যা, রাত্রি, প্রভা, নিদ্রা, জ্যোৎস্না, কান্তি, ক্ষমা ও দয়া। আপনার পূজা করিলে নরের বন্ধন, মোহ, পুত্রনাশ, ধনক্ষয়, ব্যাধি, মৃত্যু ও ভয় কিছুই থাকে না। হে ভক্তবৎসলে, শরণাগতপালিকে, দুর্গে! আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে আপনার শরণাপন্ন, আপনাকে প্রণাম করি, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।"

যুধিষ্ঠিরের দেবীসাক্ষাৎকার—রাজ্যপ্রাপ্তিরূপ বরলাভ

দেবী রাজার এবংবিধ স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে রাজন্! আমার প্রসাদে অচিরকালমধ্যে তোমার সংগ্রামে বিজয়লাভ হইবে। তুমি নিখিল কৌরববাহিনী পরাজয় করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পরম প্রীতমনে নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ করিবে এবং তোমার সৌখ্য ও আরোগ্যলাভ হইবে। হে ধর্ম্মরাজ! যে সকল নিষ্পাপ ব্যক্তিরা আমার নাম-সঙ্কীর্ত্তন করে, আমি প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে রাজ্য, আয়ু, অপূর্ব্ব দেহ এবং পুত্র প্রদান করি। যাহারা প্রবাস, নগর, শত্রু-সঙ্কট, সংগ্রাম, কান্তার, গহন-কানন, পর্ব্বত ও সাগর প্রভৃতি দুর্গম স্থলে বিপন্ন হইয়া এইরূপে আমাকে স্মরণ করে, তাহাদিগের কিছুই দুর্লভ থাকে না। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক এই উৎকৃষ্ট স্তোত্র শ্রবণ বা পাঠ করে, তাহাদিগের সমুদয় কার্য্য সিদ্ধ হয়। হে পাণ্ডবগণ! আমি প্রসন্ন হইয়া বলিতেছি, তোমরা বিরাট-নগরে অবস্থিতি করিলে তত্রত্য লোক ও কৌরবেরা কেহই তোমাদিগকে জানিতে পারিবে না।"

দেবী যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়া সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন।

১। জলযানে।

সপ্তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের দ্যূতকারবেশে বিরাটরাজ-সভাপ্রবেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর মহাবিষ আশীবিষের ন্যায় দুরাসদ, কুরুবংশাবতংস মহানুভব, রাজা যুধিষ্ঠির বৈদূর্য্য ও কাঞ্চনময় অক্ষগুটিকাসকল বস্ত্র দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক কক্ষে নিক্ষেপ করিয়া সর্ব্বাগ্রে সভাস্থ বিরাটরাজের নিকট উপনীত হইলেন। তিনি অপূর্ব্ব রূপ ও বলপ্রভাবে সাক্ষাৎ অমরের ন্যায়, নিবিড় জলদজালজড়িত সূর্য্যের ন্যায় ও ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। বিরাটরাজ অচিরকালমধ্যে অভ্রপটলসংবৃত সুধাংশুসদৃশ সভাগত যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, সূত, বৈশ্য ও অন্যান্য সভ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সভাসদ্গণ! যিনি প্রথমে আগমন করিয়া রাজার ন্যায় সভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, উনি কে? উনি ব্রাহ্মণ নহেন, আমার বোধ হয়, কোন রাজা হইবেন; উঁহার সমভিব্যাহারে দাস, রথ ও হস্তী কিছুই নাই। তথাচ উনি দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। যেমন মদমত্ত বারণ অকুতোভয়ে নলিনীর সমীপে সমুপস্থিত হয়, তদ্রূপ ইনিও আমার নিকট অসঙ্কুচিতচিত্তে আগমন করিতেছেন। যাহা হউক, ইঁহার আকার-প্রকারদর্শনে উঁহাকে রাজা বলিয়া আমার বোধ হইতেছে।"

বিরাটরাজ এইরূপ তর্ক-বিতর্ক করিতেছেন, ইত্যবসরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ-জাতি, সর্ব্বস্বান্ত হওয়াতে জীবিকালাভের নিমিত্ত আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। মানস করিয়াছি, এই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক মহাশয়ের অভিলাষানুরূপ কার্য্যসংসাধন করিব।" তখন বিরাটরাজ সাতিশয় প্রহৃষ্ট-মনে স্বাগত-প্রশ্নপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন, "তাত! তোমাকে নমস্কার! এক্ষণে তুমি কোন্ রাজার রাজধানী হইতে আগমন করিতেছ, তোমার নাম ও গোত্র কি এবং তুমি কি কি শিল্পকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাক, এই সমস্ত সত্য করিয়া বল।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "মহারাজ! আমি ব্যাঘ্রপদী-গোত্রসম্ভূত ব্রাহ্মণ; আমার নাম কঙ্ক। পূর্ব্বে আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রিয়সখা ছিলাম, দ্যূতে আমার

সবিশেষ নিপুণতা আছে।" বিরাট কহিলেন, "আমি তোমার প্রার্থনা-পূরণে সম্মত আছি। তুমি মৎস্যদেশ শাসন কর। আমি তোমার একান্ত বশংবদ। দ্যূতানুরক্ত ব্যক্তিগণ আমার প্রিয় পাত্র; অতএব তুমিও আমার প্রিয় ও রাজ্যলাভে সম্যক্ উপযুক্ত। যুধিষ্ঠির কহিলেন, "মহারাজ! আমি নীচ লোকের সহিত কখনই দ্যূতক্রীড়া করিব না এবং আমি যাহাকে পরাজয় করিব, সে আমার ধনলাভে কদাচ অধিকারী হইবে না। আপনি অনুকম্পা করিয়া আমার এই প্রার্থনায় সম্মত হউন।" বিরাট কহিলেন, "আমি তোমার অহিতকারী ব্রাহ্মণকে বিষয় হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিব এবং অন্যে তোমার অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণনাশ করিব।

"হে জানপদবর্গ! তোমরা সকলেই সমাগত হইয়াছ, এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। অদ্যাবধি প্রিয়-সখা কঙ্ক আমার ন্যায় সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ অধিকারী হইলেন।" অনন্তর ধর্ম্মরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "সখে! আমি তোমার সহিত একযানে আরোহণ করিব এবং আমার ন্যায় তোমারও প্রচুর বস্ত্র ও অপর্য্যাপ্ত পান-ভোজন লাভ হইবে! আমি গৃহের দ্বার-সকল উদ্‌ঘাটন করিয়া দিতেছি। তুমি সর্ব্বদাই বাহ্যান্তর[1] পর্য্যবেক্ষণ করিবে। যদি কেহ জীবিকালাভে অসমর্থ হইয়া তোমার নিকট কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তুমি তৎক্ষণাৎ আমাকে বলিবে, আমি নিঃসন্দেহ তাহার মনোরথ পূর্ণ করিব। আমার সন্নিধানে তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই।"

হে মহারাজ! এইরূপে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিরাটের সহিত সমাগত হইয়া পরম-সমাদরে বাস করিতে লাগিলেন, কেহই তাঁহার এই বৃত্তান্তের বিন্দুবিসর্গও অবগত হইতে পারিল না।

অষ্টম অধ্যায়

পাচকবেশে ভীমের প্রবেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভীমপরাক্রম ভীমসেন সকল-লোকবিকাশী প্রভাকরের ন্যায় স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান হইয়া অসিতবসন[1] পরিধান এবং করে কোষনিষ্কাশিত অসিতাঙ্গ অসি[2], মন্থদণ্ড ও দর্ব্বী ধারণপূর্ব্বক সূপকারবেশে মৎস্যরাজ-সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মৎস্যরাজ ভূপতিসন্নিভ অন্তিকাগত কুন্তী-কুমারকে অবলোকন করিয়া সমাগত জনপদবাসীদিগকে কহিলেন, "ঐ যে সিংহসদৃশ উন্নতস্কন্ধ, সূর্য্যসদৃশ পরম রূপবান্, অদৃষ্টপূর্ব্ব যুবা দৃষ্টিগোচর হইতেছেন, উনি কে? আমি সবিশেষ করিয়াও উঁহার অভিসন্ধি স্থির করিতে সমর্থ হইতেছি না; অতএব তোমরা অবিলম্বে উঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা কর। উনি গন্ধর্ব্বরাজ হউন বা দেবরাজই হউন, আমি বিচার না করিয়া উঁহার মনোরথ পরিপূর্ণ করিব।"

তাহারা মৎস্যরাজের আদেশানুসারে দ্রুতপদ-সঞ্চারে ভীমসেন-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া সমুদয় রাজবাক্য নিবেদন করিল। মহাত্মা বৃকোদর তাহাদিগের বাক্যে প্রত্যুত্তর না করিয়া বিরাটের সন্নিকটে আগমনপূর্ব্বক অসঙ্কুচিতবাক্যে কহিলেন, "মহারাজ! আমি সূপকার, আমার নাম বল্লব। আমি অতি উত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে পারি। আমাকে গ্রহণ করুন।"

বিরাট কহিলেন, "হে বল্লব! তোমাকে সুররাজের ন্যায়, নররাজের ন্যায় রূপলাবণ্য ও বিক্রমসম্পন্ন দেখিয়া সূপকার বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে না।"

ভীম কহিলেন, "নরেন্দ্র! আমি সূপকার, আপনার পরিচারক। পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠিরের সূপাধিকারে[3] নিযুক্ত ছিলাম। আমি কেবল সূপকার্য্যে পারদর্শী নহি, আমার তুল্য বাহুযোদ্ধা বলবান্‌ও অতিদুর্লভ। আমি সর্ব্বদা হস্তী ও সিংহের সহিত সংগ্রাম করিতাম; এক্ষণে নিরন্তর আপনার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিব।"

বিরাট কহিলেন, "বল্লব! আমি তোমার মনোরথ পরিপূর্ণ করিলাম। তুমি মহানসে অধিকার গ্রহণ কর; কিন্তু এ প্রকার কর্ম্ম তোমার উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না। তুমি সসাগরা ধরামণ্ডলের অধিকারযোগ্য। যাহা হউক, তুমি আত্মকামনানুসারে মহানসে নিযুক্ত হইলে, আমি তোমাকে তত্রস্থ সমস্ত অধিকৃতবর্গের উপরে আধিপত্য প্রদান করিলাম।"

ভীমসেন এইরূপে মহানসে নিযুক্ত হইয়া বিরাট-নৃপতির সাতিশয় প্রীতিভাজন হইলেন। তত্রস্থ

১। বাহ্য—বহির্দ্বার, আন্তর—অন্তঃপুর।

১। কৃষ্ণবস্ত্র। ২। মাংস কর্ত্তনার্থ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র। ৩। রন্ধনাগারে।

পরিচারক বা অন্য কোন ব্যক্তি তাঁহার প্রকৃত পরিচয় অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই।

নবম অধ্যায়

পরিচারিকাবেশে দ্রৌপদীর প্রবেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অসিতলোচনা দ্রৌপদী নীল, সূক্ষ্ম, সুকোমল ও সুদীর্ঘ কেশপাশ বেণীরূপে বন্ধন এবং অতিমাত্র মলিন একমাত্র বসন পরিধান করিয়া সৈরিন্ধ্রীবেশে দীনভাবে গমন করিতে লাগিলেন। নাগরিক পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা দ্রুতপদে তাঁহার নিকট আগমন করিয়া 'তুমি কে? তোমার অভিলাষ কি?' বারংবার এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তখন দ্রৌপদী তাহাদিগকে কহিলেন, "আমি সৈরিন্ধ্রী, যদি কেহ আমাকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করেন, আমি তাহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিব, এই নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছি।" কিন্তু তাহারা অসামান্য রূপলাবণ্য, বেশবিন্যাস ও মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অন্নার্থিনী দাসী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিল না।

বিরাটমহিষী সুদেষ্ণা প্রাসাদে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, ইত্যবসরে পাণ্ডবপ্রিয়া দ্রৌপদী তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। রাজমহিষী তাঁহাকে তাদৃশ রূপবতী, অনাথা ও এক-বসনা দেখিয়া নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে! তুমি কে ও তোমার অভিলাষই বা কি?" দ্রৌপদী কহিলেন, "আমি সৈরিন্ধ্রী; যিনি আমাকে নিযুক্ত করিবেন, আমি সুচারুরূপে তাঁহার কর্ম্মসম্পাদন করিব, এই কারণেই এ স্থানে আগমন করিয়াছি।"

সুদেষ্ণা কহিলেন, "হে ভাবিনি! তুমি যে প্রকার কহিতেছ, তোমার ন্যায় কামিনীগণের পক্ষে তাহা কখনই সম্ভব হয় না। ফলতঃ তুমিই নানাবিধ দাসদাসীগণের নিয়োগ্যা। তোমার গুল্‌ফভাগ অনুচ্চ, উরুদ্বয় সংহত, নাভিপ্রদেশ অতি গভীর, নাসিকা উন্নত, অপাঙ্গ, কর, চরণ, জিহ্বা ও অধর লোহিতবর্ণ, বাক্য হংসের ন্যায় গদগদ, কেশকলাপ অতি মনোহর, অঙ্গ শ্যামলবর্ণ, নিতম্ব ও পয়োধর নিবিড়তম, পক্ষ্ম[১]রাজি কুটিল, মধ্যভাগ ক্ষীণ, গ্রীবা কম্বুর ন্যায়, শিরা-সকল অদৃশ্য এবং মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় রমণীয়। তুমি কাশ্মীর তুরঙ্গীর ন্যায় এবং পদ্মপলাশলোচনা কমলার ন্যায় সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছ। হে ভদ্রে! তোমাকে পরিচারিণী বলিয়া কোন প্রকারেই বোধ হইতেছে না। তুমি যক্ষরমণী কি দেবকামিনী? গন্ধর্ব্বী কি অপ্সরা? ভুজঙ্গবনিতা কি এই নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা? বিদ্যাধরী বা কিন্নরী অথবা স্বয়ং রোহিণী? অলম্বুষা কি মিশ্রকেশী? পুণ্ডরীকা কি মালিনী? অথবা তুমি ইন্দ্রাণী, বারুণী, বিশ্বকর্ম্মার পত্নী, ব্রহ্মাণী কি অন্যান্য দেবকন্যাগণের অন্যতমা হইবে? যাহা হউক, তুমি কে, বল।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "আমি দেবী, গন্ধর্ব্বী, অসুরী বা রাক্ষসী নহি। সত্য কহিতেছি, আমি সৈরিন্ধ্রী। আমি কেশসংস্কার বিলেপন, পেষণ এবং মল্লিকা, উৎপল, কমল ও চম্পক প্রভৃতি কুসুমকলাপের বিচিত্র মাল্য গ্রন্থন করিয়া থাকি। প্রথমে কৃষ্ণপ্রিয়তমা সত্যভামা, তৎপরে কুরুকুলের একমাত্র সুন্দরী দ্রুপদকুমারীর সেবা করিয়াছিলাম। সেই সেই স্থানে সমুচিত অশন-বসন সহকারে পরমসুখে কালযাপন করিতাম। স্বয়ং দেবী আমাকে মালিনী বলিয়া আহ্বান করিতেন। আজি আপনার আলয়ে আগমন করিয়াছি।"

সুদেষ্ণা কহিলেন, "হে কল্যাণি! আমি তোমাকে মস্তকে স্থান দান করিতে পারি; কিন্তু ভয় হয়, পাছে রাজা সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার নিমিত্ত চঞ্চল হয়েন। পুরুষের কথা দূরে থাকুক, এই রাজকুল ও আমার গৃহবাসিনী রমণীগণ মোহিত হইয়া অনন্যমনে তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। দেখ, আমার আলয়-জাত তরুজাত তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অবনত হইতেছে। হে নিবিড়নিতম্বিনি! বিরাটরাজ তোমার অলৌকিক অঙ্গসৌষ্ঠব নিরীক্ষণ করিলে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাতেই অনুরক্ত হইবেন। হে তরলায়তলোচনে! তুমি যে পুরুষের প্রতি সানুরাগ দৃষ্টিপাত করিবে অথবা তুমি সতত যাহার নেত্রপথে নিপতিত হইবে, সে অবশ্যই অনঙ্গশরের বশংবর্ত্তী হইবে। মনুষ্য যেমন আত্মহত্যার নিমিত্ত বৃক্ষে আরোহণ করে, তোমাকে রাজগৃহে স্থানদান করা আমার পক্ষে সেইরূপ! ফলতঃ তোমাকে স্থানদান করা

১। চক্ষুর পাতার লোম।

কর্কটীর গর্ভধারণের ন্যায় আমার মৃত্যুস্বরূপ[১] হইবে।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে ভাবিনি! বিরাট বা অন্য কোন পুরুষ আমাকে লাভ করিতে সমর্থ নহেন। পাঁচ জন যুবা গন্ধর্ব্ব আমার স্বামী। তাঁহারা কোন মহাসত্ত্ব গন্ধর্ব্বরাজের তনয়। ঐ পাঁচ জন সতত আমাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। যিনি আমাকে উচ্ছিষ্ট দান না করেন এবং পাদপ্রক্ষালন না করান, আমার পতি গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হয়েন। যে পুরুষ ইতরকামিনীর ন্যায় আমার প্রতি লোভপরবশ হয়, তাহাকে সেই রাত্রেই শমন-সদনে গমন করিতে হয়। কোন পুরুষ আমাকে স্বধর্ম্ম হইতে পরিচালিত করিতে সমর্থ নহে। আমার প্রিয়তম গন্ধর্ব্বগণ এক্ষণে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াও প্রচ্ছন্নভাবে আমাকে রক্ষা করিয়া থাকেন।"

সুদেষ্ণা কহিলেন, "হে আনন্দবর্দ্ধিনি! তোমার অভিলাষানুরূপ বাস প্রদান করিব। তোমাকে কদাচ কাহারও চর্ব্বিত বা উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিতে হইবে না।"

হে জনমেজয়! পতিপরায়ণা দ্রুপদনন্দিনী এইরূপে বিরাটভার্য্যা কর্ত্তৃক পরিসান্ত্বিত হইয়া বিরাটনগরে বাস করিতে লাগিলেন। কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না।

দশম অধ্যায়

গোপবেশধারী সহদেবের বিরাটরাজসভাপ্রবেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সহদেবও অনুত্তম গোপবেশ ধারণ ও তাহাদিগের ভাষা অভ্যাস করিয়া বিরাটের নিকট গমন করিলেন। তিনি রাজভবনসমীপবর্ত্তী গোষ্ঠে দণ্ডায়মান ছিলেন। রাজা তাঁহাকে নয়ন-গোচর করিবামাত্র অতিমাত্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। অনন্তর বিরাটরাজ সমাগত কুরুনন্দনকে রাজপুত্র বিবেচনা করিয়া সমুচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাত! আমি পূর্ব্বে তোমাকে কখন দেখি নাই। তুমি কাহার পুত্র, কোথা হইতে আগমন করিলে এবং তোমার অভিপ্রায়ই বা কি, সমুদয় যথার্থ করিয়া বল।"

তখন সহদেব জলদগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "মহারাজ! আমি বৈশ্য, আমার নাম অরিষ্টনেমি, আমি কৌরবদিগের গোসংখ্যা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। সম্প্রতি রাজসিংহ পাণ্ডবেরা কোথায় গিয়াছেন, কিছুই জানি না, আমিও বিষয়কর্ম্মশূন্য হইয়া জীবন-ধারণ করিতে নিতান্ত অসমর্থ; অতএব আপনি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ, আপনার নিকট থাকিতে অভিলাষ করি; অন্য রাজার নিকট যাইতে আমার ইচ্ছা হয় না।"

বিরাটরাজ কহিলেন, "হে অমিত্র[১]কর্ষণ! তুমি যথার্থরূপ আত্মপরিচয় প্রদান কর; তোমার আকৃতি-দর্শনে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, তুমি ব্রাহ্মণ অথবা আসমুদ্র ক্ষিতীশ ক্ষত্রিয় হইবে। বৈশ্যের কর্ম্ম করা তোমার উচিত হয় না। তুমি কোন্ রাজার রাজ্য হইতে আসিয়াছ, কি কি শিল্পকর্ম্ম জান, সর্ব্বদা কিরূপে আমার নিকট বাস করিবে এবং কিরূপ বেতনই বা প্রার্থনা কর?"

সহদেব কহিলেন, "পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের অষ্ট শত সহস্র গো, অন্যের দশ সহস্র ও অপরের বিংশতি সহস্র ধেনু ছিল। আমি সেই সকল ধেনুর সংখ্যা করিতাম, লোকে আমাকে তন্তিপাল বলিত। আমি দশ যোজনের মধ্যস্থিত গো-সমুদয়ের সংখ্যা করিতে পারি এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান অবগত আছি। আমার গুণরাশি মহাত্মা কুরুরাজের সুবিদিত ছিল, তিনি আমার প্রতি অতিশয় প্রীত ছিলেন। যে সকল উপায় দ্বারা শীঘ্র গোসংখ্যার বৃদ্ধি হয় এবং তাহাদিগের কোন প্রকার রোগ না জন্মে, তাহা আমার বিদিত আছে। আমি এই সকল জানি। হে মহারাজ! যে সমুদয় ঋষভের[২] মূত্র আঘ্রাণ করিলে বন্ধ্যারও গর্ভ হয়, আমি পূজিতলক্ষণ সেই সকল বৃষকেও চিনিতে পারি।"

বিরাটরাজ কহিলেন, "আমার পশুশালায় নানা-জাতীয় অসংখ্য পশু একত্র অবস্থিত রহিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে কাহার কি গুণ, তাহাও প্রকাশিত হয় নাই, আমি তোমার হস্তে সেই সকল পশু ও পশুগণের ভার সমর্পণ করিতেছি, এক্ষণে উহারা তোমার অধীন হইল।"

১। কাঁকড়া—গর্ভধারণ করিলেই কাঁকড়ার মৃত্যু হয়—প্রসবের দ্বার না থাকায় প্রসবকালে পেট ফাটিয়া যায়।

১। অরিমর্দ্দন—শত্রুমর্দ্দনকারী। ২। বৃষের।

নরোত্তম সহদেব এইরূপে রাজার নিকট সুপরিচিত হইয়া পরমসুখে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। রাজাও তাঁহার অভিলাষানুরূপ বেতন প্রদান করিতেন। অন্য লোকে তাঁহাকে কোন ক্রমেই চিনিতে পারে নাই।

—

একাদশ অধ্যায়

নারী-বেশধারী অর্জ্জুনের প্রবেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর পরম-সুন্দর উন্নতকায় অর্জ্জুন স্ত্রীলোকের ন্যায় কুণ্ডলযুগল, শঙ্খ, বলয় ও অঙ্গদ ধারণ এবং সুদীর্ঘ কেশকলাপ উন্মোচনপূর্ব্বক বিরাটরাজের সভামণ্ডপে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে ভূমণ্ডল বিকম্পিত হইতে লাগিল। রাজা সেই পরম-তেজঃসম্পন্ন প্রচ্ছন্নরূপী গজেন্দ্রবিক্রম মহেন্দ্র-তনয়কে নিরীক্ষণ করিয়া সভ্য-গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ব্যক্তি কোথা হইতে আসিতেছেন? আমি পূর্ব্বে ত কখনই এই রূপ দর্শন বা শ্রবণ করি নাই।" সভ্যেরা কহিলেন, "মহারাজ! ইনি যে কে, আমরা ইহার কিছুই বলিতে পারি না।"

অনন্তর বিরাটরাজ বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে অর্জ্জুনকে কহিলেন, "হে মহানুভব! তুমি স্ত্রীলোকের ন্যায় কুণ্ডলযুগল, শঙ্খ, বলয় ও অঙ্গদ ধারণ এবং কেশ-কলাপ উন্মোচন করিয়াছ, অথচ পুরুষের ন্যায় শর, শরাসন ও বর্ম্ম ধারণ করিয়া সাতিশয় শোভা পাইতেছ; তোমার অমরসদৃশ রূপ ও মাতঙ্গসদৃশ বিক্রম দর্শনে তোমাকে ক্লীব বলিয়া কোন মতেই বিশ্বাস হইতেছে না। অতএব তুমি যানে আরোহণ-পূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে ভ্রমণ কর। অদ্যাবধি তুমি আমার পুত্র বা আমারই তুল্য হইলে। আমি নিতান্ত বৃদ্ধ, সমস্ত রাজকার্য্য-পর্য্যালোচনে একান্ত অসমর্থ হইয়াছি; অতএব তুমিই এক্ষণে মৎস্যদেশ শাসন কর।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "মহারাজ! আমি নৃত্য-গীত ও বাদ্যে দক্ষতা লাভ করিয়াছি; অতএব দেবী উত্তরাকে নৃত্য শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত আমাকে নিয়োগ করুন। আমার নাম বৃহন্নলা। যে কারণে আমি এইরূপ হইয়াছি. তাহা আপনাকে আর কি বলিব, উহা স্মরণ হইলে আমার হৃদয় শোকে বিদীর্ণ হইয়া যায়। হে রাজন্! আপনি আমাকে পিতৃ মাতৃহীন পুত্র বা কন্যা বলিয়া জ্ঞাত হইবেন।" বিরাট কহিলেন, "হে বৃহন্নলে! আমি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিতেছি, তুমি আমার কন্যা ও তদনুরূপ অন্যান্য নারীগণকে নৃত্যপ্রয়োগবিষয়ে সুনিপুণ কর। কিন্তু আমার মতে এই কার্য্য তোমার সমুচিত হয় নাই; তুমি এই সসাগরা ধরাশাসনের উপযুক্ত পাত্র।"

তদনন্তর মৎস্যরাজ অর্জ্জুনের নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি কলা-সমুদয়ে বিশেষ নৈপুণ্য সন্দর্শনপূর্ব্বক মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া অবিলম্বে স্ত্রীলোক দ্বারা তাঁহার পরীক্ষা করাইলেন। পরে তাহাদিগের বাক্যে তাঁহাকে প্রকৃত ক্লীব স্থির করিয়া অন্তঃপুরগমনে অনুমতি করিলেন। তিনি তথায় নিরন্তর বাস করিয়া রাজকুমারী উত্তরা এবং তাঁহার সখী ও পরিচারিকাগণকে নৃত্য-গীত-বাদ্যে সম্যক শিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক ক্রমশঃ তাঁহাদিগের একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন নর্ত্তকের কার্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক নারীগণের সহিত অন্তঃপুরে বাস করিতে লাগিলেন; বাহ্যাভ্যন্তরচারী পুরুষেরা কেহই এই গূঢ় ব্যাপার অবগত হইতে পারিল না।

—

দ্বাদশ অধ্যায়

অশ্বপালকবেশে নকুলের প্রবেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর নকুল দ্রুতপদ-সঞ্চারে মৎস্য-রাজের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। মহারাজ বিরাট ও অন্যান্য ব্যক্তি তাঁহাকে মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বাজিরাজি নিরীক্ষণ করিতে করিতে আগমন করিতেছেন দেখিয়া মৎস্য-রাজ অনুচরগণকে কহিলেন, "এই অমরোপম পুরুষ কোথা হইতে আগমন করিতেছেন? ইনি যখন আমার অশ্বগণকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিতেছেন, তখন অবশ্যই একজন সুবিচক্ষণ হয়-তত্ত্ববেত্তা হইবেন, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, সত্বর উঁহাকে আমার সমীপে আনয়ন কর।"

এমন সময়ে নকুল রাজসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হে মহারাজ! আপনার জয় হউক, আমি নৃপতিগণের অভিপ্রেত হয়তত্ত্ববেত্তা; আপনার অশ্বপাল হইতে বাসনা করি।"

বিরাট কহিলেন, "আমি যান, ধন ও নিবেশন সমুদয় তোমাকে প্রদান করিতেছি; তুমি আমার অশ্বপাল হইবার উপযুক্ত পাত্র। এক্ষণে তুমি কোথা হইতে কি প্রকারে আগমন করিতেছ, পূর্ব্বে কোথায় ছিলে এবং কি কি শিল্পকর্ম্ম জান, তাহার পরিচয় প্রদান কর।"

নকুল কহিলেন, "মহারাজ! পূর্ব্বে পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির আমাকে অশ্বকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমি অশ্বগণের প্রকৃতি, শিক্ষা ও চিকিৎসা এবং দুষ্ট অশ্বের শাসন সবিশেষ অবগত আছি। আমার নিকটে কোন বাহন কাতর হইতে পায় না এবং অশ্বের কথা দূরে থাকুক, আমার নিকটে বড়বা[১]গণেরও দুষ্টতা সুদূরপরাহত হয়। রাজা যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য ব্যক্তি আমাকে গ্রন্থিক বলিয়া আহ্বান করিতেন।"

বিরাট কহিলেন, "আমার যাবতীয় অশ্ব, অশ্বযোজক ও সারথিগণ অদ্যাবধি তোমার অধীন হউক। এক্ষণে যদি এই কার্য্যই তোমার অভিলষিত হইল, তবে তোমাকে কিরূপ বেতন প্রদান করিতে হইবে, বল। কিন্তু অশ্ববন্ধন তোমার উপযুক্ত কার্য্য নয়; আমার মতে তুমি ভূপালের উপযুক্ত। তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকটেও যেরূপ ছিলে, আমার নিকটেও সেইরূপ প্রিয়দর্শন হইয়া থাক। হায়! এক্ষণে রাজা ভৃত্যবিহীন হইয়া কিরূপে অরণ্যমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন!" গন্ধর্ব্বোপম নকুল এইরূপে বিরাটকর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া অন্যের অজ্ঞাতসারে বাস করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! সসাগরা ধরাধীশ্বর পাণ্ডবগণ এইরূপে দুঃখিত হইয়াও প্রতিজ্ঞা-পূরণের নিমিত্ত বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাস সমাধান করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

১। ঘুড়ী ঘোটকী।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সময়পালনপর্ব্বাধ্যায়—পূর্ব্বসংকল্পিত বৃত্তিতে পাণ্ডবগণের বিরাটপুরে বাস

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজোত্তম! মহাবীর্য্য পাণ্ডবেরা এইরূপ প্রচ্ছন্নবেশে মৎস্য-নগরে থাকিয়া কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা মহাত্মা ধর্ম্ম ও তৃণবিন্দুপ্রসাদে বিরাট-নগরে মৎস্যরাজের পরিচর্য্যাপূর্ব্বক অজ্ঞাতবাসে কালযাপন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির বিরাট-রাজের সভাসদ্ হইলেন। তিনি রাজা, রাজপুত্র ও সমুদয় সভ্যগণের পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার অক্ষবিদ্যায় অসাধারণ নৈপুণ্য থাকাতে, যেমন লোকে সূত্রবদ্ধ পক্ষিগণকে লইয়া স্বেচ্ছানুসারে ক্রীড়া করে, তদ্রূপ তিনি প্রতিদিন তাঁহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিয়া বিপুল ধনোপার্জ্জনপূর্ব্বক গোপনে ভ্রাতাদিগকে প্রদান করিতেন। ভীমসেন মৎস্যরাজ-প্রদত্ত মাংস প্রভৃতি বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিতেন। অর্জ্জুন অন্তঃপুরে যে সকল জীর্ণ-বস্ত্র পাইতেন, তাহা বিক্রয় করিতে আসিয়া অন্যান্য পাণ্ডবদিগকে প্রদান করিতেন। সহদেব গোপবেশ ধারণপূর্ব্বক অন্যান্য ভ্রাতৃগণকে দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত প্রদান করিতেন। নকুল অশ্বগণের উত্তমরূপ পালন করিয়া রাজপ্রসাদে যে অর্থ প্রাপ্ত হইতেন, তাহা ভ্রাতাদিগকে প্রদান করিতেন। তপস্বিনী দ্রৌপদী লোকের অজ্ঞাতসারে অতি সাবধান হইয়া পাণ্ডবগণকে নিরীক্ষণ করিতেন।

এইরূপে মহারথ পাণ্ডবগণ পরস্পরের সাহায্য করিয়া পুনর্গর্ভস্থিতের ন্যায় অতি কষ্টে বিরাট-নগরে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ধার্ত্তরাষ্ট্রের ভয়ে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া সর্ব্বদা দ্রৌপদীকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

ব্রহ্মমহোৎসব—মল্লক্রীড়া—জীমূত মল্লবধ

অনন্তর চতুর্থ মাসে মৎস্য-নগরে সুসমৃদ্ধ ব্রহ্মমহোৎসব সমারব্ধ হইল। ঐ মহোৎসবে চতুর্দ্দিক্ হইতে মহাবল-পরাক্রান্ত, মহাকায়, অসুরসন্নিভ, রাজসংকৃত মল্লগণ সমুপস্থিত হইল। তাহারা নৃপসন্নিধানে বারংবার স্ব স্ব অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশপূর্ব্বক পরিচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একজন

সর্ব্বপ্রধান, সে সমুদয় মল্লগণকে রঙ্গে আহ্বান করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই তাহার সম্মুখীন হইতে পারিল না। এইরূপে সমাগত সমস্ত মল্লগণ তদীয় বিক্রম-দর্শনে বিমোহিত হইলে মৎস্যরাজ স্বীয় সূদে'র সহিত তাহাকে যুদ্ধ করিতে কহিলেন। ভীমসেন রাজার আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন; কারণ, যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইলে রাজাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়, কিন্তু যুদ্ধ করিলে স্বীয় বাহুবল প্রকাশিত হইয়া যায়। যাহা হউক, অগত্যা তাঁহাকে যুদ্ধে সম্মত হইতে হইল। তখন তিনি বিরাটের সৎকার করিয়া শার্দ্দুলের ন্যায় ধীরে ধীরে মহারঙ্গে প্রবেশপূর্ব্বক কটিবন্ধন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই হৃষ্ট হইল। পরে তিনি বৃত্রাসুরসদৃশ বিখ্যাতবিক্রম মহামল্ল জীমূতকে তথায় আহ্বান করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত মহোৎসাহ, রঙ্গভূমিগত সেই বীরযুগল ষষ্টিবর্ষীয় মহাকায় মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তদনন্তর উভয়ে প্রহৃষ্ট ও পরস্পর জয়েচ্ছু হইয়া বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বজ্র ও পর্ব্বত-পাতের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণতৎপর ও বিজিগীষু হইয়া কখন সাংঘাতিক বাহুপ্রহার, কখন মুষ্ট্যাঘাত, কখন নিদারুণ পদাঘাত, কখন শলাকার ন্যায় সুতীক্ষ্ণ নখাঘাত, কখন চপেটাঘাত, কখন পাষাণসুদৃঢ় জঘন-প্রহার ও কখন বা মস্তকে মস্তকে সংঘট্টন-পূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

সেই বীরযুগল সংগ্রামে পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণপূর্ব্বক জানুপ্রহার করিতে লাগিলেন এবং গভীর-শব্দে পরস্পরকে ভর্ৎসনা করিয়া সুদৃঢ় লৌহ-পরিঘের ন্যায় বাহু দ্বারা বেষ্টন করিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন, সিংহ যেমন হস্তীকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ সেই তর্জ্জনগর্জ্জনকারী মল্লকে আকর্ষণপূর্ব্বক ভুজবলে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সমস্ত মল্ল ও মৎস্যদেশবাসি-গণ সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তৎপরে মহাবাহু বৃকোদর তাহাকে একশতবার ঘূর্ণিত ও বিচেতন করিয়া ভূতলে নিক্ষিপ্ত ও নিষ্পিষ্ট করিলেন।

এইরূপে লোকবিশ্রুত জীমূত বিনিহত হইলে বিরাটরাজ ও তাঁহার বন্ধুবর্গের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তখন মৎস্যরাজ প্রসন্নমনে রঙ্গস্থলে ভীমসেনকে বিপুল বিত্ত প্রদান করিলেন। তৎপরে মহাবীর বৃকোদর ক্রমে ক্রমে সমস্ত মল্ল ও বীরপুরুষদিগকে পরাভব করিয়া মৎস্যরাজের পরম-প্রিয়পাত্র হইলেন। মৎস্যরাজ যখন দেখিলেন যে, তথায় ভীমের তুল্য বীর পুরুষ আর কেহই নাই, তখন তিনি তাঁহাকে সিংহ, ব্যাঘ্র ও দ্বিরদ'গণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত করিয়া দিলেন।

অনন্তর বৃকোদর রাজাজ্ঞায় অন্তঃপুরে প্রবেশ-পূর্ব্বক স্ত্রীগণ-সমক্ষে সিংহ, শার্দ্দূল প্রভৃতি পশুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন সঙ্গীত এবং নৃত্য দ্বারা বিরাটরাজ ও তাঁহার অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণের চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন। নকুল অশ্বগণকে বিনীত ও গমনবিষয়ে সুশিক্ষিত করিয়া রাজার সন্তোষ সম্পাদনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট বহুতর অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। সহদেব কর্তৃক বৃষভগণ অতি বিনীত হইয়াছে দেখিয়া রাজা আহ্লাদিত-চিত্তে তাঁহাকে বহু বিত্ত প্রদান করিলেন। দ্রৌপদী মহারথ পাণ্ডবদিগকে নিতান্ত ক্লিশ্যমান দেখিয়া বিষণ্নমনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! পুরুষর্ষভ পাণ্ডবেরা এইরূপে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাটভূপতির কার্য্যসম্পাদনপূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

সময়পালনপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

কীচকবধপর্ব্বাধ্যায়—দ্রৌপদীদর্শনে কীচকের কামমোহ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারথ পাণ্ডবগণ প্রচ্ছন্ন হইয়া মৎস্য-নগরে বাস করিতে লাগিলেন। দ্রুপদ-নন্দিনী পরিচারভাজন' হইয়াও বিরাটমহিষী ও অন্যান্য রমণীগণের পরিচর্য্যা ও সন্তোষসাধনপূর্ব্বক অতি দুঃখে অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহাদিগের দশ মাস অতিক্রান্ত হইল।

একদা বিরাট-ভূপতি সেনাপতি মহাবল কীচক দ্রুপদনন্দিনীর অলোকসামান্য রূপলাবণ্য অব-লোকন করিয়া কন্দর্পশরের নিতান্ত বশবর্ত্তী হইল এবং কামাকুলিত-চিত্তে সুদেষ্ণাসমীপে গমন

১। পাচক—ভীমসেন।

১। হস্তী। ২। দাসীসেবাপ্রাপ্তির যোগ্য।

করিয়া সহাস্যবদনে কহিল, "আমি এরূপ সুরূপা কামিনীকে বিরাট-রাজের ভবনে নয়নগোচর করি নাই। যেমন মদ্য গন্ধ দ্বারা উন্মাদিত করে, সেই ভাবিনীর মনোহর রূপ তদ্রূপ আমাকে নিতান্ত মোহিত করিয়াছে। হে শোভনে! এই দেবরূপিণী হৃদয়-গ্রাহিণী কামিনী কে, কাহার কামিনী এবং কোথা হইতে আগমন করিয়াছে, বল। এই বালা আমার চিত্ত উন্মথিত করিয়া আমাকে নিতান্ত বশংবদ করিয়াছে। আহা এই অলৌকিকরূপলাবণ্যবতী যুবতী তোমার পরিচারিকা হইয়া কি অসদৃশ কর্ম্ম করিতেছে! অতএব এ আমার উপর আধিপত্য এবং হস্ত্যশ্বরথসুসমৃদ্ধ প্রভৃত পানভোজনসম্পন্ন ও কাঞ্চনময় বিভূষণশালী মদীয় ভবনের শোভাসম্পাদন করুক।"

কীচক সুদেষ্ণাকে এই প্রকার আমন্ত্রণ করিয়া, জম্বুক যেমন সিংহকন্যার সমীপে গমন করে, তদ্রূপ দ্রুপদাত্মজার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিল, "হে কল্যাণি! তুমি কে, কাহার প্রিয়তমা এবং কি নিমিত্তই বা বিরাট-নগরে আগমন করিয়াছ, যথার্থ করিয়া বল। আহা! তোমার কি রূপ-মাধুরী! কি অনুপম কান্তি! কি মনোহর সুকুমারতা! তোমার মুখমণ্ডল শশাঙ্ক সদৃশ সুনির্ম্মল, লোচন পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত ও বাক্য কোকিল-কূজিতের ন্যায় সুমধুর; ফলতঃ তোমার ন্যায় রূপবতী কামিনী কুত্রাপি নয়নগোচর করি নাই। হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! তুমি লক্ষ্মী কি ভূতি, হ্রী বা শ্রী, অথবা কীর্ত্তি কি কান্তি! সুন্দরি! এই জগতে এমন কে আছে যে, তোমার অনঙ্গবিলাসিনীর ন্যায় রূপ, চন্দ্রের ন্যায় মুখ ও চন্দ্রিকার ন্যায় ঈষৎ হাস্য নিরীক্ষণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারে? তোমার হারভূষণোচিত কমলকলিকাসদৃশ, কামদেবের কশার ন্যায় পীন পয়োধরযুগল আমাকে নিরন্তর নির্য্যাতন করিতেছে। বলীবিভঙ্গচতুর[১], স্তনভারাবনত, করাগ্রসম্মিত[২] মধ্যভাগ ও নদীপুলিনসন্নিভ মনোহর জঘনস্থল নয়নগোচর করিয়া আমি দুর্নিবার্য্য কামজ্বরে একান্ত জর্জ্জরিত হইয়াছি। অধিক কি বলিব, দুঃসহ দাবানল সদৃশ কামানল তোমার সমাগম-সংকল্পে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আমাকে দগ্ধ করিতেছে। অতএব হে বরারোহে! আত্মপ্রদানরূপ বারিধারা বর্ষণ করিয়া এই দুর্বিষহ মদনাগ্নি নির্ব্বাণ কর। হে অসিতাপাঙ্গি! তীব্রতর মন্মথশর আমার চিত্ত উন্মথিত করিয়াছে এবং হৃদয় বিদারণপূর্ব্বক অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আমাকে উন্মাদিত করিতেছে, তুমি আত্মপ্রদান করিয়া আমাকে পরিত্রাণ কর। হে বিলাসিনি! তুমি বিচিত্র মাল্য ধারণ, বসন পরিধান এবং সমুদয় আভরণে বিভূষিত হইয়া আমার সহিত সমুদয় কাম্য-বিষয় উপভোগ কর। তুমি সুখভাজন হইয়া কি নিমিত্ত ঈদৃশ অসুখে কালযাপন করিতেছ? এক্ষণে স্বচ্ছন্দে আমার নিকটে থাকিয়া সুস্বাদু পানভোজন প্রভৃতি সৌভাগ্যসুখসম্ভোগ কর। তোমার ঈদৃশ রূপ ও নবীন বয়স অপরিহিত মালার ন্যায় মনোহর হইয়াও নিরর্থক হইতেছে। হে চারুহাসিনি! আমি তোমার নিমিত্ত সমুদয় পুরাতন প্রণয়িনীগণকে পরিত্যাগ করিব, তাহারা তোমার দাসী হইয়া থাকিবে এবং আমিও দাসের ন্যায় তোমার আজ্ঞাকারী হইব।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে সূতপুত্র! আমি কেশ-সংস্কারিণী সৈরিন্ধ্রী, অতি হীন জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমাকে প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করিও না। বিশেষতঃ পরপত্নী দয়ার পাত্র, অতএব ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। পরপত্নীতে অভিলাষ কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অকার্য্যপরিত্যাগই সৎপুরুষগণের প্রধান ব্রত। পাপাত্মা ব্যক্তি অন্যায্য বিষয়ে অভিলাষ করিয়া ঘোরতর অযশ ও মহদ্ভয় প্রাপ্ত হয়।"

কীচক পরদারাভিমর্ষণ সর্ব্বলোকবিগর্হিত বহু-দোষের আকর জানিয়াও কন্দর্পশরের নিতান্ত বশীভূত হইয়া পুনরায় দ্রৌপদীকে কহিল, "চারু-হাসিনি! আমি তোমার একান্ত বশংবদ ও প্রিয়বাদী, আমাকে প্রত্যাখ্যান করা তোমার নিতান্ত অনুচিত; করিলে অবশ্যই তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে। হে সুভ্রূ! আমি এই সমুদয় রাজ্যের অধীশ্বর ও অপ্রতিম শৌর্য্যশালী। রূপ, যৌবন, সৌভাগ্য ও ভোগে আমার সমকক্ষ ব্যক্তি কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। হে কল্যাণি! এরূপ সমৃদ্ধ ভোগ সকল বিদ্যমান থাকিতে তুমি কি

১। বলী দ্বারা বিভক্ত—উদরবিভাগে বিভক্ত দুটি রেখা দ্বারা কটির ক্ষীণতা। ২। গোলাকারে সন্নিবেশিত উভয় করের অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা দ্বারা পরিমিত।

জন্য দাস্যকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছ? হে নিতম্বিনি! তুমি এক্ষণে আমার মনোরথ পরিপূর্ণ কর, আমি সমুদয় রাজ্য তোমাকে প্রদান করিলাম, তুমি এই রাজ্যে আধিপত্য করিয়া নানাবিধ সুখসম্ভোগ কর।"

কীচকের কুপ্রস্তাবে দ্রৌপদীর তিরস্কার

পতিপরায়ণা দ্রৌপদী কীচকের এবম্প্রকার দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে সূতপুত্র! মোহাবিষ্ট হইও না; কেন বৃথা জীবন পরিত্যাগ করিবে? দুর্দ্দান্ত পঞ্চ গন্ধর্ব্ব সতত আমাকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহারা আমার স্বামী। তুমি কখনই আমাকে লাভ করিতে পারিবে না। গন্ধর্ব্বগণ কুপিত হইলে অবশ্যই তোমাকে নিহত করিবেন। সাবধান! মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইও না। তুমি পুরুষগণের অগম্য পথে গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছ। যেমন অজ্ঞান বালক এক কূল হইতে অপর কূলে উত্তীর্ণ হইতে ব্যগ্র হয়, তুমি সেইরূপ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছ। তুমি যদ্যপি পৃথিবীর অভ্যন্তরে বা ঊর্দ্ধপথে অথবা সমুদ্রপারে পলায়ন কর, তথাপি আমার স্বামিগণের সমীপে পরিত্রাণ পাইবে না। তাঁহারা গগনচারী দেবপুত্র। হে কীচক! তুমি কেন বৃথা নির্ব্বন্ধ সহকারে আমাকে প্রার্থনা করিয়া শমনসদনে গমন করিতে বাসনা করিতেছ? যেমন মাতৃক্রোড়স্থিত বালক চন্দ্রকে গ্রহণ করিতে যায়, তদ্রূপ তুমি আমাকে গ্রহণ করিবার অভিলাষ করিতেছ। আমাকে প্রার্থনা করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ কিংবা অন্তরীক্ষে গমন করিলেও তোমার রক্ষা নাই। অতএব সৎপথে নেত্রনিয়োগ করিয়া জীবন রক্ষা কর।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

দ্রৌপদীপ্রত্যাখ্যাত কীচকের সুদেষ্ণানুরোধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর অনঙ্গ-শর-জর্জ্জরিত দুরাত্মা কীচক রাজকুমারী যাজ্ঞসেনী কর্ত্তৃক এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া দেবী সুদেষ্ণাকে কহিল, "হে কৈকেয়ি! গজগামিনী সৈরিন্ধ্রী যে উপায়ে আমাকে ভজনা করে, তুমি তাহার উপায় অবধারণ কর। যদি নিতান্তই আমার সৈরিন্ধ্রী লাভ না হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।"

তখন বিরাট-মহিষী সুদেষ্ণা বারংবার কীচকের এইরূপ বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া একান্ত কৃপা-পরবশ হইলেন এবং ক্ষণকাল দ্রৌপদীর অধ্যবসায় অনুধাবন করিয়া কহিলেন, "হে সূতনন্দন! তুমি পর্ব্বোপলক্ষে সুরা ও অন্ন প্রস্তুত করিও, আমি সুরা আহরণ করিবার নিমিত্ত সৌরিন্ধ্রীকে তোমার নিকটে প্রেরণ করিব। তুমি সেই সুযোগে প্রতিবন্ধকশূন্য নির্জ্জন প্রদেশে ইচ্ছানুরূপ সান্ত্বনা করিও, তাহা হইলে বোধ হয়, তোমার প্রতি অনুরক্ত হইতে পারে।"

কীচক স্বীয় ভগিনী সুদেষ্ণার আশ্বাসবাক্যে কথঞ্চিৎ পরিসান্ত্বিত হইয়া তথা হইতে সহসা নিষ্ক্রান্ত হইল এবং অনতিবিলম্বে সুপটু পাচক দ্বারা বিবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত ও রাজসেবনোপযোগী পরিষ্কৃত সুরা আহরণ করাইয়া রাজমহিষীকে সংবাদ দিল। তখন সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে কহিলেন "সৈরিন্ধ্রী! আমি বলবতী পিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি, অতএব তুমি কীচকের আলয়ে গমন করিয়া সত্বর পানীয় আনয়ন কর।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে রাজমহিষি! আমি কীচকের গৃহে কদাচ গমন করিতে পারিব না; সে যেরূপ নির্লজ্জ, আপনি তাহা বিলক্ষণ জানেন। আমি আপনার আলয়ে স্বেচ্ছাচারিণীর ন্যায় বাস করিতে পারিব না। পুর্ব্বে আমি যে নিয়মে আপনার আবাসে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহা আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন! হে সুকেশি! সেই কামোন্মত্ত কীচক আমাকে দেখিবামাত্রই অবমানিত করিবে; অতএব আমি কোন ক্রমেই তথায় গমন করিতে পারিব না। আপনার অন্যান্য অনেক পরিচারিকা আছে, আপনি তাহাদিগের একজনকে প্রেরণ করুন।"

সুদেষ্ণা কহিলেন, "হে সৈরিন্ধ্রী! তুমি মৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তথায় গমন করিতেছ, কীচক কদাচ তোমার অবমাননা করিতে পারিবে না।" এই বলিয়া রাজমহিষী তাঁহার হস্তে আচ্ছাদনযুক্ত এক হিরণ্ময় পাত্র প্রদান করিলেন।"

তখন দ্রৌপদী বাষ্পাকুললোচনে ভীত-মনে দৈবের উপর নির্ভর করিয়া অগত্যা সুরা আহরণার্থ

কীচকালয়ে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন; মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "আমি ভর্তৃগণ ভিন্ন স্বপ্নেও অন্য পুরুষের মুখাবলোকন করি নাই, সেই পুণ্যবলে কীচক যেন আমাকে বশীভূত করিতে না পারে।" এই বলিয়া দ্রৌপদী মুহূর্ত্তকাল সূর্য্যদেবের আরাধনা করিলেন। সূর্য্যদেব দ্রৌপদীর মনোগত ভাব অবগত হইয়া এক রাক্ষসকে প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহাকে রক্ষা করিতে আদেশ দিলেন। রাক্ষস তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিরন্তর রক্ষা করিতে লাগিল।

অনন্তর পতিপরায়ণা দ্রুপদতনয়া চকিতা মৃগীর ন্যায় বিত্রস্ত-চিত্তে ক্রমে ক্রমে কীচকভবনের সমীপবর্ত্তী হইলেন। দুরাত্মা কীচক তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া, যেমন পারগামী নৌকা লাভ করিলে আনন্দিত হয়, তদ্রূপ সাতিশয় সন্তুষ্ট-চিত্তে সত্বর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কহিতে লাগিল।

ষোড়শ অধ্যায়

দ্রৌপদী-তিরস্কারে কীচকের ক্রোধ

কীচক কহিল, "হে সুশ্রোণি! নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছ ত? আঃ! অদ্য আমার রজনী সুপ্রভাত হইল! আইস, এক্ষণে আমার প্রিয়ানুষ্ঠান কর। আমার পরিচারকেরা তোমার নিমিত্ত নানা দেশ হইতে হেমহার, শঙ্খ, বলয়, কুণ্ডল, কৌষেয় বস্ত্র, উৎকৃষ্ট অজিন ও বিবিধ রত্নজাত আহরণ করিবে। আমি তোমার নিমিত্ত এক পরম-রমণীয় শয্যা প্রস্তুত করিয়াছি; চল, এক্ষণে আমরা তথায় গিয়া মধুপান করি।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "রাজমহিষী আমাকে সুরা আহরণ করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি কহিলেন, 'আমি বলবতী পিপাসায় একান্ত কাতর হইয়াছি, অতএব তুমি সত্বর পানীয় আনয়ন কর'।" কীচক কহিল, "তুমি রাজমহিষীর নিকট যাহা প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছ, তাহা অন্যে লইয়া যাইবে।" এই বলিয়া দুরাত্মা কীচক দ্রৌপদীর দক্ষিণকর ধারণ করিল। তখন দ্রৌপদী কহিলেন, "অরে পাপাত্মন্! আমি গর্ব্ব-পূর্ব্বক মনেও কখন পতিদিগকে অনাদর করি নাই, অদ্য সেই পুণ্যবলে অবশ্যই তোকে পরাভূত দেখিব।"

দুরাত্মা কীচক দ্রৌপদীর এইরূপ তিরস্কার-বাক্য শ্রবণ করিয়া সহসা তদীয় উত্তরীয়বস্ত্র গ্রহণ করিল। তখন দ্রৌপদী নিতান্ত অসহমান হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কম্পিত-কলেবরে ক্রোধ-ভরে বলপূর্ব্বক তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। কীচক তৎক্ষণাৎ ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় নিপতিত হইল।

কীচক কর্তৃক দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ—পদাঘাত

দ্রৌপদী কীচককে এইরূপে নিক্ষেপ করিয়া, যে স্থানে রাজা যুধিষ্ঠির উপবিষ্ট আছেন, দ্রুতপদসঞ্চারে সেই সভামণ্ডপে সমুপস্থিত হইলেন। কীচকও দ্রুতপদসঞ্চারে তথায় গমনপূর্ব্বক সহসা দ্রৌপদীর কেশপাশ আকর্ষণপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া ভূপালসমক্ষেই তাঁহাকে পাদপ্রহার করিল। তখন সূর্য্যপ্রেরিত রক্ষক রাক্ষস ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বায়ুবেগে কীচককে আঘাত করিল। দুরাত্মা কীচক রাক্ষসের আঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় তৎক্ষণাৎ নিশ্চেষ্ট ও বিঘূর্ণিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ভীম প্রত্যক্ষে প্রিয়তমা দ্রৌপদীর কীচককৃত পরাভব-দর্শনে নিতান্ত সন্তপ্ত হইলেন। মহামনাঃ ভীমসেন কীচকবধাভি-লাষে রোষাবিষ্ট হইয়া দশনে দশন নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার লোচনদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং উন্নত পক্ষ্মসকল ক্রোধানলের ধূমশিখা-স্বরূপ বোধ হইতে লাগিল। ললাটদেশ স্বেদ ও ভ্রূকুটি দ্বারা নিতান্ত কুটিল হইয়া উঠিল; তিনি করতল দ্বারা ললাট-মর্দ্দন ও ক্রোধভরে বারংবার উত্থিত হইবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বৃকোদরকে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় বনস্পতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া আত্ম-প্রকাশভয়ে স্বীয় অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাঁহার অঙ্গুষ্ঠমর্দ্দন করিয়া নিবারণপূর্ব্বক কহিলেন, "হে সূদ! তুমি কি কাষ্ঠের নিমিত্ত বৃক্ষ অবলোকন করিতেছ? যদি তোমার কাষ্ঠের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে বহির্দ্দেশের বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ আহরণ কর।"

অনন্তর দ্রৌপদী আকার ও ধর্ম্মানুগত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া অবিরল-বিগলিত-বাষ্পাকুল-লোচনে

দীনচেতাঃ ভর্ত্তৃগণকে অবলোকনপূর্ব্বক সভাদ্বারে সমুপস্থিত হইয়া অতি কঠোর দৃষ্টিপাতে সমুদয় দগ্ধ করিয়াই যেন বিরাটকে কহিলেন, "হে মহারাজ! যাঁহাদিগের পার্ষ্ণিগ্রহগণ[১]ও ভয়ে রাত্রিকালে সুখে নিদ্রিত হয় না, যে সমস্ত সত্যনিরত ও ব্রাহ্মণপ্রিয় ব্যক্তিরা অর্থীদিগকে অর্থদান করিয়া থাকেন, অন্যের নিকট কদাচ প্রার্থনা করেন না, যাঁহাদিগের দুন্দুভিধ্বনি ও জ্যানির্ঘোষ নিরন্তর কর্ণগোচর হইয়া থাকে, যাঁহারা অসাধারণ তেজস্বী, দান্ত, বলবান্ ও সম্ভ্রান্ত, যাঁহারা মনে করিলে সমুদয় লোক সংহার করিতে পারেন, দুরাত্মা কীচক তাঁহাদিগেরই মানিনী প্রণয়িনীকে পদাঘাত করিয়াছে। যাঁহারা শরণার্থীর একমাত্র শরণ, যাঁহারা প্রচ্ছন্নভাবে এই পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিতেছেন, অদ্য তাঁহারা কোথায় রহিলেন? সেই সকল মহাবলপরাক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রিয়তমাকে কীচক কর্ত্তৃক পরাভূত দেখিয়া হীনবীর্য্যের ন্যায় কেনই বা উপেক্ষা করিতেছেন? এক্ষণে তাঁহাদিগের অমর্ষ ও বলবীর্য্য কোথায় রহিল? হায়! দুরাত্মা কীচক আমাকে পরাভব করিতেছে, এক্ষণে তাঁহারাও কিছুই প্রতীকার করিলেন না।

অদ্য জানিলাম, বিরাটরাজ নিতান্ত অধার্ম্মিক, যেহেতু, তিনি এই নিরপরাধিনী অবলার নিগ্রহ দেখিয়াও অনায়াসে উপেক্ষা করিয়াছেন। হায়! যখন রাজা কিছুই বিবেচনা করিলেন না, আমি ইহার কি করিব? ইনি রাজা, কিন্তু দুরাত্মা কীচকের প্রতি রাজার ন্যায় কিছুই আচরণ করিতেছেন না। হে মহারাজ! আপনার দস্যুজনসদৃশ এই ধর্ম্মসভা-মধ্যে কিছুই শোভা পাইতেছে না। এই দুরাত্মা আপনার সমক্ষে আমাকে পরাভব করিল, ইহা নিতান্ত বিসদৃশ হইয়াছে। হে সভ্যগণ! আপনারা কীচকের এই ব্যতিক্রমের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। কীচক অধার্ম্মিক এবং বিরাটও ধর্ম্মজ্ঞ নহেন, আর যাঁহারা ইঁহার উপাসনা করিতেছেন, সেই সমস্ত সভ্যেরাও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না।"

দ্রৌপদী অশ্রুমুখী হইয়া এবম্প্রকারে রাজাকে তিরস্কার করিলে তিনি কহিলেন, "আমি তোমাদিগের বিগ্রহের বিষয় আদ্যোপান্ত অবগত নহি, অতএব যথার্থ তত্ত্ব না জানিয়া কিরূপে বিচার করিব?"

অনন্তর সভ্যেরা সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া কীচকের নিন্দা ও পুনঃ পুনঃ দ্রৌপদীর সাধুবাদপূর্ব্বক কহিলেন, "এই বরবর্ণিনী যাঁহার ভার্য্যা, তিনি পরম ভাগ্যবান্, কদাচ তাঁহার অন্তঃকরণে শোক-সন্তাপ প্রবেশ করিতে পারে না। ঈদৃশী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মনুষ্যলোকে দুর্লভ, বোধ হয়, ইনি কোন দেবী হইবেন।" সভাসদ্গণ দ্রৌপদীকে অবলোকন করিয়া এইরূপে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় প্রেয়সীর দুর্দ্দশা-দর্শনে নিতান্ত ক্রোধসন্তপ্ত হইলেন; রোষভরে তাঁহার ললাট হইতে স্বেদবিন্দু-সমুদয় বহির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি ক্রোধ সংবরণপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে কহিলেন, "সৈরিন্ধ্রি! আর এ স্থানে থাকিবার আবশ্যক নাই, তুমি সত্বর সুদেষ্ণার আলয়ে গমন কর। বীরপত্নীগণ স্বামীর নিমিত্ত অশেষবিধ ক্লেশভোগ করিয়া চরমে পতিলোক প্রাপ্ত হয়েন; বোধ হয় অদ্যাপি তোমার পতিগণের ক্রোধের সময় উপস্থিত হয় নাই; তাহা হইলে অবশ্যই সেই সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী গন্ধর্ব্বেরা তোমার নিকট আগমন করিতেন। হে সৈরিন্ধ্রি! তুমি নিতান্ত কালানভিজ্ঞ, কেন বৃথা রাজসভায় শৈলূষীর[১] ন্যায় ক্রন্দনপূর্ব্বক ক্রীড়-মান মৎস্য[২]গণের বিঘ্নোৎপাদন করিতেছ, এক্ষণে গমন কর; গন্ধর্ব্বেরা উপযুক্ত সময়ে তোমার অপ্রিয়-কারীর প্রাণসংহারপূর্ব্বক তোমার প্রিয়কার্য্য করিবেন, তাঁহারা অবশ্যই তোমার দুঃখাপনোদন করিবেন।"

তখন দ্রৌপদী কহিলেন, "যাঁহারা জ্যেষ্ঠের দ্যূতক্রীড়ানিবন্ধন সাতিশয় শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদের নিমিত্ত সতত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি, তাঁহারা অবশ্যই সেই অহিতকারী দুরাত্মাদিগের সংহার করিবেন।"

কৃষ্ণা এই কথা বলিয়া কেশপাশ বিমোচনপূর্ব্বক রোষকষায়িতলোচনে সুদেষ্ণার নিকট গমন করিলেন। পরিশেষে রোদনে নিরস্ত হইয়া নেত্রজল মার্জ্জিত করিলে তাঁহার মুখমণ্ডল জলধরবিনির্ম্মুক্ত শশাঙ্কের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন সুদেষ্ণা কহিলেন, "হে শোভনে! কে তোমাকে প্রহার করিয়াছে? তুমি কেন রোদন করিতেছ? অদ্য কাহার সুখ

১। পাঁচখানা গ্রাম ব্যবধানে স্থিত বিপক্ষ।

১। নির্লজ্জা নটী। ২। মৎস্যরাজপুরনিবাসীদিগের.

তিরোহিত হইল? কে তোমার বিপ্রিয়ানুষ্ঠান করিয়াছে?" দ্রৌপদী কহিলেন, "আমি আপনার নিমিত্ত সুরা আনয়ন করিতে গমন করিয়াছিলাম, পাপাত্মা কীচক নির্জ্জন কাননের স্থায় সভামধ্যে ভূপাল-সমক্ষে আমাকে প্রহার করিয়াছে।" সুদেষ্ণা কহিলেন, "দুরাত্মা কীচক কামোন্মত্ত হইয়া তোমাকে অবমাননা করিয়াছে, অতএব তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে বল, আমি নিশ্চয়ই তাহাকে বিনাশ করিব।" দ্রৌপদী কহিলেন, "সেই দুরাত্মা যাঁহাদিগের অপকার করিয়াছে, সেই মহাত্মারাই তাহাকে সংহার করিবেন, বোধ হয়, অদ্যই তাহাকে যমালয়ে গমন করিতে হইবে।"

——

সপ্তদশ অধ্যায়

কীচক কর্ত্তৃক অপমানিতা দ্রৌপদীর ভীমসমীপে গমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দ্রুপদনন্দিনী মনে মনে কীচকের মৃত্যুকামনা করিয়া স্বীয় আবাসে গমনপূর্ব্বক গাত্র ও বস্ত্রদ্বয় প্রক্ষালন করিলেন এবং আপনার শোকাবহ ঘটনা স্মরণ করিয়া, 'কি করি, কোথায় যাই' এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে মনে করিলেন, 'ভীমসেনের শরণাপন্ন হই, তিনি ব্যতীত অন্য কে আমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবে?'

পতিপরায়ণা দ্রৌপদী এইপ্রকার সংকল্প করিয়া রজনীযোগে শয্যাতল পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষণ্ণ চিত্তে ভীমসেনের ভবনসমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হে বৃকোদর! আমার শত্রু সেই পাপাত্মা তাদৃশ কর্ম্ম করিয়াও এখনও জীবিত রহিয়াছে, তুমি কি করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছ?" দ্রুপদনন্দিনী এই কথা বলিয়া ভীমসেনের গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন, মহাবীর বৃকোদর মৃগরাজের স্থায় শয়ান রহিয়াছেন। তখন সেই গৃহ দ্রৌপদীর অলোকসামান্য রূপে ও ভীমসেনের অসাধারণ তেজে প্রজ্বলিতপ্রায় হইতে লাগিল।

যেমন লতা প্রকাণ্ড শালবৃক্ষকে, মৃগরাজবধূ প্রসুপ্ত মৃগরাজকে ও হস্তিনী মহাগজকে আলিঙ্গন করে, সেইরূপ দ্রুপদনন্দিনী ভীমসেনকে বাহুপাশে বন্ধন করিয়া জাগরিত করিলেন এবং বীণাবিনিন্দিত গান্ধার[১] স্বরের ন্যায় মধুরবাক্যে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "নাথ! গাত্রোত্থান কর। কি আশ্চর্য্য! এখনও নিদ্রা যাইতেছ? বোধ হয়, তুমি জীবন পরিত্যাগপূর্ব্বক শয়ন করিয়াছ; নতুবা পাপাত্মা কীচক কি জীবিত ব্যক্তির ভার্য্যাকে অবমানিত করিয়া এখনও জীবিত থাকিতে পারে?"

ভীমসেন দ্রৌপদীর বাক্যে জাগরিত হইয়া পর্য্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক মেঘগম্ভীরস্বরে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "দ্রৌপদি! তুমি কি নিমিত্ত এত ত্বরান্বিত হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছ? তোমার স্বাভাবিক বর্ণ নাই; তোমাকে কৃশা ও পাণ্ডুবর্ণ দেখিতেছি কেন? অতএব সমুদয় বিশেষ করিয়া বল। সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয়, সমুদয় শ্রবণ করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিব। আমি সমুদয় কার্য্যেই তোমার বিশ্বাসভাজন; আপৎকালে পুনঃ পুনঃ তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি। অতএব শীঘ্র বিবক্ষিত[২] বিষয় প্রকাশ করিয়া, অন্য লোক জাগরিত হইবার পূর্ব্বেই শয়নের নিমিত্ত গমন কর।"

——

অষ্টাদশ অধ্যায়

ভীমসমীপে দ্রৌপদীর সাপমান দুঃখ-নিবেদন

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে ভীম! রাজা যুধিষ্ঠির যাহার ভর্ত্তা, তাহার সুখস্বচ্ছন্দতা কোথায়? তুমি আমার সমুদয় দুঃখ সবিশেষ জ্ঞাত হইয়াও এক্ষণে কেন এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছ? তৎকালে[৩] প্রাতিকামী আমাকে দাসী বলিয়া যে সভামধ্যে আনয়ন করিয়াছিল, তাহা অদ্যাপি নিরন্তর আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। দেখ, দ্রৌপদী ব্যতিরেকে অন্য কোন্ রাজদুহিতা ঈদৃশ দুঃখ সহ্য করিয়া জীবিত থাকে? বনবাসকালে দুরাত্মা জয়দ্রথ বলপূর্ব্বক আমার অবমাননা করিয়াছিল, আমা ব্যতিরেকে তাহাই বা আর কে সহ্য করিতে পারে? সম্প্রতি কীচক ধূর্ত্ত 'মৎস্যরাজসমক্ষে আমাকে

১। নিষাদ প্রভৃতি সপ্ত স্বরের অন্যতম। ২। ঈপ্সিত—যাহা বলিতে ইচ্ছুক হইয়া আসিয়াছ, তাহা। ৩। হস্তিনায় বস্ত্রহরণ সময়ে।

পদাঘাত করিয়াছে। হে ভীম! আমি বারংবার এইরূপ ক্লেশ পাইতেছি, তথাপি তুমি আমার দুঃখে কিছুই মনোযোগ করিতেছ না, অতএব আর আমার জীবনধারণের প্রয়োজন কি?

দুর্ম্মতি কীচক বিরাটরাজের শ্যালক ও সেনাপতি; সে আমাকে সৈরিন্ধ্রী দেখিয়া প্রতিদিনই আমাকে 'আমার প্রেয়সী হও, আমার প্রেয়সী হও' এই কথা কহিয়া থাকে। সেই দুরাত্মার অবমাননায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এক্ষণে যাঁহার কর্ম্মফলে আমি এই অনন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমিই তোমার সেই দ্যূতাসক্ত ভ্রাতাকে তিরস্কার কর। ঐ দ্যূতাসক্ত ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি রাজ্য, সর্ব্বস্ব ও আপনাকে দুরোদমুখে[১] বিসর্জ্জন করিয়াও পুনরায় প্রব্রজ্যা অবলম্বনার্থে দ্যূতক্রীড়া করিয়া থাকে? যদি ধর্ম্মরাজ নিষ্কসহস্র ও মহামূল্য রত্নজাত দ্বারা অনেক বৎসর সায়ং-প্রাতঃকালে ক্রীড়া করিতেন, তাহা হইলেও রজত, সুবর্ণ, বস্ত্র, যান, অশ্ব ও অশ্বতর সকল কদাচ ক্ষয় হইত না। কিন্তু তিনি দ্যূতবিবাদের নিমিত্ত শ্রীভ্রষ্ট হইয়া এক্ষণে কেবল অতীত কর্ম্মের অনুশোচনা করিয়া নিতান্ত মূঢ়ের ন্যায় তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছেন।

পূর্ব্বে দশ সহস্র হস্তী ও অশ্ব-সমুদয় যাঁহার অনুগমন করিত, এক্ষণে তিনি দ্যূতক্রীড়া অবলম্বন-পূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন। ইন্দ্রপ্রস্থে শত সহস্র ভূপালগণ যে যুধিষ্ঠিরকে উপাসনা করিতেন, যাঁহার মহানসে[২] শত সহস্র দাসী পাত্র হস্তে লইয়া দিবারাত্রি অতিথি ভোজন করাইত, যিনি সহস্র সহস্র নিষ্ক[৩] দান করিতেন, তিনিই এখন দ্যূতক্রীড়া অবলম্বনপূর্ব্বক কালযাপন করিতেছেন। পূর্ব্বে মধুর স্বরসংযুক্ত মণিময়কুণ্ডলধারী সূত ও বৈতালিক-গণ যাঁহাকে সায়ং ও প্রাতঃকালে উপাসনা করিত, তপস্যা ও শ্রুতসম্পন্ন সহস্রসংখ্যক ঋষি যাঁহার সভাসদ ছিলেন, যিনি অষ্টাশীতি সহস্র গৃহমেধী স্নাতক ও তাঁহাদের দাসীগণ এবং দশ সহস্র অপ্রতি-গ্রাহী[৪] ঊর্দ্ধরেতা যতিগণকে ভরণ-পোষণ করিতেন যাঁহাতে অনৃশংসতা, অনুক্রোশ[৫] ও সংবিভাগ[৬] এই সকল সদ্‌গুণ বিদ্যমান আছে, তিনিই এক্ষণে এইরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া কালযাপন করিতেছেন।

যিনি রাষ্ট্রমধ্যে অন্ধ, বৃদ্ধ, অনাথ, বালক প্রভৃতি দুরবস্থাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বদা প্রতিপালন করিতেন, যিনি কোন বস্তু বিভাগ করিতে হইলে পক্ষপাতনিরপেক্ষ হইতেন, এক্ষণে তাঁহাকে সভামধ্যে সকলে বিরাট-পরিচারক দ্যূতক্রীড়ক কঙ্ক বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। তাঁহার এই অবস্থা নরক-প্রাপ্তির তুল্যই বোধ হইতেছে। ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান-কালে ভূপালগণ যাঁহার নিকট উপহার লইয়া সমুচিত অবসরে সমুপস্থিত হইতেন, তিনিই এক্ষণে জীবিকা-নির্ব্বাহার্থে অন্যের নিকট বেতন গ্রহণ করিতেছেন। বহুসংখ্যক ভূপতিগণ সতত যাঁহার বশবর্ত্তী ছিলেন, তিনি এক্ষণে স্বয়ং পরবশ হইয়াছেন। যিনি তেজঃ-প্রভাবে সূর্য্যের ন্যায় সমস্ত মেদিনীমণ্ডল পরিতাপিত করিতেন, তিনি এখন বিরাটরাজের সভাসদ্ হইয়া-ছেন। অনেকসংখ্যক ভূপতি ও ঋষিগণ-সমভিব্যাহারে সভামধ্যে যাঁহার উপাসনা করিতেন, তিনিই এক্ষণে অন্যের সভায় অধ্যাসীন হইয়া তাঁহার প্রিয়বাদী হইয়াছেন। উঁহাকে দর্শন করিয়া আমার ক্রোধানল পরিবর্দ্ধিত হইতেছে! এই ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজকে জীবিকা-নির্ব্বাহার্থে পরাধীন দেখিয়া কাহার না দুঃখের উদ্রেক হয়? হে ভীম! আমি অনাথার ন্যায় এবংবিধ বহুবিধ দুঃখভারে নিতান্ত কাতর হইতেছি; তুমি কেন আমার দুঃখমোচনে যত্ন করিতেছ না?"

একোনবিংশতিতম অধ্যায়

পূর্ব্বোক্ত পরিখেদে দ্রৌপদীর পুনঃ পরিতাপ

দ্রৌপদী কহিলেন, "নাথ! আমি অসূয়া প্রকাশ করিতেছি না; যৎপরোনাস্তি দুঃখভোগ করিতেছি বলিয়াই কহিতেছি। তুমি অতি হেয় সূপকারকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া বল্লভ বলিয়াই আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছ; ইহা দেখিয়া কাহার শোকসাগর উচ্ছলিত না হয়? লোকে তোমাকে বিরাটের সূপকার বল্লব বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছে; তুমি দাসবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ; ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইলে,

১। পাশক্রীড়া। ২। পাকশালায়। ৩। সুবর্ণ মুদ্রা। ৪। দানগ্রহণে বিরত। ৫। দয়া। ৬। প্রার্থী পাত্রে বিবেচনা-পূর্ব্বক যথোচিত প্রয়োগ—পক্ষপাতরহিত দান।

যখন তুমি বিরাটের উপাসনা করিতে যাও, তখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়! যখন সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে কুঞ্জরগণের সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করেন, তখন অন্তঃপুরস্থ সমুদয় নারীগণ হাস্য করিতে থাকে; তদ্দর্শনে আমার অন্তঃকরণ আকুলিত হইয়া উঠে। যখন তুমি অন্তঃপুরে সুদেষ্ণার সমক্ষে শার্দ্দূল, মহিষ ও সিংহগণের সহিত সংগ্রাম করিতেছিলে, আমি তখন শোকাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া মোহাবিষ্ট হইয়াছিলাম। সুদেষ্ণা আমাকে মোহাভিভূতা নিরীক্ষণ করিয়া উত্থাপনপূর্ব্বক সমাগত রমণীগণের সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, 'সূপকার প্রবল-পরাক্রান্ত জন্তুগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে দেখিয়া চারু-হাসিনী সৈরিন্ধ্রী সহবাসসুলভ স্নেহে শোকাভিভূত হইয়াছে। সৈরিন্ধ্রী অতিশয় রূপবতী, বল্লব পরম সুন্দর এবং স্ত্রীলোকের চিত্তবৃত্তিও দুর্জ্ঞেয়; ইহারা উভয়েই এক সময়ে রাজকুলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বিশেষতঃ সৈরিন্ধ্রী সর্ব্বদাই প্রিয়-সহবাসের নিমিত্ত পরিতাপ করিয়া থাকে।' হে মহাবাহো! রাজমহিষী এই প্রকার স্বাভিপ্রেত বাক্যে সর্ব্বদাই আমাকে তর্জ্জন করিয়া থাকেন; আমি তাহাতে রোষ-প্রদর্শন করিলে তিনি সমধিক সন্দিহান হয়েন। আমি তন্নিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। তুমি তাদৃশ পরাক্রমশালী হইয়াও যখন ঈদৃশ নিরয়ভোগী হইয়াছ এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন, তখন আমি ইহা সন্দর্শন করিয়া আর জীবনধারণ করিতে পারি না।

যে যুবা এক-রথে সমস্ত দেব ও মনুষ্যগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি বিরাটরাজের কন্যাগণের নর্ত্তক হইয়াছেন। যিনি স্বীয় প্রভাবে খাণ্ডবারণ্যে হুতাশনকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে কূপগত অগ্নির ন্যায় অন্তঃপুরে সংবৃত হইয়া বাস করিতেছেন। অরাতিগণ যাঁহার ভয়ে সতত ভীত হইয়া থাকে, তিনি এক্ষণে অতি ঘৃণিত বেশে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যাঁহার পরিঘসদৃশ বাহুদ্বয় মৌর্ব্বী-আস্ফালনে সাতিশয় কঠিন হইয়াছে, তিনি এক্ষণে সেই বাহুদ্বয় শঙ্খাবৃত করিয়া রাখিলেন, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে? শত্রুগণ যাঁহার জ্যানির্ঘোষ শ্রবণমাত্রেই কম্পিত হইয়া উঠে, এক্ষণে স্ত্রীগণ হৃষ্টচিত্তে তাঁহার গীতধ্বনি শ্রবণ করিতেছে। যাঁহার মস্তক সূর্য্যসদৃশ কিরীটে সুশোভিত হইত, আজি তাহা বেণী দ্বারা বিকৃত হইয়া রহিল। হে নাথ! ধনঞ্জয়কে বিকৃত-বেণী ও কন্যাগণে পরিবৃত দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে! যে মহাত্মা সমস্ত দিব্যাস্ত্রের ও সমুদয় বিদ্যার আধার, তিনি এক্ষণে কুণ্ডল ধারণ করিতেছেন। মহাবল-পরাক্রান্ত সহস্র সহস্র রাজা সমরে যাহার সম্মুখীন হইতে পারিতেন না, এক্ষণে তিনি ছদ্মবেশে বিরাটরাজের কন্যাগণের নর্ত্তক হইয়া তাহাদিগের পরিচর্য্যা করিতেছেন। যাঁহার রথ-নির্ঘোষে সচরাচর ধরাতল বিকম্পিত হইত, যিনি জন্ম পরিগ্রহ করিলে কুন্তীর সমুদয় শোকসন্তাপ অপনোদিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহাকে কুণ্ডল ও শঙ্খাদি অলঙ্কার ধারণ করিতে দেখিয়া একান্ত শোকাকুল হইয়াছি। ধরাতলে, যাঁহার সমকক্ষ ধনুর্দ্ধর নাই, আজি তাঁহাকে কন্যাগণের নিকট গান করিয়া কালযাপন করিতে হইল! যিনি ধর্ম্ম, শৌর্য্য ও সত্য দ্বারা সমস্ত জীবলোকের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, আজি তাঁহাকে স্ত্রীবেশবিকৃত নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত কাতর হইয়াছি! যখন আমি সেই দেবরূপী ধনঞ্জয়কে করেণুপরিবৃত মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় কন্যাগণ-পরিবৃত ও তূর্য্যমধ্যস্থ হইয়া বিরাটরাজের উপাসনা করিতে দেখি, তখন আমার দশদিক শূন্য হইয়া যায়। হায়! মহাবীর ধনঞ্জয় ও দ্যূতাসক্ত অজাতশত্রু যে ঈদৃশ বিপত্তিসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন, আর্য্যা কুন্তী ইহার কিছুই জানিতেছেন না।

হে বৃকোদর! আমি যবীয়ান্ সহদেবকে গোমধ্যে গোপালবেশে বিচরণ করিতে দেখিয়াই পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছি। আমি শান্তিলাভ করিব কি, পুনঃ পুনঃ সহদেবের বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া একবারে আমার নিদ্রাচ্ছেদ[১] হইয়াছে। আমি সত্যবিক্রম সহদেবের এমন কোন পাপই দেখিতে পাই না, যাহাতে তাঁহাকে ঈদৃশ দুঃখভোগ করিতে হয়। আমি তোমার প্রিয়তম ভ্রাতাকে গোচারণে নিযুক্ত দেখিয়া নিতান্ত শোকাকুল হইয়াছি। বিরাট কুপিত হইলে যখন তিনি লোহিত পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক গোপালগণের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া বিরাট-নৃপতিকে প্রসন্ন করেন, তখন আমার কলেবর জর্জ্জরিত হয়। আর্য্যা কুন্তী আমার নিকট মহাবীর সহদেবের

১। অনিদ্রা—নিদ্রা বন্ধ।

প্রশংসা করিতেন। যখন আমরা রাজ্য হইতে বিবাসিত হই, তৎকালে তিনি আমাকে কহিয়াছিলেন, 'বৎসে পাঞ্চালি! সুকুমার সহদেব সাতিশয় সুশীল, লজ্জাশীল, যুধিষ্ঠিরের একান্ত অনুগত, তুমি অতি সাবধানে অরণ্যমধ্যে ইহাকে রক্ষণাবেক্ষণ ও স্বয়ং পান-ভোজনপ্রদান করিবে।' পুত্রবৎসলা আর্য্যা এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে সহদেবকে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। হায়! এক্ষণে সেই সহদেবকে গোচারণ ও বৎসচর্ম্মে শয়ান হইয়া রাত্রি-যাপন করিতে দেখিয়া আমি কিরূপে প্রাণধারণ করিতে পারি?

কালের বৈপরীত্য দেখ। যিনি রূপ, অস্ত্র ও মেধাসম্পন্ন, সেই নকুল এক্ষণে অশ্ববন্ধ হইয়াছেন! তিনি যখন বিরাটরাজের সমক্ষে অশ্বগণকে বেগশিক্ষা দেন, তখন দর্শকগণ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, শ্রীমান্ নকুল এই প্রকারে বিরাটরাজাকে অশ্ব-প্রদানপূর্ব্বক উপাসনা করেন।

হে বৃকোদর! যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত আমার এই প্রকার কত শত দুঃখ বিদ্যমান থাকিতেও তুমি কি প্রকারে আমাকে সুখিনী বলিয়া বিবেচনা করিতেছ? ইহা ভিন্ন আর যে সকল দুঃখ বলিতে অবশিষ্ট আছে, তাহাও বলিব, শ্রবণ কর। তোমরা জীবিত থাকিতে দুঃখরাশি আমার শরীর শোষণ করিতেছে, উহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?"

—

বিংশতিতম অধ্যায়

দ্রৌপদী-দুঃখে ভীমের শোক-বাষ্পবারি বর্ষণ

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে ভীম! আমি দ্যূতপ্রিয় রাজা যুধিষ্ঠিরের নিমিত্তই রাজসংসারে সৈরন্ধ্রীবেশে অবস্থান করিয়া সুদেষ্ণার বশবর্ত্তী হইয়াছি। দেখ, আমার কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এক্ষণে মনুষ্যের কোন দুঃখ প্রায় চিরস্থায়ী হয় না; অর্থসিদ্ধি ও জয়-পরাজয় নিতান্ত অনিত্য; বিপদ্ ও সম্পদ্ সতত চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে; যদ্দারা জয় হয়, তাহাই পরাজয়ের কারণ হইয়া উঠে; আমি এই বিবেচনা করিয়া ভর্তৃগণের উদয়কাল প্রতীক্ষা করিতেছি।

হে ভীম! আমি যে জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছি, তাহা কি তুমি জানিতেছ না? লোকমুখে শুনিয়াছি, মনুষ্য অগ্রে দান করিয়া পশ্চাৎ প্রার্থনা করে এবং বিনাশ করিয়া বিনষ্ট ও পাতিত করিয়া পতিত হইয়া থাকে। এই সকলই দৈবমূলক। দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই; দৈবকে অতিক্রম করা নিতান্ত দুষ্কর। আমি এই বুঝিয়া দৈবেরই প্রতীক্ষা করিতেছি। সলিল পূর্ব্বে যে স্থানে থাকে, পুনরায় তথায়ই প্রতিনিবৃত্ত হয়; ইহা বিবেচনা করিয়া আমি উদয়েরই প্রতীক্ষা করিতেছি। দৈব যাহার অর্থ-সিদ্ধির ব্যাঘাত করে, সে নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন হয়, অতএব দৈবেরই আগমে যত্ন করা কর্ত্তব্য। হে বৃকোদর! আমি এক্ষণে যে কারণে এই কথার উল্লেখ করিলাম, তাহা শ্রবণ কর।

দেখ, আমি দ্রুপদরাজের দুহিতা এবং পাণ্ডব-গণের প্রিয়-মহিষী হইয়াও এইরূপ দুরবস্থাপন্ন হইলাম। হায়! আমা ব্যতিরেকে কোন্ নারী এইরূপ অবস্থায় জীবিত থাকিতে বাসনা করে? আমার এই ক্লেশ কৌরব, পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে অবশ্যই অবমানিত করিবে। কোন্ নারী পুত্র, শ্বশুর ও ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া এইরূপ ক্লেশে কালযাপন করিয়া থাকে? যে বিধাতার প্রভাবে আমাকে এইরূপ অত্যাচার সহ্য করিতে হইতেছে, বোধ হয়, আমি বাল্যকালে তাঁহারই কোন অপকার করিয়া থাকিব। দেখ, এক্ষণে আমি কিরূপ বিবর্ণ হইয়াছি। তাদৃশ বিষম দুঃখের সময়ও এরূপ হই নাই। পূর্ব্বে আমার যে প্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছিল, তাহা তোমার অগোচর নাই, এক্ষণে সেই আমি দাসীভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, কিরূপে শান্তিলাভ করিব? যখন মহাবল-পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তখন আমি এই বিষয় দৈবায়ত্ত বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করি। প্রাণিগণের গতি বোধগম্য হওয়া নিতান্ত দুষ্কর। দেখ, তোমাদিগের যে এইরূপ দুরবস্থা হইবে, পূর্ব্বে কেহই ইহা বুঝিতে পারে নাই।

হে মহাবীর! তোমরা ইন্দ্রতুল্য বলিয়া আমি তোমাদিগের নিকট সম্পূর্ণ সুখ-প্রত্যাশা করিয়া-ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট লোক-দিগেরই সুখ-স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি দেখিতেছি। দেখ ভীম! তোমরা এরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছ

বলিয়া আমার কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে! কালের কি বিপরীত গতি! পূর্ব্বে এই সসাগরা ধরা আমারই অধিকৃত ছিল; এক্ষণে আমাকে শঙ্কিত-মনে সুদেষ্ণার বশবর্ত্তিনী হইতে হইয়াছে। পূর্ব্বে অনুচরেরা আমার অগ্র-পশ্চাৎ গমন করিত, কিন্তু এক্ষণে আমি সুদেষ্ণার অগ্রপশ্চাৎ গমন করিতেছি। আর এই একটি দুঃখ আমার নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, আমি আর্য্যা কুন্তী ব্যতিরেকে কদাচ কাহারও গাত্র-বিলেপন[1] পেষণ করি নাই; কিন্তু এক্ষণে আমাকে সুদেষ্ণার চন্দন পেষণ করিতে হইতেছে। দেখ, আমার পাণিতল আর পূর্ব্ববৎ কোমল নাই; এক্ষণে কিণাঙ্কিত হইয়াছে। আমি আর্য্যা কুন্তী ও তোমাদিগকে কখন ভয় করি নাই, কিন্তু এক্ষণে রাজভবনে কিঙ্করীরূপে অবস্থান করিয়া বিরাটের নিকট ভীত হইতেছি। অনুলেপন সুমৃষ্ট[2] হইয়াছে কি না, দেখিয়াই বা রাজা কি বলিবেন, সর্ব্বদা এই শঙ্কা করিয়া থাকি; কারণ, আমি ভিন্ন অন্য কেহ চন্দন পেষণ করিলে কদাচ রাজার মনোনীত হয় না।"

দ্রৌপদী এইরূপে আপনার দুঃখবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া ভীমের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। পরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভীমের হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় করিয়া কহিলেন, "বোধ হইতেছে, পূর্ব্বে আমি দেবগণের নিকট বিলক্ষণ অপরাধ করিয়া থাকিব, নতুবা কেন কর্ম্মকরী[3] হইয়া এত ক্লেশে জীবনধারণ করিতে হইবে?" তখন বৃকোদর দ্রৌপদীর কিণাঙ্কিত পাণিতল নিরীক্ষণ ও মুখমণ্ডলে দৃষ্টি প্রদানপূর্ব্বক অনিবার্য্য-বেগে বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিয়া কহিতে লাগিলেন।

একবিংশতিতম অধ্যায়

কীচকবধে দ্রৌপদীর ভীম-উদ্বোধন

ভীমসেন কহিলেন, "প্রিয়ে! যখন তোমার লোহিততল পাণিপল্লব কিণাঙ্কিত হইয়াছে, তখন আমার বাহুবলে ও অর্জ্জুনের গাণ্ডীবে ধিক্! কি বলিব, রাজা যুধিষ্ঠির সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন, নতুবা বিরাটের সভামধ্যেই ঘোরতর সংগ্রামে অথবা আমি মহাগজের ন্যায় অবলীলাক্রমে পদাঘাতে ঐশ্বর্য্যমত্ত কীচকের মস্তক প্রোথিত করিতাম। যাজ্ঞসেনি! দুরাত্মা কীচক যখন তোমাকে পদাঘাত করিয়াছিল, তখনই আমি সমুদয় মৎস্যদেশ বিমর্দ্দিত করিতে উৎসুক হইয়াছিলাম; কিন্তু তৎকালে রাজা যুধিষ্ঠির কটাক্ষ-ভঙ্গীতে নিবারিত করিলেন বলিয়াই আমি ক্ষান্ত হইয়া আছি। আমরা যে রাজ্য হইতে বিবাসিত হইয়াছি এবং অদ্যাপি কর্ণ, শকুনি, দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন প্রভৃতি দুরাত্মা কুরুগণের মস্তকচ্ছেদন করি নাই, এই দুইটি হৃদিন্যস্ত শল্যের ন্যায় আমার কলেবর নিপীড়ন করিতেছে। অয়ি নিতম্বিনি! ক্রোধ পরিত্যাগ কর, ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিও না। রাজা যুধিষ্ঠির তোমার এই প্রকার তিরস্কারবাক্য শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন, তিনি প্রাণপরিত্যাগ করিলে ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেব গতজীবিত হইবেন। ইঁহারা লোকান্তরে প্রস্থান করিলে আমি কদাচ জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইব না।

পূর্ব্বকালে ভৃগুবংশীয় চ্যবন বনে বল্মীকভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তথাপি তাঁহার পত্নী সুকন্যা তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। ভুবনবিখ্যাত রূপ-চন্দ্রসেনা সহস্রবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধতম স্বামীর অনুচারিণী হইয়াছিলেন। জনকদুহিতা সীতা অরণ্যচারী রামের সমভিব্যাহারিণী হইয়া রাক্ষসহস্তে কত নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিলেন; তথাপি পতির অনুগমনে নিরস্ত হয়েন নাই। রূপযৌবনসম্পন্না লোপামুদ্রা অলৌকিক ভোগ-সমুদয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অগস্ত্যের সহচরী হইয়াছিলেন। মনস্বিনী সাবিত্রী যমলোক পর্য্যন্ত সত্যবানের অনুগমন করিয়াছিলেন। হে কল্যাণি! তুমিও এই সকল পতিব্রতাগণের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্না; অতএব আর অত্যল্পকাল অপেক্ষা কর, অর্দ্ধমাসমাত্র অবশিষ্ট আছে, ত্রয়োদশ বর্ষ পরিপূর্ণ হইলেই তুমি রাজমহিষী হইবে।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "নাথ! আমি রাজাকে তিরস্কার করিতেছি না, দুর্বিষহ দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়াছি বলিয়াই আমার নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে। এক্ষণে আর অতীত বিষয়ের আলোচনা করিয়া কি হইবে? কর্ত্তব্য-বিষয়ে চেষ্টাবান্

১। উদ্বর্ত্তনদ্রব্য। ২। উত্তমরূপে পিষ্ট। ৩। দাসী।

হও। রাজা বিরাট পাছে আমার নিমিত্ত চলচ্চিত্ত হয়েন, পাছে আমার সৌন্দর্য্যদর্শনে সুদেষ্ণার সৌন্দর্য্য অনাদৃত হয়, এই আশঙ্কায় রাজমহিষী কিরূপে আমাকে স্থানান্তরিত করিবেন, প্রতিনিয়তই সেই চিন্তা করেন। দুরাত্মা কীচক রাজমহিষীর এই প্রকার অভিপ্রায় জানিয়া সতত আমাকে প্রার্থনা করে, আমি তাহাতে প্রথমে ক্রোধান্বিত হই, পুনরায় ক্রোধাবেগ সংবরণ করিয়া এই বলি, 'কামান্ধ কীচক! আত্মরক্ষা কর, আমি পাঁচ জন গন্ধর্ব্বের প্রিয়তমা মহিষী; তাঁহারা সকলেই শৌর্য্যশালী ও সাহসী, কুপিত হইলে অবশ্যই তোমার প্রাণ সংহার করিবেন।' দুরাত্মা কীচক আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া এই উত্তর করে, 'সৈরিন্ধ্রী! আমি গন্ধর্ব্বগণকে ভয় করি না, শত লক্ষ গন্ধর্ব্ব সমাগত হইলেও তাহাদিগকে সমরশায়ী করিব।' আমি প্রত্যুত্তর করি, 'কীচক! তুমি যশস্বী গন্ধর্ব্বগণের সমকক্ষ নও, আমি ধর্ম্মপরায়ণা কুলকামিনী, কাহারও প্রাণ সংহার করা আমার অভিপ্রেত নহে, এই নিমিত্তই অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছ।' কীচক এই কথা শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করে।

একদা সুদেষ্ণা ভ্রাতার প্রীতিকামনায় তাহার আদেশানুসারে সুরানয়নের নিমিত্ত আমাকে কীচকের আলয়ে প্রেরণ করিয়াছিল। আমি তদনুসারে কীচকের ভবনে গমন করিলে সেই দুরাত্মা প্রথমতঃ আমাকে সান্ত্বনা করিতে প্রস্তুত হইল। তৎপরে বল প্রকাশ করিতে সমুৎসুক হইলে, আমি তাহার সঙ্কল্প অবগত হইয়া দ্রুতপদসঞ্চারে রাজার শরণাপন্ন হইলাম। কিন্তু দুরাত্মা সূতপুত্র রাজার সমক্ষেই আমাকে ভূমিসাৎ করিয়া পদাঘাত করিল। বিরাট, কঙ্ক, রথী, পীঠমর্দ্দ[১], গজারোহী ও নাগরিক প্রভৃতি ভূরি ভূরি লোক তাহা দর্শন করিতে লাগিল। আমি তৎকালে বিরাট ও কঙ্ককে পুনঃ পুনঃ তিরস্কার করিলাম, তথাপি বিরাটরাজ তাহাকে নিবারণ বা শাসন করিলেন না।

দুরাত্মা কীচক ধর্ম্মভ্রষ্ট, নৃশংস ও বীর্য্যাভিমানী। ঐ দুরাত্মা নিতান্ত ক্লিষ্ট রোরুদ্যমান জনগণের নিকটও ধন গ্রহণ করিয়া থাকে। আমি ঐ কামান্ধ দুর্ব্বিনীত পাপাত্মাকে বারংবার প্রত্যাখ্যান করিয়াছি; এক্ষণে যদি সাক্ষাৎ হইলেই আমাকে আঘাত করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার প্রাণবিয়োগ হইবে। অতএব যদি তোমরা পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞার অনুরোধ রক্ষা কর, তাহা হইলে তোমাদিগের ভার্য্যাকে রক্ষা করিতে পারিবে না; তন্নিবন্ধন তোমাদের মহান্ অধর্ম্ম হইবে। বিশেষতঃ, ভার্য্যাকে রক্ষা করিতে পারিলেই পুত্রকে রক্ষা করা হয় এবং পুত্র রক্ষিত হইলে আত্মাও রক্ষিত হয়, কারণ, আত্মাই ভার্য্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে; এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ ভার্য্যাকে জায়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; আর ভার্য্যা, ভর্ত্তা তাহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া সতত সাবধানে তাঁহাকে রক্ষা করে। বর্ণধর্ম্মবর্ণনাকালে ব্রাহ্মণগণের নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে, অরাতিগণের প্রাণসংহার ভিন্ন ক্ষত্রিয়-গণের অন্য ধর্ম্ম নাই।

দেখ, কীচক তোমার ও ধর্ম্মরাজের সমক্ষে আমাকে পদাঘাত করিল। পূর্ব্বে তুমিই আমাকে ভয়ঙ্কর জটাসুর হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলে এবং তুমিই ভ্রাতৃগণের সমভিব্যাহারে জয়দ্রথকে পরাজয় করিয়াছিলে, এক্ষণে আমার অবমন্তা[১] কীচককেও সংহার কর। ঐ দুরাত্মা রাজার প্রশ্রয় পাইয়া আমাকে শোকাকুল করিতেছে। ঐ পাপাত্মা আমার অনর্থপাতের হেতু। যদি ঐ দুরাত্মা সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, তাহা হইলে বিষপান করিয়া আমি প্রাণত্যাগ করিব। কীচকের বশীভূত হওয়া অপেক্ষা তোমার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।" দ্রুপদ-নন্দিনী এই কথা কহিয়া ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে শয়ন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন ভীমসেন প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মুখমণ্ডলের অশ্রুমার্জ্জন করিয়া আশ্বাসবাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং কীচককে লক্ষ্য করিয়া কোপপ্রদর্শনপূর্ব্বক সৃক্কদ্বয় পরিলেহন করিয়া বলিতে লাগিলেন।

১। প্রিয় পার্ষদ।

১। অপমানকারী।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়

ভীমের কীচকবধ সঙ্কল্প—সঙ্কেতনিরূপণ

ভীম কহিলেন, "হে যাজ্ঞসেনি! তুমি যাহা কহিলে, আমি তদনুষ্ঠানে সম্মত আছি। অদ্য নিশ্চয়ই আমি কীচককে সবান্ধবে শমনসদনে প্রেরণ করিব। তুমি সমুদয় শোক-সন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক কল্য কীচকের সহিত সঙ্কেত করিবে। বিরাটরাজ এক নৃত্যশালা প্রস্তুত করিয়াছেন, তথায় কন্যাগণ দিবাভাগে নৃত্য করিয়া রাত্রিকালে স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া থাকে। সেই স্থানে রমণীয় এক শয্যা প্রস্তুত আছে, দুরাত্মা কীচক যেন প্রদোষসময়ে ঐ নৃত্যশালায় উপস্থিত হয়, আমি তথায় উহাকে সংহার করিব সন্দেহ নাই। ঐ দুরাত্মা যখন তোমার সহিত আলাপ করিবে, তৎকালে কেহ যেন তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে না পারে।"

তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কথোপকথনানন্তর একান্ত দুঃখিতমনে পরস্পর বাষ্পমোক্ষণপূর্ব্বক প্রভাতকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দ্রুপদনন্দিনী স্বীয় আবাসে প্রস্থান করিলেন। রজনী প্রভাত হইবামাত্র দুরাত্মা কীচক শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাজভবনে গমন করিয়া দ্রৌপদীকে কহিল, "হে সুশ্রোণি! আমি ভূপালের সমক্ষেই তোমাকে পদাঘাত করিয়াছিলাম, তিনি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। বিরাটরাজ মৎস্যদেশের নামমাত্র রাজা, কিন্তু বস্তুত আমিই এ স্থানের নৃপতি ও সেনাপতি। হে ভীরু! তুমি আমার প্রণয়িনী হও, আমি যাবজ্জীবন তোমার দাস হইয়া থাকিব। আমি এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে একশত নিষ্ক এবং তৎসংখ্যক দাসী, দাস ও অশ্বতরীযুক্ত রথ প্রদান করিতেছি, আমাকে ভজনা কর।"

দ্রৌপদী-সঙ্কেতে কামাতুর কীচকের নৃত্যশালায় গমন

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে কীচক! আমি তোমার মনোরথ পরিপূর্ণ করিতে সম্মত আছি, কিন্তু তোমার ভ্রাতা বা অন্যান্য বন্ধুগণ কেহই যেন এই বিষয় জ্ঞাত হইতে না পারে; কারণ, পাছে সেই যশস্বী গন্ধর্ব্বগণের অযশ হয়, এই ভয়ে আমি সাতিশয় ভীত হইতেছি। অতএব যদি তুমি গোপনে আমার সহিত সঙ্গত হও, তাহা হইলে আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারি।"

কীচক কহিল, "সুন্দরি! আমি তোমার বাক্যানুরূপ কার্য্য করিতে সম্মত আছি। আমি তোমার সমাগমলাভের নিমিত্ত একাকীই ত্বদীয় নির্জ্জন আলয়ে গমন করিব। সেই সূর্য্যসঙ্কাশ গন্ধর্ব্বগণ তোমার এই বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিবেন না।" তখন দ্রৌপদী কহিলেন, "বিরাটরাজ এক নৃত্যশালা প্রস্তুত করিয়াছেন, তথায় কন্যাগণ দিবাভাগে নৃত্য করিয়া রাত্রিকালে স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া থাকে। অন্ধকার হইলে তুমি তথায় গমন করিবে; তাহা হইলে আর কোন দোষেরই অপেক্ষা নাই।"

দ্রৌপদী কীচকের সহিত এইরূপ সঙ্কেত করিয়া সত্বর তথা হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ভীমের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিতে গমন করিলেন। তৎকালে অর্দ্ধদিবসও তাঁহার মাসতুল্য বোধ হইতে লাগিল। দুরাত্মা কীচকও হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে নিজ নিকেতনে প্রতিগমন করিল, কিন্তু সৈরিন্ধ্রী যে তাহার মৃত্যুস্বরূপ হইয়াছে, তাহা কিছুতেই অবগত হইতে পারিল না। পরে অনঙ্গশরে একান্ত জর্জ্জরিত হইয়া অবিলম্বে গন্ধমাল্য প্রভৃতি বিহারযোগ্য বেশভূষা দ্বারা আপনাকে অলঙ্কৃত করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে সেই আয়তলোচনা দ্রৌপদীকে নিরন্তর অনুধ্যান করিতে করিতে তাহার মন এমন চঞ্চল হইয়া উঠিল যে, সেই বেশ-বিন্যাস-কালও অতি দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যেমন দশাদহনোন্মুখ[১] দীপশিখা নির্ব্বাণকালে সমধিক সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে, তদ্রূপ কীচকও অচিরাৎ কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীভ্রষ্ট হইবে বলিয়া তৎকালে সাতিশয় শোভমান হইতে লাগিল। ঐ দুরাত্মা দ্রৌপদীর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তদীয় চিন্তায় এরূপ নিমগ্ন হইয়াছিল যে, কিরূপে দিবাবসান হইল, কিছুই জানিতে পারিল না।

এ দিকে দ্রৌপদী মহানসে ভীমসেনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হে ভীম! আমি তোমার বচনানুসারে কীচককে নৃত্যশালায় আগমন করিতে সঙ্কেত করিয়াছি। সেই গৃহ লোকশূন্য, সে শীঘ্রই তথায় গমন করিবে। অতএব তুমি নিশাকালে একাকী তাহাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত

১। বর্ত্তি—সলতে।

প্রস্তুত হও। ঐ পাপাত্মা অহঙ্কার পরতন্ত্র হইয়া গন্ধর্ব্বগণের অবমাননা করিয়াছে; অতএব তুমি সত্বর নৃত্যশালায় প্রবেশপূর্ব্বক তাহার প্রাণসংহার করিয়া আমার অবিরল-বিগলিত নয়ন-জল মার্জ্জন, কুলের মানরক্ষা ও আপনার শ্রেয়ঃসাধন কর।"

ভীমসেন কহিলেন, "হে ভীরু! তুমি যখন আমাকে প্রিয়সংবাদ প্রদান করিতেছ, তখন অবশ্যই স্বচ্ছন্দে আগমন করিয়াছ সন্দেহ নাই। আমি পূর্ব্বে হিড়িম্বকে বধ করিয়া যেরূপ প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমার মুখে এই প্রিয়সংবাদ শ্রবণ করিয়া ততোধিক সন্তুষ্ট হইলাম। আমি সত্য, ভ্রাতৃগণ ও ধর্ম্মের শপথ করিয়া কহিতেছি, যেমন দেবরাজ বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমি অন্যসাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া কীচককে নিহত ও প্রোথিত করিব। যদি অত্রত্য লোকে কীচকবধে জাতক্রোধ হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমুদ্যত হয়, তাহা হইলে আমি তাহাদিগের বধসাধনেও পরাঙ্মুখ হইব না। তৎপরে দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিয়া এই সসাগরা বসুন্ধরা অধিকার করিব। আমি কদাচ ধর্ম্মরাজের অনুরোধ রক্ষা করিব না। তিনি এক্ষণে স্বেচ্ছানুসারে বিরাটরাজের উপাসনা করুন।"

নৃত্যশালায় ভীমের প্রচ্ছন্ন অবস্থান—ভীম-কীচকের যুদ্ধ

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে ভীম! তুমি প্রচ্ছন্ন ভাবে দুরাত্মা কীচককে বিনাশ করিবে, দেখিও, যেন আমার নিমিত্ত তোমাকে সত্যভ্রষ্ট হইতে না হয়।" ভীমসেন কহিলেন, "প্রিয়ে! তুমি যাহা কহিলে, আমি তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে সম্মত আছি। আমি গাঢ় তিমিরে প্রচ্ছন্ন হইয়া অদ্যই কীচককে সবান্ধবে শমনসদনে প্রেরণ করিব। ঐ দুরাত্মা বারংবার তোমাকে প্রার্থনা ও তোমার অবমাননা করিয়াছে, অদ্য তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। গজরাজ যেমন বিল্বফল গ্রহণ করে, তদ্রূপ আমি তাহার মস্তক আক্রমণপূর্ব্বক ভূগর্ভে প্রোথিত করিব।" ভীম-পরাক্রম ভীমসেন এই বলিয়া নিশাকালে নৃত্যশালায় গমনপূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে উপবেশন করিয়া সিংহ যেমন মৃগের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ কীচকের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে দুর্ব্বুদ্ধি কীচক কামিজনোচিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া দ্রৌপদীলাভের প্রত্যাশায় সেই অন্ধ-তমাচ্ছন্ন সঙ্কেতস্থানে প্রবেশ করিল। ভীমসেন ইতিপূর্ব্বে তথায় আগমনপূর্ব্বক একান্তে শয়ান ছিলেন। দ্রৌপদী-পরাভব নিবন্ধন তাঁহার কলেবর ক্রোধে কম্পিত হইতেছিল। দুরাত্মা কীচক একান্ত কামমোহিত হইয়া হৃষ্ট-মনে দ্রৌপদী-বোধে বৃকোদরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক হাস্যমুখে কহিতে লাগিল, "প্রিয়ে! আমি তোমার নিমিত্ত অসংখ্য ধন প্রেরণ করিয়াছি এবং দাসীশত-পরিবৃত রূপলাবণ্য-সম্পন্ন যুবতীগণে অলঙ্কৃত অন্তঃপুর পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর তোমার নিকট আগমন করিতেছি। আমার অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণ সতত এই বলিয়া আমার প্রশংসা করে যে, তোমার তুল্য প্রিয়দর্শন পুরুষ এই ভূমণ্ডলে আর দৃষ্টিগোচর হয় না।" তখন ভীমসেন কহিলেন, "হে কীচক! আমার পরম সৌভাগ্য যে, তুমি অসামান্য-রূপসম্পন্ন হইয়া আত্মপ্রশংসা করিতেছ। ফলতঃ তোমা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের প্রীতিকর পুরুষ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। তুমিও ঈদৃশ স্পর্শসুখ কদাচ অনুভব কর নাই। আহা! তোমার কি চমৎকার স্পর্শজ্ঞান! কি রসিকতা! কি কামশাস্ত্রে বিচক্ষণতা!"

ভীমপরাক্রম ভীমসেন এই কথা বলিয়া সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সহাস্যবদনে কহিলেন, "রে দুরাত্মন্! সিংহ যেমন পর্ব্বতপ্রতিম মহাগজকে অনায়াসে আক্রমণ করে, সেইরূপ আমি তোর ভগিনীর সমক্ষেই তোকে ভূতলে বিকর্ষণ করিব। তুই নিহত হইলে সৈরিন্ধ্রী নিরাপদ্ ও তাঁহার পতিগণ পরম সুখী হইয়া স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিবেন।" মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর এই কথা বলিয়া কীচকের কেশ-গ্রহণ করিলেন; কীচকও বাহুবলে অতি বেগে স্বীয় কেশ বিমুক্ত করিয়া তাঁহার বাহুযুগল আক্রমণ করিল। এইরূপে উভয়ে ক্রোধপরবশ হইয়া ভয়ানক বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন বসন্তকালে বলবিক্রান্ত দ্বিরদ[১]যুগল করিণীর নিমিত্ত উন্মত্ত হইয়া যুদ্ধ করে, যেমন কপিকুলসিংহ বালী ও সুগ্রীব পত্নীর নিমিত্ত একান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া দুরন্ত সমর-সাগরে অবগাহন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আশী-বিশোদ্ধত ভীম ও কীচক পরস্পর জিগীষাপরবশ

১। করী।

হইয়া প্রচণ্ড সমরানল প্রজ্বালিত করিলেন। উভয়ে পঞ্চশীর্ষ ভুজগসদৃশ ভীষণ ভুজদণ্ড সমুদ্যত করিয়া পরস্পর নখাঘাত ও দন্তাঘাত করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত কীচক ভীমকে অত্যন্ত আঘাত করিল, কিন্তু স্থিরপ্রতিজ্ঞ বৃকোদর এক পদও বিচলিত হইলেন না। তাঁহারা পরস্পর আশ্লেষ[১], আকর্ষণ ও প্রকর্ষণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া প্রবৃদ্ধ বৃষভদ্বয়ের ন্যায় এবং নখ ও দন্ত প্রহার করিয়া ভীষণমূর্ত্তি ব্যাঘ্রযুগলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে অমর্ষপ্রদীপ্ত কীচক, মদস্রাবী মাতঙ্গ যেমন অন্য মাতঙ্গকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ বেগে ধাবমান হইয়া বাহু দ্বারা ভীমসেনকে আক্রমণ করিল; মহাবল ভীমসেনও তাহাকে প্রত্যাক্রমণ করিলেন। কীচক পুনরায় বলপূর্ব্বক তাঁহাকে নিক্ষেপ করিল। তৎকালে সেই পুরুষদ্বয়ের ভুজনিষ্পেষে বেণুবিস্ফোটসদৃশ[২] ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর বৃকোদর কীচককে গৃহমধ্যে আকর্ষণপূর্ব্বক প্রচণ্ড বায়ু যেমন প্রকাণ্ড মহীরুহকে আন্দোলিত করে, তদ্রূপ তাহাকে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। কীচক ভীমের সঙ্ঘর্ষণে নিতান্ত দুর্ব্বল ও কম্পিতকলেবর হইয়া প্রাণপণে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ভীম ক্রোধবশতঃ ঈষদ্বিচলিত হইবামাত্র কীচক জানুপ্রহার দ্বারা তাঁহাকে ভূতলে পাতিত করিল। ভীমসেন তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যথিত না হইয়া দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় তৎক্ষণাৎ পুনরুত্থিত হইলেন।

বলদৃপ্ত ভীমসেন ও কীচক এইরূপ পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশ ও তর্জ্জনগর্জ্জনপূর্ব্বক নিশীথসময়ে সেই বিজন স্থলে পরিকর্ষণ করাতে সমুদয় গৃহ মুহুর্ম্মুহুঃ কম্পিত হইতে লাগিল। তখন ভীমসেন ক্রোধভরে কীচকের বক্ষঃস্থলে এমন চপেটাঘাত করিলেন যে, সে তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। ক্রোধানলে তাহার অন্তর্দ্দগ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু উঠিবার সামর্থ্য হইল না। ভীমসেন দুরাত্মা কীচককে দুঃসহ চপেটাঘাতে নিতান্ত হীনবল ও বিচেতনপ্রায় দেখিয়া তাহাকে নিকটে আনয়নপূর্ব্বক দৃঢ়তর মর্দ্দন করিতে লাগিলেন এবং পুনরায় নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া পিশিতাশকাঙ্ক্ষী[৩] শার্দ্দূল যেমন মৃগ গ্রহণপূর্ব্বক চীৎকার করে, তদ্রূপ ভীষণ ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

ভীমকর্ত্তৃক কীচকের প্রাণসংহার

অনন্তর বৃকোদর কীচককে নিতান্ত শ্রান্ত দেখিয়া তাহাকে ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা কীচক সাতিশয় ব্যথিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার ও ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল এবং বিসংজ্ঞ হইয়া পড়িল। তখন ভীমসেন দ্রৌপদীর ক্রোধানল নির্ব্বাণ করিবার নিমিত্ত সত্বর বাহু দ্বারা তাহার কণ্ঠ গ্রহণপূর্ব্বক দৃঢ়তর নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ঐ দুরাত্মা ভগ্নসর্ব্বাঙ্গ ও বিদ্ধচক্ষু হইলে ভীম জানু দ্বারা তাহার কটিদেশ আক্রমণপূর্ব্বক বাহু দ্বারা তাহাকে নিপীড়িত করিয়া পশুর ন্যায় সংহার করিলেন।

কীচক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে ভীমসেন তাহার মৃতদেহ ভূতলে সংঘট্টনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে সৈরিন্ধ্রি! অদ্য আমি ভার্য্যাপহারী দুরাত্মা কীচকের প্রাণসংহার করিয়া ভ্রাতার নিকট অঋণী হইলাম; অদ্য আমার পরম শান্তিলাভ হইল।" রোষারুণনেত্র ভীমসেন এই কথা বলিয়া স্খলিত-বস্ত্রাভরণ উদ্‌ভ্রান্তনেত্র ও গতজীবিত কীচককে পরিত্যাগ করিলেন। তখনও তাঁহার ক্রোধের শান্তি হয় নাই। তিনি পুনরায় হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ ও ওষ্ঠ দংশনপূর্ব্বক তাহার হস্ত, পদ, গ্রীবা ও মস্তক শরীরমধ্যে প্রবেশিত করিলেন। পরে দ্রৌপদীকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "পাঞ্চালি! দেখ, সেই কামুকের কিরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া সেই মথিতসর্ব্বাঙ্গ মাংসপিণ্ডাকার কীচকের মৃতদেহে এক পদাঘাত করিলেন এবং অগ্নি প্রজ্বালনপূর্ব্বক ঐ মৃত কলেবর দ্রৌপদীকে দর্শন করাইয়া কহিলেন, "হে ভীরু! যাহারা তোমাকে কামনা করিবে, তাহারা কীচকের ন্যায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই।" মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন এইরূপে দ্রৌপদীর হিতসাধনার্থে কীচকবিনাশরূপ অতিদুষ্কর কর্ম্মসম্পাদনানন্তর শান্তচিত্তে প্রণয়িনীর নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর মহানসে আগমন করিলেন।

দ্রৌপদী এই প্রকারে কীচককে নিহত করাইয়া বিগতসন্তাপ ও পরম পরিতুষ্ট হইয়া সভাপালদিগকে কহিলেন "হে সভাসদগণ! আপনারা আগমন করিয়া

১। আঁকড়াইয়া ধরা। ২। বাঁশফোটার শব্দ। ৩। মাংসলোলুপ।

দেখুন, পরস্ত্রীকাম-বিমোহিত দুরাত্মা কীচক আমার পতিগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছে।”

তখন নৃত্যশালারক্ষকগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া সহস্র সহস্র উল্কাগ্রহণপূর্ব্বক সহসা তথায় আগমন করিল এবং সেই গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক হস্তপদবিহীন, রক্তাক্তকলেবর, গতাসু কীচককে নয়নগোচর করিয়া সাতিশয় ব্যথিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিল, “কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! ইহার গ্রীবা কোথায়, হস্ত, পদ ও মস্তকই বা কোথায় গেল?” তাহারা এই কথা বলিয়া কীচকের মৃতদেহ পরীক্ষা করিতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়

বান্ধবগণ কর্ত্তৃক কীচকসহ দ্রৌপদীর বন্ধন—সৎকারার্থ শ্মশানগমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ইত্যবসরে কীচকের বন্ধুগণ তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে উপবেশনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। তাহারা স্থলে সমুদ্ধৃত কূর্ম্মের ন্যায় সন্ত্রিমকলেবর কীচককে নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত ভীত ও রোমাঞ্চিত হইল। অনন্তর তাহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত তদীয় মৃতদেহ বহির্দ্দেশে নিষ্কাশিত করিবার উপক্রম করিতেছে, এই অবসরে উপকীচকেরা অনতিদূরে দ্রৌপদীকে অবলোকন করিল।

তখন তাহারা সমাগত অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে কহিল, “হে বান্ধবগণ! যাহার নিমিত্ত আমাদিগের কীচক বিনষ্ট হইয়াছেন, ঐ দেখ, সেই অসতী স্তম্ভ আলিঙ্গনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উহাকে শীঘ্র বিনষ্ট কর অথবা এক্ষণে উহাকে সংহার করিবার আবশ্যক নাই, কামী কীচকের সহিত উহার কলেবর ভস্মসাৎ করা উচিত। কারণ, লোকান্তরেও কীচকের প্রিয়ানুষ্ঠান করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।” এই বলিয়া তাহারা বিরাটের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিল, “মহারাজ! পাপীয়সী সৈরিন্ধ্রীর নিমিত্তই আমাদিগের কীচক বিনষ্ট হইয়াছেন; অতএব আমরা উহাকে তাঁহার সহিত দগ্ধ করিব; আপনি অনুমতি প্রদান করুন।” বিরাটরাজ উপকীচকগণের বলবিক্রম বিশেষরূপে অবগত ছিলেন, সুতরাং তাহাদের বাক্য শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ভীত হইয়া তদ্বিষয়ে অনুমোদন করিলেন।

তখন উপকীচকেরা দ্রৌপদীর সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ ও বন্ধন করিয়া কীচকের মৃতদেহোপরি আরোপিত করিয়া শ্মশানাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। দ্রৌপদী প্রাণভয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া শরণ লইবার নিমিত্ত করুণস্বরে কহিতে লাগিলেন, “জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন ও জয়দ্বল-ইঁহারা এক্ষণে আমার কথায় কর্ণপাত করুন। সূতপুত্রেরা আমাকে শ্মশানে লইয়া যাইতেছে। রণস্থলে যাঁহাদিগের বজ্রনির্ঘোষ সদৃশ ধনুষ্টঙ্কার, তরবারি ধ্বনি ও ভয়ঙ্কর রথঘর্ঘরশব্দ শ্রুত হইত, সেই সকল গন্ধর্ব্বগণ এক্ষণে আমার কথায় কর্ণপাত করুন। সূতপুত্রেরা আমাকে শ্মশানে লইয়া যাইতেছে।”

ভীম কর্ত্তৃক কীচক-বান্ধব বধ—দ্রৌপদী-মোচন

তখন ভীমসেন দ্রৌপদীর এইরূপ করুণ-বিলাপ শ্রবণ করিবামাত্র সত্বর শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কহিলেন, “হে সৈরিন্ধ্রি! তোমার বাক্য কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে আর তোমার কোন শঙ্কা নাই।” এই বলিয়া ভীমসেন সমস্ত উপকীচক-সংহারার্থ প্রস্তুত হইয়া বেশপরিবর্ত্তন করিলেন। পরে নির্গমদ্বার পরিহারপূর্ব্বক অন্যস্থান দিয়া বহিঃ-প্রদেশে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং সত্বর নগরপ্রাকার উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক দ্রুতপদসঞ্চারে শ্মশানাভিমুখে ধাবমান হইতে লাগিলেন।

তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে শ্মশানভূমিসমীপে সূতপুত্রগণের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তথায় দশব্যাম আয়ত তালপ্রমাণ এক বনস্পতি নিরীক্ষণ করিয়া ভুজদণ্ড দ্বারা তাহা উৎপাটনপূর্ব্বক উদ্যতদণ্ড সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় সূতপুত্রদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহার গমন বেগে ন্যগ্রোধ, অশ্বত্থ ও কিংশুক প্রভৃতি বৃক্ষ সকল অনবরত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

তখন ভীমসেন ক্রমে সূতপুত্রগণের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেন। তাহারা কুপিত সিংহসদৃশ বৃকোদরকে গন্ধর্ব্ব জ্ঞান করিয়া বিষাদসাগরে নিমগ্ন
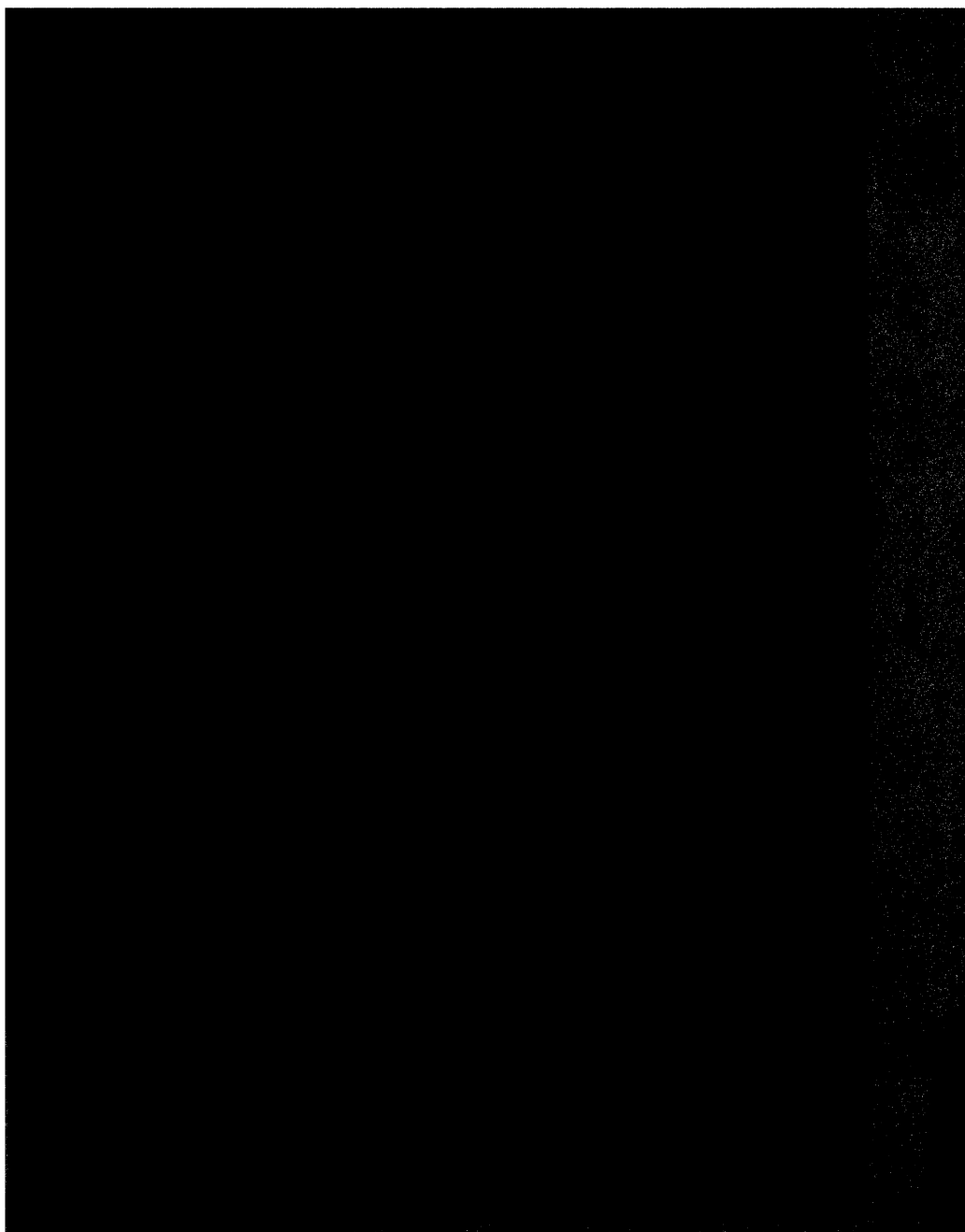
ও প্রাণভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, "ঐ দেখ, মহাবল-পরাক্রান্ত গন্ধর্ব্ব ক্রোধভরে পাদপ উদ্যত করিয়া আগমন করিতেছেন; অতএব যাহার নিমিত্ত আমাদিগের এই ভয় উপস্থিত হইয়াছে, সেই সৈরিন্ধ্রীকে শীঘ্র পরিত্যাগ কর।" এই বলিয়া তাহারা দ্রৌপদীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নগরাভিমুখে ধাবমান হইল। তখন পবন-তনয় ভীমসেন সূতপুত্রদিগকে ধাবমান দেখিয়া ক্রোধভরে বৃক্ষপ্রহারপূর্ব্বক দেবরাজ যেমন অসুরগণকে নিপাত করেন, তদ্রূপ সেই একশত পঞ্চজন উপকীচককে সংহার করিলেন।

পরে ভীমসেন বাষ্পাকুললোচনা দীনা দ্রৌপদীকে বন্ধনমুক্ত করিয়া আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "প্রিয়ে! যাহারা নিরপরাধে তোমাকে ক্লেশ প্রদান করিবে, আমি অবশ্যই এইরূপে তাহাদিগকে সংহার করিব। এক্ষণে তোমার আর কোন শঙ্কা নাই; তুমি পরমসুখে নগরাভিমুখে গমন কর; আমি অন্য পথ অবলম্বনপূর্ব্বক বিরাটরাজের মহানসে প্রবেশ করিব।"

হে মহারাজ! এইরূপে একশত ও পঞ্চ কীচক বিনষ্ট হইয়া ছিন্ন-পাদপের ন্যায় ধরাশয্যায় শয়ন করিয়া রহিল। একশত পঞ্চ জন উপকীচক ও সেনাপতি কীচক এই ষড়ধিক শত মহাবীর ভীমসেনের হস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তত্রত্য সমুদয় নর ও নারীগণ এই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়া রহিল; কাহারও আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

——

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়

গন্ধর্ব্বভীত বিরাটরাজের দ্রৌপদী বিদায়ে নির্ব্বন্ধ—দ্রৌপদীর সময় প্রার্থনা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যে সকল লোক সূতপুত্র-গণকে নিহত হইতে দর্শন করিয়াছিল, তাহারা মৎস্যরাজের সন্নিধানে গমন করিয়া কহিল, "মহারাজ! গন্ধর্ব্বগণ মহাবল-পরাক্রান্ত সূতপুত্রদিগকে সংহার করিয়াছে। যেমন প্রকাণ্ড পর্ব্বতশিখর বজ্রপাতে বিদীর্ণ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ সূতগণও ধরাশয্যায় শয়ান রহিয়াছে। সৈরিন্ধ্রী বন্ধনমুক্ত হইয়া পুনরায় মহারাজের গৃহে আগমন করিতেছে। হে মহারাজ! সৈরিন্ধ্রী যেরূপ রূপবতী, গন্ধর্ব্বগণ যেরূপ পরাক্রান্ত এবং কামিনীগণ পুরুষের যেরূপ অভিলষণীয়, তাহাতে বোধ হয়, এবার আপনার সমুদয় নগর সংশয়াপন্ন হইবে। অতএব যাহাতে বিরাট-নগরের উচ্ছেদ না হয়, তাদৃশ নীতিবিধান করুন।"

মৎস্যরাজ তাহাদিগের বাক্যশ্রবণানন্তর কহিলেন, "তোমরা সত্বর সূতগণের চরমক্রিয়া সমাধান কর; একমাত্র সুসমিদ্ধ হুতাশনে সমুদয় কীচকগণকে সরত্ন ও সচন্দন করিয়া দাহ করিবে।" তৎপরে সাতিশয় সন্ত্রস্ত-চিত্তে সুদেষ্ণাকে কহিলেন, "প্রিয়ে! সৈরিন্ধ্রী আগমন করিবামাত্র তুমি আমার নিদেশক্রমে তাহাকে কহিবে, হে বরবর্ণিনি! তোমার কল্যাণ হউক, তুমি যথা ইচ্ছা প্রস্থান কর। রাজা গন্ধর্ব্ব-গণের কার্য্যে অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন; এমন কি, গন্ধর্ব্বগণও তোমাকে রক্ষা করেন বলিয়া তিনি স্বয়ং তোমাকে এই কথা বলিতে সমর্থ হইবেন না। স্ত্রীলোকে তোমার সহিত কথোপকথন করিলে গন্ধর্ব্বগণের মনে কোন সংশয় হইবে না, এই জন্য আমি তোমাকে কহিতেছি।"

এ দিকে দ্রৌপদী ভীমসেনের প্রতাপে সূতপুত্র-গণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া গাত্র ও বসন প্রক্ষালনপূর্ব্বক শার্দ্দূল-বিত্রাসিত হরিণীর ন্যায় নগরা-ভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পুরুষগণ তাঁহাকে নয়নগোচর করিবামাত্র গন্ধর্ব্বগণের ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ বা নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া রহিল; দ্রৌপদী ক্রমে ক্রমে মহানসের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভীমসেন মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন অবলোকন করিয়া তাঁহার বিস্ময়োৎপাদনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে সঙ্কেতবাক্যে কহিলেন, "যিনি আমাকে বিপদে রক্ষা করিয়াছেন, সেই গন্ধর্ব্বকে নমস্কার করি।" ভীমও সঙ্কেতক্রমে উত্তর করিলেন, "গন্ধর্ব্বগণ যাঁহার বশীভূত হইয়া পূর্ব্বাবধি এ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, এক্ষণে তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋণমুক্ত হইলেন।"

তৎপরে দ্রৌপদী শয়নাগারের নিকট দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে বিরাটরাজের কন্যাগণ মহাবাহু ধনঞ্জয়ের নিকটে নৃত্যশিক্ষা করিতেছিলেন;

তাঁহারা নিরপরাধিনী সৈরিন্ধ্রীকে আগমন করিতে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্লচিত্তে অর্জ্জুন-সমভিব্যাহারে তথা হইতে নির্গত হইয়া হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, "সৈরিন্ধ্রি! তুমি সৌভাগ্যক্রমে সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইয়া পুনরায় আগমন করিয়াছ এবং যাহারা তোমাকে ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল, তাহারাও নিহত হইয়াছে।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "সৈরিন্ধ্রি! তুমি কিরূপে বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়াছ এবং কি প্রকারে সেই পাপাত্মারা বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত বাসনা হইতেছে।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "কল্যাণি বৃহন্নলে! তুমি অন্তঃপুরে কন্যাগণের সহিত পরমসুখে বাস করিতেছ, বাস কর। সৈরিন্ধ্রির বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তোমার কি লাভ হইবে? সৈরিন্ধ্রি যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহা ত তোমাকে সহ্য করিতে হইতেছে না; এই নিমিত্তই আমাকে নিতান্ত কাতরা দেখিয়া সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিতেছ।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "সৈরিন্ধ্রি! বৃহন্নলা তোমার দুঃখে যৎপরোনাস্তি দুঃখভোগ করিতেছে; তুমি তাহাকে তির্য্যগ্‌যোনি পশু-পক্ষী বিবেচনা করিও না। যাহারা সতত একত্র বাস করে, তাহাদের অন্যতম দুঃখিত হইলে সকলেই সেই দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে; অতএব তুমি দুঃখিত হইলে আমাদের কাহার অন্তঃকরণে দুঃখের উদয় না হয়? কেহ কদাপি কাহারও হৃদ্‌গত ভাব বুঝিতে পারে না; এই নিমিত্তই তুমি আমার মনের ভাব অনুভব করিতে অসমর্থ হইতেছ।"

দ্রৌপদী অর্জ্জুনের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিয়া কন্যাগণ-সমভিব্যাহারে রাজগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক সুদেষ্ণার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। রাজপত্নী তাঁহাকে দেখিবামাত্র বিরাটের আদেশক্রমে কহিলেন, "সৈরিন্ধ্রি! এক্ষণে তোমার যথা ইচ্ছা হয় গমন কর। রাজা গন্ধর্ব্বগণের কার্য্যে অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন। তুমি অসামান্য রূপবতী যুবতী, পুরুষগণের অন্তঃকরণও নিতান্ত চঞ্চল এবং গন্ধর্ব্বগণও অতি কোপন-স্বভাব; অতএব আর তোমার এ স্থানে অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "দেবি! মহারাজ আর ত্রয়োদশ দিবসমাত্র আমাকে ক্ষমা করুন; গন্ধর্ব্বগণ ইতিমধ্যেই কৃতকার্য্য হইবেন, সন্দেহ নাই। তৎপরে তাঁহারা আমাকে এ স্থান হইতে লইয়া যাইবেন; তাহা হইলে মহারাজ ও আপনি সবান্ধবে শ্রেয়োলাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।"

কীচকবধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়

গোহরণপর্ব্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে কীচক ও উপকীচকগণ বিনষ্ট হইলে সমুদয় লোক অত্যাহিত শঙ্কায় শঙ্কিত ও যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইল। কি বিরাটনগরে, কি জনপদের অভ্যন্তরে, সর্ব্বত্রই এই কথার আন্দোলন হইতে লাগিল যে, প্রবল-পরাক্রান্ত কীচক শৌর্য্য-প্রভাবে বিরাটরাজের নিতান্ত প্রিয়তম সৈন্যাধ্যক্ষ ও অরাতিগণের কৃতান্ত-স্বরূপ হইয়াছিল, এক্ষণে দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে গন্ধর্ব্বগণের দারাভিমর্ষণ[1] করিয়া তাঁহাদিগের হস্তে বিধ্বস্ত হইল।

পাণ্ডবান্বেষণে নিযুক্ত দুর্য্যোধন-দূতগণের প্রত্যাবর্ত্তন

ইতিপূর্ব্বে রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের অনুসন্ধানার্থ দেশে দেশে চরপ্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা নানা গ্রাম, নগর ও রাষ্ট্রে পাণ্ডুতনয়গণকে অন্বেষণ করিয়া এই সময়েই হস্তিনা-নগরে দুর্য্যোধন-সমীপে সমুপস্থিত হইল! দেখিল, মহারাজ দুর্য্যোধন, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, মহাত্মা ভীষ্ম ও মহারথ ত্রিগর্ত্তগণ এবং ভ্রাতৃসমুদয়ে পরিবৃত হইয়া সভামধ্যে সমাসীন আছেন। তখন তাহারা কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, "মহারাজ! আমরা অপ্রতিহত যত্ন সহকারে সেই নানাবিধ লতা-গুল্ম-পাদপ-সমাবৃত বিবিধ মৃগসমাকীর্ণ দুরবগাহ[2] অরণ্যানী, গিরিশিখর, দুর্গ, পাণ্ডবগণাধিষ্ঠিত মহারণ্য এবং অন্যান্য জনপদ, জনাকীর্ণ দেশ, অরাতিগণের রাজধানী সমুদয় তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু দৃঢ়বিক্রম পাণ্ডবগণ যে কোন্ পথে কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন, তাহার কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিলাম না। একদা পাণ্ডবদিগের সারথিগণকে শূন্য রথ লইয়া দ্বারবতী নগরীতে গমন করিতে দেখিয়া

১। পত্নীধর্ষণ। ২। দুর্গম।

তাহাদিগের অনুগামী হইলাম; কিন্তু তথায় কি পাঞ্চালী, কি পাণ্ডবগণ কাহারও অনুসন্ধান পাইলাম না। তাঁহারা যে কোথায় গমন করিয়াছেন, কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন, কোন্ কর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না। বোধ হয়, তাঁহারা বিনষ্ট হইয়াছেন, অতএব আপনিই অদ্যাবধি আমাদিগের শাসন করুন। আপনার মঙ্গল হউক; অথবা অনুমতি করুন, পুনরায় পাণ্ডবগণের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই।

"মহারাজ! আর একটি প্রিয়সংবাদ প্রদান করি, শ্রবণ করুন। যে মহাবীর ত্রিগর্ত্তগণকে ভূয়োভূয়ঃ পরাভূত ও নিহত করিয়াছিল, সেই বিরাটসারথি কীচক ও তাহার ভ্রাতৃবর্গ রজনীযোগে অপরিদৃশ্যমান গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া নিপাতিত রহিয়াছে। এক্ষণে এই প্রিয়সংবাদ, শত্রুগণের পরাভব ও আমাদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যজাত পর্য্যালোচনা করিয়া অনন্তর কর্ত্তব্যকার্য্যে অভিনিবেশ করুন।"

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়

পাণ্ডবগণের পুনঃ অন্বেষণে দূতপ্রেরণ-মন্ত্রণা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন দূতগণের বাক্য-শ্রবণান্তর বহুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিলেন। পরিশেষে সভাসদ্‌গণকে কহিলেন, "কার্য্যের গতি দুর্জ্জ্ঞেয়, কিছুই বোধগম্য হয় না; অতএব পাণ্ডবগণ কোন্ স্থানে প্রস্থান করিয়াছে, সকলে অনুধাবন করিয়া দেখ। এই তাহাদের অজ্ঞাতবাসের বৎসর; এই বৎসরের অধিকাংশই অতিক্রান্ত হইয়াছে, অল্প ভাগ মাত্র অবশিষ্ট আছে। সত্যব্রত পাণ্ডবগণ এই অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিলেই প্রতিজ্ঞাভার হইতে বিমুক্ত হইয়া প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, আশীবিষ-সদৃশ রোষাবেগে কৌরবগণের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব সত্বর এমন কোন অপ্রতিহত প্রতিবিধানের চেষ্টা কর, যাহাতে সেই কালজ্ঞ পাণ্ডবগণ পুনরায় দীনবেশে অরণ্যানী প্রবেশ করে এবং আমার রাজ্যও চিরকালের নিমিত্ত নির্দ্বন্দ্ব, অনাকুল ও নিঃসপত্ন[১] হয়।"

তখন কর্ণ কহিলেন, "মহারাজ! আর কতকগুলি ধূর্ত্ত প্রিয়কারী কর্ম্মকুশল বিনীত লোক ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সুসমৃদ্ধ জনপদ, গোষ্ঠী[১] এবং সিদ্ধগণসেবিত জনসংকীর্ণ প্রত্যেক তীর্থ ও প্রত্যেক আকরে পাণ্ডবগণকে অন্বেষণ করুক, আর যে সকল ব্যক্তি পাণ্ডবগণকে বিশেষরূপে অবগত আছে, তাহারাও সুসংস্কৃত বেশে নদী, কুঞ্জ, তীর্থ, গ্রাম, নগর, রমণীয় আশ্রম ও পর্ব্বতাদিতে ছদ্মচারী পাণ্ডবগণের অনুসন্ধান করুক।"

অনন্তর পাপানুরক্ত দুরাত্মা দুঃশাসন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মহারাজ! যে সমুদয় চরগণ আমাদিগের বিশ্বাসভাজন, তাহারা স্ব স্ব প্রাপ্য পুরস্কার গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় পাণ্ডবগণকে অন্বেষণ করিতে প্রস্থান করুক; আর মহামতি কর্ণ যাহা কহিলেন, উহা আমাদেরও অভিপ্রেত; অন্যান্য চরগণও তদনুসারে তত্তৎ-প্রদেশে গমন করিয়া তাহাদিগের বাস ও কর্ম্ম প্রভৃতি সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হউক। হয়, তাহারা অত্যন্ত গুপ্তভাবে গতি, বাস ও অবস্থান করিতেছে, না হয়, সমুদ্রপারে গমন করিয়াছে অথবা মহারণ্যে হিংস্র জন্তুগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে কিংবা অন্য কোন দুরবস্থায় পতিত হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছে। অতএব হে মহারাজ! আপনি অনাকুলিত-চিত্তে উৎসাহ সহকারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করুন।"

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়

পুনঃ পাণ্ডবান্বেষণে দ্রোণাচার্য্যের সম্মতি

অনন্তর যথার্থদর্শী দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, "পাণ্ডবগণ অসাধারণ শৌর্য্যশালী, কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান্, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ, অতএব তাদৃশ মহাত্মগণ কদাপি বিনাশ বা পরাভব প্রাপ্ত হইবেন না। তাঁহাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নীতিতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্বে সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন; ভীমাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় পিতার ন্যায় তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন; অতএব ন্যায়পরায়ণ যুধিষ্ঠির অবশ্যই তাদৃশ বশংবদ ভ্রাতৃগণের হিতানুষ্ঠান করিবেন। আমার

১। শত্রুহীন।

১। জনতাপূর্ণ সভা।

নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হয়েন নাই, তাঁহারা কেবল সযত্ন হইয়া সমুচিত সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতএব তাঁহাদিগের প্রতিজ্ঞাত সময় পরিপূর্ণ না হইতেই যাহা আপনাদের কর্ত্তব্য থাকে, তাহা সম্পাদন করুন; পাণ্ডবগণ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তাহা রীতিমত অনুসন্ধান করা আবশ্যক। তাঁহারা সকলেই ধীর, শৌর্য্যশালী, দুর্জ্জেয়, দুর্দ্ধর্ষ ও তপস্বী; বিশেষতঃ তেজোরাশি অজাতশত্রু অতি বিশুদ্ধাত্মা, গুণবান্ ও সত্যপরায়ণ; অতএব তাঁহাদিগকে অন্বেষণ করা সামান্য লোকের কর্ম্ম নহে। যে সকল ব্রাহ্মণ, চর ও সিদ্ধ ব্যক্তি পাণ্ডবগণকে সবিশেষ অবগত আছেন, তাঁহারাই পুনরায় তাঁহাদিগকে অন্বেষণ করিতে গমন করুন।"

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়

পাণ্ডব-সংবাদ-সংগ্রহে ভীষ্মের মত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আচার্য্য দ্রোণ মৌনাবলম্বন করিলে দেশকালকুশল কুরুকুলতিলক শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তাঁহার বাক্যের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া সাধুসম্মত ও ধর্ম্মার্থ-সঙ্গত কথা কহিতে লাগিলেন, "পাণ্ডবেরা সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত, শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন, সত্যব্রতপরায়ণ ও বৃদ্ধমতাবলম্বী। সেই ক্ষাত্র-ধর্ম্মনিরত মহাবল-পরাক্রান্ত সমরাভিজ্ঞ বীর পুরুষেরা কৃষ্ণের অনুগত হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা কদাচ অবসন্ন হইবেন না। ঐ মহাত্মারা সতত সৎপথে বিচরণ করিতেছেন এবং ধর্ম্ম ও স্ববীর্য্য-প্রভাবে সতত পরিরক্ষিত হইতেছেন; অতএব বোধ হয়, কেহই তাঁহাদিগের অনিষ্টসাধন করিতে পারিবে না। এক্ষণে আমি তাঁহাদিগের বিষয়ে তোমাদিগকে কিছু উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর।

নীতিজ্ঞের নীতিজাল নিতান্ত দুরবগাহ, তথাচ আমরা পাণ্ডবগণের অবস্থানবিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া যে কথার উল্লেখ করিতেছি, তাহা যুক্তিসঙ্গত, ঈর্ষা-মূলক নহে। যাহাতে যুধিষ্ঠিরের অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা মাদৃশ লোকের কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু সত্যশীল ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি সভামধ্যে ন্যায়ানুগত যথার্থ উপদেশই প্রদান করিবে, এই নিমিত্তই আমি সদুপদেশ-প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেছি।

অন্যান্য ব্যক্তি পাণ্ডবগণের নিবাস-নিরূপণ-বিষয়ে যাহা কহিতেছেন, আমি তাহা স্বীকার করি না। আমার মত এই যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির যে পুর বা জনপদে এই ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত করিতেছেন, তথাকার ভূপতিগণ অন্যায়াচরণে পরাঙ্মুখ হইবেন এবং জনগণ বদান্য, দান্ত, হৃষ্ট-পুষ্ট, প্রিয়বাদী ও লজ্জাশীল হইবে। তথায় অসূয়া, ঈর্ষা, অভিমান ও মাৎসর্য্যের অধিকার থাকিবে না; অনবরত বেদধ্বনি শ্রুত, পূর্ণাহুতি প্রদত্ত, বহুদক্ষিণ যাগ-যজ্ঞ-সমুদয় সম্পাদিত হইবে; পর্জ্জন্য প্রচুরপরিমাণে বারিবর্ষণ করিবে, পৃথিবী শস্যসম্পন্ন ও আতঙ্কশূন্য হইবেন, ধান্য বহু পরিমাণে জন্মিবে; ফলসমুদয় রসাল ও ধান্য-সকল সুগন্ধ হইবে; সকলে সতত সদালাপ করিবে; সমীরণ সুখস্পর্শ হইবে; কোন বস্তুই অপ্রতিকূলদর্শন হইবে না; ভয়ের লেশমাত্র থাকিবে না; তথায় বহুসংখ্যক হৃষ্ট-পুষ্ট ধেনু ইতঃস্ততঃ সঞ্চরণ করিবে; দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত প্রভৃতি পব্য এবং সমুদয় পানীয় ও ভোজনীয় দ্রব্যজাত সাতিশয় সুরস ও হিতজনক হইবে; রস, স্পর্শ, গন্ধ ও শব্দ-সকল মনোহর হইবে, সমুদয় দৃশ্য পদার্থই লোকের নেত্রপথ চরিতার্থ করিবে; দ্বিজাতিগণ স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন এবং সকল লোকই সতত সন্তুষ্ট থাকিবে; দেবপূজা, অতিথিসৎকার, অর্ঘদান ও যাগ-যজ্ঞ-ব্রতানুষ্ঠানে সবিশেষ আদর প্রদর্শন করিবে, মহোৎসাহসম্পন্ন ও স্বধর্ম্মপরায়ণ হইবে, অশুভ বিষয়ে বিদ্বেষ ও শুভবিষয়ে আস্থা প্রদর্শন করিবে, কদাচ মিথ্যাবাক্য ব্যবহার করিবে না এবং সতত সৎপথেই ধাবমান হইবে।

হে কুরুরাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সত্য, ধৃতি, দান, শান্তি, ক্ষমা, কীর্ত্তি, লজ্জা, শ্রী, তেজ, অনৃশংসতা ও সরলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের একমাত্র আধার। সামান্য লোকের কথা দূরে থাকুক, দ্বিজাতিগণও তাঁহাকে সম্যক্ অবগত হইতে সমর্থ নহেন। হে রাজন্! আমি মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের প্রচ্ছন্ন-বাসনিরূপণ-বিষয়ে এইমাত্র উপদেশ প্রদান করিতে পারি। যদি আমার বাক্যে আস্থা হয়, তবে এই সমুদয় সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা শ্রেয়স্কর বিবেচনা হয়, তদবলম্বনে যত্নবান্ হও।"

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়

ভাবি যুদ্ধাশঙ্কায় কৃপাচার্য্য কর্ত্তৃক বলবৃদ্ধি মন্ত্রণা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কৃপাচার্য্য কহিলেন, "মহারাজ! ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের বিষয়ে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তৎসমুদয়ই যুক্তিযুক্ত ও ধর্ম্মার্থসঙ্গত। আমিও ভীষ্মের অনুরূপ বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

হে মহারাজ! কার্য্যকুশল গূঢ়-চর দ্বারা পাণ্ডবগণের গতি-বিধি এবং বাসস্থান-নিরূপণ ও আপনার হিতকর নীতি বিধান করুন। কারণ, যিনি জীবিত থাকিতে বাসনা করেন, সর্ব্বাস্ত্রকুশল পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, অতি সামান্য শত্রুকেও উপেক্ষা করা তাঁহার উচিত নহে। এক্ষণে মহাত্মা পাণ্ডবেরা প্রচ্ছন্নবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ হইলে তাঁহাদিগের অভ্যুদয় হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব আপনি স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রের বল সম্যক্‌রূপে বিবেচনা করুন। মহাবল-পরাক্রান্ত অমিততেজাঃ পাণ্ডবেরা প্রতিজ্ঞাসাগর উত্তীর্ণ হইবামাত্র মহীয়সী উৎসাহশীলতাসম্পন্ন হইয়া উঠিবেন, অতএব আপনি পূর্ব্বেই কোষশুদ্ধি, বলশুদ্ধি ও নীতিবিধান করুন। তাঁহাদিগের তাদৃশ অভ্যুদয় দৃষ্ট হয়, সন্ধি করা যাইবে। হে রাজন্! কোন্ সময়ে কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য, তাহা আমি চিন্তা করিতেছি, আপনি আপনার বল, সমুদয় মিত্র ও সৈন্য-সামন্তগণের সামর্থ্য বিবেচনা করুন। আপনার নানাবিধ সৈন্য আছে, তন্মধ্যে কে আপনার অনুরক্ত, কেই বা অননুরক্ত, তাহা বিশেষ পরিজ্ঞাত হউন।

সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ও বলি[১] কর্ম্ম প্রভৃতি উপায় দ্বারা বলবান্ শত্রুকে এবং বলপূর্ব্বক দুর্ব্বল শত্রুকে বশীভূত করুন! সান্ত্ববাদ দ্বারা মিত্রমণ্ডলী ও মিষ্টবাক্য দ্বারা সৈন্যগণকে পরিতুষ্ট করুন, তাহা হইলে আপনার কোষশুদ্ধি ও বলবৃদ্ধি হইবে, আপনি অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন এবং পাণ্ডবেরাই হউক অথবা অন্য কেহই হউক, বলবান্ই হউক বা দুর্ব্বলই হউক, শত্রু সমুপস্থিত হইলেই তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইবেন। হে মহারাজ! যথাযোগ্য সময়ে স্বীয় ধর্ম্মানুসারে ব্যবসায়[২]-বিনিশ্চয় করিয়া এইরূপে কার্য্য-সমাধান করিলে আপনি অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই।"

ত্রিংশত্তম অধ্যায়

সেনাপতি কীচকবধ সুযোগে বিরাট-রাজ্যাক্রমণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে মহাবল-পরাক্রান্ত দুরাত্মা কীচক মৎস্য ও শাল্বেয়কগণ-সমভিব্যাহারে বলপূর্ব্বক বারংবার ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মাকে সবান্ধবে পরাজয় করিয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া কর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক ব্যগ্রতা সহকারে দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, "হে রাজন্! বিরাটরাজ বলবান্ কীচকের সাহায্যে ভূয়োভূয়ঃ আমার রাজ্য পরাজয় করিয়াছিল; ক্রূরাত্মা কীচক গন্ধর্ব্বগণের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, বিরাটরাজও তাহার মৃত্যুতে হতদর্প, নিরাশ্রয় ও নিরুৎসাহ হইয়া থাকিবে, সন্দেহ নাই; অতএব যদ্যপি আপনার, মহাত্মা কর্ণের ও সমস্ত কৌরবগণের অভিরুচি হয়, তাহা হইলে মৎস্যদেশে গমন করাই কর্ত্তব্য।

আমরা কৌরব ও ত্রিগর্ত্তগণ সমভিব্যাহারে সুসমৃদ্ধ বিরাটরাজ্যে গমন ও বিরাট-নগর নিপীড়নপূর্ব্বক বহুসংখ্যক সৈন্যক্ষয় করিয়া বিভাগক্রমে বিবিধ রত্ন, ধন, গ্রাম, রাজ্য ও গো-সমূহ হরণ করিয়া ন্যায়ানুসারে বিরাটরাজকে বশীভূত করিব, তাহা হইলে আপনারও বলবৃদ্ধি হইবে, সন্দেহ নাই।"

কর্ণ সুশর্ম্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "মহারাজ, সুশর্ম্মা আমাদিগের সময়োচিত হিতবাক্যই কহিয়াছেন; অতএব বিভাগক্রমে সৈন্য লইয়া অবিলম্বে প্রস্থান করা কর্ত্তব্য। আপনি, প্রাজ্ঞতম পিতামহ, দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্য, আপনারা যে প্রকার মন্ত্রণা প্রদান করিবেন, তদনুসারেই যাত্রা করা যাইবে। হে মহারাজ! সত্বরে বিরাট-রাজ্য আক্রমণ করিতে গমন করা কর্ত্তব্য। অর্থহীন, বলহীন, পৌরুষবিহীন পাণ্ডবগণের অনুসন্ধানে প্রয়োজন কি? তাহারা চিরকালের মত পলায়িত বা কালকবলে কবলিত হইয়াছে; অতএব নিরুদ্বেগ-চিত্তে বিরাট-নগরে গমনপূর্ব্বক গো-সমুদয়

১। করগ্রহণ। ২। হিতাহিত বিষয়ক প্রবন্ধ।

ও বিবিধ বসুজাত[১] গ্রহণ করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য।"

তখন রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্যে অভিনন্দন-পূর্ব্বক নিয়ত আজ্ঞাবহ স্বীয় অনুজ দুঃশাসনকে আজ্ঞা করিলেন, "তোমরা বৃদ্ধগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া শীঘ্র বাহিনী যোজনা কর। মহাত্মা সুশর্ম্মা স্ববলবাহন-সমভিব্যাহারে অগ্রেই বিরাট-রাজ্যে গমনপূর্ব্বক গোপগণকে দূরীকৃত করিয়া বিপুল ধনজাত ও গো-সমূহ হস্তগত করুন। পরদিবসে আমরা সমস্ত বরূথিনী[২] দ্বিধা বিভক্ত করিয়া গমন করিব।"

অনন্তর সুশর্ম্মা বদ্ধপরিকর হইয়া মহতী সেনা সমভিব্যাহারে গোধন অপহরণ ও বৈরনির্য্যাতন-মানসে কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমীতে অগ্নিকোণাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কৌরবগণও পরদিনে অষ্টম্যন্তে বিরাট-রাজ্যে গমনপূর্ব্বক গো-সমূহ আক্রমণ করিলেন।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়

সুশর্ম্মার সহিত বিরাটরাজের যুদ্ধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশে মৎস্যদেশে বাস ও মৎস্যরাজ বিরাটের কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া নিয়মিত কাল অতিবাহিত করিলেন। দুরাত্মা কীচক নিহত হইলে তাঁহারাই বিরাটরাজের একমাত্র সহায় হইয়াছিলেন।

এ দিকে ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মা বলপূর্ব্বক বিরাট-রাজের বহুতর গোধন অপহরণ করিলেন। তখন গোপ সত্বর রথারোহণপূর্ব্বক মহাবেগে পুরপ্রবেশ করিল এবং কুণ্ডলাঙ্গদধারী, মহাবল-পরাক্রান্ত বহুতর যোধ, মন্ত্রী ও পাণ্ডবগণে পরিবৃত মহারাজ বিরাটকে সভামধ্যে আসীন দেখিয়া সত্বর রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহার সন্নিধানে উপনীত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক কহিল, "মহারাজ! ত্রিগর্ত্তেরা আমাদিগকে সবান্ধবে সমরে পরাজয় করিয়া আপনার সহস্র সহস্র গোধন অপহরণ করিয়াছে। এক্ষণে ইহার যথাবিধি প্রতিবিধান করিয়া আপনার গোধন রক্ষা করুন।"

বিরাটরাজ গোপের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র রথমাতঙ্গসঙ্কুল[৩], অশ্বপদাতিগণ-সমাকীর্ণ, ধ্বজপট[১]-সুশোভিত স্বীয় সেনাদিগকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। তখন সমুদয় রাজা ও রাজকুমারগণ বিরাটের আজ্ঞা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া বীরপ্রিয় বিচিত্র কবচ ধারণ করিতে লাগিলেন। বিরাটের প্রিয় ভ্রাতা শতানীক হীরকখণ্ডমণ্ডিত কাঞ্চনময় ও তৎকনিষ্ঠ মদিরাক্ষ কল্যাণকর লৌহময় অক্ষয় কবচ ধারণ করিলেন। পরে বিরাটরাজ স্বয়ং শতসূর্য্যসম আবর্ত্তশতসম্পন্ন নেত্রোপমিত ছিদ্রশত-সংযুক্ত নিতান্ত দুর্ভেদ্য বর্ম্মে বিভূষিত হইলেন। রাজা সূর্য্যদত্ত সূর্য্যসঙ্কাশ নীলোৎপলালঙ্কৃত কবচ ধারণ করিলেন। তৎপরে বিরাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাবীর শঙ্খ রজতময় আয়তগর্ভ শতাক্ষিসংযুক্ত শ্বেতবর্ণ বর্ম্ম পরিগ্রহ করিলেন এবং নানাপ্রহরণধারী দেবরূপ মহারথ-সকল সংগ্রামার্থ বিবিধ বর্ম্ম ধারণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর উপকরণসম্পন্ন শুভ্রবর্ণ রথে সুবর্ণময় বর্ম্মসংযুক্ত অশ্বগণ যোজিত হইল। মহানুভব মৎস্য-রাজ সূর্য্যচন্দ্রসদৃশ হিরণ্ময় দিব্য রথে ধ্বজ উচ্ছ্রিত করিয়া দিলেন। পরে অন্যান্য মহাবল-পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়সকল স্ব স্ব রথে নানাপ্রকার ধ্বজ যোজনা করিতে লাগিলেন। তখন মৎস্যরাজ স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শতানীককে কহিলেন, "ভ্রাতঃ! বোধ হইতেছে মহাবীর কঙ্ক, বল্লব, গোপাল ও দামগ্রন্থি[২] ইঁহারাও যুদ্ধ করিবেন, অতএব তুমি ইঁহাদিগকেও ধ্বজপতাকা সম্পন্ন রথ ও বিবিধ আয়ুধ প্রদান কর। ইঁহারা মৃদু সুদৃঢ় বিচিত্র বর্ম্ম ধারণ করুন।"

গোগ্রহণজনিত যুদ্ধে পাণ্ডবগণের সাহায্য

শতানীক রাজার এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সত্বর পাণ্ডবগণকে রথদানের আদেশ করিলেন। রাজভক্তিসম্পন্ন সারথি-সকল তৎক্ষণাৎ যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবের নিমিত্ত রথ প্রস্তুত করিল। তখন সেই প্রচ্ছন্নরূপী অরাতিনিপাতন যুদ্ধবিশারদ মহারথচতুষ্টয় বিরাটনির্দ্দিষ্ট বিচিত্র কবচ ধারণ করিয়া সুবর্ণমণ্ডিত বিচিত্র রথে আরোহণপূর্ব্বক সত্বর রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া হৃষ্টচিত্তে মৎস্যরাজের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত ষষ্টিবর্ষবয়স্ক যোধগণাধিষ্ঠিত মদস্রাবী মত্ত মাতঙ্গ-সকল জঙ্গম পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

১। ধনসমূহ। ২। সৈন্যদল। ৩। রথহস্তিসমাকীর্ণ।

১। পতাকা। ২। রজ্জু দ্বারা গোবন্ধনকারী।

যুদ্ধবিশারদ উৎসাহশীল প্রধান প্রধান মৎস্য[1]গণ বিরাটরাজের অনুগমন করিবার নিমিত্ত অষ্ট সহস্র রথ, সহস্র হস্তী ও ষষ্টি সহস্র অশ্ব লইয়া নির্গত হইলেন। তখন সেই হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল যোদ্ধবর্গ-পরিবৃত গোস্থানগমনসমুদ্যত বিরাটসেনা-সমুদয় অলৌকিক শোভা ধারণ করিল।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়

সুশর্ম্মার সহিত পাণ্ডবগণের যুদ্ধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবল-পরাক্রান্ত মৎস্যগণ মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে অপরাহ্নকালে নগর হইতে নির্গত হইয়া গোধনাপহারী ত্রিগর্ত্তদিগকে আক্রমণ করিলেন। রণদুর্ম্মদ ত্রিগর্ত্ত ও মৎস্যগণ গো-গ্রহণাভিলাষে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পরস্পর তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। উভয়-পক্ষীয় যুদ্ধকুশল প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষেরা গজারোহণপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তাহাদিগের সেই ঘোরতর সংগ্রাম সন্দর্শন করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। রণনিহত জনসমূহ দ্বারা যমপুর পরিপূর্ণ হইল।

ক্রমে ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলে উভয়পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা অধিকতর বলবিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে সেই যুদ্ধ দেবাসুর-সংগ্রামের ন্যায় অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। সেনাগণের পাদবিক্ষুণ্ণ মহীতল হইতে ধূলিরাশি সমুত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারময় করিল; পক্ষিগণ ধূলিপটলসংবৃত ও বিলুপ্তদৃষ্টি হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল; সুদূরপ্রক্ষিপ্ত শরজালে সূর্য্যমণ্ডল তিরোহিত হইয়া গেল। তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন অন্তরীক্ষ খদ্যোতমালায় বিভূষিত হইয়াছে। সব্য-দক্ষিণ[2]প্রধাবিত বলবান্ ধানুষ্কগণের শরাসন-সকল পরস্পর সংঘটিত হইতে লাগিল। রথী রথীর সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত, পদাতি পদাতির সহিত ও গজারূঢ় গজারূঢ়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। মহাবলপরাক্রান্ত বীরপুরুষেরা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া অসি, পট্টিশ, প্রাস, শক্তি ও তোমর প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র প্রহারপূর্ব্বক শত শত লোক নিহত করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষই তুল্যবল, কেহ কাহাকে পরাঙ্মুখ করিতে সমর্থ হইল না। আহত সৈন্যগণের ওষ্ঠ, নাসিকা ও কেশবিহীন মস্তক-সকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ধরাতলে নিপতিত ও ধূলিধূসরিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের শালস্কন্ধসন্নিভ শরীরসমুদয় নিশিত ইষু-প্রহারে খণ্ড খণ্ড হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। মহাকায় ক্ষত্রিয়গণের চন্দনচর্চ্চিত বিশাল বাহু ও কুণ্ডল-বিভূষিত মস্তক দ্বারা রণক্ষেত্রের অনির্ব্বচনীয় শোভা হইতে লাগিল। নিহত প্রাণিগণের শোণিত-প্রবাহে ভূমণ্ডলস্থ ধূলিরাশি কর্দ্দমভাব প্রাপ্ত হইল।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমরসাগর উদ্বেল হইয়া উঠিলে অনেকেই মূর্চ্ছাপন্ন হইতে লাগিল। গৃধ্র প্রভৃতি রুধিরমাংসলোলুপ পক্ষিগণ বীরগণের শরে উদ্বেজিত হইয়াও তথায় উপবেশন করিতে লাগিল। পরস্পর-নিহন্তা রণদুর্ম্মদ বীরপুরুষদিগের সমরপ্রভাবে অন্তরীক্ষগামী প্রাণিগণেরও দৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়া গেল।

অনন্তর মহারথ শতানীক এক শত ও মহাবল-পরাক্রান্ত বিশালাক্ষ চতুঃশত শত্রুসৈন্য সংহারপূর্ব্বক বিপক্ষপক্ষীয় রথব্রজ লক্ষ্য করিয়া মহতী ত্রিগর্ত্তসেনা-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং বাহুবলে তাহাদিগের কেশাকর্ষণ ও রথাক্রমণপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বিরাটরাজ সূর্য্যদত্তকে অগ্রে ও মদিরাক্ষকে পশ্চাতে লইয়া বিপক্ষপক্ষীয় পঞ্চ শত রথী, পঞ্চ মহারথ ও অষ্ট শত অশ্ব নিহত করিয়া রণক্ষেত্রে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া সুবর্ণরথারূঢ় সুশর্ম্মাকে আক্রমণ করিলেন। এখন সেই মহাবল-পরাক্রান্ত বীরযুগল পরস্পর স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক গোষ্ঠস্থিত বৃষভদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

তদনন্তর রণবিশারদ ত্রিগর্ত্তরাজ মৎস্যরাজকে আক্রমণ করিয়া দ্বৈরথযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন জলদকালে ঘনঘটা গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক অনবরত বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহারা রোষপরবশ হইয়া পরস্পর তর্জ্জন-গর্জ্জনপূর্ব্বক অবিরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয়েই কৃতাস্ত্র ও লঘুহস্ত; তাঁহারা সুতীক্ষ্ণ বাণ, অসি, শক্তি ও গদা প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র-প্রয়োগবিষয়ে স্ব স্ব নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বিরাটরাজ, সুশর্ম্মাকে দশ বাণে ও তাঁহার অশ্বচতুষ্টয়কে পঞ্চ পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন। সর্ব্বাস্ত্রকুশল রণবিশারদ সুশর্ম্মাও

[1] বিরাটরাজের সৈন্যসমূহ। [2] বামদক্ষিণ।

বিরাটপতির প্রতি নিশিত পঞ্চশত শর নিক্ষেপ করিলেন। সৈন্যপদোত্থিত ধূলিপটলে চতুর্দ্দিক্ সমাবৃত হইলে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ কে কোথায় রহিল, পরস্পর তাহার কিছুই জানিতে পারিল না।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

যুদ্ধে সুশর্ম্মার পরাজয়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে ভূলোক ধূলিজাল ও গাঢ়তিমির দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইলে সৈন্যগণ মুহূর্ত্তকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। ক্ষণেক পরে ভগবান্ কুমুদিনী-নায়ক[১] অন্ধকার নিরাকৃত করিয়া নভোমণ্ডলে সমুদিত হইলেন, রজনী নির্ম্মল হইল ও ক্ষত্রিয়গণ আলোক-লাভে পুলকিত হইয়া পুনর্ব্বার ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তখন আর কেহ কাহার নয়নগোচর হইল না। ইত্যবসরে ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মা কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত রথারোহণ করিয়া মৎস্যরাজ বিরাটের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গদাগ্রহণপূর্ব্বক ক্রোধভরে রথ-সকল চূর্ণ করিতে লাগিলেন। তখন বিরাটসেনা রোষাবিষ্ট হইয়া গদা, খড়্গ, পরশু ও সুতীক্ষ্ণ পাশ হস্তে লইয়া ত্রিগর্ত্তদিগের প্রতি ধাববান হইল। মহারাজ সুশর্ম্মা স্বীয় বলবীর্য্যপ্রভাবে মৎস্যসেনাগণকে মন্থন ও পরাজয় করিয়া মহাবেগে বিরাটের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহার পার্ষ্ণি[২] ও সারথি সংহারপূর্ব্বক তাঁহাকে রথচ্যুত ও স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া মহাবেগে নিজনগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মৎস্য-সেনাগণ তদ্দর্শনে নিতান্ত ভীত ও ত্রিগর্ত্তদিগের বলবীর্য্যে একান্ত পীড়িত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে কহিলেন, "বৃকোদর! ঐ দেখ, ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মা মৎস্য-রাজকে লইয়া প্রস্থান করিতেছেন। তুমি সত্বর উঁহাকে মোচন কর; উনি যেন কদাচ বিপক্ষের বশীভূত না হয়েন। আমরা উঁহার অধিকারে সর্ব্ব-কামসম্পন্ন হইয়া পরমসুখে বাস করিয়াছি; অতএব এক্ষণে তুমি উঁহাকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার সমুচিত নিষ্ক্রয়[৩] প্রদান কর।"

ভীমসেন কহিলেন, "মহারাজ! আমি আপনার নিদেশানুসারে বিরাটকে শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ করিব। আমি একাকী স্বীয় বাহুবলপ্রভাবে শত্রু-গণের সহিত সংগ্রাম করি; আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত একান্তে অবস্থিত হইয়া আমার অদ্ভুত কর্ম্ম-সমুদয় প্রত্যক্ষ করুন। আমি সম্মুখস্থিত মহাস্কন্ধ পাদপ উৎপাটনপূর্ব্বক ইহা দ্বারা শত্রুগণকে বিদ্রা-বিত করিব।" ভীমপরাক্রম ভীমসেন এই বলিয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সেই বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

তখন যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে কহিলেন, "হে ভীম! তুমি কদাচ এরূপ সাহস প্রকাশ করিও না। বৃক্ষ দ্বারা শত্রুগণকে পরাজয় করিলে সকলেই তোমার ঐ অলৌকিক কার্য্য-দর্শনে তোমাকে ভীম বলিয়া জ্ঞাত হইবে; অতএব এক্ষণে পাদপোৎপাটনের প্রয়োজন নাই; ধনু, শক্তি, খড়্গ, পরশু প্রভৃতি অন্য কোন মনুষ্য-গ্রহণোচিত অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক অলক্ষিত রূপে অরাতিগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। মহাবল নকুল ও সহদেব তোমার চক্ররক্ষক[১] হইবেন। তুমি অনতিবিলম্বে মৎস্যরাজকে মোচন কর।"

তখন মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক বারিধারার ন্যায় অনবরত শরবর্ষণ করিয়া "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া মহাবেগে সুশর্ম্মার অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং বিরাটরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন। সুশর্ম্মা কালান্তক যমোপম ভীমসেনকে পশ্চাদ্ভাগে নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়া ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্ত্তন ও শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভীমসেন নিমেষমাত্রে বিরাট-সন্নিধানে সহস্র সহস্র রথ, গজ, অশ্ব ও মহাবল-পরাক্রান্ত ধনুর্দ্ধরগণকে সংহার করিলেন এবং শত্রুগণের হস্ত হইতে গদা গ্রহণপূর্ব্বক পদাতিগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। সমরবিশারদ সুশর্ম্মা তাদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ-সন্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে করিলেন, 'এ কে সহসা আমার সৈন্যমধ্যে আগমন করিল? দেখিতেছি, আমার সৈন্য প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক অনবরত সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ

১। চন্দ্র। ২। পার্শ্বরক্ষক। ৩। প্রত্যুপকার।

১। চতুষ্পার্শ্বের রক্ষক।

করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডবেরা ক্রোধভরে ত্রিগর্ত্তদিগের প্রতি ধাবমান হইয়া শরপ্রয়োগ আরম্ভ করিলেন। বিরাটের পুত্রও পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে উদ্যত দেখিয়া উৎসাহ সহকারে ক্রোধভরে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির এক সহস্র, ভীমসেন সপ্ত সহস্র, নকুল সপ্ত শত এবং সহদেব ত্রিশত সৈন্য সংহার করিলেন। তৎপরে মহাবীর সহদেব যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে আয়ুধ উদ্যত করিয়া সুশর্ম্মার সম্মুখীন হইলেন, ; রাজা যুধিষ্ঠিরও সত্বর সুশর্ম্মার প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহাকে নয়টি ও তাঁহার অশ্বচতুষ্টয়কে চারিটি বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।

তখন মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর সুশর্ম্মার অভিমুখে গমনপূর্ব্বক তদীয় অশ্বগণকে প্রোথিত ও পৃষ্ঠরক্ষক-দিগকে বিনষ্ট করিয়া রথ হইতে সারথিকে পাতিত করিলেন। সুবিখ্যাত চক্ররক্ষক মদিরাক্ষ সুশর্ম্মাকে রথচ্যুত দেখিয়া প্রহার করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে বিরাটরাজ সত্বর সুশর্ম্মার রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহারই গদা গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুতপদে তদভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং বৃদ্ধ হইয়াও তরুণের ন্যায় রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভীমসেন সুশর্ম্মাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া কহিলেন, "হে রাজকুমার। প্রতিনিবৃত্ত হও ; রণস্থল হইতে পলায়ন করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তোমাকে ধিক্! তুমি এইরূপ বলবীর্য্যসম্পন্ন হইয়া গোধন অপহরণ করিতে আগমন করিয়াছিলে? এখন অনুচরবর্গকে শত্রুগণমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত বিষণ্ণ হইতেছ?" মহাবীর সুশর্ম্মা ভীমসেনের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সহসা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া তাঁহার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সুশর্ম্মার বিনাশসাধনার্থ মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ সুশর্ম্মার কেশপাশ গ্রহণপূর্ব্বক রোষভরে তাঁহাকে শূন্যে উত্তোলিত ও মহীতলে নিষ্পিষ্ট করিয়া তাঁহার মস্তকে পাদপ্রহার, অরত্নি দ্বারা জঙ্ঘা-গ্রহণ ও বক্ষে জানুপ্রদান করিলেন। সুশর্ম্মা প্রহারবেগে নিতান্ত পীড়িত হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। ত্রিগর্ত্তসেনাগণ তদ্দর্শনে প্রাণভয়ে একান্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল! এইরূপে মহারথ পাণ্ডবগণ সুশর্ম্মাকে পরাজয় ও বিরাটের গোধন প্রত্যা-হরণপূর্ব্বক সকলে একস্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন ভীমসেন কহিলেন, "এই পাপাত্মাকে জীবিত রাখিতে আমার বাসনা নাই ; কিন্তু রাজা নিতান্ত দয়াশীল, সুতরাং আমি এক্ষণে ইহার কি করিতে পারি?" এই বলিয়া তিনি ধূল্যবলুণ্ঠিত-কলেবর বিচেতন সুশর্ম্মার গলগ্রহণপূর্ব্বক সংযত রথে আরোপিত করিলেন এবং রণমধ্যস্থিত রাজা যুধিষ্ঠিরের সন্নিকটস্থ হইয়া সন্দর্শন করাইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সুশর্ম্মাকে দেখিবামাত্র হাস্যমুখে ভীমসেনকে কহিলেন, 'হে ভীম! তুমি ইঁহাকে মুক্ত কর।' ভীম তদীয় আজ্ঞা শ্রবণানন্তর সুশর্ম্মাকে কহিলেন, "অরে মূঢ়, যদি তোর্ জীবিত থাকিতে বাসনা থাকে, তবে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর্। আজি সভামধ্যে তোকে বিরাটরাজের দাস বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করিতে হইবে, তাহা হইলে আমি তোকে পরিত্যাগ করিব। কারণ, যুদ্ধে পরাজিত ব্যক্তির প্রতি এইরূপই ব্যবহার করিতে হয়।" তখন রাজা যুধিষ্ঠির প্রণয়-সম্ভাষণপূর্ব্বক ভীমসেনকে কহিলেন, "হে ভ্রাতঃ! যদি আমায় তোমার আস্থা থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে ইহাকে পরিত্যাগ কর। এ এক্ষণে বিরাটরাজের দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।" এই বলিয়া তিনি সুশর্ম্মাকে কহিলেন, "এক্ষণে তুমি দাসত্ব হইতে মুক্ত হইলে ; আর কদাচ এরূপ করিও না।"

—

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

বিরাটনগরে যুদ্ধজয় ঘোষণা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সুশর্ম্মা যুধিষ্ঠিরের বাক্যা-নুসারে মুক্তিলাভ করিয়া লজ্জানম্র-মুখে বিরাটরাজকে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন, বিরাটরাজ ও পাণ্ডবগণ সুশর্ম্মাকে বিসর্জ্জন করিয়া সেই রাত্রি সমরক্ষেত্রেই বাস করিতে লাগিলেন।

মৎস্যরাজ অমানুষ বিক্রমশালী পাণ্ডবগণকে প্রভূত ধন প্রদান ও সম্মান করিয়া কহিলেন, "অদ্য আমি আপনাদিগের বিক্রমেই মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করিলাম ; অতএব আপনারাই এই মৎস্যরাজ্যের

অধীশ্বর। আমার ন্যায় আপনারাও আমার রত্নজাত স্বচ্ছন্দে উপভোগ করুন। আমি স্বেচ্ছানুসারে আপনাদিগকে অলঙ্কৃত কন্যা ও বিবিধ ধন প্রদান করিব।"

তখন পাণ্ডবগণ পৃথক্ পৃথক্ কৃতাঞ্জলিপুটে মৎস্যরাজকে কহিলেন, "মহারাজ! আমরা আপনার সমুদয় বাক্যে অভিনন্দন করিতেছি। আপনি যে শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন, ইহাতেই আমাদের যৎপরোনাস্তি সন্তোষলাভ হইয়াছে।"

রাজসত্তম বিরাট পাণ্ডবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অধিকতর প্রীতিসম্পন্ন হইয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "মহাশয়! আসুন, আপনাকে মৎস্যরাজ্যে অভিষেক করি; আপনিই আমাদিগের অধিপতি। আমি আপনাকে মনোহর রত্ন, গো, সুবর্ণ ও মণি-মুক্তা প্রভৃতি বিবিধ মহামূল্য দ্রব্যজাত প্রদান করিব। আপনি আমাদের সমস্ত দ্রব্যেরই অধিকারী। হে বিপ্রেন্দ্র! আপনাকে নমস্কার; অদ্য আপনার প্রসাদেই রাজ্যলাভ ও সন্তানগণের মুখাবলোকন করিলাম। হে মহাবীর! আপনি আমাকে অরাতির হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।"

যুধিষ্ঠির পুনরায় উত্তর করিলেন—"মৎস্যরাজ! আমি আপনার বাক্যে অভিনন্দন করিতেছি; অভিলাষ করি, আপনি অনুকম্পাপরতন্ত্র হইয়া অবিচ্ছিন্ন সুখপরম্পরা পরিসম্ভোগ করুন। এক্ষণে দূতগণ নগরে গমন করিয়া সুহৃদ্গণকে প্রিয়সংবাদ প্রদান ও আপনার বিজয়-ঘোষণা করুক।"

বিরাটরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্যানুসারে দূতগণকে আদেশ করিলেন, "তোমরা নগরে গমন করিয়া আমার রণজয় ঘোষণা কর। কুমারীগণ, গণিকা-সমুদয় ও বাদ্যকর-সকল নগর হইতে এখানে আসিয়া আমার প্রত্যুদ্গমন করুক।"

দূতগণ মৎস্যরাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া হর্ষোৎফুল্ল-চিত্তে সেই রাত্রিতেই প্রস্থান করিল এবং পরদিন সূর্য্যোদয়কালে নগরোপকণ্ঠে উপনীত হইয়া বিরাটরাজের জয়-ঘোষণা করিতে লাগিল।

—

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়

কৌরবগণের বিরাট-গোধন আক্রমণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যখন মৎস্যরাজ গোধন-প্রত্যাহরণমানসে ত্রিগর্ত্তদিগের সম্মুখীন হয়েন, সেই সময়েই রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় অমাত্য ও ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, শকুনি, দুঃশাসন, বিবিংশতি, বিকর্ণ, চিত্রসেন, দুর্মুখ প্রভৃতি মহারথিগণ-সমভিব্যাহারে মৎস্যদেশে উপনীত হইয়া রথসমূখে চতুর্দ্দিক্ পরিবৃত করিয়া ঘোষগণকে প্রহারপূর্ব্বক যষ্টিসহস্র গো হস্তগত করিলেন। সেই ভয়ঙ্কর সময়ে কৌরবাহত গোপাল ও ঘোষগণ ঘোররব করিতে লাগিল।

তখন গোপাধ্যক্ষ ভয়ব্যাকুলিত-চিত্তে সত্বর রথারোহণপূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতে করিতে নগরে উত্তীর্ণ হইল এবং অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া রাজভবনে প্রবেশপূর্ব্বক রাজপুত্র উত্তরকে নিবেদন করিল, "রাজপুত্র! কৌরবগণ বলপূর্ব্বক আপনার ষষ্টি সহস্র গো গ্রহণ করিয়াছে, অতএব আপনি অচিরাৎ তৎসমুদয় প্রত্যাহরণের উদ্যোগ করুন। আপনি হিতলিপ্সু হইয়া স্বয়ং গমন করুন, মহারাজ আপনার উপরে সমুদয় ভার সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সভাসদ্গণের সমক্ষে আপনার নামোল্লেখ করিয়া এইরূপ শ্লাঘা করিয়া থাকেন যে, 'আমার পুত্র, আমার অনুরূপ শৌর্য্যশালী বংশধর, অস্ত্রকুশল যোদ্ধা এবং বীর।' রাজপুত্র! এক্ষণে সেই রাজবাক্য অন্বর্থ[১] হউক। আপনি শরাসনবিনিষ্ক্রান্ত সুবর্ণপুঙ্খ সন্নতপর্ব্ব শর-সমূহে অরাতিগণের সৈন্য সংহার ও তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া গোধন প্রত্যাহরণ করুন; বিলম্বে প্রয়োজন নাই; সত্বর স্যন্দনে রজতশ্বেত বাজিরাজি[২] সংযোজিত ও সুবর্ণবর্ণ ধ্বজপট সমুচ্ছ্রিত করিয়া সংগ্রামে গমনপূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা নৃপতিগণের পথ-নিরোধ ও দিনকরকে আচ্ছাদিত করুন এবং যেমন সুররাজ অসুরগণকে পরাভব করেন, তদ্রূপ কৌরবগণকে সমরে পরাজিত করিয়া বিমল যশোরাশি লাভপূর্ব্বক পুনরায় স্বনগরে প্রত্যাগত হউন। হে রাজপুত্র! অর্জ্জুন যেমন পাণ্ডবগণের আশ্রয়, আপনিও সেইরূপ মৎস্যদেশবাসী মনুষ্যগণের একমাত্র অবলম্বন, অতএব যাহাতে অদ্য

১। সার্থক। ২। অশ্বসমূহ।

রাজ্যরক্ষা ও প্রজাগণের পরিত্রাণ হয়, এবংবিধ উপায়বিধান করুন।"

উত্তর অন্তঃপুরে স্ত্রীসমাজমধ্যে এবম্প্রকার অভিহিত হইয়া আত্মশ্লাঘাসহকারে কহিতে লাগিলেন।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়

সারথ্যগ্রহণে দ্রৌপদীর প্রতি অর্জ্জুনের গুপ্ত-ইঙ্গিত

উত্তর কহিলেন, "যদি আমি একজন তুরঙ্গ-নিয়োগবিশারদ সারথি প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে অবিলম্বেই সুদৃঢ় শরাসন ধারণপূর্ব্বক সংগ্রামে গমন করি; কিন্তু আমার সারথ্যপদে অভিষিক্ত হইতে পারে, এমত লোক দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব অবিলম্বে একজন উপযুক্ত সারথির অন্বেষণ কর। অষ্টাবিংশতি রাত্রি কি একমাস ব্যাপিয়া যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতেই আমার সারথি গতজীবিত হইয়াছে। এক্ষণে যদি হয়যানবেত্তা কোন এক ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে অচিরাৎ মহাধ্বজ-সমুচ্ছ্রিত[1] গজবাজিরথসঙ্কুল পরবলে প্রবেশপূর্ব্বক দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি সমাগত মহাধনুর্দ্ধরগণকে পরাজিত করিয়া পশুযূথ প্রত্যানয়ন করিতে পারি। কৌরবগণ শূন্যদেশ[2] পাইয়া সমস্ত গোধন অপহরণপূর্ব্বক প্রস্থান করিতেছে। আমি তথায় বিদ্যমান থাকিলে তাহারা কি এই ব্যাপারে কৃতকৃত্য হইতে সমর্থ হইত? যাহা হউক, এক্ষণে সমাগত কৌরবগণ অদ্য আমার বলবীর্য্য প্রত্যক্ষ করুক। স্বয়ং ধনঞ্জয় কি আমাদিগের প্রতিপক্ষে আগমন করিয়াছেন!"

ধনঞ্জয় রাজপুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া নির্জ্জনে দ্রৌপদীকে কহিলেন, "কল্যাণি! তুমি আমার বাক্যানুসারে শীঘ্র রাজপুত্র উত্তরকে বল যে, বৃহন্নলা পাণ্ডবগণের সারথ্যভার গ্রহণ করিয়া মহাযুদ্ধে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, অতএব উনিই আপনার সারথি হইবেন।"

বিরাটপুত্র অর্জ্জুনের নামকীর্ত্তনপূর্ব্বক স্ত্রীগণমধ্যে বারংবার আত্মশ্লাঘা করিতেছেন শ্রবণ করিয়া দ্রুপদ-তনয়া সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি উত্তরের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া সলজ্জভাবে ধীরে ধীরে কহিলেন, "রাজপুত্র! ঐ প্রিয়দর্শন বৃহদ্বারণসন্নিভ[1] বৃহন্নলা পূর্ব্বে অর্জ্জুনের সারথি ছিলেন। উনি সেই মহাত্মারই শিষ্য, ধনুর্বিদ্যায় তাঁহা অপেক্ষা ন্যূন নহেন। আমি পাণ্ডবগৃহে বাসকালে উঁহার সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। যখন হুতাশন খাণ্ডববন দাহ করেন, তৎকালে উনিই ধনঞ্জয়ের সারথি হইয়াছিলেন। ধনঞ্জয় খাণ্ডবপ্রস্থে উঁহারই সারথ্য সহকারে সর্ব্বভূত পরাজয় করিয়াছিলেন। ফলতঃ উঁহার সমান সারথি আর কেহই নাই।"

উত্তর কহিলেন, "সৈরিন্ধ্রী! ঐ নপুংসক যুবা যে প্রকার লোক, তাহা তুমি সবিশেষ অবগত আছ, যথার্থ বটে, কিন্তু আমি স্বয়ং বৃহন্নলাকে আমার সারথ্যকার্য্য সম্পাদনে অনুরোধ করিতে পারি না।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "রাজপুত্র! বৃহন্নলা আপনার যবীয়সী[2] ভগিনীর বাক্য অবশ্যই রক্ষা করিবেন। যদ্যপি তিনি আপনার সারথ্যপদ পরিগ্রহ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনি কৌরবগণকে পরাভব ও গোধনসমুদয় প্রত্যাহরণপূর্ব্বক পুনরাগমন করিবেন।"

উত্তর দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগিনীকে কহিলেন, "উত্তরে! যাও, শীঘ্র বৃহন্নলাকে আনয়ন কর।" উত্তরা ভ্রাতার আদেশক্রমে দ্রুতপদসঞ্চারে নর্ত্তনগৃহে ছদ্মবেশী অর্জ্জুনের সমীপে গমন করিলেন।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়

সারথ্যগ্রহণে অর্জ্জুনের প্রতি উত্তরার অনুরোধ

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বিরাটকুমারী কুন্তীকুমারের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া জলধরসংলগ্না সৌদামিনীর ন্যায়, নাগরাজ-সমীপবর্ত্তিনী করিণীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অর্জ্জুন উত্তরাকে নয়নগোচর করিয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, "রাজপুত্রি? এমন দ্রুতপদ-সঞ্চারে আগমন করিবার কারণ কি? আজি তোমার মুখমণ্ডল অপ্রসন্ন দেখিতেছি কেন?"

উত্তরা সখীগণসমক্ষে প্রণয়সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন, "বৃহন্নলে! কৌরবগণ আমাদিগের রাজ্যের সমুদয় গোধন অপহরণ করিয়াছে, আমার ভ্রাতা তাহাদিগের পরাজয় করিতে গমন করিবেন। কিছু দিন হইল, তাঁহার সারথি সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, এক্ষণে

১। উচ্চে উত্থিত। ২। অরক্ষিত স্থান।

১। বৃহৎ হস্তিতুল্য। ২। কনিষ্ঠা।

উপযুক্ত সারথি আর কেহই নাই। তিনি সারথি অন্বেষণ করিতেছেন দেখিয়া সৈরিন্ধ্রী তাঁহাকে তোমার তযুক্ততার পরিচয় প্রদান করিলেন। হে বৃহন্নলে! তুমি পূর্ব্বে অর্জ্জুনের প্রিয়তম সারথি ছিলে; তিনি তোমারই সাহায্যে ধরামণ্ডল পরাজয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি আমার ভ্রাতার সারথ্যকর্ম্ম সম্পাদন কর। কৌরবগণ এতক্ষণ গোধন লইয়া বহু দূরে পলায়ন করিয়াছে। হে কল্যাণি! যদ্যপি তুমি আমার এই প্রণয়সহকৃত অনুরোধ রক্ষা না কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।"

মহাবীর অর্জ্জুন রাজপুত্রীর বাক্যশ্রবণানন্তর অমিততেজাঃ রাজকুমারের সমীপে গমন করিলেন। যেমন বারণবধূ মদমত্ত করভের অনুসরণ করে, সেইরূপ বিশালনয়না উত্তরা ত্বরিতগামী অর্জ্জুনের অনুগামিনী হইলেন। রাজপুত্র অর্জ্জুনকে দূর হইতে দৃষ্টিগোচর করিয়াই কহিতে লাগিলেন, "বৃহন্নলে! সৈরিন্ধ্রীর মুখে শুনিলাম, পূর্ব্বে তুমি কুন্তীকুমার ধনঞ্জয়ের প্রিয় সারথি ছিলে। তিনি তোমার সাহায্যেই খাণ্ডবারণ্যে হুতাশনকে পরিতৃপ্ত ও সমস্ত ধরামণ্ডল পরাভূত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি সেই প্রকার মদীয় সারথ্যভার গ্রহণ কর। আমি অপহৃত পশুযূথ প্রত্যাহরণ করিবার নিমিত্ত কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম করিব।"

অর্জ্জুন উত্তর করিলেন, "রাজপুত্র! সংগ্রামমুখে সারথ্যকর্ম্ম সম্পাদন করা কি আমার সাধ্য? যদি গান, বাদ্য বা নৃত্য করিতে বলেন, তাহা অনায়াসেই করিতে পারি; আমার সারথ্য-শক্তি কোথা?"

উত্তর কহিলেন, "বৃহন্নলে! তুমি পুনর্ব্বার গায়ক বা নর্ত্তক-পদে অধিষ্ঠিত হইবে; এক্ষণে আমার রথে আরোহণপূর্ব্বক অশ্বচালন কর।"

ধনঞ্জয় রাজকুমারীর মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন; তথাপি রাজকুমারের সহিত পুনঃ পুনঃ পরিহাস করিতে লাগিলেন। তিনি পরিহাস-মানসে স্বীয় কবচ বিপর্য্যস্ত করিয়া অঙ্গে ধারণ করিলেন; তদ্দর্শনে কুমারীগণ হাস্য করিয়া উঠিল। তখন রাজপুত্র তাঁহাকে সন্নদ্ধ[১] ও সারথি পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং দিব্য কবচ পরিধান, রুচির ধনুর্ব্বাণ ধারণ ও সিংহধ্বজ উন্নমনপূর্ব্বক যুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

উত্তরা প্রভৃতি রাজকন্যাগণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, "বৃহন্নলে! ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি যোদ্ধগণ পরাজিত হইলে তুমি তাঁহাদিগের রুচির, সূক্ষ্ম ও বিচিত্র বসনসকল আনয়ন করিও। আমরা তদ্দ্বারা পুত্তলিকা সুসজ্জিত করিব।"

ধনঞ্জয় সহাস্যবদনে উত্তর করিলেন, "যদি রাজপুত্র সংগ্রামে সেই মহারথগণকে পরাভব করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের দিব্য বসন-সকল আনয়ন করিব।"

এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন কৌরবসৈন্যাভিমুখে অশ্বচালনা করিলেন। তখন ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ মহাভুজ উত্তরকে বৃহন্নলা-সমভিব্যাহারে রথারূঢ় নিরীক্ষণ করিয়া রথ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন; রমণীগণও মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক কহিলেন, "হে বৃহন্নলে! পূর্ব্বে যেমন খাণ্ডবদাহসময়ে মহাবল অর্জ্জুনের মঙ্গললাভ হইয়াছিল, অদ্য তোমরাও কৌরবসমরে সেইরূপ মঙ্গললাভ কর।"

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়

অর্জ্জুনসারথ্যে উত্তরের যুদ্ধযাত্রা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন রাজকুমার অকুতোভয়ে রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া সারথিকে কহিলেন, "বৃহন্নলে! সত্বর কৌরবগণের সমীপে রথ উপনীত কর। আমি অবিলম্বে সেই দুরাত্মাদিগকে পরাজয় করিয়া গোধন গ্রহণপূর্ব্বক নগরে প্রত্যাগমন করিব।" অর্জ্জুন আজ্ঞা পাইবামাত্র দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন। সুবর্ণভূষিত মারুতগামী তুরঙ্গগণ অতিবেগে ধাবমান হইল। বোধ হইতে লাগিল যেন, তাহারা আকাশমার্গেই গমন করিতেছে।

তাঁহারা কিয়দ্দূর গমন করিয়া সেই শ্মশান-সমীপস্থ শমীবৃক্ষের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তথা হইতে সাগরোপম মহাবল কৌরববল তাঁহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। সেই সকল সৈন্যগণের পাদোদ্ভূত পার্থিব রেণু নভোমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে বোধ হইল যেন, আকাশপথে একটি বহুলপাদপ মহারণ্য বিচরণ করিতেছে।

১। যুদ্ধোপযোগী সজ্জিত।

বিরাটতনয় কর্ণ, দুর্য্যোধন, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও ভীষ্ম প্রভৃতি বীরপুরুষগণে পরিরক্ষিত, গজাশ্বরথসঙ্কুল সেই কৌরববাহিনী নিরীক্ষণ করিয়া রোমাঞ্চিত-কলেবর ও ভয়োদ্বিগ্ন-চিত্তে পার্থকে কহিলেন, "সারথে! কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আমার সাহস হয় না। এই দেখ, আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে। বহুবীর-পরিরক্ষিত ভয়ঙ্কর কুরুসৈন্য দেবগণেরও দুরভিগম্য। অতএব আমি কিরূপে এই ভীমকার্ম্মুকশালিনী পত্তিধ্বজসমাকীর্ণা রথনাগাশ্বসঙ্কুলা ভারতী সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইব? দ্রোণ, কর্ণ, বিকর্ণ, বিবিংশতি, ভীষ্ম, কৃপ, অশ্বত্থামা, সোমদত্ত, বাহ্লিক ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি যুদ্ধবিশারদ বীরপুরুষেরা ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক নিরন্তর যাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, দেখিবামাত্র আমার হৃদয় কম্পিত, অন্তঃকরণ নিরুৎসাহ ও শরীর অবসন্ন হইতেছে।"

রাজপুত্র উত্তর সুচতুর অর্জ্জুনের বল-বিক্রম পরিজ্ঞাত ছিলেন না, সুতরাং তিনি মূর্খতা প্রযুক্ত তাঁহার নিকট আক্ষেপ প্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "বৃহন্নলে! পিতা আমাকে শূন্যগৃহে রাখিয়া সমস্ত সৈন্যসামন্তসমভিব্যাহারে ত্রিগর্ত্তদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিয়াছেন। আমি একাকী, বালক, বিশেষতঃ পরিশ্রমে অপটু; কৌরবেরা কৃতাস্ত্র ও বহুসংখ্যক; উহাদিগের সহিত আমার যুদ্ধ করা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে; অতএব তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও।"

কৌরব দর্শনে ভীত উত্তরের প্রতি অর্জ্জুনের উৎসাহ প্রদান

বৃহন্নলা কহিলেন, "মহাশয়! এক্ষণে কাতর হইয়া শত্রুগণের হর্ষবর্দ্ধন করিতেছেন কেন? শত্রুগণ এমন কি কর্ম্ম করিয়াছে যে, আপনি এত ভীত হইলেন? আপনি পূর্ব্বে আমাকে কৌরবসেনামধ্যে লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন; অতএব আমি আপনাকে গোধনাপহারী আততায়ী কৌরবগণের সমীপে লইয়া যাইব। মহাশয়! যাত্রাকালে স্ত্রীপুরুষগণসমক্ষে তাদৃশ গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে কি নিমিত্ত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতেছেন? যদি গোধন জয় না করিয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে সমুদয় স্ত্রীপুরুষ, বিশেষতঃ বীরগণ একত্রিত হইয়া আপনাকে উপহাস করিবে। অতএব আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। সৈরিন্ধ্রী সর্ব্বসমক্ষে মুক্তকণ্ঠে আমার সারথ্যকার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমি ধেনু না লইয়া কোন ক্রমেই গৃহে গমন করিতে পারিব না। আমি সৈরিন্ধ্রীর স্তুতিবাদে, উত্তরার অনুরোধে ও আপনার আদেশক্রমে আগমন করিয়াছি। অতএব কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ না করিয়া কিরূপে ক্ষান্ত হইব?"

উত্তর কহিলেন, "বৃহন্নলে! কৌরবগণ আমাদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করুক, আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই আমাকে উপহাস করুক, সমুদয় গোধন অপহৃত ও নগর শূন্য হউক বা পিতা আমাকে তিরস্কার করুন, আমি কোন ক্রমেই যুদ্ধ করিতে পারিব না।" বিরাটতনয় এই কথা বলিয়া যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া ধনুর্ব্বাণের সহিত মান ও দর্পে জলাঞ্জলি দিয়া রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন।

তখন অর্জ্জুন কহিলেন, "মহাশয়! যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হওয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে; ভীত হইয়া পলায়ন করা অপেক্ষা সমরে মরণও শ্রেয়স্কর।" মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া সত্বর রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক পলায়মান রাজপুত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। গতিবেগে তাঁহার সুদীর্ঘ বেণী আলুলায়িত এবং বসনযুগল শিথিল ও ইতস্ততঃ বিধূয়মান[১] হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে কৌরবপক্ষীয় কতিপয় সৈনিক পুরুষ হাস্য করিয়া উঠিল।

ছদ্ম সারথিকে অর্জ্জুনজ্ঞানে কৌরব বিমর্ষ

কৌরবেরা তথাবিধ অদ্ভুতরূপ দ্রুতপদগামী অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া বিতর্ক করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় ছদ্মবেশী এ ব্যক্তি কে? ইহার অবয়বের কিয়দংশ পুরুষের ন্যায় ও কিয়দংশ স্ত্রীলোকের ন্যায় দেখিতেছি। এ ক্লীবরূপী, কিন্তু ইহাতে অর্জ্জুনের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। ইহার মস্তক, গ্রীবা, বিশাল বাহুযুগল ও বলবিক্রম অবিকল অর্জ্জুনের ন্যায়। অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, এ ধনঞ্জয়, অন্য কেহ নহে। যেমন সুররাজ সমস্ত অমরগণ অপেক্ষা

১। সঞ্চালিত।

শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ অর্জ্জুনও সমুদয় মানবের প্রধান। সে ব্যতীত একাকী আমাদিগের সম্মুখীন হয়, এমন বীর ধরাতলে আর কে আছে? বোধ হয়, বিরাট-তনয় একাকী পুরমধ্যে বাস করিতেছিল, সে বাল-স্বভাবনিবন্ধন স্বীয় পুরুষকার বিবেচনা করিতে না পারিয়া প্রচ্ছন্নবেশী অর্জ্জুনকে সারথি করিয়া যুদ্ধে আগমন করিয়াছে, এক্ষণে আমাদিগকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছে, অর্জ্জুন উহাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে।"

কৌরবেরা ছদ্মবেশী অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া সকলেই এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না।

এ দিকে অর্জ্জুন শতপদমাত্র গমন করিয়া পলায়মান উত্তরের কেশ ধারণ করিলেন। তখন বিরাটতনয় নিতান্ত কাতরতা প্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "বৃহন্নলে! শীঘ্র রথ নিবৃত্ত কর। জীবিত থাকিলে অনেক শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা। আমি তোমাকে বিশুদ্ধ সুবর্ণনির্ম্মিত একশত দীনার[১], মহাপ্রভাসসম্পন্ন হেমবদ্ধ অষ্ট বৈদূর্য্যমণি, সুশিক্ষিত অশ্বসংযুক্ত, হেমদণ্ড-সুশোভিত রথ এবং দশটি মত্ত মাতঙ্গ প্রদান করিব, তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর।"

উত্তর এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ-পূর্ব্বক মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলে অর্জ্জুন সহাস্য-বদনে তাঁহাকে রথের নিকট আনয়ন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে শত্রুকর্ষণ! যদি যুদ্ধ করিতে তোমার উৎসাহ না হয়, তবে তুমি আমার সারথি হইয়া অশ্বচালনা কর; আমি স্বয়ং মহারথ বীরপুরুষগণের সহিত সংগ্রাম করিতেছি; তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। আমি স্বীয় বাহুবলে তোমাকে রক্ষা করিব। হে অরাতিনিপাতন! তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া শত্রুসমক্ষে এত বিষণ্ণ হইতেছ কেন? আমি কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তোমার ধেনুগণ প্রত্যানয়ন করিব। এক্ষণে প্রস্তুত হও, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।"

জয়শীল অর্জ্জুন এইরূপ প্রবোধবাক্যে ভয়পীড়িত উত্তরকে আশ্বাসিত করিয়া তাঁহাকে লইয়া রথারোহণ-পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

দ্রোণাদির সমরসতর্কতা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, "মহারাজ! এ দিকে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ মহারথগণ ছদ্মবেশী অর্জ্জুনকে উত্তরসমভিব্যাহারে রথারোহণপূর্ব্বক শমীবৃক্ষের অভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া একান্ত শঙ্কিত হইলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য সকলকে ভগ্নোৎসাহ ও ভয়ঙ্কর উৎপাত উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, "দেখ, সমীরণ অনবরত কর্কর[১] বর্ষণপূর্ব্বক প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতেছে; নভোমণ্ডল ভস্মাকার গাঢ়তর তিমির-নিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে; শিবাগণ সূর্য্যাভিমুখে অতি কঠোরস্বরে চীৎকার করিতেছে; দিগ্‌দাহ উপস্থিত; অশ্বগণ অশ্রুমোচন করিতেছে, অকস্মাৎ কোথ হইতে বিবিধ শস্ত্রজাল স্খলিত হইতেছে এবং ধ্বজদণ্ড চালিত না হইয়াও কম্পিত হইতেছে।

"হে বীরগণ! এইরূপ অন্যান্য বহুতর ভয়ানক উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে; অতএব এক্ষণে সাবধান হইয়া যত্নসহকারে আত্মরক্ষার্থে ব্যূহরচনা কর এবং গোধন রক্ষা করিতে যত্নবান্ হও। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, মহাবীর অর্জ্জুন ক্লীববেশে আগমন করিতেছে।"

দ্রোণাচার্য্য সমুদয় বীরপুরুষগণকে এইরূপ কহিয়া পরিশেষে ভীষ্মকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে শান্তনুতনয়! মহাবলপরাক্রান্ত পার্থ অদ্য আমাদিগকে পরাজয় করিয়া নিশ্চয়ই গোধন লইয়া যাইবে। বীরবরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় সমুদয় দেবা-সুরগণের সহিতও সংগ্রাম করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। ঐ মহাবীর দেবলোকে দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্যে অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছে। বিশেষতঃ অরণ্যবাসক্লেশে নিতান্ত ক্লিষ্ট ও একান্ত অমর্ষপরবশ হইয়াছে, সুতরাং বিনা যুদ্ধে কদাচ নিবৃত্ত হইবে না। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে এমন কোন বীরই নাই যে, উহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে। শুনিয়াছি, অর্জ্জুন হিমাচলে কিরাতবেশধারী ভগবান্ ত্রিলোচনকে স্বীয় যুদ্ধ-বিদ্যাপারদর্শিতা প্রদর্শনপূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিয়াছে।"

তখন কর্ণ কহিলেন, "হে আচার্য্য! আপনি সর্ব্বদাই অর্জ্জুনের গুণকীর্ত্তন ও আমাদিগের নিন্দা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমার ও মহারাজ দুর্য্যোধনের

১। ১০৮ স্বর্ণ মুদ্রা।

১। ক্ষুদ্র প্রস্তরকণা—কাঁকর।

যেরূপ ক্ষমতা, অর্জ্জুনের তাহার ষোড়শাংশের একাংশও নাই।"

দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্যানুসারে তাঁহাকে কহিলেন, "হে কর্ণ! যদি এই অঙ্গনাবেশধারী পুরুষ যথার্থই অর্জ্জুন হয়, তাহা হইলে আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবে; কারণ, পাণ্ডবেরা এক বৎসর অজ্ঞাতসারে কালযাপন করিবে বলিয়া পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়াছে; এক্ষণে জ্ঞাত হইলে তাহাদিগকে পুনরায় দ্বাদশ বৎসর অরণ্যবাস স্বীকার করিতে হইবে, সন্দেহ নাই; আর যদি অন্য কেহ ক্লীববেশে আগমন করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি নিশিত শরপ্রহারে এখনই উহার প্রাণসংহার করিব।"

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা মাহরাজ দুর্য্যোধনের এইরূপ পৌরুষবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

শমীবৃক্ষ হইতে অস্ত্রাবতরণার্থ অর্জ্জুনের নিদেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এ দিকে মহাবলপরাক্রান্ত অর্জ্জুন সেই শমীবৃক্ষের সন্নিকটস্থ হইয়া রাজকুমার উত্তরকে নিতান্ত সুকুমার ও যুদ্ধে একান্ত অপটু বিবেচনা করিয়া কহিলেন, "হে উত্তর! তুমি আমার নিয়োগক্রমে অনতিবিলম্বে শমীবৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক শরাসন-সমুদয় আনয়ন কর। তোমার এই সমুদয় ধনু অতি অসার, সুতরাং আমি যখন সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া শত্রুজয় ও হস্ত্যশ্বদল বিমর্দ্দন করিব, তৎকালে এই সকল শরাসন আমার বাহুবিক্ষেপ ও বলবীর্য্য সহ্য করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না; অতএব তুমি সত্বর বিস্তীর্ণপল্লব এই শমীবৃক্ষে আরোহণ কর। ইহাতে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের শর, কার্ম্মুক ও দিব্য কবচ-সমুদয় নিহিত রহিয়াছে। ঐ বৃক্ষেই অর্জ্জুনের গাণ্ডীব-শরাসন সংস্থাপিত আছে। ঐ একমাত্র ধনু সহস্র সহস্র কার্ম্মুকের তুল্য; উহা নিতান্ত ব্যায়ামসহ[১], সর্ব্বায়ুধপ্রধান, সুবর্ণালঙ্কৃত, আয়ত, ব্রণশূন্য[২], দুর্ব্বহভারসম্পন্ন ও চারুদর্শন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবের কার্ম্মুকও এইরূপ সুদৃঢ়।"

১। আকর্ষণ সহনক্ষম। ২। নির্ম্মল।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

উত্তর কর্ত্তৃক অস্ত্রাবতরণ

উত্তর কহিলেন, "হে বৃহন্নলে! শুনিয়াছি, এই বৃক্ষে একটা শবদেহ বদ্ধ রহিয়াছে; অতএব আমি রাজকুমার হইয়া কিরূপে উহা স্পর্শ করিব? ফলতঃ মন্ত্রব্রতবিৎ ক্ষত্রিয়সন্তানের পক্ষে এইরূপ অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করা নিতান্ত অবিধেয়। আমি এই মৃত-কলেবর স্পর্শ করিলে নিঃসন্দেহ শববাহকের ন্যায় অশুচি হইব; তাহা হইলে তমি কিরূপে আমাকে স্পর্শ করিবে?" অর্জ্জুন কহিলেন, "হে উত্তর! তোমাকে অশুচি হইতে হইবে না। উহা কার্ম্মুক, মৃতদেহ নহে। হে মহাত্মন্! তুমি মহদ্বংশসম্ভূত, বিশেষতঃ মৎস্যরাজ বিরাটের আত্মজ; অতএব যদি উহা বস্তুতঃ শব হইত, তাহা হইলে আমি কখনই তোমাকে উহা স্পর্শ করিতে অনুরোধ করিতাম না।"

তখন রাজকুমার উত্তর অগত্যা রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শমীবৃক্ষে আরোহণ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন রথে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, "হে উত্তর! তুমি অবিলম্বে বৃক্ষাগ্রভাগ হইতে মহার্হ কার্ম্মুক সকল অবরোপিত ও পরিবেষ্টন বিনির্ম্মুক্ত কর।" উত্তর অর্জ্জুনের আদেশক্রমে বৃক্ষ হইতে সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র ভূতলে অবতারিত করিয়া পরিবেষ্টনপত্র বিমোচিত করিবামাত্র অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ও অন্যান্য পাণ্ডবগণের শরাসন-সমুদয় তাঁহার নয়নগোচর হইল। যেমন উদয়কালে গ্রহগণের দিব্যপ্রভা উদ্ভাসিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ তৎকালে সেই সমুদয় শরাসনের বিচিত্র প্রভা স্ফুরিত হইতে লাগিল। রাজকুমার উত্তর জৃম্ভণশীল ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় সেই কার্ম্মুক সকল অবলোকনে ভীত ও রোমাঞ্চিত হইলেন এবং প্রত্যেক চাপ স্পর্শ করিয়া অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

উত্তরের অস্ত্রপরিচয় জিজ্ঞাসা

উত্তর কহিলেন, "এই শতসহস্রকোটি সুবর্ণবিন্দু-পরিশোভিত শরাসন কোন্ মহাত্মা ধারণ করিতেন?

যাহার পৃষ্ঠভাগ সুবর্ণ আবরণে আবৃত, পার্শ্বদেশ অতি মনোহর এবং গ্রহণস্থান[১] অতি সুখকর, এই ধনুই বা কাহার হস্তে পরিশোভিত হইত? যাহার পৃষ্ঠে বিশুদ্ধ-কাঞ্চন-বিনির্ম্মিত ইন্দ্র-গোপকীটের প্রতিমূর্ত্তি-সকল লাঞ্ছিত রহিয়াছে, উহা কাহার করপল্লবের শোভা সম্পাদন করিত? ঐ সুবর্ণময় সূর্য্যত্রয়ে উদ্ভাসিত শরাসন কাহার হস্তে শোভা পাইত? যাহাতে কাঞ্চনময় শলভ-সকল মণিময়-ভূষণে বিভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছে, ইহাই বা কাহার হস্তে বিন্যস্ত হইত?

এই কাঞ্চনময় নিষঙ্গে[২] কোন্ মহাত্মার কাঞ্চন-ফলক, লোমবাহী সহস্র নারাচ নিহিত রহিয়াছে? যে সকল বাণের সর্ব্বাঙ্গ স্থূল, লৌহনির্ম্মিত, পীতবর্ণে রঞ্জিত, গৃধ্র[৩]পক্ষে শোভিত ও মসৃণ, ঐ সকল শর কাহার শরাসনে সংযোজিত হইত? এই যে বরাহ-কর্ণলাঞ্ছিত, পঞ্চ শার্দ্দূলচিহ্নে চিহ্নিত দশটি সায়ক রহিয়াছে, ঐ শরগুলি কাহার? এই স্থূল, দীর্ঘ, অর্দ্ধচন্দ্রাকার এক শত সপ্ত নারাচ কাহার? যাহার পূর্ব্বার্দ্ধ শুকপক্ষের ন্যায়, পরার্দ্ধ লৌহময়, পুঙ্খ[৪]-সকল কাঞ্চনময়, ফলকভাগ নিশিত, ঐ সকল শরই বা কাহার এবং এই গুরুভারসহ, শত্রুগণের ভয়ঙ্কর, সুদীর্ঘ শিলীমুখই বা কাহার?

যাহার মুষ্টি কাঞ্চনময়, যাহা ব্যাঘ্রচর্ম্মবিনির্ম্মিত কোষমধ্যে নিহিত, পৃথুল[৫] কিঙ্কিণীশালী খড়গখানি কাহার? এই গোচর্ম্ম-নির্ম্মিত কোষে বিনিহিত, নির্ম্মল খড়গই বা কাহার? এই ব্যাঘ্রচর্ম্মনির্ম্মিত কোষে নিহিত হেমবিগ্রহ, নিষধদেশীয় অসিই বা কাহার? এই প্রজ্বলিত পাবকসদৃশ হেমময় কোষে কোন্ বীরের নীলবর্ণ খড়্গ নিহিত রহিয়াছে এবং এই হেমবিন্দুপরিবৃত আশীবিষ[৬]সমস্পর্শ ভয়ঙ্কর খড়গই বা কাহার? হে বৃহন্নলে! তুমি যথার্থ-ক্রমে আমার নিকট এই সমুদয় অস্ত্রগুলির পরিচয় প্রদান কর। আমি এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সন্দর্শন করিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছি।"

১। যে স্থান মুষ্টিবদ্ধ হইতে গৃহীত হয়। ২। কোষে—খাপে। ৩। শকুনি। ৪। পাখা। ৫। স্থূল। ৬। সর্প।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক অস্ত্রপরিচয় প্রদান

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে রাজপুত্র! আপনি প্রথমে যে শরাসনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা ভুবন-বিখ্যাত গাণ্ডীব; ধনঞ্জয় এই একমাত্র কার্ম্মুক লইয়া সমুদয় দেব ও মানবগণকে পরাভব করিয়াছেন। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ বহুকাল ঐ স্নিগ্ধ, আয়ত, অক্ষত ও উচ্চাবচ শরনিকরশোভিত শরাসনের অর্চ্চনা করিয়াছেন। প্রথমে ভগবান ব্রহ্মা ঐ ধনু সহস্র বর্ষ, তৎপরে প্রজাপতি সার্দ্ধ-সহস্র বর্ষ, পুরন্দর পঞ্চাশীতি বর্ষ, চন্দ্রমা পঞ্চ শত বর্ষ এবং বরুণদেব শত বর্ষ ধারণ করিয়াছিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় বরুণদেবের নিকট এই দিব্য চাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার হস্তে পঞ্চষষ্টি বর্ষ ছিল। আর এই সুপার্শ্ব হেমবিগ্রহ শরাসন ভীমসেনের করে শোভা পাইত; তিনি ঐ ধনু দ্বারা সমুদয় পূর্ব্বদিক্ পরাজয় করিয়াছিলেন। এই যে ইন্দ্রগোপচিত্র চারু-দর্শন শরাসন রহিয়াছে, মহারাজ যুধিষ্ঠির ইহা ধারণ করিতেন। যাহাতে কাঞ্চনময় সূর্য্যত্রয় প্রকাশিত আছে, উহা নকুলের ধনু। যাহাতে নানাবিধ হেমময় চিত্র ও সুবর্ণবিনির্ম্মিত শলভ-সমূহ বিরাজিত হইতেছে, উহা সহদেবের শরাসন।

এই যে ক্ষুরধার সহস্র নারাচ দেখিতেছ, মহাবীর ধনঞ্জয় ইহা লইয়া সংগ্রাম করিতেন; উহা শীঘ্রগামী ও অক্ষয়; সমরসময়ে সতেজে প্রজ্বলিত হইয়া শত্রুগণের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইত; আর ঐ সমুদয় স্থূল, দীর্ঘ ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শরনিকর ভীমসেনের; যে সমুদয় বাণে পঞ্চ শার্দ্দূলের চিহ্ন লক্ষিত হইয়াছে, ধীমান্ নকুল ঐ সমস্ত হরিদ্বর্ণ হেমপুঙ্খ নিশিত শর-সমূহ দ্বারা সমস্ত পশ্চিমদিক্ পরাজয় করিয়াছেন! এই সমুদয় সূর্য্যসদৃশ চিত্রিত লৌহময় শরসমূহ ধীমান্ সহদেবের। ঐ সকল নিশিত পীতবর্ণ হেমপুঙ্খ ত্রিপর্ব্ব শরগুলি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের; আর ঐ সুদীর্ঘ শিলীপৃষ্ঠ শিলীমুখ মহাবীর অর্জ্জুনের। ঐ ব্যাঘ্রচর্ম্মনির্ম্মিত কোষে ভীমসেনের দিব্য খড়্গ রহিয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির এই চিত্রকোষনিহিত হেমমুষ্টিশোভিত তীক্ষ্ণধার নিস্ত্রিংশ ব্যবহার করিতেন। শার্দ্দূলচর্ম্মবিনির্ম্মিত কোষে নকুলের দৃঢ়তর

খড়্গ রহিয়াছে আর ঐ গোচর্ম্মনির্ম্মিত কোষে সহদেবের অসিপত্র লক্ষিত হইতেছে।"

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

অস্ত্রস্বামীর সংবাদজিজ্ঞাসায় অর্জ্জুনের উত্তর

উত্তর সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, "পাণ্ডবগণের স্বুবর্ণনির্ম্মিত মনোহর আয়ুধ-সকল সমুজ্জ্বল রহিয়াছে দেখিতেছি; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এক্ষণে যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণ কোথায়? তাঁহারা অক্ষে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া কোন্ স্থানে গমন করিয়াছেন, আমরা কিছুই শ্রবণ করি নাই। শুনিয়াছি, লোকবিশ্রুত স্ত্রীরত্ন পাঞ্চালীও তাঁহাদিগের সমভি-ব্যাহারে বনপ্রয়াণ করিয়াছেন; কিন্তু সম্প্রতি তিনিই বা কোথায়?"

অর্জ্জুন কহিলেন, "আমি পার্থ অর্জ্জুন; রাজা যুধিষ্ঠির তোমার পিতার সভাসদ; ভীমসেন বল্লব নামে পাচক; নকুল অশ্বপাল ও সহদেব গোপাল হইয়া রহিয়াছে; যাঁহার নিমিত্ত দুরাত্মা কীচকের নিধন হইয়াছে, তিনিই দ্রৌপদী, সৈরিন্ধ্রীবেশে তোমার ভবনে কালযাপন করিতেছেন।"

উত্তর কহিলেন, "পার্থের যে দশটি নাম শ্রবণ করিয়াছি, আপনি যদি তাহা কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে আপনার সমুদয় বাক্যে বিশ্বাস করি।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে বিরাটতনয়! আমি পার্থের দশ নাম কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। অর্জ্জুন, ফাল্গুন, জিষ্ণু, কিরীটী, শ্বেতবাহন, বীভৎসু, বিজয়, কৃষ্ণ, সব্যসাচী ও ধনঞ্জয়।"

উত্তরবিশ্বস্তার জন্য অর্জ্জুনের দশনাম কথন

উত্তর কহিলেন, "মহাশয়! কি নিমিত্ত আপনার এই দশটি নাম হইল, যথার্থ করিয়া বলুন। আমরা শুনিয়াছি, মহাবীর পার্থের নাম অন্বর্থ; অতএব আপনি যদি ঐ সকল সবিশেষ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে আপনার বাক্যে আর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিবে না।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "আমি নিখিল জনপদ জয় করিয়া ধন সংগ্রহপূর্ব্বক তন্মধ্যে অবস্থিতি করি; এই নিমিত্ত আমার নাম ধনঞ্জয় হইয়াছে। আমি সমরাঙ্গনে রণবিশারদ বীরগণকে পরাজয় না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হই না, এই কারণে লোকে আমাকে বিজয় বলিয়া থাকে। যুদ্ধ করিবার সময়ে আমার রথে শ্বেতাশ্ব সংযোজিত হয়, এই নিমিত্ত আমার নাম শ্বেতবাহন হইয়াছে। আমি হিমাচল-পৃষ্ঠে উত্তরফল্গুনী-নক্ষত্রযুক্ত দিবসে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এই নিমিত্ত সকলে আমাকে ফাল্গুন বলিয়া থাকে। আমি পূর্ব্বে মহাবল দানবদলের সহিত ঘোরতর সমরসাগরে অবতীর্ণ হইলে দেবরাজ প্রসন্ন হইয়া আমার মস্তকে সূর্য্যসমুজ্জ্বল কিরীট প্রদান করেন, এই নিমিত্ত আমার নাম কিরীটী হইয়াছে। আমি যুদ্ধস্থলে কদাপি বীভৎস কর্ম্ম করি নাই, এই নিমিত্ত দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে আমার বীভৎসু নাম বিশ্রুত হইয়াছে। আমি বাম ও দক্ষিণ উভয়-হস্তেই গাণ্ডীবধনু আকর্ষণ করিতে পারি, এই নিমিত্ত আমার নাম সব্যসাচী হইয়াছে। আমি এই সাগরাম্বরা বসুন্ধরায় সর্ব্বদা নির্ম্মল কর্ম্ম করিয়া থাকি, এই নিমিত্ত লোকে আমাকে অর্জ্জুন বলিয়া থাকে। যুদ্ধস্থলে সাহসপূর্ব্বক কেহ আমার সম্মুখে আগমন করিতে পারে না, আমি অতি দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকেও জয় করিয়া থাকি, এই নিমিত্ত আমার নাম জিষ্ণু হইয়াছে। আর বিশুদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ বালক লোকের সাতিশয় প্রিয়, এই নিমিত্ত পিতা আমার নাম কৃষ্ণ রাখিয়াছেন।"

অনন্তর উত্তর অর্জ্জুনের এই সমস্ত বাক্য-শ্রবণে সাতিশয় বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে মহাবাহো! আজি আমার পরম সৌভাগ্য! আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আজি চরিতার্থ হইলাম। আমি অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত যে সকল অযুক্ত কথা বলিয়াছি, তজ্জন্য আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আপনি পূর্ব্বে যে সমস্ত অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমার হৃদয়ে ভয়সঞ্চার না হইয়া বরং প্রীতিরই উদয় হইতেছে।"

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

পাণ্ডব-পরিচয়ে উত্তরের আশ্বস্তি

"আমি আপনার সারথ্যকার্য্য স্বীকার করিতেছি, এক্ষণে আপনি এই সুসজ্জিত রথে আরোহণপূর্ব্বক

কোন্ স্থানে গমন করিবেন, আজ্ঞা করুন, আমি সেনাসমূহ পরিত্যাগ করিয়া আপনারই সহিত গমন করিব।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে রাজকুমার! আমি তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি, এক্ষণে আর ভয় ন'ই, আমি একাকী তোমার শত্রুসকল সংহার করিব। তুমি আর উৎকণ্ঠিত হইও না। ; এই সকল তূণীর শীঘ্র আমার রথে বন্ধনপূর্ব্বক সুবর্ণসমুজ্জ্বল এক খড়গ আহরণ কর।"

এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র উত্তর সত্বর অর্জ্জুনের সমস্ত অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক শমীবৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, "হে উত্তর! আমি কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনতিবিলম্বেই তোমার গোধন-সকল প্রত্যাহরণ করিব, আমার বাহুযুগল তোমার নগরের প্রাকার ও তোরণস্বরূপ হইবে। ক্ষণকালমধ্যে তোমার নগর জ্যাঘোষ-নিনাদিত দুন্দুভিধ্বনিমুখরিত হইয়া উঠিবে। ভয় কি? রণস্থলে গাণ্ডীবশরাসন ধারণপূর্ব্বক রথারোহণ করিলে শত্রুগণ কদাচ তোমাকে পরাজয় করিতে পারিবেন

উত্তর কহিলেন, "হে বীর! আমি এক্ষণে বিপক্ষ হইতে ভীত হইতেছি না, আপনার বল-বীর্য্য সমুদয় জ্ঞাত হইয়াছি, আপনি যুদ্ধে বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ বা দেবরাজ ইন্দ্রের তুল্য, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনি এরূপ সুরূপ ও শুভলক্ষণসম্পন্ন হইয়া কি প্রকারে কর্ম্মবিপাকবশতঃ ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইলেন, ইহা মনে মনে আন্দোলন করিয়া একান্ত বিমোহিত হইতেছি। আমি নিতান্ত মন্দবুদ্ধি, সুতরাং এক্ষণে কিছুই নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতেছি না. বোধ হয়, আপনি ক্লীববেশধারী ভগবান্ শূলপাণি, গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ অথবা ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র হইবেন।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে রাজকুমার! তুমি আমাকে প্রকৃত ক্লীব বলিয়া বোধ করিও না। আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিয়োগপরতন্ত্র হইয়া সংবৎসরকাল এইরূপ ব্রতানুষ্ঠান করিতেছি, এক্ষণে ব্রতকাল অতীত হইয়াছে।" উত্তর কহিলেন, "আজি আপনি নিতান্ত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন। ফলতঃ ঈদৃশ আকার কদাচ ক্লীব হইতে পারে না। আমি পূর্ব্বে যে সন্দেহ করিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে নিষ্ফল হইল না। আজি আমি সহায়সম্পন্ন হইলাম; বলিতে কি, দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেও আমার উৎসাহ হইতেছে। মনোমধ্যে কিছুমাত্র ভয়ের উদ্রেক হইতেছে না। আপনার কি কার্য্য-সাধন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। আমি সুশিক্ষিত ব্যক্তি হইতে সারথ্যকার্য্য শিক্ষা করিয়াছি, এক্ষণে আপনার অশ্বচালনা করিব। বাসুদেবের দারুক ও সুররাজ ইন্দ্রের মাতলির ন্যায় আমিও অশ্বচালনায় নিপুণতা লাভ করিয়াছি। যে অশ্ব রথের দক্ষিণ ধুর বহন করিতেছে, সে ভগবান্ বিষ্ণুর সুগ্রীব তুল্য এবং গমনকালে ভূতলে তাহার পাদক্ষেপ কদাচ অনুভূত হয় না। যে অশ্ব রথের বামধুর বহন করিতেছে, সে ভগবান্ বিষ্ণুর হেমপুষ্প অশ্বের ন্যায় গমন করিয়া থাকে, সে ভগবান্ বিষ্ণুর শৈব্য অশ্বের ন্যায় বলবান্। আর যে অশ্ব দক্ষিণ-পার্ষ্ণিভাগ বহন করিতেছে, সে মেঘ অপেক্ষাও বীর্য্যবান্। এই সকল অশ্ব রথে যোজনা করিয়াছি; সুতরাং ইহা আপনাকে অনায়াসে বহন করিতে পারিবে; অতএব আপনি ইহাতে আরোহণ করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন।"

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন বাহুযুগল হইতে বলয় উন্মোচনপূর্ব্বক কাঞ্চননির্ম্মিত বর্ম্ম ধারণ ও শুক্লবসন দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ কুটিল কেশকলাপ বন্ধন করিলেন; পরে পবিত্র ও প্রাঙ্মুখ হইয়া সেই দিব্য রথে আরোহণপূর্ব্বক অস্ত্র-সমুদয় ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন অস্ত্রসকল প্রাদুর্ভূত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পার্থকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিল, "হে মহাভাগ! এই আজ্ঞাবহ কিঙ্করগণ সমুপস্থিত, এক্ষণে কি আজ্ঞা হয়?" তখন অর্জ্জুন তাহাদিগকে নমস্কার ও প্রফুল্ল-বদনে হৃষ্টমনে প্রতিগ্রহ করিয়া কহিলেন, "হে অস্ত্রগণ! তোমরা রণস্থলে অবস্থান করিয়া আমার কার্য্য সম্পাদন কর।"

অনন্তর তিনি অনতিবিলম্বে গাণ্ডীবে জ্যারোপণ-পূর্ব্বক টঙ্কারপ্রদান করিলেন। যাদৃশ শৈলের উপর শৈল নিক্ষেপ করিলে ভীষণশব্দ সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ গাণ্ডীবের প্রচণ্ড রব সকলের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, পৃথিবী শব্দায়মান হইয়া উঠিল, প্রবলবেগে বায়ু বহিতে লাগিল, দিক্‌সকল প্রগাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, চতুর্দ্দিকে ঘন ঘন উল্কাপাত হইতে লাগিল এবং নভোমণ্ডলে ধ্বজদণ্ড-সকল উদ্‌ভ্রান্ত ও পাদপ-রাজি বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন কৌরবগণ

অশনিনির্ঘোষ সদৃশ সেই ভয়াবহ শব্দ শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন, ইহা যে মহাবীর অর্জ্জুনের গাণ্ডীবধ্বনি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উত্তর কহিলেন, "হে কৌন্তেয়! আপনি একাকী, কিন্তু সর্ব্বাস্ত্রপারগ মহারথ কৌরবগণ বহুসংখ্যক, অতএব আপনি উঁহাদিগকে কিরূপে পরাজয় করিবেন? এই চিন্তা করিয়া নিতান্ত ভীত হইতেছি।" তখন অর্জ্জুন সহাস্যমুখে কহিলেন, "হে উত্তর! তুমি ভীত হইও না; দেখ, যখন আমি ঘোষযাত্রায় মহাবলপরাক্রান্ত গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল? যখন সুরাসুর-পরিবৃত অতিভীষণ খাণ্ডবারণ্যে যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল? যখন দেবরাজ ইন্দ্রের নিমিত্ত মহাবল পৌলোম ও নিবাতকবচগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল? যখন দ্রৌপদী-স্বয়ংবরে বহুসংখ্যক ভূপালগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখনই বা কে আমার সাহায্য করিয়াছিল? হে উত্তর! আমি এক্ষণে দ্রোণাচার্য্য, ইন্দ্র, বরুণ, যম, কুবের, বহ্নি, কৃপ, কৃষ্ণ ও পিনাকপাণি মহাদেবের অনুগ্রহে অবশ্যই ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব।"

ষট্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

রণভীত উত্তরকে অর্জ্জুনের অভয়দান

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন রাজকুমার উত্তরকে সারথ্যে নিযুক্ত করিয়া শমীবৃক্ষ প্রদক্ষিণ ও আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক রথ হইতে সিংহধ্বজ অপনয়ন ও শমীবৃক্ষমূলে সংস্থাপন-পূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন বিশ্বকর্ম্মবিহিত দৈবী মায়া অবলম্বন করিয়া সিংহলাঙ্গুললক্ষণ, বানরচিহ্নিত, পাবক-প্রসাদলব্ধ কাঞ্চনধ্বজ আরাধনা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ পাবক তাঁহার সংকল্প অবগত হইয়া তদীয় রথপতাকায় ভূতসকলকে সন্নিবেশিত করিলেন। অনন্তর ঐ পতাকা সত্বর আকাশ হইতে অতি বিচিত্র তূণীরসম্পন্ন মনোরথগতি তদীয় রথে নিপতিত হইল। অর্জ্জুন সেই পতাকা প্রদক্ষিণ ও রথে আরোহণ করিয়া অঙ্গুলিত্রধারণ ও শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক উত্তরদিকে প্রস্থান করিলেন। এবং মহাবেগে অতি ভীষণ লোমহর্ষণ শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলে, সেই সকল বেগগামী তুরঙ্গম প্রবলবেগে গমন করিতে লাগিল। উত্তর তদ্দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া রথগর্ভে উপবেশন করিলেন।

অর্জ্জুন রশ্মি সংযত করিয়া উত্তরকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক কহিলেন, "হে রাজকুমার! তুমি ভীত হইও না। ক্ষত্রিয় হইয়া শত্রুমধ্যে কি নিমিত্ত বিষণ্ণ হইতেছ? তুমি নানাবিধ ভেরীরব, শঙ্খধ্বনি ও রণমাতঙ্গবৃংহিত[1] শ্রবণ করিয়াছ; তথাপি আজি আমার এই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রাকৃত[2] লোকের ন্যায় কেন বিষণ্ণ ও বিত্রস্ত হইতেছ?" উত্তর কহিলেন, "হে মহাভাগ! নানাবিধ ভেরীরব, শঙ্খধ্বনি ও রণমাতঙ্গবৃংহিত শ্রবণ করিয়াছি বটে, কিন্তু এতাদৃশ শঙ্খধ্বনি ও জ্যানির্ঘোষ কদাচ শ্রবণ করি নাই এবং ঈদৃশ ধ্বজদণ্ড কদাচ আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই সমস্ত অমানুষধ্বনি এবং রথঘর্ঘরশব্দে আমার মন নিতান্ত বিমোহিত ও ব্যথিত হইতেছে, দিক্ সকল আকুল হইয়া উঠিয়াছে এবং ধ্বজপটে সমাচ্ছাদিত হইয়া আমার নেত্রপথ রোধ করিতেছে। গাণ্ডীব-নির্ঘোষে কর্ণকুহর বধির হইয়া গিয়াছে!" তখন অর্জ্জুন কহিলেন, "হে উত্তর! তুমি দৃঢ়তররূপে রশ্মিসংযমপূর্ব্বক সাবধানে উপবেশন কর। আমি পুনরায় শঙ্খধ্বনি করিব।"

অনন্তর অর্জ্জুন শঙ্খধ্বনি করিলে এককালে তদীয় বন্ধুবর্গের অপরিসীম আনন্দোদয় ও শত্রুগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল; দিক্সকল মুখরিত হইয়া উঠিল; গিরিগুহা প্রতিধ্বনিত ও ভূধরসকল বিদারিত হইতে লাগিল। তাঁহার শঙ্খধ্বনি, রথচক্রের নির্ঘোষ ও গাণ্ডীবের টঙ্কারশব্দে সচরাচর ধরাতল বিচলিত হইয়া উঠিল। উত্তর এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শনে সাতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া বিলীন[3]ভাবে রথমধ্যে উপবেশন করিলে অর্জ্জুন অভয়প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বাসিত করিলেন।

অমঙ্গল দর্শনে কৌরব পরাজয়শঙ্কা

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, "হে কৌরবগণ! যখন ইহার জলদগম্ভীর রথনির্ঘোষে বসুমতী বিকম্পিত হইতেছে, তখন বোধ হয়, ইনি অবশ্যই অর্জ্জুন হইবেন।

১। হস্তীর শব্দ। ২। বালকতুল্য। ৩। লুক্কায়িত—গা ঢাকা।

এই দেখ, আমাদিগের অস্ত্র-শস্ত্রসকল নিষ্প্রভ ও অশ্বগণ বিষণ্ণ হইতেছে, অগ্নির আর তাদৃশ প্রতিভা নাই এবং যে সকল বস্তু বাস্তবিক সমুজ্জ্বল, তাহাও এক্ষণে প্রভাহীন হইয়া যাইতেছে; মৃগগণ পূর্ব্বদিকে ঘোরতর রব করিতেছে; বায়সগণ ধ্বজোপরি লীন হইতেছে; রোরুদ্যমান শিবা-সকল অশিব শব্দ করিয়া সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে; কেহ তাহাদিগকে আঘাত না করিলেও আপনারা বহির্গত হইয়া ভাবী ভয় সুচনা করিতেছে; তোমাদিগের রোমকূপ-সকল প্রহৃষ্ট দৃষ্ট হইতেছে; অতএব এই সমস্ত ভয়ানক ঔৎপাতিক চিহ্ন দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, অদ্য যুদ্ধে অসংখ্য ক্ষত্রিয়ের ক্ষয় হইবে; আজি জ্যোতিষ্কমণ্ডল-সমুদয় অপ্রকাশিত ও মৃগপক্ষিগণ প্রতিকূল বোধ হইতেছে। অদ্য যুদ্ধে আমাদিগের বিনাশ যে অবশ্যম্ভাবী, তাহার আর সংশয় নাই। দেখ, প্রদীপ্ত উল্কা-সকল সেনাগণের অত্যন্ত পীড়া জন্মাইতেছে, বাহন-সকল দুঃখিতচিত্তে যেন রোদন করিতেছে এবং গৃধ্র-সকল আমাদিগের সৈন্যগণের চতুর্দ্দিকে উড্ডীন হইতেছে। হে মহারাজ! আজি অর্জ্জুনশরে সেনাদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত দেখিয়া অতীব সন্তপ্ত হইবেন। ঐ দেখুন, আমাদিগের সৈন্যগণ পরাভূতপ্রায় লক্ষিত হইতেছে; কাহাকেও সমরোৎসাহী বোধ হইতেছে না। সকলেরই মুখ বিবর্ণ ও চিত্ত অভিভূত হইয়া গিয়াছে। অতএব গোসকল প্রস্থাপিত করিয়া ব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তন্মধ্যে অবস্থিতি করা অবশ্য কর্ত্তব্য, নতুবা আর নিস্তার নাই।"

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

পণভঙ্গে পুনঃ বনবাসালয়ে দুর্য্যোধনের প্রীতি

তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে কহিলেন, "আমি ও কর্ণ উভয়েই এই বিষয় বারংবার কহিয়াছি এবং পুনরায় কহিতেছি; দ্যূতক্রীড়া-সময়ে আমাদিগের এইরূপ পণ হইয়াছিল যে, যাঁহারা পরাজিত হইবেন, তাঁহাদিগের দ্বাদশ বৎসর অরণ্যবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। অদ্যাপি তাহাদিগের প্রতিজ্ঞাত সময় অতিক্রান্ত হয় নাই; তথাপি অর্জ্জুন আজি আমাদিগের সহিত সমাগত হইল। নির্ব্বাসনকাল অতিক্রান্ত না হইতেই যদ্যপি ধনঞ্জয় আগমন করিয়া থাকে, তাহা হইলে পাণ্ডবগণকে পুনর্ব্বার দ্বাদশ বৎসর বনবাসী হইতে হইবে। কিন্তু পাণ্ডবেরা লোভবশতঃ সময়ভঙ্গ করিল অথবা আমাদিগেরই ভ্রান্তি হইতেছে, তাহা বলিতে পারি না; কোন বিষয়ে দ্বৈধ উপস্থিত হইলে প্রতিনিয়তই সংশয় হইয়া থাকে। কোন বিষয় এক প্রকার অবধারিত হইলেও তাহার অন্যথা হইয়া থাকে। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরাও স্বার্থচিন্তাসময়ে ভ্রমকূপে নিপতিত হয়েন। অতএব পাণ্ডবগণের প্রতিজ্ঞাত সময় অবশিষ্ট আছে কিংবা অতিক্রান্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে আমি সন্দিহান হইতেছি; কিন্তু বোধ হয়, পিতামহ সবিশেষ অবগত আছেন।

মৎস্যসেনাগণ যুদ্ধ করিবার মানসে উত্তর-গোগৃহে গমন করিয়াছে, যদ্যপি ধনঞ্জয় তাহাদিগের সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের কোন অপরাধ নাই। মৎস্যগণ ত্রিগর্ত্তদিগের বহুবিধ অপকার করিয়াছে, তাহারা ভয়াভিকুলিত হইয়া সেই বিষয় আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করাতে আমরা তাহাদিগের সহায্যার্থ এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, ত্রিগর্ত্তগণ সপ্তমীতে অপরাহ্ণে মৎস্যগণের গোধনসকল গ্রহণ করিবে, পরে মৎস্যরাজ যুদ্ধার্থী হইয়া গোষ্ঠে আগমন করিলেও আমরা অষ্টমীতে সূর্য্যোদয়সময়ে এই সমস্ত গোধন গ্রহণ করিব, এক্ষণে তদনুসারে মৎস্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি।

কর্ণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে উত্তেজনা প্রদান

বোধ হয়, ত্রিগর্ত্তগণ বিরাটরাজের গোধন-সকল আনয়ন করিবে কিংবা যদি তাহারা পরাজিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়া মৎস্যগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই অথবা মৎস্যগণ জনপদবাসী লোক ও সমুদয় সেনা-সমভিব্যাহারে কেবল এই রাত্রি আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে কিংবা তাহাদিগের কোন বীরপুরুষ অগ্রসর হইয়া আগমন করিতেছে অথবা স্বয়ং বিরাটরাজ সমাগত হইতেছেন। মৎস্যরাজই আগমন করুন আর ধনঞ্জয়ই বা আসুক

আমাদিগকে অবশ্যই যুদ্ধ করিতে হইবে, ইহা আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি মহারথগণ এমন সময়ে কি নিমিত্ত উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে রথোপরি দণ্ডায়মান আছেন? বিনা যুদ্ধে কাহারও নিস্তার নাই, অতএব সকলেই সতর্ক হইয়া যত্ন করুন। যদ্যপি বজ্রধর[১] বা দণ্ডধর[২] বলপূর্ব্বক আমাদিগের গোধন হরণ করেন, তথাপি কোন্ ব্যক্তি বিনা যুদ্ধে হস্তিনাপুরে প্রতিগমন করিবে? পদাতি হউক বা অশ্বারোহী হউক, সমরে পরাঙ্মুখ হইলে কেহই আমার শরে জীবিত থাকিবে না, অতএব এক্ষণে আচার্য্যকে উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধের নিয়ম-সকল নির্দ্ধারণ করুন; তিনি আমাদিগের সৈন্যগণের মত বিলক্ষণ অবগত আছেন, এই নিমিত্ত তাহাদিগের অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইতেছে, অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার অধিক প্রীতি আছে, ফলতঃ পাণ্ডবগণ চিরকালই আচার্য্যের প্রণয়ভাজন। দেখুন, ধনঞ্জয় নিকটে আগমন করিতেছে দেখিয়াই উনি তাহার প্রশংসা করিতেছেন, তাহার অশ্বের হ্রেষিত শ্রবণমাত্রেই আচার্য্য মহাশয়ের অন্তঃকরণ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে, অতএব সেনাগণ যাহাতে মহারণ্যপ্রবিষ্ট বৈদেশিক ব্যক্তির ন্যায় ভ্রান্ত বা বিপথ-প্রবিষ্ট না হয়, এইরূপ নীতি-বিধান করা কর্ত্তব্য।

পাণ্ডবগণ আচার্য্যের সবিশেষ প্রীতিপাত্র, তাহা উনি স্বয়ংই কহিতেছেন; নতুবা অশ্বগণের হ্রেষিত শ্রবণমাত্রেই কোন্ ব্যক্তি যোদ্ধার প্রশংসা করিয়া থাকে? অশ্বগণ স্বস্থানে অবস্থান করিবার বা গমন করিবার সময়ে স্বভাবতই হ্রেষারব করিয়া থাকে; সমীরণ সর্ব্বদাই প্রবাহিত হয়; বাসবদেব সর্ব্বদাই বর্ষণ করেন, জলধরপটলের উদয় হইলেই অশনি-নির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে, ইহাতে অর্জ্জুনের কি অলৌকিক বীরত্ব প্রকাশিত হইতেছে? আর কি নিমিত্তই বা তিনি তাহাকে প্রশংসা করিতেছেন? প্রাজ্ঞতম আচার্য্যগণ আমাদের প্রতি কোন অভিলাষ, বিদ্বেষ বা রোষপরবশ না হইয়া কারুণ্যারসবশংবদ[৩] ও উপায়দর্শী হইয়া থাকেন; অতএব ভয় উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। তাঁহারা বিচিত্র প্রাসাদ, সভা বা উপবনে বিচিত্র কথা উত্থাপন করিয়া পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে পারেন এবং জনসমাজে নানাবিধ অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন, যজ্ঞ অস্ত্রশিক্ষা অথবা সন্ধিসময়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। পরচ্ছিদ্রানুসন্ধান, লোকচরিত্র-বিজ্ঞান, গজ, অশ্ব ও রথচর্য্যা, গো, খর উষ্ট্র, অজ, মেষকার্য্য পরিজ্ঞান[১], রথ্যা[২] পুরদ্বার-নির্ম্মাণ এবং অন্নের সংস্কার ও দোষ বিষয়ে ইঁহারা কুশলী। যাঁহারা বিপক্ষের গুণকীর্ত্তন করেন, তাদৃশ পণ্ডিতগণকে উপেক্ষা করিয়া শত্রুসংহারোপযোগী নীতি প্রয়োগ করুন। চতুর্দ্দিকে এরূপ ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক মধ্যস্থানে গোসমূহ সংস্থাপিত করিয়া যত্নাতিশয় সহকারে রক্ষা করুন, যাহাতে আমরা অনায়াসে শত্রুগণ-সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব।"

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

সমরে কর্ণের উৎসাহ প্রকাশ

কর্ণ কহিলেন, "কি আশ্চর্য্য! সমুদয় ধনুর্দ্ধরগণকেই ভীত ও সমরপরাঙ্মুখ দৃষ্ট হইতেছে। ঐ ব্যক্তি মৎস্যরাজই হউক বা অর্জ্জুন হউক, উহার নিকট ভয়ের বিষয় কি? যেমন বেলাভূমি সমুদ্রকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তদ্রূপ আমি উহাকে অবরোধ করিব, সন্দেহ নাই। মদীয় শরসমূহ শরাসন হইতে মুক্ত হইলে গমনশালী আশী-বিষের ন্যায় কখনই প্রত্যাবৃত্ত হইবার নহে। যেমন পতঙ্গকুল পাদপসমূহ আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ আমার রুক্মপুঙ্খ[৩] সুতীক্ষ্ণ শরনিকর পার্থকে সমাচ্ছন্ন করিবে। এক্ষণে শত্রুগণ আহত[৪] ভেরীরবের ন্যায় আমাদিগের শরাসন-জ্যানির্ঘোষ ও তলশব্দ শ্রবণ করুক। ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইল, অর্জ্জুন আমাকে সংগ্রামে পরাজয় করিবার নিমিত্ত একান্ত সমুৎসুক হইয়াছে, অদ্য এই সংগ্রামে সাতিশয় উৎসাহ সহকারে অবশ্যই আমাকে প্রহার করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাবীর ধনঞ্জয় মদীয় নিশিত শরনিকর সহ্য করিবার উপযুক্ত পাত্র। ঐ মহাবল-পরাক্রান্ত ধনুর্দ্ধর ত্রিলোকবিশ্রুত। আমিও উহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহি। অদ্য আকাশমণ্ডল কাঞ্চনময়-পক্ষাচ্ছাদিত মদীয় শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পতঙ্গকুলসঙ্কুলের ন্যায় বোধ হইবে।

আজি আমি সমরে অর্জ্জুনকে সংহার করিয়া দুর্য্যোধনসমীপে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত ঋণ পরিশোধ করিব।

১। ইন্দ্র। ২। যম। ৩। স্নেহপরতন্ত্র।

১। জীবতত্ত্ববিদ্যা। ২। পথ। ৩। সুবর্ণপক্ষবিশিষ্ট।
৪। আঘাত দ্বারা শব্দিত।

আজি অর্দ্ধপথে বিচ্ছিন্ন শর-সমূহে পুঙ্খ-সমুদয় আকাশচারী শলভ[1]কুলের স্থায় শোভমান হইবে। যেমন অঙ্কুশ দ্বারা মহাগজকে নিপীড়িত করে, তদ্রূপ আজি আমি মহেন্দ্রসমতেজাঃ ধনঞ্জয়কে বাণ দ্বারা ব্যথিত করিব। গরুড় যেমন সর্পকে অনায়াসে গ্রহণ করে, তদ্রূপ আজি আমি সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা অতিরথ পার্থকে আক্রমণ করিব। যেমন সৌদামিনীসনাথ[2] জলধরপটল বারি বর্ষণ করিয়া প্রবল হুতাশনকে নির্ব্বাপিত করে, তদ্রূপ আজি আমি রথারোহণপূর্ব্বক শরজাল দ্বারা সেই শত্রুক্ষয়কারী মহাবল-পরাক্রান্ত পাণ্ডুতনয়কে সংহার করিব। যেমন পন্নগগণ বল্মীক[3] মধ্যে বিলীন হয়, তদ্রূপ মদীয় শর-সমুদয় আজি অর্জ্জুনের শরীরে প্রবিষ্ট হইবে। পর্ব্বত যেমন কর্ণিকার-পুষ্পে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় আজ সুতীক্ষ্ণ সুবর্ণপুঙ্খ নতপর্ব্ব মদীয় শরনিবহে পরিবৃত হইবে। আমি মহর্ষিসত্তম পরশুরামের নিকট অস্ত্র-শস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি, সেই সকল অস্ত্রবলে ও স্বীয় বীর্যপ্রভাবে আমি অমরগণের সহিতও সংগ্রাম করিতে পারি। আজি অর্জ্জুনের ধ্বজাগ্রস্থিত বানর মদীয় ভল্লপ্রহারে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া ভীষণ নিনাদ করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত হইবে এবং তত্রত্য অন্যান্য প্রাণিগণও মদীয় তীক্ষ্ণশরপ্রহারে বিপন্ন হইয়া গগন-ব্যাপী ঘোরতর শব্দ করিতে করিতে ইতস্ততঃ পলায়ন করিবে। আজি আমি রথ হইতে অর্জ্জুনকে নিপাতিত করিয়া দুর্য্যোধনের চিরনিহিত হৃদয়শল্য সমূলে উন্মূলন করিব। আজি কৌরবগণ পুরুষকারসম্পন্ন ধনঞ্জয়কে হতাশ্ব ও বিরথ হইয়া ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের স্থায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে অবলোকন করিবেন। এক্ষণে তাঁহারা গোধন লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান অথবা স্ব স্ব রথে আরোহণপূর্ব্বক আমার সংগ্রাম-নিপুণতা সন্দর্শন করুন।”

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

কর্ণের প্রতি কৃপাচার্য্যের কটাক্ষ

কৃপ কহিলেন, “হে কর্ণ! ক্রূর-যুদ্ধেই তোমার নিপুণতা আছে এবং কিরূপে মন্ত্রণা করিতে হয়, তাহাও তোমার অবিদিত নাই, কিন্তু উত্তরকালে যে কি ফল হইবে, তাহার কিছুমাত্র পর্য্যবেক্ষণ কর না। শাস্ত্রে বহুবিধ মায়াযুদ্ধ উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পণ্ডিতগণ ঐ সমুদয় সংগ্রামকে পাপযুদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। উপযুক্ত দেশকাল পর্য্যালোচনা করিয়া যুদ্ধ করিলে জয়লাভ হয়; কিন্তু অযোগ্য দেশে বা অকালে সংগ্রাম করিলে কখন ফললাভ হয় না। হে রাধেয়! অনধিকারচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় নহে; বিজ্ঞ ব্যক্তিরা রথকারের ভার-বহনে কদাচ প্রবৃত্ত হয়েন না। ইহা সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করা আমাদিগের পক্ষে কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে। ঐ মহাবীর একাকী কুরুদেশ রক্ষা, অগ্নির তৃপ্তিসাধন ও পঞ্চ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিয়াছে; ঐ মহাবীর একাকী সুভদ্রাকে হরণ করিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক দ্বৈরথযুদ্ধ করিবার মানসে কৃষ্ণকে আহ্বান করিয়াছিল। ঐ মহাবীর একাকী কিরাতরূপী ভগবান্ মহাদেবের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ঐ মহাবীর একাকী বনমধ্যে জয়দ্রথ কর্ত্তৃক অপহৃত কৃষ্ণকে প্রত্যুদ্ধার করিয়াছিল। ঐ মহাবীর একাকী ইন্দ্রের নিকট পঞ্চ বৎসর অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছে। ঐ মহাবীর একাকী অরাতি পরাজয় করিয়া কুরুকুলের যশোরাশি দেদীপ্যমান করিয়াছে। ঐ মহাবীর একাকী সংগ্রামে অরিনিসূদন গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন, নিবাতকবচগণ ও কালকঞ্জ দানবদলকে সংহার করিয়াছে। হে কর্ণ! ঐ মহাবলপরাক্রান্ত ধনঞ্জয় একাকী স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবে এই সমুদয় অলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। তুমি একাকী কোন্‌কালে কোন্ মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছ?

মহাবীর অর্জ্জুন দিগ্বিজয়সময়ে ভূপালগণকে বশবর্ত্তী করিয়া যে প্রকার অসাধারণ শক্তি প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাতে বোধ হয়, সুররাজ ইন্দ্রও তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ নহেন, অতএব হে সূতনন্দন! তুমি সেই মহাতেজাঃ পার্থের সহিত যুদ্ধ করিবার মানস করিয়া কি নিমিত্ত দক্ষিণকর প্রসারণপূর্ব্বক প্রদেশিনী[1] দ্বারা ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের[2] দশন আক্রমণ করিতে বাসনা করিতেছ? তুমি অঙ্কুশ না লইয়া মহাবনপ্রবিষ্ট মত্ত-মাতঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক নগরে গমন করিতে বাসনা করিয়াছ; তুমি

১। পতঙ্গ। ২। বিদ্যুৎযুক্ত। ৩। উইএর ঢিপি।

১। তর্জ্জনী অঙ্গুলী। ২। সর্পের।

ঘৃতাক্ত হইয়া চীরবাস পরিধানপূর্ব্বক প্রজ্বলিত হুত-হুতাশনের[1] মধ্য দিয়া গমন করিতে বাসনা করিতেছ ; কোন্ ব্যক্তি তলদেশে মহাশিলা বদ্ধ করিয়া বাহু দ্বারা সমুদ্র সন্তরণ করিতে অভিলাষ করে ? যে ব্যক্তি অকৃতাস্ত্র ও দুর্ব্বল হইয়া সেই বলবান্ কৃতাস্ত্র ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে মানস করে, সে নিতান্ত মূঢ়। ঐ মহাবীর আমাদিগের কর্ত্তৃক পরাজিত ও অপমানিত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ ছিল, এক্ষণে মুক্ত হইয়া অবশ্যই আমাদিগকে নিঃশেষিত করিবে। মহাবল-পরাক্রান্ত অর্জ্জুন যে কৃপমধ্যস্থিত হুতাশনের ন্যায় এই স্থানে গোপনে অবস্থান করিতেছেন, ইহা আমরা পূর্ব্বে জানিতে পারিলে কদাচ এরূপ কর্ম্ম করিতাম না। যাহা হউক, এক্ষণে মহাভয় সমুপস্থিত, অতএব দ্রোণ, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, তুমি ও আমি, এই ছয় জন রথী প্রস্তুত হইয়া থাকি, সকলে একত্র হইয়া অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিব। একাকী যুদ্ধ করিব বলিয়া বৃথা সাহস বা দর্প করিবার আবশ্যক নাই। সৈন্য সমুদয় ও প্রধান প্রধান ধনুর্দ্ধরগণ বর্ম্ম-ধারণ ও ব্যূহ রচনা করিয়া অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সাবধান হইয়া থাকুক। পূর্ব্বে দানবগণ বাসবের সহিত যেরূপ সমর করিয়াছিল, অদ্য অর্জ্জুনের সহিত আমাদিগেরও সেই প্রকার সংগ্রাম হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

কর্ণের প্রতি অশ্বত্থামার আক্রোশ

অশ্বত্থামা কহিলেন, "হে কর্ণ! গোধন-সকল এখনও পরাজিত ও বারণাবত-নগরে নীত হয় নাই, তাহারা স্বস্থানেই অবস্থান করিতেছে ; তথাপি তুমি কি নিমিত্ত এরূপ অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছ ? মহাবল পরাক্রান্ত মনুষ্যেরা বহুতর যুদ্ধে জয়লাভ ও প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়াও কদাচ আস্ফালন করেন না। হুতাশন তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সমস্ত বস্তু দগ্ধ করিয়া থাকেন, দিবাকর মূক হইয়া স্বীয় প্রখর কর-জাল বিস্তার করেন, অবনী মৌনাবলম্বন করিয়া এই সচরাচর লোক-সকল ধারণ করিয়া আছেন। বিধাতা চাতুর্ব্বর্ণ্যের বিশেষ বিশেষ বৃত্তিবিধান করিয়া দিয়াছেন ; ব্রাহ্মণেরা স্বাধ্যায়সম্পন্ন হইয়া সর্ব্বদা যজন ও যাজনকার্য্যে নিযুক্ত হইবেন ; ক্ষত্রিয়েরা শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন, কদাচ যাজন-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন না ; বৈশ্যেরা অর্থলাভ করিয়া ব্রাহ্মণেরই কার্য্যসাধন করিবেন এবং শূদ্রেরা কপটতা-শূন্য হইয়া বিনীতভাবে নিরন্তর বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষায় নিরত হইবেন, অতএব বিধিবিহিত স্ব স্ব ব্যবসায়-সুলভ অর্থলাভ করিলে কদাচ দূষিত হইতে হয় না। মহানুভব পুরুষেরা ধর্ম্মানুসারে এই সসাগরা পৃথিবী হস্তগত করিয়া গুণবিহীন গুরুজনেরও অবমাননা করেন না।

এই নৃশংস ও নির্ঘৃণ দুর্য্যোধনের ন্যায় কোন্ ক্ষত্রিয় কপটদ্যূত দ্বারা রাজ্যলাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং কোন্ ব্যক্তি বৈতংসিকের[1] ন্যায় ছলনা ও প্রতারণা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া আত্মশ্লাঘা করে ? এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি যাহাদিগের ধনাপহরণ করিয়াছিলে, সেই মহারথ পাণ্ডবগণকে কোন্ দ্বৈরথ-যুদ্ধে[2] পরাজয় করিয়াছ ? কোন্ যুদ্ধে ইন্দ্রপ্রস্থ অধিকার করিয়াছ এবং কোন্ যুদ্ধেই বা একবস্ত্রা রজস্বলা পতিব্রতা দ্রৌপদীকে জয় করিয়া সভায় আনয়ন করিয়াছিলে ? তোমরা পূর্ব্বে যে সমস্ত দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, তাহাই এই অনর্থের মূল, কিন্তু মহাত্মা বিদুর এ বিষয়ে তোমাদিগকে যাহা কহিয়া-ছিলেন, তাহাও তোমরা অগ্রাহ্য করিয়াছ, এই নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত সৌহার্দ্দভঙ্গ হইয়াছে। মনুষ্যদিগের শক্তি অনুসারে শান্তি অবলম্বন করাই বিধেয়।

অর্জ্জুন দ্রৌপদীর সেই সকল ক্লেশ কদাচ সহ্য করিবে না। সে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের বিনাশসাধনের নিমিত্তই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তুমি বিজ্ঞ হইয়া কি কারণে এ বিষয়ের উল্লেখ করিতেছ ? মহাবীর অর্জ্জুন আমা-দিগকে সংহার করিয়া অবশ্যই বৈরনির্য্যাতন করিবে। সে রণস্থলে দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর বা রাক্ষসভয়ে কদাচ ভীত হয় না। খগরাজ গরুড় মহাবেগে পতিত হইবা-মাত্র যেমন মহীরুহ উন্মূলিত হয়, তদ্রূপ সে ক্রোধ-ভরে সংগ্রামে যাহাকে আক্রমণ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। অর্জ্জুন বলবীর্য্যে তোমা

১। ঘৃতপ্রক্ষেপে সমধিক উদ্দীপিত।

১। জালিক—পক্ষীদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া যাহারা জালে আবদ্ধ করে। ২। অন্যের অপেক্ষা না করিয়া দুইজন রথীর পরস্পর যুদ্ধ।

অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ধনুর্বিদ্যায় দেবরাজসদৃশ ও যুদ্ধে বাসুদেবতুল্য; অতএব কে তাহাকে প্রশংসা না করিবে? তাহার সমান বীরপুরুষ ভূমণ্ডলে আর দৃষ্টিগোচর হয় না, সে দৈববলে দেবগণের সহিত ও বাহুবলে মানবগণের সহিত সংগ্রাম করে এবং অস্ত্র দ্বারা অস্ত্র-সকল প্রতিহত করিতে পারে।

শিষ্যের প্রতি আচার্য্যের অপত্যস্নেহ হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যের নিতান্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছে; তুমি যেরূপ দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলে, যেরূপে ইন্দ্রপ্রস্থ অধিকার করিয়াছিলে ও যেরূপে দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন করিয়াছিলে, এক্ষণে সেইরূপে তোমাকে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। তোমার মাতুল ক্ষাত্রধর্ম্মকোবিদ কপটদ্যূতবেদী গান্ধাররাজ শকুনি এখন যুদ্ধ করুন। অর্জ্জুনের গাণ্ডীব-পাশক দিক্[১] বা চতুষ্ক[২] নিক্ষেপ করে না, উহা কেবল অনবরত প্রজ্বলিত সুতীক্ষ্ণ শর-সমূহ বর্ষণ করিয়া থাকে। অর্জ্জুনের নিদারুণ শরজাল গাণ্ডীব-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পর্ব্বত বিদারণ-পূর্ব্বক গমন করিতে পারে। পবন, অন্তক ও অগ্নি, ইঁহারা কদাচ সমস্ত বস্তু বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়েন না, কিন্তু ধনঞ্জয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সকলেরই বিনাশসাধন করিতে পারেন। তুমি সভামধ্যে শকুনির সাহায্যলাভ করিয়া যেরূপে দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলে, এক্ষণে শকুনি কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া সেইরূপে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ কর। এই যুদ্ধে অন্য যোদ্ধা-সকল গমন করুন। আমি কখনই অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিব না। যদি মৎস্যরাজ এই গোষ্ঠে আগমন করেন, তাহা হইলে আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।"

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

আত্মকলহ-নিরাসে ভীষ্মের নীতি

ভীষ্ম কহিলেন, "মহামতি কৃপ ও অশ্বত্থামা অতি উত্তম কহিয়াছেন। কর্ণ ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বনপূর্ব্বক কেবল যুদ্ধ করিবারই অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন; আর আচার্য্য যাহা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে দোষারোপ করা বিজ্ঞ ব্যক্তির নিতান্ত অনুচিত। এক্ষণে আমার মতে উত্তমরূপে দেশ-কাল পর্য্যালোচনা করিয়া যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য। সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী পাঁচজন শত্রুকে অভ্যুদয়শালী অবলোকন করিয়া কোন্ ব্যক্তি বিমোহিত না হয়? ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরাও স্বার্থচিন্তাসময়ে বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। হে দুর্য্যোধন! এক্ষণে এ বিষয়ে আমার যে মত, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। কর্ণ যোদ্ধাদিগকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্তই সমরবাসনা প্রকাশ করিয়াছেন; অতএব আচার্য্য দ্রোণ, কৃপ ও আচার্য্যপুত্রের এ বিষয়ে ক্ষমা করা কর্ত্তব্য এবং তোমারও ইহাতে সবিশেষ বিবেচনা করা বিধেয়। এক্ষণে মহৎকার্য্য সমুপস্থিত; অর্জ্জুন আগতপ্রায়; অতএব আমাদের সকলেরই একত্র হইয়া যুদ্ধ করা উচিত। এক্ষণে পরস্পর বিরোধ করিবার সময় নহে। আপনাদিগের অস্ত্র-বিদ্যা সূর্য্যপ্রভার ন্যায় এবং ব্রহ্মণ্য ও ব্রহ্মাস্ত্র চন্দ্রমার স্থিরলক্ষ্মীর ন্যায় সতত অপ্রতিহত রহিয়াছে। ভরতকুলাচার্য্য দ্রোণ, কৃপ এবং দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ব্যতীত আর কোন ব্যক্তিতেই চারি বেদ ও ক্ষাত্র তেজ, এই উভয়ের একত্র সমাবেশ দৃষ্ট হয় না! পুরুষোত্তম দ্রোণাচার্য্য ব্যতীত আর কোন ব্যক্তিতেই ব্রহ্মতেজ, ব্রহ্মাস্ত্র ও বেদ, এই তিনের সামানাধিকরণ্য[১] অবলোকন করি না। বেদান্ত, পুরাণ ও ইতিহাস, এই সমুদয় বিষয়ে পরশুরাম ব্যতীত দ্রোণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। পণ্ডিতেরা কহেন, সৈন্যের যে সমুদয় ব্যসন আছে, তন্মধ্যে ভেদই মুখ্য; অতএব হে আচার্য্যপুত্র! আপনি ক্ষমা প্রদর্শন করুন; এখন আত্মীয়ভেদের সময় নহে!"

তখন অশ্বত্থামা কহিলেন, "আমাদিগের এই সময় এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু পিতা রোষপরবশ হইয়া যাহা কহিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা গুণবান্ শত্রুর গুণ ও দোষী শত্রুর দোষ-কীর্ত্তনে পরাঙ্মুখ হয়েন না এবং পুত্র ও শিষ্যকে সতত হিতোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।"

দুর্য্যোধন অশ্বত্থামার বাক্যশ্রবণানন্তর দ্রোণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! ক্ষমা প্রদর্শন করুন। আপনি পরিতুষ্ট থাকিলেই আমাদিগের মঙ্গললাভের সম্ভাবনা।" এই বলিয়া তিনি কর্ণ, ভীষ্ম ও মহাত্মা কৃপের সমভিব্যাহারে দ্রোণাচার্য্যকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

১-২। পাশা ক্ষেপণে যেমন পোয়া, দুয়া, ত্রি, চৌকা ফেলার চতুরতা, বাণক্ষেপে তাহা নহে।

১। যুগপৎ স্থায়িত্ব—এক কালে এই সকলের একত্র স্থিতি।

তখন দ্রোণ কহিলেন, "শান্তনুনন্দন ভীষ্ম পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছেন, আমি তাহাতেই প্রসন্ন হইয়াছি।" পরে ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে গাঙ্গেয়! এক্ষণে পার্থ যাহাতে দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিতে না পারে, যাহাতে মহারাজ দুর্য্যোধন সাহস বা মোহবশতঃ শত্রুর বশীভূত না হয়েন, তদ্বিষয়িণী নীতি চিন্তা কর। ত্রয়োদশ বৎসর অতীত না হইলে অর্জ্জুন কদাচ আত্মপ্রকাশ করিত না। ঐ মহাবীর এক্ষণে গোধন মোচন করিতে আসিয়াছে, কখনই ক্ষমা করিবে না; অতএব যাহাতে অর্জ্জুন মহারাজ দুর্য্যোধন ও এই সকল সৈন্যকে পরাজয় করিতে সমর্থ না হয়, এ বিষয়ে নিয়ম নির্দ্ধারণ কর। দুর্য্যোধন পূর্ব্বে এইরূপ কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা স্মরণ করিয়া যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয়, ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।"

—

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

ভীষ্ম কর্ত্তৃক অজ্ঞাতবাস সময় গণনা

ভীষ্ম কহিলেন, "মহারাজ! কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, দিন, পক্ষ, মাস, গ্রহ, নক্ষত্র, ঋতু ও সংবৎসর লইয়া একটি কালচক্র হয়। উহাদিগের কালাতিরেক ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলের ব্যতিক্রমবশতঃ প্রতি পঞ্চম বর্ষে দুই মাস করিয়া বৃদ্ধি হয়। এইরূপে তাহাদিগের ত্রয়োদশ বৎসর সম্পূর্ণ হইয়া পঞ্চম মাস ও ছয় দিবস অধিক হইয়াছে। তাহারা যাহা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তৎসমুদয় অবিকল অনুষ্ঠিত হইয়াছে জানিয়া অর্জ্জুন সমাগত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাত্মা পাণ্ডবেরা পরমধার্ম্মিক, বিশেষতঃ যুধিষ্ঠির তাহাদিগের রাজা; অতএব তাহারা কি নিমিত্ত ধর্ম্মের নিকট অপরাধী হইবে? পাণ্ডবেরা কৃতী ও লোভবিহীন। তাহারা অধর্ম্মাচরণ দ্বারা রাজ্যলাভের অভিলাষ করে না। তাহারা ধর্ম্মপাশে বদ্ধ আছে বলিয়া ক্ষত্রিয়ব্রত হইতে বিচলিত হয় নাই; নতুবা সেই সময়েই আপনাদিগের অসাধারণ বলবীর্য্য প্রকাশ করিত। তাহারা অনায়াসে মৃত্যুমুখে গমন করিতে পারে, তথাপি কদাচ অনৃত[1]-পথে পদার্পণ করে না। পাণ্ডবগণের স্বভাবই এইরূপ যে, তাহারা ইন্দ্র কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলেও যথাযোগ্য সময়ে আপনাদিগের প্রাপ্য বিষয় পরিত্যাগ করে না। এক্ষণে আমাদিগকে অদ্বিতীয় বীর অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে; অতএব শীঘ্র যুদ্ধোপযোগী সাধুগণাচরিত কল্যাণকর বিধির অনুষ্ঠান কর। হে রাজেন্দ্র! যুদ্ধে সিদ্ধিলাভের অবশ্যম্ভাবিত্ব কদাপি নয়নগোচর হয় নাই। জয় বা পরাজয় অবশ্যই হইয়া থাকে; তন্নিমিত্ত চিন্তিত হইবার বিষয় কি? ধনঞ্জয় আগতপ্রায়; এক্ষণে সত্বর যুদ্ধোচিত অথবা ধর্ম্মসম্মত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও।"

ভীষ্মের ব্যূহরচনা

দুর্য্যোধন কহিলেন, "পিতামহ! আমি কদাচ পাণ্ডবদিগকে রাজ্য প্রদান করিব না; আপনি অবিলম্বে যুদ্ধের আয়োজন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "হে কুরুনন্দন! যাহাতে তোমাদিগের শ্রেয়োলাভ হয়, ঈদৃশ উপদেশ প্রদান করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য; যদি শ্রদ্ধা হয়, তাহা হইলে আমার অভিপ্রায় শ্রবণ কর। তুমি এই সকল সৈন্যকে চতুর্থাংশে বিভক্ত করিয়া তাহার একাংশ সমভিব্যাহারে নগরে প্রস্থান কর; অপর এক ভাগ গোধন লইয়া গমন করুক; পরে কৃপ, কর্ণ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও আমি, আমরা সকলে অবশিষ্ট দুই অংশ সমভিব্যাহারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিব। যেমন বেলাভূমি উচ্ছলিত বারিনিধিকে নিবারণ করে, তদ্রূপ যদি বিরাটরাজ অথবা স্বয়ং ইন্দ্র আগমন করেন, তথাপি আজি আমি তাহাদিগকে নিরাকরণ করিব সন্দেহ নাই।"

মহাত্মা ভীষ্মের বাক্য কাহারও অনভিমত হইল না। কুরুরাজ দুর্য্যোধন তন্নির্দ্দিষ্ট সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিলেন। ভীষ্ম প্রথমতঃ দুর্য্যোধন, তৎপরে গোধন-সকল প্রেরণপূর্ব্বক সৈন্যগণকে ব্যবস্থাপিত পূর্ব্বক ব্যূহরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, "আচার্য্য! আপনি মধ্যস্থানে অবস্থিতি করুন; অশ্বত্থামা বাম-পার্শ্ব ও কৃপাচার্য্য দক্ষিণ-পার্শ্ব রক্ষা করিবেন। সূতপুত্র কর্ণ অগ্রসর হইবেন এবং আমি সকলের পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিব।"

—

১। অনৃত—মিথ্যা।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

শরবর্ষণে অর্জ্জুনের দুর্য্যোধন-গতিরোধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন রথঘর্ঘরশব্দে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া কৌরবদিগের অসংখ্য সৈন্যগণসমীপে সহসা সমুপস্থিত হইলেন। কৌরবেরা তাঁহার ধ্বজাগ্র সন্দর্শন, গাণ্ডীবধ্বনি ও রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "ঐ দেখ, দূরে মহাবীর অর্জ্জুনের ধ্বজাগ্রভাগ শোভা পাইতেছে, রথের ঘর্ঘর রব শ্রবণগোচর হইতেছে, ধ্বজাগ্রবর্ত্তী বানর উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া সেনাগণের ভয়োৎপাদন করিতেছে এবং ধনঞ্জয় সুসজ্জিত রথে আরোহণপূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ গাণ্ডীব-শরাসনে অশনিনির্ঘোষ[১]সদৃশ টঙ্কার[২] প্রদান করিতেছে। দেখ, এই দুইটি শর সমবেত হইয়া আমার চরণে নিপতিত হইল, অপর দুইটি মদীয় শ্রবণযুগল স্পর্শ করিয়া প্রবল-বেগে অতিক্রান্ত হইল। বোধ হয়, মহাবীর ধনঞ্জয় অরণ্যবাসকালে যে সকল অলৌকিক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছে, এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক তাহা আমার কর্ণগোচর করাইল। যাহা হউক, আমরা বহুকালের পর প্রিয়বান্ধব শ্রীমান্ অর্জ্জুনকে অবলোকন করিলাম; এক্ষণে পার্থ শর, শরাসন, তূণীর, শঙ্খ, কবচ, কিরীট ও খড়্গ ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতেছে।"

অনন্তর অর্জ্জুন কৌরবগণকে রণস্থলে সমবস্থিত নিরীক্ষণ করিয়া রাজকুমার উত্তরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে সারথে! সেনাদিগের প্রতি বাণপাতকালে তুমি অশ্বের রশ্মি সংযত করিবে, আমি এই সৈন্যমণ্ডলীমধ্যে সেই কুরুকুলাধম দুর্য্যোধন কোথায় আছে, একবার অনুসন্ধান করিব। এক্ষণে অন্যান্য কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। সেই অভিমানপরতন্ত্র দুর্য্যোধন পরাজিত হইলে সকলকেই পরাজয় করা হইবে। ঐ আচার্য্য দ্রোণ, উঁহার পশ্চাদ্ভাগে অশ্বত্থামা, ভীষ্ম, কৃপ ও কর্ণ অবস্থান করিতেছেন। এ স্থলে দুর্য্যোধনকে ত দেখিতে পাইলাম না; এক্ষণে বোধ হয়, সে গোধন গ্রহণপূর্ব্বক প্রাণভয়ে দক্ষিণাভিমুখে পলায়ন করিতেছে; নিরর্থক যুদ্ধ করা অনুচিত, অতএব প্রথমে আমরা কৌরবসেনা পরিত্যাগ করিয়া তাহারই অনুসরণ করি, তাহাকে পরাজয় করিলেই অনতিবিলম্বে গোসকল প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইব।"

অনন্তর উত্তর পরমযত্ন সহকারে রশ্মি[১] সংযত করিয়া, যে দিকে রাজা দুর্য্যোধন গমন করিতেছেন, সেই দিকে অশ্বচালনা করিলেন। তখন কৃপাচার্য্য অর্জ্জুনের অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে অবগত হইয়া দ্রোণকে কহিলেন, "অর্জ্জুন মহারাজ দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে গমন করিতেছে; অতএব আইস, আমরা দুর্য্যোধনের পার্ষ্ণিগ্রহণ[২] করি। অর্জ্জুন ক্রোধাবিষ্ট হইলে দেবরাজ ইন্দ্র, দেবকীনন্দন মধুসূদন, অশ্বত্থামা ও দ্রোণ ব্যতিরেকে কেহই একাকী যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। এক্ষণে গোধন বা প্রভূত ধন লইয়া আমাদিগের কি উপকার দর্শিবে? মহারাজ দুর্য্যোধন অনতিবিলম্বে নাবিকশূন্য নৌকার ন্যায় অর্জ্জুনজলে নিমগ্ন হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।"

অনন্তর অর্জ্জুন তথায় উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আপনার নাম কীর্ত্তন করিলেন এবং কৌরবসেনাগণের প্রতি অনবরত শলভ-সমূহের ন্যায় শরজাল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তখন ভূমণ্ডল ও নভস্তল পার্থশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। কৌরবসেনাসকল নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু তৎকালে কেহই পলায়ন করিল না, প্রত্যুত মনে মনে মহাবীর অর্জ্জুনের ক্ষিপ্রকারিতার সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে ধনঞ্জয় শঙ্খধ্বনি ও গাণ্ডীবটঙ্কার প্রদান করিয়া ধ্বজদণ্ডে ভূতসকল প্রেরণ করিলেন। শঙ্খধ্বনি, রথনির্ঘোষ, গাণ্ডীবশব্দ ও ধ্বজসন্নিবিষ্ট ধাবমান ঊর্দ্ধপুচ্ছ অমানুষ ভূতসকলের কলরবে পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন ধেনু-সকল দক্ষিণাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইল।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

কর্ণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় স্বীয় অসাধারণ বলবিক্রমে

১। বজ্রধ্বনি। ২। বাণধ্বনি।

১। অশ্ববল্গা। ২। পার্শ্বদেশরক্ষা।

শক্রসেনাগণকে পরাজয়পূর্ব্বক গোধন মুক্ত করিয়া যুদ্ধাভিলাষে পুনরায় দুর্য্যোধনের সমীপে গমন করিলেন। কৌরবগণ গো-সমুদয়সহ বেগে মৎস্যাভিমুখে গমন করিতেছে ও মহাবীর ধনঞ্জয় কৃতকার্য্য হইয়া দুর্য্যোধনের সম্মুখীন হইতেছেন দেখিয়া সহসা তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন বহুলধ্বজপতাকাশালী প্রভৃত কৌরবসৈন্য সন্দর্শন করিয়া উত্তরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "রাজপুত্র! সত্বর এই রথচালনা কর, তাহা হইলে অনায়াসে কুরুবীরগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে। ঐ দেখ, সূতপুত্র কর্ণ মত্তমাতঙ্গের ন্যায় আমার সহিত সংগ্রাম করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। ঐ দুরাত্মা দুর্য্যোধনের আশ্রয়বলে একান্ত দর্পিত; তুমি সত্বর উহার নিকট আমাকে লইয়া চল।" বিরাটতনয় অর্জ্জুনের নির্দেশানুসারে সত্বর সুবর্ণ-কক্ষ[১] শ্বেতবর্ণ অশ্ব সমুদয় চালনপূর্ব্বক শক্রসৈন্য বিনাশ করিয়া রণস্থলে ধনঞ্জয়কে উপনীত করিলেন।

তখন চিত্রসেন প্রভৃতি বীরগণ কর্ণের সাহায্যবলে অর্জ্জুনের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল; মহাবীর ধনঞ্জয়ও শরাসননির্ম্মুক্ত শরানল দ্বারা অরাতিকানন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে পর বিকর্ণ রথারোহণপূর্ব্বক পার্থসমীপে সমাগত হইয়া তাঁহার উপর শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন অরাতিনিসূদন পার্থ সুবর্ণালঙ্কৃত দৃঢ়মৌর্ব্বীক[২] শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক বিকর্ণকে ভূতলে পাতিত ও তাহার ধ্বজচ্ছেদন করিলেন। বিকর্ণ পতিত হইবামাত্র দ্রুতবেগে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

বিকর্ণ পলায়ন করিলে পর শক্রন্তপ অরাতিনিপাতন অর্জ্জুনের অলৌকিক কার্য্য অবলোকনে অতিশয় অমর্ষ-পরবশ হইয়া তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় শক্রন্তপের শরাঘাতে সমধিক সংক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে পাঁচ বাণ ও তাহার সারথিকে দশ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। শক্রন্তপ ঐ পঞ্চশরাঘাতেই প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পর্ব্বতাগ্র হইতে নিপতিত বাতভগ্ন পাদপের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তখন অন্যান্য বীরপুরুষগণ অর্জ্জুনের শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া বায়ুবেগে বিকম্পিত মহাবনের ন্যায় প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। ইন্দ্রতুল্য প্রতাপশালী হিমালয়জাত মহাগজতুল্য পরাক্রান্ত সুবেশধারী বীরগণ পার্থশরে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পৃথ্বীতলে শয়ান রহিল।

যেমন দাবানল নিদাঘ[১]সময়ে কানন দগ্ধ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তদ্রূপ বীরবরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় সমরে শক্রসঙ্ঘ সংহারপূর্ব্বক রণস্থলে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। যেমন সমীরণ বসন্তকালে পতিতপত্র ও মেঘ-সমুদয় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ করে, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুন রণস্থলে অরাতিগণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া সত্বর কর্ণের ভ্রাতার অশ্বগণ সংহারপূর্ব্বক এক বাণে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন।

কর্ণের পলায়ন

অনন্তর ব্যাঘ্র যেমন বৃষভের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ ভ্রাতাকে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধভরে অর্জ্জুনের সমীপবর্ত্তী হইয়া দ্বাদশ বাণ দ্বারা তাঁহার অশ্বগণ, সারথি ও তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। গরুড় যেমন সর্পের উপর নিপতিত হয়, তদ্রূপ মহাবল-পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় সহসা কর্ণের সম্মুখীন হইলেন। কৌরবগণ কর্ণ ও অর্জ্জুনের সংগ্রাম-সন্দর্শনমানসে তথায় আগমন করিলে পর ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় ক্রোধভরে মুহূর্ত্তমধ্যে শরবর্ষণ দ্বারা কর্ণ এবং তাঁহার অশ্ব, রথ ও সারথিকে অন্তর্হিত করিলেন। ভীষ্ম প্রভৃতি অন্যান্য বীরগণ এবং তাঁহাদিগের রথ, অশ্ব ও গজ সমুদয়ও অর্জ্জুনের শরে সমাচ্ছন্ন হইল। তখন মহাবীর কর্ণ বহুতর শর-নিক্ষেপ দ্বারা পার্থের সমুদয় বাণ নিরস্ত করিয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক স্ফুলিঙ্গবান্ হুতাশনের ন্যায় নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া করতালি প্রদান ও শঙ্খ, ভেরী[২], পণব[৩] প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যবাদনপূর্ব্বক কর্ণের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন; কর্ণ গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলে তিনি তখন ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপকে অবলোকনপূর্ব্বক কর্ণ এবং তাঁহার রথ, অশ্ব, ও সারথিকে লক্ষ্য করিয়া বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন; কর্ণও বিবিধ সায়ক দ্বারা অর্জ্জুনকে আচ্ছাদিত করিলেন। তৎকালে

১। সুবর্ণনির্ম্মিত বর্ম্মস্থানীয় আচ্ছাদনে আবৃত। ২। কঠিন ছিলাযুক্ত।

১। গ্রীষ্ম। ২। জয়ঢাক। ৩। মাদল—বাদ্যবিশেষ।

সেই দুই বীরপুরুষকে মেঘমুক্ত রথারূঢ় চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

তৎপরে লঘুহস্ত[১] কর্ণ সত্বর অর্জ্জুনের অশ্বগণকে বাণবিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথির প্রতি তিন শর ও ধ্বজের উপর তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। সূর্য্য যেমন রশ্মি দ্বারা এককালে জগৎ ব্যাপ্ত করেন, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় ক্রোধান্বিত হইয়া শরনিকর দ্বারা কর্ণের রথ আচ্ছাদনপূর্ব্বক তূণীর হইতে নিশিত ভল্ল নিষ্কাশিত করিয়া ত্বরায় তাঁহার গাত্র বিদ্ধ করিলেন। পরে সুশাণিত শরজাল দ্বারা সূতপুত্রের বাহু, শির, উরু, ললাট ও গ্রীবাদেশ ভেদ করিলে পর গজ যেমন অন্যগজ কর্তৃক পরাজিত হইলে পলায়ন করে, তদ্রূপ তিনি তখন অশনিসন্নিভ শরপ্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

অর্জ্জুন-দুর্য্যোধন যুদ্ধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নৃপবর! রাধেয়[২] প্রস্থান করিলে পর দুর্য্যোধন-প্রমুখ বীরপুরুষগণ স্ব স্ব সৈন্য-সমভিব্যাহারে পাণ্ডবকে আক্রমণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। নির্ভীক বীভৎসু সহাস্যবদনে বেলার ন্যায় সাগর-সদৃশ কৌরবসেনার বেগধারণ করিয়া দিব্যাস্ত্রসকল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। যেমন মরীচি-মালী[৩]র কিরণজালে মেদিনীমণ্ডল আচ্ছাদিত হয়, তদ্রূপ পার্থের গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত বিশিখ[৪]-সমূহে দশদিক্ আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। অর্জ্জুন নিশিত শর দ্বারা বিপক্ষ পক্ষের অশ্ব, রথ ও গজের শরীর সকল এমন বিদ্ধ করিলেন যে, তাহাতে দুই অঙ্গুলি মাত্রও অন্তর রহিল না। কৌরবেরা অশ্বগণের অলৌকিক গতি-বৈচিত্র্য, উত্তরের শিক্ষা-নৈপুণ্য, অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োগ-কৌশল এবং পার্থের দিব্য শক্তি ও অপ্রতিহত প্রভাব নিরীক্ষণে বিস্মিত হইয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের বোধ হইল যেন, প্রজ্বলিত কালাগ্নি প্রজা-সকল দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ফলতঃ তৎকালে অর্জ্জুন এরূপ প্রদীপ্ত হইয়াছিলেন যে, শত্রুগণ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হয় নাই।

সূর্য্যরশ্মি পর্ব্বতস্থ অভ্রপটলে[১] সংক্রান্ত হইলে যেমন চমৎকারিণী শোভা হয় এবং বিকশিত অশোককুসুমসুষমায় বনভূমি যেমন পরম দর্শনীয় হয়, তদ্রূপ কৌরববাহিনী অর্জ্জুনশরে বিদ্ধ হইয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা পাইতে লাগিল। ছিন্নযুগ[২] অশ্বগণ ভীত হইয়া রথাঙ্গদেশ বহন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাতঙ্গগণ অর্জ্জুনশরে ক্ষতবিক্ষত ও বিচেতন হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইতে লাগিল। রণক্ষেত্র সমরশায়ী গজযূথের শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া মেঘাবৃত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রাজন্! যেমন যুগান্তসময়ে কালাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সমুদয় স্থাবর-জঙ্গম নিঃশেষরূপে দগ্ধ করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন ভয়ঙ্কর সমরানল উদ্দীপনপূর্ব্বক রিপুকুল ভস্মাবশেষ করিলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধনসেনা মহাবল-পরাক্রান্ত কপিধ্বজের অস্ত্র-প্রভা নিরীক্ষণ এবং গাণ্ডীবের নিস্বন, ধ্বজাস্থিত ভূতগণের অলৌকিক শব্দ ও কপিবরের ভৈরব রব শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইল। শত্রুগণের রথাঙ্গ পূর্ব্বেই ভগ্ন হইয়াছে; সুতরাং শীঘ্র পলায়ন করিতে পারিল না। অর্জ্জুন সাহসপূর্ব্বক সহসা তাহাদিগের পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইয়া অনবরত শরবর্ষণ দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনবাণ সূর্য্যকিরণের ন্যায় অতি তীক্ষ্ণ ও অসংখ্যেয়। ফলতঃ অর্জ্জুন যুগপৎ এত অধিক শর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন যে, শত্রুশরীরে তাহাদিগের স্থান পর্য্যাপ্ত হইল না এবং যুদ্ধাহত সৈনিকদিগের শরীর দ্বারা পথ রুদ্ধ হওয়াতে তাঁহার রথও শত্রুমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না। যেমন অনন্ত ভোগ ভুজগ মহার্ণবে ক্রীড়া করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন অনবরত শরবর্ষণপূর্ব্বক সমরসাগরে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ভূতগণ অশ্রুতপূর্ব্ব গাণ্ডীবনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। তিনি চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া সব্যদক্ষিণপার্শ্বে অবিশ্রান্ত বাণনিক্ষেপ করাতে সতত সায়কের আসনমণ্ডল লক্ষিত হইতে লাগিল।

১। ক্ষিপ্রহস্ত। ২। কর্ণ। ৩। সূর্য্যের। ৪। বাণ।

১। মেঘমণ্ডলে। ২। যোয়াল—বর্ত্তমান কালের অশ্ববন্ধনের রথরজ্জু।

যেমন চক্ষু রূপশূন্য পদার্থে কদাচ পতিত হয় না, সেইরূপ অর্জ্জুনশর কোনক্রমেই অলক্ষ্যে পতিত হইল না। সহস্র গজ এককালে বনমধ্যে গমন করিলে যেমন প্রশস্ত পথ হইয়া উঠে, আজি রণক্ষেত্রে পার্থের রথমার্গও সেইরূপ হইল। শত্রুগণ পার্থশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, বোধ হয়, দেবরাজ পার্থকে জয় করিবার মানসে অমরগণ সমভিব্যাহারে সমর সাগরে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে সংহার করিতেছেন। কেহ কেহ মনে করিল, সাক্ষাৎ কৃতান্ত অর্জ্জুনরূপ পরিগ্রহ করিয়া প্রজা সকল সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কৌরবসেনার মধ্যে যাহারা পার্থ কর্ত্তৃক আহত হয় নাই, তাহারাও অর্জ্জুনের প্রভাবে আহতের ন্যায় অবসন্ন হইয়া রহিল।

এইরূপে অর্জ্জুনভয়ে কৌরবগণের বলবীর্য্য ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল। অর্জ্জুনের সুতীক্ষ্ণ শরজালে তাহাদিগের কলেবর ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল; রুধির-ধারায় ধরণী আপ্লাবিত হইল; শোণিতলিপ্ত ধূলিপটল বায়ুবেগে নভোমণ্ডলে উড্ডীন হওয়াতে সূর্য্যদেবের রশ্মিজাল একান্ত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, গগনতল সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়াছে।

অস্তকাল উপস্থিত হইলে দিবাকরও বিশ্রাম করিয়া থাকেন; কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুন কদাচ সমরে নিবৃত্ত হয়েন না। তিনি সেই সমস্ত ধনুর্দ্ধর কুরু-প্রবীরদিগকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ত্রিসপ্ততি ক্ষুরপ্র[1] নিক্ষেপ করিয়া দুঃসহকে দশ, অশ্বত্থামাকে অষ্ট, দুঃশাসনকে দ্বাদশ, কৃপাচার্য্যকে তিন, ভীষ্মকে ষষ্টি ও মহারাজ দুর্য্যোধনকে একশত শরাঘাত করিলেন। তৎপরে কর্ণি[2] দ্বারা মহাবীর কর্ণের কর্ণদ্বয় বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথিকে সংহারপূর্ব্বক রথ ও অশ্বসকল চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে তদীয় সেনাগণ নিতান্ত ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

উত্তরসমীপে রণক্ষেত্রগত কৃপ প্রভৃতির পরিচয়

তখন বিরাটতনয় উত্তর মহাবীর পার্থের অভিপ্রায় সম্যক্ অবগত হইয়া কহিলেন, "হে মহাত্মন্! এক্ষণে কোন্ সৈন্যগণের সম্মুখীন হইতে বাসনা করেন, আজ্ঞা করুন, আমি তাহাদের সমীপে রথ উপনীত করি।" অর্জ্জুন কহিলেন, "হে রাজকুমার! যিনি লোহিত অশ্বসংযুক্ত নীলপতাকা-পরিশোভিত রথে আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন, উঁহার নাম কৃপাচার্য্য; তুমি উঁহারই সৈন্যসমক্ষে আমাকে লইয়া যাও; আমি উঁহার সমীপে স্বীয় শরপ্রয়োগনৈপুণ্যের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিব। যাঁহার ধ্বজদণ্ডে সুবর্ণনির্ম্মিত কমণ্ডলু পরিশোভিত হইতেছে, উনিই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবল-পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য। ঐ মহাবীর আমার ও অন্যান্য শস্ত্রধারীদিগের মান্য ও পূজনীয়। এক্ষণে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বিধানানুসারে উঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। যদি আচার্য্য অগ্রে আমাকে প্রহার করেন, তবে আমিও উঁহাকে প্রহার করিব; তাহা হইলে উনি আমার প্রতি রোষাবিষ্ট হইবেন না।

যিনি দ্রোণাচার্য্যের অনতিদূরে অবস্থান করিতেছেন, যাঁহার ধ্বজদণ্ডে কোদণ্ড[1] লম্বমান রহিয়াছে, উনি আচার্য্যপুত্র মহারথ অশ্বত্থামা। উনিও আমার এবং অন্যান্য শস্ত্রধারীদিগের মান্য ও পূজনীয়। তুমি উঁহার রথসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়াই প্রতিনিবৃত্ত হইবে। যিনি সুবর্ণবর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক প্রধান প্রধান সৈন্যসমুদয়ে রক্ষিত হইয়া রথোপরি অধিরূঢ় রহিয়াছেন, যাঁহার ধ্বজাগ্রে হেমকেতনলাঞ্ছিত[2] মাতঙ্গ পরিশোভিত হইতেছে, উনি ধৃতরাষ্ট্রাত্মজ শ্রীমান্ দুর্য্যোধন। উনি নিতান্ত যুদ্ধদুর্ম্মদ এবং ক্ষিপ্রকারিতা-বিষয়ে দ্রোণাচার্য্যের প্রধান শিষ্য বলিয়া পরিগণিত। তুমি উঁহার সমক্ষে রথ লইয়া যাইবে, আমি উঁহার নিকট স্বীয় ক্ষিপ্রকারিতা প্রকাশ করিব।

যাঁহার ধ্বজাগ্রে রমণীয় নাগবন্ধন-রজ্জু[3] লম্বমান রহিয়াছে, উনি তোমার পূর্ব্বপরিচিত কর্ণ। উনি সততই আমার সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, তুমি উঁহার রথসন্নিধানে গমন করিয়া সংগ্রামে সাবধান হইবে। যাঁহার রথে সূর্য্যতারালাঞ্ছিত[4] ধ্বজ ও মস্তকে পাণ্ডুরবর্ণ সুনির্ম্মল আতপত্র পরিশোভিত হইতেছে, যিনি জলধরসন্নিহিত প্রচণ্ড দিবাকরের

১। ফলকাকৃতি ক্ষুরধার অস্ত্র—ক্ষুরপো। ২। কর্ণিকা কুসুমসদৃশ বাণ।

১। ধনুঃ। ২। সুবর্ণ পতাকা-চিহ্নিত। ৩। রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হস্তী। ৪। সূর্য্যমুখ নামক উজ্জ্বল তারা দ্বারা চিহ্নিত।

ন্যায় সৈন্যগণ-সমক্ষে অবস্থান করিতেছেন, যিনি চন্দ্রার্কসঙ্কাশ সুবর্ণবর্ম্ম ও সুবর্ণ-শিরস্ত্রাণ[১] ধারণ করিয়াছেন, উনি আমাদিগের পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম! ঐ মহাবীর দুরাত্মা দুর্য্যোধনের একান্ত বশংবদ। আমরা সর্ব্বশেষে উঁহার নিকট গমন করিব। উনি আমার অনিষ্টসাধন করিতে পারিবেন না। আমি যখন উঁহার সহিত সংগ্রাম করিব, তৎকালে তুমি যত্নপূর্ব্বক অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া রাখিবে।" অনন্তর উত্তর যে স্থানে কৃপাচার্য্য যুদ্ধ করিবার মানসে অবস্থান করিতেছেন, অর্জ্জুনকে লইয়া তথায় সমুপস্থিত হইলেন।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

যুদ্ধদর্শনার্থী দেবগণের অন্তরীক্ষে অবস্থান

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহাধনুর্দ্ধর কৌরবসেনা-সকল তৎকালে বর্ষাকালীন মন্দমারুত-সঞ্চালিত জলধরপটলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাহাদিগের নিকটে অশ্বারোহিগণ ও তোমরাঙ্কুশ-নোদিত[২], মহামাত্র[৩]-পরিচালিত, বিচিত্র-কবচবিভূষিত মাতঙ্গ-সমুদয় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রহিল।

ঐ সময় ত্রিদিবনাথ শতক্রতু, কৃপ ও অর্জ্জুনের সংগ্রামসন্দর্শনার্থ বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি সুরগণ-সমভিব্যাহারে বিচিত্র বিমানে আরোহণপূর্ব্বক আকাশপথে অবতীর্ণ হইলেন; দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও উরগগণের সহস্র সহস্র সুবর্ণস্তম্ভবিভূষিত, মণি-রত্নখচিত বিমান সমুদয় মেঘবিনির্ম্মুক্ত গ্রহমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তন্মধ্যে দেবরাজের সর্ব্বরত্ন-বিভূষিত কামচর বিমান সমধিক শোভিত হইল। বসু, রুদ্র প্রভৃতি ত্রয়স্ত্রিংশৎ অমর, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, সর্প, মহর্ষি ও পিতৃগণের সমাগমে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! রাজা বসুমনা, বলাক্ষ, সুপ্রতর্দ্দন, অষ্টক, শিবি, যযাতি, নহুষ, গয়, মনু, পুরু, রঘু, ভানু, কৃশাশ্ব, সগর ও নল, ইঁহারাও তৎকালে গগন-মার্গে সমাগত হইলেন। অগ্নি, ঈশ, সোম, বরুণ, প্রজাপতি, ধাতা, বিধাতা, কুবের, যম, উগ্রসেন, অলম্বুষ ও তুম্বুরুপ্রমুখ গন্ধর্ব্বগণের বিমান-সমুদয় যথাস্থানে সন্নিহিত রহিল। ফলতঃ তৎকালে সমুদয় অমর, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ অর্জ্জুনের সহিত কৌরবগণের সংগ্রাম-সন্দর্শনার্থ তথায় সমুপস্থিত হইলেন।

দিব্য-মাল্যের পবিত্রগন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইয়া উঠিল। দেবগণের বসন, ছত্র, ধ্বজ, ব্যজন ও রত্নজাত ইতস্ততঃ শোভমান হইতে লাগিল; পার্থিব ধূলিপটল তিরোহিত এবং চতুর্দ্দিক্ মরীচি[১] দ্বারা অভিব্যাপ্ত হইল! সমীরণ দিব্যগন্ধ আহরণপূর্ব্বক যোদ্ধাদিগের সেবা করিতে লাগিলেন। সুরোত্তমগণের সমানীত নানা-রত্নসমুদ্ভাসিত বিবিধ বিমান দ্বারা গগনমার্গ অলঙ্কৃত হইয়া অতি বিচিত্র শোভা ধারণ করিল। পদ্মোৎপলমাল্যধারী সুররাজ দেবগণে পরিবৃত হইয়া বিমানে অবস্থানপূর্ব্বক রণস্থলস্থিত স্বীয় পুত্র অর্জ্জুনকে বারংবার অবলোকন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

অর্জ্জুন-কৃপাচার্য্য যুদ্ধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! এ দিকে মহাবীর ধনঞ্জয় কুরুসৈন্যগণ ব্যূহ রচনা করিয়াছে দেখিয়া উত্তরকে কহিলেন, "রাজপুত্র! যাহার ধ্বজে ঐ সুবর্ণময়ী দেবী দৃষ্ট হইতেছে, উঁহার দক্ষিণদিক্ দিয়া রথচালনা কর, তাহা হইলে অনায়াসে কৃপের সমীপে সমুপস্থিত হইতে পারিবে।" অশ্ববিদ্যা-বিশারদ উত্তর অর্জ্জুনের বচনানুসারে মহাবেগে সেই রজতপুঞ্জসন্নিভ উদ্দৃপ্ত বেগবান্ অশ্বগণ সঞ্চালন-পূর্ব্বক কুরুসৈন্যগণ-সমীপে সমুপস্থিত হইয়া পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, পরে স্বীয় শিক্ষাপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ বামদিক্ দিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক কৌরবসেনাগণকে সম্মোহিত করিলেন এবং অকুতোভয়ে সত্বর কৃপের সন্নিধানে গমন করিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখীন হইলেন।

এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় কৃপের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আত্মপ্রকাশপূর্ব্বক মহাবেগে দেবদত্ত শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। পর্ব্বতের বিদারণশব্দের ন্যায় ও অশনি-নির্ঘোষের[২] ন্যায় পার্থের সেই শঙ্খ-নিনাদে আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

১। স্বর্ণখচিত উষ্ণীষ—পাগড়ী। ২। অঙ্কুশ-তোমরাস্ত্র-চিহ্নিত। ৩। হস্তিপক—মাহুত।

১। কিরণ। ২। বজ্রধ্বনি।

কৌরবগণ, "কি আশ্চর্য্য! এই শঙ্খ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক আধ্মাত[1] হইয়াও শতধা বিদীর্ণ হইল না!" এই বলিয়া সেই শঙ্খের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কৃপাচার্য্য অর্জ্জুনের শঙ্খনাদ শ্রবণে যৎপরোনাস্তি রোষপরতন্ত্র হইয়া তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিবার মানসে মহাবেগে স্বীয় শঙ্খ আধ্মাত করিয়া শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর জ্যাশব্দ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী সেই বীরদ্বয় শরৎকালীন মেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত কৃপ শাণিত মর্ম্মভেদী দশ বাণ দ্বারা অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন; মহাবীর পার্থও গাণ্ডীব আকর্ষণপূর্ব্বক কৃপের উপর মর্ম্মভেদী নারাচ-সমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কৃপ নিশিত সায়ক দ্বারা অর্দ্ধপথে সেই অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত নারাচ-সকল খণ্ড খণ্ড করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে সাতিশয় অমর্ষপরবশ হইয়া বিচিত্র শরনিকর দ্বারা সমুদয় দিগ্‌বিদিক্‌ আচ্ছাদনপূর্ব্বক কৃপের উপর শত শত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন আচার্য্য কৃপ সেই সমুদয় অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত নিশিত সায়ক দ্বারা সমাহত হইয়া রোষান্বিতচিত্তে পার্থের উপর দশ সহস্র শর বর্ষণ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন; পরে পুনরায় শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক আর দশ বাণ দ্বারা অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন।

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব আকর্ষণপূর্ব্বক চারিটি বাণ দ্বারা কৃপের অশ্বচতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিলেন। অশ্বগণ প্রজ্বলিত হুতাশন সদৃশ অর্জ্জুন-শরাঘাতে নিতান্ত পীড়িত হইয়া লম্ফপ্রদান করাতে তিনি রথ হইতে নিপতিত হইলেন। তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় কৃপকে রথচ্যুত নিরীক্ষণ করিয়া সম্মানরক্ষার্থ তাঁহার প্রতি শরসন্ধান করিলেন না। পরে কৃপাচার্য্য পুনরায় সত্বর রথে আরোহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের উপর দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন কৃপের বাণাঘাতে সাতিশয় সংক্রুদ্ধ হইয়া সুতীক্ষ্ণ ভল্লপ্রহারে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া মর্ম্মভেদী অপর এক শর দ্বারা তাঁহার বর্ম্মচ্ছেদ করিলেন; কিন্তু তাঁহার শরীরে কোন আঘাত করিলেন না। অর্জ্জুনের বাণে কবচ ছিন্ন হইয়া গাত্র হইতে বিগলিত হওয়াতে আচার্য্য কৃপ নির্ম্মোক[2]নির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গমের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তিনি অন্য এক শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক জ্যা আরোপণ করিলে মহাবীর অর্জ্জুন অবিলম্বে উহা ছেদন করিলেন। এইরূপে মহাবীর কৃপ যত চাপ গ্রহণ করিলেন, ধনঞ্জয় লঘুহস্ততাপ্রযুক্ত তৎসমুদয় ছেদন করিলেন।

১। শব্দিত—ধ্বনিত। ২। ত্বক্—খোলস।

পরাজিত কৃপের পলায়ন

বারংবার কার্ম্মুক ছিন্ন হওয়াতে কৃপাচার্য্য ক্রোধভরে অর্জ্জুনের প্রতি অশনির ন্যায় প্রদীপ্ত এক স্বর্ণবিভূষিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন নিশিত দশ সায়ক দ্বারা অর্দ্ধপথে সেই শক্তি দশখণ্ডে ছেদন করিলেন। মহাবীর কৃপ শক্তি ব্যর্থ হইল দেখিয়া পুনর্ব্বার ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক নিশিত দশ সায়ক দ্বারা পার্থকে বিদ্ধ করিলেন, তখন মহাবল-পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় রোষপরবশ হইয়া কৃপের উপর ত্রয়োদশ শর নিক্ষেপপূর্ব্বক এক বাণে তাঁহার যুগ, চারি বাণে চারি অশ্ব, ছয় বাণে সারথির মস্তক, তিন বাণে তিন বেণু[1], দুই বাণে অক্ষ[2] ও দ্বাদশ ভল্ল দ্বারা ধ্বজ ছেদন করিলেন; পরে সহাস্যবদনে বজ্রসদৃশ ত্রয়োদশ বাণে কৃপের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন।

মহাবীর কৃপাচার্য্য এইরূপে ছিন্নশরাসন, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া ক্রোধভরে অর্জ্জুনের প্রতি গদা নিক্ষেপ করিলেন। মহাতেজাঃ ধনঞ্জয় বাণ দ্বারা সেই গদা প্রতিনিবৃত্ত করিলে অন্যান্য যোদ্ধৃগণ কৃপের সাহায্যার্থে চতুর্দ্দিক হইতে অর্জ্জুনের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন বিরাটতনয় উত্তর বামদিক্ দিয়া যমকমণ্ডল[3] করিয়া সেই সমুদয় যোদ্ধাদিগকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। ধনুর্দ্ধর-গণ তদ্দর্শনে ভীতচিত্তে কৃপকে লইয়া মহাবেগে সে স্থান হইতে পলায়ন করিল।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

অর্জ্জুন-দ্রোণ যুদ্ধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! কৃপাচার্য্য অপসারিত হইলে লোহিতবাহন[4] আচার্য্য দ্রোণ শর ও শরাসন ধারণ করিয়া শ্বেতবাহনের[5] সম্মুখীন

১। রথবংশ—বাঁশের যোয়াল। ২। চক্র—চাকা। ৩। বিপক্ষের আক্রমণ নিরোধক চক্রাকারে ভ্রমণ। ৪। রক্তবর্ণ অশ্ববাহিত রথারূঢ়। ৫। শ্বেতাশ্ববাহ অর্জ্জুনের।

হইলেন। জয়শীল অর্জ্জুন কাঞ্চনরথারোহী আচার্য্যকে সমীপে আগমন করিতে দেখিয়া উত্তরকে কহিলেন, "উত্তর! যাঁহার প্রকাণ্ড দণ্ডমণ্ডিত ধ্বজে বহু-পতাকালঙ্কৃত কাঞ্চনবেদী সমুচ্ছ্রিত[১] রহিয়াছে, যাঁহার রথে স্নিগ্ধ প্রবালসদৃশ শোণবর্ণ প্রকাণ্ড তুরঙ্গ-সকল সংযোজিত আছে, যিনি যোদ্ধৃগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, রূপবান্, বলবান্, প্রতাপবান্ শুক্রের ন্যায় বুদ্ধিমান্ ও বৃহস্পতির ন্যায় নীতিমান্; বেদচতুষ্টয়, ব্রহ্মচর্য্য, ক্ষমা, দম, সত্য, আর্জ্জব প্রভৃতি গুণ-সমূহে বিভূষিত এবং সংহারসমবেত সমুদয় দিব্যাস্ত্র ও ধনুর্ব্বেদের একমাত্র আধার, উনি ভরদ্বাজনন্দন আচার্য্য দ্রোণ। আমি উঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে অভিলাষ করি। অতএব শীঘ্র রথচালনা করিয়া আমাকে আচার্য্য-সন্নিধানে লইয়া যাও।"

বিরাটনন্দন কুন্তীনন্দনের বাক্যানুসারে দ্রোণ-রথাভিমুখে হেমভূষণ অশ্বগণকে পরিচালনা করিলেন। যেমন কোন মত্ত-মাতঙ্গ অন্য মাতঙ্গের অভিমুখীন হয়, সেইরূপ দ্রোণাচার্য্য সমীপাগত মহারথ কৌন্তেয়ের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। অনন্তর ভেরীশতনিনাদানু-কারী শঙ্খধ্বনি সমুত্থিত হইল; সৈন্য উদ্ধূত[২] সাগরের ন্যায় সংক্ষোভিত হইয়া উঠিল। শোণিতবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ অশ্বসকল একত্র হইলে সকলে বিস্মিত হইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গুরু ও শিষ্য উভয়েই মহাবীর; উভয়েই মহাবল-পরাক্রান্ত; উভয়েই কৃতবিদ্য, উভয়েই দুর্জ্জয় এবং উভয়েই মহানুভব। ঈদৃশ উভয় বীর সংগ্রামমুখে পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছেন দেখিয়া অতি মহতী ভারতী সেনা কম্পমান হইতে লাগিল। তখন মহাবাহু ধনঞ্জয় প্রীতিপ্রফুল্লবদনে দ্রোণাচার্য্যকে অভিবাদন করিয়া মধুরবাক্যে বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন, "হে সমরদুর্জ্জয়! আমরা বনবাসী হইয়াছিলাম; এক্ষণে তাহার প্রতিবিধান করিতে উৎসুক হইয়াছি, অতএব আমাদিগের প্রতি জাতক্রোধ হইবেন না। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আপনি প্রথমে প্রহার না করিলে আপনাকে কদাচ প্রহার করিব না; এক্ষণে আপনি তাহা করুন।"

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য ধনঞ্জয়ের প্রতি শর নিক্ষেপ করিলে তিনি লঘুহস্ততানিবন্ধন দূর হইতে তাহা খণ্ড খণ্ড করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্যও তৎক্ষণাৎ পার্থের কোপানল প্রজ্বলিত করিবার জন্যই যেন শর সহস্র দ্বারা তাঁহার রথ ও অশ্বগণ আচ্ছাদিত করিলেন। এইরূপে দ্রোণার্জ্জুনের সমরকৃত্য সমারব্ধ হইল। তাঁহারা উভয়েই বিখ্যাতকর্ম্মা, উভয়েই দিব্যাস্ত্রবিশারদ; অতএব উভয়ে শরজাল বর্ষণ করিয়া তত্রস্থ সমস্ত ভূপতি ও অন্যান্য যোদ্ধৃগণকে বিমোহিত করিলেন। তাহারা ধনঞ্জয়কে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "ধনঞ্জয় ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি দ্রোণাচার্য্যের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইবে? ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কি ভয়ানক! ধনঞ্জয় আচার্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন!"

এদিকে বীরদ্বয় পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া রোষা-বেশে শরসমূহ দ্বারা পরস্পরকে আচ্ছাদন করিতে লাগিলেন। জাতক্রোধ ভারদ্বাজ দুর্দ্ধর্ষ শরাসন বিস্ফারিত করিয়া ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহার নিক্ষিপ্ত নিশিত শরজালে দিবাকরের প্রভা আচ্ছাদিত হইল। যেমন ধারাধর[১] বৃষ্টিধারায় ধরাধরকে[২] আচ্ছন্ন করে সেইরূপ মহারথ পার্থ শানিত শরসমূহ দ্রোণাচার্য্যকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। তিনি প্রফুল্লচিত্তে গাণ্ডীব গ্রহণপূর্ব্বক সুবর্ণখচিত বিচিত্র শরসমূহ নিক্ষেপ করিয়া ভারদ্বাজের শরবর্ষণ নিবারণ করিলেন। তাহার চাপবিনির্ম্মুক্ত শরজালে অদ্ভুত ব্যাপার উপস্থিত হইল। তিনি রথারোহণপূর্ব্বক বিচরণপূর্ব্বক যুগপৎ চতুর্দ্দিকে অস্ত্রজাল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। গগনমণ্ডল যেন অবিচ্ছিন্ন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। দ্রোণাচার্য্য যেন নীহারপরিবৃত হইয়া একেবারে অদৃশ্য হইলেন। প্রজ্বলিত পাবক-পরিবৃত পর্ব্বতের যেরূপ শোভা হয়, ধনঞ্জয়ের শরসমূহে আচ্ছাদিত দ্রোণাচার্য্যের রূপও সেইরূপ প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

রণবিশারদ দ্রোণাচার্য্য স্বীয় রথ পার্থ-শরজালে আচ্ছাদিত দেখিয়া শরাসন বিস্ফোরণ করিলেন; তখন তাঁহার আকৃতি অগ্নিচক্রের ন্যায় ও শব্দ মেঘধ্বনির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি যখন অর্জ্জুনের নিক্ষিপ্ত শরসমূহ প্রতিহত করেন, তখন তাহা হইতে দহ্যমান বংশের ন্যায় ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। তিনি স্বচাপবিনির্গত কাঞ্চনময় শর-সমূহে সমুদয় দিক্ ও সূর্য্যের প্রভা আচ্ছাদিত করিলেন। তাঁহার কাঞ্চনপুঙ্খ নতপর্ব্ব শরসমূহ সংহত হইয়া

১। উচ্চে উত্তোলিত। ২। উদ্বেলিত।

১। মেঘ। ২। পর্ব্বত।

গগনমণ্ডলে সমুত্থিত হইলে একমাত্র দীর্ঘশর[1] বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল।

এইরূপে তাঁহাদিগের কাঞ্চনপুঙ্খ শরসমূহে গগনমণ্ডল উল্কাপরিবৃতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন তাঁহাদিগের কঙ্কপত্রবিভূষিত শরজাল আকাশবিহারী হংসপংক্তির ন্যায় শোভা ধারণ করিল। বৃত্রাসুরের সহিত পুরন্দরের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, দ্রোণ ও ধনঞ্জয়ের যুদ্ধও সেইরূপ হইতে লাগিল। যেমন করিযুগল বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা পরস্পরকে আক্রমণ করে, সেইরূপ রণবিশারদ বীরদ্বয় রোষাবিষ্ট হইয়া দিব্যাস্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

দ্রোণাচার্য্যের পরাজয়

জয়শীল অর্জ্জুন দর্শকগণের সমক্ষে শরজাল বর্ষণ করিয়া আচার্য্যসমুৎসৃষ্ট শিলাশিত[2] শরসমূহ নিবারণপূর্ব্বক আকাশমণ্ডল আচ্ছাদিত করিলেন। আচার্য্যপ্রধান ভারদ্বাজ উগ্রতেজাঃ অর্জ্জুনকে জিঘাংসাপরবশ নিরীক্ষণ করিয়া সন্নতপর্ব্ব শরসমূহ দ্বারা তাঁহার শর-সমুদয় নিবারণ করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধ দেবদানবযুদ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্য ঐন্দ্র, বায়ব্য ও আগ্নেয় অস্ত্র-সমুদয় নিক্ষেপ করিবামাত্র বীরবর ধনঞ্জয় স্বীয় অস্ত্র দ্বারা তৎসমুদয় সংহার করিলেন। পর্ব্বতোপরি অনবরত বজ্রপাত হইলে যেরূপ শ্রবণবিদারণ অতি ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হয়, অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত শরসমূহ সৈন্যগণের শরীরে নিপতিত হইয়া সেইরূপ শব্দ উৎপাদন করিতে লাগিল। তখন হস্তী, অশ্ব ও রথ-সমুদয় শোণিতাক্ত হইয়া কুসুমিত কিংশুক-বৃক্ষের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল। সৈন্যগণ সংগ্রামে কেয়ূরবিভূষিত বাহু, বিচিত্র রথ, সুবর্ণময় কবচ ও ধ্বজসকল বিনিপাতিত এবং বীর-সকল নিহত হইয়াছে অবলোকন করিয়া একান্ত উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা সেই ঘোরতর যুদ্ধে শরাসন কম্পিত করিয়া শরজাল দ্বারা প্রাণপণে পরস্পরকে সমাবৃত ও ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অন্তরীক্ষে দ্রোণাচার্য্যের প্রশংসাসূচক শব্দ সমুত্থিত হইল এই যে, "ভারদ্বাজ অতি দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন; যে অর্জ্জুন দেব ও দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, ইনি সেই মহাবীর দৃঢ়মুষ্টি দুর্দ্ধর্ষ ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন।" পরে দ্রোণাচার্য্য ধনঞ্জয়ের অভ্রান্ততা, শিক্ষা, লঘুহস্ততা[1] ও দূরদর্শিতা অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

অনন্তর কৌন্তেয় অমর্ষপরিপূরিত-চিত্তে গাণ্ডীবধনু সমুদ্যত করিয়া দুই হস্তে আকর্ষণ করিলেন। তখন সকলে শলভশ্রেণীর ন্যায় তাঁহার বাণবর্ষণ অবলোকনে বিস্মিত হইয়া সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। তিনি এরূপ অবিচ্ছিন্ন শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, সমীরণও তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না। তিনি কোন্ সময়ে শর গ্রহণ করেন ও কোন্ সময়ে শর নিক্ষেপ করেন, তাহা কেহই অনুভব করিতে পারিল না। তাঁহার গাণ্ডীব হইতে যুগপৎ শত সহস্র বাণ বিনির্গত হইয়া, দ্রোণ চার্য্যের রথ-সমীপে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিল। সৈন্যগণ দ্রোণাচার্য্যকে অর্জ্জুনশরে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। পুরন্দর এবং তত্রস্থ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ তাঁহার লঘুহস্ততার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রথযূথাধ্যক্ষ অশ্বত্থামা মনে মনে মহাত্মা অর্জ্জুনের বলবীর্য্যের প্রশংসা করিয়া, ক্রোধভরে সহসা রথসমূহ দ্বারা তাঁহার গতিরোধপূর্ব্বক বর্ষণশীল পর্জ্জন্যের ন্যায় শরসহস্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন অশ্বত্থামার গতিরোধ করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে প্রস্থান করিবার অবকাশ প্রদান করিলেন। ছিন্নবর্ম্মা, ছিন্নধ্বজ, ক্ষতবিক্ষতকলেবর দ্রোণাচার্য্য বেগগামী তুরঙ্গের সাহায্যে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়

অশ্বত্থামার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর অশ্বত্থামা বাণবৃষ্টি করিতে করিতে মহাবীর অর্জ্জুনের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। অর্জ্জুন প্রচণ্ড বাত্যার[2]

১। বাণের পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত বাণ—এইরূপে বাণে বাণে মিলিত হইয়া দীর্ঘাকার। ২। প্রস্তরে শাণিত।

১। শীঘ্রহস্তে বাণনিক্ষেপপটুতা। ২। প্রবল বায়ু—ঝড়।

ন্যায় অশ্বত্থামাকে সমীপবর্ত্তী দেখিয়া অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাদিগের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বোধ হইল যেন, পুনরায় দেবাসুর-সংগ্রাম সমুপস্থিত। নভোমণ্ডল শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল ; দিনকর আর দৃষ্টিগোচর হয় না। বায়ুসঞ্চার একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেল ; দহ্যমান বংশের ন্যায় অনবরত চটচটা-শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। ইত্যবসরে অর্জ্জুন অশ্বত্থামার অশ্বগণকে সাতিশয় প্রহার করিলে অশ্বসকল প্রহারবলে একান্ত বিমোহিত হইয়া কোন্ দিকে গমন করিবে কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না।

অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা সুযোগক্রমে ক্ষুরধার ক্ষুরপ্র দ্বারা গাণ্ডীবের মৌর্ব্বী[১] ছেদন করিলেন। দেবগণ এই অদ্ভুত কার্য্য সন্দর্শন করিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এ দিকে দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ ও কৃপাচার্য্য, ইঁহারাও বারংবার অশ্বত্থামার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। পরে অশ্বত্থামা রুচির[২]শরাসন আকর্ষণ করিয়া পার্থের হৃদয়ে শরাঘাত করিলে পর, তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া বলবীর্য্য সহকারে গাণ্ডীবে অভিনব জ্যা-রোপণ করিলেন এবং যাদৃশ যূথপতি হস্তী অপর মত্ত-মাতঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি গাণ্ডীব শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ; উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। কৌরবগণ বিস্ময়-বিস্ফারিতলোচনে সেই লোমহর্ষণ সংগ্রাম সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পরস্পর প্রজ্বলিত পন্নগের ন্যায় শরপ্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। অশ্বত্থামা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরক্ষেপ করাতে অতি শীঘ্রই তাঁহার শরক্ষয় হইল ; কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুনের তূণীরদ্বয় অক্ষয়, সুতরাং কোনক্রমেই তাঁহার শরক্ষয় হইল না। এই নিমিত্ত তিনি অশ্বত্থামা অপেক্ষা সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিলেন এবং রণস্থলে অচলের ন্যায় নির্ভীকচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সূর্য্যকুমার কর্ণ উৎকৃষ্ট কার্ম্মুক আকর্ষণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রণস্থলে সহসা হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল। অর্জ্জুন তখন ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিবামাত্র কর্ণকে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ দেখিয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন এবং জিঘাংসাপরবশ হইয়া আকেকর[১]-নেত্রে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে কৌরবাধিকৃত পুরুষেরা সত্বর অশ্বত্থামার বহুসংখ্যক শর আহরণ করিল। অর্জ্জুন রোষকষায়িতলোচনে কর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়া দ্বৈরথ-যুদ্ধের অভিলাষে তাঁহাকে কহিলেন।

ষষ্টিতম অধ্যায়

কর্ণের সহিত অর্জ্জুনের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে কর্ণ! ভূমণ্ডলে তোমার সদৃশ যোদ্ধা নাই বলিয়া তুমি পূর্ব্বে সভামধ্যে সাতিশয় অহঙ্কার প্রকাশ করিয়াছিলে ; এক্ষণে যুদ্ধ উপস্থিত, একবার আমার সহিত যুদ্ধ কর, তাহা হইলে তুমি আপনার পরাক্রম জানিতে পারিবে ও অন্যের অবমাননায় আর কদাচ প্রবৃত্ত হইবে না। তুমি ধর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক নিরন্তর কেবল পরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, এক্ষণে তোমার এই দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হওয়া নিতান্ত দুস্তর বোধ হইতেছে। তুমি আমার অসমক্ষে পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়াছিলে, আজি কৌরবগণ-সমক্ষে আমার নিকট তাহা সম্পন্ন কর। দুরাত্মারা পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভামধ্যে যখন নিগ্রহ করিয়াছিল, তখন তুমি তাহাতে বাঙ্ নিষ্পত্তি[২] না করিয়া অনায়াসে তাঁহার সেই দুরবস্থা অবলোকন করিয়াছিলে, আজি তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। ধর্ম্মপাশে বদ্ধ ছিলাম বলিয়া পূর্ব্বে ক্ষমা করিয়াছি, আজি সমরে সেই ক্রোধের প্রত্যক্ষ-ফল অবলোকন করিবে। রে দুরাত্মন্! আমি বনে দ্বাদশ বৎসর যে ক্রোধ সংবরণ করিয়াছি, তাহার সমগ্র ফল প্রাপ্ত হইবে। রে দুরাত্মন্ রাধেয়! তুই একবার আমার সহিত যুদ্ধ কর, কৌরব সৈনিকেরা প্রত্যক্ষ করুক।"

কর্ণ কহিলেন, "পার্থ! কথায় যাহা বলিলে, কার্য্যে তাহার অনুষ্ঠান কর ; অনর্থক বাক্যব্যয় করিলে কি হইবে? তোমার বাগাড়ম্বরই সার, ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে ; তোমার পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, তুমি পূর্ব্বে যে ক্ষমা করিয়াছিলে, তাহা অক্ষমতাপ্রযুক্তই হইয়াছে। তুমি পূর্ব্বে

১। ধনুকের ছিলা। ২। প্রদীপ্ত।

১। ভ্রূকুটিকুটিল। ২। উত্তর না দেওয়া—নির্ব্বাক্ থাকা।

ধর্ম্মপাশে বদ্ধ থাকিয়া যেমন স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করিতে সমর্থ হও নাই, এক্ষণে আমার নিকটেও সেইরূপ বদ্ধ আছ; কিন্তু কেবল অবিমৃষ্যকারিতা[1] প্রযুক্তই আপনাকে বিমুক্ত বোধ করিতেছ। তুমি প্রতিজ্ঞানুসারে বনে বাস করিয়া সাতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছ, এই নিমিত্ত তুমি এক্ষণে ক্রোধে অন্ধ হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিবার মানস করিতেছ, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আজি যদি তোমার সাহায্যার্থে স্বয়ং দেবরাজ আসিয়া যুদ্ধ করেন, তাহা হইলেও আমার কিছুমাত্র হানি নাই। আমি মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতেছি, সমরে অপরিমিত বল-বিক্রম প্রকাশ করিতে কদাচ পরাঙ্মুখ হইব না। হে কৌন্তেয়! তোমার এই সমরাভিলাষ অচিরকাল-মধ্যেই নিবৃত্ত হইবে, তুমি যুদ্ধ করিলেই আমার বলবিক্রম অবগত হইতে পারিবে।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "রে রাধেয়! তুই এইমাত্র রণস্থল হইতে পলায়নপূর্ব্বক আপনার জীবন রক্ষা করিয়াছিস্, কিন্তু এ দিকে তোর অনুজ নিহত হইয়াছে; তথাপি তুই সাধুসমাজে আত্মশ্লাঘা করিতেছিস্, অতএব তোর সমান নির্লজ্জ ও কাপুরুষ আর ভূমণ্ডলে দৃষ্টিগোচর হয় না।"

জয়শীল অর্জ্জুন এই কথা বলিতে বলিতে বর্ম্মভেদী বাণ বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখীন হইলে তিনিও তৎক্ষণাৎ প্রহৃষ্টমনে অর্জ্জুনের প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক্ ঘোরতর শরজালে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল এবং তাঁহার অশ্বগণ বিদ্ধ হইতে লাগিল। অর্জ্জুন অসহমান হইয়া আনতপর্ব্ব নিশিত শরাঘাতে কর্ণের তূণীররজ্জু ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ অন্য এক তূণীর হইতে বাণ গ্রহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের হস্ত বিদ্ধ করিবামাত্র তাঁহার মুষ্টি শিথিল হইল। অনন্তর মহাবাহু অর্জ্জুন কর্ণের শরাসনচ্ছেদন করিলে তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি শক্তিনিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন বাণ দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহা নিরাকরণ করিলেন। পরে এককালে অসংখ্য কর্ণ-সৈন্য প্রচণ্ডবেগে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলে তিনি শরাঘাতে সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিলেন এবং আকর্ণ শরসন্ধানপূর্ব্বক কর্ণের অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। পরে কর্ণের বক্ষঃস্থলে প্রজ্বলিত সুতীক্ষ্ণ এক শরাঘাত করিলেন। সেই বাণ বর্ম্ম ভেদ করিয়া তাঁহার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি বিকলেন্দ্রিয় ও মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন; কিন্তু তখন কি হইল, কিছুই জানিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর কর্ণ চৈতন্যলাভ করিয়া দুঃসহ বেদনায় অধীর হইয়া রণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উত্তরদিকে পলায়ন করিলেন। এ দিকে মহাবীর অর্জ্জুন ও উত্তর উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন।

১। হঠকারিতা—বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করা।

একষষ্টিতম অধ্যায়

ভীষ্মসহ অর্জ্জুনের যুদ্ধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন কর্ণকে পরাজয় করিয়া উত্তরকে কহিলেন, "হে রাজকুমার! যে স্থানে হিরণ্ময় তালবৃক্ষ বিরাজিত রহিয়াছে, যে স্থানে অমরদর্শন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে আমার সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে রথারোহণপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছেন, ঐ স্থানে রথ লইয়া যাও।" তখন বিরাট-তনয় উত্তর অনবরত শরজালে জর্জ্জরিতকলেবর ও হস্তী, অশ্ব ও রথসঙ্কুল সৈন্যমণ্ডলী নিরীক্ষণে নিতান্ত ভীত হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, "হে মহাভাগ! আমি আপনার অশ্বগণের রশ্মি সংযত করিয়া রাখিতে নিতান্ত অসমর্থ হইতেছি; আমার সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন ও মন একান্ত বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আপনি ও কৌরবগণ যে সমস্ত দিব্য শরজাল প্রয়োগ করিতেছেন, বোধ হয় যেন, তাহার প্রভাবে দশদিক্ দ্রবীভূত হইতেছে। আমি মেদ, রুধির ও বসাগন্ধে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়াছি; আজি এই সকল অলৌকিক ব্যাপার অবলোকন করিয়া আমার মন সাতিশয় অবসন্ন ও বিবেকশূন্য হইতেছে।

আমি পূর্ব্বে এরূপ বীরসমাগম কদাচ নিরীক্ষণ করি নাই। এক্ষণে সুমহৎ গদাঘাত, শঙ্খধ্বনি, সিংহনাদ, মাতঙ্গবৃংহিত ও অশনিনির্ঘোষসদৃশ গাণ্ডীবরব দ্বারা আমার কর্ণকুহর বধির, স্মৃতিভ্রংশ ও চেতনা বিনষ্ট হইয়াছে। আপনাকে অলাতচক্র-প্রতিম গাণ্ডীব আকর্ষণ করিতে দেখিয়া আমার দৃষ্টি বিচলিত ও হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। ক্রোধোদ্ধত

ভগবান্ ব্যোমকেশের ন্যায় আপনার এই উগ্রমূর্ত্তি ও অর্গলতুল্য ভুজযুগল অবলোকন করিয়া আমার অন্তঃকরণে অপরিসীম ভয়সঞ্চার হইতেছে। আপনি কখন বাণ গ্রহণ করিতেছেন ও কখনই বা প্রয়োগ করিতেছেন, আমি তাহা কিছুই অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছি না। ফলতঃ রণক্ষেত্রে আপনার ক্ষিপ্রকারিতা সন্দর্শনপূর্ব্বক আমি নিতান্ত বিচেতন হইয়া উঠিয়াছি। বোধ হইতেছে যেন, ভূমণ্ডল নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে। এক্ষণে আমি আর কশাঘাত ও অশ্বরশ্মি গ্রহণ করিতে একান্ত অসমর্থ হইলাম।"

সমর-ভীত উত্তরকে আশ্বাসন

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে উত্তর! তুমি ভীত হইও না; সুবিখ্যাত মৎস্যরাজকুলে উৎপন্ন হইয়া রণস্থলে আশ্চর্য্য কার্য্যসকল সংসাধন করিয়াছ; এক্ষণে কি নিমিত্ত অবসন্ন হইতেছ? ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক পুনরায় অশ্ব সংযত কর, অবিলম্বে ভীষ্মদেবের সন্নিধানে যাইতে হইবে; আমি তাঁহার মৌর্ব্বীচ্ছেদন করিব। যাদৃশ মেঘ হইতে সৌদামিনীদাম বিনির্গত হইয়া থাকে, তদ্রূপ আজি আমি রণস্থলে দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করিব। তখন কৌরবগণ আমার এই সুবর্ণ-পৃষ্ঠ গাণ্ডীব নিরীক্ষণপূর্ব্বক উহার দক্ষিণ কি বাম পার্শ্ব হইতে শরনিকর নির্গত হইতেছে, ইহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক করিবে সন্দেহ নাই।

আজি আমি রথাবর্ত্তবতী[১] নাগনক্রশালিনী[২] অরি-নাশিনী শত্রুগণের শোণিততরঙ্গিণী[৩] আলোড়িত করিব এবং কর, চরণ, শির, পৃষ্ঠ ও বাহুশাখাসঙ্কুল কুরু-কানন অবলীলাক্রমে ছেদন করিব। যেমন অরণ্যমধ্যে দহনোন্মুখ পাবকের গতি অপ্রতিহত হইয়া থাকে, তদ্রূপ যখন আমি একাকী কৌরবসেনা সকল সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইব, তখন কেহই আমার গতিরোধ করিতে পারিবে না। আমি বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়াছি, আজি তুমি তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে। এক্ষণে বন্ধুর[৪] প্রদেশে রথ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব সাবধানে অবস্থান কর। আজি আমি নভোমণ্ডলগামী অতি বিপুল পর্ব্বত বিদীর্ণ করিব। পূর্ব্বে আমি দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশানুসারে শত সহস্র পৌলোম ও কালঞ্জকদিগকে সংহার করিয়াছি; দেবরাজ হইতে দৃঢ়মুষ্টি ও ভগবান্ ব্রহ্মা হইতে ক্ষিপ্রহস্ততা শিক্ষা করিয়াছি; রুদ্রদেব হইতে রৌদ্রাস্ত্র, বরুণ হইতে বারুণাস্ত্র, অগ্নি হইতে আগ্নেয়াস্ত্র, বায়ু হইতে বায়ব্যাস্ত্র এবং দেবরাজ ইন্দ্র হইতে বজ্র প্রভৃতি সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি কদাচ ভীত হইও না; প্রবল বায়ু যেমন শীর্ণ কূলস্থ পাদপ-সমূহকে উন্মূলন করে, তদ্রূপ আজি তোমার সমক্ষে ষষ্টি সহস্র পয়োনিধিপারবর্ত্তী[১] হিরণ্যপুর-বাসিগণকে পরাজয় করিয়া কুরুকুল নির্ম্মূল করিব এবং ধ্বজবৃক্ষশালী, পত্তি[২] তৃণসম্পন্ন, রথিসিংহসমাকীর্ণ কৌরববন অস্ত্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিব এবং অসহায় হইয়া আজি সমস্ত কৌরবসেনা সেই বাণসমূহ দ্বারা সংহার করিব।"

অনন্তর উত্তর মহাবীর অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া ভীষ্মরক্ষিত সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ক্রূরকর্ম্মা ভীষ্ম জিগীষাপরবশ অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার পথরোধ করিলে তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার ধ্বজদণ্ড ছেদন করিলেন।

অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত দুঃশাসন, বিকর্ণ, দুঃসহ ও বিবিংশতি, ইঁহারা আসিয়া অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। দুঃশাসন ভল্লাস্ত্র দ্বারা উত্তরকে বিদ্ধ করিয়া অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। তখন অর্জ্জুন নিশিতধার শর দ্বারা কার্ম্মুক ছেদন করিয়া পঞ্চ সায়কে তাঁহার অতি বিশাল বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। পরে দুঃশাসন পার্থশরনিপীড়িত ও তৎক্ষণাৎ সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া সত্বর সে স্থান হইতে অপসৃত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর বিকর্ণ অর্জ্জুনের প্রতি অতি তীক্ষ্ণ শরপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন শাণিত সায়ক দ্বারা অবিলম্বে বিকর্ণের ললাটদেশ বিদ্ধ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ রথ হইতে নিপতিত হইলেন। অনন্তর দুঃসহ ও বিবিংশতি বিকর্ণের প্রাণরক্ষা করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন ধনঞ্জয় শরপ্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে একান্ত জর্জ্জরিত করিয়া তাঁহাদিগের অশ্বসকল বিনাশ করিলেন।

১—৩। আবর্ত্ত—ঘূর্ণ্যমান জলমধ্যস্থ গর্ত্ত; হস্তী—কুম্ভীর; জল—শত্রু-শোণিত এবংবিধ নদীরূপ সমরস্রোত। ৪। নতোন্নত—উঁচুনীচু স্থান।

১। সমুদ্রের পরপারবাসী। ২। পদাতি।

অধিকৃত লোকসকল তাঁহাদিগকে অন্য রথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপসারিত করিল। তখন অর্জ্জুন অপ্রতিহত প্রভাবে রণস্থলে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

অর্জ্জুনসহ কৌরবগণের তুমুল যুদ্ধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ। তখন কৌরব-পক্ষীয় সমুদয় মহারথগণ একত্র হইয়া অর্জ্জুনকে শরাঘাত করিতে লাগিলেন; মহাবীর ধনঞ্জয়ও শরজাল দ্বারা তাঁহাদিগকে আচ্ছাদিত করিলেন। অশ্বগণের হ্রেষা, করিকুলের বৃংহিত এবং ভেরী ও শঙ্খের নিনাদ একত্র হওয়াতে এক তুমুল শব্দ সমুপস্থিত হইল। অর্জ্জুন-নির্ম্মুক্ত শরনিকর অশ্ব ও করি-সমুদয়ের দেহ এবং লৌহময় কবচ-সকল ভেদ করিয়া বিনির্গত হইতে লাগিল। যেমন শরৎ-কালীন দিবাকর মধ্যাহ্নসময়ে স্বীয় প্রখর কিরণজাল নিক্ষেপ করেন, তদ্রূপ মহাতেজস্বী ধনঞ্জয় রণস্থলে অনবরত বাণ-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কৌরবপক্ষীয় রথিসকল রথ হইতে ও অশ্বারোহিগণ অশ্ব হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ভয়চকিত-মনে পলায়ন করিতে লাগিলেন। পদাতিগণ প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। অর্জ্জুনের সুশাণিত শরনিকরে বীরপুরুষগণের তাম্র, রজত ও লৌহময় বর্ম্ম সমুদয় ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে কঠোর শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। গতজীবিত গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথোপাস্থ হইতে নিপতিত জন-সমুদয়ের কলেবরে রণক্ষেত্র একেবারে ব্যপ্ত হইয়া উঠিল। তখন বোধ হইতে লাগিল, মহাবীর ধনঞ্জয় শরাসন হস্তে করিয়া যেন নৃত্য করিতেছেন। বজ্রনির্ঘোষসদৃশ গাণ্ডীব-নিনাদ শ্রবণে সমুদয় সৈন্য বিত্রস্ত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। কুণ্ডল ও উষ্ণীষশোভিত দিব্যমাল্যবিভূষিত মস্তক-সকল রণক্ষেত্রে নিপতিত হইল। বাণ দ্বারা ছিন্নকায়, দিব্যাভরণভূষিত, কার্ম্মুকযুক্ত হস্ত ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রণস্থল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সৈন্যগণের মস্তক-সমুদয় নিশিত সায়কে ছিন্ন হইয়া নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, আকাশমণ্ডল হইতে শিলাবৃষ্টি হইতেছে।

মহাবীর ধনঞ্জয় ইতিপূর্ব্বে ত্রয়োদশ বৎসর অবরুদ্ধ ছিলেন; এক্ষণে অবসর প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের উপর ক্রোধাগ্নি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধরগণ অর্জ্জুনের শরানলে সৈন্য সকল দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া দুর্য্যোধনের সমক্ষেই ভগ্নোৎসাহ হইয়া উঠিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে মহারথগণকে ত্রাসিত ও বিদ্রাবিত করিয়া প্রভূত সৈন্যসংক্ষয় করিয়া রণক্ষেত্র-মধ্যে কবচোষ্ণীষসঙ্কুল, শ্বাপদগণ-নিনাদিত, ক্রব্যাদ[১]-নিষেবিত, অতি ভয়ঙ্কর শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন; দেখিলে বোধ হয় যেন, যুগান্তে কাল কর্ত্তৃক উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাতে অস্থিসকল শৈবালের ন্যায়, শরাসন-সকল ভেলার ন্যায়, মুক্তাহারজাল উর্ম্মিমালার ন্যায়, কেশকলাপ শাদ্বলের[২] ন্যায়, অলঙ্কারনিকর বুদ্বুদের ন্যায়, মাতঙ্গগণ কূর্ম্মের ন্যায়, তীক্ষ্ণ শস্ত্র-সকল গ্রাহের[৩] ন্যায়, শরসমূহ আবর্ত্তের[৪] ন্যায় ও বৃহৎ বৃহৎ রথসমূহ মহাদ্বীপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তৎকালে মহাবীর ধনঞ্জয় যে কখন শর গ্রহণ করিতেছেন, কখন শর-সন্ধান করিতেছেন, কখন শর নিক্ষেপ করিতেছেন এবং কখনই বা গাণ্ডীব আকর্ষণ করিতে-ছেন, ইহা কেহই অবগত হইতে পারিল না।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

সঙ্কুল যুদ্ধে পুনঃ কৌরব-পরাজয়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্। অনন্তর দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, বিবিংশতি, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও মহারথ কৃপাচার্য্য ইঁহারা ধনঞ্জয়কে বধ করিবার নিমিত্ত পুনরায় সুদৃঢ় শরাসন বিস্ফারিত করিয়া গমন করিলেন; ধনঞ্জয়ও বিকীর্ণপতাক[৫] রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। তখন মহারথ কর্ণ ও দ্রোণ অনতিদূর হইতে বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ শরসমূহ বর্ষণ করিয়া অর্জ্জুনকে এরূপ আচ্ছাদিত করিলেন যে, তাঁহার কলেবরে দুই অঙ্গুলিমাত্র স্থানও অনাচ্ছন্ন লক্ষিত হইল না।

তখন মহাবীর অর্জ্জুন হাস্য করিয়া গাণ্ডীবে সূর্য্যসঙ্কাশ ঐন্দ্র অস্ত্র সংযোজন করিলেন। সেই

১। আমমাংসভোজী শৃগালাদি। ২। শ্যামল তৃণ। ৩। কুম্ভীরের। ৪। জলঘূর্ণি। ৫। পতাকাযুক্ত।

অস্ত্র হইতে আদিত্যের ন্যায় অংশুমালা[1] বিনির্গত হইতে লাগিল। তিনি তখন তাহা দ্বারা সমুদয় কৌরবগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন; গাণ্ডীব-শরাসন মেঘমালাবিরাজিত সৌদামিনীর ন্যায়, পর্ব্বতবিকীর্ণ[2] হুতাশনের ন্যায়, অতি বিস্তীর্ণ ইন্দ্রায়ুধের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। যেমন বিদ্যুৎ বৃষ্টিসময়ে জলধরপটলে আবির্ভূত হইয়া সমুদয় দিক্, সমস্ত ধরামণ্ডল ও নভোমণ্ডল বিদ্যোতিত[3] করে, সেইরূপ সমাকৃষ্ট গাণ্ডীব-ধনুও দশদিক্ উদ্ভাসিত করিল। হস্তী ও রথিসকল মুগ্ধ হইল, ত্যক্তায়ুধ যোদ্ধৃগণ বিহ্বল হইয়া উঠিল এবং অন্যান্য সৈনিক পুরুষেরা অচেতন হইয়া সমর-পরাঙ্মুখ হইল। এইরূপে সৈন্যগণ সমর পরিহার করিয়া স্ব স্ব জীবিতপ্রত্যাশা[4] পরিত্যাগপূর্ব্বক দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিতে লাগিল।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

ভীষ্মসহ অর্জ্জুন-যুদ্ধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! তখন কুরুকুলাগ্রগণ্য মহাবীর ভীষ্ম বহুসংখ্যক যোদ্ধৃগণকে বিনষ্ট হইতে নিরীক্ষণ করিয়া অতি পরিষ্কৃত মহাশরাসন ও মর্ম্মভেদী সুতীক্ষ্ণ শর-সমুদয় গ্রহণপূর্ব্বক মহাবেগে ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইলেন। সূর্য্যোদয়ে পর্ব্বতের যেরূপ শোভা হয়, তাঁহার মস্তকোপরি পাণ্ডুবর্ণ আতপত্র থাকাতে সেইরূপ শোভা হইতে লাগিল। মহাবীর শান্তনুনন্দন শঙ্খনিনাদে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে হৃষ্ট করিয়া দক্ষিণদিক্ দিয়া গমনপূর্ব্বক পার্থকে আক্রমণ করিলেন। অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন ভীষ্মকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন মহাবীর ভীষ্ম অর্জ্জুনের ধ্বজে শ্বসমান[5] ভুজঙ্গের ন্যায় অষ্ট শর নিক্ষেপ করিলে তত্রস্থ কপি ও অন্যান্য জন্তু সকল বিদ্ধ হইল। ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে রোষপরবশ হইয়া সুতীক্ষ্ণ ভল্ল প্রহার করিয়া ভীষ্মের ছত্র ও ধ্বজ ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত এবং বাণাঘাতে তাঁহার অশ্বগণ, পার্ষ্ণি[6] ও সারথিকে সংহার করিলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে অর্জ্জুন বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন, তথাপি তৎকর্ত্তৃক স্বীয় ধ্বজচ্ছত্র প্রভৃতি বিনষ্ট হইল অবলোকন করিয়া রোষান্বিত-চিত্তে তাঁহার উপর দিব্যাস্ত্র-সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও স্বীয় পিতামহের প্রতি শরসন্ধান করিতে নিবৃত্ত হইলেন না। পূর্ব্বে বলি ও বাসবের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে অর্জ্জুন ও ভীষ্মের সেইরূপ তুমুল ও লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। যাবতীয় কৌরবগণ, যোদ্ধৃগণ ও সেনা-সমুদয় বিস্ময়াবিষ্ট-চিত্তে তাঁহাদিগের সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিলেন। সেই বীর পুরুষদ্বয় কর্ত্তৃক নির্ম্মুক্ত ভল্লনিচয় অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া বর্ষাকালীন খদ্যোতমালার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর পার্থ শরনিক্ষেপসময়ে সত্বর একবার বাম ও একবার দক্ষিণহস্তে গাণ্ডীব গ্রহণ করাতে উহা অলাতচক্রের[1] ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া উঠিল।

মেঘ যেমন বারিধারায় পর্ব্বতকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় শত সায়ক দ্বারা ভীষ্মকে আচ্ছাদিত করিলেন। যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ শান্তনুতনয় মুহূর্ত্তকালমধ্যে অর্জ্জুনের শরজাল ছেদন করিয়া তাঁহার রথসমীপে পাতিত করিলেন। তখন অর্জ্জুনের রথ হইতে পুনরায় শলভরাজি[2]সদৃশ সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকর বিনির্গত হইয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ নিশিত শত সায়ক নিক্ষেপ করিয়া তৎসমুদয় নিরাকরণ করিলেন। তখন সমুদয় কৌরবগণ ভীষ্মকে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "মহাবল-পরাক্রান্ত শান্তনুতনয় অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কি অসমসাহসিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন! মহাবীর ধনঞ্জয় বলবান্ যুবা, দক্ষ ও লঘুহস্ত। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, দেবকীসুত কৃষ্ণ ও ভরদ্বাজতনয় দ্রোণাচার্য্য ব্যতীত ঐ মহাবীরের সহিত যুদ্ধ করা কাহার সাধ্য?"

অনন্তর সেই কুরুবংশাবতংস বীরপুরুষদ্বয় পরস্পর অস্ত্রনিয়োগপূর্ব্বক সমরক্রীড়া করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিলেন। তাঁহারা প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, আগ্নেয়, রৌদ্র, কৌবের, বারুণ, যাম্য ও বায়ব্য প্রভৃতি অস্ত্রসকল প্রয়োগপূর্ব্বক সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সমুদয় বীর বিস্মিত হইয়া কেহ কেহ

১। কিরণজাল। ২। আগ্নেয়গিরি সমুত্থিত। ৩। প্রভাময়—আলোকিত। ৪। বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা। ৫। সরোষ শ্বাসত্যাগকারী। ৬। পার্ষ্ণিরক্ষক।

১। ঘূর্ণ্যমান কুম্ভকারের চক্র। ২। পতঙ্গশ্রেণী।

'সাধু পার্থ', কেহ বা 'সাধু ভীষ্ম' বলিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং কহিল, "আমরা মনুষ্য-লোকে এতাদৃশ যুদ্ধ কদাচ নয়নগোচর করি নাই।" সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা ভীষ্ম ও অর্জ্জুন এইরূপে স্ব স্ব পরাক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক অস্ত্রযুদ্ধ করিলেন।

অনন্তর শরযুদ্ধ আরম্ভ হইল। অর্জ্জুন ক্ষুরধার সায়ক দ্বারা ভীষ্মের শরাসন ছেদন করিলে তিনি তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য চাপ গ্রহণ ও তাহাতে জ্যারোপণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি বহুসংখ্যক শরসন্ধান করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও তাঁহার উপর নিশিত শর-সমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ দুই মহাবল-পরাক্রান্ত বীরপুরুষ এরূপ সত্বর বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি অধিকতর লঘুহস্ত, তাহার কিছুমাত্র বিশেষ বোধগম্য হইল না। তাঁহারা পরস্পর অনবরত শরনিক্ষেপ করাতে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে তত্রস্থ সমুদয় লোক বিস্মিত ও চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন ভীষ্মের রথ-রক্ষকগণকে নিহত ও পাতিত করিলেন। তাঁহার গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত কনকপুঙ্খবিভূষিত শর-সমুদয় আকাশ-মার্গে উত্থিত হইয়া হংসপংক্তির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

সংজ্ঞাহীন ভীষ্মসহ সারথির পলায়ন

বাসবপ্রমুখ দেবগণ অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করিয়া অর্জ্জুনের দিব্যাস্ত্র-প্রয়োগ-সকল অবলোকন করিতে লাগিলেন। প্রতাপশালী গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন পার্থের বিক্রম-দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া দেবরাজকে কহিলেন, "মহাশয়! ঐ দেখুন, পার্থ নির্ম্মুক্ত দিব্যাস্ত্রসকল যেন সংহত হইয়াই ধাবমান হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! পার্থের কি শিক্ষানৈপুণ্য! মনুষ্যমধ্যে আর কেহই ঐ সমুদয় পুরাতন মহাস্ত্রের প্রয়োগ পরিজ্ঞাত নহে। মহাবল-পরাক্রান্ত পার্থ যে কখন বাণ গ্রহণ করিতে-ছেন, কখন বাণসন্ধান করিতেছেন, কখন বাণ পরিত্যাগ করিতেছেন এবং কখনই বা গাণ্ডীব আকর্ষণ করিতেছেন, তাহা কিছুমাত্র লক্ষিত হইতেছে না। সৈন্যগণ মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের ন্যায় অর্জ্জুন ও ভীষ্মকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইতেছে না। উঁহারা উভয়ে সমান বিখ্যাতকর্ম্মা, তীব্রপরাক্রম ও দুর্জ্জয়।" সুররাজ ইন্দ্র চিত্রসেনের মুখে মহাবীর অর্জ্জুন ও ভীষ্মের প্রশংসা শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া উঁহাদিগের মস্তকে দিব্য পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম অর্জ্জুনের বামপার্শ্বে বাণাঘাত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে সহাস্যবদনে তীক্ষ্ণধার সায়ক দ্বারা ভীষ্মের শরাসন-চ্ছেদনপূর্ব্বক তাঁহার বক্ষঃস্থলে দশ বাণ বিদ্ধ করিলেন। মহাবাহু শান্তনুতনয় অর্জ্জুনের শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথকূবর[1] ধারণপূর্ব্বক বহুক্ষণ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। ভীষ্মসারথি তাঁহাকে সংজ্ঞাশূন্য দেখিয়া উপদেশবাক্য[2] স্মরণপূর্ব্বক রক্ষা করিবার অভিলাষে রথ লইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিল।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

অর্জ্জুন-যুদ্ধে দুর্য্যোধন-পলায়ন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহারথ ভীষ্ম সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া সত্বরে পলায়ন করিলে রাজা দুর্য্যোধন কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক এক প্রচণ্ড সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া সহসা অর্জ্জুনের সন্নিধানে আগমন করিলেন এবং ভল্লাস্ত্র আকর্ণ সন্ধান করিয়া সমরাঙ্গন-চারী ধনঞ্জয়ের ললাটদেশে বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন ভল্লবিদ্ধ হইয়া একশৃঙ্গসম্পন্ন নীল-পর্ব্বতের শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার ললাটদেশ হইতে অনবরত রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন সুবর্ণ-পুঙ্খশোভিত ভল্লাস্ত্র একান্ত সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া গাণ্ডীব-শরাসনে বিষাগ্নিসদৃশ শরসন্ধান করিয়া দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহাদের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বিকর্ণ উত্তুঙ্গ পর্ব্বতসন্নিভ এক মত্ত-মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া মহাবেগে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। অর্জ্জুন সেই মাতঙ্গের কুম্ভমণ্ডল[3] লক্ষ্য করিয়া আকর্ণ সন্ধানপূর্ব্বক এক শর পরিত্যাগ করিলেন। যেমন দেবরাজ-বিসৃষ্ট বজ্র পর্ব্বতশৃঙ্গ বিদীর্ণ করে, তদ্রূপ অর্জ্জুনশর সেই করিবরের কুম্ভদেশ বিদারণপূর্ব্বক পৃথিবীতে প্রবেশ করিল।

১। রথের অংশবিশেষ—যে স্থানে যুগকাষ্ঠ সংলগ্ন থাকে।
২। সারথির নীতি। ৩। মস্তকের নিম্নস্থান।

তখন সেই নাগরাজ নিতান্ত ব্যথিত ও কম্পিতকলেবর হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূপৃষ্ঠে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তদ্দর্শনে বিকর্ণ নিতান্ত ভীত ও সহসা সেই করিরাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দ্রুতপদসঞ্চারে এক শত অষ্ট পদ গমন করিয়া বিবিংশতির রথে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন সেইরূপ আর একটি শর দ্বারা দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া যোদ্ধগণের প্রতি অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন যোদ্ধগণ অর্জ্জুন-শরে ক্ষত বিক্ষতকলেবর হইয়া সত্বর তথা হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। দুর্য্যোধন এই অদ্ভুত ব্যাপার-সকল অবলোকন ও শ্রবণ করিয়া সহসা অর্জ্জুন শূন্য প্রদেশে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন অর্জ্জুন সেই ভীমরূপী বাণবিদ্ধ রুধিরোক্ষিতকলেবর[১] দুর্য্যোধনকে রণস্থল হইতে প্রস্থান করিতে দেখিয়া আস্ফালনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে দুর্য্যোধন! তুমি সমরভূমি হইতে পলায়ন করিয়া কি নিমিত্ত মহীয়সী কীর্ত্তি কলঙ্কিত করিতেছ? দেখ, এখনও তুমি রাজ্যচ্যুত হও নাই এবং তন্নিমিত্ত তূর্য্যও সমাহত হয় নাই[২]। আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিদেশ-বর্ত্তী হইয়া যুদ্ধে আগমন করিয়াছি; অতএব এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আমার সম্মুখীন হও; সেই সকল পূর্ব্ব-কার্য্য একবার স্মরণ কর। যখন তুমি সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতেছ, তখন ভূমণ্ডলে তোমার দুর্য্যোধন নামটি নিতান্ত নিষ্ফল হইল; ঐ নামের আর গৌরব রহিল না। আজি তোমার অগ্র-পশ্চাৎ কোন রক্ষক নিরীক্ষণ করিতেছি না; অতএব তুমি সত্বর পলায়ন করিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা কর।"

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়

কৌরবগণের সমরে সন্দেহ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! যেমন মত্ত-মাতঙ্গ অঙ্কুশাঘাতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, সেইরূপ পলায়নোন্মুখ[৩] দুর্য্যোধন মহাত্মা অর্জ্জুনের বাক্যে আহূত হইয়া মহারথে আরোহণপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। ভুজঙ্গ যেমন পদাঘাত সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ অর্জ্জুনের তিরস্কার তাঁহার নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। হেমমালী[১] কর্ণ তাঁহাকে প্রতি-নিবৃত্ত দেখিয়া স্বীয় ক্ষত-বিক্ষত গাত্র সুস্থির করিয়া তাঁহার উত্তরদিক্ দিয়া পার্থকে আক্রমণ করিলেন। মহাবাহু ভীষ্ম প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দুর্য্যোধনের পশ্চিম-দিক্ রক্ষা করিতে লাগিলেন। দ্রোণ, কৃপ, বিবিংশতি ও দুঃশাসন প্রতিনিবৃত্ত দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থ ধনুর্বাণ ধারণপূর্ব্বক অতি শীঘ্র পুরোভাগে উপস্থিত হইলেন। হংস যেমন উদয়োন্মুখ মেঘরাজির সম্মুখীন হয়, সেইরূপ তরস্বী ধনঞ্জয় মহাপ্রবাহসদৃশ সেই সেনানিচয়কে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া তাহাদিগের অভিমুখে উপস্থিত হইলেন। যেমন ঘনঘটা পর্ব্বতোপরি বারিধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ কৌরবসেনা অর্জ্জুনের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল।

গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় অস্ত্র দ্বারা কৌরব-অস্ত্র-সকল প্রতিহত করিয়া অনিবার্য্য সম্মোহন অস্ত্র আবির্ভূত ও শর-সমূহে দশদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া গাণ্ডীবনির্ঘোষে কৌরবগণের হৃদয় ব্যথিত করিলেন। পরে অতি ভীমরব মহাশঙ্খ আঘাত করিলে দিক্, বিদিক্, আকাশ ও পৃথিবী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কুরুবীরগণ অর্জ্জুনের শঙ্খনাদে সম্মোহিত হইয়া দুর্দ্ধর্ষ শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক একেবারে চেষ্টাশূন্য হইয়া ধরাশয্যায় শয়ন করিল। তখন ধনঞ্জয় উত্তরার বাক্য স্মরণ করিয়া উত্তরকে কহিলেন, "হে বীর! কৌরবগণ এখন সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছে; অতএব তুমি সত্বর হইয়া দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্যের শুক্ল বস্ত্রদ্বয়, কর্ণের পীত বস্ত্র এবং অশ্বত্থামা ও দুর্য্যোধনের নীল বস্ত্রদ্বয় অপহরণ কর। ভীষ্ম এই অস্ত্রে[২]র প্রতিঘাত-কৌশল অবগত আছেন; বোধ হয়, উনি চেতনাশূন্য হয়েন নাই; অতএব উঁহার অশ্বগণকে বামদিকে রাখিয়া সতর্কতাপূর্ব্বক গমন করিতে হইবে।"

মহাত্মা বিরাটপুত্র রশ্মি[৩] পরিত্যাগ ও রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক মহারথিগণের বস্ত্র গ্রহণ করিয়া পুনরায় স্বরথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর সেই শ্বেতবর্ণ অশ্বচতুষ্টয়কে পরিচালন করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণকে অতিক্রমপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে লইয়া রণক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইবে, এমন সময়ে

১। রক্তরঞ্জিত দেহ। ২। রণবাদ্য বন্ধ হয় নাই। ৩। পলায়নে উদ্যত।

১। স্বর্ণমাল্যধারী। ২। পূর্ব্ব-ব্যবহৃত সম্মোহন অস্ত্র। ৩। অশ্বরজ্জু।

তরস্বী ভীষ্ম পুরুষপ্রবীর অর্জ্জুনকে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। এ দিকে ধনঞ্জয় তাঁহার অশ্বগণকে নিহত করিয়া তাঁহাকেও দশ বাণে আহত করিলেন; অর্জ্জুন এইরূপে ভীষ্মকে পরাজিত ও উত্তরকে আশ্বস্ত করিয়া রথবৃন্দ হইতে বিমুক্ত হইয়া মেঘমালানিঃসৃত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অর্জ্জুনশরে কৌরব-সম্ভাষণ—দুর্য্যোধনের মুকুটকর্ত্তন

অনন্তর কুরুবীরগণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখিলেন, সুরেন্দ্রকল্প সব্যসাচী সমরকৃত্য পরিত্যাগ করিয়া একাকী দণ্ডায়মান আছেন; তখন দুর্য্যোধন অতিমাত্র ব্যগ্রতা প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, "আপনারা কি নিমিত্ত অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? উহাকে এরূপ আহত করুন যে, আর বিমুক্ত হইতে না পারে।"

তখন ভীষ্ম হাস্য করিয়া কহিলেন, "দুর্য্যোধন! এতক্ষণ তোমার বলবুদ্ধি কোথায় প্রস্থান করিয়াছিল? তোমরা যখন হতচেতন হইয়া সমুদয় বাণ ও বিচিত্র ধনু পরিত্যাগ করিয়াছিলে, তখন মহাবীর পার্থ নৃশংসকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই; ইঁহার মন কদাচ পাপকর্ম্মে সংসক্ত হয় না। ত্রৈলোক্য-লাভ হইলেও ইনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না; এই নিমিত্তই এই সংগ্রামে তোমরা সকলে নিহত হও নাই। এক্ষণে সত্বর হইয়া কুরুদেশে প্রস্থান কর; অর্জ্জুন গোধনসকল লইয়া গমন করুন। যাহাতে তোমার স্বার্থবিঘাত[1] না হয়, এরূপ উপায় অনুসন্ধান কর।"

অমর্ষপরবশ দুর্য্যোধন পিতামহ-মুখে হিতকর বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক স্বাভীষ্ট-বিষয়ে হতাশ্বাস হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। অন্যান্য বীরগণ ভীষ্মবাক্যের হিতকারতা অবগত হইয়া এবং ধনঞ্জয়রূপ হুতাশন বিবর্দ্ধমান দেখিয়া দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রতিনিবৃত্ত হওয়াই স্থির করিলেন।

তখন মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় কুরুবীরগণকে প্রস্থান করিতে অবলোকন করিয়া প্রফুল্ল-চিত্তে মুহূর্ত্তকাল শর দ্বারা তাঁহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। তিনি বিচিত্র শর দ্বারা পিতামহ ভীষ্ম আচার্য্য দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও মান্যতম কৌরবগণকে প্রণিপাত করিয়া দুর্য্যোধনের বিচিত্র মুকুটচ্ছেদন করিলেন; অনন্তর অন্যান্য বীরগণকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক গাণ্ডীবঘোষে সমস্ত লোক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন; পরে দেবদত্ত শঙ্খনিনাদে অরাতিগণের হৃদয় বিদীর্ণ এবং সহেমজাল ধ্বজ দ্বারা সমুদয় শত্রুগণকে অভিভূত করিয়া বিরাট-পুত্রকে কহিলেন, "উত্তর! এক্ষণে অশ্বগণকে আবর্ত্তিত কর; তোমার পশুসকল প্রত্যাহৃত হইয়াছে, উহারা অগ্রে গমন করুক; পশ্চাৎ তুমি হৃষ্টচিত্তে গমন করিবে।"

অন্তরীক্ষে দেবগণ কুরুগণের সহিত অর্জ্জুনের অদ্ভুত যুদ্ধ অবলোকন করিয়া মনে মনে তদ্বিষয়ের আন্দোলন করিয়া হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

অর্জ্জুনের যুদ্ধজয়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বৃষভলোচন ধনঞ্জয় সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া বিরাটরাজের গোধন সমস্ত আনয়ন করিলেন। তখন ভয়বিহ্বলচিত্ত, মুক্তকেশ, ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর কতকগুলি বৈদেশিক কুরুসৈন্য অরণ্যানী হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অর্জ্জুনকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিল, "আমরা আপনার কি করিব, অনুমতি করুন।" অর্জ্জুন কহিলেন, "আমি তোমাদিগকে আশ্বাসিত করিতেছি, তোমাদের কিছুমাত্র ভয় নাই; তোমরা পরমসুখে প্রস্থান কর, আমি কদাচ আর্ত্তব্যক্তির প্রাণহিংসা করি না।"

সৈনিকগণ অর্জ্জুনের অভয়বাক্য শ্রবণ করিয়া কীর্ত্তিবর্দ্ধন ও আয়ুঃপ্রদ আশীর্ব্বাদ-প্রয়োগে তাঁহাকে অভিনন্দন করিল। অনন্তর ধনঞ্জয় বিনিবৃত্ত শত্রু-গণকে অতিক্রম করিয়া মত্তমাতঙ্গের ন্যায় নগরাভিমুখে গমন করিলেন। কৌরবগণ আর তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন মেঘসঙ্কাশ কুরুসৈন্য-গণকে অপসারিত করিয়া উত্তরকে কহিলেন, "তাত! পাণ্ডবগণ যে তোমার পিতার নিকট বাস করিতেছেন,

১। স্বার্থহানি—নিজ উদ্দেশ্য নাশ।

তাহা তুমিই কেবল অবগত হইলে; কিন্তু নগরে প্রবেশ করিয়া উহা কদাচ প্রকাশ করিও না, তাহা হইলে অতিমাত্র ভয়বশতঃ তোমার পিতার প্রাণনাশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তুমি তাঁহার নিকটে কৌরবগণের পরাজয় ও গোধন-প্রত্যাহরণ আত্মকৃত বলিয়া প্রকাশ করিবে।”

উত্তর কহিলেন, “মহাশয়! আপনি যে কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন, আমি যে তাহা সম্পাদন করি, ঈদৃশ সামর্থ্য আমার নাই; তবে এইমাত্র অঙ্গীকার করিতে পারি যে, আপনি যাবৎ অনুমতি প্রদান না করিবেন, তাবৎ আপনার কথা পিতার সকাশে প্রকাশ করিব না।

কৌরবপলায়ন—অর্জ্জুন-সারথি উত্তরের প্রত্যাবর্ত্তন

এইরূপ কথোপকথনের পর শরবিক্ষতশরীর[1] ধনঞ্জয় শ্মশানবর্ত্তী শমীতরুসমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন বহ্নিপ্রতিম মহাকপি ভূতগণ ও দৈবী মায়াসমভিব্যাহারে স্বর্গে গমন করিলেন; স্যন্দনে পুনরায় সিংহধ্বজ সংযোজিত হইল। রাজকুমার উত্তর পাণ্ডবগণের সমরবিবর্দ্ধন আয়ুধ, তূণ ও শরসমুদয় পূর্ব্ববৎ বিন্যস্ত করিলে মহাত্মা ধনঞ্জয় পূর্ব্বের ন্যায় বেণীবন্ধনপূর্ব্বক বৃহন্নলারূপে রাজপুত্রের অশ্বরশ্মি গ্রহণ করিলেন। রাজপুত্র উত্তর পার্থ-সারথি-সমভিব্যাহারে নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পথিমধ্যে ফাল্গুন[2] উত্তরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “রাজপুত্র! অবলোকন কর, তোমার সমস্ত গোধন গোপালগণের সহিত সমানীত হইয়াছে। গোপালগণ তোমার অনুমতিক্রমে বাজিগণকে সলিল পান ও স্নান করাইয়া আশ্বস্তচিত্তে নগরে গমনপূর্ব্বক প্রিয়সংবাদ প্রদান ও তোমার বিজয়-ঘোষণা করুক। আমরা অপরাহ্নে গমন করিব।” উত্তর অর্জ্জুনের বাক্যে ত্বরমাণ হইয়া দূতগণকে আজ্ঞা করিলেন, “তোমরা নগরে গমনপূর্ব্বক শত্রুগণ পরাজিত ও গোধন প্রত্যাহৃত হইয়াছে, প্রচার কর।” অনন্তর বিজয়পরিতৃপ্ত উত্তর ও পার্থ পূর্ব্বোৎসৃষ্ট[3] স্ব স্ব অলঙ্কার পরিধান করিলেন এবং উত্তর রথী ও বৃহন্নলা সারথি হইয়া নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এ দিকে পরাজিত কৌরবগণ অতি বিষণ্ণবদনে দীনমনে হস্তিনানগরে গমন করিলেন।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়

বৃহন্নলাসারথি উত্তরের যুদ্ধযাত্রায় বিরাটবিমর্ষ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা বিরাট-রাজ সংগ্রামে ত্রিগর্ত্তদিগকে পরাজয় করিয়া প্রভূত ধন ও সমস্ত গোধন অধিকারপূর্ব্বক পাণ্ডব-চতুষ্টয়ের সহিত হৃষ্টমনে স্বনগরে প্রবেশ করিলেন। প্রকৃতিগণ[1] ব্রাহ্মণদিগের সহিত তথায় আগমন করিয়া বিরাটরাজের আরাধনা করিতে লাগিলেন। বিরাট তাঁহাদিগকে প্রতিনন্দন করিয়া বিদায় প্রদানপূর্ব্বক অনতিবিলম্বে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর তিনি অন্তঃপুরচারিণীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার প্রিয় পুত্র উত্তর কোথায় গমন করিয়াছে?” তখন তাঁহার স্ত্রী, কন্যা ও অন্যান্য সকলে কহিল, “মহারাজ! ভীষ্ম, কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি মহারথ কৌরবগণ আপনার উত্তর-গোগৃহের সমস্ত গোধন হরণ করিয়াছে শ্রবণ করিবামাত্র রাজকুমার অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বৃহন্নলা-সমভিব্যাহারে কেবল সাহস সহকারে বিজয়লাভার্থ প্রস্থান করিয়াছেন।” বিরাটরাজ এই কথা কর্ণগোচর করিয়া একান্ত সন্তপ্তমনে মন্ত্রিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে মন্ত্রিগণ! আমার বোধ হয়, কৌরবগণ ত্রিগর্ত্তদিগের প্রস্থান সংবাদ শ্রবণ করিয়া সে স্থানে কদাচ অবস্থান করিবেন না। যাহা হউক, যাহারা আমার সহিত রণস্থল হইতে অক্ষতশরীরে প্রত্যাগমন করিয়াছে, এক্ষণে সেই সকল যোদ্ধৃগণ উত্তরের প্রাণরক্ষা করিবার নিমিত্ত বিপুল সৈন্যমণ্ডলী-সমভিব্যাহারে যাত্রা করুক।”

এইরূপে মৎস্যরাজ চতুরঙ্গিণী সেনাগণকে প্রেরণের অনুমতি প্রদান করিয়া কহিলেন, “হে সৈন্যগণ! তোমরা ত্বরায় কুমার জীবিত আছে কি না, এই সংবাদ অবগত হইয়া আমার কর্ণগোচর কর; বোধ হইতেছে, যখন ক্লীব সারথি হইয়া তাহার সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছে, তখন সে কদাচ জীবিত নাই।” ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ঈষৎ হাস্য করিয়া

১। বাণ দ্বারা ছিন্ন দেহ। ২। অর্জ্জুন। ৩। পূর্ব্বপরিত্যক্ত।

১। প্রজাপুঞ্জ।

কহিলেন, "মহারাজ! আজি বৃহন্নলা রাজকুমারের সারথ্য স্বীকার করিয়া গমন করিয়াছে, অতএব অন্য কেহ আপনার গোধন হরণ করিতে পারিবে না। আজি আপনার আত্মজ সেই একমাত্র সারথির সাহায্যেই দেব, দানব, যক্ষ, সিদ্ধ ও সমস্ত কৌরবগণকে অক্লেশে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

বিরাট নগরে বিজয়ঘোষণা

এই অবসরে দূত-সকল রাজসভায় সমুপস্থিত হইয়া রাজকুমার উত্তরের বিজয়-সংবাদ নিবেদন করিল। তখন মন্ত্রী বিরাটরাজকে বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করাইয়া কহিলেন, "মহারাজ! রাজকুমার উত্তর কৌরবগণকে পরাজয় ও গোধন-সকল গ্রহণ করিয়া সারথির সহিত আগমন করিতেছেন।" তখন রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, "মহারাজ! আজি ভাগ্যবলে কৌরবগণ পরাজিত ও গোধন-সকল আনীত হইয়াছে। যাহা হউক, আপনার আত্মজ যে কৌরব-গণকে পরাজয় করিয়াছেন, ইহা নিতান্ত অদ্ভুত ব্যাপার নহে; কারণ, বৃহন্নলা যাঁহার সারথি, নিশ্চয়ই তাঁহার জয়লাভ হইয়া থাকে।"

অনন্তর বিরাট নৃপবর হৃষ্টান্তঃকরণে দূতগণকে পারিতোষিক প্রদান করিয়া মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, "এক্ষণে রাজপথে পতাকা-সকল উড্ডীন ও পুষ্পোপহার দ্বারা দেবগণকে অর্চ্চনা কর। যোদ্ধা, অলঙ্কৃত গণিকা, বালক ও বাদকেরা উত্তরের প্রত্যুদ্গমন করুক। অধিকৃত[১] লোকেরা মত্তবারণে আরোহণ করিয়া চতুষ্পথে জয়-ঘোষণা করুক; আর উত্তরা উজ্জ্বল বেশবিন্যাস করিয়া কুমারীগণ সমভি-ব্যাহারে সত্বরে উত্তরকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গমন করুক।"

তখন রাজার আদেশক্রমে ভেরী, তূরী ও শঙ্খ সকল বাদিত হইতে লাগিল; প্রমদারা উত্তম-বেশে উত্তরের প্রত্যুদ্গমন করিল; সূত ও মাগধ-সকল রাজকুমারকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত নগর হইতে বিনির্গত হইল। তখন মৎস্যরাজ প্রফুল্লমনে সৈরিন্ধ্রীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "হে সৈরিন্ধ্রি! এক্ষণে অক্ষ আনয়ন কর; আমি কঙ্কের সহিত দ্যূতক্রীড়া করিব।" অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! শুনিয়াছি, হৃষ্ট ও ধূর্ত্তের সহিত ক্রীড়া করা নিতান্ত অন্যায্য ও গর্হিত। আজ আপনাকে অতিশয় সন্তুষ্ট দেখিতেছি; অতএব আপনার সহিত কদাচ দ্যূতক্রীড়া করিব না। যদি অভিলাষ হয়, বলুন আমি অবশ্যই আপনার অন্য কোন প্রিয়ানুষ্ঠান করিব;"

বিরাট কহিলেন, "কঙ্ক! যদি আমার অভিলষিত দ্যূতক্রীড়াই না হইল, তবে অকিঞ্চিৎকর স্ত্রী, গো, হিরণ্য প্রভৃতি সমস্ত ধনসম্পত্তি রক্ষা করিবার প্রয়োজন কি? দ্যূতক্রীড়ায় সর্ব্বস্ব প্রদান করিলেও আমার কিছুমাত্র ক্লেশবোধ হয় না; অতএব আইস, আমরা উভয়ে অক্ষক্রীড়া করি।" কঙ্ক কহিলেন, "মহারাজ! বহুদোষাকর দ্যূতক্রীড়া করিয়া আপনার কি উপকার দর্শিবে? বরং উহা পরিত্যাগ করাই বিধেয়। বোধ হয়, আপনি শ্রবণ করিয়া থাকিবেন, পাণ্ডুনন্দন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্যূতাসক্ত হইয়া সমস্ত রাজ্য ও অমরোপম ভ্রাতৃগণকে হারাইয়াছেন; অতএব দ্যূতক্রীড়া আমার নিতান্ত অপ্রীতিকর। অথবা যদি আপনার একান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, বলুন, আমি এইক্ষণেই দ্যূতে প্রবৃত্ত হইব।"

বিরাট-যুধিষ্ঠির-পাশকক্রীড়া

অনন্তর দ্যূতারম্ভ হইলে মৎস্যরাজ রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "কঙ্ক! আজি আমার আত্মজ মহাবীর কৌরবগণকে রণস্থলে অনায়াসে পরাজয় করিয়াছে।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "মহারাজ! বৃহন্নলা যাঁহার সারথি, সংগ্রামে অবশ্যই তাঁহার জয়লাভ হইবে।" মৎস্যরাজ বারংবার এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া কহিলেন, "কঙ্ক! আমার পুত্র উত্তর ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবগণকে কি নিমিত্ত পরাজয় করিতে অসমর্থ হইবে? তুমি আমার পুত্রকে আগ্রহ করিয়া ক্লীবের প্রশংসা করিলে, তোমার বাচ্যাবাচ্যজ্ঞান নাই; তুমি এক্ষণে আমারই অবমাননায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। যাহা হউক, আজি বয়স্য-ভাব প্রযুক্ত তোমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম; কিন্তু যদি জীবিতলাভের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আর কদাচ এরূপ কহিও না।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "মহারাজ! আচার্য্য দ্রোণ, ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, কৃপ, কর্ণ, দুর্য্যোধন ও অন্যান্য মহারথ রাজগণ এবং সুরসমূহপরিবৃত দেবরাজ ইন্দ্রও

১। অধীন বিশ্বস্ত লোক।

যদি রণস্থলে উপস্থিত হয়েন, তাহা হইলে বৃহন্নলা ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের সহিত কেহই যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন না। তাঁহার তুল্য বাহুবলসম্পন্ন আর কেহ হয় নাই ও হইবে না; ঘোরতর সংগ্রাম দর্শন করিলে তাঁহার মনোমধ্যে সাতিশয় হর্ষসঞ্চার হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি একত্র সমবেত দেব, দানব ও মানবগণকে অক্লেশে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়, তাহার সাহায্যে কোন্ ব্যক্তি সংগ্রামে জয়লাভ না করিবে?"

যুধিষ্ঠির ললাটে পাশকাঘাত

বিরাট কহিলেন, "কঙ্ক! আমি বারংবার তোমাকে নিষেধ করিতেছি, তথাপি তুমি বাক্যসংযম করিতেছ না; বোধ হইতেছে, নিয়ন্তা না থাকিলে কোন ব্যক্তিই ধর্ম্মপথে প্রবৃত্ত হয় না। যাহা হউক, তুমি আর কদাচ এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিও না।" মৎস্যরাজ এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মুখমণ্ডলে অক্ষাঘাত[১] করিবামাত্র তাঁহার নাসিকা হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল; কিন্তু ঐ রুধিরধারা ধরাতল স্পর্শ করিতে না করিতেই তিনি অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর পার্শ্ববর্ত্তিনী দ্রুপদনন্দিনীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তিনি তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া বারিপূর্ণ এক সুবর্ণপাত্রে সেই শোণিতধারা ধারণ করিলেন।

ইত্যবসরে রাজকুমার উত্তর বিবিধ পবিত্র গন্ধমাল্যে ভূষিত হইয়া স্বচ্ছন্দে নগরপ্রবেশ করিলেন। পুরবাসী ও জনপদবাসী স্ত্রী-পুরুষগণ তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাজকুমার স্বীয় ভবনদ্বারে সমুপস্থিত হইয়া পিতাকে সংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত দ্বারবানকে আদেশ করিলেন। দ্বারী রাজপুত্রের আদেশানুসারে সত্বর মৎসরাজ-সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিল, "মহারাজ! রাজকুমার উত্তর বৃহন্নলা সমভিব্যাহারে দ্বারে সমুপস্থিত হইয়াছেন।"

মৎস্যরাজ পুত্রের আগমনবার্ত্তা-শ্রবণে সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, "দ্বারপাল! সত্বর উত্তর ও বৃহন্নলাকে আনয়ন কর; উহাদিগকে অবলোকন করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে।" তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্বারবানের কর্ণকুহরে[২] কহিলেন, "তুমি একাকী উত্তরকে আনয়ন কর; বৃহন্নলা যেন এ স্থানে আগমন না করেন। মহাবাহু বৃহন্নলা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, সংগ্রাম ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি আমার কলেবর হইতে শোণিত নিষ্কাশন বা আমার অঙ্গ ক্ষত করিবে, তিনি তাহাকে কদাচ জীবিত রাখিবেন না। অতএব বৃহন্নলা যদি এ স্থানে আসিয়া আমার অঙ্গে শোণিত সন্দর্শন করেন, তাহা হইলে অবশ্যই বিরাটকে অমাত্য ও বল-বাহনের সহিত সংহার করিবেন।"

অনন্তর উত্তর সভামণ্ডপে প্রবেশপূর্ব্বক পিতার চরণবন্দনা করিয়া কঙ্ককে প্রণাম করিলেন এবং দেখিলেন, তিনি শোণিতসিক্ত-কলেবরে ব্যগ্রচিত্তে একান্তে ধরাসনে আসীন রহিয়াছেন; সৈরিন্ধ্রী তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন। তখন তিনি নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া সত্বর পিতাকে কহিলেন, "মহাশয়! কে ইঁহাকে প্রহার করিয়াছে? কোন্ ব্যক্তি এই প্রকার পাপানুষ্ঠান করিল?"

বিরাট কহিলেন, "বৎস! আমি তোমার বিজয়-বার্ত্তাশ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া তোমার প্রশংসা করিতেছিলাম; তখন কুটিলস্বভাব এই ব্রাহ্মণ তাহাতে অনুমোদন না করিয়া কেবল বৃহন্নলার প্রশংসা করিল; আমি তন্নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে প্রহার করিয়াছি।"

উত্তর কহিলেন, "মহারাজ! আপনি ইঁহাকে প্রহার করিয়া নিতান্ত অকার্য্য করিয়াছেন; শীঘ্র প্রসন্ন করুন; নচেৎ দারুণ ব্রাহ্মবিষে[১] সমূলে নির্ম্মূল হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

বিরাটের উত্তরবাক্যে যুধিষ্ঠির ক্ষমাপণ

মহারাজ বিরাট পুত্রের বাক্য-শ্রবণান্তর ভস্মাচ্ছন্ন হুতাশনসদৃশ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিলে তিনি কহিলেন, "মহারাজ! আমি অনেকক্ষণ ক্ষমা করিয়াছি; আমার আর ক্রোধ নাই। যদি আমার রুধির ভূতলে নিপতিত হইত, তাহা হইলে আপনি অবশ্যই বিনষ্ট হইতেন, আপনার রাজ্যও উৎসন্ন হইয়া যাইত; আপনি আমাকে নিরপরাধে প্রহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমি তন্নিমিত্ত আপনার অণুমাত্র অপরাধ গ্রহণ করি না। ইহা প্রসিদ্ধই আছে বলবান্ প্রভুরা সহসা অধিকৃতের উপর ক্রোধপরবশ হইয়া উঠেন।"

১। পাশা দ্বারা প্রহার। ২। গোপনে—কাণের নিকটে।

১। ব্রাহ্মণের রোষরূপ বিষে।

যুধিষ্ঠিরের নাসিকানিঃসৃত শোণিত অপনীত হইলে বৃহন্নলা তথায় প্রবেশপূর্ব্বক বিরাট ও তাঁহার অভিবাদন করিলেন। মৎস্যরাজ বৃহন্নলাকে অভিনন্দন করিয়া তাঁহার সমক্ষেই সংগ্রামসমাগত উত্তরকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন, "হে বৎস! তোমা হইতেই আমি পুত্রবান্ হইয়াছি; তোমার সমান পুত্র আমার আর হয় নাই ও হইবে না। যিনি অহোরাত্র যুদ্ধ করিয়া কদাচ শ্রান্ত বা ক্লান্ত হয়েন না, তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর কর্ণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে? এই মনুষ্যলোকে যাঁহার সমকক্ষ যোদ্ধা বিদ্যমান নাই, তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে? যিনি যাদব, কৌরব ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের আচার্য্য, তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর দ্রোণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে? যিনি সমস্ত অস্ত্রধারীর অগ্রগণ্য, তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর অশ্বত্থামার সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে? যাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলে হৃতসর্ব্বস্ব বণিকের ন্যায় অবসন্ন হইতে হয়, তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর কৃপের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে? যিনি শর দ্বারা পর্ব্বত বিদীর্ণ করিতে পারেন, তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর দুর্য্যোধনের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে? যাহা হউক, বলশালী কৌরবগণ আমার যে সমস্ত গোধন আত্মসাৎ করিয়াছিল, তুমি আমিষহর[১] ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহাদিগকে দূরীকৃত করিয়া তৎসমুদয় প্রত্যাহৃত করিয়াছ; অতএব অরাতিগণ অবসন্ন হইয়াছে এবং সুখসেব্য অনুকূল সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, সন্দেহ নাই!"

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়

পিতৃপ্রশ্নে উত্তরের দেবপুত্রকৃত সমর-কথন

উত্তর কহিলেন, "হে তাত! আমি স্বয়ং সেই সকল বিপক্ষকে পরাজয় করিয়া গোধন প্রত্যাহরণ করি নাই; এক দেবপুত্র ঐ সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। আমি ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছিলাম, তিনি আমাকে নিবারণপূর্ব্বক স্বয়ং রথে অধিষ্ঠান করিয়া কুরুগণকে পরাজয় ও গোধন প্রত্যাহরণ করিলেন। তিনি একাকী শর-সমূহ নিক্ষেপ করিয়া কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি ছয় জন রথীকে সমরপরাঙ্মুখ করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে দুর্য্যোধন ও বিকর্ণ ভয়ে পলায়ন করিতে উদ্যত হইলে, সেই দেবকুমার দুর্য্যোধনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'কুরুরাজ! কোথায় পলায়ন করিতেছ? হস্তিনানগরে গমন করিলেও তোমার নিস্তার নাই। এক্ষণে স্বীয় বলবীর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক সংগ্রাম করিয়া জীবনরক্ষার চেষ্টা কর; তুমি পলায়ন করিলেও কোনক্রমে পরিত্রাণ পাইবে না। অতএব আজি যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হও; যদি তাহাতে জয়লাভ কর, তবে সমুদয় মেদিনমণ্ডলে একাধিপত্য সংস্থাপন করিবে; আর যদি নিহত হও, তাহা হইলেও পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।'

মানধন[১] দুর্য্যোধন দেবপুত্রের এইরূপ বাক্য-শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া সচিবগণ-সমভিব্যাহারে অশনিসদৃশ শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তখন ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় দুর্য্যোধনের অতি ভীষণ মূর্ত্তি-সন্দর্শনে আমার রোমহর্ষ ও ঊরুকম্প[২] হইতে লাগিল। কিন্তু সিংহসদৃশ দেবকুমার একাকী ছয় জন রথীকে পরাজয় করিলেন; পরিশেষে অসংখ্য শরনিকর-প্রহার দ্বারা সমুদয় কুরুগণ ও তাহাদিগের সৈন্যসমূহকে জয় করিয়া কৌরবগণের বসন অপহরণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে উপহাস করিতে লাগিলেন। অধিক কি, যেমন রোষাভিভূত শার্দ্দূল অনায়াসে বনচর মৃগগণকে বশীভূত করে, তদ্রূপ সেই মহাবলপরাক্রান্ত দেবকুমার অতি অল্পকাল মধ্যেই সসৈন্য কৌরবগণকে পরাজয় করিলেন।"

বিরাট উত্তরের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, "বৎস! যে দেবপুত্র কৌরবগণের নিকট হইতে আমার গোধন ও তোমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি কোথায়? আমি তাঁহাকে দর্শন ও অর্চ্চনা করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি।"

উত্তর কহিলেন, "হে তাত! তিনি এক্ষণে অন্তর্হিত হইয়াছেন, কল্য হউক বা পরশ্ব হউক, পুনরায় আবির্ভূত হইবেন।" তখন মৎস্যরাজ প্রচ্ছন্নবেশী মহাবীর অর্জ্জুনের বৃত্তান্ত কিছুই অবগত হইতে পারিলেন না।

১। মাংসাহারী—গো-মহিষাদি-গ্রহণকারী।

১। অভিমানী। ২। অত্যন্ত কম্পন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন বিরাটরাজের আদেশানুসারে স্বয়ং উত্তরার সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই অপহৃত বস্ত্র-সমুদয় প্রদান করিলেন। রাজপুত্রী মহামূল্য বিবিধ নূতন বসন প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। পরে ধনঞ্জয় বিরাট-পুত্রের সহিত মন্ত্রণা করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরসমীপে নিবেদন করিলেন, পরিশেষে পঞ্চভ্রাতা একত্র মিলিত হইয়া উত্তরের সহিত হৃষ্ট-মনে মন্ত্রিত বিষয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

গোহরণপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্ততিতম অধ্যায়

বৈবাহিক—পর্ব্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর প্রতিজ্ঞামুক্ত পাণ্ডবগণ তৃতীয় দিবসে স্নানানন্তর শুক্লবসন ও নানাবিধ আভরণ পরিধানপূর্ব্বক বিরাটরাজের সভায় আগমন করিয়া রাজসিংহাসনে আসীন হইলেন। যেমন মদমত্ত মাতঙ্গগণ দ্বারদেশে সুশোভিত হয়, যেমন গৃহমধ্যে অগ্নিসকল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে, সেইরূপ মহাতেজাঃ পাণ্ডবগণ তথায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বিরাটরাজ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার নিমিত্ত সভায় আগমন করিয়া পাবকসন্নিভ পাণ্ডবগণকে নয়নগোচর করিয়া রোষাভিভূত হইলেন। পরে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া দেবগণপরিবৃত দেবরাজ সদৃশ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "হে কঙ্ক! আমি তোমাকে দ্যূতকারী সভ্যরূপে বরণ করিয়াছিলাম; তুমি এক্ষণে কি নিমিত্ত অলঙ্কৃত হইয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলে?"

পাণ্ডবগণের আত্মপ্রকাশ

অর্জ্জুন বিরাটের বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্যবদনে পরিহাস-বাসনায় কহিলেন, "হে রাজন্! এই মহাতেজা দেবরাজের অর্দ্ধাসনে আরোহণ করিবার উপযুক্ত; ইনি অতি বদান্য, মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম ও অলৌকিক বুদ্ধিশালী; এই ধরামণ্ডলে ইঁহার অপেক্ষা অস্ত্রবেত্তা আর কেহই নাই। ইনি পৌর ও জানপদগণের প্রীতিপাত্র, ধনসঞ্চয়ে যক্ষরাজের সমকক্ষ, মহাতেজা মনুর ন্যায় প্রজাগণের অনুগ্রাহক ও প্রতিপালক; ইনি কুরুবংশাবতংস ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির। ইঁহার কীর্ত্তি সমুদিত সূর্য্যপ্রভার ন্যায় চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিয়াছে। ইনি যৎকালে কুরুমণ্ডলে অধিবাস করিতেন, তখন দশসহস্র মত্ত-মাতঙ্গ, ত্রিংশৎ সহস্র অশ্বসংযোজিত ও সুবর্ণমণ্ডিত রথ ইঁহার অনুযাত্র[১] ছিল। যেমন ঋষিগণ পুরন্দরের উপাসনা করেন, তদ্রূপ মণিকুণ্ডলমণ্ডিত অষ্টশত সূত মাগধগণের সহিত মিলিত হইয়া ইঁহার স্তুতিবাদ করিত; যেমন অমরগণ সর্ব্বদা কিঙ্করের ন্যায় কুবেরের উপাসনা করেন, সেইরূপ কুরুরাজগণ ইঁহার উপাসনা করিত; ইনি স্বাধীন ও পরাধীন সমুদয় মহীপালকেই বৈশ্যের ন্যায় করপ্রদ করিয়াছিলেন; অষ্টাশীতি সহস্র স্নাতক ইঁহার নিকটে জীবিকালাভ করিত; ইনি বৃদ্ধ, অনাথ, পঙ্গু, অন্ধ ও প্রজাগণকে অপত্যনির্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন; ইনি দান্ত ও জিতক্রোধ; ইঁহার শ্রী ও প্রতাপে দুর্য্যোধন, তাহার অনুচরগণ, কর্ণ ও শকুনি নিরন্তর পরিতাপিত হইতেছে। এইরূপ অসীমগুণসম্পন্ন রাজা যুধিষ্ঠির কি নিমিত্ত আপনার সিংহাসনের যোগ্য হইবেন না?"

একসপ্ততিতম অধ্যায়

পাণ্ডবগণের প্রত্যক্ষ পরিচয়

বিরাট কহিলেন, "যদি ইনিই রাজা যুধিষ্ঠির, তাহা হইলে ইঁহার ভ্রাতা ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব এবং সহধর্ম্মিণী যশস্বিনী দ্রৌপদীই বা কে? তাঁহারা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া কোথায় গমন করিয়াছেন, ইহা ত কেহই অবগত নহে।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে নরাধিপ! যিনি আপনার সূপকার-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বল্লবনামে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তিনি এই ভীমপরাক্রম ভীম। ইনি দ্রৌপদীর নিমিত্ত গন্ধমাদন-পর্ব্বতে ক্রোধবশ যক্ষগণকে বধ করিয়া দিব্য সৌগন্ধিক কুসুম সকল আহরণ করিয়াছিলেন। যিনি দুরাত্মা কীচকগণকে সংহার করিয়াছিলেন, ইনিই সেই গন্ধর্ব্ব। ইনি আপনার অন্তঃপুরের ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও বরাহগণকে হনন করিয়াছিলেন। যিনি আপনার অশ্বপাল, তিনি এই নকুল এবং যিনি আপনার গোপালক,

১। পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমনকারী।

তিনি এই সহদেব। ইঁহারা পরম রূপবান্ ও প্রত্যেকে সহস্র যোদ্ধার সমকক্ষ। এই অলোক-সামান্য-রূপসম্পন্না পতিপরায়ণা সৈরিন্ধ্রীই দ্রুপদ-নন্দিনী, কীচকগণ ইঁহার নিমিত্তই নিহত হইয়াছে। আর আমিই ভীমসেনের অনুজ ও নকুল-সহদেবের পূর্ব্বজ অর্জ্জুন, আপনি আমার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। হে রাজন্! সন্তান যেমন জননীর গর্ভে অবস্থান করে, সেইরূপ আমরা আপনার আলয়ে পরমসুখে অজ্ঞাতবাস করিয়াছি।"

অর্জ্জুনের পরিচয়প্রদান পরিসমাপ্ত হইলে বিরাটতনয় উত্তর পুনরায় তাঁহাদিগের পরিচয়-প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন, "তাত! এই যে সুবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ, সিংহের ন্যায় প্রবৃদ্ধ, উন্নতনাসাসম্পন্ন লোহিতায়তনেত্র[1] পুরুষকে দেখিতেছেন, ইনি রাজা যুধিষ্ঠির। এই যে মত্তমাতঙ্গগামী, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, স্থূলস্কন্ধ ও দীর্ঘবাহু পুরুষকে দেখিতেছেন, ইনি বৃকোদর। ইঁহার পার্শ্বে যে বারণযূথপতি-সদৃশ, সিংহের ন্যায় উন্নতস্কন্ধ, গজরাজগামী, কমলায়ত-লোচন, শ্যামকলেবর যুবা দণ্ডায়মান আছেন, ইনিই মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন। ঐ যে উপেন্দ্র ও মহেন্দ্র সদৃশ দুইটি পুরুষ রাজা যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বদেশ উজ্জ্বল করিয়া উপবিষ্ট আছেন, মনুষ্যলোকে যাঁহাদিগের রূপলাবণ্য, বলবিক্রম ও সুশীলতার তুলনা নাই, ইঁহারাই নকুল-সহদেব। আর ঐ যে মূর্ত্তিমতী পার্ব্বতীর ন্যায় স্নিগ্ধদর্শনা, ইন্দীবরের[2] ন্যায় মনোহারিণী, সুরকামিনীর ন্যায় বিগ্রহবতী[3], লক্ষ্মীর ন্যায় যে রমণী ইঁহাদিগের পার্শ্বদেশে উপবেশন করিয়া আছেন, ইনিই দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা।"

এইরূপে রাজকুমার উত্তর পিতার সমক্ষে পাণ্ডবগণের পরিচয় প্রদান করিয়া পরিশেষে অর্জ্জুনের বলবিক্রম বর্ণন করিতে লাগিলেন, "ইনিই মৃগকুল-সংহারকারী কেশরীর ন্যায় অরাতিগণকে নিপাতিত করিয়াছেন এবং রথ-সমূহ ভগ্ন করিয়া অক্ষুব্ধচিত্তে সমরে বিচরণ করিয়াছিলেন, প্রকাণ্ড-কলেবর মাতঙ্গগণ ইঁহার একমাত্র বাণে আহত হইয়া বিশাল দশনদ্বয় ধরাতলে প্রোথিত করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে; ইনিই গো সমস্ত প্রত্যানীত ও কৌরবগণকে পরাজিত করিয়াছেন; ইঁহারই শঙ্খনাদে আমার কর্ণদ্বয় বধির হইয়াছিল।"

১। রক্তান্ত বিস্তৃতলোচন। ২। কৃষ্ণ-কুমুদ। ৩। শরীরধারিণী।

পাণ্ডবসৎকার—পার্থকে উত্তরা-প্রদান-প্রস্তাব

মৎস্যরাজ উত্তরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "তবে পাণ্ডবগণকে প্রসন্ন করিবার প্রকৃত সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব যদি তোমার মত হয়, বল, আমি এক্ষণেই ধনঞ্জয়কে উত্তরা প্রদান করি।"

উত্তর কহিলেন, "আমার মতে মহাত্মা পাণ্ডবগণ পূজনীয় ও माननीয় এবং প্রকৃত সময়ও সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব সৎকারোচিত মহাভাগ পাণ্ডবগণকে পূজা করুন।"

বিরাট কহিলেন, "আমিও শত্রুগণের হস্তগত হইয়া ছিলাম; ভীমসেন আমাকে মুক্ত করিয়া গোধন সকল প্রত্যানয়ন করিয়াছেন। ফলতঃ আমরা ইঁহাদিগেরই বাহুবলে সংগ্রামে জয়ী হইয়াছি। অতএব এক্ষণে আমরা অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে রাজা যুধিষ্ঠির ও তাঁহার অনুজগণের সৎকার করি। আমরা অজ্ঞাতসারে ইঁহাদিগকে যাহা কিছু কহিয়াছি, বোধ হয়, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তৎসমুদয় ক্ষমা করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।" বিরাটরাজ এই কথা কহিয়া প্রফুল্লবদনে প্রথমে রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে শিষ্টাচারসহকারে সৎকারপূর্ব্বক দণ্ড, কোষ ও নগর-সমেত সমস্ত রাজ্য প্রদান করিলেন এবং 'কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য!' বলিয়া অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবের মস্তক আঘ্রাণ, তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন ও বারংবার দর্শন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। অনন্তর রাজা বিরাট প্রীতিপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "মহা-ভাগ! ভাগ্যক্রমে আপনারা নির্ব্বিঘ্নে অরণ্য হইতে আগমন এবং দুরাত্মাদিগের অজ্ঞাতসারে অবস্থান করিয়াছেন। আমার রাজ্যাদি যাহা কিছু আছে, আপনারা নিঃশঙ্কচিত্তে তৎসমুদয় প্রতিগ্রহ করুন। সব্যসাচী ধনঞ্জয় উত্তরার উপযুক্ত ভর্ত্তা, এক্ষণে ইনিই তাহার পাণিগ্রহণ করুন।"

রাজা যুধিষ্ঠির বিরাটরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তিনি মৎস্য-রাজকে কহিলেন, "হে রাজন্! মৎস্য ও ভরত-কুলের পরস্পর সম্বন্ধ নিবদ্ধ হওয়া একান্ত সমুচিত,

অতএব আজি আমি স্নুষার্থ[1] আপনার কন্যাকে গ্রহণ করিলাম।"

—

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

পুত্রবধূরূপে অর্জ্জুনের উত্তরা গ্রহণ

বিরাটরাজ কহিলেন, "পাণ্ডবপ্রবীর! আপনি কি নিমিত্ত আমার প্রদত্ত উত্তরাকে ভার্য্যাত্বে প্রতিগ্রহ করিতে অস্বীকার করিতেছেন?"

অর্জ্জুন কহিলেন, "মহাশয়! আমি নিরন্তর অন্তঃপুরে আপনার কন্যার সহিত একত্র বাস করিতেছি; তিনি কি রহস্য, কি প্রকাশ্য, সকল বিষয়েই আমাকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করিতেন; আমি তাঁহাকে পরম প্রযত্নসহকারে নৃত্য-গীত শিক্ষা করাইতাম বলিয়া তিনিও আমাকে সম্মানভাজন আচার্য্যের ন্যায় বোধ করিতেন। আমি এইরূপে সেই যুবতীর সহিত এক বৎসর একত্র বাস করিয়াছি; এক্ষণে যদি তাঁহার পাণিগ্রহণ করি, তাহা হইলে আপনার ও অন্যান্য ব্যক্তির সাতিশয় সন্দেহ জন্মিতে পারে। আমি নির্দ্দোষ, জিতেন্দ্রিয় ও দান্ত হইয়া আপনার কন্যার বিশুদ্ধি-সম্পাদন করিয়াছি। তিনি পুত্রবধূ হইলে কেহ আপনার দুহিতার প্রতি, আমার পুত্রের প্রতি অথবা আমার প্রতি কোন সন্দেহ করিতে সমর্থ হইবে না। আমি অভিশাপ ও মিথ্যাপবাদকে অত্যন্ত ভয় করি, অতএব উত্তরাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতেছি। বাসুদেবের প্রিয়তম ভাগিনেয়, সাক্ষাৎ দেবকুমারসদৃশ, অস্ত্রকোবিদ[2], আমার পুত্র অভিমন্যু আপনার জামাতা ও উত্তরার ভর্ত্তা হইবার একান্ত উপযুক্ত পাত্র।"

বিরাটরাজ কহিলেন, "হে কৌন্তেয়! আপনি নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ; উত্তরার পাণিগ্রহণ অস্বীকার করা আপনার পক্ষে সম্যক্ উপযুক্তই হইয়াছে। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই করুন। আমি যখন আপনার সহিত সম্বন্ধ করিলাম, তখন আমার সমুদয় কামনা সম্পন্ন হইল। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ-বন্ধনে অনুমোদন করিলেন। উভয়ের মিত্রগণের নিকট চর প্রেরিত হইল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অপর এক চর দ্বারা বাসুদেবকে এই সংবাদ অবগত করিলেন।

অভিমন্যু-সহ যাদবানয়নে দূত প্রেরণ

ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে পাণ্ডবগণ বিরাটনগরে অবস্থান করিতেছেন, ইহা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। অর্জ্জুন জনার্দ্দন, অভিমন্যু ও যাদবগণকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত দূত প্রেরণ করিলেন। কাশীরাজ ও শৈব্য যুধিষ্ঠিরের নিতান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে অক্ষৌহিণী সেনা-সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন। মহাবল দ্রুপদও অক্ষৌহিণী সেনা-সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন; দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার সমভিব্যাহারে আগমন করিলেন; ইঁহারা সকলেই অক্ষৌহিণীনায়ক[1], যাগশীল ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন। পরমধার্ম্মিক বিরাট নানাদিগ্-দেশাগত ভূপতিগণ ও তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারীদিগকে সমুচিত সম্মানপূর্ব্বক সৎকার করিলেন। অভিমন্যুকে কন্যা প্রদান করিবেন বলিয়া তাঁহার আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না।

অনন্তর অনার্ত্তদেশ হইতে বাসুদেব, বলদেব, কৃতবর্ম্মা, হার্দ্দিক্য, যুযুধান, সাত্যকি, অনাধৃষ্টি, অক্রূর, শাম্ব এবং বলদেবনন্দন নিশঠ, ইঁহারা অভিমন্যু ও সুভদ্রাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আগমন করিলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি পাণ্ডবসারথিগণ এক বৎসরের পর তাঁহাদিগের সেই সমস্ত রথ লইয়া আগমন করিল। দশ সহস্র হস্তী, দশ অযুত অশ্ব, অর্ব্বুদ রথ, নিখর্ব্ব পদাতি এবং বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজ-বংশীয় বহু ব্যক্তি বাসুদেব-সমভিব্যাহারে সমাগত হইলেন। বাসুদেব পাণ্ডবগণকে রাজোচিত অর্থ, স্ত্রীরত্ন ও পৃথক্ পৃথক্ পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন।

উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ

অনন্তর যথাবিধি বিবাহকার্য্য সমারম্ভ হইল। শঙ্খ, ভেরী, পনব প্রভৃতি বাদ্যসকল বাদিত হইতে লাগিল। উচ্চাবচ মৃগ, মৎস্য ও মৈরেয় প্রভৃতি সুরাসকল সমাহৃত হইল। গায়ক, আখ্যায়ক, নট, বৈতালিক, সূত ও মাগধগণ তাঁহাদিগের স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মৎস্যনারীগণ মণিকুণ্ডল প্রভৃতি নানাবিধ আভরণ ধারণপূর্ব্বক ইন্দ্রসুতার ন্যায়

১। পুত্রবধূ। ২। অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী।

১। এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিনেতা।

অলঙ্কৃতা উত্তরাকে লইয়া সুদেষ্ণা-সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন, কিন্তু পাঞ্চালনন্দিনীর অসীম রূপলাবণ্য ও উজ্জ্বল কান্তি দর্শনে সকলেই পরাভূত হইলেন।

ধনঞ্জয় নিজপুত্র অভিমন্যুর নিমিত্ত বিরাটকন্যা উত্তরাকে গ্রহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির উত্তরাকে স্নুষার্থ প্রতিগ্রহ করিয়া জনার্দ্দনকে পুরস্কৃত করিয়া মহাত্মা সৌভদ্রের[১] উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। মৎস্যরাজ বিরাট প্রজ্বালিত হুতাশনে বিধিবৎ হোম ও দ্বিজগণকে অর্চ্চনা করিয়া জামাতাকে প্রীতিপূর্ব্বক সপ্ত সহস্র অশ্ব, দ্বিশত হস্তী, ভূরি ধন, রাজ্য, বল, কোষ ও আত্মা পর্য্যন্ত প্রদান করিলেন।

১। সুভদ্রানন্দন—অভিমন্যু।

উদ্বাহক্রিয়া[১] পরিসমাপ্ত হইলে রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদিগকে অচ্যুতপ্রদত্ত সমুদয় ধন, গোসহস্র রত্নজাত, বিবিধ বস্ত্র, ভূষণ, যান, শয়ন, রমণীয় ভোজন ও নানাবিধ পানীয় প্রদান করিলেন। হৃষ্ট[২]জনাকীর্ণ মৎস্যনগর মহোৎসবময় হইয়া অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিল।

বৈবাহিক-পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

১। বিবাহকার্য্য। ২। আহ্লাদিত—উল্লাস স্ফীত জনতাসঙ্কুল।

বিরাটপর্ব্ব সম্পূর্ণ

মহাভারত

উদ্যোগপর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

সেনোদ্‌যোগপর্ব্বাধ্যায়

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডব ও তাঁহাদের আত্মীয়গণ অভিমন্যুর উদ্বাহক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া যামিনীযোগে বিশ্রামপূর্ব্বক প্রাতঃকালে প্রফুল্লমনে পুষ্পদাম[১]বিভূষিত, সুগন্ধসম্পন্ন, মণিরত্ন-খচিত, আসনসনাথ[২] বিরাটরাজের সভামণ্ডপে গমন করিলেন। বিরাটরাজ ও দ্রুপদরাজ প্রথমে আসন পরিগ্রহ করিলে বসুদেব প্রভৃতি মান্যতম বৃদ্ধগণ উপবেশন করিলেন। পরে সাত্যকি ও বলদেব পাঞ্চালরাজসমীপে এবং যুধিষ্ঠির ও বাসুদেব বিরাট-রাজসন্নিধানে সমাসীন হইলেন। তৎপরে দ্রুপদ-রাজের পুত্রগণ, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, বিরাটপুত্রগণ এবং পাণ্ডবগণসদৃশ শৌর্য্য-বীর্য্যসম্পন্ন ও রূপবান্ দ্রৌপদেয়গণ[৩] সুবর্ণভূষিত আসনে অধিষ্ঠান করিলেন। উজ্জ্বল নেপথ্য[৪]মণ্ডিত রাজমণ্ডল উপবেশন করিলে বিরাটরাজের সুসমৃদ্ধ সভামণ্ডপ বিমল-গ্রহমণ্ডলবিভূষিত গগনতলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পাণ্ডব-কর্ত্তব্যবিষয়ক প্রশ্ন

অনন্তর ভাস্বর[৫]-বেশভূষিত মহারথ নৃপগণ বিবিধ বিচিত্র কথোপকথনানন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন বাসুদেব অবসর প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডবগণের কার্য্যসাধনের নিমিত্ত ভূপতিদিগকে সম্বোধন করিয়া মহার্থসম্পন্ন ঔদার্য্যযুক্ত বাক্যসকল কহিতে আরম্ভ করিলেন।

"হে রাজন্যবর্গ! এই রাজা যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় সৌবল কর্ত্তৃক যেরূপ শঠতাপূর্ব্বক পরাজিত, হৃতরাজ্য ও বনবাসের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। পাণ্ডুপুত্রগণ পৃথিবীমণ্ডল বলপূর্ব্বক স্বায়ত্ত[১] করিতে সমর্থ হইয়াও কেবল সত্যপরায়ণতাপ্রযুক্ত ত্রয়োদশ বৎসর এই দুরনুষ্ঠেয়[২] ব্রত স্বীকার করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ, অজ্ঞাতবাসসময়ে আপনাদিগের নিবাসে দাসত্বপাশে বদ্ধ হইয়া দুঃসহ ক্লেশরাশি সহ্য করিয়া দুস্তর ত্রয়োদশ বর্ষ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহাও আপনাদের অগোচর নাই। এক্ষণে কৌরব ও পাণ্ডবগণের পক্ষে যাহা হিতকর, ধর্ম্ম্য[৩], যশস্কর ও উপযুক্ত, আপনারা তাহাই চিন্তা করুন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অধর্ম্মাগত সুরসাম্রাজ্য[৪]ও কামনা করেন না; কিন্তু ধর্ম্মার্থসংযুক্ত একটি গ্রামের আধিপত্যেও অধিকতর অভিলাষী হইয়া থাকেন। যদিও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ বলবীর্য্যে ইঁহাদিগকে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল শঠতাপূর্ব্বক পৈতৃক রাজ্য অপহরণ করিয়া ইঁহাদিগকে অসহ্য ক্লেশানলে দগ্ধ করিয়াছেন, তথাপি ইঁহারা তাঁহাদিগের অনাময়[৫]ই কামনা করিতেছেন। স্বয়ং ভূপতিগণকে নিপীড়িত করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এক্ষণে কেবল তাহাই প্রার্থনা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা এরূপ অসাধু যে, রাজ্যাপহরণমানসে বিবিধ উপায় দ্বারা ইঁহাদিগকে বাল্যাবস্থাতেই সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; অতএব কৌরবগণের ঈদৃশ

১। পুষ্পমাল্য। ২। সিংহাসনোপবিষ্ট। ৩। দ্রৌপদীর পুত্রগণ। ৪। রাজকুলোচিত সাজসজ্জা। ৫। উজ্জ্বল।

১। স্বীয় অধীন। ২। কষ্টসাধ্য। ৩। ধর্ম্মযুক্ত। ৪। দেবরাজ্য—স্বর্গ। ৫। মঙ্গল।

প্রবল লোভ, যুধিষ্ঠিরের ধার্ম্মিকতা ও ইঁহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া আপনারা সমবেত বা পৃথগ্‌ভূত হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করুন।

ইঁহারা প্রতিজ্ঞাত সময় প্রতিপালনপূর্ব্বক সত্যেরই অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু কৌরবেরা ইঁহাদিগের প্রতি সতত অন্যথাচরণ[১] করিতেছেন। অতএব পাণ্ডবগণ সমস্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রকে নিহত করুন কিংবা সুহৃদ্‌গণ অসদৃশ কার্য্য-সকল অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে নিবারিত করুন। যদি কৌরবগণ ইঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে ইঁহারা আহত হইবামাত্র তাঁহাদিগকে নিহত করিবেন, সন্দেহ নাই। যগুপি আপনারা এরূপ অনুমান করেন যে, পাণ্ডবগণ সংখ্যায় অল্প বলিয়া তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে অসমর্থ হইবেন, তাহা হইলে সকল সুহৃৎ মিলিত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে সংহার করিতে যত্নশীল হউন। কিন্তু দুর্য্যোধন এ বিষয়ে কি করিবেন, তাহার কিছুমাত্র জ্ঞাত হইতে পারি নাই; পরের অভিপ্রায় অবগত না হইয়া কার্য্যারম্ভ করা কি আপনাদের অভিপ্রেত? অতএব যাহাতে দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করেন, এইরূপ সন্ধির নিমিত্ত কোন ধার্ম্মিক কুলীন প্রমাদশূন্য পুরুষ দূত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করুন।"

বলদেব জনার্দ্দনের ধর্ম্মার্থযুক্ত মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম সমাদরপূর্ব্বক তাহাতে অনুমোদন করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বলদেব কর্ত্তৃক সন্ধির সমর্থন

বলদেব কহিলেন, "আপনারা সকলেই ধর্ম্মার্থসঙ্গত বাসুদেববাক্য শ্রবণ করিলেন; উহা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যেরূপ শ্রেয়স্কর, রাজা দুর্য্যোধনের পক্ষেও সেইরূপ। পাণ্ডবগণ অর্দ্ধরাজ্যমাত্র গ্রহণ করিয়া ক্ষান্ত হইতে সম্মত আছেন; অতএব মহারাজ দুর্য্যোধন তাঁহাদিগকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদানপূর্ব্বক আমাদিগের সহিত পরম সুখী হইয়া স্বচ্ছন্দে কালযাপন করুন। শত্রুগণ যথানিয়মে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে পাণ্ডবেরা অর্দ্ধরাজ্যলাভেও প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবেন, তাহা হইলে প্রজাগণের আর কোনপ্রকার অনিষ্টঘটনার সম্ভাবনা থাকিবে না। এক্ষণে আমার মতে একজন উপযুক্ত ব্যক্তি উভয়কুলের শান্তিসাধনার্থ দুর্য্যোধন সমীপে গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া, তদ্বিষয়ে তাঁহার কি মত, ইহা অবগত হউন। অনন্তর তিনি মহানুভব ধৃতরাষ্ট্র, কুরুকুলাগ্রগণ্য শান্তনুতনয় ভীষ্ম, মহামতি দ্রোণ, অশ্বত্থামা, বিদুর, কৃপ, শকুনি, কর্ণ, সমুদয় ধৃতরাষ্ট্রতনয় ও বহুদর্শী ধার্ম্মিক পুরবাসী বৃদ্ধ-সমুদয়কে আমন্ত্রণপূর্ব্বক সমবেত করিয়া সবিনয়ে যুধিষ্ঠিরের অর্থকর[১] বাক্য প্রয়োগ করুন। কৌরবগণ বলপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের ধনসম্পত্তি অপহরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সকল অবস্থায় তাঁহাদিগকে কুপিত করা কর্ত্তব্য নহে।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সমধিক সম্পত্তিশালী ছিলেন; কিন্তু দ্যূতে প্রমত্ত হইয়াই আপনার সমস্ত রাজ্য পরহস্তগত করিয়াছেন। ইনি অক্ষক্রীড়ায় সুনিপুণ নহেন, সমুদয় সুহৃদ্‌গণ তদ্বিষয়ে ইঁহাকে নিষেধও করিয়াছিলেন, তথাপি ইনি দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্য্যোধনের সভামধ্যে এরূপ সহস্র সহস্র অক্ষবেদী[২] ছিল, যাহাদিগকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অনায়াসে পরাজয় করিতে পারিতেন, কিন্তু দৈবের কি দুর্ব্বিপাক! ইনি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অক্ষপারদর্শী গান্ধাররাজ শকুনিকে দ্যূতে আহ্বান করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ ইঁহার সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল এবং ক্রমে ক্রমে ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া পরাজয়পূর্ব্বক ইঁহার সমুদয় সম্পত্তি অপহরণ করিল, ইহাতে শকুনির কিছুমাত্র অপরাধ নাই। অতএব একজন বাগ্মী পুরুষ ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে সমুপস্থিত হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক সন্ধিবিষয়ে প্রস্তাব করুন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই সন্ধিবিধানপক্ষে সম্মত হইবেন। কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম না করিয়া সন্ধি করাই কর্ত্তব্য; সন্ধি দ্বারা সম্পাদিত অর্থই অর্থকর হইয়া থাকে, কিন্তু যে অর্থ সংগ্রাম দ্বারা উপার্জ্জিত, তাহা অর্থই নহে।"

সাত্যকির সন্ধিতে অশ্রদ্ধা—সগ্য যুদ্ধানুমোদন

বলভদ্র এই কথা বলিবামাত্র মহাবীর সাত্যকি যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক

১। বিপরীত ব্যবহার।

১। হিতকর। ২। পাশকক্রীড়াভিজ্ঞ—পাশাখেলায় পটু।

বলদেবের বাক্যে দোষারোপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "যাহার যেরূপ প্রকৃতি, সে সেইরূপই করিয়া থাকে; অতএব তোমার যেরূপ প্রকৃতি, তুমি তদ্রূপই কহিতেছ। দেখ, এই ভূমণ্ডলে শূর ও কাপুরুষ এই উভয়বিধ লোক দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যেমন এক বৃক্ষে ফলবান্ ও ফলহীন শাখা সঞ্জাত হয়, তদ্রূপ এক বংশে ক্লীব ও শূর এই দুই প্রকার পুরুষ জন্মগ্রহণ করে। হে হলধর! আমি তোমার বাক্যে অসূয়া প্রকাশ করিতেছি না, কিন্তু যাঁহারা স্থিরচিত্তে তোমার এই বাক্য শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহাদেরই উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছি। কোন ব্যক্তি অকুতোভয়ে সভামধ্যে নির্দ্দোষ ধর্ম্মরাজের প্রতি অণুমাত্র দোষারোপ করিয়াও কি পুনরায় কথা কহিতে সমর্থ হয়? যখন অক্ষবিশারদ[১]গণ এই দ্যূতানভিজ্ঞ[২] মহাত্মাকে দ্যূতে আহ্বান করিয়া পরাজয় করিয়াছে, তখন তাহাদিগের জয় কিরূপে ধর্ম্মানুগত হইল? যদি মহাত্মা যুধিষ্ঠির আপন গৃহে ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে ক্রীড়া করিতেন, আর দুর্য্যোধনাদি তথায় সমাগত হইয়া ইঁহাকে পরাজয় করিত, তাহা হইলে ইনি ধর্ম্মতঃ পরাজিত হইতেন। ঐ দুরাত্মগণ তাহা না করিয়া, প্রত্যুত যখন ইঁহাকে আহ্বানপূর্ব্বক কপটদ্যূতে পরাজয় করিয়াছে, তখন তাহাদের মঙ্গল কোথায়? এক্ষণে মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, ইনি কি নিমিত্ত সেই দুরাত্মাদের নিকট অবনত হইবেন? ইনি বনবাস হইতে মুক্ত হইবামাত্র স্বীয় পৈতামহ[৩] পদের অধিকারী হইয়াছেন, কি নিমিত্ত স্বীয় পৈতৃক-রাজ্য অধিকারার্থ প্রার্থনা করিবেন? যদি পরের ঐশ্বর্য্যগ্রহণেও ইঁহার অভিলাষ জন্মে, তাহাও যাচ্ঞা করিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে, বলপূর্ব্বক গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। আর পাণ্ডবগণ বনবাস ও অজ্ঞাতবাসরূপ প্রতিজ্ঞা সম্যক্ প্রতিপালন করিয়াছেন, তথাপি পাপাত্মা কৌরবগণ সর্ব্বদা কহিয়া থাকে, পাণ্ডুনন্দনগণ ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যেই পরিজ্ঞাত হইয়াছে। অতএব কিরূপে দুরাত্মাদিগের রাজ্যাপহরণ-বাসনা নাই বলা যাইবে এবং কি প্রকারেই বা উহাদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া বোধ করিব?

ঐ দুরাত্মারা মহামতি ভীষ্ম ও দ্রোণ কর্ত্তৃক অনুনীত হইয়াও পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের পৈতৃক-রাজ্যদানে সম্মত হইতেছে না। আমি স্বীয় নিশিত শরনিকরে সেই দুরাত্মাদিগকে বশীভূত করিয়া ধর্ম্ম-রাজের চরণে পাতিত করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি তাহারা ইহাতে সম্মত না হয়, তবে অবশ্যই তাহাদিগকে অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে শমনসদনে গমন করিতে হইবে। যেমন মহীধরগণ বজ্রের বেগ সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ সমরাঙ্গনচারী ক্রোধোদ্ধত যুযুধানের প্রতাপ সহ্য করিতে কাহারও শক্তি নাই। কোন্ ব্যক্তি মহাবীর অর্জ্জুন, গদাপাণি ভীমসেন ও আমাকে সমরে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে? কোন্ যোদ্ধা স্বীয় জীবনের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া অন্তকোপম নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, পাণ্ডবসম বলবীর্য্যশালী পঞ্চ দ্রৌপদীপুত্র, সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু, গদ, প্রদ্যুম্ন, অনলসঙ্কাশ শাম্বের সম্মুখীন হইতে পারে? অতএব আমরা অনায়াসেই শকুনি, কর্ণ ও দুর্য্যোধনকে সংহার করিয়া পুনরায় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। আততায়ী শত্রুগণকে বিনাশ করিলে অধর্ম্মের লেশ নাই, প্রত্যুত তাহাদের নিকট যাচ্ঞাই অধর্ম্ম ও অযশস্কর। এক্ষণে তোমরা সতর্ক হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের চিরপ্ররূঢ়[১] মনোরথ পরিপূর্ণ কর। ইনি ধৃতরাষ্ট্রবিসৃষ্ট রাজ্য গ্রহণ করুন। হয় আজি কৌরবগণ সম্মানপূর্ব্বক রাজা যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার পৈতৃক-রাজ্য প্রদান করুক, নতুবা তাহারা আমাদিগের শরজালে সমূলে নির্ম্মূল হইয়া ধরাতলশায়ী হউক।"

তৃতীয় অধ্যায়

দ্রুপদের যুদ্ধসমর্থন—সৈন্যসংগ্রহ প্রস্তাব

দ্রুপদ কহিলেন, "হে মহাবাহো! আপনি যেরূপ কহিলেন, নিঃসন্দেহে তাহাই হইবে। দুর্য্যোধন স্বেচ্ছাক্রমে কদাচ রাজ্য প্রদান করিবে না, পুত্রবৎসল রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিরন্তর তাহার বাক্যে অনুমোদন করিয়া থাকেন। ভীষ্ম ও দ্রোণ দীনতা-বশতঃ এবং কর্ণ ও শকুনি মূর্খতাপ্রযুক্ত তাহার ছন্দানুবর্ত্তন করিতেছেন; অতএব আমার মতেও বলদেবের বাক্য নিতান্ত যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। যে ব্যক্তির শ্রেয়োলাভের অভিলাষ আছে, অগ্রে এইরূপ অনুষ্ঠান করাই তাহার কর্ত্তব্য।

১। পাশকক্রীড়াপটু। ২। পাশা খেলায় অপটু। ৩। পৈতৃক।

১। দীর্ঘকালের আশা পোষিত।

দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে সান্ত্ববাক্য প্রয়োগ করা একান্ত অবিধেয়, মৃদুতা অবলম্বন করিলে সেই পাপাত্মা কদাচ বশীভূত হইবে না। গর্দ্দভের প্রতি মৃদুভাব ও গোসকলের প্রতি তীব্রভাব অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। যে ব্যক্তি দুর্য্যোধনের সহিত সান্ত্ব ব্যবহার করে, সে তাহাকে মৃদু ও অসার বিবেচনা করিয়া থাকে। আমরা মৃদু হইলে সে নিয়তই এইরূপ অনুমান করিবে যে, আমি অনায়াসেই কার্য্যসাধন করিতে সমর্থ হইব। অতএব আমাদিগের এইরূপ অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়ঃকল্প। এক্ষণে তদ্বিষয়ে যত্নবিধান কর। সৈন্য সংগ্রহ ও মিত্রগণের নিকট দূত প্রেরণ কর। দ্রুতগামী দূতসকল শল্য, ধৃষ্টকেতু, জয়ৎসেন ও সমুদয় কেকয়দিগের নিকট অবিলম্বে গমন করুক; দুর্য্যোধনও সর্ব্বত্র দূত প্রেরণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাধারণে এইরূপ একটি নিয়ম প্রচলিত আছে, যিনি অগ্রে দূত প্রেরণ করেন, সাধুলোকেরা তাঁহারই পক্ষ অবলম্বন করিয়া কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকেন, অতএব আমরা অগ্রেই সর্ব্বত্র দূত প্রেরণ করি। কারণ, এক্ষণে আমাদিগকে নিতান্ত দুর্ভর[১] কার্য্যভার বহন করিতে হইবে।

মহারাজ শল্য ও তাঁহার অনুচর রাজগণের নিকট শীঘ্র চর প্রেরণ কর; অনন্তর পূর্ব্বসাগরবাসী মহারাজ ভগদত্ত, হার্দ্দিক্য, আহুক, প্রজ্ঞাসম্পন্ন মহাবীর রোচমান, মহাবল-পরাক্রান্ত বৃহন্ত, সেনাবিন্দ, সেনজিৎ, প্রতিবিন্ধ্য, চিত্রবর্ম্মা, সুবাস্তক, বাহ্লীক, মুঞ্জকেশ, চেদিপতি, সুপার্শ্ব, সুবাহু, পৌরব, শকরাজ, পহ্লবরাজ, দরদরাজ, সুরারি, নদীজ, কর্ণবেষ্ট, নীল, বীরধর্ম্মা, দন্তবক্র, রুক্মী, জনমেজয়, আষাঢ়, বায়ুবেগ, পূর্ব্বপালী, দেবক, সপুত্র একলব্য, করূষদেশীয় ভূপালগণ, ক্ষেমধূর্ত্তি, সমস্ত কাম্বোজ, ঋষিকগণ, জয়ৎসেন, পাশ্চাত্য সকল, কাশ্য, অনূপকগণ, সমস্ত পাঞ্চনদ ভূপাল, ক্রাথপুত্র, পার্ব্বতীয় নৃপতিগণ, জানকি, সুশর্ম্মা, মণিমান্, পৌতিমৎস্যক, পাংশুরাষ্ট্রাধিপতি, ধৃষ্টকেতু, তুণ্ড, দণ্ডধার, বৃহৎসেন, অপরাজিত নিষাদ, শ্রোণিমান্, বসুমান্, বৃহদ্বল, মহাতেজাঃ বাহু, সপুত্র সমুদ্রসেন, উদ্ভব, সমর্থ, সুধীর, মার্জার, কন্যক, মহাবীর সুচক্র, নিশ্চক্র, তুমুল, ক্রথ, ক্ষেমক, বাটধান, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, শাল্বপুত্র, কুমার ও কলিঙ্গেশ্বর ইঁহাদিগের নিকট সত্বর দূত প্রেরণ করুন। হে রাজন্! এই সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ আমার পুরোহিত, ইনি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের সন্নিধানে গমন করুন। তাঁহাদের নিকট যে সকল সংবাদ প্রদান করিতে হইবে, তাহা ইঁহাকে কহিয়া দিউন।"

চতুর্থ অধ্যায়

সন্ধি সম্বন্ধে কৃষ্ণের যুক্তি

বাসুদেব কহিলেন, "দ্রুপদরাজ পাণ্ডবরাজের প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত যে কথার উল্লেখ করিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে কোনক্রমেই অসম্ভাবিত বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। যদি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে তাঁহার আদেশানুসারে কার্য্য করাই আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; অন্যথাচরণ করিলে অতিশয় মূর্খতা প্রকাশ হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু কুরু ও পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদিগের তুল্যসম্বন্ধ, তাঁহারা কখন মর্য্যাদা লঙ্ঘনপূর্ব্বক আমাদিগের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করেন নাই। আমরা বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া এ স্থানে আগমন করিয়াছি এবং আপনিও সেই নিমিত্ত আসিয়াছেন, এক্ষণে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, আমরা পরমাহ্লাদে নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করিব। আপনি বয়সে ও জ্ঞানে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের সখা, রাজা ধৃতরাষ্ট্রও সর্ব্বদা আপনাকে বহুমান করিয়া থাকেন। আমরা আপনার শিষ্যস্বরূপ; অতএব যে সকল বাক্য পাণ্ডবদিগের পক্ষে অর্থকর, আপনি তাহার উল্লেখ করুন; আপনার বাক্যে আমাদের সংশয় জন্মিবার কোন সম্ভাবনা নাই। যদি দুর্য্যোধন ন্যায়তঃ সন্ধিসংস্থাপন করে, তাহা হইলে আর কুরুপাণ্ডবের সৌভ্রাত্র[১]নাশ বা কুলক্ষয় হয় না; কিন্তু যদি দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন দর্পান্বিত হইয়া মোহবশতঃ সন্ধি না করে, তাহা হইলে অগ্রে অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া পশ্চাৎ আমাদিগকে আহ্বান করিবেন। অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইলে দুর্ব্বুদ্ধিপরতন্ত্র দুর্য্যোধন বন্ধুবান্ধব ও অমাত্যগণের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

১। দুর্বিসহ।

১। ভ্রাতৃসৌহার্দ্য।

বিরাট-দ্রুপদের যুদ্ধায়োজনে সাহায্য

অনন্তর বিরাটরাজ কৃষ্ণকে অর্চনা করিয়া আত্মীয়স্বজন-সমভিব্যাহারে দ্বারকায় প্রেরণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠির প্রভৃতি নৃপতিগণের সহিত সাংগ্রামিক[১] আয়োজন করিতে লাগিলেন। পরে মহীপতি দ্রুপদ ও বিরাটরাজ বন্ধুবান্ধবগণের সহিত একবাক্য হইয়া ভূপাল সকলের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত মহীপালেরা পাণ্ডবগণ, মৎস্যরাজ ও পাঞ্চালমহীপতির আদেশে হৃষ্টচিত্তে সসৈন্যে বিরাট-নগরে সমাগত হইলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণও চতুর্দ্দিক হইতে ভূপাল-সকলকে আনয়ন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কুরুপাণ্ডবের নিমিত্ত সমাগত রাজগণের প্রয়াণে[২] ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল, চতুর্দ্দিক্ হইতে মহাবল-পরাক্রান্ত বীরপুরুষ-সকল আগমন করিতে লাগিল, চতুরঙ্গিণী সেনায় বসুমতী সঙ্কুলা হইয়া উঠিল। বোধ হইল যেন, তাহাদিগের পদভরে এই প্রকাণ্ড মেদিনীমণ্ডল পর্ব্বত কাননের সহিত কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর পাঞ্চালরাজ রাজা যুধিষ্ঠিরের মতানুসারে প্রজ্ঞাশালী বয়োবৃদ্ধ স্বীয় পুরোহিতকে কৌরবগণের নিকট প্রেরণ করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

সন্ধিপ্রস্তাবের জন্য দ্রুপদ-পুরোহিত-প্রেরণ

দ্রুপদ কহিলেন, "হে দ্বিজেন্দ্র! নিখিল ভূতের মধ্যে প্রাণী, প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমানের মধ্যে মনুষ্য, মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ পুরুষেরাই শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে যাঁহারা বেদে কৃতবিদ্য হইয়াছেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ; কৃতবুদ্ধি বৈদিকের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানানুরূপ কার্য্য করেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ; তন্মধ্যে ব্রহ্মবেত্তাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

হে ব্রহ্মন্! আপনি বেদে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রধান, অতি বিশিষ্ট-বংশোৎপন্ন, পরিণতবয়স্ক, শাস্ত্রে পারদর্শী এবং শুক্র ও অঙ্গিরার ন্যায় ধীশক্তি-সম্পন্ন; অতএব আপনাকে দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের কোন পরিচয় প্রদান করিতে হইবে না, আপনি তাহা বিলক্ষণ বিদিত আছেন। শত্রুগণ ধৃতরাষ্ট্রের জ্ঞাতসারে সরলহৃদয় পাণ্ডবদিগকে প্রতারণা করিয়াছে। বিদুর বারংবার অনুনয় করিলেও রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া পুত্রের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। অক্ষধূর্ত্ত[১] শকুনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ক্ষাত্রধর্ম্মের একান্ত অনুগত ও অক্ষে নিতান্ত অনভিজ্ঞ জানিয়াও দ্যূতে আহ্বান করিয়াছিল। যাহারা এরূপ কপটতাচরণে ধর্ম্মরাজকে বঞ্চনা করিয়াছে, তাহারা কোন ক্রমেই স্বয়ং রাজ্য প্রদান করিবে না; অতএব আপনি তথায় উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মবাক্যে ধৃতরাষ্ট্রকে প্রসন্ন করিয়া তদীয় যোদ্ধৃবর্গের মন আবর্ত্তিত[২] করিবেন। এ দিকে বিদুরও আপনার বাক্য-শ্রবণে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতির পরস্পর ভেদ[৩] উপস্থিত করিবেন। অমাত্যবর্গের অন্তর্ভেদ[৪] ও সৈনিকেরা বিমুখ হইলে পর তাহাদিগের একতা-সম্পাদনের নিমিত্ত কৌরবগণকে সাতিশয় যত্নবান্ হইতে হইবে। সেই অবকাশে পাণ্ডবেরা একাগ্রচিত্তে সৈন্যসংগ্রহ প্রভৃতি সাংগ্রামিক কার্য্য ও দ্রব্য-সকলের আয়োজন করিবেন। তাঁহাদিগের আত্মভেদ উপস্থিত হইলে আপনি তদ্বিষয়ের পোষকতা করিবেন; তাহা হইলে বিপক্ষেরা আর তাদৃশ সেনা-সংগ্রহ প্রভৃতি সামরিক কর্ম্ম করিবে না। এক্ষণে ইহাই প্রধান প্রয়োজন বোধ হইতেছে; অতএব আপনি যত্নপূর্ব্বক আমাদিগের এই উদ্দেশ্যসাধন করুন।"

রাজা ধৃতরাষ্ট্র একান্ত সঙ্গত ও ধর্ম্মযুক্ত বলিয়া আপনার বাক্যে অনুমোদন করিবেন, আপনিও তখন কৌরবগণের সহিত ধর্ম্মব্যবহার করিয়া কৃপালু ব্যক্তিদিগের নিকট পাণ্ডবগণের দুঃসহ দুঃখপরম্পরা কীর্ত্তন ও বৃদ্ধদিগের নিকট পূর্ব্বপুরুষাচরিত কুল-ধর্ম্মের উল্লেখপূর্ব্বক নিঃসংশয় উঁহাদিগের মনোভেদ করিবেন। তাহাতে আপনার কিছুমাত্র ভয় নাই; আপনি বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ও দূতকর্ম্মে নিযুক্ত, বিশেষতঃ স্থবির; অতএব আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত বিজয়প্রদ শুভ-সময়ে পাণ্ডবদিগের প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত অবিলম্বে কৌরবসকাশে গমন করুন।" নীতিশাস্ত্রবিশারদ পুরোহিত দ্রুপদরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ অনুনীত[৫] হইয়া পাথেয় গ্রহণপূর্ব্বক

১। যুদ্ধবিষয়ক। ২। সর্ব্বদিক্ হইতে রাজগণের যাত্রায়।

১। কপট পাশক্রীড়ায় চতুর। ২। গতিপরিবর্ত্তন। ৩। বৈমত্য—মতভেদ। ৪। অভ্যন্তর বিচ্ছিন্ন। ৫। অনুনীত—বিনয়নম্রতাসহকারে কথিত।

পাণ্ডবহিতার্থ শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে বারণাবত-নগরে যাত্রা করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কৃষ্ণকে স্বপক্ষে আনয়নের জন্য দুর্য্যোধন-অর্জ্জুনের তৎসমীপে গমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডব প্রভৃতি মহীপালগণ হস্তিনানগরে দ্রুপদপুরোহিতকে প্রস্থাপিত করিয়া স্থানে স্থানে নরপতিগণের নিকট দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন; ধনঞ্জয় স্বয়ং কেবল দ্বারাবতী-নগরে গমন করিলেন। এ দিকে বাসুদেব বৃষ্ণি, অন্ধক, ভোজগণ ও বলদেবের সহিত বিরাট-নগর হইতে দ্বারাবতী প্রস্থান করিলে পর রাজা দুর্য্যোধনও গুপ্তচর দ্বারা পাণ্ডবগণের বিচেষ্টিত-সকল অবগত হইয়া বায়ুবেগশালী তুরঙ্গসমূহের সাহায্যে পরিমিত বল সমভিব্যাহারে দ্বারকা নগরে গমন করিলেন। এইরূপে দুর্য্যোধন ও ধনঞ্জয় উভয় বীরই এক দিবসে আনর্ত্তদেশে উপস্থিত হইলেন। বাসুদেব তৎকালে শয়ান ও নিদ্রাভিভূত ছিলেন। প্রথমে রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মস্তকসমীপন্যস্ত প্রশস্ত আসনে উপবেশন করিলেন; ইন্দ্রনন্দন পশ্চাৎ প্রবেশপূর্ব্বক বিনীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া যাদবপতির পাদতলসমীপে সমাসীন হইলেন। অনন্তর বৃষ্ণিনন্দন জাগরিত হইয়া অগ্রে ধনঞ্জয়, পরে দুর্য্যোধনকে নয়নগোচর করিবামাত্র স্বাগত-প্রশ্নসহকারে সৎকারপূর্ব্বক আগমন-হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন।

দুর্য্যোধন সহাস্যবদনে কহিলেন, "হে যাদব! এই উপস্থিত যুদ্ধে আপনাকে সাহায্য দান করিতে হইবে। যদিও আপনার সহিত আমাদিগের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ ও তুল্য সৌহার্দ্দ্য, তথাপি আমি অগ্রে আগমন করিয়াছি। সাধুগণ প্রথমাগত ব্যক্তিরই পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন, আপনি সাধুগণের শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়; অতএব অদ্য সেই সদাচার প্রতিপালন করুন।"

কৃষ্ণের পাণ্ডবপক্ষগ্রহণ—কুরুপক্ষে সৈন্যপ্রদান

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে কুরুবীর! আপনি যে অগ্রে আগমন করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই, কিন্তু আমি কুন্তীকুমারকে অগ্রে নয়নগোচর করিয়াছি। এই নিমিত্ত আমি আপনাদের উভয়েরই সাহায্য করিব। কিন্তু ইহা প্রসিদ্ধ আছে, অগ্রে বালকেরই বরণ করিবে; অতএব অগ্রে কুন্তীকুমারের বরণ করাই উচিত।" এই বলিয়া ভগবান্ যদু-নন্দন ধনঞ্জয়কে কহিলেন, "হে কৌন্তেয়! অগ্রে তোমারই বরণ গ্রহণ করিব। আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে বিখ্যাত এক অর্ব্বুদ গোপ এক পক্ষের সৈনিকপদ গ্রহণ করুক, আর অন্য পক্ষে আমি সমরপরাঙ্মুখ ও নিরস্ত্র হইয়া অবস্থান করি, ইহার মধ্যে যে পক্ষ তোমার হৃদ্যতর[১] হয়, তাহাই অবলম্বন কর।"

ধনঞ্জয় অরাতিমর্দ্দন জনার্দ্দন সমরপরাঙ্মুখ হইবেন শ্রবণ করিয়াও তাঁহাকেই বরণ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন অর্ব্বুদ নারায়ণী সেনা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণকে সমরপরাঙ্মুখ বিবেচনা করিয়া প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর তিনি ঐ সমস্ত নারায়ণী সেনা সংগ্রহ-পূর্ব্বক রৌহিণেয়[২] সমীপে সমুপস্থিত হইয়া আপনার আগমন-হেতু নিবেদন করিলে তিনি কহিলেন, "হে নররাজ! আমি বিরাটরাজ-ভবনে বৈবাহিক সভায় তোমার নিমিত্ত হৃষীকেশকে নিগ্রহপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ কহিয়াছিলাম যে, আমাদিগের সহিত ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণের সম্বন্ধগত কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই; তথাপি হৃষীকেশ আমার ঐ সকল বাক্য গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু হৃষীকেশ বিনা ক্ষণমাত্রও অবস্থান করিতে আমার সামর্থ্য নাই। আমি তাঁহার অনুরোধে এই স্থির করিয়াছি যে, কি পাণ্ডবের কি তোমার কাহারও সাহায্য করিব না। অতএব প্রস্থান কর; তুমি সকল-পার্থিব-পূজিত ভারতবংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ, অবশ্যই ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম অনুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে।"

বলদেবের বাক্যাবসান হইলে দুর্য্যোধন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং কৃষ্ণকে সমরপরাঙ্মুখ ও ন্যস্তশস্ত্র[৩] মনে করিয়া যুদ্ধে অবশ্যই জয়লাভ হইবে বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কৃতবর্ম্মার সমীপে গমন করিলে সেই মহাত্মা তাঁহাকে অক্ষৌহিণী সেনা প্রদান করিলেন। এইরূপে রাজা দুর্য্যোধন ভীমবল বলসমূহ পরিবৃত হইয়া

১। সমধিক অভিপ্রেত। ২। রোহিণীর পুত্র—বলদেব। ৩। অস্ত্রত্যাগী।
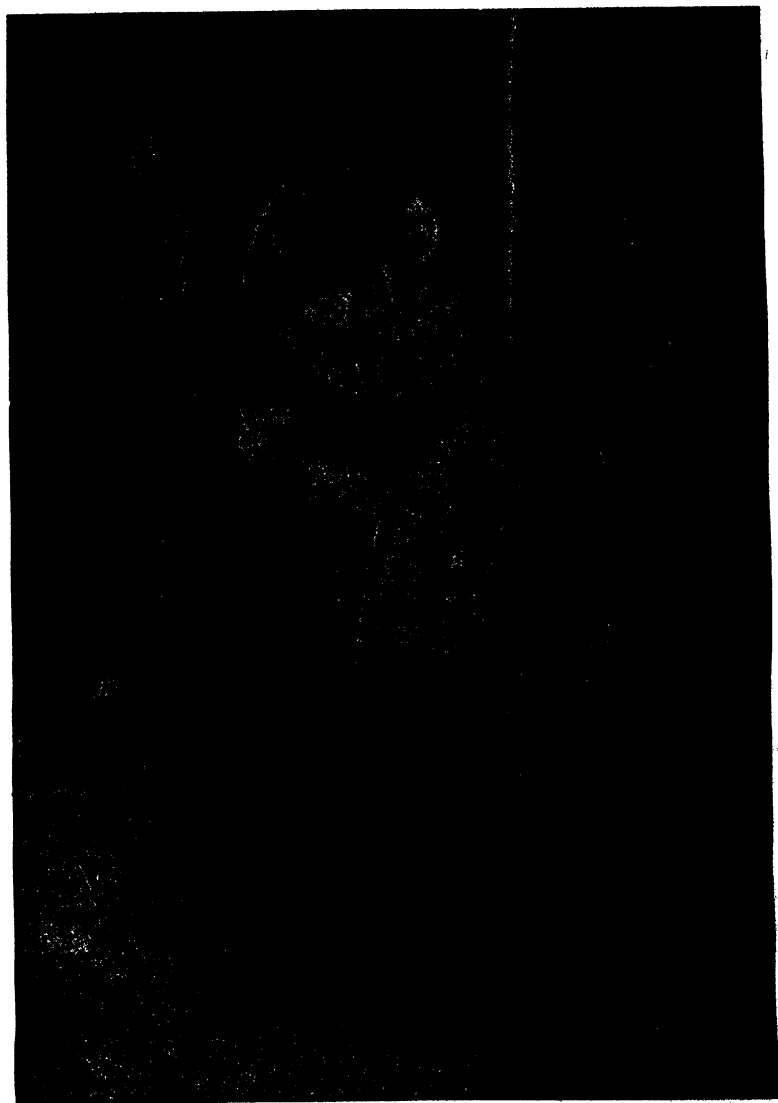
শ্রীকৃষ্ণের কপট নিদ্রা

সুহৃদ্‌গণের হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক প্রফুল্লচিত্তে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর বাসুদেব অর্জ্জুনকে কহিলেন, "হে পার্থ! তুমি আমাকে সমরে পরাঙ্মুখ জানিয়াও কি নিমিত্ত বরণ করিলে?"

অর্জ্জুন কহিলেন, "ভগবন্! আপনি সমস্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রকে সংহার করিতে সমর্থ ও আপনার কীর্ত্তিও ত্রিলোকবিখ্যাত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি একাকী তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া অসীম যশোলাভ করিব, এই বাসনায় আপনাকে সমরপরাঙ্মুখ জানিয়াও বরণ করিয়াছি। আমার অভিলাষ এই যে, আপনি আমার সারথ্যকার্য্য স্বীকার করিয়া আমার এই চিরপ্ররূঢ়[১] মনোরথ পূর্ণ করুন।"

বাসুদেব কহিলেন, "অর্জ্জুন! তুমি আমার সহিত যে স্পর্দ্ধা করিয়া থাক, তাহা নিতান্ত উপযুক্ত। আমি তোমার সারথ্য গ্রহণ করিয়া কামনা পরিপূর্ণ করিব" এই প্রকার কথোপকথনানন্তর অর্জ্জুন ও বাসুদেব ভূরি ভূরি দাশার্হ[২]-বীর-সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠির-সমীপে উপনীত হইলেন।

সপ্তম অধ্যায়

দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক শল্যকে সপক্ষে আনয়ন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর শল্য দূতমুখে কুরুপাণ্ডবের সমর-সংবাদ শ্রবণ করিয়া পুত্রগণের সহিত বিপুল সৈন্যমণ্ডলী-সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের সাহায্যার্থ যাত্রা করিলেন। তাঁহার সেনানিবেশ অর্দ্ধযোজন বিস্তীর্ণ হইল। মহাবল-পরাক্রান্ত, বিচিত্র-কবচালঙ্কৃত, ধ্বজকার্ম্মুকসম্পন্ন, কুসুমদাম[৩]-বিভূষিত, স্বদেশপ্রচলিত বেশ ও আভরণ-ধারী, শত সহস্র ক্ষত্রিয়-বীর রমণীয় রথে আরোহণ করিয়া তাঁহার সেনাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। শল্যরাজ সেনাগণের শ্রমাপনোদন করিয়া মৃদুপদ-সঞ্চারে ক্রমে ক্রমে গমন করিতে লাগিলেন; বোধ হইল যেন, পদভরে প্রাণিগণকে ব্যথিত ও মেদিনীমণ্ডল বিকম্পিত করিয়া গমন করিতেছেন।

মহারাজ দুর্য্যোধন এই সংবাদ শ্রবণমাত্র সত্বর স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া যথোচিত উপচারে পূজা করিলেন। পরে তাঁহার প্রীতিসম্পাদনার্থ শিল্পী দ্বারা স্থানে স্থানে এক এক সভা নির্ম্মাণ ও নানাপ্রকার ক্রীড়াদ্রব্য প্রস্তুত করাইলেন। তথায় নানাবিধ অন্ন, মাল্য, মাংস, সুসংস্কৃত ভক্ষ্য ও সুধাসোদর[১] পানীয় আহরণ, বিবিধ রমণীয় কূপ ও বাপীখনন এবং অনেকানেক রমণীয় গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। শল্যরাজ সেই সকল সভায় সমুপস্থিত হইয়া দুর্য্যোধনের অমাত্যগণ কর্ত্তৃক দেবতার ন্যায় পরম-সমাদরে পূজিত হইলেন।

অনন্তর তিনি অমরাবতীর ন্যায় আর এক সভায় গমন করিয়া অলৌকিক বিষয়-সমুদয় অবলোকন-পূর্ব্বক একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং আপনাকে ইন্দ্রদেব অপেক্ষা সমধিক সৌভাগ্যশালী বিবেচনা করিতে লাগিলেন। পরে তত্রস্থ পরিচারক-দিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কোন্ শিল্পীরা এই সমস্ত সভা নির্ম্মাণ করিয়াছে? এক্ষণে তোমরা তাহাদিগকে আনয়ন কর; তাহারা পারিতোষিকের সম্পূর্ণ উপযুক্ত; আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে তাহাদিগকে সমুচিত পারিতোষিক প্রদান করিব।" তখন পরিচারকেরা নিতান্ত বিস্মিত হইয়া অতি সত্বর রাজা দুর্য্যোধনকে নিবেদন করিল, "মহারাজ! শল্যরাজ সভা সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আপনার জীবন পর্য্যন্তও প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন।" তখন রাজা দুর্য্যোধন প্রচ্ছন্নবেশে মদ্ররাজ-সমক্ষে সমুপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার শিল্পনৈপুণ্য সম্পূর্ণরূপ অবগত হইয়া প্রীতমনে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে শিল্পিপ্রধান! এক্ষণে তোমার কি অভিলাষ হয়, প্রার্থনা কর।" তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে মাতুল! আপনার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবে না; আপনাকে আমার সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। আপনি আমাকে এই একমাত্র অভীষ্ট বর প্রদান করুন।"

তখন মদ্ররাজ কহিলেন, "বৎস! আমি তোমার প্রার্থনা-বাক্যে সম্মত হইলাম; এক্ষণে বল, আর কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে?" দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে মাতুল! আমার অভিলাষ সকল সম্পন্ন হইয়াছে,

---

১। চিরপোষিত—বহু আকাঙ্ক্ষিত। ২। যাদববংশীয়। ৩। মাল্য।

১। অমৃততুল্য।

এখন আর অন্য বরে প্রয়োজন নাই।" তখন মদ্ররাজ কহিলেন, "হে দুর্য্যোধন! তুমি এক্ষণে স্বনগরে প্রতিগমন কর; রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, এই অভিলাষে আমি মৎস্যদেশে গমন করিতেছি; তাঁহাকে দর্শন করিয়া শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিব।" দুর্য্যোধন কহিলেন, "আপনি পাণ্ডবগণকে দর্শন করিয়া অনতিবিলম্বেই প্রত্যাগমন করিবেন, আমরা আপনারই অধীন, আপনি আমাদিগকে যে বর প্রদান করিয়াছেন, তাহা কদাচ বিস্মৃত হইবেন না;" শল্য কহিলেন, "আমি সত্বরেই আগমন করিব, তোমার মঙ্গল হউক; এক্ষণে তুমি নিজ রাজধানীতে প্রতিগমন কর।" এই বলিয়া তিনি দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন করিলে রাজা দুর্য্যোধনও তাঁহাকে আলিঙ্গন ও আমন্ত্রণ করিয়া নিজ নগরীতে প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর শল্যরাজ পাণ্ডবগণকে এই ব্যাপার অবগত করিবার নিমিত্ত মৎস্যদেশে গমন করিতে লাগিলেন।

কর্ণবধে শল্যের যুধিষ্ঠির-সাহায্যে প্রতিজ্ঞা

পরে মদ্ররাজ শল্য মৎস্যদেশে সমুপস্থিত হইয়া সেনানিবেশে প্রবেশপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পাণ্ডবেরা বিধানানুসারে তাঁহাকে পাদ্য, অর্ঘ ও গো প্রদান করিলে তিনি তাহা স্বীকার করিয়া পরম-প্রীতমনে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা স্ব স্ব আসনে আসীন হইলে তিনি তখন আসন গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আপনি ত কুশলে আছেন? আপনি ভ্রাতৃগণ ও প্রণয়িনী দ্রুপদনন্দিনীর সহিত দুঃসহ বনবাস ও অজ্ঞাতবাসে নিতান্ত দুষ্কর কর্ম্মসকল সংসাধন করিয়া এক্ষণে যে তাহা হইতে নির্ব্বিঘ্নে বিনির্ম্মুক্ত হইয়াছেন, ইহা পরম সৌভাগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। রাজ্যভ্রষ্ট ব্যক্তির কদাচ সুখ-সম্ভোগ হয় না, সে কেবল প্রতিনিয়তই দুঃখভোগ করিয়া থাকে। এক্ষণে সেই দুঃখের সময় অতীত হইয়াছে, আপনি শত্রু-সকল সংহার করিয়া পুনরায় সুখসম্ভোগ করুন।

"আপনি লোকতন্ত্রের বিষয়সকল বিলক্ষণ অবগত আছেন, আপনি কদাচ লোভের বশীভূত হন না; পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণের অনুসরণ করিয়া দান, সত্য ও তপস্যায় মনোনিবেশ করুন। ক্ষমা, দম, অহিংসা ও লোকাতীত বিষয়-সমুদয় আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। আপনি শান্তস্বভাব, বদান্য, ব্রহ্মপরায়ণ ও ধার্ম্মিক; লোকসাক্ষিক ধর্ম্মসকল আপনার অবিদিত নাই। আপনি এই জগতের ভাবসকল সম্যক্ অবগত আছেন। আজি সৌভাগ্যবশতঃ তাদৃশ দুর্ব্বিসহ ক্লেশপরম্পরা হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়াছেন; আর আমরাও ভাগ্যক্রমে পুনরায় আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম।" এই বলিয়া তিনি পথিমধ্যে দুর্য্যোধনসমাগম, তৎকৃত শুশ্রূষা ও আপনার বরদানবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলেন।

তখন ধর্ম্মরাজ পাণ্ডুতনয় প্রফুল্লমনে কহিলেন, "হে মাতুল! আপনি দুর্য্যোধনের বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু আমার মুখাপেক্ষায় আপনাকে একটি অকার্য্য-সংসাধন করিতে হইবে; তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি যুদ্ধে বাসুদেবসদৃশ। যখন কর্ণ ও অর্জ্জুনের দ্বৈরথযুদ্ধ আরম্ভ হইবে, তৎকালে আপনি কর্ণের সারথ্য-স্বীকার করিয়া আমাদিগের হিতোদ্দেশে অর্জ্জুনকে রক্ষা ও কর্ণের তেজঃসংহার করিবেন। হে তাত! ইহা অকার্য্য হইলেও আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত আপনাকে অবশ্যই সম্পাদন করিতে হইবে।"

মদ্ররাজ কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! আপনার মঙ্গল হউক; যুদ্ধে মহাবীর কর্ণের তেজঃসংহারার্থ যাহা কহিলেন, আমি তাঁহার সারথ্যস্বীকার করিয়া অবশ্যই উহা সম্পাদন করিব। তিনি আমাকে সমরে বাসুদেবতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন; অতএব আমি সত্য কহিতেছি, তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমি তাঁহাকে অবশ্যই অহিত ও প্রতিকূল উপদেশ প্রদান করিব। তিনি তাহাতে অবশ্যই হৃতদর্প ও হৃততেজাঃ হইবেন; তখন আপনারা তাঁহাকে অনায়াসে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই। সাধ্যানুসারে আমা হইতে আপনার যে সকল প্রিয়কার্য্যের সম্ভাবনা আছে, তাহাতে আমি অণুমাত্রও ত্রুটি করিব না। আপনি দ্রৌপদীর সহিত দ্যূতে পরাজিত হইয়া কর্ণকৃত সমস্ত পরুষ-বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক যে সকল দুঃখভোগ করিয়াছেন এবং দ্রুপদনন্দিনী দময়ন্তীর ন্যায় দুষ্ট জটাসুর ও কীচক হইতে যে সমস্ত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, এক্ষণে সেই সকল ক্লেশ সুখে পরিণত হইবে।

আপনি কদাচ তাহাতে ক্ষুব্ধ হইবেন না; এই সংসারে সকলই দৈবায়ত্ত। কি দুরাত্মা, কি মহাত্মা সকলকেই দুঃখভোগ করিতে হয়; অধিক কি, দেবগণও সময়-ক্রমে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকেন। দেখুন, দেবরাজ ইন্দ্র শচীদেবীর সহিত সাতিশয় দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন।"

——

অষ্টম অধ্যায়

সশচী ইন্দ্রদুঃখশ্রবণে যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে রাজন্! দেবরাজ ইন্দ্র ভার্য্যা-সমভিব্যাহারে কিরূপে দুঃসহ দুঃখভোগ করিয়াছেন, শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।"

শল্য কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! সুররাজ ইন্দ্র যেরূপে ভার্য্যা-সমভিব্যাহারে দারুণ দুঃখভোগ করিয়াছিলেন, সেই পুরাণ-বৃত্তান্ত কহিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে দেবশ্রেষ্ঠ মহাতপাঃ ত্বষ্টা নামে এক প্রজাপতি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের অনিষ্ট-সাধনের নিমিত্ত এক ত্রিশিরা পুত্র উৎপাদন করেন। ত্রিশিরা একবদনে বেদাধ্যয়ন ও অন্য বদনে সুরা পান করিতেন। তাঁহার আর একটি বদন অবলোকন করিলে বোধ হইত যেন, তিনি ঐ বদনে সমুদয় দিক্‌বিদিক্ গ্রাস করিবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছেন। মহামতি ত্রিশিরা ইন্দ্রপদগ্রহণ-মানসে নিতান্ত শান্ত ও অতিশয় দান্ত হইয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

"সুররাজ শতক্রতু ত্বষ্টৃতনয়ের ধর্ম্মপরতা, তপোনিষ্ঠা ও সত্যানুষ্ঠানসন্দর্শনে স্বীয় ইন্দ্রত্বপদের লোপাশঙ্কায় যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এক্ষণে কিরূপে ত্রিশিরাকে তপোনুষ্ঠান হইতে বিরত করিয়া ভোগে আসক্ত করিব? ঐ ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে তপঃপ্রভাবে অনায়াসে সমুদয় ভুবন গ্রাস করিতে সমর্থ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।'

ইন্দ্র কর্ত্তৃক ত্বষ্টৃপুত্র ত্রিশিরার তপোভঙ্গ প্রয়াস

"ধীমান্ পুরন্দর মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে অপ্সরাদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "হে বারাঙ্গনাগণ! তোমরা সত্বর শৃঙ্গারবেশ ধারণপূর্ব্বক ত্বষ্টৃনন্দনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া হাবভাব ও লাবণ্য দ্বারা তাহাকে প্রলোভিত করিয়া ভোগে আসক্ত কর। আমি তাহার তপঃপ্রভাবে নিতান্ত ভীত হইয়াছি; আমার অন্তরাত্মা সাতিশয় ব্যাকুল হইতেছে। তোমরা সত্বর আমার এই মহদ্‌ভয় বিনাশ কর।"

অপ্সরাগণ কহিল, "হে সুররাজ! আমরা যথাসাধ্য যত্নসহকারে তাঁহাকে প্রলোভিত করিয়া আপনার ভয় বিনাশ করিতে চেষ্টা করিব। ঐ তপোধন যুবা, স্বীয় নয়ন দ্বারা সমুদয় জগৎ দগ্ধপ্রায় করিতেছেন; আমরা সকলে একত্র হইয়া অচিরাৎ তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক প্রলোভন দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিয়া আপনার ভয় নিবারণ করিব।"

অনন্তর অপ্সরাগণ ইন্দ্রের আদেশানুসারে ত্রিশিরার নিকট গমনপূর্ব্বক প্রত্যহ হাব, ভাব ও অঙ্গসৌষ্ঠব প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু মহানুভব ত্বষ্টৃনন্দন ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক পূর্ণসাগরের ন্যায় গম্ভীর-ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন; সেই সমুদয় সুর-বারাঙ্গনাকে[১] অবলোকন করিয়াও অণুমাত্র প্রহৃষ্ট বা বিচলিত হইলেন না। অপ্সরাগণ যখন যথাসাধ্য যত্নসহকারেও তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে সমর্থ হইল না, তখন পুনরায় শক্রসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, "সুররাজ! সেই তপোধন যুবাকে ধৈর্য্যচ্যুত করা দুঃসাধ্য। আমরা অশেষ প্রকার কৌশলেও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিলাম না; এক্ষণে আপনি উপায়ান্তর অবলম্বন করুন।"

ত্রিশিরার বধার্থ নিক্ষিপ্ত বজ্রের বিফলতা

সুররাজ অপ্সরাদিগের বাক্য-শ্রবণানন্তর যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক বিদায় করিয়া ত্রিশিরার বধোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিয়া স্থির করিলেন যে, 'উহার উপরে বজ্র প্রহার করাই কর্ত্তব্য; তাহা হইলে অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। বলবান্ ব্যক্তিও দুর্ব্বল শত্রুকে কদাচ উপেক্ষা করিবেন না।' দেবরাজ এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া ত্রিশিরার উপর অগ্নিসদৃশ ঘোরতর বজ্র প্রহার

১। স্বর্গবেশ্যা।

করিলেন। ত্বষ্টৃনন্দন বজ্রাঘাতে নিহত হইয়া ভগ্ন-পর্ব্বতশিখরের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার তেজের কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। অশনিপ্রহারে নিহত হইলেও তাঁহাকে জীবিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার মুখমণ্ডল-সকল কিছুমাত্র মলিন হইল না। সুররাজ পুরন্দর তাঁহার তেজঃ-প্রভাবসন্দর্শনে নিতান্ত ভীত ও অস্বস্থ হইয়া মনে মনে ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিতেছেন, এমন সময়ে একজন সূত্রধর পরশু স্কন্ধে করিয়া সেই বনে সমুপস্থিত হইল। সুররাজ তাহাকে দেখিবামাত্র অঙ্গুলি দ্বারা ত্রিশিরাকে প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "সূত্রধর! সত্বর ইহার মস্তকচ্ছেদন কর।"

সূত্রধর কহিল, "এই ব্যক্তির স্কন্ধদেশ সাতিশয় বিপুল; আমার পরশু দ্বারা উহা ছেদন করা দুঃসাধ্য; বিশেষতঃ আমি এই সাধুবিগর্হিত কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে নিতান্ত অসম্মত।"

ইন্দ্র কহিলেন, "তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই, তুমি শীঘ্র আমার বচনানুরূপ কার্য্য কর; আমার প্রসাদে তোমার অস্ত্র বজ্রকল্প হইবে।"

সূত্রধর কহিল, "আপনি কে, কি নিমিত্তই বা এই নৃশংস ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, যথার্থ করিয়া বলুন, শুনিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।"

ইন্দ্র কহিলেন, "আমি দেবরাজ ইন্দ্র, তুমি কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া সত্বর আমার বাক্যানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।"

সূত্রধর কহিল, "হে সুররাজ! আপনি এই ক্রূরকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছেন না? আর এই ঋষিকুমারের নিধনজনিত ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইতে কি নিমিত্তই বা ভীত হন না?"

ইন্দ্র কহিলেন "আমি এই পাপ হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত পরে অতি কঠোর ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব। এই মহাবীর্য্য সম্পন্ন পুরুষ আমার পরম শত্রু; আমি বজ্রাঘাতে ইহাকে সংহার করিয়াছি, তথাপি আমার শঙ্কা দূর হয় নাই, ইহার তেজঃপ্রভাবে নিতান্তই ভীত হইতেছি, অতএব তুমি সত্বরে ইহার শিরশ্ছেদন করিয়া আমার উদ্বেগ দূর কর। আমি বর প্রদান করিতেছি যে, অদ্যাবধি মানবগণ যজ্ঞানুষ্ঠান-সময়ে তোমাকে যজ্ঞভাগস্বরূপ পশু-মস্তক প্রদান করিবে।"

ইন্দ্রাদেশে সূত্রধর কর্ত্তৃক ত্রিশিরার শিরশ্ছেদ

তখন সূত্রধর ইন্দ্রের বচনানুসারে কুঠার দ্বারা ত্রিশিরার মস্তকত্রয় ছেদন করিলে তৎক্ষণাৎ তন্মধ্য হইতে কপিঞ্জল, তিত্তির ও কলবিঙ্ক, এই তিন প্রকার পক্ষী নিষ্ক্রান্ত হইল। মহাতেজাঃ ত্রিশিরা যে মুখে বেদাধ্যয়ন করিতেন, তাহা হইতে কপিঞ্জল-সকল বহির্গত হইতে লাগিল; তাঁহার যে মুখ দেখিলে বোধ হইত যে, যেন তিনি ঐ বদন দ্বারা সমুদয় দিগ্‌বিদিক্ গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সেই মুখ হইতে তিত্তির সমুদয় বিনির্গত হইল এবং তিনি যে মুখে সুরা পান করিতেন, তাহা হইতে কলবিঙ্ক-সকল নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল। এইরূপে সুররাজ ইন্দ্র আপনাকে কৃতকার্য্য জ্ঞান করিয়া হৃষ্টচিত্তে সুরলোকে গমন করিলেন, সূত্রধরও স্বগৃহে প্রতিগমন করিল।

এ দিকে প্রজাপতি ত্বষ্টা ইন্দ্র কর্ত্তৃক স্বীয় পুত্র বিনষ্ট হইয়াছে শ্রবণ করিয়া রোষকষায়িত-লোচনে কহিতে লাগিলেন, "আমার পুত্র ক্ষমাশীল, দান্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া তপস্যানুষ্ঠান করিতেছিল, দুরাত্মা পুরন্দর বিনা অপরাধে তাহাকে বিনষ্ট করিয়াছে। আমি এই অপরাধে তাহাকে সংহার করিবার নিমিত্ত বৃত্রকে উৎপাদন করিব। এক্ষণে সমুদয় লোক ও সেই দুরাত্মা শতক্রতু আমার তপঃপ্রভাব অবলোকন করুক।" ত্বষ্টা এই কথা বলিয়া ক্রোধভরে আচমনপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া বৃত্রকে উৎপাদন করিলেন এবং কহিলেন, "হে ইন্দ্রশত্রো! তুমি আমার তপঃপ্রভাবে বর্দ্ধিত হও।" প্রজাপতি ত্বষ্টা এই কথা কহিবামাত্র সূর্য্যাগ্নিসন্নিভ বৃত্রের কলেবর আকাশ ভেদ করিয়া ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন সে প্রজাপতিকে কহিল, "মহাশয় আজ্ঞা করুন, কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে?" ত্বষ্টা কহিলেন, "তুমি সুরলোকে গমনপূর্ব্বক ইন্দ্রকে সংহার কর।"

ত্বষ্টার উৎপাদিত বৃত্রাসুরসহ ইন্দ্রের যুদ্ধ

প্রলয়কালসমুদিত দিবাকরসন্নিভ মহাপ্রভাবশালী বৃত্র ত্বষ্টার আজ্ঞানুসারে সত্বর সুরপুরে গমন করিয়া ইন্দ্রের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল; পরিশেষে ক্রোধভরে সুররাজকে আক্রমণপূর্ব্বক স্বীয় বক্ত্রমধ্যে নিক্ষেপ করিল দেখিয়া দেবগণ সসম্ভ্রমে বৃত্রবিনাশার্থ জৃম্ভিকাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন।

মহাবলপরাক্রান্ত বৃত্র জৃম্ভিকায়[1] প্রভাবে মুখব্যাদান[2]-পূর্ব্বক জৃম্ভণ[3] করিবামাত্র দেবরাজ স্বীয় শরীর-সঙ্কোচপূর্ব্বক সত্বর নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তদ্দর্শনে সুরগণের আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। হে মহারাজ! জৃম্ভা সেই অবধি লোকের প্রাণবায়ু আশ্রয় করিয়া রহিল।

অনন্তর বৃত্র ও বাসবের পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয়েই রোষভরে বহুক্ষণ যুদ্ধ করিলেন। পরিশেষে মহাবলপরাক্রান্ত বৃত্র ত্বষ্টার তপঃপ্রভাবে সমরাঙ্গনে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল দেখিয়া সুররাজ সাতিশয় ভীত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। তখন দেবগণ যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও ত্বষ্টার তেজে বিমোহিত হইয়া মুনিগণ সমভিব্যাহারে মন্দর-পর্ব্বতের শিখরদেশে ইন্দ্রের সমীপে আগমনপূর্ব্বক বৃত্রের বিনাশসাধনের নিমিত্ত মন্ত্রণা করিয়া মনে মনে মহাত্মা বিষ্ণুর শরণ-গ্রহণে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

নবম অধ্যায়

বৃত্রবধার্থ ইন্দ্রসহ দেবগণের বিষ্ণুস্তব

ইন্দ্র কহিলেন, "হে দেবগণ! বৃত্রাসুরের দৌরাত্ম্যে এই জগতীতলস্থ সমস্ত লোক নিতান্ত পরিপীড়িত হইয়াছে; কিন্তু আমার এমন কিছুই নাই যে, তদ্দ্বারা তাহাকে সংহার করিতে সমর্থ হই। পূর্ব্বে আমার সামর্থ্য ছিল, সম্প্রতি অসমর্থ হইয়াছি; কি প্রকারে তোমাদিগের উপকার করিব? অতি দুর্দ্ধর্ষ, তেজস্বী ও সংগ্রামে অপরিমিত পরাক্রমশালী মহাত্মা বৃত্রাসুর সুরাসুরনরশালী[4] ত্রিভুবন গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে; এই নিমিত্ত স্থির করিয়াছি যে, বিষ্ণুলোকে গমনপূর্ব্বক মহাত্মা বিষ্ণুর সহিত মন্ত্রণা করিয়া ঐ দুরাত্মার বধোপায় অবধারণ করিব।"

মঘবানের[5] বাক্যাবসানে বৃত্রাসুর-ভয়বিহ্বল দেব ও ঋষিগণ পরমশরণ্য বিষ্ণুদেবের শরণাপন্ন হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন, "হে অমরোত্তম! তুমি পূর্ব্বে ত্রিবিক্রমপ্রভাবে লোকত্রয় আক্রমণ, অমৃত আহরণ ও অসুরগণ সংহার করিয়াছ; তুমি দৈত্যরাজ বলিকে বন্ধন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে সুররাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছ; তুমি সমস্ত দেবগণের প্রভু ও চরাচরের অধীশ্বর; দেব ও মহাদেব এবং সকল লোকের নমস্য; এক্ষণে আমাদিগকে বৃত্রভয় হইতে পরিত্রাণ কর। হে অসুরসূদন! সেই দুরাত্মা সমুদয় জগৎ আক্রমণ করিয়াছে।"

দেবগণস্তবে তুষ্ট বিষ্ণু কর্ত্তৃক বৃত্রবধোপায় নির্ণয়

বিষ্ণু কহিলেন, "হে দেবগণ! তোমাদের হিতসাধন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব যে উপায়ে ঐ দুরাত্মা নিহত হইবে, শ্রবণ কর। তোমরা সকলে গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ-সমভিব্যাহারে বিশ্বরূপী, বৃত্রাসুরের আলয়ে গমন করিয়া সামোপায় প্রয়োগ কর। আমি অদৃশ্যরূপে আয়ুধশ্রেষ্ঠ বজ্রে প্রবিষ্ট হইব। আমার তেজে দেবরাজের অবশ্যই জয়লাভ হইবে; অতএব তোমরা শীঘ্র গমন করিয়া বৃত্রাসুরের সহিত সন্ধিসংস্থাপন কর।"

ইন্দ্রাদি দেবগণ গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণের সহিত বিষ্ণুর বাক্যানুসারে বৃত্রাসুরের আলয়ে গমন করিয়া দেখিলেন, মহাতেজাঃ বৃত্রাসুর চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় স্বীয় তেজে দশদিক্ সন্তাপিত ও লোকত্রয় কবলিত করিতেছে।

অনন্তর ঋষিগণ তাহার সন্নিহিত হইয়া প্রিয়বাক্যে কহিলেন, "হে দুর্জ্জয়! তোমার তেজে সমুদয় জগৎ ব্যাপ্ত ও সন্তপ্ত হইতেছে এবং বাসবের সহিত যুদ্ধ করিতে অতি দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে; তথাপি তাঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হও নাই; এক্ষণে কেবল দেবাসুর, মানুষ প্রভৃতি প্রজাগণ নির্ভর[1] নিপীড়িত হইতেছে; অতএব সুররাজের সহিত চিরকালের নিমিত্ত সন্ধিবন্ধন করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে তুমি পরমসুখে সনাতন শক্রলোক অধিকার করিতে পারিবে।"

মহাবল বৃত্র ঋষিবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিল, "হে মহাভাগগণ! তেজস্বিদ্বয়ের পরস্পর সখ্যসংস্থাপন নিতান্ত অসম্ভব, আমরা উভয়েই তেজস্বী; সুতরাং কি প্রকারে আমার সহিত ইন্দ্রের সন্ধিসংস্থাপন হইবে?"

ঋষিগণ কহিলেন, "সাধুগণের সহিত অন্ততঃ একবারও মিলিত হওয়া কর্ত্তব্য; পশ্চাৎ যাহা ভবিতব্য, তাহাই হইবে; সাধুসমাগম পরিত্যাগ করা

১। যাহা দ্বারা প্রস্তুত ব্যক্তি কেবল হাই তোলে। ২। হাঁ-করা। ৩। হাই ত্যাগ। ৪। দেব, দানব ও মনুষ্যপরিপূর্ণ। ৫। ইন্দ্র।

১। নিরতিশয়।

কোনক্রমেই উচিত নহে। ধীর ব্যক্তি অর্থকৃচ্ছ্র সময়ে সাধুসঙ্গকেই অর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ফলতঃ সৎপুরুষ-সহবাস মহামূল্য রত্নস্বরূপ, এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা সাধুগণের হিংসা করেন না। দেবরাজ ইন্দ্র মনীষিগণের মাননীয়, মহাত্মাদিগের আশ্রয়, সত্যবাদী, অনিন্দনীয়, ধর্ম্মজ্ঞ ও সূক্ষ্মদর্শী; অতএব তাঁহার সহিত তোমার স্থিরতর সন্ধিসংস্থাপন করা কর্ত্তব্য. তুমি এ বিষয়ে বিশ্বস্ত হও; তোমার বুদ্ধি যেন অন্যথাভূত না হয়।"

মহাদ্যুতি বৃত্রাসুর মহর্ষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, "হে দ্বিজগণ! আপনারা আমার মাননীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইন্দ্রাদি দেবগণ আমার নিকটে যদি এইরূপ অঙ্গীকার করেন যে, তাঁহারা শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তু, প্রস্তর বা কাষ্ঠ, অস্ত্র বা শস্ত্র দ্বারা দিবাভাগে কিম্বা রাত্রিকালে আমাকে বধ করিবেন না, তাহা হইলে আমি আপনাদের বাক্য রক্ষা করি।" ঋষিরা 'তথাস্তু' বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তখন বৃত্রাসুর অসীম হর্ষ-সাগরে নিমগ্ন হইল।

ইন্দ্র কর্ত্তৃক বৃত্রাসুর বধ

এ দিকে পুরন্দর সন্ধিসংঘটনে আহ্লাদিত হইলেন বটে, কিন্তু সর্ব্বদা উদ্বিগ্নচিত্তে বৃত্রাসুরের বধোপায় চিন্তা ও তাহার ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন। একদা নিদারুণ মুহূর্ত্ত-সমন্বিত সন্ধ্যাকালে সমুদ্রতীরে ঐ মহাসুরকে অবলোকন করিয়া চিন্তা করিলেন, 'এই ভীষণ সন্ধ্যাকালে দিবাও নয়, রজনীও নয়, এই সময় আমার সর্ব্বস্বাপহারী বৃত্রাসুরকে নিহত করিলে ঋষিগণদত্ত বরের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইবে না; কিন্তু আজি উহাকে বঞ্চনাপূর্ব্বক সংহার না করিলে কোনক্রমেই আমার মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।' দেবরাজ এইরূপ মনে করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুকে স্মরণ করিতেছেন, এমন সময়ে সমুদ্র-সলিলোপরি পর্ব্বতোপম ফেনরাশি নয়নগোচর করিয়া বিবেচনা করিলেন, 'এই ফেনরাশি শুষ্ক, আর্দ্র বা শস্ত্র নয়; ইহা নিক্ষেপ করিলে ক্ষণমাত্রেই ইহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।' অনন্তর সবজ্র ফেনরাশি বৃত্রাসুরের উপর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ভগবান্ বিষ্ণু তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া বৃত্রাসুরকে বিনষ্ট করিলেন!

বৃত্রাসুর বিনষ্ট হইলে দিক্-সকল প্রসন্ন হইয়া উঠিল, অনুকূল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল, প্রজা-সকল পরম আহ্লাদিত হইল; দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, ভুজগ ও ঋষিগণ দেবরাজের নানাবিধ স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ দেবরাজ এইরূপে সর্ব্বপ্রাণী কর্ত্তৃক নমস্কৃত হইয়া সকলকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক দেবগণ-সমভিব্যাহারে ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুকে পূজা করিলেন।

ব্রহ্মহত্যা-পাপলিপ্ত ইন্দ্রের নিরুদ্দেশ

দেবরাজ ইতিপূর্ব্বে ত্রিশিরাকে বিনষ্ট করিয়া ব্রহ্মহত্যাজনিত পাতকে বিলিপ্ত হইয়াছিলেন; সম্প্রতি আবার মিথ্যায় অভিভূত হইয়া নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান হইলেন। তিনি স্বকৃত পাপ-সমূহে হতচেতন হইয়া জগতের প্রান্তবর্ত্তী সলিলমধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া বিচেষ্টমান ভুজঙ্গের ন্যায় অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মহত্যাভয়াভিভূত দেবরাজ ইন্দ্র নিরুদ্দেশ হইলে এই সমস্ত মেদিনীমণ্ডল বিনষ্টপ্রায় এবং কানন-সকল শুষ্ক ও তরুবিহীন হইয়া উঠিল; স্রোতস্বতীর প্রবলপ্রবাহ একেবারে রুদ্ধ হইল; জলাশয়-সকল সলিলশূন্য হইতে লাগিল; প্রাণিগণ অনাবৃষ্টিনিবন্ধন সংক্ষোভিত এবং সমুদয় জগৎ অরাজক ও উপদ্রবে পরিপূর্ণ হইল। অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতা ও ঋষিগণও সাতিশয় ভীত হইয়া, কোন্ ব্যক্তি রাজা হইবে, এই শঙ্কা করিতে লাগিলেন এবং দেবরাজের অভাবে সেই দেবরাজ্য তাঁহাদিগের পক্ষে কোনক্রমেই সুখকর বোধ হইল না।

দশম অধ্যায়

ঋষিগণ কর্ত্তৃক নহুষের ইন্দ্ররাজ্যে অভিষেক

অনন্তর দেব, ঋষি ও পিতৃগণ অতি তেজস্বী, যশস্বী এবং পরমধার্ম্মিক নহুষরাজকে দেবরাজ্যে অভিষেক করিবার পরামর্শ করিয়া সকলে তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে নরনাথ! আপনি দেবরাজ্যের ভার গ্রহণ করুন।"

নহুষ কহিলেন, "বলবান্ ব্যক্তিরই রাজ্যভার গ্রহণ করা উচিত; দেবরাজ ইন্দ্র মহাবল-পরাক্রান্ত আমি নিতান্ত দুর্ব্বল, আপনাদিগের প্রতিপালনে অসমর্থ।" তখন ঋষিপ্রমুখ দেবগণ কহিলেন, "মহারাজ! আমরা সাতিশয় ভীত হইয়াছি;

আপনি আমাদিগের তপোবল আশ্রয় করিয়া সুরলোকের অধিরাজ হউন। আপনি দর্শনমাত্র দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, ঋষি, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব ও অন্যান্য ভূতগণের তেজঃ হরণ করিয়া অপ্রতিহত-বলসম্পন্ন হইবেন; আপনি ধর্ম্মানুসারে সর্ব্বলোকের উপর আধিপত্য করুন এবং ব্রহ্মর্ষি ও দেবগণের রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান্ হউন।" অনন্তর রাজা নহুষ সুররাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ধর্ম্মপথ অবলম্বন-পূর্ব্বক সকল লোকের উপর আধিপত্য করিতে লাগিলেন।

এইরূপে রাজা সুদুর্লভ বর ও অসুলভ ত্রিদিব-রাজ্য[1] অধিকার করিয়া স্বাভিলাষ চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কখন দেবোদ্যানে, কখন নন্দনবনে, কখন কৈলাসে, কখন হিমালয়ে, কখন শ্বেতাচলে, কখন মন্দরে, কখন মহেন্দ্রে, কখন সহ্যে, কখন মলয়ে, কখন সাগরে, কখন বা সরোবরে অপ্সরা ও দেবকন্যা-সমভিব্যাহারে ক্রীড়াকৌতুকে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তিনি কখন শ্রবণমনোরম বিবিধ কথা-প্রসঙ্গে কাল অতিবাহিত, কখন বা বাদিত্র[2]সহকৃত বিশুদ্ধ তানলয়-সংযুক্ত সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতেন। বিশ্বাবসু, নারদ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ এবং মূর্ত্তিমান্ ছয় ঋতু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সেবা করিতে লাগিলেন। শীতল সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল।

নহুষের শচীকে মহিষীরূপে পাইবার ইচ্ছা

এইরূপে অবিচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগে কিয়ৎকাল অতীত হইলে পর একদা দুরাত্মা নহুষ ইন্দ্রমহিষী শচীদেবীকে নয়নগোচর করিয়া কহিল, "হে সভাসদ্‌গণ! আমি ইন্দ্র; দেবলোক ও নরলোকের অধীশ্বর হইয়াছি; অতএব শচী কি নিমিত্ত আমার সেবা করেন না? আজি অবিলম্বে আমার নিকট তাঁহাকে আগমন করিতে হইবে।"

ইন্দ্রমহিষী নহুষবাক্যশ্রবণে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া বৃহস্পতিকে কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আমি আপনার শরণাগত; দুরাত্মা নহুষ আমার ধর্ম্মনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, এক্ষণে আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আপনার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে, আপনি পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন, 'তুমি দেবরাজের দয়িতা, অত্যন্ত সুখভাগিনী, একপতিকা ও পতিব্রতা; তোমাকে কদাচ বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না; তুমি স্বামীর পূর্ব্বেই লোকান্তর গমন করিবে,' এক্ষণে আপনার এই সকল বাক্য যেন সত্য হয়।"

বৃহস্পতি কহিলেন, "দেবি! আমার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে; তুমি অচিরকালমধ্যেই দেবরাজের সাক্ষাৎকারলাভ করিবে; নহুষ হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই।" ইন্দ্রাণী বৃহস্পতির শরণাগত হইয়াছেন শুনিয়া রাজা নহুষ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

একাদশ অধ্যায়

শচী-আনয়নে নহুষের নির্ব্বন্ধ

তখন দেবগণ ও ঋষিগণ নহুষকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া বিনীতভাবে কহিতে লাগিলেন, "সুররাজ! ক্রোধ পরিহার করুন; আপনি ক্রোধান্বিত হওয়াতে সুরাসুর-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-মহোরগ-সমবেত সমুদয় জগৎ ভীত ও ত্রস্ত হইয়াছে। হে সুরেশ্বর! প্রসন্ন হইয়া রোষাবেগ সংবরণ করুন; ভবদ্বিধ[1] সজ্জনগণ কদাপি ক্রোধের বশীভূত হয়েন না। শচী পরপত্নী; অতএব আপনি পরদারাভিমর্ষণ[2] হইতে নিবৃত্ত হউন; আপনি দেবগণের অধীশ্বর; ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনে মনোনিবেশ করুন।"

সুররাজ নহুষ কামশরে নিতান্ত বিমোহিত হইয়া সুরগণের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন, "হে দেবগণ! তোমাদের পূর্ব্বাধিপতি পুরন্দর পূর্ব্বে ঋষিপত্নী অহল্যার পতি বর্ত্তমানেও সতীত্বভঙ্গ প্রভৃতি বহুবিধ পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তোমরা তৎকালে কি নিমিত্ত তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত কর নাই? যাহা হউক, এক্ষণে যদি ইন্দ্রাণী আমার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া মদীয় মনোভিলাষ পূর্ণ করেন, তাহা হইলেই তাঁহার ও তোমাদিগের শ্রেয়োলাভ হইবে।" দেবগণ নহুষের নির্ব্বন্ধাতিশয় সন্দর্শনে কহিলেন, "সুররাজ! ক্রোধসংবরণপূর্ব্বক প্রসন্ন হউন। আমরা আপনার ইচ্ছানুসারে অবশ্যই ইন্দ্রাণীকে আনয়ন করিব।" অমরগণ নহুষকে এই

১। স্বর্গরাজ্য। ২। বাদ্য।

১। আপনাদের মত। ২। পরনারী গ্রহণ।

কথা কহিয়া ঋষিগণসমভিব্যাহারে বৃহস্পতি ও ইন্দ্রাণীকে এই অশুভ সংবাদ কহিবার নিমিত্ত গমন করিলেন; অনন্তর বৃহস্পতিভবনে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "হে সুরাচার্য্য! ইন্দ্রাণী যে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন এবং আপনিও যে তাঁহাকে অভয় প্রদান করিয়াছেন, আমরা তাহা জ্ঞাত হইয়াছি। এক্ষণে দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ প্রার্থনা করিতেছেন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া নহুষকে ইন্দ্রাণী প্রদান করুন; দেবরাজ নহুষ শক্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অতএব এই বরবর্ণিনী ইন্দ্রাণী তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করুন।"

পতিপরায়ণা শচী দেবগণের বাক্য-শ্রবণে সাতিশয় ব্যাকুলিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করিয়া বৃহস্পতিকে কহিলেন, "হে দেবর্ষিসত্তম! আমি নহুষকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষ করি না; এক্ষণে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি; আপনি আমাকে এই ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন।"

শচীর সতীত্বরক্ষণে বৃহস্পতির অভয়দান

বৃহস্পতি কহিলেন, "হে সত্যশীলে! তুমি যখন আমার শরণাপন্ন হইয়াছ, তখন আমি নিশ্চয়ই তোমাকে রক্ষা করিব। আমি ধর্ম্মভীরু, সত্যশীল ব্রাহ্মণ হইয়া কিরূপে এই অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিব?" মহাত্মা সুরাচার্য্য শচীকে এইরূপ আশ্বাস প্রদানানন্তর সুরসমূদয়কে কহিলেন, "দেবগণ! তোমরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কর; আমি ইন্দ্রাণীকে কদাচ পরিত্যাগ করিতে পারিব না। পূর্ব্বকালে ভগবান্ ব্রহ্মা শরণাগত-পরিত্যাগ-বিষয়ে যাহা কহিয়াছেন, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি ভীত ও শরণাপন্নকে শত্রুহস্তে প্রত্যর্পণ করে, তাহার ভাগ্যে বীজ যথাকালে অঙ্কুরিত হয় না; পর্জ্জন্য তাহাকে যথাসময়ে বারিপ্রদান করে না; সে স্বয়ং শরণাপন্ন হইতে ইচ্ছা করিলে কেহই তাহার শরণ্য হয় না; তাহার অন্ন ভোজন করা বৃথা; সে বিশেষ যত্ন করিলেও অচেতন হইয়া স্বর্গ হইতে চ্যুত হয়; দেবগণ তদ্দত্ত হব্য গ্রহণ করেন না; তাহার প্রজাগণ অল্পকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয় ও পিতৃগণ সতত বিবাদ এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার উপর বজ্র নিক্ষেপ করেন। হে সুরগণ! আমি উক্ত বিষয় বিলক্ষণ অবগত হইয়া কিরূপে লোকবিশ্রুতা শক্রমহিষী শচীকে পরিত্যাগ করিব? অতএব এক্ষণে যাহাতে ইঁহার ও আমার হিতসাধন হয়, তোমরা তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে যত্নবান্ হও।"

তখন দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ একত্র হইয়া কহিলেন, "হে সুরাচার্য্য! এক্ষণে কিরূপে সকলের শ্রেয়োলাভ হইবে, আপনি এই বিষয়ে সৎপরামর্শ প্রদান করুন।"

শচীর নহুষসন্নিধানে গমন

বৃহস্পতি কহিলেন, "হে সুরগণ! এক্ষণে ইন্দ্রাণী নহুষ-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক 'কিয়ৎকাল পরে আপনাকে বরণ করিব' বলিয়া প্রার্থনা করুন; তাহা হইলেই আমাদিগের সকলেরই শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা। কাল বহুবিঘ্নকর; অতএব কালক্রমে বরগর্ব্বিত দুরাত্মা নহুষেরও কোন বিঘ্ন হইতে পারে; তাহা হইলে আমরা এই দুরবস্থা হইতে অনায়াসে বিমুক্ত হইতে পারি।"

দেবগণ বৃহস্পতি বাক্য-শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, "মহাশয়! উত্তম কহিয়াছেন; ইহাতে সমুদয় দেবগণেরই হিতলাভের সম্ভাবনা। এক্ষণে ইন্দ্রাণীকে প্রসন্ন করা কর্ত্তব্য।" এই স্থির করিয়া লোকহিতৈষী অগ্নিপ্রমুখ সুরগণ শচীকে কহিলেন, "হে দেবি! আপনি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় জগৎ ধারণ করিতেছেন; একবার অনুগ্রহ করিয়া নহুষের নিকট গমন করুন। আপনি পতিব্রতা; দুরাত্মা নহুষ যখন আপনাকে কামনা করিয়াছে, তখন সে অবশ্যই বিনষ্ট হইবে এবং শক্রও সত্বর সুররাজ্য প্রাপ্ত হইবেন।"

তখন পতিপরায়ণা ইন্দ্রাণী দেবগণের বাক্যে স্বকার্য্যসাধনে কৃতনিশ্চয় হইয়া লজ্জানম্রমুখে ভীষণ-দর্শন নহুষের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। সেই রূপযৌবনবতী ইন্দ্রমহিষীকে অবলোকন করিয়া কামশরবিমোহিত দুরাত্মা নহুষের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

দ্বাদশ অধ্যায়

বৃহস্পতির উপদিষ্ট সময় প্রার্থনা

অনন্তর তিনি কহিলেন, "হে বরবর্ণিনি! আমি ত্রিলোকাধিপতি ইন্দ্র; তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ

কর।” পতিপরায়ণা দেবী নহুষের বাক্যশ্রবণে ভয়-বিহ্বলা হইয়া বাতাহত কদলীর ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া ভীষণদর্শন সুররাজ নহুষকে কহিলেন, “হে সুররাজ! আমি আপনার নিকট কিঞ্চিৎকাল অবকাশ প্রার্থনা করি; কারণ, ইন্দ্র কোথায় গমন করিয়াছেন ও তাঁহার কি হইয়াছে, কিছুই জানিতে পারি নাই; অতএব ঐ সময়মধ্যে ইঁহার বিশেষ অনুসন্ধান করিব; যদি তাঁহার কোন সংবাদ না পাই, সত্য কহিতেছি, আমি অবশ্যই আপনার নিকট সমুপস্থিত হইব।”

রাজা নহুষ ইন্দ্রাণীর এইরূপ আপাতমনোরম বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং কহিলেন, “অয়ি নিতম্বিনি! হানি কি? তুমি যে কথা বলিলে, তাহাতে কোনক্রমেই আমার অসম্মতি নাই। আমি তোমার সত্যের উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম, তুমি ইন্দ্রের অনুসন্ধান করিয়া আইস।”

বিষ্ণুর আদেশে ইন্দ্রের অশ্বমেধানুষ্ঠান

যশস্বিনী ইন্দ্রাণী বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইয়া বৃহস্পতি-ভবনে গমন করিলেন। অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ তাঁহার সকরুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রের নিমিত্ত একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে সমবেত হইয়া উদ্বিগ্নমনে দেবদেব বিষ্ণুর নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে দেবেশ! আপনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, জগতের প্রভু, আমাদিগের একমাত্র গতি এবং সর্ব্বভূতের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। বৃত্রাসুর আপনারই বীর্য্যে নিহত হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণে বাসব ব্রহ্মহত্যাপাপে অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন; অতএব কিরূপে তাঁহার মুক্তি হইবে, তাহার উপায়বিধান করুন।”

ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “হে সুরগণ! পাকশাসন আমার উদ্দেশে পবিত্র অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন, তাহা হইলে তিনি ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পুনরায় ইন্দ্রত্ব লাভ করিতে পারিবেন এবং দুর্ম্মতি নহুষ স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত অচিরকালমধ্যেই বিনষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তোমরা কিছু কালের নিমিত্ত সাবধান হইয়া অবস্থান কর।”

দেবগণ অমৃতবর্ষিণী পরম-হিতৈষিণী বিষ্ণু-বাণী শ্রবণে সাতিশয় প্রীত হইয়া ইন্দ্রের নিকট গমনপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। তখন পাকশাসন পাপ হইতে বিমুক্ত হইবার মানসে অশ্বমেধ-যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বত, পৃথিবী ও স্ত্রীজাতিতে ব্রহ্মহত্যার পাপ বিভক্ত করিয়া রাখিলেন।

সতীত্বরক্ষার্থ শচীর ইন্দ্র-উদ্দেশে প্রার্থনা

সুররাজ এইরূপে পাপবিমুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপ লাভ করিলেন, কিন্তু তেজোনিহন্তা[1] বরদান-দুঃসহ নহুষকে স্বপদে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া পুনরায় অন্তর্হিত হইলেন এবং সর্ব্বভূতের অদৃশ্য হইয়া কাল-প্রতীক্ষায় ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পতিপরায়ণা শচী স্বামীর অদর্শনে নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া, ‘হা নাথ! তুমি কোথায় প্রস্থান করিলে?’ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, “হে ধর্ম্ম! যদি আমি কখন দান করিয়া থাকি, যদি কখন হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া থাকি, যদি কখন গুরুজনকে পরিতুষ্ট করিয়া থাকি এবং যদি কখন সত্যে আমার শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে যেন কদাচ আমার সতীত্ব বিনষ্ট না হয়। ভগবতি যামিনি![2] তুমি অতি পবিত্র ও উত্তরায়ণপ্রস্থিত[3]; আমি তোমাকে নমস্কার করি, যেন আমার মনোরথ সিদ্ধ হয়।” এই বলিয়া নিশাদেবীর আরাধনা করিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় অকপট পতিপরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠা প্রযুক্ত উপশ্রুতি[4] দেবীকে স্মরণ করিয়া কহিলেন, “দেবি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেবরাজের নিকট লইয়া চল।”

১। তেজের অপহর্ত্তা—তেজোহানিকর। ২—৪। বিপন্ন ব্যক্তি নিজের উদ্ধারের জন্য প্রথমতঃ স্বীয় ইষ্টের স্মরণ করে; পরে অত্যন্ত ব্যাকুলতায় সম্মুখে যাহাকে দেখিতে পায়, তাহাকেই স্তব করিয়া থাকে; কাহাকেও দেখিতে না পাইলে কোন বস্তু বা ব্যক্তিবিশেষকে আহ্বান না করিয়া তাহার উদ্দেশে কাতরতা জ্ঞাপন করে। এখানেও শচী যথাক্রমে শক্র, ধর্ম্ম, রাত্রি ও উপশ্রুতি প্রভৃতির স্তব করিতেছেন। অয়ন দুইটি—উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন অপেক্ষায় উত্তম। সম্ভবতঃ শচীর এই স্তবকাল মাঘ হইতে আষাঢ়ের মধ্যে কোন কালে হইবে। উপশ্রুতি সংবাদদায়িকা দেবী—“উপশ্রুতিং সন্দেশনির্ণায়িকাং দেবীম্ অকয়োৎ আকারিতবতী।” (নীলকণ্ঠ)।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শচীসমীপে সংবাদদাত্রী উপশ্রুতির উপস্থিতি

অনন্তর উপশ্রুতি পতিব্রতা ইন্দ্রাণীর নিকট সমুপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রাণী সেই রূপলাবণ্যসম্পন্না দেবী উপশ্রুতিকে সন্দর্শন করিয়া যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে কহিলেন, "হে বরাননে! তুমি কে? তোমাকে জানিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।" উপশ্রুতি কহিলেন, "হে দেবি! আমি উপশ্রুতি, সত্যানুরাগবশতঃ তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, তুমি একান্ত পতিপরায়ণা ও যমনিয়মসম্পন্না; তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে তুমি আমার সহিত আগমন কর; আমি তোমাকে বৃত্রাসুরনিসূদন পুরন্দরকে প্রদর্শন করাইব।"

অনন্তর ইন্দ্রমহিষী তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং বহুবিধ মহীধর ও রমণীয় দেবারণ্য অতিক্রম করিয়া হিমাচল উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক তাহার উত্তরপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। পরে বহুযোজন-বিস্তীর্ণ অর্ণবসন্নিধানে উপনীত হইয়া পাদপরাজি-বিরাজিত লতাজালমণ্ডিত মহাদ্বীপে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় চতুর্দ্দিকে শত-যোজন-বিস্তীর্ণ হংসসারসকুলমুখরিত এক রমণীয় সরোবর সন্দর্শন করিলেন। ঐ সরোবরে ষট্‌পদগণনিনাদিত পঞ্চবর্ণ সহস্র সহস্র দিব্য কমল বিকসিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে গৌরকান্তি উন্নতনাল এক নলিনী শোভা পাইতেছে।

উপশ্রুতি সাহায্যে শচীর ইন্দ্রদর্শন

অনন্তর শচী উপশ্রুতি-দেবীর সহিত পদ্মের মৃণালদণ্ড[১] বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বিসতন্তুর[২] অন্তর্গত সুররাজ ইন্দ্রকে অবলোকন করিলেন। তাঁহারা তথায় পুরন্দরকে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করিতে দেখিয়া আপনারাও তৎক্ষণাৎ সূক্ষ্ম বিগ্রহ পরিগ্রহ করিলেন। পরে শচী ইন্দ্রের সুপ্রসিদ্ধ পূর্ব্বকর্ম্মের কথা উত্থাপন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। দেবরাজ তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "হে ইন্দ্রাণি! তুমি কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ, আর আমি যে এ স্থানে অবস্থান করিতেছি, ইহাই বা কিরূপে অবগত হইলে?" শচী কহিলেন, "হে দেবরাজ! অহঙ্কারপরতন্ত্র মহাবল-পরাক্রান্ত দুরাত্মা নহুষ ত্রিলোকের ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া আমাকে কহিয়াছে, 'তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ কর'; আমি তাহার সহিত এক সময় নিরূপণ করিয়াছি; এক্ষণে আপনি আমাকে রক্ষা না করিলে সেই দুরাত্মা নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবে। আমি এই নিমিত্ত আপনার নিকট আগমন করিয়াছি; অতএব আপনি বিসতন্তু হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তেজঃপ্রকাশপূর্ব্বক তাহাকে বিনাশ ও পুনরায় দেবরাজ্য শাসন করুন।"

১। পদ্মনাল। ২। মৃণালমধ্যগত সূত্র।

—

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শচীনির্দ্দেশে ঋষিবাহিত যানে নহুষের গমনাকাঙ্ক্ষা

দেবরাজ ইন্দ্র শচীমুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে সত্যব্রতে! এক্ষণে বিক্রম-প্রকাশের অবসর নহে; রাজা নহুষ এক্ষণে আমা অপেক্ষা বলবান্, ঋষিগণের হব্যকব্যে[১] একান্ত পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। অতএব আমি এই বিষয়ে এক সৎপরামর্শ প্রদান করিতেছি, তুমি অতি গোপনে তাহার অনুষ্ঠান কর, কদাচ কাহার নিকট প্রকাশ করিও না। হে সুন্দরি! তুমি এক্ষণে নহুষসন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিবে, 'হে মহারাজ! আপনি দিব্য ঋষিবাহ্য[২] যানে আরোহণ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইবেন। তাহা হইলেই আমি প্রীতমনে আপনার বশীভূত হইব।"

অনন্তর ইন্দ্রাণী জীবিতনাথের[৩] আদেশানুসারে নহুষসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। রাজা নহুষ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া সহাস্য-মুখে স্বাগতপ্রশ্ন-পূর্ব্বক কহিলেন, "অয়ি বরারোহে! বল, আমি তোমার কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিব? আমি তোমার একান্ত ভক্ত ও নিতান্ত অনুরক্ত, এক্ষণে তুমি প্রীতমনে আমার অভিলাষ পূর্ণ কর, কদাচ লজ্জাপরবশ হইও না, আমাকে বিশ্বাস কর, আমি সত্য কহিতেছি, তুমি যাহা কহিবে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব।" ইন্দ্রাণী কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যে আমার সহিত সময়-নির্দ্দেশ[৪]

১। দেবতার উদ্দেশে দত্ত বস্তু হব্য, পিতৃগণের উদ্দেশে দত্ত দ্রব্য কব্য।
২। ঋষি দ্বারা বাহিত। ৩। স্বামী। ৪। সময় নির্দ্দেশে অনুমোদন।

করিয়াছিলেন, তাহা উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি আপনাকে পতিত্বে বরণ করিব, কিন্তু আমি আপনার নিকট একটি মনোগত কথা ব্যক্ত করিতেছি, আপনি যদি তাহা সম্পাদন করেন, তাহা হইলে আমি আপনার মনোরথ সফল করিব।

"দেবরাজ ইন্দ্রের হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতি নানাবিধ বাহন ছিল, কিন্তু আপনাকে এমন এক অপূর্ব্ব বাহন অবধারণ করিতে হইবে, যাহা ভগবান্ বিষ্ণু, রুদ্র, অসুর বা রাক্ষসগণ কেহই কখন অবলোকন করেন নাই; আপনি দর্শনমাত্র স্ববীর্য্যপ্রভাবে অন্যের তেজঃ অপহরণ করিতে পারেন; কেহই আপনার সমক্ষে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না; অসুর ও দেবগণের অনুকরণ করা আপনার নিতান্ত অকর্ত্তব্য; অতএব মহাভাগ মহর্ষিগণ সমবেত হইয়া শিবিকা দ্বারা আপনাকে স্কন্ধে বহন করিলে আমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে।"

তখন দেবরাজ নহুষ সাতিশয় হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "হে দেবি! আমি তোমারই অধীন; তুমি যাহা কহিলে, ইহা অপূর্ব্ব বাহন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহর্ষিগণকে বাহন করা অল্পবলবীর্য্যশালী ব্যক্তির কার্য্য নহে; অতএব এ বিষয়ে আমারও বিলক্ষণ অভিলাষ আছে। আমি তপঃপরায়ণ ও ত্রিকালজ্ঞ; সমুদয় জগৎ আমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। আমি রোষপরবশ হইলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট করিতে পারি, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, উরগ ও রাক্ষস কেহই আমার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হয় না। আমি যাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করি, তাহারই তেজঃ সংহার করিয়া থাকি, অতএব তুমি যাহা কহিলে, আমি অবিলম্বেই তাহা সংসাধন করিব; সপ্তর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণ অবশ্যই আমাকে বহন করিবেন। হে দেবি! আজি তুমি আমার মাহাত্ম্য ও সমৃদ্ধি সন্দর্শন কর।"

ঋষিযানে কামমত্ত নহুষের শচীসমীপে যাত্রা

এই বলিয়া বলমদমত্ত কামচারী দুরাত্মা নহুষ শচীকে বিদায় করিয়া নিয়মসম্পন্ন মহর্ষিগণকে বিমানে যোজন করিয়া আপনাকে বহন করাইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ইন্দ্রাণী বৃহস্পতিসন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, "ভগবন্! দেবরাজ নহুষ যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছিল, তাহা আগতপ্রায় হইয়াছে, এক্ষণে আপনি অনতিবিলম্বে দেব পুরন্দরকে অনুসন্ধান করিয়া আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করুন।" তখন ভগবান্ বৃহস্পতি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন, "হে দেবি! দুরাত্মা নহুষ হইতে তোমার আর কোন আশঙ্কা নাই, যখন সেই অধার্ম্মিক ঋষিগণ দ্বারা আপনাকে বহন করাইতেছে, তখন তাহার বিনাশকাল আসন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আমি এক্ষণে তাহার বধসাধনের নিমিত্ত এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছি, তুমি ভীত হইও না। আমি দেবরাজ ইন্দ্রকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইব, তোমার মঙ্গল হউক।"

অনন্তর বৃহস্পতি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি অগ্নিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "হে অনল! তুমি এক্ষণে সুররাজ ইন্দ্রকে অনুসন্ধান কর।" তখন হুতাশন অপূর্ব্ব স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন, এবং নিমেষমাত্রে দিক্, বিদিক্, পর্ব্বত, কানন, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ অনুসন্ধানপূর্ব্বক পুনরায় বৃহস্পতি-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হে সুরাচার্য্য! আমি দেবরাজকে কোন স্থানে অবলোকন করিলাম না; আমার সলিল-প্রবেশে ক্ষমতা নাই; এই নিমিত্ত কেবল তথায় তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে পারি নাই; এক্ষণে বলুন, আপনার আর কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে?" তখন দেবগুরু কহিলেন, "হে অনল! তোমাকে অবশ্যই সলিলে প্রবেশ করিতে হইবে।" অগ্নি কহিলেন, "হে সুরাচার্য্য! সলিল হইতে অনল, ব্রহ্ম হইতে ক্ষত্রিয় ও প্রস্তর হইতে লৌহ সমুদ্ভূত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের অপ্রতিহত তেজঃ স্ব স্ব উদ্ভবক্ষেত্রেই প্রশান্ত হইয়া থাকে। অতএব আমি কদাচ সলিলমধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইব না; তাহা হইলে অবশ্যই বিনষ্ট হইব। এক্ষণে আপনার মঙ্গল হউক, আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

বৃহস্পতিকৃত যজ্ঞে অগ্নি-ইন্দ্র-সাক্ষাৎকার

বৃহস্পতি কহিলেন, "হে অনল! তুমি সকল দেবতার মুখস্বরূপ, তুমি হব্যবাহ[1]; তুমি সাক্ষীর ন্যায় সকল প্রাণীর অন্তরে গূঢ়রূপে বিচরণ কর। কবিগণ তোমাকেই একবিধ[2] ও ত্রিবিধ[3] বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হে হুতাশন! তোমা বিনা এই সমস্ত জগৎ ক্ষণমধ্যেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়; বিপ্রগণ তোমাকে নমস্কার করিয়া পুত্র-কলত্র সমভিব্যাহারে স্বকর্ম্মোপার্জ্জিত শাশ্বত গতি লাভ করেন। তুমিই হব্যবাহ, তুমিই পরম হবিঃ, যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞ দ্বারা তোমারই অর্চ্চনা করেন। হে হব্যবাহ! তুমি লোকত্রয় সৃষ্টি কর এবং কালক্রমে পুনরায় সমিদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া থাক। হে পাবক! তুমিই নিখিল ভুবনের প্রসূতি এবং তোমাতেই সমুদয় জগৎ বিলীন হয়। মনীষিগণ তোমাকেই জলধর ও বিদ্যুৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তোমা হইতে শিখা-সকল বহির্গত হইয়া সমুদয় ভূতকে ধারণ করে। তোমাতেই সমুদয় জল ও সমুদয় জগৎ নিহিত হইয়া আছে। ত্রিলোকে কিছুই তোমার অবিদিত নাই। সকলেই স্বীয় জন্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে; অতএব তুমি অবিশঙ্কিতচিত্তে সলিলমধ্যে প্রবেশ কর; আমি তোমাকে সনাতন ব্রাহ্মমন্ত্রে পুনরায় বর্দ্ধিত করিব।" কবিপ্রধান হব্যবাহ বৃহস্পতি কর্ত্তৃক এইরূপ সংস্তুত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক কহিলেন, "আমি সত্য কহিতেছি, পুরন্দরকে আপনার নয়নগোচর করিব।"

অনন্তর যে স্থানে শতক্রতু প্রচ্ছন্ন হইয়া অবস্থান করিতেছেন, ভগবান্ হুতাশন সলিলে প্রবেশপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে সমুদ্র ও পল্বল[4] সকল অতিক্রম করিয়া সেই সরোবরে আগমন করিলেন; তথায় তিনি কমলদল অন্বেষণ করিয়া মৃণালতন্তুর অভ্যন্তরবর্ত্তী দেবরাজকে অবলোকন করিবামাত্র অতিমাত্র বেগে প্রত্যাগত হইয়া বৃহস্পতিকে কহিলেন, "হে সুরাচার্য্য! দেবরাজ অণুমাত্র কলেবর ধারণ করিয়া বিসতন্তুর অভ্যন্তরে বিলীন হইয়া আছেন।

তখন বৃহস্পতি দেব, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ-সমভিব্যাহারে ইন্দ্রসমীপে আগমন করিয়া, তৎকৃত পুরাতন কর্ম্ম-সকল উল্লেখপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, "হে শক্র! তুমি নিদারুণ নমুচি, মহাবল বল ও শম্বর দৈত্যকে নিহত করিয়াছ, এক্ষণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া অরাতিগণকে বিনষ্ট কর। হে ইন্দ্র! তুমি উত্থিত হইয়া অবলোকন কর, দেবতা ও ঋষিগণ তোমার নিকট সমাগত হইয়াছেন। তুমি দানবগণকে সংহার করিয়া সমস্ত লোক রক্ষা করিয়াছ। তুমি বিষ্ণুতেজঃপ্রজ্বলিত ফেন গ্রহণ করিয়া বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছ। তুমি সর্ব্বভূতের শরণ্য ও স্তবনীয়; তোমার সমান আর কেহই নাই; তুমিই সকল প্রাণীকে ধারণ ও দেবগণকে মহিমান্বিত করিয়াছ; এক্ষণে বলবান্ হইয়া সকল লোক রক্ষা কর।"

বৃহস্পতিকৃত স্তবে ইন্দ্রের তেজোবৃদ্ধি

দেবগুরু বৃহস্পতি এই প্রকার স্তব করিলে পর ভগবান্ ইন্দ্র ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। পরিশেষে স্বীয় কলেবর গ্রহণপূর্ব্বক বলবান হইয়া কহিলেন, "হে সুরাচার্য্য! আমি মহাসুর ত্বষ্টনন্দন ও লোকবিনাশী বৃত্রকে সংহার করিয়াছি, এক্ষণে আপনাদের আর কি কার্য্য অবশিষ্ট আছে?"

বৃহস্পতি কহিলেন, "দেবরাজ! নহুষনামা একজন মানবরাজ দেবর্ষিগণের তেজে দেবরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগের অত্যন্ত বিঘ্ন করিতেছেন।"

ইন্দ্র কহিলেন, "মহাশয়! রাজা নহুষ কীদৃশ তপস্যা ও পরাক্রম-প্রভাবে অসুলভ দেবরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন?"

বৃহস্পতি কহিলেন, হে মহেন্দ্র! তুমি ইন্দ্রত্ব পরিত্যাগ করিলে দেব, পিতৃগণ, ঋষি ও প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণ ভীত হইয়া নহুষসমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে নহুষ! আপনি আমাদিগের রাজা হইয়া সমুদয় ভুবন রক্ষা করুন।' নহুষ কহিলেন, 'আমি সামর্থ্যশূন্য হইয়াছি; তোমরা স্ব স্ব তপস্যা ও তেজোদ্বারা আমার তেজস্বিতা সম্পাদন কর।' তখন তাঁহারা তাঁহাকে

১। হব্যবহনকারী—অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি হুতাশন বহন করিয়া লইয়া গিয়া দেবগণের মুখে পৌঁছাইয়া দেন। ২। বৈশ্বানর। ৩। গার্হপত্য, দক্ষিণ, আহবনীয়। ৪। অল্প জলযুক্ত জলাশয়।
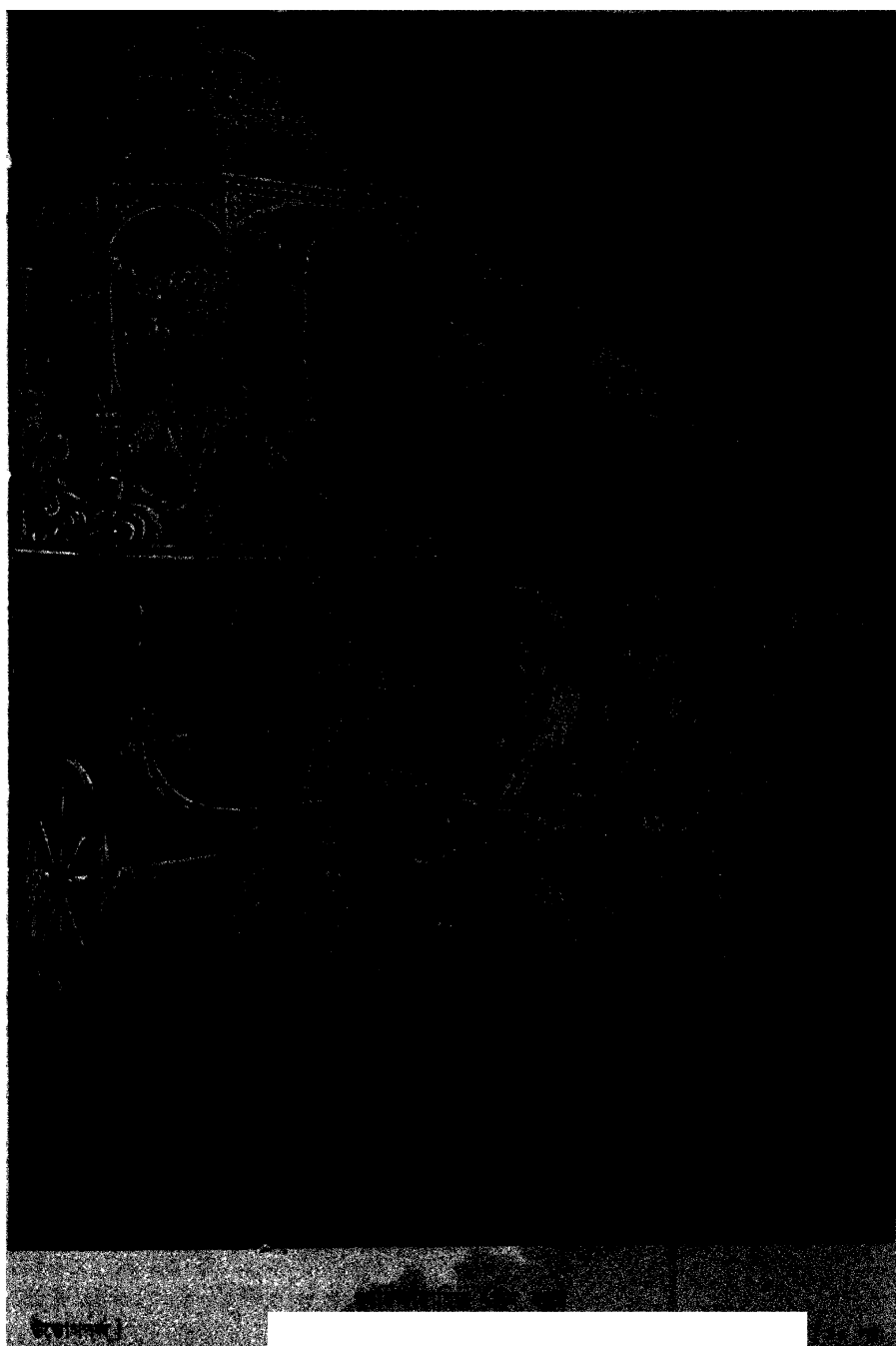
তেজস্বী করিলে সেই দুরাত্মা দেবরাজ্যে অধিরূঢ় হইয়া এক্ষণে মহর্ষিগণকে বাহন করিয়া লোক-লোকান্তরে গমন করিতেছে। তুমি সেই তেজোহর দৃষ্টিবিষ নহুষকে কদাপি দৃষ্টিগোচর কর নাই! নিতান্ত কাতর দেবগণ গূঢ়রূপে বিচরণ করিয়াও তাহাকে দর্শন করেন না।"

যজ্ঞপুষ্ট লোকপালগণের নহুষ-নাশ-মন্ত্রণা

বৃহস্পতি এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময় কুবের, যম ও সোম প্রভৃতি লোকপালগণ তথায় আগমন করিয়া কহিলেন, "হে ইন্দ্র! ভাগ্যক্রমে আপনি ত্বষ্টৃনন্দন[1] ও বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন এবং আমরা ভাগ্যক্রমে আপনাকে অক্ষত ও কুশলী অবলোকন করিলাম।"

মহেন্দ্র প্রীতিপ্রফুল্ল হইয়া সমুচিত সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন, "হে লোকপালগণ! ভীষণস্বভাব নহুষের পরাজয়-বিষয়ে তোমাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে।"

তাঁহারা কহিলেন, "হে ইন্দ্র! দৃষ্টিবিষ নহুষ অতি ভয়ঙ্কর; এই নিমিত্ত অত্যন্ত ভীত হইতেছি। যদি আপনি তাহাকে পরাজয় করেন, তাহা হইলেই আমরা যজ্ঞাংশ প্রাপ্ত হই।"

ইন্দ্র কহিলেন, "সে যাহা হউক, আজি আমি বরুণ, যম, কুবের প্রভৃতি লোকপালগণকে স্ব স্ব পদে অভিষিক্ত করিলাম। সকলে একত্র মিলিত হইয়া দৃষ্টিবিষ[2] নহুষকে পরাজয় করিব।"

তখন অগ্নি ইন্দ্রকে কহিলেন, "হে ইন্দ্র! আমাকে অংশ দান কর, আমিও তোমাদের সাহায্য করিব।"

ইন্দ্র কহিলেন, "হে হুতাশন! তুমি মহাযজ্ঞে ঐন্দ্রাগ্ন্য[3] নামে এক অংশ প্রাপ্ত হইবে।"

অনন্তর বরদাতা মহেন্দ্র কুবেরকে যক্ষগণের ও সমুদয় ধনের, যমকে পিতৃগণের এবং বরুণকে জলের আধিপত্য প্রদান করিয়া নহুষের বধোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

১। ত্রিশিরা। ২। যাহার দৃষ্টিপাতে দৃষ্ট ব্যক্তির শক্তি তিরোহিত হয়। ৩। ইন্দ্র-ব্যবস্থাপিত অগ্নির যজ্ঞভাগ।

ষোড়শ অধ্যায়

অগস্ত্যমুখে ইন্দ্রের নহুষ-পতনবার্ত্তা শ্রবণ

এইরূপে দেবরাজ ইন্দ্র লোকপালগণের সহিত নহুষের বধোপায় চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে ভগবান্ অগস্ত্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ইন্দ্রের সৎকার করিয়া কহিলেন, "হে পুরন্দর! ভাগ্যক্রমে বিশ্বরূপ ও বৃত্রাসুর নিহত এবং তোমার বিষম শত্রু নহুষও রাজ্যচ্যুত হইয়াছে; অতএব আজি সৌভাগ্যের আর পরিসীমা রহিল না।"

ইন্দ্র স্বাগতপ্রশ্নপূর্ব্বক কহিলেন, "হে তপোধন! আপনার সন্দর্শনে আমি পরম প্রীত হইলাম; এক্ষণে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় ও মধুপর্ক গ্রহণ করুন।" মুনিবর এইরূপে পূজিত হইয়া আসনে উপবেশন করিলে পর দেবরাজ প্রহৃষ্টমনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে দ্বিজোত্তম! পাপাত্মা নহুষ কিরূপে স্বর্গভ্রষ্ট হইল, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন।"

অগস্ত্য কহিলেন, "হে সুরনাথ! একদা কতিপয় দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি বলদর্পিত দুরাচার নহুষকে স্কন্ধে বহন করিয়া নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে বাসব! শাস্ত্রে যে সকল গোপ্রোক্ষণের[1] মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে, আপনি কি তাহা বিশ্বাস করিয়া থাকেন?' মূঢ়চেতাঃ নহুষ তমোগুণ-প্রভাবে 'না' বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। ঋষিগণ নহুষের এইরূপ পবিবত বাক্য-শ্রবণে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, 'ধর্ম্মের প্রতি তোমার কিছুমাত্র অনুরাগ নাই; অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তোমার বুদ্ধি একবারে কলুষিত হইয়া গিয়াছে। মহর্ষিগণ পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাই আমরা প্রমাণ বলিয়া গণ্য ও মান্য করি।'

নহুষের প্রতি অগস্ত্যশাপ

পাপাত্মা নহুষ মুনিগণের সহিত এইরূপ বিবাদ-পূর্ব্বক অধর্ম্ম-প্রেরিত হইয়া আমার মস্তকে পদার্পণ করিবামাত্র তেজোহীন, শ্রীভ্রষ্ট ও নিতান্ত ভয়পীড়িত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। তখন আমি কহিলাম, 'রে মূঢ়! যে হেতু তুমি পূর্ব্বতন ব্রহ্মর্ষিগণের বাক্যে অশ্রদ্ধা প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত পবিত্র কার্য্যসকল দূষিত করিতেছ, তুমি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া

১। জলাভিষেকে গোর শুদ্ধিসাধন।

আমার মস্তকে পদাঘাত করিলে এবং ব্রহ্মকল্প দুরাসদ[১] ঋষিগণকে বাহন করিয়া দিগ্‌দিগন্তে ভ্রমণ করিতেছ, এই নিমিত্ত তোমার সমুদয় পুণ্য ক্ষয় হইল এবং তুমি স্বর্গভ্রষ্ট হইলে; অদ্যাবধি আর তোমার তাদৃশ প্রভাব থাকিবে না; এক্ষণে তুমি ধরাতলে গমন করিয়া স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মহাকায় সর্পরূপ ধারণপূর্ব্বক দশ সহস্র বৎসর বিচরণ কর; পরে শাপকাল সম্পূর্ণ হইলে পুনরায় স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। হে ত্রিদিবনাথ! এইরূপে সেই দুরাত্মার অধঃপতনে ত্রিভুবন নিষ্কণ্টক হইল। এক্ষণে আপনি দেবরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ত্রৈলোক্যের আধিপত্য করুন।"

অনন্তর দেবতা, মহর্ষি, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, ভুজগ, দেবকন্যা, পিতৃগণ,অপ্সরা এবং সরিৎ, সাগর ও শৈল প্রভৃতি ভূতসকল সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া বাসবসকাশে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে সুরেশ্বর! ভাগ্যক্রমে পাপাত্মা নহুষ আজি অগস্ত্যশাপে স্বর্গভ্রষ্ট ও সর্পরূপ প্রাপ্ত হইয়া মহীতলে নিপতিত হইয়াছে; অতএব আপনি এক্ষণে সুখস্বচ্ছন্দে নিষ্কণ্টকে সুররাজ্য প্রতিপালন করুন।"

—

সপ্তদশ অধ্যায়

ইন্দ্রের পুনঃ স্বর্গরাজ্যলাভ

তখন বৃত্রনিসূদন পুরন্দর সুলক্ষণসম্পন্ন ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক অগ্নি, বৃহস্পতি, যম, বরুণ ও কুবের প্রভৃতি দেবগণে পরিবৃত এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ কর্ত্তৃক সংস্তূয়মান হইয়া পুনরায় ত্রিভুবনমধ্যে আগমন করিলেন এবং স্বীয় সহধর্ম্মিণী শচীর সহিত সম্মিলিত হইয়া পরমাহ্লাদে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। পরে ভগবান্ অঙ্গিরা শচীপতির সমীপে সমুপস্থিত হইয়া অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিলেন। সুররাজ তদ্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট ও হৃষ্ট হইয়া বর প্রদান করিলেন, "হে মহাত্মন্! তোমার অথর্ব্বাঙ্গিরস নাম অথর্ব্ববেদে প্রসিদ্ধ হইবে এবং তুমি সর্ব্বত্র যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইবে।" শতক্রতু এই বলিয়া অঙ্গিরাকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক বিদায় করিলেন; অনন্তর দেবগণ ও তপোধন সমুদয়কে যথাবিধি পূজা করিয়া পরমাহ্লাদে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র-শচী-দৃষ্টান্তে যুধিষ্ঠিরাদির সান্ত্বনা

হে মহারাজ ধর্ম্মনন্দন! সুররাজ ইন্দ্র এইরূপে ভার্য্যা-সমভিব্যাহারে দুঃখভোগ করিয়া শত্রুগণের বধাকাঙ্ক্ষায় অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। অতএব আপনি মহাত্মা ভ্রাতৃগণ ও যশস্বিনী দ্রুপদনন্দিনীর সহিত মহাবনে ক্লেশভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া কোনক্রমে দুঃখিত হইবেন না। দেবরাজ যেমন বৃত্রকে সংহার করিয়া স্বীয় আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনিও শত্রু বিনাশ করিয়া অবশ্যই রাজ্যলাভ করিবেন। যেমন ব্রহ্মদ্বেষী পাপাত্মা নহুষ অগস্ত্যের শাপে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছেন, তদ্রূপ কর্ণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার অরাতিগণ অচিরকালমধ্যেই উৎসন্ন হইবে। অনন্তর আপনি স্বীয় ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও পতিপরায়ণা পাঞ্চালী-সমভিব্যাহারে নির্বিঘ্নে সসাগরা ধরার একাধিপত্য করিবেন।

হে মহারাজ! সৈন্য-সকল মিলিত হইলে জয়াভিলাষী ভূপতির শত্রুবিজয় উপাখ্যান শ্রবণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত আমি আপনার নিকট এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। যে মহাত্মগণ এই উপাখ্যান শ্রবণ করেন, তাঁহারা বিজয়ী ও সমৃদ্ধিশালী হয়েন। হে ধর্ম্মনন্দন! দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অপরাধে ও ভীম-অর্জ্জুনের পরাক্রমে অচিরাৎ মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণের বিনাশ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি নিয়মপূর্ব্বক এই ইন্দ্রবিজয় উপাখ্যান পাঠ করে, সে অরাতিভয়বিমুক্ত, অপত্যসম্পন্ন নিরাপদ ও দীর্ঘায়ু হইয়া স্বচ্ছন্দে কালযাপনপূর্ব্বক পরকালে স্বর্গলাভ করিতে পারে এবং সর্ব্বত্র জয়লাভ করিয়া থাকে, কুত্রাপি পরাভূত হয় না।

মহারাজ যুধিষ্ঠির শল্যের এই আশ্বাসবাক্য শ্রবণানন্তর যথাবিধি পূজা করিয়া কহিলেন, "হে মহাভাগ! আপনাকে অবশ্যই কর্ণের সারথ্য-কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। আপনি সেই সময়ে কর্ণের তেজোনাশ ও অর্জ্জুনকে রক্ষা করিবেন।"

শল্য কহিলেন, "আমি অবশ্যই আপনার বাক্যানুরূপ কার্য্য করিব আর অন্য অন্য যে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইব, তাহার অনুষ্ঠানেও অণুমাত্র ত্রুটি করিব না।" মদ্রাধিপতি শল্য এই বলিয়া

১। দুরাসদ—যাঁহাদের চরিত্র সাধারণে বুঝিতে পারে না।

পাণ্ডবগণকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক সসৈন্যে দুর্য্যোধনসমীপে গমন করিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যসংগ্রহ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সাত্বত-বংশীয় মহারথ সাত্যকি চতুরঙ্গিণী[১] সেনা-সমভিব্যাহারে ধর্ম্মরাজের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। নানা দেশ হইতে সমাগত মহাবল-পরাক্রান্ত বীরপুরুষগণের পরশ্বধ, ভিন্দিপাল, শূল, তোমর, মুদ্গর, পরিঘ, যষ্টি, পাশ, তরবারি, খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি বিবিধ তৈলধৌত[২] প্রহরণ-প্রভায় সাত্যকির সেনা পরম শোভা-সম্পাদন করিয়াছিল। ঐ সৈন্য-সমুদয় সুনির্ম্মল অস্ত্র-শস্ত্রে বিভূষিত হইয়া সবিদ্যুৎ জলধরপটলের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। সেই এক অক্ষৌহিণী[৩] সেনা যুধিষ্ঠিরের সৈন্যসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া সমুদ্রপ্রবিষ্ট নদীর ন্যায় অন্তর্হিত হইল। তৎপরে চেদি-দেশাধিপতি মহাবীর ধৃষ্টকেতু এক অক্ষৌহিণী, মহাবল-পরাক্রান্ত মগধদেশাধিপতি জরাসন্ধতনয় জয়ৎসেন এক অক্ষৌহিণী ও মহাবীর পাণ্ড্য সাগরানূপবাসী[৪] বহুসংখ্যক সৈন্য-সমভিব্যাহারে অমিততেজাঃ পাণ্ডবগণের সমীপে সমাগত হইলেন। এইরূপে বহুসংখ্যক সৈন্য সমবেত হইলে ধর্ম্মরাজের সেনানিবেশ এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। অনন্তর মহাবীর দ্রুপদ নানা-দেশসমাগত অসংখ্য বীরপুরুষ ও মহারথ স্বীয় পুত্রগণ এবং মৎস্যরাজ বিরাট পার্ব্বতীয় ভূপালগণ-সমভিব্যাহারে ধর্ম্মরাজের নিকটে আগমন করিলেন। এইরূপে নানাদেশীয় ভূপালগণ কৌরবদিগের সহিত সংগ্রাম করিবার মানসে বহুসংখ্যক সৈনিক পুরুষ আনয়ন করিলে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সংগৃহীত হইল। তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না।

১। হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি—এই চারি অঙ্গে পরিপূর্ণ। ২। পরিষ্কৃত—তৈল দ্বারা নির্ম্মলীকৃত। ৩। ১ লক্ষ ৯ হাজার ৫০ পদাতি, ৬৫ হাজার ৬ শত ১০ অশ্ব, ২১ হাজার ৮ শত ৭০ হস্তী, ২১ হাজার ৮ শত ৭০ রথ—মোট সৈন্যসংখ্যা ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৭ শত। ৪। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী জলাভূমি বহুল স্থানে বাসকারী।

কৌরবপক্ষীয় সৈন্যসংগ্রহ

এদিকে মহীপাল ভগদত্ত এক অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া দুর্য্যোধনের নিকট গমন করিলে তিনি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। সুবর্ণালঙ্কৃত চীন ও কিরাতকুলসঙ্কুল ভগদত্তের সেনাগণ কর্ণিকার-বনের[১] ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ভূরিশ্রবা ও শল্য ইঁহারাও প্রত্যেকে এক এক অক্ষৌহিণী সেনা-সমভিব্যাহারে দুর্য্যোধন-সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। হার্দ্দিক্য এবং কৃতবর্ম্মা ভোজ, অন্ধক ও কুকুরগণ সমভিব্যাহারে অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া আগমন করিলেন। তৎকালে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ সেই সমুদয় বনমালাধারী বীরপুরুষে ব্যাপ্ত হইয়া মদমত্ত মাতঙ্গকুলসঙ্কুল অরণ্যানীর ন্যায় শোভমান হইয়া উঠিল। অনন্তর জয়দ্রথ প্রভৃতি সিন্ধু-সৌবীর-দেশীয় ভূপালগণ বায়ুবেগ-বিধূত[২] বহুরূপ নারীদের ন্যায় এক অক্ষৌহিণী সৈন্য সমভিব্যাহারে ধরাতল কম্পিত করিয়া দুর্য্যোধনের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ এক অক্ষৌহিণী শক ও যবন-সৈন্য সমভি-ব্যাহারে সমাগত হইয়া কুরুসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মাহিষ্মতীনিবাসী নীল মহাবল-পরাক্রান্ত দক্ষিণাপথনিবাসী সেনা-সমুদয় লইয়া কুরুরাজের নিকট আগমন করিলেন। অবন্তিদেশবাসী মহী-পালদ্বয় এক এক অক্ষৌহিণী সেনাসমভিব্যাহারে সমুপস্থিত হইলেন এবং মহাবলশালী কেকয়বংশীয় পঞ্চ সহোদর এক অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া আগমন করিলেন। অনন্তর অন্যান্য ভূপতিগণের নিকট হইতে তিন অক্ষৌহিণী সেনা সমুপস্থিত হইল। এইরূপে মহারাজ দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করিলেন।

নানাবিধ ধ্বজপতাকাশালী সৈন্যগণের সমাগমে হস্তিনানগর একবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তাহারা তথা হইতে পঞ্চনদ, সমুদয় কুরু-জাঙ্গল, রোহিতকারণ্য, মরুভূমি, অহিচ্ছত্র, কালকূট, গঙ্গাকূল, বারণ, বাটধান ও যামুন পর্ব্বত প্রভৃতি প্রভূত ধনধান্যশালী সুবিস্তীর্ণ প্রদেশে গমনপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিল। পাঞ্চালপতি-প্রেরিত

১। কর্ণিকার পুষ্পশোভিত অরণ্যের তুল্য। ২। সঞ্চালিত।

পুরোহিত সেই প্রভূততর কুরুসৈন্য অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন।

সেনোদ্যোগপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশতিতম অধ্যায়

সঞ্জয়যানপর্ব্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! এ দিকে পাঞ্চালরাজের পুরোহিত কৌরবগণের সমীপে সমুপস্থিত হইলে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম ও বিদুর তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিলেন।

দ্রুপদপুরোহিতের সন্ধিপ্রস্তাব

অনন্তর তিনি কুশল-সংবাদ প্রদান ও অনাময়[১] জিজ্ঞাসা করিয়া সেনানীগণের সমক্ষে কহিলেন, "হে সভাসদগণ! আপনারা সকলেই সনাতন রাজধর্ম্ম অবগত আছেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু বক্ষ্যমাণ প্রস্তাবে তাহার সবিশেষ উপযোগিতা আছে, এই নিমিত্ত পুনরায় কহিতেছি, হে কৌরবগণ! ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়েই একজনের সন্তান, পৈতৃক ধনে ইঁহাদিগের উভয়েরই সমান অধিকার; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সেই পৈতৃক পদে আরোহণ করিলেন আর পাণ্ডু-নন্দনগণ তাহাতে বঞ্চিত হইলেন, ইহার কারণ কি?

আপনারা বিলক্ষণ অবগত আছেন যে, পূর্ব্বে রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগের পৈতৃক দ্রব্য গোপন করিয়া তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রেরা প্রাণপণে তাঁহাদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পিতার অনুমতি অনুসারে শকুনির সাহায্যে ছল দ্বারা তাঁহাদিগের বলবর্দ্ধিত রাজ্য অপহরণ করিয়াছেন; সভামধ্যে তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদিগের সহধর্ম্মিণী দ্রুপদনন্দিনীকে নিগৃহীত ও ত্রয়োদশবর্ষ মহারণ্যে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন এবং তাঁহারা বনবাস সময়ে যে সমস্ত ক্লেশ ও বিরাটনগরে গর্ভস্থিত জীবের ন্যায় যে সকল যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, তাহা আপনাদিগের অবিদিত নাই। তথাপি তাঁহারা ধার্ত্তরাষ্ট্রকৃত সমুদয় নিগ্রহ বিস্মৃত হইয়া সন্ধিস্থাপনে একান্ত অভিলাষী হইয়াছেন।

এই সকল সুহৃদ্গণ উভয় পক্ষেরই ব্যবহার অবগত হইলেন, এক্ষণে দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনা করুন। পাণ্ডবগণ সমধিক বলবান্ হইয়াও কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন, লোকহিংসা ব্যতিরেকে অংশলাভ করাই তাঁহাদিগের অভিপ্রেত; কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন যে কি বিবেচনা করিয়া বিগ্রহ[১] করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারি না। দেখুন, সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা ধর্ম্মরাজের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং কুরুগণের সহিত সমরোন্মুখ হইয়া অনুক্ষণ তাঁহার অনুমতি প্রতীক্ষা করিতেছে। সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব ইঁহারা সহস্র অক্ষৌহিণীর সমকক্ষ; মহাবাহু ধনঞ্জয়ও আপনাদিগের এই একাদশ অক্ষৌহিণী অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূনবল নহেন। তিনি যেমন সমস্ত যোদ্ধার প্রধান, মহাদ্যুতি বাসুদেবও সেইরূপ। এই প্রকার সেনা-সংখ্যার বহুলতা, কিরীটীর রণদক্ষতা ও বাসুদেবের বুদ্ধিমত্তা অবগত হইয়া কোন্ ব্যক্তি সংগ্রামে অগ্রসর হইতে পারে? অতএব আপনারা ধর্ম্ম ও নিয়মের অনুসারে দাতব্য[২] বিষয় প্রদান করুন, অদ্যাপি ইহার কাল অতীত হয় নাই।"

বিংশতিতম অধ্যায়

সন্ধিপ্রস্তাবে ভীষ্মের সাগ্রহ উত্তর

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! প্রজ্ঞাসম্পন্ন ভীষ্ম ব্রাহ্মণমুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, "হে ভগবন্! ভাগ্যবলে পাণ্ডবগণ ও মধুসূদন কুশলে কালযাপন করিতেছেন, ভাগ্যবলে তাঁহারা সহায়-সম্পন্ন হইয়া ধর্ম্মপথে একান্ত নিরত রহিয়াছেন এবং ভাগ্যবলেই তাঁহারা বান্ধবগণের সহিত সংগ্রামাভিলাষ পরিহার করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করিতেছেন। হে ব্রহ্মন্! আপনি যাহা কহিলেন, তাহার যাথার্থ্যবিষয়ে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই, কিন্তু আপনার ব্রহ্মতেজঃ প্রভাবে আপাতত উহা অতি কঠোর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। পাণ্ডবেরা বনবাস-ক্লেশে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে সমস্ত পৈতৃক ধনের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। মহারথ

১। মঙ্গল সংবাদ।

১। যুদ্ধ। ২। ন্যায়ধর্ম্মতঃ যাহা প্রদানের যোগ্য।

কিরীটী অলৌকিক বলশালী, এই ত্রিলোকমধ্যে রণস্থলে কোন্ ব্যক্তি তাঁহার ভুজবীর্য্য সহ্য করিতে পারে? অন্য ধনুর্দ্ধারীর কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেবরাজও তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হয়েন না।"

সন্ধি সম্বন্ধে কর্ণের সগর্ব্বোক্তি

মহাবীর কর্ণ ক্রোধভরে অহঙ্কারপূর্ব্বক ভীষ্মদেবের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া মহারাজ দুর্য্যোধনের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিতে লাগিলেন, "হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে শকুনি রাজা দুর্য্যোধনের বাক্যানুসারে দ্যূতক্রীড়া করিয়া যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করেন. রাজা যুধিষ্ঠিরও প্রতিজ্ঞানুসারে বনে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ত্রিলোকে এ কথা কাহারও অবিদিত নাই, সুতরাং আমরা আর সে বিষয়ের উল্লেখ করিব না। এক্ষণে তিনি মূর্খের ন্যায় সেই প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন ও পাঞ্চালদিগের সাহায্যে সমস্ত পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। রাজা দুর্য্যোধন ধর্ম্মানুসারে শত্রুকে সমস্ত পৃথিবী দান করিতে পারেন; কিন্তু ভয়প্রদর্শন করিলে এক পদ ভূমিও প্রদান করিবেন না; অতএব যদি তাঁহারা পুনরায় পৈতৃক রাজ্যলাভের অভিলাষ করেন, তাহা হইলে অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়া প্রতিজ্ঞাকাল অতিবাহিত করুন; পরে মহারাজ দুর্য্যোধনের অঙ্কে নিঃশঙ্কে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন। মূর্খতাবশতঃ যেন কদাচ অধার্ম্মিকী বুদ্ধি অবলম্বন না করেন। আর তাঁহারা যদি ধর্ম্মমার্গ পরিত্যাগ করিয়া নিতান্তই যুদ্ধের বাসনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে রণস্থলে কৌরবগণের সহিত সাক্ষাৎকারলাভ করিয়া আমার বাক্য স্মরণপূর্ব্বক অনুতাপ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই।"

ধৃতরাষ্ট্রের কর্ণ-তিরস্কার

ভীষ্ম কহিলেন, "হে কর্ণ! তুমি বাক্যে সাতিশয় অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছ বটে, কিন্তু অর্জ্জুন একাকী রণস্থলে ছয় রথীকে পরাজয় করিয়াছেন, তাহা একবার তোমার স্মরণ করা উচিত। ব্রাহ্মণ যাহা কহিলেন, যদি আমরা সেইরূপ অনুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হইয়া নিশ্চয়ই আমাদিগকে সমরাঙ্গনের পাংশুজাল[১] ভক্ষণ করিতে হইবে।" অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মকে প্রসন্ন ও তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিয়া কর্ণকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, "হে কর্ণ! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম যাহা কহিলেন, তাহা আমাদিগের শুভঙ্কর, পাণ্ডবগণের হিতকর, সমস্ত জগতের শ্রেয়স্কর হইতেছে বিবেচনা করিয়া আমি পাণ্ডবগণের নিকট সঞ্জয়কে প্রেরণ করিব। তিনি অদ্যই তাঁহাদিগের নিকট গমন করুন।" এই বলিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিরাট-পুরোহিতকে সৎকার-পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সমীপে প্রেরণ করিলেন এবং সভামধ্যে সঞ্জয়কে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন।

একবিংশতিতম অধ্যায়

সন্ধির অনুকূল প্রস্তাবার্থ সঞ্জয় প্রেরণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! শুনিয়াছি, পাণ্ডুতনয়েরা বিরাটরাজ্যে সমুপস্থিত হইয়াছেন এবং ভাগ্যক্রমে তুমিও সন্নদ্ধ[২] হইয়া উপযুক্ত সময়ে আগমন করিয়াছ, অতএব এক্ষণে শীঘ্র বিরাট-নগরে গমনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের অনুসন্ধান করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক সকলকেই আমাদিগের কুশলবার্ত্তা কহিবে। পাণ্ডবেরা পরোপকারী, অকপট ও সাধু; তাঁহারা অজ্ঞাতবাসে দুঃসহ ক্লেশ-পরম্পরা সহ্য করিয়াও আমাদিগের প্রতি কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হন নাই। আমি কদাপি পাণ্ডবদিগের মিথ্যাব্যবহার অবলোকন করি নাই, তাঁহারা স্বীয় বীর্য্যার্জ্জিত সমুদয় সম্পত্তি আমাকে প্রদান করিয়াছেন। আমি নিরন্তর অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাদিগের কিছুমাত্র দোষ দেখিতে পাই নাই; অতএব কি বলিয়া পাণ্ডবদিগের নিন্দা করিব? তাঁহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মার্থের অবিরোধে কর্ম্ম করিয়া থাকেন। আপনা-দিগের সুখ, প্রিয় বা অভীষ্টসাধনের অনুরোধে করেন না। তাঁহারা ধৈর্য্য ও প্রজ্ঞাবলে শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিন্দা, ক্রোধ, হর্ষ ও প্রমাদ এই সকল অভিভূত করিয়া ধর্ম্মার্থের নিমিত্ত যত্ন করিয়াছেন। তাঁহারা প্রয়োজনসময়ে মিত্রগণকে ধন দান করিয়া থাকেন এবং দীর্ঘকাল একত্র বাস করিলেও তাঁহাদিগের

১। ধূলিরাশি। ২। যথোপযুক্তভাবে প্রস্তুত।

বন্ধুত্বের কিছুমাত্র হ্রাস হয় না ; সেই ধার্ম্মিকেরা যিনি যেমন ব্যক্তি, তাঁহার তদনুরূপ সম্মান রক্ষা করেন এবং যথাযোগ্য অর্থ-চিন্তাও করিয়া থাকেন।

পাপাত্মা মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন ও ক্ষুদ্রাশয় কর্ণ ব্যতিরেকে অস্মৎপক্ষীয় আর কোন ব্যক্তিই পাণ্ডবগণের বিদ্বেষ করেন না। কেবল ইহারা দুইজনে সেই সুখাভিলাষবিহীন মহাত্মাদিগের ক্রোধ বর্দ্ধিত করিতেছে। দুর্য্যোধন আরম্ভসময়ে বলবীর্য্য প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু কার্য্যকালে তাহার কিছুমাত্র ক্ষমতা থাকে না। সে অতিশয় সুখাভিলাষী ও বালক, স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতা[১] প্রযুক্ত পাণ্ডবগণের সমক্ষে তাঁহাদের অংশ অপহরণ করা অনায়াসসাধ্য মনে করিতেছে। অর্জ্জুন, কেশব, বৃকোদর, সাত্যকি, নকুল, সহদেব ও সৃঞ্জয় যাঁহার অনুগামী, যুদ্ধের পূর্ব্বেই তাঁহাকে ভাগ প্রদান করা কর্ত্তব্য। জয়শীল সব্যসাচী একাকী পৃথিবী পরিচালিত করিতে পারেন এবং কেশবও সকলের দুরধিগম্য[২] ও ত্রৈলোক্যের অধিপতি। যিনি সর্ব্বলোকের শ্রেষ্ঠ ও অদ্বিতীয়, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে? মহাবীর অর্জ্জুন একরথে অধিরূঢ় হইয়া জলদগম্ভীরনির্ঘোষে পতঙ্গসঙ্ঘের ন্যায় দ্রুতগামী শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক উত্তরদিক্ ও হিমালয়প্রদেশবাসী উত্তর-কুরুদিগকে পরাজয়পূর্ব্বক তাহাদের ধনসম্পত্তি হরণ করিয়াছেন, দ্রাবিড়দেশীয় লোকদিগকে স্বীয় সৈনিকদলের অন্তর্গত করিয়াছেন এবং ইন্দ্রপ্রমুখ নিখিল দেবগণকে পরাজিত করিয়া অখণ্ড খাণ্ডবারণ্য হুতাশনমুখে উপহার প্রদানপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের যশোবিস্তার ও মানবর্দ্ধন করিয়াছেন।

ভীম গদাযুদ্ধের ন্যায় হস্তী অশ্ব আরোহণেও অদ্বিতীয়। তিনি রথারোহণে অর্জ্জুন অপেক্ষা হীনবল নহেন এবং বাহুবলে অযুত নাগসদৃশ। মহাবল-পরাক্রান্ত সুশিক্ষিত ভীমসেনের সহিত শত্রুতাচরণ-পূর্ব্বক তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্বালিত করিলে ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা[৩] ভস্মীভূত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাক্ষাৎ ইন্দ্রও অমর্ষ[৪]পূর্ণ ভীমসেনকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়েন না। যেমন শ্যেন অন্য পক্ষি-সমূহকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ সুশিক্ষিত লঘুহস্ত[১] মাদ্রীতনয়যুগল অরাতিকুল অনায়াসে নির্ম্মূল করিতে পারেন।

ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহাবল বীরপুরুষেরা আমাদিগের সম্পূর্ণ সহায়তা করিবেন যথার্থ বটে ; কিন্তু পাণ্ডবগণের সহিত তুলনা করিলে ইঁহাদিগকে অতি সামান্য বোধ হয়। সোমকশ্রেষ্ঠ মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবগণের পরম হিতৈষী! শুনিয়াছি, তিনি ভৃত্য, অমাত্য ও আত্মসমর্পণ করিয়াও পাণ্ডবগণের উপকার করিবেন। বিশেষতঃ বৃষ্ণিসিংহ[২] কৃষ্ণ যাঁহাদিগের সহায়, তাঁহাদিগের প্রতাপ সহ্য করা কাহার সাধ্য?

মৎস্যাধিপতি বিরাট পাণ্ডবগণের সহিত একত্রবাসে যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছেন ; এ নিমিত্ত তাঁহারা পিতা-পুত্রে যুধিষ্ঠিরকে সাতিশয় ভক্তি করিয়া থাকেন এবং কার্য্যকালে পাণ্ডবদিগের অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিবেন, সন্দেহ নাই। মহাবল-পরাক্রান্ত কেকয়েরা পঞ্চভ্রাতা পূর্ব্বে আমাদিগের পক্ষে ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেকয়দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া অবধি যুদ্ধ দ্বারা রাজ্যপ্রাপ্তিকামনায় পাণ্ডব-পক্ষ আশ্রয় করিয়াছেন। পাণ্ডবদিগের সাহায্যার্থ নানাদেশ হইতে মহাবীর ভূপতিগণ সমানীত হইয়াছেন। তাঁহারা ধর্ম্ম-রাজের প্রতি দৃঢ়তর ভক্তি ও অকপট প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। পৃথিবীস্থ সমস্ত সুপ্রসিদ্ধ বৃদ্ধ-সমূহ, পার্ব্বতীয় ও দুর্গনিবাসী যোদ্ধারা এবং নানায়ুধধারী বলবান্ ম্লেচ্ছগণ পাণ্ডবার্থ আনীত হইয়া সৈন্যমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অলোকসামান্য বীর্য্যসম্পন্ন ইন্দ্রকল্প মহাত্মা পাণ্ড্য পাণ্ডবগণের হিতার্থ সৈন্যসামন্ত সমভি-ব্যাহারে সমরে সমাগত হইয়াছেন। যিনি দ্রোণ, কৃপ, বাসুদেব, অর্জ্জুন ও ভীষ্মের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছেন, লোকে যাঁহাকে প্রদ্যুম্ন সদৃশ বলিয়া বোধ করিয়া থাকে, সেই সাত্যকি পাণ্ডবগণের অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত যুদ্ধে ব্রতী হইয়াছেন।

পূর্ব্বে রাজসূয়-যজ্ঞে চেদিরাজ ও করূষক প্রভৃতি যে সমস্ত ভূপাল সর্ব্বপ্রকার উদ্যোগবিশিষ্ট হইয়া বহুসংখ্যক বীরপুরুষ সমভিব্যাহারে একত্র সমবেত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে চেদিরাজ-তনয় সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী, শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর ও যুদ্ধে অজেয়। ভগবান্ কৃষ্ণ ক্ষণকালমধ্যে তাঁহাকে পরাজয় করিয়া ক্ষত্রিয়-গণের উৎসাহ ভগ্ন করিয়াছেন এবং করূষরাজপ্রমুখ

১। হঠকারিতা—বিবেচনারাহিত্য। ২। অচিন্ত্যচরিত—যাঁহার চরিত সাধারণের বোধগম্য নহে। ৩। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ। ৪। ক্রোধ।

১। ক্ষিপ্রহস্ত। ২। বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ।

নরেন্দ্রবর্গ যে শিশুপালের সম্মানবর্দ্ধন করিয়াছেন, তাঁহারা সিংহস্বরূপ কৃষ্ণকে রথারূঢ় নিরীক্ষণ করিয়া চেদিপতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় পলায়ন করিলে, তিনি তখন অবলীলাক্রমে শিশুপালের প্রাণসংহারপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের যশ ও মান বর্দ্ধন করিলেন।

সেই কৃষ্ণ এক্ষণে পাণ্ডবপক্ষ রক্ষা করিতেছেন, কোন্ শত্রু বিজয়াভিলাষী হইয়া দ্বৈরথ-যুদ্ধে তাঁহার সম্মুখীন হইবে? হে সঞ্জয়! কৃষ্ণ পাণ্ডবার্থ যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ করেন, তাহা আমি শ্রবণ করিয়াছি। তাঁহার কার্য্য অনুক্ষণ স্মরণ করিয়া আমি শান্তিলাভে বঞ্চিত হইয়াছি; কৃষ্ণ যাঁহাদিগের অগ্রণী, কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগের প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে? কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন শুনিয়া ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে। আমার পুত্র দুর্ব্বুদ্ধিপরতন্ত্র; এক্ষণে যদি সে তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ না করে, তাহা হইলেই মঙ্গল; নতুবা যেমন ইন্দ্র ও বিষ্ণু সমুদয় দৈত্য-সেনা নিহত করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহারাও কুরুকুল নির্ম্মূল করিবেন সন্দেহ নাই। অর্জ্জুন, বাসুদেব ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির একমাত্র দুর্য্যোধনের অপরাধে ক্রুদ্ধ হইয়া যদি সমুদয় ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে প্রহার না করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ও দয়াস্বরূপ বোধ করিব।

হে সঞ্জয়! রাজা যুধিষ্ঠিরের ক্রোধানল প্রদীপ্ত হইলে আমার অন্তঃকরণে যেমন ভয়সঞ্চার হয়, বাসুদেব, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব হইতে তাদৃশ ভয় হয় না। যুধিষ্ঠির মহাতপাঃ ও ব্রহ্মচর্য্য-সম্পন্ন, তাঁহার সঙ্কল্প অবশ্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে। হে সঞ্জয়! তাঁহার এই ক্রোধ ন্যায়ানুগত বিবেচনা করিয়া আমি সাতিশয় ভীত হইতেছি। তুমি শীঘ্র রথারোহণপূর্ব্বক পাঞ্চালরাজ্যের সেনানিবেশে গমন করিয়া প্রীতিপ্রসন্ন বাক্যে পুনঃ পুনঃ যুধিষ্ঠিরকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে এবং কৃষ্ণের নিকট গমন করিয়া অনাময়-প্রশ্নপূর্ব্বক কহিবে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্বদাই পাণ্ডবগণের শান্তি বাসনা করিতেছেন। কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম ও সতত তাঁহাদিগের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। অতএব তিনি যাহা কহিবেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাহার কিছুমাত্র অন্যথা করিবেন না। অনন্তর অন্যান্য পাণ্ডব, সৃঞ্জয়, বিরাট ও দ্রৌপদেয়দিগকে কহিবে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। হে সঞ্জয়! যাহাতে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত না হয় এবং ভারতগণের হিতলাভ হইতে পারে, তুমি উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া রাজগণমধ্যে সেইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবে।"

—

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়

সঞ্জয়-যুধিষ্ঠিরের কুশলপ্রশ্ন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে পাণ্ডবগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বিরাটরাজ্যে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রীতমনে কহিলেন, "মহারাজ! ভাগ্যবলে আমি আপনাকে অরোগ ও সহায়সম্পন্ন দেখিতেছি। বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনার কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এক্ষণে আপনি মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও মাদ্রীতনয় নকুল-সহদেব ত কুশলে আছেন, এবং আপনি যাহা হইতে সকল মনোরথ সফল করিয়া থাকেন, সেই বীরসহধর্ম্মিণী দ্রুপদনন্দিনী ও তাঁহার পুত্রগণের ত সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল?"

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি ত নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছ? তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আমরা পরম প্রীত হইলাম; আমি অনুজগণের সহিত কুশলে আছি। বহুকালের পর কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কুশল-সমাচার অবগত হইলাম। এক্ষণে তোমাকে দর্শন করিয়া আহ্লাদবশতঃ বোধ হইতেছে যেন, তাঁহাকেও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি। সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ ভীষ্ম ত কুশলে আছেন? আমাদের উপর তাঁহার যে স্নেহ ও সদ্ভাব ছিল, তাহা ত বিলুপ্ত হয় নাই? মহারাজ বাহ্লীক, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা ও শল্য, ইঁহাদের ত মঙ্গল? আচার্য্য দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপ ইঁহারা ত সুস্থশরীরে কালযাপন করিতেছেন? ইঁহারা ত কৌরবগণের প্রতি একান্ত অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগের নিকট ত সমুচিত সমাদর প্রাপ্ত হইতেছেন? রাজকুমার যুযুৎসু ও অমাত্য কর্ণ ইঁহারা ত কুশলে আছেন?

ভারতজননী বৃদ্ধ রমণী-সকল, মহানসে নিযুক্ত দাসভার্য্যা, বধূ, পুত্র, ভাগিনেয়, ভগিনী ও দৌহিত্র সকলের ত মঙ্গল ?

সন্ধির আকর্ষণ-আনয়নার্থ যুধিষ্ঠির-প্রশ্ন

রাজা ধৃতরাষ্ট্র ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে মন্দত্ত গ্রামাদি ত প্রত্যাহরণ করেন নাই? তিনি ও তাঁহার পুত্রগণ ব্রাহ্মণদিগের অবমাননায় কি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন? তিনি স্বর্গের সোপানভূত মদ্দত্ত বৃত্তি-সমুদয় ত বিলুপ্ত করেন নাই? হে সঞ্জয়! বিধাতা বৃত্তির প্রতিপালন পরলোকে শুভকর ও ইহলোকে যশস্কর বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা যদি লোভসংবরণ না করেন, তাহা হইলে সমস্ত কৌরবগণ বিনষ্ট হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার আত্মজগণ অমাত্যদিগকে ত যথোচিত বৃত্তি প্রদান করিয়া থাকেন? তাঁহার শত্রুগণ সুহৃদ্বর্গের ন্যায় ঐকমত্য[১] অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের ত সুহৃদ্ভেদ[২] উৎপাদন করিতেছে না? কৌরবগণ ত তাঁহাদিগকে অসৎ পরামর্শ প্রদান করেন না? দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃপ ইঁহারা ত আমাদিগের অনিষ্ট-সাধনের নিমিত্ত কোন সঙ্কল্প করিতেছেন না? তাঁহারা ত সপুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে সন্ধি-স্থাপনার্থ মন্ত্রণা প্রদান করেন? তাঁহারা যোদ্ধবর্গকে সমবেত দেখিয়া সংগ্রামনির্ব্বাহক অর্জ্জুনের কার্য্য-সমুদয় ও তাঁহার জলধর-নির্ঘোষসদৃশ গাণ্ডীবধ্বনি ত স্মরণ করিয়া থাকেন?

আমি মহাবীর অর্জ্জুন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যোদ্ধা আর দৃষ্টিগোচর করি নাই; তিনি একষষ্টি সুতীক্ষ্ণ পুঙ্খযুক্ত শর এককালে নিক্ষেপ করিতে পারেন। ভীমসেন গদা ধারণ করিয়া মহারণ্যে মদস্রাবী মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় সংগ্রামমধ্যে শত্রুগণকে ভীত ও কম্পিত করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে থাকেন, ইহা কি তাঁহারা স্মরণ করিয়া থাকেন? মাদ্রীতনয় সহদেব বাম ও দক্ষিণ হস্তে অনবরত শরক্ষেপ করিয়া সমাগত কলিঙ্গদিগকে পরাজয় করিয়াছেন, ইহা কি তাঁহারা স্মরণ করিয়া থাকেন? পূর্ব্বে আমি তোমার সমক্ষে শিবি ও ত্রিগর্ত্তদিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত মহাবীর নকুলকে প্রেরণ করিলে তিনি সমস্ত পশ্চিমদিগ্বিভাগ বশীভূত করিয়াছিলেন, ইহা কি তাঁহারা স্মরণ করিয়া থাকেন? ঘোষযাত্রাপ্রস্থিত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের দুর্মন্ত্রণাবশতঃ দ্বৈতবনে যে পরাভব হইয়াছিল এবং ভীম ও অর্জ্জুন শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া তাঁহাদিগকে যে মোচন করিয়াছিলেন, ইহা কি তাঁহারা স্মরণ করিয়া থাকেন? সেই স্থানে আমি অর্জ্জুনের পৃষ্ঠরক্ষা করিয়াছিলাম ও ভীমসেন নকুল-সহদেবের পৃষ্ঠরক্ষা করিয়াছিলেন, ইহাও কি তাঁহারা স্মরণ করিয়া থাকেন? আমরা ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধনকে দানাদি উপায় দ্বারা পরাজয় করিতে অসমর্থ এবং একমাত্র সামরূপ উপায় দ্বারাও তাঁহাকে অনায়াসে পরাজয় করিতে পারিব না; অতএব এক্ষণে দণ্ডরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে পরাজয় করা কর্ত্তব্য।"

১। মতদ্বৈধহীনতা—মতের ঐক্য। ২। বন্ধুবিচ্ছেদ।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়

সঞ্জয়ের সন্ধিপ্রস্তাব

সঞ্জয় কহিলেন, "হে পাণ্ডবরাজ! আপনি যে-সকল কুরু ও কুরুশ্রেষ্ঠের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই কুশলে আছেন। সাধু অসাধু, উভয় প্রকার লোকই দুর্য্যোধনের পক্ষে আছে; কিন্তু যিনি শত্রুগণকেও দান করিয়া থাকেন, তিনি যে ব্রাহ্মণগণের বৃত্তিলোপ করিবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। আপনারা সদাচারপরায়ণ হইলেও মিত্রদ্রোহী ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণ আপনাদিগের অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু আপনারা পূর্ব্বে যখন অপকৃত হইয়াও ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের অণুমাত্র অপকার করেন নাই, তখন তাঁহাদিগের প্রতি অপকৃত ব্যক্তির ন্যায় হিংস্র ব্যবহার করা আপনাদের কর্ত্তব্য নহে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধ-বিষয়ে অনুমোদন করেন নাই; প্রত্যুত ব্রাহ্মণগণের সমীপে মিত্রদ্রোহ সমুদয় পাতক অপেক্ষা গুরুতর, ইহা শ্রবণ করিয়া, সমরচারী যোধাগ্রণী[১] জিষ্ণু[২], গদাপাণি ভীম, মহারথ নকুল-সহদেব ও আপনাকে স্মরণ করিয়া মনে মনে যৎপরোনাস্তি শোক ও অনুতাপ করিতেছেন, আপনারা সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ হইয়াও যখন তাদৃশ ক্লেশ-রাশি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন অনাগত ভবিষ্য ঘটনা পুরুষগণের নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

১। যোদ্ধাদিগের শ্রেষ্ঠ। ২। জয়শীল, অর্জ্জুন।

বিশেষতঃ কামার্থ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা ইন্দ্রকল্প পাণ্ডবগণের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। অতএব যাহাতে তাঁহারা সুখভাগী হয়েন, আপনারা, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ, সৃঞ্জয় সকল ও অন্যান্য সন্নিহিত ভূপালবর্গ একত্র মিলিত হইয়া এইরূপ সন্ধিসংস্থাপনে যত্নশীল হউন এবং আপনার পিতৃব্য রাজা ধৃতরাষ্ট্র গত যামিনী-যোগে আমাকে যাহা কহিয়াছেন, আপনারা পুত্র ও অমাত্যের সহিত মিলিত হইয়া তাহা শ্রবণ করুন।"

—

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়

সঞ্জয়ের সন্ধিনির্ব্বন্ধ

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে সঞ্জয়! পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ, বাসুদেব, যুযুধান এবং বিরাট সকলেই এ স্থানে সমাগত হইয়াছেন, অতএব রাজা ধৃতরাষ্ট্র কি আদেশ করিয়াছেন, বল।"

সঞ্জয় কহিলেন, "আমি কুরুগণের সমৃদ্ধি-সংবর্দ্ধনের নিমিত্ত বৃকোদর, ধনঞ্জয়, নকুল, সহদেব, বাসুদেব, শৌরি, যুযুধান, চেকিতান, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও আপনাকে আমন্ত্রণ করিয়া কহিতেছি, সকলে শ্রবণ করুন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সন্ধিবিষয়ে অভিনন্দনপূর্ব্বক ত্বরমাণ হইয়া আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনারা সেই বিষয়ে অনুমোদন করুন। হে পাণ্ডবগণ! আপনারা মৃদুতা, ঋজুতা প্রভৃতি সর্ব্বগুণসম্পন্ন, কুলীন, অনৃশংস, বদান্য, লজ্জাপরায়ণ ও সকল কর্ম্মের নিশ্চয়জ্ঞ; অতএব ঈদৃশ সত্ত্বশালী হইয়া হীনকর্ম্ম করা আপনাদের কোনক্রমেই উপযুক্ত নহে। যদি সেইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তবে শুভ্রবস্ত্রলগ্ন অঞ্জন[1] বিন্দুর ন্যায় আপনাদিগের অপযশ সাতিশয় প্রকাশমান হইয়া উঠিবে। যে কর্ম্ম পাপ, নিরয় ও বন্ধুক্ষয়ের কারণ এবং যাহাতে জয়-পরাজয় উভয়ই সমান, কোন্ ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়? যাঁহারা জ্ঞাতিগণের উপকার করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ধন্য! অতএব যাহাদের হইতে কুরুকুলের শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল পুত্র সুহৃৎ বান্ধবগণ সাধুবিগর্হিত কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া সৎপথে পদার্পণ করুন। যদি পাণ্ডবগণ কৌরবদিগকে শাসন ও শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া [illegible] করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের জীবন নিষ্ফল। অন্যের কথা দূরে থাকুক, কেশব, চেকিতান, গদ ও সাত্যকি আপনাদিগের সহায় হইলে দেবরাজ ইন্দ্র সমুদয় দেবগণের সাহায্য গ্রহণ করিয়াও আপনাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন না। অথবা দ্রোণ, ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, শল্য, কৃপ, রাধেয় ও অন্যান্য ভূপাল-গণ যদি কৌরবগণের সাহায্য করেন, তাহা হইলে তাহাদিগকেই বা কোন্ ব্যক্তি সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে, কোন্ ব্যক্তি স্বয়ং অক্ষত থাকিয়া রাজা দুর্য্যোধনের তাদৃশ সৈন্যগণকে সংহার করিতে পারে? যাহা হউক, এক্ষণে জয়পরাজয় উভয় বিষয়েই কিছুমাত্র মঙ্গল দেখিতেছি না। পাণ্ডবগণ কি প্রকারে দুষ্কুলজাত নীচ ব্যক্তির ন্যায় ধর্ম্মার্থ-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিবেন? এক্ষণে আমি কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া বাসুদেব ও পাঞ্চালাধিপতির শরণাপন্ন হইলাম। যদি বাসুদেব ও অর্জ্জুন এই সকল বাক্য রক্ষা না করেন, তাহা হইলে কি প্রকারে কুরু ও সৃঞ্জয়গণের মঙ্গল হইবে? আমি কেবল সন্ধিকার্য্য-সাধনার্থ কহিতেছি, অন্য বস্তুর কথা দূরে থাকুক, যাচ্ঞা করিলে প্রাণ পর্য্যন্তও প্রদান করিতে হয়; ফলতঃ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম প্রভৃতির অভিপ্রায় এই যে, আপনাদিগের সন্ধি হইলেই উত্তম হয়।"

—

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের সদুপদেশপূর্ণ সন্ধি স্বীকার

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমি ত তোমার নিকট যুদ্ধাভিলাষ প্রকাশ করি নাই; তবে তুমি কি নিমিত্ত সংগ্রাম-বিষয়ে ভীত হইতেছ? হে বৎস! যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা উহাতে উপেক্ষা করাই শ্রেয়স্কর; অতএব যদি সহজে অর্থ সিদ্ধ হয়, তবে কোন্ ব্যক্তি সমরে প্রবৃত্ত হয়? দেখ, মনুষ্যের মনোরথ-সমুদয় যদি কর্ম্ম না করিয়াও সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সে কখনই কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয় না। যাহা হউক, আমার মতে যুদ্ধ না করিয়া যদি অতি অল্পমাত্র লাভ হয়, তাহাও

১। কজ্জল—কাজল।

শ্রেয়স্কর। কোন্ ব্যক্তি সহজে বা দৈবদুর্ব্বিপাক-বশতঃ যুদ্ধাভিলাষ করিয়া থাকে? পাণ্ডুতনয়গণ সুখাভিলাষে ধর্ম্মানুগত লোকহিতকর অতি দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। হে সঞ্জয়! যাহার স্বীয় সুখসাধন ও দুঃখনিবারণ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য, সে নিতান্ত ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র। বিষয়বাসনা কেবল স্বীয় পরিতাপের হেতু, যে ব্যক্তি উহা পরিত্যাগ করিতে পারে, সে দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয়। যেমন অগ্নিতে ইন্ধন প্রদান করিলে তাহার তেজোবৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ কাম্যবস্তুর উপভোগে কামের প্রাদুর্ভাবই হইয়া থাকে। দেখ, ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশত-সমভিব্যাহারে প্রভূত ঐশ্বর্য্যভোগ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেছেন না।

ভাগ্যহীন ব্যক্তি কদাচ বিগ্রহে সমর্থ হয় না এবং গীত শ্রবণ বা মাল্য, গন্ধ ও অনুলেপন প্রভৃতি সামগ্রী উপভোগ কিংবা উত্তমোত্তম বসন পরিধান করিতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আমরা নিতান্ত হতভাগ্য, নচেৎ কি নিমিত্ত কুরুদেশ হইতে দূরীকৃত হইব? অজ্ঞ ব্যক্তির অভিলাষ প্রায়ই তাহার হৃদয় ও দেহ দাহ করে। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং অসমর্থ হইয়া যে পরের সামর্থ্যে নির্ভর করেন, ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক; কারণ, তিনি স্বয়ং যেরূপ অক্ষম, পরকেও তদ্রূপ জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। যেমন কোন ব্যক্তি আত্মবিনাশের নিমিত্ত গ্রীষ্মকালে বহুতৃণসম্পন্ন বনে অগ্নি দান করিয়া, পরিশেষে সেই অগ্নি প্রবৃদ্ধ হইতেছে, অবলোকনপূর্ব্বক অনুতাপ করিয়া থাকে, সেইরূপ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও দুর্ম্মতি কুটিলস্বভাব হতভাগ্য পুত্রকে স্বাধীনতা প্রদানপূর্ব্বক অনুতাপ করিতেছেন। বিদুর কুরুকুলের পরম হিতকারী; কিন্তু দুরাত্মা দুর্য্যোধন অহিতকারী বোধে সতত তাঁহার বাক্যে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের হিতবাসনায় জ্ঞাতসারেই অধর্ম্মাচরণ করিতেছেন, মেধাবী কুরুকুলহিতৈষী শ্রুতশীল বাগ্মী বিদুরের বাক্যে কিছুমাত্র মনোযোগ করিতেছেন না। তিনি কেবল মাননাশক, ঈর্ষাপরায়ণ, ক্রুদ্ধস্বভাব, ধর্ম্মার্থবর্জ্জিত, কটুভাষী, কামুক, মিত্রদ্রোহী ও নিতান্ত পাপবুদ্ধি দুরাত্মা দুর্য্যোধনের প্রীতিসাধন মানসে ধর্ম্মকামে জলাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। হে সঞ্জয়! যে সময়ে আমার দ্যূতে অভিলাষ হইয়াছিল, সেই সময়েই কুরুগণের বিনাশকাল সমুপস্থিত হইয়াছে। তখন বুদ্ধিমান্ বিদুর হিতবাক্য বলিয়াও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট প্রশংসাভাজন হয়েন নাই। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ বিদুরের বুদ্ধির অনুবর্ত্তী না হইয়াই বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহার মতানুসারে কার্য্য করিয়াছিল, ততদিন তাহাদের রাজ্যবৃদ্ধি হইয়াছিল। হে সঞ্জয়! অর্থলুব্ধ দুরাত্মা দুর্য্যোধনের কি দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে দেখ, সে বিমোহিত হইয়া পাপপরায়ণ দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়াছে; অতএব আমি তাহাদিগের শ্রেয়োলাভের কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। দূরদর্শী বিদুর প্রব্রজিত [১] হইলে সপুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্র পরের অতুল ঐশ্বর্য্য আত্মসাৎ করিয়া মহারাজ্য নিষ্কণ্টক বিবেচনা করিতেছেন। কিন্তু তিনি যখন মদীয় অর্থজাত আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন, তখন তাঁহার শান্তি কোথায়?

সূতপুত্র কর্ণ সংগ্রামে অর্জ্জুনকে পরাজয় করিবে বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বে যে সকল সুমহৎ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে সে একবারও জয়লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই; বিশেষতঃ কর্ণ, দুর্য্যোধন, পিতামহ ও অন্যান্য কৌরবগণ ইঁহারা সকলেই সেই সংগ্রামস্থলে উপস্থিত ছিলেন; অতএব বিশেষরূপে জানিতে পারিয়াছেন যে, অর্জ্জুনের সমান ধনুর্দ্ধর আর কেহই নাই। অরাতিকুলনিপাতন[২] ধনঞ্জয় বিদ্যমান থাকিতেও আমাদের রাজ্য যেরূপে দুর্য্যোধনের হস্তগত হইয়াছে, তাহাও কোন ভূপতির অবিদিত নাই। এক্ষণে দুরাত্মা দুর্য্যোধন সেই মহাবল-পরাক্রান্ত অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিয়া পাণ্ডবগণের বিভব হরণ করিতে বাসনা করিতেছে। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত অর্জ্জুনের গাণ্ডীবনির্ঘোষ শ্রবণ না করিবে, তাবৎকাল জীবনধারণে সমর্থ হইবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে অবলোকন না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত অর্থসিদ্ধির অভিলাষ করিতে পারিবে। ফলতঃ মহাবীর ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও মাদ্রীনন্দনদ্বয় জীবিত থাকিতে ইন্দ্রও আমাদিগের রাজ্য-হরণ করিতে পারিবেন না। যদ্যপি বৃদ্ধ রাজা সেই আত্মজের বুদ্ধির অনুগামী হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার পুত্রগণ অবশ্যই সমরে

১। দুর্য্যোধনের দুর্ব্যবহারে হস্তিনাত্যাগী। ২। শত্রুসমূহবিনাশী।

পাণ্ডবকোপানলে দগ্ধ হইবে। সঞ্জয়! আমরা যেরূপ ক্লেশ সহ্য করিয়াছি, পূর্ব্বে কৌরবদিগের সহিত আমাদের যে ঘটনা হইয়াছে এবং আমরা দুর্য্যোধনের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি, তাহা ত তোমার কিছুই অবিদিত নাই। আমি তোমাকে সৎকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিতেছি, এখনও যদি দুর্যোধন আমাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া আমাদিগকে ইন্দ্রপ্রস্থ প্রদান করে, তাহা হইলে আমি শান্তিপক্ষ অবলম্বন করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়

সঞ্জয়ের সময়োচিত উপদেশ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! আপনার সমস্ত কার্য্য ধর্ম্মানুগত বলিয়া লোকমধ্যে বিশ্রুত ও দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব আপনি আপনার মহতী কীর্ত্তি ও জীবন অনিত্য বিবেচনা করিয়া ক্রোধভরে ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সংহারে প্রবৃত্ত হইবেন না। হে অজাতশত্রো! কৌরবগণ বিনা যুদ্ধে কখনই আপনাকে রাজ্য প্রদান করিবেন না। কিন্তু আমার মতে যুদ্ধে রাজ্যলাভ করা অপেক্ষা অন্ধক ও বৃষ্ণিরাজ্যে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা উদরপূর্ত্তি করাও শ্রেয়স্কর। বিবেচনা করিয়া দেখুন, মনুষ্যের জীবন ক্ষণভঙ্গুর ও দুঃখময়। বিশেষতঃ আপনি যেরূপ যশস্বী, কুরুকুলের হিংসা করা কদাপি আপনার বিধেয় নহে; অতএব আপনি এই পাপানুষ্ঠানে নিরত হউন। হে নরেন্দ্র! ধর্ম্মবিনাশিনী বিষয়-বাসনা সকল মনুষ্যকে আক্রমণ করে; কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহার পরতন্ত্র[১] না হইয়া লোকে মহতী কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকে। অর্থতৃষ্ণা অতি বলবতী, তাহাতে অভিভূত হইলে অবশ্যই ধর্ম্মনাশ হয়। অতএব যে ব্যক্তি ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান্। কাম-পরতন্ত্র হইলে অর্থানুরোধে হীন-প্রবৃত্তি জন্মে। লোকে ধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম করিলে সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী হইয়া উঠে; কিন্তু ধর্ম্ম-বিহীন হইলে সমুদয় ভূমণ্ডলের অধীশ্বর হইয়াও সতত বিষাদে কালযাপন করিতে হয়। আপনি বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান, যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে

১। অধীন।

ধনপ্রদান ও পারলৌকিক সুখের নিমিত্ত বহুদিবস আত্মসমর্পণ[১] করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার ন্যায় ধার্ম্মিক ও বুদ্ধিমান্ আর কে আছে? যে ব্যক্তি কেবল ভোগসুখে নিমগ্ন থাকিয়া যোগাভ্যাসে বিমুখ হয়, সে ধনক্ষয়ে দুঃখিত, সুখভোগে বঞ্চিত ও বাসনায় একান্ত অভিভূত হইয়া নিরন্তর দুঃখভোগ করিতে থাকে। আর যে ব্যক্তি পরলোকে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য ও অন্যান্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অধর্ম্মাচরণ করে, তাহাকে দেহত্যাগানন্তর পরকালে অশেষ প্রকার অনুতাপ করিতে হয়।

পরলোকে পুণ্য বা পাপের ক্ষয় হয় না, মনুষ্যকে জন্মান্তরে পূর্ব্বকৃত স্বকীয় কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। হে মহারাজ! আপনি যে বহুদক্ষিণ যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে ন্যায়ানুসারে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সুগন্ধরসসম্পন্ন অন্ন প্রদান এবং সজ্জনগণ-সমভিব্যাহারে অতি প্রশস্ত অন্যান্য পারলৌকিক কার্য্যকলাপ সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা এই ভূমণ্ডলে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। হে রাজন্! মনুষ্যগণ ইহলোকেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। পরলোক কর্ম্মভূমি নহে, তথায় জরা, মৃত্যু, ভয়, ক্ষুধা, পিপাসা, অপ্রীতি প্রভৃতি কিছুই নাই এবং ইন্দ্রিয়প্রীতিসাধন ব্যতীত অন্য কোন কর্ম্মও করিতে হয় না। যাহা হউক, আপনি কি ঐহিক, কি পারত্রিক, কোন সুখলাভবাসনায় কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন না; এরূপ কর্ম্ম করুন, যাহাতে স্বর্গ বা নরক এ উভয়েয় কোন স্থানেই গমন করিতে না হয়। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনারই জ্ঞানপ্রভাবে কর্ম্ম-সমুদয় বিনষ্ট হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব এমন সময়ে সত্য, দম[২], আর্জ্জব[৩] ও অনৃশংসতা[৪] পরিত্যাগ করিবেন না, বরং কালযাপনের নিমিত্ত রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন, কিন্তু পাপকর্ম্মানুষ্ঠানে কদাপি প্রবৃত্ত হইবেন না।

হে পাণ্ডব! যদি আপনি পরিশেষে এই জ্ঞাতি-বধরূপ পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন, তবে কি নিমিত্ত এতাবৎকাল দারুণ বনবাসক্লেশ সহ্য করিলেন? এই সমুদয় সৈন্য তখনও আপনার অধীন ছিল। মহাবীর জনার্দ্দন ও সাত্যকি এবং সচিবগণ চিরকালই আপনার বশীভূত আছেন। মহারাজ মৎস্যরাজ ও তাঁহার মহাবল-পরাক্রান্ত পুত্রগণ এবং আপনাদের

১। আত্মনিয়োগ—সর্ব্বপ্রাণে ধর্ম্মানুষ্ঠান। ২। বাহ্য ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ। ৩। সরলতা। ৪। অক্রূরতা—অক্রূর ব্যবহার।

পূর্ব্বনির্জ্জিত ভূসম্পত্তি-সমুদয় অবশ্যই আপনাদের পক্ষ হইতেন, তাহা হইলে আপনি মহাসহায়সম্পন্ন হইয়া বাসুদেব ও অর্জ্জুনের সাহায্যে অনায়াসে শত্রুপক্ষীয় মহারথগণকে সংহারপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের দর্প চূর্ণ করিতে পারিতেন; কিন্তু তখন তাহা না করিয়া বহু বৎসর বনে বাসপূর্ব্বক শত্রুবর্গের বলবর্দ্ধন ও স্বীয় সহায়গণের বল হ্রাস করিয়া এখন কি নিমিত্ত এই অনুপযুক্ত সময়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছেন? অপ্রাজ্ঞ ও ধর্ম্মজ্ঞ এই উভয়ই সমরে শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরাও দৈববশতঃ কখন কখন যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট হয়েন।

হে যুধিষ্ঠির! আপনি ত কখনই ক্রোধের বশীভূত হইয়া পাপচিন্তা বা পাপাচরণ করেন নাই, তবে কি নিমিত্ত এক্ষণে এই প্রজ্ঞাবিরুদ্ধ দুষ্কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছেন? যাহা হউক, এক্ষণে এই যশোনাশক পাপফলপ্রদ অসত্যের দুস্ত্যজ্য[১] ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া শান্ত হউন। আমার মতে আপনার পক্ষে রাগ অপেক্ষা ক্ষমাই শ্রেয়ঃ। দেখুন, যুদ্ধ করিয়া রাজ্যলাভ করিতে হইলে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, শল্য, সৌমদত্তি, বিকর্ণ, বিবিংশতি, কর্ণ ও দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিতে হইবে। তাহা হইলে আপনার কি সুখলাভের সম্ভাবনা? আর দেখুন, আপনি সমুদয় পৃথিবীর অধীশ্বর হইলেও জরা, মৃত্যু এবং প্রিয়, অপ্রিয় ও সুখ দুঃখ ইহার কিছুই অতিক্রম করিতে পারিবেন না; অতএব যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ করুন। আর যদি অমাত্যগণের ইচ্ছানুসারে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তবে তাহাদের উপর সমুদয় ভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং ঔদাসীন্য অবলম্বন করুন। হে ধর্ম্মরাজ! আপনি জ্ঞাতিদ্রোহরূপ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া কদাচ সজ্জনানুগত পথ পরিত্যাগ করিবেন না।"

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের কৃষ্ণ-নির্ভরতা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে সঞ্জয়! ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি ধর্ম্ম কি অধর্ম্মাচরণ করিতেছি, তুমি তাহা সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া আমাকে তিরস্কার কর। কোন্ স্থানে অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপ ধারণ করে, কোন্ স্থানে ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপ ধারণ করে, আর কোন্ স্থানেই বা বাস্তবিক ধর্ম্ম ধর্ম্মের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা অনায়াসে প্রজ্ঞাবলে তৎসমুদয় বুঝিতে পারেন। বর্ণচতুষ্টয়ের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও আপৎকালে তাহারা পরস্পর, পরস্পরের ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে পারে; কিন্তু ব্রাহ্মণের ধর্ম্মে কদাচ অন্যের অধিকার নাই। হে সঞ্জয়! এক্ষণে আপদ্ধর্ম্ম[১] কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

যে ব্যক্তি বিপন্ন না হইয়াও লোভপ্রযুক্ত আপদ্ধর্ম্মের অনুসরণ করে, সে নিতান্ত নিন্দনীয়। মনুষ্যের জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী মূলধন-ক্ষয় হইলে সে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত অন্য বর্ণের ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে। যে ব্যক্তি মূলধন ক্ষয় না হইলেও আপদ্ধর্ম্মের অনুসরণ করে এবং যে বিপন্ন হইয়াও আপদ্ধর্ম্মানুসরণে পরাঙ্মুখ হয়, এই উভয়বিধ লোকই নিন্দনীয়। যে সকল ব্রাহ্মণ আপৎকালে অন্যধর্ম্মাবলম্বনানন্তর স্বীয় ব্রাহ্মণ্য রক্ষা করিতে বাসনা করেন, বিধাতা তাঁহাদের আপদুত্তরণানন্তর[২] প্রায়শ্চিত্তবিধান করিয়াছেন; অতএব যাহারা আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কর্ম্মকাণ্ডে নিযুক্ত থাকে, তাহারা প্রশংসনীয়, আর যাহারা আপৎকাল অতীত হইলেও কর্ত্তব্যকর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত থাকে, তাহারা সজ্জনগণের নিন্দাস্পদ হয়। মনীষিগণের তত্ত্বজ্ঞানান্বেষণার্থে সজ্জনসমীপে ভিক্ষা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করা শাস্ত্রসম্মত, কিন্তু যাহারা অব্রাহ্মণ অথচ তত্ত্বজ্ঞানান্বেষী নহে, তাহাদের স্ব স্ব জাতিধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক কালাতিপাত করাই শ্রেয়ঃ। আমাদিগের পিতা, পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষ-সকল অন্যান্য প্রজ্ঞান্বেষী[৩] মহাত্মগণ এবং কর্ম্মসন্ন্যাসি[৪] সমুদয় পূর্ব্বোক্ত পথ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, আমি অনাস্তিক, সুতরাং অন্যপথ অবলম্বন করিতে পারি না। হে সঞ্জয়! এই পৃথিবীতে দেবগণেরও প্রার্থনীয় যে সমস্ত ধনসম্পত্তি আছে, তৎসমুদয় এবং প্রাজাপত্য[৫],

১। যাহা সহজে পরিত্যাগ করা যায় না।

১। শাস্ত্রের অবিরোধে ধর্ম্মের সঙ্কোচ। ২। বিপদের শেষ হইলে—বিপদ্ কাটিয়া গেলে। ৩। জ্ঞানলিপ্সু। ৪। কর্ম্মত্যাগী ৫। প্রজাপতিলোক—পিতৃলোক।

স্বর্গ ও ব্রহ্মলোক, এই সকলও অধর্ম্মতঃ লাভ করিতে আমার বাসনা নাই। যাহা হউক, মহাত্মা কৃষ্ণ ধর্ম্মফলপ্রদাতা, নীতিসম্পন্ন ও ব্রাহ্মণগণের উপাসক। উনি কৌরব ও পাণ্ডব এই উভয় কুলেরই হিতৈষী এবং বহুসংখ্যক মহাবল-পরাক্রান্ত ভূপতিগণকে শাসন করিয়া থাকেন। এক্ষণে উনিই বলুন যে, যদি আমি সন্ধিপথ পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে নিন্দনীয় হই, আর যদি যুদ্ধে নিবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমার স্বধর্ম্মপরিত্যাগ করা হয়, এ স্থলে কি কর্ত্তব্য? মহাপ্রভাব শিনির নপ্তা[১] এবং চেদি, অন্ধক, বৃষ্ণি, ভোজ, কুকুর ও সৃঞ্জয়বংশীয়গণ বাসুদেবের বুদ্ধিপ্রভাবেই শত্রুদমনপূর্ব্বক সুহৃদ্‌গণকে আনন্দিত করিতেছেন। ইন্দ্রকল্প উগ্রসেন প্রভৃতি বীর-সকল এবং মহাবল-পরাক্রান্ত মনস্বী সত্যপরায়ণ যাদবগণ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক সততই উপদিষ্ট হইয়া থাকেন। কৃষ্ণ ত্রাতা ও কর্ত্তা বলিয়াই কাশীশ্বর বভ্রু উত্তম শ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন; গ্রীষ্মাবসানে জলদজাল যেমন প্রজাদিগকে বারি দান করে, তদ্রূপ বাসুদেব কাশীশ্বরকে সমুদয় অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন। কর্ম্মনিশ্চয়জ্ঞ কেশব ঈদৃশ গুণসম্পন্ন; ইনি আমাদের নিতান্ত প্রিয় ও সাধুত্তম; আমি কদাচ ইঁহার কথার অন্যথাচরণ করিব না।"

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়

কৃষ্ণকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের কর্ত্তব্যের ইঙ্গিত

বাসুদেব কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমি নিরন্তর পাণ্ডবগণের অবিনাশ সমৃদ্ধি ও হিত এবং সপুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অভ্যুদয় বাসনা করিয়া থাকি। কৌরব ও পাণ্ডবগণের পরস্পর সন্ধি-সংস্থাপন হয়, ইহা আমার অভিপ্রেত, আমি উঁহাদিগকে ইহা ব্যতীত আর কোন পরামর্শ প্রদান করি না। অন্যান্য পাণ্ডবগণসমক্ষে রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখেও অনেকবার সন্ধিসংস্থাপনের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণ সাতিশয় অর্থলোভী; পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহার সন্ধিসংস্থাপন হওয়া নিতান্ত দুষ্কর; সুতরাং বিবাদ যে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? হে সঞ্জয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও আমি কদাচ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হই নাই, ইহা জানিয়া শুনিয়াও তুমি কি নিমিত্ত স্বকর্ম্মসাধনোদ্যত, উৎসাহসম্পন্ন, স্বজনপরিপালক, রাজা যুধিষ্ঠিরকে অধার্ম্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে?

শুচি ও কুটুম্বপরিপালক হইয়া বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক জীবনযাপন করিবে, এইরূপ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধি বিদ্যমান থাকিলেও ব্রাহ্মণগণের নানাপ্রকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কেহ কর্ম্মবশতঃ, কেহ বা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু যেমন ভোজন না করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষলাভ হয় না। যে সমস্ত বিদ্যা দ্বারা কর্ম্ম-সংসাধন হইয়া থাকে, তাহাই ফলবতী; যাহাতে কোন কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি নাই, সে বিদ্যা নিতান্ত নিষ্ফল; অতএব যেমন পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির জলপান করিবামাত্র পিপাসা-শান্তি হয়, তদ্রূপ ইহকালে যে সকল কর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। হে সঞ্জয়! কর্ম্মবশতঃই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে, সুতরাং কর্ম্মই সর্ব্বপ্রধান। যে ব্যক্তি কর্ম্ম অপেক্ষা অন্য কোন বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হয়।

দেখ, দেবগণ কর্ম্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন, সমীরণ কর্ম্মবলে সতত সঞ্চরণ করিতেছেন, দিবাকর কর্ম্মবলে আলস্যশূন্য হইয়া অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন, চন্দ্রমা কর্ম্মবলে নক্ষত্রমণ্ডলিপরিবৃত হইয়া মাসার্দ্ধ উদিত হইতেছেন, হুতাশন কর্ম্মবলে প্রজাগণের কর্ম্মসংসাধন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন, পৃথিবী কর্ম্মবলে নিতান্ত দুর্ভর ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন। স্রোতস্বতীসকল কর্ম্মবলে প্রাণিগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া সলিলরাশি ধারণ করিতেছে। অমিতবলশালী দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সেই কর্ম্মবলে দশদিক্ ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া বারি-বর্ষণ করিয়া থাকেন এবং অপ্রমত্ত-চিত্তে ভোগাভিলাষ বিসর্জ্জন ও প্রিয় বস্তু সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক

১। পৌত্র।

দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান্ বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া ইন্দ্রিয়নিরোধপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্তই তিনি দেবগণের আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন; রুদ্র, আদিত্য, যম, কুবের, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সর, বিশ্বাবসু ও নক্ষত্রগণ কর্ম্মপ্রভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন, মহর্ষিগণ ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন।"

ধৃতরাষ্ট্র নিকটে সঞ্জয়ের বক্তব্য নির্দ্দেশ

হে সঞ্জয়! তুমি কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি সকল লোকের ধর্ম্ম সবিশেষ জ্ঞাত হইয়াও কৌরবগণের হিতসাধন-মানসে পাণ্ডবদিগের নিগ্রহ-চেষ্টা করিতেছ? ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বেদজ্ঞ, অশ্বমেধ ও রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্ত্তা, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী এবং হস্তি-অশ্ব-রথ-চালনে সুনিপুণ। এক্ষণে পাণ্ডবেরা যদি কৌরবগণের প্রাণহিংসা না করিয়া, ভীমসেনকে সান্ত্বনা করিয়া রাজ্যলাভের অন্য কোন উপায় অবধারণ করিতে পারেন, তাহা হইলে ধর্ম্মরক্ষা ও পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়; অথবা ইঁহারা যদি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক স্বকর্ম্ম-সংসাধন করিয়া দুরদৃষ্টবশতঃ মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়েন, তাহাও প্রশস্ত। বোধ হয়, তুমি সন্ধি-সংস্থাপন শ্রেয়ঃ-সাধন বিবেচনা করিতেছ, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধে ধর্ম্মরক্ষা হয় কি যুদ্ধ না করিলে ধর্ম্মরক্ষা হয়? ইহার মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিবে, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব।

তুমি বর্ণচতুষ্টয়ের বিভাগ, স্বীয় কর্ম্ম ও পাণ্ডবগণের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া স্বেচ্ছানুসারে নিন্দা বা প্রশংসা কর। ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান, পরিচিত ব্যক্তি হইতে প্রতিগ্রহ ও তীর্থ পর্য্যটন করিবেন। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, দান, যজ্ঞ ও সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া দারপরিগ্রহ-পূর্ব্বক গৃহে বাস করিবেন। বৈশ্য কৃষি, গোরক্ষণ ও বাণিজ্য দ্বারা বিত্তোপার্জ্জন এবং সাবধানে তাহার রক্ষণাবেক্ষণপূর্ব্বক গৃহে বাস করিবেন; ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রিয়ানুষ্ঠান এবং পরিচর্য্যাই তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম; বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা তাহার পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ। শূদ্র শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত আলস্যশূন্য ও নিত্য অভ্যুদয়[১]সম্পন্ন হইবে, ইহাই তাহাদিগের পরম্পরাগত সনাতন ধর্ম্ম।

রাজা অপ্রমত্ত-চিত্তে ইঁহাদিগের প্রতিপালনপূর্ব্বক স্ব স্ব ধর্ম্মে নিয়োগ করিবেন, প্রজাগণের প্রতি সমদর্শী হইবেন, এবং পাপসঙ্কল্পে কদাচ অনুরক্ত হইবেন না। এইরূপ রাজার নিকট হইতে জ্ঞানতঃ ও ধর্ম্মতঃ মঙ্গললাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। রাজা যুধিষ্ঠির এই সমস্ত গুণগ্রামে অলঙ্কৃত, তাঁহাতে অধর্ম্মের লেশমাত্রও নাই; সুতরাং তিনিই ধর্ম্মতঃ রাজ্যের অধিকারী। নৃশংস ব্যক্তি দুরদৃষ্টবশতঃ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পরস্বগ্রহণে উদ্যত হইয়া থাকে, তাহাতেই যুদ্ধের সৃষ্টি ও অস্ত্র-শস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

দেবরাজ ইন্দ্র দস্যুদল-সংহারার্থ ধনু ও বর্ম্ম প্রস্তুত করিয়াছেন; অতএব তাহাতে দস্যুবধ করিলেই পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। অধর্ম্মপরায়ণ কৌরবগণ যে দুরপনেয়[২] দোষানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত নিন্দনীয়; রাজা দুর্য্যোধনও চিরন্তন রাজধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া অকস্মাৎ পাণ্ডবগণের পৈতৃকরাজ্য অপহরণ করিয়াছেন এবং অন্যান্য কৌরব-গণও তাঁহার অনুসরণ করিয়া থাকেন। তস্কর দৃশ্য বা অদৃশ্য হইয়া হঠাৎ যে পরস্ব অপহরণ করে, তাহার ঐ উভয় ভাবই নিন্দনীয়। সুতরাং দুর্য্যোধনের কার্য্যও এক প্রকার তস্করকার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে; তিনি ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া ইহা প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন, কিন্তু তাহা অন্যায্য; পাণ্ডবগণের ন্যস্ত সমস্ত রাজ্যসম্পত্তি কি নিমিত্ত অন্যে গ্রহণ করিবে? এই বিষয়ের নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়া যদি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও শ্লাঘনীয়; তথাপি পৈতৃক-রাজ্যের পুন-রুদ্ধরণে বিমুখ হওয়া কোনক্রমে উচিত নহে। হে সঞ্জয়! তুমি সভামধ্যে কৌরবদিগকে বারংবার এই প্রাচীন ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিবে। দেখ, কৌরবগণের কি অত্যাচার! তাহারা কতকগুলি ভূপালকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত আনয়ন করিয়াছে এবং ভীষ্ম প্রভৃতি সকলেই রজস্বলা পাণ্ডবপ্রণয়িনী দ্রুপদনন্দিনীকে সভামধ্যে বাষ্পাকুল-লোচনে রোদন করিতে দেখিয়াও তৎকালে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে নিতান্ত অন্যায্য ও গর্হিত হইয়াছে। তাঁহারা যদি আবাল-বৃদ্ধের

১। উন্নতি। ২। দুরপনেয়—যাহা সহজে লোপ করা যায় না।

সহিত সমবেত হইয়া এই অত্যাচার নিবারণ করিতেন, তাহা হইলে আমার ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের একান্ত প্রিয়ানুষ্ঠান হইত। দুরাত্মা দুঃশাসন যৎকালে সভামধ্যে শ্বশুরগণসমক্ষে দ্রৌপদীকে আনয়ন করিয়াছিল, তখন তিনি বারংবার বিলাপ ও পরিতাপ করিলেও বিদুর ব্যতিরেকে আর কাহারও আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন নাই। যখন দীনতাবশতঃ সভাস্থ ভূপালগণের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, তখন কেবল বিদুরই ধর্ম্মবুদ্ধিপরতন্ত্র হইয়া সেই দুর্ম্মতি দুঃশাসনকে ধর্ম্ম ও অর্থের সবিশেষ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

হে সঞ্জয়! তুমি এক্ষণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছ; কিন্তু তৎকালে সভামধ্যে দুঃশাসনকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান কর নাই। কৃষ্ণা সমুপস্থিত হইয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদানপূর্ব্বক আপনাকে ও পাণ্ডবগণকে দুস্তর দুঃখ-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। সেই সভায় সূত-পুত্র শ্বশুরগণসন্নিধানে দ্রৌপদীকে কহিয়াছিল, 'হে যাজ্ঞসেনি! তোমার গত্যন্তর নাই; তুমি এক্ষণে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের ভবনে দাসীভাব অবলম্বন কর। পাণ্ডবগণ পরাজিত হইয়াছেন, তাঁহারা আর তোমার ভর্ত্তা নহেন, তুমি এক্ষণে অন্য পতিকে বরণ কর।' মর্ম্মোপঘাতী[১] অতি কঠোর কর্ণের বাক্যময় শর মহাবীর অর্জ্জুনের হৃদয়গ্রন্থী ছেদন করিয়া আপনি জাগরূক রহিয়াছে। যখন পাণ্ডবগণ বনে গমন করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণাজিন পরিধান করেন, তখন দুঃশাসন কহিয়াছিল, 'এই সকল ষণ্ডতিল[২] বিনষ্ট-প্রায় হইয়া অতি দীর্ঘকালের নিমিত্ত নরকে গমন করিল।' গান্ধাররাজ শকুনি দ্যূতক্রীড়াকালে ছলপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে কহিয়াছিল, 'হে ধর্ম্মরাজ! নকুল পরাজিত হইয়াছে, তোমার আর কিছুই নাই; এখন দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া কর।' হে সঞ্জয়! দ্যূতক্রীড়াকালে কৌরবগণ যে সকল গর্হিত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহা তোমার অবিদিত নাই। এক্ষণে আমি এই বিপদ্বহ[৩] কার্য্য করিবার নিমিত্ত হস্তিনানগরে গমন করিব, কিন্তু যাহাতে পাণ্ডবগণের অর্থহানি না হয় এবং কৌরবেরাও সন্ধিসংস্থাপনে সম্মত হয়েন, এক্ষণে তদ্বিষয়ে যত্ন করিতে হইবে। তাহা হইলে সুমহৎ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় এবং কৌরবগণ মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন।

আমি যখন নীতিসঙ্গত ধর্ম্মার্থযুক্ত উপদেশ প্রদান করিব, তখন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আমাকে সমাদর ও অর্চ্চনা করিবেন, ইহার অন্যথা হইলে সেই সমস্ত উদ্ধত পাপাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা স্ব স্ব কর্ম্মদোষে মহাত্মা অর্জ্জুন ও ভীমসেনের শরহুতাশনে নিঃসন্দেহ দগ্ধ হইবে। দুর্য্যোধন দ্যূতাবসানে পাণ্ডবগণকে সম্পদ-বিহীন বলিয়া উপহাস করিয়াছিল। কিন্তু সময় উপ-স্থিত হইলে অপ্রমত্ত গদাধারী সেই ভীমসেন তাঁহাকে এই কথা স্মরণ করাইবেন;—দুর্য্যোধন মন্যুময় মহা-বৃক্ষ, কর্ণ তাহার স্কন্ধ, শকুনি শাখাস্বরূপ, দুঃশাসন পুষ্প ও ফল এবং অমনীষী ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জ্জুন তাহার স্কন্ধ, ভীমসেন শাখাস্বরূপ, মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব পুষ্প ও ফল, আমি, বেদ ও ব্রাহ্মণ তাহার মূল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তাহার পুত্রগণ মহারণ্যস্বরূপ, পাণ্ডবেরা সেই মহারণ্যে ব্যাঘ্র, অতএব সেই মহারণ্যের উচ্ছেদ ও ব্যাঘ্র সকলকে বিনষ্ট করিও না; আশ্রয়ীভূত বন উচ্ছিন্ন হইলে ব্যাঘ্র নিহত হয় এবং ব্যাঘ্র না থাকিলে বনও উচ্ছিন্ন হইয়া থাকে; অতএব ব্যাঘ্র বনরক্ষা ও বন ব্যাঘ্রকে রক্ষা করিবে[১]। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ লতাতুল্য;

১। হৃদয়বিদারক। ২। সারশূন্য তিল—তিলের খোসা। ৩। বিপদ আনয়নকর।

১। "দুর্য্যোধনো মন্যুময়ঃ" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে দুইটি বৃক্ষকে রূপক করিয়া সংক্ষেপে সারগর্ভ বাক্যে মহাভারতের তাৎপর্য্য সূত্রাকারে একবার আদিপর্ব্বে অনুক্রমণিকাধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই রূপকদ্বয়ের প্রথমটির প্রতিপাদ্য দুর্য্যোধন। দুর্য্যোধন ক্রোধরূপ মহাবৃক্ষ, ক্রোধের নিত্য সহচর দ্বেষ-ঈর্ষা অসূয়াদি দ্বারা উহা নিত্য পুষ্ট; এই ক্রোধরূপ মহাতরুর সহিত মিলিত হইয়াছে স্কন্ধরূপে কর্ণ, শাখারূপে শকুনি, পুষ্প ও ফলরূপে দুঃশাসন; উহার মূল অমনীষী অর্থাৎ মনঃসংযমে অসমর্থ—অস্থিরমতি ধৃতরাষ্ট্র। তিনি পুত্রবাৎসল্যে ক্রমশঃ অবসর দিয়া ঐ দুর্য্যোধনরূপ মহাবৃক্ষের মূল দৃঢ় করিয়া দিয়াছেন। কেন না, জন্মকালীন দুর্লক্ষণাদি দেখিয়া বিদুর যে দুর্য্যোধনের বর্জ্জনের জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহা পালিত হইলে ভীমের প্রাণনাশার্থ বিষদান, জতুগৃহে পাণ্ডবদিগের দাহ-চেষ্টা, দ্যূতে জিতিয়া দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ প্রভৃতি কুকর্ম্মেরও অনুষ্ঠান হইত না; দুর্য্যোধনরূপ বিষবৃক্ষের ছায়াশ্রিত কুরুকুলও নির্ম্মূল হইত না।

এই রূপক দ্বারা ইহাই প্রদর্শিত হইল যে—ক্রোধলোভাদি যাহার স্কন্ধ, হিংসা চৌর্য্যাদি যাহার শাখা, বধ-বন্ধন জন্য নরকাদি যাহার ফল ও পুষ্প; পুরুষার্থকামী পুরুষ এইরূপ দৃঢ় অজ্ঞানমূল দ্বৈততরু জ্ঞান দ্বারা ছেদন করিবেন।

দ্বিতীয়টি—যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ, এই পুণ্যতরু ধর্ম্মের নিত্য পরিপোষক শম-দম সত্য অহিংসা—এই সকল সদ্গুণময়।

পাণ্ডবগণ শালসদৃশ; সুতরাং মহাবৃক্ষের আশ্রয় না পাইলে লতাসকল কদাচ পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না। পাণ্ডবেরা তাহাদিগকে সেবা অথবা তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছেন; এক্ষণে নরাধিপ ধৃতরাষ্ট্রের যাহা কর্ত্তব্য, তাহার অনুষ্ঠান করুন। ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবেরা সমরকার্য্যে সুনিপুণ হইয়া অতি প্রশান্তভাবে রহিয়াছেন। হে সঞ্জয়! তুমি অবিকল এই সকল কথার উল্লেখ করিবে।"

ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের সানুনয় সংবাদবার্ত্তা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে নরদেব! আমি আপনাকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রস্থান করি; আপনি সুখস্বচ্ছন্দে অবস্থান করুন। হে দেব! আমার অন্তঃকরণ অভিভূত হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত আমি যথাক্রমে যদি কোন দোষ উল্লেখ করিয়া থাকি, তাহা হইলে এক্ষণে ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, চেকিতান ও আপনাকে আমন্ত্রণ করিতেছি। আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন-নেত্রে দৃষ্টিপাত করুন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, এক্ষণে সুখে গমন কর। হে বিদ্বন্! তুমি কদাপি আমাদিগের অপ্রীতিকর বিষয় স্মরণ করিও না; আমরা তোমাকে শুদ্ধাত্মা, মধ্যস্থ[1] ও সভ্য বলিয়া জানি। তুমি কল্যাণভাষী, সুশীল, সন্তুষ্টচিত্ত, আপ্ত[2]দূত ও অত্যন্ত প্রীতির আস্পদ। আমরা জানি, কখন তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হয় না, দুর্ব্বাক্য কহিলেও তুমি কুপিত হও না, কদাপি মর্ম্মভেদী, রুক্ষ, নীরস, অপ্রকৃত বার্ত্তা প্রকটিত কর না; প্রত্যুত ধর্ম্মার্থসঙ্গত কারুণ্যপূর্ণ বাক্যই ব্যবহার করিয়া থাক। অতএব তুমিই প্রিয়তম দূত অথবা দ্বিতীয় বিদুরস্বরূপ হইয়া আমাদের নিকট আগমন করিয়াছ। তুমি ধনঞ্জয়ের আত্মাসম সখা, পূর্ব্বে আমরা পুনঃ পুনঃ তোমাকে নয়নগোচর করিয়াছি।

হে সঞ্জয়! এক্ষণে এ স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া বিশুদ্ধবীর্য্য, কঠকৌথুমাদি চরণসম্পন্ন[3], কুলীন, সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ, উপাসনার্হ ব্রাহ্মণগণকে উপাসনা করিবে। আর স্বাধ্যায়ী[4], ভিক্ষু, তপস্বী ও বনবাসী ব্রাহ্মণ এবং বৃদ্ধগণকে অভিবাদন ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুরোহিত, আচার্য্য ও ঋত্বিক্‌গণের সহিত যথাযোগ্য কুশলে মিলিত হইবে। তথায় যে সকল মহানুভব শীলবলসম্পন্ন বৃদ্ধ অশ্রোত্রিয়[5] বাস করেন, যাঁহারা আমাদিগের বিষয় কথোপকথন ও আমাদিগকে স্মরণ করিয়া থাকেন, যাঁহারা ধর্ম্মের লেশমাত্রও অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যাহারা রাজ্যমধ্যে বাণিজ্যাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে এবং যে সকল স্থানাধিকারী[6] রাজ্যমধ্যে বাস করে, তাহাদিগকে প্রথমে আমাদের কুশল-সংবাদ প্রদান করিয়া পশ্চাৎ তাহাদিগের অনাময় জিজ্ঞাসা করিবে। নীতিপরায়ণ, বিনয়গ্রাহী, অভীষ্ট আচার্য্য দ্রোণ বেদলাভার্থ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং অস্ত্রকে মন্ত্র, উপচার, প্রয়োগ ও সংহাররূপ পাদচতুষ্টয়ে শোভিত

তাহার একাত্মতুল্য অর্থাৎ শমদমাদি গুণবিশিষ্ট অর্জ্জুন স্কন্ধ, ভীমসেন শাখা, মাদ্রীনন্দন নকুল সহদেব যথাক্রমে পুষ্প, ফল; মূল শুদ্ধসত্ত্বময় পরমাত্মা কৃষ্ণ, বেদ, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ; কৃষ্ণ মূলরূপে সহায় থাকায় পাণ্ডবগণ কামকলুষিত হন নাই, বেদ তাঁহাদের মূল, এজন্য যজ্ঞ-যোগাদি ভুক্তি-মুক্তিসাধক সাধনার সুযোগ তাঁহারা পাইয়াছিলেন, বেদেরও মূল ব্রাহ্মণ, সেই বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের মূলরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকায়—তাঁহাদের প্রবর্ত্তনায়—তাঁহাদের উপদেশ পরম্পরায় বেদের প্রামাণ্যে তাঁহারা পরিনিষ্ঠিত হইয়াছিলেন—পরমাত্মার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। ভগবানের আরাধনায় অভিমুখ ব্যক্তিগণ এ হেন ধর্ম্ম-বৃক্ষের কদাচ হিংসা করিবেন না।

পূর্ব্বাচার্য্য ঋষিগণ এই ভারতীয় শ্লোকদ্বয়ের সমধিক সারবর্ত্তা উপলব্ধি করিয়া শ্রাদ্ধ-মন্ত্রমধ্যে পুণ্যাখ্যানরূপে ইহার পাঠ প্রচলন করিয়া গিয়াছেন।

কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধের জন্য উদ্যুক্ত হইয়া উঠিলে উদ্যোগপর্ব্বে পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে রূপক করিয়া শান্তি-সংস্থাপনের সন্ধিপ্রস্তাবে বাসুদেব বলিতেছেন—দুর্য্যোধন মহারণ্য, পাণ্ডবগণ সেই বনের ভীষণ ব্যাঘ্র; যে বনে ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র বিচরণ করে, সেখানে কাঠুরিয়ারা কাঠ কাটিতে যায় না, অতএব বন নিরাপদ—বনের হিংসা হয় না; আবার বনহীন স্থানে ব্যাঘ্রের বিচরণ নিরাপদ নহে, শিকারিরা সহজে দেখিতে পায়—অনায়াসে তাহাকে বধ করে; অতএব রক্ষক-রূপে বন-ব্যাঘ্র উভয়ই পরস্পর-সাপেক্ষ। সুতরাং বন-ব্যাঘ্র উভয়ই রক্ষণীয়। সন্ধি ব্যতীত তাদৃশ উভয় রক্ষা হয় না।

এস্থলে যদি সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া উভয়পক্ষ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে বংশই বিনষ্ট হইবে, পরন্তু ব্যাঘ্র বাঁচিয়া যাইবে; কারণ, বনের মূল দ্রোণাদি অধার্ম্মিক বন্ধু; আর ব্যাঘ্রের মূল কৃষ্ণ, বেদ ও ব্রাহ্মণ।

১। উভয়পক্ষের পক্ষপাতশূন্য বিবাদমীমাংসক। ২। ভ্রম-প্রমাদশূন্য—যাঁহার ভুল-ভ্রান্তি নাই। ৩। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক কঠকৌথুমাদি বেদশাখার অধ্যয়নশীল। ৪। বেদাধ্যায়ী। ৫। শূদ্রাদি। ৬। স্ব স্ব বৃত্তি দ্বারা পুত্রাদির পালনকারী।

করিয়াছেন। তুমি সেই প্রসন্নস্বভাব আচার্য্যকে অভিবাদন করিবে। যিনি অস্ত্রকে পুনর্ব্বার চতুষ্পাদসম্পন্ন করিয়াছিলেন, সেই অধীতবিদ্য কঠকৌথুমাদিচরণোপপন্ন গন্ধর্ব্বকুমারসদৃশ তপস্বী অশ্বত্থামাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। মহারথ আত্মতত্ত্ববিৎ কৃপাচার্য্যের আলয়ে প্রবেশ করিয়া পুনঃ পুনঃ আমার নাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিবে। শৌর্য্য, দয়া, তপ, প্রজ্ঞা, শীল, শ্রুতি, সত্ত্ব ও ধৃতিসম্পন্ন কুরুসত্তম ভীষ্মের পাদদ্বয় গ্রহণ করিয়া আমার বৃত্তান্ত নিবেদন করিবে। প্রজ্ঞাচক্ষু[1], কুরুকুলের প্রণেতা, বহুশাস্ত্রবিৎ, বৃদ্ধসেবী, মনীষী, স্থবিররাজ[2] ধৃতরাষ্ট্রকে অভিবাদনপূর্ব্বক আমার অনাময়-সংবাদ প্রদান করিবে। ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র, পাপিষ্ঠ শঠ, মূর্খ, অখণ্ডভূমণ্ডলের অধিপতি দুর্য্যোধন ও তৎসদৃশ শীলসম্পন্ন মহাধনুর্দ্ধর কুরুকুলের শূরতম দুঃশাসনকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। যিনি প্রতিনিয়ত ভরতকুলের সন্ধি কামনা করেন, সেই সাধুশীল মনীষী বাহ্লীক-শ্রেষ্ঠকে অভিবাদন করিবে। যিনি অনেক-সদ্গুণ-সম্পন্ন, জ্ঞানবান, সদয়-স্বভাব, যিনি স্নেহবশতঃ ক্রোধ সংবরণ করিয়া আছেন, আমার মতে সেই সোমদত্ত পূজনীয়। মহাধনুর্দ্ধর মহারথ কৌরবকুলের পূজনীয় সৌমদত্তি আমার ভ্রাতা ও সহায়, অতএব তাঁহাকে ও তাঁহার অমাত্যদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। তদ্ভিন্ন যে সকল কুরুপ্রধান যুবা, আমাদিগের পুত্র, পৌত্র বা ভ্রাতা, তাহাদিগকে যথাযোগ্য অনাময় জিজ্ঞাসা করিবে।

বশাতি, শাল্বক, কেকয়, অম্বষ্ঠ, ত্রিগর্ত্ত, প্রাচ্য, উদীচ্য, প্রতীচ্য, দাক্ষিণাত্য ও পার্ব্বতীয় প্রভৃতি যে সকল অনৃশংস, শীলবৃত্তসম্পন্ন ভূপতি পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক আনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। অশ্বারোহী, গজারোহী, রথী, পদাতি, অর্থসম্পন্ন অমাত্য, দৌবারিক, সেনানায়ক, আয়ব্যয়-দর্শী ও অর্থান্বেষীদিগকে আমার কুশলসংবাদ প্রদান করিয়া অনাময় জিজ্ঞাসা করিবে। যিনি কুরুকুলের দেবতাস্বরূপ, প্রজ্ঞাবান্ ও পরমধার্ম্মিক, যুদ্ধ যাঁহার নিতান্ত অনভিপ্রেত, সেই বৈশ্যাপুত্রকে অনাময় জিজ্ঞাসা করিবে। যিনি শঠতা ও অক্ষক্রীড়ায় অদ্বিতীয় ও সংগ্রামে দুর্জ্জয়, যিনি গূঢ়রূপে অমাত্যদিগের পরীক্ষা করেন, সেই চিত্রসেনকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে।

রাজা দুর্য্যোধনের সম্মানার্থ মিথ্যাবুদ্ধি, অক্ষদেবী, অদ্বিতীয় শঠ, পার্ব্বতরাজ শকুনিকেও কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। যে বীর একরথে দুর্দ্ধর্ষ পাণ্ডবগণকে জয় করিতে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়াছেন, যিনি ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের অদ্বিতীয় মোহয়িতা, সেই কর্ণকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। আমাদিগের ভক্ত, গুরু, পিতা, মাতা, সুহৃৎ ও মন্ত্রিস্বরূপ অগাধবুদ্ধি দীর্ঘদর্শী বিদুরকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে।

আমাদিগের মাতৃস্বরূপ তত্রস্থ গুণবতী বৃদ্ধবনিতা-গণের সমীপে গমনপূর্ব্বক আমার প্রণাম জানাইবে এবং তাঁহাদিগের অনৃশংস পুত্র-পৌত্রগণ সম্যক্ জীবিকা লাভ করিতেছেন কি না, জিজ্ঞাসা করিয়া পশ্চাৎ কহিবে, রাজা যুধিষ্ঠির পুত্র-সমভিব্যাহারে কুশলে আছেন। তদ্ভিন্ন যাঁহাদিগকে আমাদিগের পালনীয়া বোধ করিবে, সেই সকল অনবদ্য রমণীকে জিজ্ঞাসা করিবে, তাঁহারা সুরক্ষিত সুরভিচর্চ্চিত[1] ও অপ্রমত্ত হইয়া অবস্থিতি এবং শ্বশুরগণের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেছেন কি না? আর তাঁহাদিগের স্বামীরা যেরূপ অনুকূল ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারাও তদ্রূপ অনুকূল ব্যবহার করিতেছেন কি না? যে সকল গুণবতী প্রজাবতী[2] রমণী সম্পর্কে আমাদিগের স্নুষা ও যাঁহারা সৎকুল হইতে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এবং কন্যাগণকে অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিবে, রাজা যুধিষ্ঠির প্রসন্ন হইয়া কহিয়াছেন, তোমাদের কল্যাণ হউক; তোমাদিগের স্বামী অনুকূল হউন, তোমরাও অলঙ্কৃতা, বস্ত্রবতী, গন্ধচর্চ্চিতা, অবীভৎসা, অনুকূলা হইয়া পরমসুখে কালযাপন কর। যে সকল বনিতা দৃষ্টিপথে আগমন বা সমক্ষে কথোপকথন করেন না, তাঁহাদিগকেও কুশল জিজ্ঞাসা করিবে।

দাস ও দাসীগণকে আমাদিগের কুশল-সংবাদ প্রদানপূর্ব্বক অনাময় জিজ্ঞাসা করিবে। তাঁহাদিগের আশ্রিত, কুব্জ, খঞ্জ, অঙ্গহীন, অতি দীন, বামন, অন্ধ, স্থবির ও গজাজীব[3] প্রভৃতিকে আমাদিগের কুশলসংবাদ

১। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন। ২। অতি বৃদ্ধ।

১। গন্ধদ্রব্যাদি দ্বারা সংস্কৃত। ২। সন্তানবতী। ৩। গজের ব্যবসা দ্বারা জীবিকাকারী গজাজীব, যেমন অজাজীব ইত্যাদি; কিন্তু এখানে গজাদির পরিচালন ও গজের সেবাকারী এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

প্রদান করিয়া অনাময়প্রশ্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিবে, দুর্য্যোধন তাঁহাদিগকে পুরাতন বৃত্তি প্রদান করিয়া থাকেন কি না?[১] পরে কহিবে যে, তোমরা পূর্ব্বজন্মে অবশ্যই পাপানুষ্ঠান করিয়াছ; তন্নিমিত্ত ক্লেশকর কুৎসিৎ জীবিকায় কালযাপন করিতেছ; কিন্তু কদাচ ভীত হইও না; আমরা কালক্রমে অরাতিগণকে নিগৃহীত ও সুহৃদগণকে অনুগৃহীত করিয়া অন্নাচ্ছাদন প্রদানপূর্ব্বক তোমাদিগকে প্রতিপালন করিব। হে সঞ্জয়! তুমি দুর্য্যোধনকে কহিবে যে, যুধিষ্ঠির যে সকল ব্রাহ্মণকে বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করিতেন, তুমি তাহা অব্যাহত রাখিয়াছ কি না, এই সংবাদ দূত দ্বারা তাঁহাকে শ্রবণ করাইবে। যে সকল অনাথ, দুর্ব্বল, মূঢ় ব্যক্তি আত্মপ্রতিপালনের নিমিত্ত সতত ব্যস্ত, তুমি সেই সকলকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। যে সকল ব্যক্তি নানাদিগ্‌দেশ হইতে আগমন করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। এইরূপ চতুর্দ্দিক হইতে সমাগত রাজদূতগণকে কুশল জিজ্ঞাসানন্তর আমাদিগের কুশলসংবাদ প্রদান করিবে।

দুর্য্যোধন যে সকল যোদ্ধাকে হস্তগত করিয়াছে, তাদৃশ যোদ্ধা পৃথিবীতে আর দেখি না, আমাদিগের অন্য উপায় নাই, কেবল এক ধর্ম্মই শত্রু জয় করিবার অবিনশ্বর[২] উপায়। সে যাহা হউক, পুনরায় এই কথা দুর্য্যোধনের কর্ণগোচর করিবে যে, হে বীর! 'কুরুরাজ্য শাসন করিব' বলিয়া যে অভিলাষ তোমার হৃদয় ব্যথিত করিতেছে, সেই তোমার শত্রু, আমরা এক্ষণে যেরূপে অবস্থান করিতেছি, ইহা তোমার অত্যন্ত প্রীতিজনক. তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা যে চিরকাল এই অবস্থায় থাকিব, তাহার কোন প্রমাণ নাই; অতএব হয় আমাকে ইন্দ্রপ্রস্থ-পুরী প্রদান কর, না হয় যুদ্ধে অগ্রসর হও।"

ত্রিংশত্তম অধ্যায়

পাণ্ডবগণের পঞ্চ-গ্রাম প্রার্থনা-প্রস্তাব

হে সঞ্জয়! কি সাধু, কি অসাধু, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি বলবান্, কি দুর্ব্বল, ধাতা সকলকেই বশীভূত করেন। তিনি পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে বালককে পাণ্ডিত্য ও পণ্ডিতকে বালত্ব প্রদান করিয়া থাকেন, সকলই তাঁহার অধীন। হে সঞ্জয়! এক্ষণে তুমি কুরুরাজ্যে গমন কর; অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার অনাময় জিজ্ঞাসা করিবে। তিনি আমাদের বলের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, যাহা দেখিতেছ, ইহাই যথার্থরূপ বর্ণন করিবে; আর তিনি কুরুকুলে পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট হইলে পর কহিবে যে, আপনার বীর্য্যপ্রভাবে পাণ্ডবগণ পরমসুখে কালযাপন করিতেছেন; তাঁহারা বালক, আপনার প্রসাদেই রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, অতএব অগ্রে তাঁহাদিগকে রাজ্যে সংস্থাপিত করিয়া এক্ষণে উপেক্ষা করিয়া বিনষ্ট করা অনুচিত। হে সঞ্জয়! এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড কখন এক জনের অধিকৃত হইতে পারে না, আমরা পরস্পর সামঞ্জস্য সহকারে বাস করিতে বাসনা করি। তুমি এক্ষণে শত্রুদিগের বশীভূত হইও না।

হে গবল্‌গণ-নন্দন! তুমি ভরতকুলের পিতামহ শান্তনুতনয় ভীষ্মের নিকট গমনপূর্ব্বক আমার নাম কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিবে এবং কহিবে যে, আপনি ক্ষয়োন্মুখ শান্তনুর বংশ প্রত্যুদ্ধার করিয়াছেন, অতএব স্বয়ং বিবেচনা করিয়া যাহাতে আপনার পৌত্রগণ জীবিত থাকিয়া পরস্পর সৌহার্দ্দ অবলম্বন করে, তদ্বিষয়ে যত্ন করুন। পরে কুরুকুলের মন্ত্রী বিদুরের সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিবে, হে ক্ষত্তঃ! তুমি যুধিষ্ঠিরের পরম হিতৈষী, অতএব যাহাতে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ না হয়, এরূপ পরামর্শ প্রদান কর।

অনন্তর কৌরবগণমধ্যে সমাসীন অমর্ষপরায়ণ রাজপুত্র দুর্য্যোধনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া পুনঃ পুনঃ অনুনয় করিয়া কহিবে, 'হে রাজকুমার! তুমি যে নিরপরাধা দ্রুপদনন্দিনীকে সভামধ্যে আনয়ন করিয়া যথোচিত অবমাননা করিয়াছিলে এবং তুমি যে পাণ্ডবগণকে অজিন পরিধান করাইয়া বনে নির্ব্বাসিত ও অন্যান্য বহুবিধ দুঃখে পাতিত করিয়াছ, তাঁহারা তৎসমুদয় ক্ষমা করিয়াছেন; আর কুরুকুল নির্ম্মূল করেন নাই। আর দুষ্ট দুঃশাসন তোমার অনুমতিক্রমে কুন্তীদেবীর বাক্য অতিক্রম করিয়া যে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাও তাঁহারা

১। এখানে যুধিষ্ঠিরের সংশয়—দুর্য্যোধন যথাযথ বৃত্তি প্রদানাদি করে না। ২। অমোঘ।

সহ্য করিয়াছেন; অতএব এক্ষণে তুমি পরদ্রব্য-গ্রহণাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদের যথার্থ ভাগ প্রদান কর। তাহা হইলেই পরস্পরের শান্তি ও প্রীতিলাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তাঁহারা রাজ্যের একদেশমাত্র প্রাপ্ত হইলেই সন্তুষ্ট হইবেন। অতএব তুমি কুশস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত ও অন্য এক গ্রাম—এই পঞ্চগ্রাম তাঁহাদের পঞ্চ ভ্রাতাকে প্রদান কর।

হে সঞ্জয়! আমার অভিলাষ এই যে, জ্ঞাতিগণের সহিত আমাদের শান্তিলাভ হয়; ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত ও পিতা পুত্রের সহিত মিলিত হয়েন, পাঞ্চালগণ হাসিতে হাসিতে কৌরবদিগের নিকট গমন করেন এবং আমি সমুদয় কৌরব ও পাঞ্চালগণকে অক্ষত দর্শন করি। আমি সন্ধি ও বিগ্রহ উভয় কার্য্যেই সম্মত আছি; মৃদু ও দারুণ উভয়েই পরাঙ্মুখ নহি, এক্ষণে যেরূপ উপস্থিত হইবে, তাহাই করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

—

একত্রিংশত্তম অধ্যায়

সঞ্জয়ের হস্তিনায় গমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুযায়ী কার্য্যজাত সম্পাদন করিয়া যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক অনতিবিলম্বে হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। অনন্তর অন্তঃপুরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দ্বারবান্‌কে কহিলেন, "দৌবারিক! যদি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র জাগরিত থাকেন, তবে তুমি নিবেদন কর, আমি পাণ্ডবগণের নিকট হইতে আগমন করিয়াছি, আমার অত্যন্ত আবশ্যক আছে। আমি তাঁহার জ্ঞাতসারে প্রবেশ করিব, অতএব তুমি বিলম্ব করিও না।" দ্বারপাল সঞ্জয়ের বাক্যানুসারে ধৃতরাষ্ট্র নিকটে গমনপূর্ব্বক কহিল, "মহারাজ! প্রণাম, আপনার দূত সঞ্জয় পাণ্ডবগণের নিকট হইতে আগমন করিয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন, তিনি কি করিবেন, অনুমতি করুন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "দ্বারপাল! আমার কল্যাণ-সংবাদ প্রদানপূর্ব্বক স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া সঞ্জয়কে প্রবেশিত কর। আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহাকে ত নিবারণ করি নাই? তবে কি নিমিত্ত দ্বারদেশে রুদ্ধ হইয়াছে?"

অনন্তর দ্বাররক্ষক সঞ্জয়কে রাজনিদেশ অবগত করিলে তিনি তখন বিশালনিবেশনে[১] প্রবেশপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সিংহাসনে সমাসীন রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, "মহারাজ! আমি[২] সঞ্জয়, আপনাকে প্রণাম করি, আমি পাণ্ডবগণের নিকট হইতে আগমন করিয়াছি। মহানুভব যুধিষ্ঠির আপনাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং পুত্র, নপ্তা[৩], সুহৃৎ, মন্ত্রী ও উপজীবিগণ আপনার পুত্রদিগের প্রতি অনুরক্ত আছেন কি না, তাহাও জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমি অজাতশত্রু কুন্তীকুমারকে সুখে অভিনন্দন করিয়া তোমাকে কহিতেছি, পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠির, তাঁহার ভ্রাতা, পুত্র ও আমত্যগণ ত কুশলে আছেন?"

পাণ্ডবসংবাদপ্রদান—ধৃতরাষ্ট্র-তিরস্কার

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অমাত্যের সহিত কুশলে আছেন। আপনি অনুদ্যূতের পূর্ব্বে যাহা[৪] তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিতেছেন। তিনি নির্দ্দোষ, ধর্ম্মার্থসম্পন্ন, উদারপ্রকৃতি, শাস্ত্রজ্ঞ ও সুশীল। দয়াই তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম, ধনরাশি অপেক্ষা ধর্ম্ম তাঁহার অধিকতর প্রিয়, তাঁহার বুদ্ধি ধর্ম্মানুগত অর্থসংযুক্ত সুখ ও প্রিয় বস্তুর অনুসরণ করে। আমি পাণ্ডবগণের ঈদৃশ নিগ্রহ এবং মহারাজের অনুষ্ঠিত অবক্তব্য পাপানুবন্ধী[৫] ভীষণ কর্ম্মদোষ অবলোকন করিয়া বোধ করিতেছি যে, পুরুষ ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া সূত্রগ্রথিত দারুময়ী যোষার[৬] ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে; মনুষ্য অপেক্ষা দৈব কর্ম্ম প্রধান, আর শত্রু যত কাল বিঘ্ন ইচ্ছা না করে, তত কাল পুরুষ প্রশংসা লাভ করিতে পারে। সর্প যেমন অকর্ম্মণ্য নির্ম্মোক[৭] পরিত্যাগ করে, মহাবীর যুধিষ্ঠির সেইরূপ পাপাচরণ পরিত্যাগ করিয়া নৈসর্গিক আচার-ব্যবহার দ্বারা শোভা পাইতেছেন। আর দেখুন, যাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, অর্থবিরুদ্ধ ও আর্য্যব্যবহারবিরুদ্ধ,

১। ধৃতরাষ্ট্রের বৃহৎ বাসগৃহ। ২। ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞত বিষয়ে "আমি" উল্লেখ। ৩। পৌত্র। ৪। পাশা খেলায় সর্ব্বস্ব পরাজয়ের পর প্রদত্ত পঞ্চগ্রাম। ৫। অন্যায়কৃত। ৬। কাষ্ঠপুত্তলিকার। ৭। ত্বক্—খোলস।

তাহাই আপনার কর্ম্ম; অতএব আপনি যেমন ইহলোকে নিন্দাস্পদ হইয়াছেন, সেইরূপ পরলোকেও নিরয়গামী হইবেন। হে ভারতশ্রেষ্ঠ! যে সকল বিষয় পাণ্ডবগণ ব্যতিরেকে অন্য কেহ লাভ করিতে সমর্থ হয় না, আপনি পুত্রের বশীভূত হইয়া সেই সকল বিষয় আত্মসাৎ করিবার নিমিত্ত কল্পনা করিতেছেন, ইহা আপনার উপযুক্ত কর্ম্ম নহে। এরূপ করিলে পৃথিবীমণ্ডলে আপনার মহতী অকীর্ত্তি হইবে। যে ব্যক্তি প্রজ্ঞাহীন, দুষ্কুলজাত, নিষ্ঠুর, দীর্ঘবৈর[1], ক্ষত্রবিদ্যায় অনভিজ্ঞ, বীর্য্যহীন ও অশিষ্ট সেই ব্যক্তিই এই প্রকার আপদ্ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করুক। যে ব্যক্তি নিয়মানুসারে শরীরধারণ করিয়া আত্মনিষ্ঠ হয়, সে ব্যক্তি ভাগ্যবশতঃ কুলীনত্ব, বলবত্ত্ব, যশস্বিতা, শাস্ত্রজ্ঞতা, সুখজীবিত্ব, জিতাত্মত্ব[2] এই গুণষট্‌কের অধিকারী হইয়া উঠে। আপনি কুলজাত হইয়াও কেবল অনৃত[3]দোষ বশতঃ অন্যান্য গুণে বঞ্চিত হইয়াছেন, নতুবা মন্ত্রণাকুশল ভীষ্ম প্রভৃতির আশ্রয়, আপৎকালে ধর্ম্মার্থের প্রণেতা, সর্ব্বমন্ত্রণাসম্পন্ন, অমূঢ় ও দ্যূতক্রীড়া হইতে ভীষ্মাদি কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও কোন্ ব্যক্তি পাণ্ডবগণের নির্ব্বাসনরূপ নৃশংস কর্ম্ম করিতে পারে? হে মহারাজ! কর্ণ প্রভৃতি মন্ত্রবেত্তাগণ মিলিত হইয়া প্রতিনিয়ত আপনার কর্ম্মে ব্যাপৃত আছেন; তাঁহারা কুরুকুলক্ষয়ের নিমিত্ত 'পাণ্ডবগণকে রাজ্য প্রদান করিব না' বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন। যদি কদাচিৎ যুধিষ্ঠির আপনার পাপকর্ম্মে উত্তেজিত হইয়া আপনার প্রতি পাপ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কৌরবগণ অকস্মাৎ উন্মূলিত হইবে। আর তিনি আপনার প্রতি পাপাচরণ পরিত্যাগ করিলে আপনার নিন্দায় এই পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

হে মহারাজ! সমুদয়ই দৈবাধীন; যে ধনঞ্জয় পরলোক-দর্শনার্থ পৃথিবীলোক অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং যিনি উভয়-লোক-সঞ্চরণ-যোগ্যতা নিবন্ধন সাধুগণসমীপে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারও যখন তাদৃশী দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তখন মনুষ্যকৃত কর্ম্ম কর্ম্মই নহে। বলি রাজা ধর্ম্মজনিত শৌর্য্যাদি গুণ ও ক্ষণভঙ্গুর ঐশ্বর্য্য এবং অনৈশ্বর্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব কারণপরম্পরার পার প্রাপ্ত না হইয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, এ বিষয়ে

১। চিরশত্রুতাকারী। ২। জিতেন্দ্রিয়তা। ৩। মিথ্যা।

কাল ভিন্ন অন্য কারণ নাই; অতএব পুরুষ দ্বেষশূন্য ও দুঃখবিহীন হইয়া জ্ঞানায়তন[1] চক্ষু, শ্রোত্র, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বাকে স্ব স্ব বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত করিয়া বিষয়লালসার সংযম দ্বারা তাহাদিগের প্রীতিসম্পাদন করিবে। কিন্তু অন্য কেহ এরূপ কহেন না; তাঁহারা কহেন, পুরুষকৃত কর্ম্ম সুন্দররূপে প্রযুক্ত হইলে সফল হয়, দেখুন, পুরুষ মাতাপিতার অনুষ্ঠিত ক্রিয়া দ্বারা জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বিধিবৎ ভোজন দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়।

হে রাজন্! প্রিয় অপ্রিয়, সুখ দুঃখ, নিন্দা ও প্রশংসা মনুষ্যমাত্রেরই ঘটিয়া থাকে। দেখুন, এক ব্যক্তি যাহাকে অপরাধের নিমিত্ত নিন্দা করে, আবার তাহারই সদাচারের নিমিত্ত প্রশংসা করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত আমি এক্ষণে ভারতকুলের বিরোধ জন্য সমুদয় প্রজাক্ষয় হইবে বলিয়া আপনাকে নিন্দা করিতেছি। যদি পাণ্ডবগণকে রাজ্যাংশ প্রদান করা আপনার অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে যেমন হুতাশন কক্ষরাশি[2] ভস্মীভূত করে, সেইরূপ আপনার অপরাধে মহাবীর ধনঞ্জয় কুরুকুল নির্ম্মূল করিবেন। আপনি একাকী স্বেচ্ছাচারী পুত্রের বশবর্ত্তী ও কৃতার্থমন্য হইয়া দ্যূতকালে শান্তি অবলম্বন করেন নাই, এক্ষণে তাহারই পরিণাম অবলোকন করুন। আপনি অনাপ্ত[3]দিগের সংগ্রহ ও আপ্ত[4]দিগের নিগ্রহ জন্য দুর্ব্বল হইয়া এই বিস্তারিত পৃথিবী রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। হে রাজন্! আমি রথবেগে অভিভূত[5] ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি; অতএব অনুজ্ঞা করুন, শয়নগৃহে গমন করি, প্রাতঃকালে সভামধ্যে কৌরবগণ সকলে একত্র হইয়া যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিবেন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সূতপুত্র! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, গৃহে গমনপূর্ব্বক সুখে শয়ন কর, প্রাতঃকালে কুরুগণ সভামধ্যে একত্র হইয়া অজাতশত্রুর[6] বাক্য শ্রবণ করিবেন।"

সঞ্জয়যানপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

১। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন। ২। গৃহসমূহ। ৩। ভ্রমপ্রমাদযুক্ত। ৪। ভ্রমপ্রমাদশূন্য। ৫। রথের দ্রুতগতিতে গাত্রবেদনাদি দ্বারা অবসন্ন। ৬। ব্যবহারগুণে শত্রুহীন যুধিষ্ঠিরের।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়

প্রজাগরপর্ব্বাধ্যায়—বিদুরাগমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! পরে মহাপ্রাজ্ঞ মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র দ্বারবানকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "দ্বারপাল! বিদুরকে দেখিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে, তুমি সত্বর তাঁহাকে এ স্থানে আনয়ন কর।" দ্বারবান্ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে বিদুরের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিল, "হে মহাপ্রাজ্ঞ! মহারাজ আপনাকে দেখিতে বাসনা করিতেছেন, আপনি অবিলম্বে তাঁহার সন্নিধানে গমন করুন।" বিদুর মহারাজের নিদেশ শ্রবণমাত্র দ্বারপালের সমভিব্যাহারে রাজভবনে প্রবেশপূর্ব্বক কহিলেন, "দ্বারপাল! তুমি মহারাজ সমীপে আমার আগমনবার্ত্তা নিবেদন কর।" দ্বারবান্ বিদুরের আদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিল, "মহারাজ! বিদুর আপনার আজ্ঞানুসারে আগমনপূর্ব্বক চরণদর্শন করিতে অভিলাষ করিতেছেন, এক্ষণে আপনার কি অনুমতি হয়?" ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "দ্বারপাল। দীর্ঘদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরকে সত্বর আমার নিকটে আনয়ন কর, আমি বিদুরকে দর্শন করিতে কদাপি পরাঙ্মুখ নহি।" তখন দ্বারবান্ বিদুরের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, "মহাশয়! আপনি অবিলম্বে মহারাজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করুন, তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কদাচ বিরত নহেন।"

তখন মহামতি বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের নিকেতনে প্রবেশপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "মহারাজ! আমি বিদুর, আপনার আদেশানুসারে আগমন করিয়াছি, অনুমতি করুন, কি করিব?" ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বিদুর! অদ্য সঞ্জয় আমার সমীপে আগমনপূর্ব্বক আমাকে তিরস্কার করিয়া গিয়াছে। যুধিষ্ঠির তাহাকে যাহা বলিয়াছেন, সে প্রভাতে সভামধ্যে আসিয়া তৎসমুদয় কহিবে। যুধিষ্ঠির তাহাকে যে কি বলিয়াছেন, তাহা আমি এখনও জানিতে পারি নাই; তন্নিমিত্ত আমার চিত্ত অপার চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে, নিদ্রা কোন ক্রমেই আমার নয়নাবলম্বিনী হইতেছে না, আমি জাগরিত থাকিয়া কেবল চিন্তানলে দগ্ধ হইতেছি। অধিক কি বলিব, যে অবধি সঞ্জয় পাণ্ডবগণের নিকট হইতে আগমন করিয়াছে, সেই অবধি আমার মন অপ্রশান্ত ও ইন্দ্রিয়গণ অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছে! সঞ্জয় যে কি বলিবে, এই চিন্তাই আমার হৃদয় দাহ করিতেছে। অতএব যাহাতে আমাদের শ্রেয়োলাভ হয়, এরূপ কথোপকথন কর।"

অনন্তর বিদুর কহিলেন, "মহারাজ! যে ব্যক্তি কামী বা চৌর এবং যে ব্যক্তি দুর্ব্বল ও হীনসাধন হইয়া বলবান্ শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত অথবা যাহার সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে, ইহাদিগেরই নিদ্রাচ্ছেদ হইয়া থাকে। আপনি ত এরূপ কোন মহাদোষে আক্রান্ত হয়েন নাই অথবা পরধনে লোভ করিয়া ত পরিতৃপ্ত হইতেছেন না?" ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বিদুর! আমি তোমার নিকট যুক্তি-প্রদায়ক ধর্ম্মানুগত কথা শ্রবণ করিতে বাসনা করিতেছি, তুমি উহা কীর্ত্তন কর। হে বিদ্বন! এই রাজর্ষিবংশমধ্যে তুমিই একজন প্রাজ্ঞজনসম্মত মনুষ্য আছ।"

বিদুরকর্ত্তৃক পণ্ডিত-মূর্খ-লক্ষণ বর্ণন

বিদুর কহিলেন, "মহারাজ! সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন রাজা যুধিষ্ঠির ত্রৈলোক্যের অধিপতি হইতে পারেন। আপনি সকলের প্রার্থনীয় সেই পুরুষকে বনে প্রবাসিত করিয়াছেন; কিন্তু আপনি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও নয়নহীনতা প্রযুক্ত রাজলক্ষণ-বিহীন হইয়াছেন, সুতরাং রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন না। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির অনৃশংস, দয়ালু, সত্যপরায়ণ ও পরাক্রমশালী; তন্নিমিত্তই আপনাকে গুরু বলিয়া জ্ঞান করিয়া অশেষবিধ ক্লেশ সহ্য করিতেছেন। যাহা হউক, আপনি দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের উপর ঐশ্বর্য্যের ভার সমর্পণ করিয়া কিরূপে শ্রেয়োলাভের বাসনা করিতেছেন? হে মহারাজ! আত্মজ্ঞান, কর্ম্ম, তিতিক্ষা[১] ও ধর্ম্ম-নিত্যতা[২] যে ব্যক্তিকে অর্থ হইতে বিচলিত করিতে না পারে, তিনিই পণ্ডিত। যিনি অনাস্তিক ও শ্রদ্ধাবান্ হইয়া প্রশস্ত কার্য্যানুষ্ঠান ও নিন্দিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তিনিই পণ্ডিত। যিনি ক্রোধ, হর্ষ, দর্প, লজ্জা, অনম্রতা ও আত্মাভিমানপরতন্ত্র হইয়া অর্থ হইতে ভ্রষ্ট না হয়েন, তিনিই পণ্ডিত। যাঁহার কার্য্য ও মন্ত্রণার ফল সমুদিত না হইলে

১। ত্যাগে ইচ্ছা। ২। স্বধর্মনিষ্ঠতা।

শত্রুগণ উহা জানিতে পারে না, তিনিই পণ্ডিত। শীত, গ্রীষ্ম, ভয়, অনুরাগ, সমৃদ্ধি বা অসমৃদ্ধিতে যাঁহার কার্য্যের বিঘ্ন উৎপাদন হয় না, তিনিই পণ্ডিত। যাঁহার স্বাভাবিকী বুদ্ধি ধর্ম্মার্থের অনুগামিনী এবং যিনি উভয়লোকসুখাবহ অর্থের কামনা করেন, তিনিই পণ্ডিত। যিনি স্বীয় শক্তি অনুসারে কার্য্যসাধনের ইচ্ছা বা কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং কোন বিষয়ে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন না, তিনিই পণ্ডিত। যিনি শীঘ্র বুঝিতে পারেন, অধিকক্ষণ শ্রবণ করেন, উত্তমরূপ বিবেচনা না করিয়া কেবল কামবশতঃ অর্থসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন না এবং যথাবৎ জিজ্ঞাসিত না হইয়া পরার্থে বাক্যব্যয় করেন না, তিনিই পণ্ডিত। যিনি অপ্রাপ্য বিষয়লাভে অভিলাষী হয়েন না, বিনষ্ট বস্তুর নিমিত্ত শোক-সন্তাপ করেন না, এবং আপৎকালেও কদাচ বিমুগ্ধ হয়েন না, তিনিই পণ্ডিত। যিনি অগ্রে কার্য্য-নিশ্চয় করিয়া পশ্চাৎ তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, সম্পূর্ণরূপে কার্য্য শেষ না করিয়া ক্ষান্ত হয়েন না এবং এক মুহূর্ত্তও বৃথা অতিবাহিত—করেন না, তিনিই পণ্ডিত। যিনি সজ্জনোচিত কার্য্যে সতত অনুরক্ত থাকেন, ঐশ্বর্য্যপ্রদ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন ও হিতকর কার্য্যে কদাচ অসূয়া প্রদর্শন করেন না, তিনিই পণ্ডিত। যিনি আপনার সম্মানে হৃষ্ট ও অপমানে পরিতপ্ত হয়েন না এবং হ্রদের ন্যায় সতত অবিচলিত ও অক্ষুব্ধ থাকেন, তিনিই পণ্ডিত। যিনি সর্ব্বভূতের তত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ম্মের যোগজ্ঞ ও সকল মনুষ্যের উপায়জ্ঞ, তিনিই পণ্ডিত। যিনি অকুণ্ঠিত-চিত্তে বাক্যপ্রয়োগ করেন, লোকবার্ত্তা পরিজ্ঞাত থাকেন, তর্কে বিশেষ প্রতিভা লাভ করেন ও আশু গ্রন্থের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তিনিই পণ্ডিত। যাঁহার অধ্যয়ন প্রজ্ঞানুযায়ী ও প্রজ্ঞা শাস্ত্রানুসারিণী, যিনি কদাচ আর্য্য ব্যক্তির মর্য্যাদা ভঙ্গ করেন না এবং বিপুল অর্থ, বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও অনুদ্ধত-চিত্তে কালযাপন করেন, তিনিই পণ্ডিত।

যে ব্যক্তি অধ্যয়ন না করিয়াও পাণ্ডিত্যাভিমান প্রকাশ, দরিদ্র হইয়াও ধনগর্ব্ব ও কুকার্য্য দ্বারা ধনোপার্জ্জনের চেষ্টা করে, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি স্বার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরার্থসাধন করিতে যত্নবান্ হয় ও মিত্রের কার্য্যসাধনের নিমিত্ত মিথ্যাচরণ করে, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি ভক্তিহীন মানবকে অভিলাষ ও ভক্তব্যক্তিকে পরিত্যাগ এবং বলবানের প্রতি বিদ্বেষ করে, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি শত্রুকে মিত্র জ্ঞান করে, মিত্রের দ্বেষ ও হিংসা করে এবং অসৎ-কর্ম্মে ব্যাপৃত হয়, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি সাংসারিক কার্য্যে সতত সন্দিহান হয় ও আশুকর্ত্তব্য কর্ম্মে বিলম্ব করে, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি পিতৃশ্রাদ্ধ ও দেবার্চ্চনে বিরত হয় এবং মিত্রের প্রতি অনুরক্ত হয় না, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি আহূত না হইয়া গমন, জিজ্ঞাসিত না হইয়া বহু বাক্যব্যয় ও অবিশ্বস্ত ব্যক্তির উপর বিশ্বাস করে, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি স্বয়ং দোষী হইয়াও পরের প্রতি দোষারোপ করে এবং অণুমাত্র ক্ষমতাপন্ন না হইয়াও সতত ক্রুদ্ধ হয়, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি আত্মবল অবগত না হইয়া ধর্ম্মার্থপরিবর্জ্জিত অলভ্য বস্তুর লাভে বাসনা করে, সেই মূঢ়। যে অদণ্ড্য ব্যক্তিকে দণ্ড করে ও অজ্ঞাতসারে ভূপালের উপাসনা করে এবং যে ব্যক্তি অদাতার প্রসাদনে[১] প্রবৃত্ত হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেও মূঢ় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

ধৃতরাষ্ট্রের কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ

হে মহারাজ! যে ব্যক্তি স্বীয় ভৃত্যগণকে যথোচিত ভাগ প্রদান না করিয়া একাকী সম্পত্তি সম্ভোগ ও সুন্দর বসন পরিধান করে, তাহা অপেক্ষা নৃশংস আর কে আছে? দেখুন, একজন পাপ করিলে অন্য ব্যক্তিকেও ভোগ করিতে হয়, কিন্তু ফলভোক্তা সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে, পাপকর্ত্তা বিমুক্ত হইতে পারে না। ধনুর্দ্ধর-বিনির্ম্মুক্ত সায়ক দ্বারা একেবারে এক ব্যক্তির প্রাণনাশ হওয়াও সন্দেহ, কিন্তু বুদ্ধিমানের বুদ্ধিপ্রভাবে রাজা ও তাঁহার সমুদয় রাজ্য এককালে নষ্ট হইতে পারে। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্যাকার্য্য নির্দ্ধারণপূর্ব্বক সামাদি উপায়-চতুষ্টয়ের দ্বারা মিত্র, উদাসীন ও শত্রুগণকে বশীভূত, ইন্দ্রিয় পরাজয়, সন্ধিবিগ্রহাদিতে বিশেষ জ্ঞানলাভ এবং স্ত্রী, অক্ষ[২], মৃগয়া, পান[৩], বাক্‌পারুষ্য[৪], দণ্ডপারুষ্য[৫] ও অর্থপারুষ্য[৬] পরিত্যাগ করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করুন। দেখুন, বিষরস

১। প্রসন্ন করিতে। ২। দ্যূতক্রীড়া। ৩। মদ্যপান। ৪। কর্কশভাষণ। ৫। অল্প অপরাধে কঠিন দণ্ডদান। ৬। নির্য্যাতন-পূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ।

একজনকেই বিনাশ করিতে পারে ও শস্ত্র দ্বারাও একজন বিনষ্ট হয়, কিন্তু মন্ত্রবিপ্লব হইলে ভূপতি সমুদয় প্রজা ও রাজ্য সমভিব্যাহারে একবারে উৎসন্ন হয়েন।। হে মহারাজ! একাকী মিষ্টদ্রব্যভক্ষণ, অর্থ-চিন্তা, পথ-পর্য্যটন ও প্রসুপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে জাগরণ করা বিধেয় নহে। হে রাজন্! যাহা স্বর্গের সোপান এবং সংসারসাগরের তরী, আপনি সেই একমাত্র অদ্বিতীয় বস্তু সত্য[1]কে অবগত হইতে পারেন নাই। হে কুরুবংশাবতংস! ব্যক্তির[2] একমাত্র দোষ এই যে, তিনি সকলের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে অসমর্থ জ্ঞান করে। কিন্তু তাঁহার ঐ দোষ গণনীয় নহে, কারণ, ক্ষমা মনুষ্যের পরম ধন; ক্ষমা অসমর্থ ব্যক্তির গুণ ও সমর্থ ব্যক্তির ভূষণ। এই জগতীতলে ক্ষমা অদ্বিতীয় বশীকরণ, ক্ষমা দ্বারা সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। যে ব্যক্তি ক্ষমারূপ খড়্গ ধারণ করিয়া থাকে, দুর্জ্জনগণ তাহার কি করিতে পারে? বহ্নি তৃণশূন্য স্থানে নিপতিত হইলে স্বয়ং প্রশমিত হইয়া থাকে; কিন্তু ক্ষমাহীন ব্যক্তি আপনিই সমুদয় দোষের ভাজন হইয়া উঠে। ধর্ম্মই একমাত্র শ্রেয়ঃ, ক্ষমাই একমাত্র শান্তি, বিদ্যাই একমাত্র তৃপ্তি ও অহিংসাই একমাত্র সুখনিদান।

সর্প যেমন গর্ত্তস্থ জন্তুগণকে ভক্ষণ করে, পৃথিবী তদ্রূপ যুদ্ধ-চেষ্টা-পরাঙ্মুখ ভূপতি ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণ এই দ্বিবিধ লোককে উৎসাদিত করিয়া থাকে। মনুষ্য ইহলোকে পরুষবাক্য প্রয়োগ ও অসতের পূজা এই দুই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে যশস্বী হয়। যে স্ত্রী কান্তকেই কামনা করে ও যে পুরুষ পূজিত ব্যক্তিকেই পূজা করে, এই দুই জন লোকের বিশ্বাস-ভাজন হয়। নির্দ্ধনের অভিলাষ ও অনীশ্বরের ক্রোধ সুতীক্ষ্ণ-কণ্টকস্বরূপ হইয়া তাহাদের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করে। নিশ্চেষ্ট গৃহস্থ ও ধর্ম্মতৎপর ভিক্ষুক এই উভয়বিধ লোকই জনসমাজে শোভিত হয় না। ক্ষমাবান্ প্রভু ও বদান্য দরিদ্র এই দুই প্রকার ব্যক্তিই স্বর্গে বাস করে। অপাত্রে গৌরব ও পাত্রে অগৌরব-প্রদর্শন এই উভয়বিধ কার্য্য করিলে ন্যায়ানুগত কর্ম্মের বিপরীতানুষ্ঠান হয়। যে ব্যক্তি অপরিমিত ধনসম্পন্ন হইয়াও অদাতা হয় এবং যে ব্যক্তি দরিদ্র হইয়াও তপঃপরায়ণ না হয়, এই উভয়বিধ লোককেই গলদেশে শিলাবন্ধনপূর্ব্বক জলে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।। যে পরিব্রাজক যোগশীল এবং যে বীর সংগ্রামে অগ্রসর হইয়া নিহত হয়, এই দুই প্রকার লোকই সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিতে পারে।

হে ভরতবংশাবতংস! বেদজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করা যায় যে, মনুষ্যগণের উপায় তিন প্রকার; —শ্রেষ্ঠ, মধ্যম ও কনীয়ান্। এই ভূমণ্ডলে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ লোক আছে, উহাদিগকে যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম, ও অধম এই তিন প্রকার কর্ম্মে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। ভার্য্যা, দাস ও পুত্র এই তিনজনই অধম। ইহারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, তৎসমুদয়ই উহাদের ঈশ্বরের অধীন। পরদ্রব্যাপ-হরণ, পরদারাভিমর্ষণ এবং সুহৃৎপরিত্যাগ এই ত্রিবিধ দোষই অতি ভয়ানক। কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিন রিপু নরকের ত্রিবিধ দ্বারস্বরূপ ও আত্মবিনাশের হেতু; এই নিমিত্ত এই রিপুত্রয়কে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি ভক্ত, যে ব্যক্তি উপাসক এবং যে ব্যক্তি 'আমি তোমার' বলিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, এই তিন প্রকার শরণাপন্ন লোককে বিষম সঙ্কটেও পরিত্যাগ করিবে না। শত্রুকে কৃচ্ছ্র হইতে বিমুক্ত করা বরপ্রদান, রাজ্যলাভ ও পুত্রের জন্ম এই তিন কর্ম্মের সদৃশ।

হে মহারাজ! ভূপতিগণ অল্পবুদ্ধি, দীর্ঘসূত্রী, অলস ও স্তাবক—এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তির সহিত মন্ত্রণা করিবেন না। আপনার অশেষ সম্পত্তিশালী গার্হস্থ্য ধর্ম্মযুক্ত ভবনে বৃদ্ধ জ্ঞাতি, অবসন্ন কুলীন, দরিদ্র সখা ও অপত্যহীন ভগিনী এই চারি প্রকার লোক বাস করুক। সুরগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্র কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিয়াছিলেন যে, দেবগণের সঙ্কল্প, ধীমান্‌দিগের অনুভাব, কৃতবিদ্যগণের বিনয় ও পাপকর্ম্মের বিনাশ—এই চারিটি বিষয়ই সদ্য ফল প্রদান করে। মানাগ্নিহোত্র[1], মানমৌন[2], মানাধীত[3] ও মানযজ্ঞ[4] এই চতুর্ব্বিধ কার্য্য স্বভাবতঃ ভয়াবহ নহে, কিন্তু অযথাভূত অনুষ্ঠিত হইলে সাতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে।

হে ভরতকুলপ্রদীপ! লোকে সাতিশয় যত্ন-সহকারে পিতা, মাতা, হুতাশন, আত্মা ও গুরু এই পঞ্চ প্রকার অগ্নির পরিচর্য্যা করিবে। এই

১। ব্রহ্মপক্ষে সত্য শব্দের অর্থ পরমপুরুষ, কিন্তু তাহা প্রকরণের প্রসঙ্গ নহে; কারণ, ধৃতরাষ্ট্র এ প্রকরণে মোক্ষকামী নহেন।
২। ক্ষমাবান্ ব্যক্তির।

১—৪। সম্মানলাভার্থ হোম, মৌন, বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠান।

তৃমণ্ডলমধ্যে দেব, মনুষ্য, ভিক্ষুক, অতিথি ও পিতৃলোক এই পাঁচের পূজা করিলে যশোলাভ হয়। আপনি যে যে স্থানে গমন করিবেন, মিত্র, অমিত্র, মধ্যস্থ, উপজীব্য ও উপজীবী এই পঞ্চবিধ লোকও সেই সেই স্থানে যাইবে। যেমন জলপূর্ণ চর্ম্মময় পাত্রের কোন স্থানে ছিদ্র থাকিলে তদ্দারা ক্রমে ক্রমে সমুদয় জল নিষ্কাশিত হয়, তদ্রূপ মনুষ্যের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন ইন্দ্রিয় স্খলিত হইলে তন্নিবন্ধন সমুদয় প্রজ্ঞা বিনষ্ট হইয়া যায়।

হে মহারাজ! ঐশ্বর্য্যাভিলাষী ব্যক্তির নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য, দীর্ঘসূত্রতা এই ছয় দোষ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অপ্রবক্তা আচার্য্য, অধ্যয়নশূন্য ঋত্বিক্, অরক্ষক ভূপতি, অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা, গ্রামনিবাসাভিলাষী গোপাল[১] ও বনবাসাভিলাষী[২] নাপিত এই ছয় জনকে পরিত্যাগ করেন। সত্য, দান, অনালস্য, অনসূয়া[৩], ক্ষমা ও ধৈর্য্য এই ছয় গুণ পরিত্যাগ করা কদাপি পুরুষের বিধেয় নহে। গো, কৃষি, ভার্য্যা, সেবা, বিদ্যা ও শূদ্রসঙ্গতি এই ছয় বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ না করিলে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। এই ছয় ব্যক্তি পূর্ব্বোপকারীদিগকে অবজ্ঞা করে; শিক্ষিত ছাত্রগণ আচার্য্যের প্রতি, বিবাহিত ব্যক্তিগণ মাতার প্রতি, বিগতকাম পুরুষগণ নারীর প্রতি, কৃতকার্য্য ব্যক্তিগণ প্রয়োজনের প্রতি, পারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ নৌকার প্রতি ও আরোগ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ চিকিৎসকের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই জীবলোকে আরোগ্য, আনৃণ্য, অপ্রবাস, সৎসংসর্গ, অনুকূল জীবিকা ও নির্ভয়ে বাস এই ছয়টি জীবলোকের সুখ। ঈর্ষী[৪], ঘৃণী[৫], অসন্তুষ্ট, ক্রোধপরায়ণ, নিত্যশঙ্কিত ও পরভাগ্যোপজীবী এই ষড়্‌বিধ ব্যক্তি নিত্য দুঃখিত বলিয়া পরিগণিত। নিত্য অর্থের আগম, অরোগিতা, প্রিয়তমা ভার্য্যা, বশ্য পুত্র, অর্থকরী বিদ্যা ও প্রিয়বাদিনী বনিতা এই ছয়টি জীবলোকের সুখ। কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ, মদ ও মান এই ছয়টি মনুষ্যের চিত্তে সতত অবস্থান করিতেছে, কিন্তু যে ব্যক্তি এই সমুদয় পরাজয় করিতে পারেন, তিনি কদাচ পাপ বা অনর্থের ভাজন হয়েন না। চৌর, চিকিৎসক, প্রমদা, যাজক, রাজা ও পণ্ডিত এই ছয় প্রকার লোক প্রমত্ত, ব্যাধিত, কামুক, যজমান, বিবাদী ও মূর্খ এই ছয় প্রকার লোকের নিকট হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন।

হে রাজন্! স্ত্রী, অক্ষ, মৃগয়া, পান, বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য ও অর্থদূষণ এই সপ্ত দোষ পরিত্যাগ করা রাজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য; কারণ, ঐ সমুদয় দোষে দূষিত হইলে বদ্ধমূল ভূপতিগণও উৎসন্ন হয়েন।

হে ভরতবংশাবতংস! ব্রহ্মস্ব-হরণ, ব্রহ্মহত্যা, ব্রাহ্মণগণের প্রতি দ্বেষ, তাঁহাদিগের সহিত বিরোধ, তাঁহাদিগের নিন্দায় আনন্দ ও প্রশংসায় ঈর্ষা-প্রকাশ, কার্য্যকালে তাঁহাদিগকে আহ্বান না করা এবং তাঁহারা যাচ্ঞা করিলে তাঁহাদের প্রতি অসূয়াপ্রদর্শন, এই আটটি মনুষ্যের বিনাশের পূর্ব্বনিমিত্ত; প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এই সমুদয় দোষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহা পরিত্যাগ করিবেন। বন্ধুবর্গের সহিত সমাগম, বিপুল অর্থাগম, পুত্রকে আলিঙ্গন, স্ত্রীসংসর্গ, উপযুক্ত সময়ে প্রিয়ালাপ, স্বপক্ষের সমুন্নতি, অভিলষিত বস্তুলাভ ও জনসমাজে পূজা-প্রাপ্তি, এই আটটি বর্ত্তমানে সাতিশয় সুখপ্রদ। প্রজ্ঞা, কুলীনত্ব, দম, শ্রুত, পরাক্রম, অবহুভাষিতা, সাধ্যানুসারে দান ও কৃতজ্ঞতা এই আটটি গুণ মনুষ্যকে প্রফুল্ল করে।

হে মহারাজ! এই দেহরূপ গেহে নব দ্বার[১], তিন স্তম্ভ[২] ও পঞ্চ সাক্ষী[৩] বর্ত্তমান আছে এবং চিদাত্মা উহাতে অধিষ্ঠান করিতেছেন; যে ব্যক্তি ইহা জানিতে পারেন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত।

হে কুরুনন্দন! মত্ত, প্রমত্ত, উন্মত্ত, শ্রান্ত, ক্রুদ্ধ, বুভুক্ষিত, ত্বরান্বিত, লুব্ধ, ভীত ও কামী, এই দশবিধ ব্যক্তি ধর্ম্ম অবগত হইতে পারে না, এই নিমিত্ত ইহাদের সহিত সংসর্গ করা পণ্ডিতের কর্ত্তব্য নহে।

পুত্রার্থী অসুরেন্দ্র সুধন্বা এই বিষয়ে যাহা কহিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। যে রাজা কাম-ক্রোধ-পরিত্যাগ ও সৎপাত্রে ধন প্রদান করেন এবং সবিশেষ শ্রুতশালী[৪] ও ক্ষিপ্রকারী হয়েন, সমুদয় লোক তাঁহারই মতানুসারে কর্ম্ম করিয়া থাকে। যিনি মনুষ্যের বিশ্বাস

১। আলস্যবশতঃ মাঠে গিয়া গোচারণে উদাসী—গৃহবাসে অনুরক্ত। ২। ক্ষৌরকার্য্যের শ্রমভয়ে গ্রামের বাহিরে বাসকারী। ৩। পরগুণে দোষারোপণ। ৪। ঈর্ষাপরায়ণ। ৫। নিন্দুক।

১। মুখ, কর্ণদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয়, গুহ্য ও লিঙ্গ। ২। কাম, কর্ম্ম, অবিদ্যা। ৩। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ। ৪। বেদজ্ঞানসম্পন্ন।

উৎপাদন করিতে পারেন, দোষী ব্যক্তিদিগের সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন, দোষের তারতম্য বিবেচনা করিতে সমর্থ হয়েন এবং ব্যক্তিবিশেষে ক্ষমা প্রদর্শন করেন, তিনিই সমগ্র শ্রীর আধার হয়েন। যিনি অতিশয় দুর্ব্বল ব্যক্তিরও অবমাননা করেন না, শত্রুর ছিদ্রান্বেষণে অবহিত হইয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক তাহার শুশ্রূষা করেন, বলবানের সহিত যুদ্ধ করিতে বাসনা করেন না এবং উপযুক্ত সময়ে বিক্রম প্রকাশ করেন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। যে মহাত্মা আপৎকালে ব্যথিত হয়েন না, অপ্রমত্ত হইয়া উদ্যোগ করেন এবং উপযুক্ত সময়ে দুঃখভার সহ্য করিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ ধুরন্ধর[১] ও সমুদয় শত্রুগণকে পরাজয় করিতে পারেন।

যিনি অনর্থক প্রবাস, পাপাত্মাদিগের সহিত সন্ধি, পরদারাভিমর্ষণ[২], দম্ভ, চৌর্য্য, ক্রূরতা ও মদ্যপান পরিত্যাগ করেন, তিনিই সতত সুখভোগী। যিনি ক্রোধপরবশ হইয়া ত্রিবর্গসাধনে সমুদ্যত হয়েন না, যিনি জিজ্ঞাসিত হইলে যথার্থ উপদেশ প্রদান করেন, যিনি মিত্রের নিমিত্ত বিবাদ করেন না এবং পূজিত না হইলেও ক্রুদ্ধ হয়েন না, তিনিই জ্ঞানী। যিনি কাহারও অসূয়া করেন না; সতত দয়া প্রকাশ করেন, স্বয়ং দুর্ব্বল হইয়া কাহারও সহিত বিরোধ করেন না, অতিবাদে[৩] প্রবৃত্ত হয়েন না এবং বিবাদ সহ্য করেন, তিনি সর্ব্বত্র প্রশংসা লাভ করিতে পারেন। যিনি কদাপি উদ্ধতবেশ ধারণ করেন না, স্বীয় পুরুষকার প্রকাশপূর্ব্বক অন্যের নিন্দা করেন না এবং গর্ব্বিত হইয়া কাহারও প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করেন না, সকলেই তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া থাকে। বৈর প্রশান্ত হইলে যিনি আর তাহা উদ্দীপিত করেন না, যিনি নিতান্ত দৃপ্ত বা নিতান্ত নিস্তেজের ন্যায় ব্যবহার এবং আপনার দুর্গতি বিবেচনা করিয়াও অকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না, যিনি আপনার সুখে বা পরের দুঃখে প্রহৃষ্ট হয়েন না এবং যিনি দান করিয়া অনুতাপ করেন না, তিনিই যথার্থ সৎস্বভাবশালী। যিনি দেশাচার, ভাষাভেদ ও জাতিধর্ম্মের আধিপত্য লাভ করিতে বাসনা করেন, তিনিই উত্তম ও অধম বিষয়ের মর্ম্মজ্ঞ এবং সকল স্থানেই সাধুগণের উপর আধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ।

যে মনস্বী দম্ভ, মোহ, মাৎসর্য্য, পাপকার্য্য, রাজদ্বেষ, খলতা, বহু ব্যক্তির সহিত শত্রুতা এবং মত্ত, উন্মত্ত ও দুর্জ্জনগণের সহিত তর্ক-বিতর্ক করেন না, তিনি প্রধান প্রজ্ঞাশালী। যিনি দম, শৌচ, দেবার্চ্চন, বিবিধ মঙ্গলকার্য্য ও প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, দেবগণ সতত তাঁহার অভ্যুদয়ে প্রবৃত্ত থাকেন। যিনি সমব্যক্তির সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ, সখ্যসংস্থাপন, আলাপ ও ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং পণ্ডিতদিগের অনুবর্ত্তী হয়েন, তিনিই যথার্থ নীতিজ্ঞ। যিনি আশ্রিত ব্যক্তিগণকে যথাযোগ্য ভাগ প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং পরিমিত ভোজন করেন, অপরিমিত কর্ম্ম করিয়া পরিমিতরূপে নিদ্রা যান এবং যাচ্ঞা করিলে শত্রুকেও ধনদান করেন, সেই মহাত্মা কদাচ অনর্থের ভাজন হয়েন না। যাঁহার ইচ্ছা, অপকার ও কর্ম্ম অন্যে জানিতে পারে না এবং যিনি গোপনে মন্ত্রণা করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তাঁহার অণুমাত্র অর্থও বিনষ্ট হয় না। যিনি সর্ব্বভূতের শান্তিতে রত, সত্যবাদী, মৃদু, মানকারী ও সদাশয়, তিনি উত্তম আকরসম্ভূত মণির ন্যায় জ্ঞাতিমধ্যে শোভমান হইয়া থাকেন। যিনি আপনার দোষ আপনিই জানিতে পারিয়া লজ্জিত হয়েন, তিনি সর্ব্বলোকের গুরু ও সেই মহাত্মা সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইয়া দীপ্ত হয়েন।

হে মহারাজ! শাপগ্রস্ত মহারাজ পাণ্ডুর পঞ্চ পুত্র বনে জন্মগ্রহণ করে; উহারা মহাশয়ের অনুগ্রহে বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত হইয়া আপনারই আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে; অতএব আপনি উহাদিগকে সমুচিত রাজ্যভাগ প্রদান করিয়া পুত্রগণের সহিত সুখে কালযাপন করুন, তাহা হইলে কি দেব কি মনুষ্য কাহারও নিকট আপনার শঙ্কা থাকিবে না।"

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

কুরুপাণ্ডব বিষয়ে শ্রেয়স্কর প্রশ্ন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "বৎস বিদুর; তুমি ধর্ম্ম ও অর্থবিষয়ে সুনিপুণ; অতএব যে ব্যক্তি জাগরিত হইলে যন্ত্রণানলে দগ্ধ হয়, তাহার কর্ত্তব্য কি, বল। আমাকে প্রজ্ঞাপূর্ব্বক যথাশাস্ত্র উপদেশ প্রদান কর,

১। শ্রেষ্ঠ—রাজ্যভার-ধারণ-সমর্থ। ২। পরদারগমন। ৩। অত্যন্ত বিপদ।

যাহা যুধিষ্ঠিরের হিতসাধন ও কৌরবগণের শ্রেয়স্কর তাহাই বর্ণন কর। ভাবী অনিষ্টাপাতশঙ্কা ও অনুষ্ঠিত পাপাচরণ মনে করিয়া আমার আত্মা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে, এই নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে সর্ব্বজ্ঞ! হে অদীনসত্ত্ব[১]! তুমি যুধিষ্ঠিরের সমুদয় সঙ্কল্প যথার্থ করিয়া বল।"

বিদুরের উপদেশে লোভ পরিত্যাগ

বিদুর কহিলেন, "হে রাজন্! যাঁহার জয় ও শুভ অভিলাষ করিতে হয়, তিনি জিজ্ঞাসা না করিলে শুভ হউক বা অশুভ হউক, প্রিয় হউক বা অপ্রিয় হউক, সমুদয় তাঁহার সমক্ষে বর্ণন করা কর্ত্তব্য; অতএব আমি কল্যাণকামনায় কুরুগণের শ্রেয়স্কর ও ধর্ম্মানুগত বাক্য কহিব; শ্রবণ করুন্। যে সকল কর্ম্ম অসত্যদোষে দূষিত, যাহা সম্পাদন করিতে হইলে অসদুপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহা মনেও করিবেন না। যদি উপায়বিহিত কর্ম্ম সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে মনকে গ্লানিযুক্ত করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির একান্ত অকর্ত্তব্য। বিনা প্রয়োজনে কোন কর্ম্ম করিবে না, অগ্রে তাহার নিশ্চয় করিয়া পশ্চাৎ অনুষ্ঠান করিবে, অধীরতা সহকারে কোন কর্ম্ম করিবে না। কর্ম্মের পরিণাম ও প্রয়োজন এবং আপনার উদ্যোগ বিবেচনা করিয়া ধীর ব্যক্তি তদনুষ্ঠানে অগ্রসর বা পরাঙ্মুখ হইবেন। যিনি দুর্গ প্রভৃতি স্থান, বৃদ্ধি, ক্ষয়, কোষ, জনপদ ও দণ্ডের প্রমাণজ্ঞ নহেন, তিনি রাজ্যলাভ করিতে পারেন না। যিনি উক্ত প্রমাণ-সকল ও ধর্ম্মার্থবিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনি রাজ্যলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। রাজ্যলাভ হয় নাই, মনে করিয়া অযোগ্যরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে না। জরা যেমন রমণীয় রূপ বিনষ্ট করে, অবিনয় হইতে সেইরূপ শ্রী বিনষ্ট হয়। লোভ-পরতন্ত্র মৎস্য পরিণামে বন্ধন আলোচনা না করিয়া ভোজ্যসামগ্রী-সমাবৃত লৌহময় বড়িশ গ্রাস করে। যাহা ভোজন করিবার উপযুক্ত, যাহা ভোজন করিলে পরিপাক হইতে পারে এবং যাহা পরিপাকাবস্থায় হিতকর হয়, সম্পত্তিলিপ্সু ব্যক্তি তাহাই ভোজন করিবে।

যিনি বনস্পতির অপরিপক্ক ফল চয়ন করেন, তিনি তাহা হইতে রস প্রাপ্ত হয়েন না; প্রত্যুত তাহার বীজ পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায়; কিন্তু যিনি যথাকালে পরিণত ফল গ্রহণ করেন, তিনি ফল হইতে রস লাভ করেন এবং তাহার বীজ হইতেও পুনরায় ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

হে মহারাজ! যেমন মধুকর কুসুমনিকর রক্ষা করিয়া তাহা হইতে রস গ্রহণ করে, সেইরূপ হিংসা না করিয়া মনুষ্যগণের নিকট অর্থ গ্রহণ করিবে। মালাকার উপবন হইতে নানাবিধ পুষ্প চয়ন করে, কিন্তু মূলচ্ছেদ করে না; অতএব মালাকারের অনুকরণ করিবে, কদাচ অঙ্গারকারের অনুকরণ করিবে না। ইহার অনুষ্ঠান করিলে কি হয়, না করিলেই বা কি হইতে পারে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করিবে অথবা তাহা হইতে বিরত হইবে। যিনি প্রয়োজন অপেক্ষা করেন না, যাঁহার পুরুষকার ফলহীন, যিনি অর্থাগমশূন্য, যাঁহার প্রসাদ নিষ্ফল ও ক্রোধ নিরর্থক, কেহই তাঁহাকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে না; দেখুন, কোন্ স্ত্রী ক্লীবকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে অভিলাষ করে? প্রাজ্ঞ ব্যক্তি অল্পায়াসসাধ্য প্রচুর-ফলপ্রদ কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত হয়েন। যিনি সরলস্বভাব হইয়া প্রীতিনয়নে সকলকে অবলোকন করেন, তিনি মৌনভাব অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিলেও প্রজাগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়।

সুপুষ্পিত হইয়াও ফলিত হইবে না, ফলিত হইয়াও দুরারোহ হইবে ও অপক্ক হইয়াও আপনাকে পক্কবৎ প্রদর্শন করিবে, তাহা হইলে কোন কালেই বিশীর্ণ হইবে না। যে ব্যক্তি চক্ষু, মন, বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা সকলকে প্রসন্ন করেন, লোকে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকে। যেমন মৃগগণ ব্যাধ হইতে ভীত হয়, সেইরূপ প্রাণিগণ যাঁহা হইতে ভয় প্রাপ্ত হয়, তিনি সসাগরা ধরা লাভ করিয়াও রক্ষা করিতে পারেন না। বায়ু যেমন জলধরকে বিচ্ছিন্ন করে, সেইরূপ দুর্নীতিপর ব্যক্তি স্বতেজোলব্ধ পৈতৃক রাজ্য ভ্রংশিত করিয়া থাকে। যিনি প্রথমাবধি সাধুসমাচরিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, বসুধা সেই ভূপতির নিকট বসুপূর্ণা ও সম্পত্তিবর্দ্ধিনী হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকেন। যেমন চর্ম্মপাত্র অগ্নির নিকট সঙ্কুচিত হয়, সেইরূপ এই পৃথিবীও ধর্ম্মত্যাগী ও অধর্ম্মাচারী নরপতির নিকট সঙ্কুচিত হইয়া অল্প-ফলশালিনী হইয়া থাকে। পররাজ্য-বিমর্দ্দনে যেরূপ

১। যাহার হৃদয়ে দৈন্য নাই।

যত্ন করিতে হয়, স্বরাজ্য-সংরক্ষণেও সেই প্রকার যত্ন করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মানুসারে রাজ্যলাভ ও ধর্ম্মানুসারে রাজ্য-পালন করিবে। ধর্ম্মানুগত রাজ-লক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়া অপ্রমত্ত-চিত্তে রক্ষা করিলে তিনি কখন হীন বা ক্ষীণ হয়েন না। যেমন প্রস্তর হইতে কাঞ্চন সকল সঙ্কলিত হয়, সেইরূপ উন্মত্তদিগের প্রলাপ ও বালকদিগের জল্পনা হইতে সার গ্রহণ করিবে। ধীর ব্যক্তি উঞ্ছাহারীদিগের উঞ্ছ অন্বেষণের ন্যায় সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া সকল লোক হইতেই সদ্বাক্য ও সদাচার সঙ্কলন করিবেন। গো-সকল গন্ধ দ্বারা, ব্রাহ্মণেরা বেদ দ্বারা, রাজারা চর দ্বারা এবং ইতর ব্যক্তিরা চক্ষুর্দ্বারা দর্শন করেন।

যে ধেনু অনায়াসে দোহন করিতে না দেয়, লোকে তাহাকেই অধিক ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে, আর সুখদোহা গোকে কেহই যন্ত্রণা প্রদান করে না। যে কাষ্ঠ পরিতপ্ত না হইলে নত হয় অথবা স্বতঃই নত হইয়া থাকে, কেহ তাহা উত্তাপিত করে না; এই দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ধীর ব্যক্তি বলবান্‌কে প্রণাম করিবেন। কারণ, বলবান্‌কে প্রণাম করিলে সুরপতিকে প্রণাম করা হয়। পশুগণের বন্ধু পর্জ্জন্য[1], রাজার বন্ধু মন্ত্রী, স্ত্রীর বন্ধু স্বামী, ব্রাহ্মণের বন্ধু বেদ। ধর্ম্ম সত্য দ্বারা, বিদ্যা অভ্যাস দ্বারা, রূপ অঙ্গমার্জ্জন দ্বারা, কুল ধন দ্বারা, ধান্য পরিমাণ দ্বারা, অশ্ব ব্যায়ামশিক্ষাদি দ্বারা, ধেনু তত্ত্বাবধান দ্বারা এবং স্ত্রীলোক কুৎসিত বস্ত্র দ্বারা[2] রক্ষণীয় হয়।

আমার মতে আচারভ্রষ্টদিগের কুল কদাচ কোন কার্য্যে প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না; একমাত্র সদাচার অন্ত্যজ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেও প্রধান প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে। অন্যের ধন, রূপ, বীরত্ব, কুল, সুখ, সৌভাগ্য ও সৎকারে যে ব্যক্তির ঈর্ষা হয়, তাহার ব্যাধি অনন্ত। যিনি অকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান, কর্ত্তব্যকর্ম্ম পরিত্যাগ ও আকালিক[3] মন্ত্রভেদে ভীত হয়েন, তিনি মাদক-দ্রব্যসেবা পরিত্যাগ করিবেন। বিদ্যা, ধন, ও আভিজাত্য অসাধুগণের মদ এবং সাধুগণের দম-গুণের কারণ। যদি সাধুগণ বিখ্যাত অসাধু ব্যক্তিকে কখন কোন কার্য্যে আহ্বান করেন, তাহা হইলে সে ব্যক্তি সেই কার্য্যের অত্যল্পমাত্র সুসম্পন্ন না করিয়া আপনাকে সাধু বলিয়া বিবেচনা করে; সাধুগণ মহাত্মা সাধু ও অসাধুদিগের গতি, কিন্তু অসাধুগণ সাধুগণের গতি নহে। পরিচ্ছদসম্পন্ন ব্যক্তি সভা জয় করেন, গোধনসম্পন্ন ব্যক্তি মিষ্ট ভোজনাভিলাষ জয় করেন, যানসম্পন্ন ব্যক্তি পথ জয় করেন এবং শীলসম্পন্ন ব্যক্তি সকলকেই জয় করেন। শীলই পুরুষের প্রধান গুণ; ইহ-লোকে যে ব্যক্তির উহা নষ্ট হইয়াছে, তাহার জীবন, ধন বা বন্ধুতে প্রয়োজন কি? আঢ্যগণের ভোজন মাংসপ্রধান, মধ্যবিত্তগণের ভোজন গব্যরস-প্রধান ও দরিদ্রগণের ভোজন তৈলপ্রধান। দরিদ্রেরাই সুস্বাদু অন্ন ভোজন করে; কেন না, যে ক্ষুধা খাদ্য-বস্তুর স্বাদুতা সম্পাদন করে, তাহা উহা-দিগেরই আছে, আঢ্য ব্যক্তিদিগের উহা অতি দুর্লভ। সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের ভোজনশক্তি প্রায় থাকে না, কিন্তু দরিদ্রেরা কাষ্ঠ পর্য্যন্ত জীর্ণ করিতে পারে। অধম ব্যক্তিরা জীবিকা না থাকিলেই ভীত হয়, মধ্যম লোকেরা মৃত্যু হইতে ভীত হয়েন এবং উত্তম পুরুষেরা অপমান হইতে যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া থাকেন। ঐশ্বর্য্যমদ পানমদ অপেক্ষাও অধিকতর নিন্দনীয়; কারণ, ঐশ্বর্য্যমদমত্ত ব্যক্তির পতন না হইলে চৈতন্যের উদয় হয় না। যেমন গ্রহগণ নক্ষত্রসকলকে তাপ প্রদান করে, সেইরূপ অবশীভূত ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়ে আসক্ত হইলে ভূলোককে পরিতাপিত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বিষয়লালসা প্রবর্ত্তক সহজাত শ্রোত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়, তাহার আপদ্ শুক্লপক্ষ-শশীর ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

যিনি মনকে জয় না করিয়া অমাত্যকে অথবা অমাত্যকে জয় না করিয়া অমিত্রকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন, সেই ব্যক্তি অবশ হইয়া অত্যন্ত হীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। যিনি প্রথমে অমিত্ররূপে মনকে পরাজয় করেন, পরে অমাত্য ও অমিত্রগণের প্রতি তাঁহার জিগীষা[1] কদাচ বিফল হয় না। যিনি ইন্দ্রিয়গণ ও মনকে পরাজয়, অন্যায়কারীর প্রতি দণ্ডবিধান ও পরীক্ষা করিয়া সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করেন, রাজলক্ষ্মী সেই বীরপুরুষকে নিরন্তর সেবা করিয়া থাকেন। শরীর রথ, আত্মা সারথি ও ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব। ধীর ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া ঐ

১। মেঘ। ২। বিলাস বর্জ্জন দ্বারা। ৩। যাহা কালোচিত নহে।

১। জয়ের ইচ্ছা।

সমস্ত বশীভূত অশ্ব দ্বারা রথীর ন্যায় কুশলে ও পরমসুখে গমন করেন। যেমন অবশীভূত অশ্বগণ পথিমধ্যে কুসারথির প্রাণ নাশ করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ নিগৃহীত না হইলে পুরুষের প্রাণ-বিনাশের দৃঢ়তর কারণ হইয়া উঠে। বালকগণ অনর্থকে অর্থ, অর্থকে অনর্থ ও অপরাজিত ইন্দ্রিয়জনিত দুরপনেয় দুঃখকেও সুখবোধ করে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হয়, সে ব্যক্তি অবিলম্বে বিনষ্ট, শ্রীভ্রষ্ট, গতসর্ব্বস্ব ও বনিতা কর্ত্তৃক পরিতপ্ত হইয়া থাকে। যিনি অর্থ-রাশির অধীশ্বর হইয়াও ইন্দ্রিয়গণের অনীশ্বর[১] হইয়া থাকেন, তিনি অবশ্যই ঐশ্বর্য্য হইতে পরিচ্যুত হয়েন। আত্মা, মন, বুদ্ধি ও নিগৃহীত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করিবে; কারণ, আত্মাই আমার শত্রু এবং আত্মাই আত্মার বন্ধু। যে আত্মা আত্মাকে বশীভূত করিয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার নিয়ত বন্ধু ও অবশীভূত আত্মাই নিয়ত রিপু। যেমন ক্ষুদ্র ছিদ্র-জাল বৃহৎ মৎস্যদ্বয়কে[২] আবৃত করে, সেইরূপ প্রজ্ঞান কাম ও ক্রোধ উভয়কেই বিলুপ্ত করে।

যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থের অনুরোধে জয়সামগ্রী[৩] সকল আহরণ করে, সেই সম্ভৃতসম্ভার[৪] ব্যক্তি নিরন্তর সুখলাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মনোময় শ্রবণাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে পরাজিত না করিয়া অন্য শত্রুকে পরাজয় করিতে অভিলাষী হয়, শত্রুগণ তাহাকেই পরাজয় করে। দেখুন, অনেক দুরাত্মা রাজা ঐশ্বর্য্যবিলাসের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়-গণকে বশীভূত করিতে অসমর্থ হইয়া নিহত হইয়াছে। যেমন আর্দ্রকাষ্ঠ শুষ্ককাষ্ঠের সহিত মিলিত হইয়া দগ্ধ হয়, সেইরূপ পাপপরায়ণ ব্যক্তিদিগের সহিত পুণ্যবান্‌কেও সমান দুঃখভোগ করিতে হয়; অতএব সর্ব্বপ্রকার পাপ ও পাপপরায়ণ মানবের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ উন্মার্গপ্রস্থিত স্ব স্ব বিষয়াসক্ত পঞ্চশত্রুকে[১] নিগৃহীত না করে, আপদ্ তাহাকে গ্রাস করে। অনসূয়া, আর্জ্জব, শৌচ, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, দম, সত্য, অনায়াস এই কয়েকটি গুণ দুরাত্মাদিগের নাই। আত্মজ্ঞান, অনায়াস, তিতিক্ষা, ধর্ম্মনিত্যতা, গুপ্ত বাক্য ও দান এই সকল গুণ অধম ব্যক্তিকে আশ্রয় করে না। যে অজ্ঞ ব্যক্তি কটুবাক্য ও পরীবাদ দ্বারা জ্ঞানবানের হিংসা করে, সেই পাপভাগী হয়; কিন্তু যিনি ক্ষমা করেন, তিনি পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। হিংসা অসাধুগণের বল, দণ্ডবিধান রাজার বল, শুশ্রূষা স্ত্রীর বল এবং ক্ষমা গুণবানের বল। বাক্-সংযম অতি দুষ্কর কর্ম্ম, অর্থযুক্ত বিচিত্র বহুবাক্য-প্রয়োগও ক্ষমতার অতীত। সুভাষিত বাক্য বিবিধ কল্যাণের আকর; কিন্তু উহাই আবার দুর্ভাষিত[২] হইলে অনর্থরাশি উৎপাদন করে। সায়কবিদ্ধ বা পরশুচ্ছিন্ন অরণ্য পুনরায় প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে; কিন্তু দুর্ব্বাক্যসায়কে বিক্ষত ব্যক্তি কিছুতেই আরোগ্যলাভ করিতে পারেন না। কর্ণী[৩], নালীক[৪] ও নারাচ[৫] শরীর হইতে উৎখাত হইয়া থাকে, কিন্তু হৃদি-প্রবিষ্ট বাক্‌শল্য কোনক্রমেই উদ্ধৃত করা যায় না। যে বাক্‌সায়ক[৬] বদন হইতে বিনির্গত হয়, যদ্দ্বারা লোক-সকল আহত হইলে দিবারাত্র শোক করিয়া থাকে, যাহা মানবের মর্ম্ম ভিন্ন অন্য স্থান স্পর্শ করে না, পণ্ডিতগণ অন্যের প্রতি কদাচ তাহা নিক্ষেপ করেন না। দেবতারা যে পুরুষকে পরাভব করেন, তাহার বুদ্ধি অপকৃষ্ট হয় এবং সে ব্যক্তি অর্ব্বাচীন[৭] কর্ম্মেরই অনুসরণ করে। মৃত্যু আসন্ন ও বুদ্ধি কলুষিত হইলে নীতিবৎ প্রতীয়মান দুর্নীতি-সকল, কখন হৃদয় হইতে অপসারিত হয় না। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবদিগের সহিত বিরোধনিবন্ধন আপনার পুত্রদিগের বুদ্ধি সেই প্রকার কলুষিত হইয়াছে; এক্ষণে আপনি অনুধাবন করিতেছেন না। অতএব আপনার শিষ্য ত্রৈলোক্য-রাজসমুচিত লক্ষণসম্পন্ন যুধিষ্ঠির শাসনকর্ত্তা হউন; সকল পুত্রকে অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে ভাগধেয়[৮]

১। অধীন। ২। জালের ছিদ্র অর্থাৎ ফাঁক খুব ক্ষুদ্র, জালে যুগপৎ আবদ্ধ দুইটি বৃহৎ মৎস্য সেই ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া বাহির হইতে পারে না। কিন্তু ঐ মৎস্যদ্বয়ের মধ্যে কোন একটি যদি জাল ছিঁড়িয়া বাহির হয়, তবে সেই পথ দিয়া অপর মৎস্যও বাহির হইয়া পড়ে। মৎস্য জাতির শত্রুতা সহজাত—এক অপরের স্বাভাবিক শত্রু; শত্রু বন্ধন-মুক্ত হয়, ইহা শত্রুর কাম্য হইতে পারে না; কিন্তু এ ক্ষেত্রে শত্রুকৃত পথ দ্বারা পরিত্রাণ পাওয়ায় রিপুই মিত্র হইতেছে। জীবাত্মা পরমাত্মা একই দেহে বিদ্যমান, সহজবৈরও বটে, কেন না, জীবাত্মার কুকর্ম্মে পরমাত্মারও পরিম্লান হইতে হয়। কিন্তু জীবাত্মা যদি মোক্ষ-পথের পথিক হয়, প্রজ্ঞান-প্রদর্শিত পথে চলে, তবে সেই শত্রু-কৃত—জীবকৃত কর্ম দ্বারা পরমাত্মাও পরম উপকৃত হইয়া থাকেন। ৩। জয়াবহ বস্তুসমূহ। ৪। দ্রব্যের আয়োজনকারী।

১। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্। ২। দুরুক্ত। ৩—৫। অস্ত্রের নাম ৬। বাক্যবাণ। ৭। মহাজনগণের অননুমোদিত। ৮। ভাগ্যপ্রাপ্য অংশ।

প্রদান করুন। তেজ ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন, ধর্ম্মার্থতত্ত্ববিৎ, ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির কেবল অনুগ্রহ, দয়া ও আপনার গৌরবরক্ষার নিমিত্ত বহুবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়া আছেন।"

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

নীতিকথনচ্ছলে সুধন্ব-বিরোচন সংবাদ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে মতিমন্! তুমি ধর্ম্মার্থসঙ্গত বাক্য-সকল বারংবার কীর্ত্তন করিতেছ, তথাপি আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না; তুমি যাহা কহিলে, উহা সাতিশয় আশ্চর্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে; অতএব পুনরায় ধর্ম্মযুক্ত বাক্য-সকল কীর্ত্তন কর।" বিদুর কহিলেন, "মহারাজ! সকল তীর্থে স্নান ও সর্ব্বভূতে সরল ব্যবহার উভয়ই তুল্য অথবা তাহার মধ্যে সরলতাই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। অতএব আপনি পাণ্ডবগণের সহিত সরল ব্যবহার করুন, তাহা হইলে ইহকালে মহীয়সী কীর্ত্তি লাভ করিয়া পরলোকে স্বর্গভোগ করিবেন। পৃথিবীতে যতকাল মনুষ্যের কীর্ত্তিপতাকা উড্ডীন হইতে থাকে, তাবৎকাল সে স্বর্গে পূজিত হয়। এক্ষণে সুধন্ববিরোচনসংবাদনামক যে এক প্রাচীন ইতিহাস আছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।"

ব্রাহ্মণ-দানব-শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ক বিরোচন-কেশিনীর-প্রশ্নোত্তর

দিতিনন্দন বিরোচন কেশিনীলাভবাসনায় তাহার নিকট গমন করিলে, কেশিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে বিরোচন! ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠ কি দানবেরা শ্রেষ্ঠ, আর সুধন্বা কি নিমিত্তই বা পর্য্যঙ্কে[১] আরোহণ করিবেন না?' বিরোচন কহিলেন, 'হে কেশিনি! আমরাই শ্রেষ্ঠ, এই লোক সকল আমাদেরই অধিকৃত; সুতরাং দেবতা ও ব্রাহ্মণ আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন না।' কেশিনী কহিলেন, 'হে দৈত্যেন্দ্র! আমরা এই স্থলেই পরীক্ষা করিব; সুধন্বা কল্য প্রাতঃকালে আমার উপাসনা করিবার নিমিত্ত আগমন করিবেন, তাহা হইলে তোমাদের উভয়কেই সমবেত দেখিব।' বিরোচন কহিলেন, 'হে ভদ্রে! তুমি যাহা কহিতেছ, আমি তাহার অনুষ্ঠান করিব, কল্য প্রাতে সুধন্বা ও আমাকে একত্র সমাগত দেখিবে।'

সুধন্বা দ্বিজের স্বপক্ষসমর্থন-কৌশল

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে, যে স্থানে বিরোচন ও কেশিনী অবস্থান করিতেছেন, সুধন্বা তথায় উপস্থিত হইলেন। কেশিনী ব্রাহ্মণকে সমাগত দেখিয়া প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ ও আসন প্রদান করিলেন। সুধন্বা কহিলেন, 'হে দৈত্যেন্দ্র! আমি তোমার এই হিরণ্ময় আসন স্পর্শ করিলাম, কিন্তু যদি তোমার সমান হই, তাহা হইলে এখনই প্রতিগমন করিব; তোমার সহিত কদাচ একাসনে উপবেশন করিব না।' বিরোচন কহিলেন, 'সুধন্বন্! কাষ্ঠপীঠ, কুশাসন বা কুশমুষ্টি তোমার উপবেশন করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত; তুমি কোন ক্রমে আমার সহিত একাসনে উপবেশন করিবার উপযুক্ত নও।' সুধন্বা কহিলেন, 'হে বিরোচন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইঁহারা পিতাপুত্রে একাসনে উপবেশন করিতে সমর্থ হয়েন, কিন্তু ঐ চারিবর্ণের পরস্পর একাসনে উপবেশন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। আমি উপবিষ্ট হইলে তোমার পিতা আমার আসনের অধঃপ্রদেশে উপবেশন করিয়া উপাসনা করিতেন; তুমি বালক, গৃহমধ্যে বিবিধ সুখসেব্য দ্রব্যসামগ্রী উপভোগ করিতেছ; এখনও তোমার বিষয়বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নাই।'

পণ-রক্ষণে বিরোচন-সুধন্বার বিতর্ক

বিরোচন কহিলেন, 'হে সুধন্বন্! আমরা হিরণ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি অসুরগণের সঞ্চিত বিত্তসমুদয় পণ রাখিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।' সুধন্বা কহিলেন, 'হে দৈত্যরাজ! হিরণ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি পণ রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই, আইস, আমরা পরস্পর প্রাণ পণ রাখিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি।' বিরোচন কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! আমরা প্রিয়তম প্রাণকে পণ রাখিয়া এক্ষণে কোথায় গমন করিব, আমার ত দেবতা বা মনুষ্যে কিছুমাত্র আস্থা নাই।' সুধন্বা কহিলেন, 'দৈত্যবর! আমরা এক্ষণে তোমার পিতা

১। উত্তম আসনে—খাটে।

প্রহ্লাদের নিকট গমন করিব; বোধ হয়, তিনি পুত্রের নিমিত্ত কদাচ মিথ্যা কহিবেন না।'

উভয়ে এইরূপ বচনবন্ধ ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহ্লাদ-সন্নিধানে গমন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে সন্দর্শন করিয়া মনে করিলেন, যাঁহারা কদাচ পরস্পর সংস্রব রাখেন না, তাঁহারা আজ কি নিমিত্ত কুপিত ভুজঙ্গের ন্যায় এক পথে আগমন করিতেছেন?' অনন্তর তিনি বিরোচনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বৎস! পূর্ব্বে তোমরা কখনই একত্র সঞ্চরণ করিতে না, এক্ষণে বল, সুধন্বার সহিত তোমার কিরূপে সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছে?' বিরোচন কহিলেন, 'তাত! সুধন্বার সহিত আমার সৌহার্দ্দ জন্মে নাই, আমরা প্রাণ পণ রাখিয়া আপনার নিকট একটি তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি; বোধ করি, আপনি কদাচ তাহার বৃথা সিদ্ধান্ত করিবেন না।'

প্রহ্লাদকর্ত্তৃক উত্তর প্রদান

অনন্তর প্রহ্লাদ সুধন্বাকে কহিলেন, 'হে সুধন্বন্! আপনি পূজনীয়; অতএব আপনার নিমিত্ত উদক, মধুপর্ক ও স্থূলকায় শ্বেতবর্ণ ধেনু আহরণ করুক।' সুধন্বা কহিলেন, 'হে প্রহ্লাদ! আমি উদক ও মধুপর্ক পথিমধ্যে প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠ, কি দৈত্যেরা শ্রেষ্ঠ, এই প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিবার মানসে আসিয়াছি, আপনি যথার্থ উত্তর প্রদান করুন।' প্রহ্লাদ কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! আমার একমাত্র পুত্র, তুমিও স্বয়ং আমার সন্নিধানে অবস্থান করিতেছ, অতএব আমি কি প্রকারে সেই বিবাদের সিদ্ধান্ত করিতে পারি?' সুধন্বা কহিলেন, 'হে দৈত্যরাজ! যদি ঔরসপুত্রের প্রীতিসম্পাদন আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে তাহাকে ধেনু ও অন্যান্য প্রিয়তর সম্পত্তি প্রদান করুন, কিন্তু বিবাদীদিগের বিবাদভঙ্গ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য, অতএব এক্ষণে আমাদিগের বিবাদের যথার্থ সিদ্ধান্ত করুন।'

প্রহ্লাদ কহিলেন, 'হে সুধন্বন্! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, যে ব্যক্তি সত্য না বলিয়া মিথ্যা সিদ্ধান্ত করে, সেই অন্যায়বক্তা কিরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে?' সুধন্বা কহিলেন 'হে দৈত্যরাজ! অধিবিন্না[১] স্ত্রী, দ্যূতপরাজিত ও দুর্ব্বহ ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যেরূপ যামিনীযোগে দুঃখভোগ করে, অন্যায়-বক্তা সেইরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে, সে নগরমধ্যে প্রতিরুদ্ধ, বুভুক্ষিত ও বহির্দ্বারে শত্রুগণপরিবেষ্টিত ব্যক্তির ন্যায় দুঃখভোগ করিতে থাকে। পশুর নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে পঞ্চ পুরুষ, গোর নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে দশ পুরুষ, অশ্বের নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে শত পুরুষ ও মনুষ্যের নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে সহস্র পুরুষ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া থাকে। সুবর্ণের নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে জাত[১] ও অজাত[২] উভয়বিধ পুরুষই পতিত হয়; আর ভূমির নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে সমুদয় বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।'

প্রহ্লাদ কহিলেন, 'হে বিরোচন! মহর্ষি অঙ্গিরা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সুধন্বা তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর সুধন্বা-জননী তোমার জননী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অতএব তুমি অদ্য সুধন্বা কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে; সুতরাং এক্ষণে সুধন্বা তোমার প্রাণেরও ঈশ্বর হইলেন।' অনন্তর সুধন্বাকে কহিলেন, 'হে সুধন্বন্! তুমি এক্ষণে আমার পুত্রকে পুনরায় প্রদান[৩] কর।' সুধন্বা কহিলেন, 'প্রহ্লাদ! আমি তোমার ধর্ম্মপরায়ণতা ও সত্যবাদিতার নিমিত্ত তোমার পুত্র বিরোচনকে পুনরায় প্রদান করিলাম; বিরোচন আমার সমক্ষেই কুমারী কেশিনীর পাণিগ্রহণ করুক।'

পুত্রপক্ষপাতিত্যত্যাগে বিদুরের উপদেশ

বিদুর কহিলেন, "হে মহারাজ! অতএব আপনি ভূমির নিমিত্ত কদাচ মিথ্যা কহিবেন না; যদি ভূমির নিমিত্ত মিথ্যা বলেন, তাহা হইলে পুত্র ও অমাত্যবর্গের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। দেবগণ সামান্য পশুপালকের ন্যায় দণ্ড গ্রহণ করিয়া রক্ষা করেন না; কিন্তু যাহাকে রক্ষা করিবার অভিলাষ করেন, তাহাকে বুদ্ধি দ্বারা রক্ষা করিয়া থাকেন। পুরুষ যেরূপ কল্যাণকর কার্য্যে মনোনিবেশ করিবে, তাহার অর্থ সকল সেইরূপে সিদ্ধ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। বেদ সকল মায়াবী ব্যক্তিকে পাপ হইতে উদ্ধার করে না, প্রত্যুত যেমন

১। সপত্নী—সতীন।

১। এখন যাহারা বর্ত্তমান আছে। ২। যাহারা পরে জন্মিবে।
৩। প্রাণ পণ প্রত্যাহারে বিরোচনের প্রাণরক্ষা।

শকুন্তশাবক[1] পক্ষ উদ্ভিন্ন[2] হইলে নীড়[3] পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ বেদ-সকল অল্পকালমধ্যেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। মদ্যপান, কলহ, দম্পতিবিচ্ছেদ, দম্পতিকলহ, সাধারণ বৈর, জ্ঞাতিভেদ, রাজবিদ্বেষ এই সমস্ত পরিত্যাগ করিবে। সামুদ্রিকবেত্তা[4] চৌরপূর্ব্ব বণিক্[5], শলাকধূর্ত্ত[6], চিকিৎসক, অরি, মিত্র ও কুশীলব[7] এই সাত জনকে সাক্ষী করিবে না। মানাগ্নিহোত্র, মানমৌন, মানাধ্যয়ন ও মানযজ্ঞ এই চারিটি ভয়াবহ নহে; কিন্তু অযথারূপে অনুষ্ঠিত হইলেই নিতান্ত ভয়ানক হইয়া উঠে। গৃহদাহক, বিষপ্রযোক্তা, কুণ্ডাশী[8], সোমবিক্রয়ী, শরকর্ত্তা[9], খল, মিত্রদ্রোহী, পারদারিক, ভ্রূণঘাতী, গুরুতল্পগামী, মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণ, দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখবিবর্দ্ধক, উগ্রস্বভাবসম্পন্ন, বেদদ্বেষী, গ্রামপুরোহিত[10], নাস্তিক, পতিতসাবিত্রীক[11], কর্ষক এবং যে ব্যক্তি বলসম্পন্ন হইয়াও অন্যের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক হিংসা করে, ইহারা ব্রহ্মঘাতীর তুল্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

তৃণাগ্নি[12] দ্বারা সুবর্ণ, চরিত্র দ্বারা ভদ্র ও ব্যবহার দ্বারা সাধুকে অবগত হওয়া যায় এবং ভয় উপস্থিত হইলে শূর, অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে ধীর ও আপদকালে সুহৃৎ ও শত্রুর পরীক্ষা হইয়া থাকে। জরা সৌন্দর্য্যনাশ, বলবতী আশা ধৈর্য্যনাশ, মৃত্যু প্রাণনাশ, অসূয়া ধর্ম্মচর্য্যা নাশ, ক্রোধ সম্পত্তি নাশ, অনার্য্যসেবা শীল নাশ, কাম লজ্জা নাশ ও অভিমান সমুদয় নাশ করিয়া থাকে। সম্পত্তি মঙ্গল হইতে প্রাদুর্ভূত, প্রগল্‌ভতা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত ও ক্ষিপ্রকারিতা দ্বারা বদ্ধমূল হইয়া সংযম দ্বারা চিরস্থায়ী হয়। প্রজ্ঞা সৎকুল, দম, শাস্ত্রজ্ঞান, পরাক্রম, মিতভাষিতা, যথাশক্তি দান ও কৃতজ্ঞতা, এই আটটি গুণ পুরুষকে প্রতিভাসম্পন্ন করে। আর একটি গুণ ঐ সমস্ত গুণকে সহসা আশ্রয় করিয়া থাকে; যদি রাজা কোন পুরুষকে আশ্রয় প্রদান করেন, তাহা হইলে ঐ সকল গুণ তাঁহারই অনুসরণ করে।

হে মহারাজ! ঐ আটটি গুণ স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ, কিন্তু সৎপুরুষেরা নিত্যানুষ্ঠেয় যজ্ঞ, দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা এই চারিটির অনুসরণ করিয়া থাকেন। আর দম, সত্য, আর্জ্জব ও অনৃশংসতা এই চারিটি অতি যত্নপূর্ব্বক উপার্জ্জন করিতে হয়। যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, নীতি, সত্য, ক্ষমা, ঘৃণা ও লোভ এই আটটি ধর্ম্মের পথ। লোক দম্ভের নিমিত্ত পূর্ব্ব চারিটির সেবা করিয়া থাকে, আর অন্য চারিটি অনার্য্য ব্যক্তিকে কখনই আশ্রয় করে না। যে সভায় বৃদ্ধের সমাগম নাই, তাহা সভাই নয়; যে বৃদ্ধেরা ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান না করেন, তাঁহারা বৃদ্ধই নন; যে ধর্ম্মে সত্য নাই, তাহা ধর্ম্মই নয়, আর যে সত্য কপটতা দ্বারা নিতান্ত কুটিল ভাব ধারণ করে, তাহা সত্যই নয়। রূপ, সত্য, শাস্ত্র, দেবোপাসনা, সৎকুল, শীল, বল, ধন, শৌর্য্য ও যুক্তিসঙ্গত বাক্য—এই দশটি স্বর্গ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।

পাপাত্মা পাপানুষ্ঠান করিয়া পাপেরই ফলভোগ করে, কিন্তু পুণ্যাত্মা পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পুণ্যেরই ফলভোগ করিয়া থাকেন। আর প্রজ্ঞাহীন মনুষ্য প্রতিনিয়তই পাপানুষ্ঠান করিয়া থাকে; অতএব কদাচ পাপাচরণ করিবে না। কারণ, বারংবার পাপানুষ্ঠান করিলে বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া নিরন্তর পাপকর্ম্মেই প্রবৃত্তি জন্মে। পুণ্য বারংবার আচরিত হইলে বুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে নিরন্তর পুণ্যসঞ্চয়েই পুরুষের অভিলাষ জন্মিয়া থাকে এবং পরিণামে পুণ্যস্থান লাভ হয়; অতএব মনুষ্য সুসমাহিত হইয়া পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই যত্নবান্ হইবে।

অসূয়াপরবশ, নিষ্ঠুর, মর্ম্মচ্ছেদী, শঠ ও বৈরকারী ব্যক্তিরা পাপাচরণের অনতিকালবিলম্বেই সাতিশয় ক্লেশভোগ করিয়া থাকে। আর অসূয়াশূন্য প্রজ্ঞাবান্ শুভাচারসম্পন্ন মনুষ্য নিরন্তর সুখসম্ভোগ করেন ও সকলেরই প্রীতি-ভাজন হয়েন। যিনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন মনুষ্য হইতে জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারেন,

১। পাখীর ছানা। ২। জাত—উদ্‌গত। ৩। কুলায়—পাখীর বাসা। ৪। হস্তরেখাদিদৃষ্টে অদৃষ্টগণনায় অভিজ্ঞ। ৫। পূর্ব্বে চৌর্য্যব্যবসায়ী, পরে বণিক্‌বৃত্তিকারী; অথবা কম ওজনে বা কৃত্রিম দ্রব্যের বিক্রেতা। ৬। শলকা বা পাশ দ্বারা পাখী ধরিয়া দিবার অঙ্গীকারে অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক পর বঞ্চনাকারী, পাখী ধরিতেও পারে না—পাখী দেয়ও না। ৭। কুচরিত্র; অথবা নটীর চাকর বা লম্পট ও উন্মাদ। ৮। স্বামী বাঁচিয়া থাকা সত্ত্বে স্ত্রীর ব্যভিচার-জাত পুত্র কুণ্ড; সেই কুণ্ডের জনক। ৯। প্রাণিবধার্থ বাণাদি আয়ুধনির্ম্মাতা। ১০। গ্রামযাজী—বহুলোকের যাজনকারী। ১১। যথাকালে অনুপনীত; ১৫ বৎসর তিন মাসের মধ্যে যাহার পৈতা না হয়। ১২। তৃণাদির মৃদু অগ্নি।

তিনিই পণ্ডিত। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মার্থলাভ করিয়া সুখী হইয়া থাকেন।

দিবাভাগে এইরূপ কর্ম্ম করিবে, যাহাতে রাত্রি, কাল সুখে অতিবাহিত হইতে পারে; আট মাস এরূপ কর্ম্ম করিবে, যাহাতে বর্ষাকাল সুখে অতিবাহিত হইতে পারে: প্রথম-বয়সে এরূপ কর্ম্ম করিবে যাহাতে চরমকাল পরম-সুখে অতিবাহিত হইতে পারে; যাবজ্জীবন এরূপ কর্ম্ম করিবে, যাহাতে পরকাল সুখে অতিবাহিত হইতে পারে। পণ্ডিতেরা জীর্ণ অন্ন, গতযৌবন ভার্য্যা, সমর-বিজয়ী বীর ও পারদর্শী তপস্বীর সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

অধর্ম্মলব্ধ ধন দ্বারা এক ছিদ্র সংবৃত করিতে হইলে তাহা সংবৃত না হইয়া প্রত্যুত তাহা হইতে অন্য ছিদ্র প্রকাশিত হইয়া উঠে। গুরু কৃতাত্মা[১] দিগের ও রাজা দুরাত্মাদিগের শাস্তা, আর যাহারা প্রচ্ছন্ন-ভাবে পাপানুষ্ঠান করিয়া থাকে, অন্তক তাহা দিগকে শাসন করেন। ঋষি, নদী, মহাত্মাগণের কুল ও স্ত্রীলোকের দুশ্চরিত্রতার কারণ অবগত হওয়া নিতান্ত দুরূহ। যে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ-সেবা-নিরত, দাতা সুশীল ও জ্ঞাতিগণের প্রতি সরল ব্যবহার করেন, তিনিই চিরকাল পৃথিবী পালন করিতে সমর্থ হয়েন। আর শূর, কৃতবিদ্য ও সেবানিরত—এই তিন প্রকার পুরুষ পৃথিবী অধিকার করিতে পারেন। বুদ্ধিসাধ্য কর্ম্মসকল প্রশস্ত, বাহুবলসাধ্য কর্ম্ম-সকল মধ্যম, কপটসাধ্য কর্ম্ম নীচ ও যে সকল কর্ম্মের ভার স্বীয় মস্তকে বহন[২] করিতে হয়, তাহা নীচতর বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। হে মহারাজ! আপনি দুর্য্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও কর্ণের হস্তে সমস্ত ঐশ্বর্য্য সমর্পণ করিয়া কিরূপে কুশল অভিলাষ করিতেছেন? পাণ্ডবগণ সর্ব্বগুণালঙ্কৃত এবং আপনাকেও পিতার ন্যায় সম্মান করিয়া থাকেন, অতএব আপনি তাঁহাদিগকে সুতনির্ব্বিশেষে স্নেহ করুন।"

১। আত্মসাক্ষাৎকারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। ২। বিবেকবান্ ব্যক্তি অন্যের অপেক্ষা না করিয়া সমস্ত কার্য্যের ভারগ্রহণ ও বহন করিতে পারে তাদৃশ ব্যক্তিকেই স্বাবলম্বী বলা হয়। বিবেকহীনের ভারবহন সর্ব্বথা অসম্ভব; অতএব নিন্দিত।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়

সাধ্য—আত্রেয়সংবাদ

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! এই স্থলে সাধ্যাত্রেয়সংবাদ-নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে একদা মহর্ষি আত্রেয় পরিব্রাজকরূপে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছেন, এই অবসরে সাধ্যগণ তথায় সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে তপোধন! আমরা সাধ্যগণ, আপনাকে নিরীক্ষণ করিয়া কিছুই অনুমান করিতে পারিলাম না। কিন্তু বোধ হইতেছে, আপনি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও ধীর; অতএব এক্ষণে সাতিশয় উদার ও রমণীয় কথা-সকল কীর্ত্তন করুন।'

পরিব্রাজক কহিলেন, 'হে সাধ্যগণ! আমি উপদেশকালে গুরুমুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, ধৈর্য্য, ইন্দ্রিয়জয় ও সত্যধর্ম্মানুবৃত্তি দ্বারা হৃদয়ের গ্রন্থি ছেদন করিয়া সুখ-দুঃখ সমান বোধ করিবে। কেহ শাপ প্রদান করিলে তাহার উপর কদাচ প্রতিশাপ প্রদান করিবে না, বরং ক্রোধ সংবরণ করিবে; তাহা হইলে অভিশপ্তাকে দগ্ধ করিয়া তাহার সমস্ত সুকৃত অপহরণ করিয়া থাকে। অন্যের অবমাননা, মিত্রদ্রোহ ও নীচ লোকের উপাসনা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। অভিমানপরতন্ত্র ও নীচবৃত্তিপরায়ণ হওয়া একান্ত অবিধেয়। অতি কঠোর বাক্য পুরুষের মর্ম্ম, অস্থি, হৃদয় ও প্রাণ পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া থাকে; অতএব ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি কদাচ অতি কর্কশ ও মর্ম্মচ্ছেদী বাক্য ব্যবহার করিবেন না। যে মর্ম্মোপঘাতী অতি পরুষ-বাক্যস্বরূপ কণ্টক দ্বারা অন্যের হৃদয় বিদ্ধ করে, সেই লক্ষ্মীহীন মানবের মুখমণ্ডলে সকল লোকের অমঙ্গল বা মৃত্যু নিরন্তর বাস করিয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি তাহাকে অনলসদৃশ সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণে দৃঢ়তর বিদ্ধ করেন, তাহা হইলে বিজ্ঞ ব্যক্তির বিবেচনা করা উচিত যে, ইনি তাহার উপকার করিতেছেন। যেমন বস্ত্র নীলাদি বর্ণ দ্বারা রঞ্জিত করিলে সেই সকল বর্ণের সাদৃশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সাধু বা অসাধু, তপস্বী বা তস্করের সেবা করিলে তাহাদিগেরই সাদৃশ প্রাপ্ত হয়।

কেহ কটূক্তি করিলে স্বয়ং বা অন্য দ্বারা তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে না; আহত হইলে স্বয়ং

বা অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিবে না। যিনি হন্তাকে সংহার করিবার অভিলাষ না করেন, তিনি দেবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। প্রথমতঃ অসম্বদ্ধ প্রলাপ অপেক্ষা মৌনাবলম্বন, দ্বিতীয়তঃ সত্যবাক্য, তৃতীয়তঃ প্রিয়বাক্য, চতুর্থতঃ ধর্ম্মানুগত বাক্য শ্রেয়স্কর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। পুরুষ যাদৃশ লোকের সহিত সহবাস ও যাদৃশ লোকের সেবা এবং যেরূপ স্বভাবসম্পন্ন হইতে অভিলাষ করে, সে সেইরূপ স্বভাবশালী হইয়া থাকে। মানব যে সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়, সে তজ্জনিত দুঃখ-সকল হইতেও বিমুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপে সকল বস্তু হইতে নিবৃত্ত হইলে তাহাকে অণুমাত্রও দুঃখভোগ করিতে হয় না। অন্য কর্ত্তৃক বিজিত বা জিগীষাপরবশ হইবে না, কাহারও প্রতি বৈরাচরণ বা বৈরনির্য্যাতন করিবে না; নিন্দা ও প্রশংসা উভয়ে সমভাব প্রদর্শন করিবে; তাহা হইলে শোক বা হর্ষ কিছুই থাকে না। যিনি সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করেন, কদাচ যিনি অন্যের অশুভ আশংসা করেন না, যিনি সত্যবাদী, মৃদু ও দানশীল, তিনিই উত্তম। যিনি অন্যকে বৃথা সান্ত্বনা করেন না এবং অঙ্গীকার করিয়া দান ও পররন্ধ্রের অনুসন্ধান করেন, তিনি মধ্যম। আর যে ব্যক্তি মঙ্গলময় পদার্থে শ্রদ্ধা ও গুরুজনদিগকে বিশ্বাস করে না এবং মিত্রগণকে নিরাকরণ করিয়া থাকে, যাহাকে শাসন করা নিতান্ত কঠিন, যে ব্যক্তি আহত ও শস্ত্রে বিদীর্ণ হইলেও ক্রোধাবেগ বশতঃ কখনই সরলভাব ধারণ করে না আর সকলের সহিত মৈত্রীভাব সংস্থাপন করিতে একান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে ও যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন, সেই অধম। মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তি উত্তম পুরুষের সেবা করিবেন, সময়ানুসারে মধ্যম পুরুষেরও সেবা করিতে পারেন, কিন্তু অধম পুরুষের সেবা সর্ব্বতোভাবে অনুচিত। পুরুষ স্বীয় বল, বীর্য্য, অভ্যুদয়, প্রজ্ঞা ও পুরুষকার সহকারে ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারে; কিন্তু মহৎ কুলসম্ভূত ব্যক্তিদিগের চরিত্র ও কীর্ত্তি লাভ করিতে কদাচ সমর্থ হয় না'।"

সদ্বংশের লক্ষণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বিদুর! ধর্ম্মার্থনিরত বহু শাস্ত্রজ্ঞ শীলসম্পন্ন দেবগণ সতত মহাকুলের অভিলাষ করিয়া থাকেন, অতএব জিজ্ঞাসা করি, কিরূপ কুলকে মহাকুল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে?"

বিদুর কহিলেন, "মহারাজ! যে কুলে তপস্যা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, বেদাধ্যয়ন, ধন, যজ্ঞানুষ্ঠান, পুণ্য-বিবাহ ও সতত অন্নদান, এই সাতটি পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে, তাহাই মহাকুল। পিত্রাদি যাঁহাদিগের চরিত্র-দর্শনে ব্যথিত না হয়েন, যাঁহারা এককালে মিথ্যা ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া প্রসন্ন-মনে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং স্বীয় বংশমধ্যে মহীয়সী কীর্ত্তি-সংস্থাপনের অভিলাষ করেন, তাঁহারাই মহাকুল-প্রসূত। যজ্ঞের অননুষ্ঠান, বিধিবিরুদ্ধ বিবাহ, বেদের উৎসাদন, সনাতন ধর্ম্মের অতিক্রম, দেবদ্রব্যের অপলাপ, ব্রহ্মস্বের অপহরণ ও ব্রাহ্মণাতিক্রম দ্বারা কুল সকল দুষ্কুলত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে সমস্ত কুল, বিদ্যা, অর্থ ও সৎপুরুষ দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াও ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, সেই সমুদয় কুল কখনই কুলমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না; আর যে সমস্ত কুল ধর্ম্ম দ্বারা বিভূষিত হইয়াছে, সেই সকল কুল অল্পধনসম্পন্ন হইলেও যশোলাভ করিয়া কুলমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। অতএব হে রাজন্! পরম যত্ন সহকারে ধন-রক্ষা করাই বিধেয়। ধনের আগমন ও ক্ষয় নিরন্তরই হইয়া থাকে; অতএব ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ক্ষীণধন হইলে তাঁহাকে ক্ষীণ বলা যায় না, কিন্তু যাহার ধর্ম্ম ক্ষীণ হইয়াছে, সেই যথার্থ ক্ষীণ। যে কুলে ধর্ম্ম নাই, তাহা বিদ্যা, পশু, অশ্ব, কৃষি ও সমৃদ্ধি দ্বারা কখনই সমুজ্জ্বল হইতে পারে না।

আমাদিগের বংশে বৈরকারী, পরস্বাপহারী, রাজামাত্য, মিত্রদ্রোহী, কপটাচারপরায়ণ, অনৃতবাদী এবং পিতৃলোক, দেবতা ও অতিথিদিগের পূর্ব্বভোজী[1] ব্যক্তি যেন জন্মপরিগ্রহ না করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে দ্বেষ বা বিনাশ করে এবং কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করে না, কদাচ তাহার সভায় গমন করিবে না। পুণ্যকর্ম্মকারী সাধু লোকের নিকেতনে তৃণ, ভূমি, উদক ও সুনৃতা বাক্য এই চারিটি কদাচ উচ্ছিন্ন হয় না। তাঁহারা তৃণাদি-সকল পরম শ্রদ্ধা সহকারে অন্যের সৎকারার্থ আনয়ন করিয়া থাকেন। যেমন স্যন্দনবৃক্ষ সূক্ষ্ম লইলেও ভার বহন করিতে পারে, কিন্তু অন্য মহীরুহ-সকল তদ্বিষয়ে কখনই সমর্থ হয় না, তদ্রূপ মহাকুলীনেরা একান্ত ভারসহ হইয়া থাকেন, কিন্তু সামান্য-কুলপ্রসূত ব্যক্তিরা কদাচ

১। অতিথিগণের ভোজনের পূর্ব্বে আহারকারী।

তাঁহাদিগের অনুকরণ করিতে পারে না। যাঁহার ক্রোধে ভীত হইতে হয়, যাঁহাকে শঙ্কিত মনে সেবা করিতে হয়, তিনি কদাচ মিত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না; ফলতঃ পিতার ন্যায় বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিই যথার্থ মিত্র, কিন্তু অন্যের সহিত মিত্রতা কেবল সম্বন্ধমাত্র। যদি কোন ব্যক্তি অসম্বন্ধ[১] হইয়াও মিত্রভাব অবলম্বন করেন, তাহা হইলেই তিনি প্রকৃত মিত্র, তিনিই একমাত্র গতি ও প্রধান আশ্রয়।

চঞ্চলচিত্ত, স্থূলবুদ্ধি ও বৃদ্ধোপদেশ-পরাঙ্মুখ ব্যক্তির সহিত মিত্রভাবসংঘটন হয় না। যেমন হংস-মণ্ডলী শুষ্ক সরোবর পরিহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ অর্থসকল অব্যবস্থিতচিত্ত ইন্দ্রিয়বশবর্ত্তী ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে। অসাধু লোকের স্বভাব চপল জলদের ন্যায় অব্যবস্থিত; তাহারা সহসা ক্রোধপরবশ ও অকারণ প্রসন্ন হইয়া উঠে। যে ব্যক্তি মিত্রগণ কর্ত্তৃক সংকৃত ও কৃতকার্য্য হইয়াও তাঁহাদিগের উপকার করে না, অন্যের কথা দূরে থাকুক, সেই কৃতঘ্ন কলেবর পরিত্যাগ করিলে ক্রব্যাদে[২]রা তাহার মৃত-দেহ স্পর্শ করে না। ধনী হউন বা নির্দ্ধনই হউন, মিত্রকে অর্চ্চনা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। প্রার্থনা না করিলে তাহাদিগের সারবত্তার পরীক্ষা হইতে পারে না। সন্তাপ হইতে রূপ নষ্ট হয়, সন্তাপ হইতে বল নষ্ট হয়, সন্তাপ হইতে জ্ঞান নষ্ট হয় ও সন্তাপ হইতে ব্যাধি উৎপন্ন হয়। শোক উপস্থিত হইলে অভিলষিত বস্তু-লাভ হ না, শোকে শরীর পরিতপ্ত হয় এবং শোক হইলে শত্রুগণ নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া থাকে; অতএব আপনি কদাচ শোক করিবেন না। মনুষ্যগণ বারংবার মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, বারংবার জন্ম পরিগ্রহ করে, বারংবার ক্ষয় হয়, বারংবার পরিবর্দ্ধিত হয়, বারংবার অন্যের নিকট প্রার্থনা করে, অন্য ব্যক্তিও বারংবার তাহার নিকট যাচ্ঞা করে, আর বারংবার শোক করে এবং অন্যেও তাহার নিমিত্ত শোক করিয়া থাকে। সুখ, দুঃখ, জন্ম, মরণ, লাভ ও ক্ষতি—এই সকল পর্য্যায়ক্রমে ভোগ করিতে হয়; অতএব ধীর পুরুষ কদাচ হর্ষ ও শোকের বশীভূত হইবেন না। চক্ষুরাদি ছয় ইন্দ্রিয় নিতান্ত চঞ্চল। ইহারা যে যে বিষয়ে প্রবল বা অনুরক্ত হইয়া উঠে, বুদ্ধি সেই সকল বিষয় হইতে ভ্রংশ হয়।"

১। সম্পর্কহীন। ২। শবমাংসভোজী।

শান্তিসুখ লাভের উপায়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বিদুর! আমি অনলসদৃশ রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত অনেক কপট ব্যবহার করিয়াছি, এ নিমিত্ত তিনি আমার মন্দমতি পুত্র-গণকে রণস্থলে সংহার করিবেন, সন্দেহ নাই। সমস্ত বিষয়ই উদ্বেগের কারণ, এ নিমিত্ত মন নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইতেছে, অতএব যাহাতে শান্তিলাভ হয়, এরূপ উপদেশ প্রদান কর।" বিদুর কহিলেন, "মহারাজ! বিদ্যা, তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম ও লোভ-পরিত্যাগ ব্যতিরেকে আপনার শান্তিলাভ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। আত্মজ্ঞান দ্বারা সংসারভয় নিবারণ হয়; তপস্যা দ্বারা ব্রহ্ম, গুরুশুশ্রূষা দ্বারা জ্ঞান ও যোগবলে শান্তিলাভ হইয়া থাকে। মোক্ষার্থীরা দান ও বেদজ্ঞানজনিত পুণ্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া রাগদ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক এই পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। অধ্যয়ন, ধর্ম্মযুদ্ধ, পুণ্যকর্ম্ম ও তপস্যায় পরিণামে সুখলাভ হয়। যাহারা আত্মাকে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বোধ করেন, তাঁহারা আস্তীর্ণ শয়নে[১] শয়ান হইয়া কদাচ নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারেন না; কি স্ত্রী, কি মাগধগণের স্তুতিবাদ, কিছুতেই তাঁহাদের প্রীতিলাভ হয় না; তাঁহারা ধর্ম্মাচরণে নিতান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন। তৎকালে তাঁহাদের আর গৌরব থাকে না, তাঁহারা শান্তিলাভ ও প্রীতি-সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়েন না; তাঁহাদের পক্ষে হিতোপদেশ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে এবং অলব্ধ অর্থের লাভ ও লব্ধ অর্থের রক্ষা উভয়ই একান্ত অসম্ভবপর হইয়া উঠে। বিনাশ ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের অন্য কোন আশ্রয় দৃষ্টিগোচর হয় না।

ধেনু হইতে দুগ্ধ উৎপন্ন হয়, ব্রাহ্মণই তপোনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, মহিলাগণেই চাপল্য জন্মে ও জ্ঞাতি হইতেই ভয় উৎপন্ন হয়, কখনই ইহার অন্যথা হইতে পারে না। আপনি বাল্যাবস্থায় পাণ্ডুগণকে লালন-পালন করিয়াছেন, পরে তাঁহারা বহুসংখ্যক বন্ধু ও ঋষিগণ সমভিব্যাহারে অনেক বৎসর অরণ্যে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন, এ নিমিত্ত তাঁহারা সাধুলোকের নিদর্শনস্থান হইয়াছেন। হে মহারাজ! যেমন অঙ্গার-সকল পৃথক্ পৃথক্ হইলে ধূমায়িত হয় ও একত্র মিলিত হইলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, আপনার

১। শয্যা—বিছানা।

জ্ঞাতিবর্গও তদ্রূপ। ব্রাহ্মণ, স্ত্রী, গো ও জ্ঞাতিমধ্যে যে সমস্ত বীর জন্মগ্রহণ করে, তাহারাও সুপক্ব ফলের ন্যায় নিপতিত হয়। দৃঢ়-বদ্ধমূল অতি মহৎ একমাত্র মহীরুহ সমীরণভরে অনায়াসে ছিন্দত ও পতিত হইয়া থাকে. কিন্তু বহু বৃক্ষ একত্র মিলিত ও বদ্ধমূল হইলে অক্লেশে প্রবল বায়ুবেগ সহ্য করিতে পারে, এইরূপ গুণসমন্বিত ব্যক্তিও একাকী হইলে শত্রুগণ তাহাকে পরাজয় করা অনায়াসসাধ্য মনে করিয়া থাকে। যেমন সরোবরমধ্যে উৎপলদল-সকল পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ জ্ঞাতিবর্গ পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, গো, শিশু ও স্ত্রীলোক সকল অবধ্য, আর যাহাদিগের অন্ন ভোজন করিতে হয়, যাহারা শরণাপন্ন হইয়া থাকে, তাহারাও অবধ্য বলিয়া পরিগণিত। ধনী না হইলে মনুষ্যের গুণ থাকে না। রোগী ব্যক্তি মৃতকল্প হইয়া অবস্থান করে. অতএব আপনি অরোগী হউন। হে মহারাজ! অব্যাধিজ[১], কটু[২], শিরোরোগের কারণ, পাপের প্রসূতি, সন্তাপ-জনক, সাধুগণের সংবরণীয়[৩] ও অসাধুগণের অপরিহার্য্য ক্রোধ সংবরণ করিয়া শান্তি লাভ করুন। পীড়িত ব্যক্তিরা ফল-মূলের আদর করে না, কোন বিষয়ে যাথার্থ্য লাভ করিতে সমর্থ হয় না এবং ধনভোগজনিত সুখ-স্বচ্ছন্দতাও অনুভব করিতে পারে না।

সন্ধিস্থাপনে বিদুরের অনুরোধ

হে মহারাজ! পণ্ডিতেরা দ্যূতানুরাগ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন; এ নিমিত্ত আমি দ্যূতে দ্রৌপদীকে পরাজিতা দেখিয়া আপনাকে দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিতে কহিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি তৎকালে তাহার অনুষ্ঠান করেন নাই। যে বল দুর্ব্বল কর্ত্তৃক প্রতিহত হইয়া থাকে, সে বল, বল বলিয়া পরিগণিত হয় না। যাহাতে অতি অল্প ধর্ম্মলাভ হইতে পারে, আগ্রহাতিশয় সহকারে তাহারও অনুষ্ঠান করিবে। লক্ষ্মী ক্রূরের হস্তগত হইলে তাহারই বিনাশের হেতু হইয়া উঠেন; কিন্তু শান্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক সমাশ্রিত হইলে তাহার পুত্রপৌত্রাদি বংশপরম্পরায় অনুগামিনী হয়েন।

ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পাণ্ডবদিগকে ও পাণ্ডবেরা আপনার পুত্রদিগকে প্রতিপালন করুন; তাঁহারা একধর্ম্মা ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া পরম-সুখে জীবনযাপন করুন; তাঁহাদের অন্তরের শত্রু ও মিত্র তাঁহাদের উভয়ের শত্রু ও মিত্র হউক। আপনি কৌরবগণের স্বেচ্ছাচার-নিরোধক; কুরুকুল আপনারই অধীন; অতএব আপনি বনবাস-সন্তপ্ত অল্পবয়স্ক পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়া আপনার যশোরক্ষা করুন। আপনি পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবদিগের সন্ধিসংস্থাপন করুন; শত্রুগণ কদাচ যেন আপনাদিগের পরস্পর ভেদ দর্শন না করে; পাণ্ডবেরা একমাত্র সত্যে নির্ভর করিয়া রহিয়াছেন; অতএব এক্ষণে দুর্য্যোধনকেও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করুন।"

ষট্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

বিদুরের মনুকথিত ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা

বিদুর কহিলেন, "মহারাজ! স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন, 'যে অশিষ্ট ব্যক্তিকে শাসন করে, যে অল্পলাভে সন্তুষ্ট হয়, যে অতিমাত্র শত্রুসেবা করিয়া কল্যাণ লাভ করে, যে স্ত্রীগণকে রক্ষা করিয়া কল্যাণ লাভ করে, যে অযাচ্য বস্তু যাচ্ঞা করে, যে আত্মশ্লাঘা করে, যে অভিজাত হইয়া অকার্য্য করে, যে দুর্ব্বল হইয়া বলবানের সহিত নিরন্তর বিবাদ করে, যে অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে সমুদয় বৃত্তান্ত বলে, যে অকাম্য কামনা করে, যে পুত্রবধূর সহিত পরিহাস করে, যে পুত্রবধূর সহিত সহবাস করিয়াও নির্ভয় ও মানার্থী হয়, যে পরক্ষেত্রে বীজবপন[১] করে, যে স্ত্রীদিগকে অত্যন্ত পরিবাদিত[২] করে, যে প্রাপ্ত হইয়াও বিস্মৃত হইয়াছি বলে, যে যাচককে দান করিয়া শ্লাঘা করে এবং যে অসাধুকে সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন করে, এই সকল ব্যক্তিকে নিরয়গামী হইতে হয়। এই সপ্তদশ পুরুষের অসাধ্য কি আছে? ইহারা আকাশকে মুষ্ট্যাঘাতে নষ্ট করিতে পারে, অনাম্য[৩] ইন্দ্রধনু অবনামিত করিতে পারে এবং মরীচিমালীর অসংগ্রাহ্য[৪] কিরণমালা সংগ্রহ করিতে পারে।' যে ব্যক্তি যাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করে, তাহার সহিত তিনি সেইরূপ ব্যবহার করিবেন, ইহাই ধর্ম্ম; যে ব্যক্তি কপট ব্যবহার করে, তাহার সহিত কপট ব্যবহার

১। ব্যাধি ব্যতিরেকে জাত। ২। তীব্র বেদনাদায়ক। ৩ সহনীয়।

১। পরপত্নী-সহবাস। ২। পরিবাদযুক্ত। ৩। যাহা নোয়ান যায় না। ৪। সংগ্রহের অযোগ্য।

করিবে ; যে ব্যক্তি সাধু ব্যবহার করে, তাহার সহিত সাধু ব্যবহার করিবে। জরা রূপ হরণ করে, আশা ধৈর্য্য হরণ করে, মৃত্যু প্রাণ হরণ করে, অসূয়া ধর্ম্মচর্য্যা হরণ করে, কাম লজ্জা হরণ করে, অসাধু-সেবা সদাচার হরণ করে, ক্রোধ শ্রী হরণ করে এবং অভিমান সমুদয়ই হরণ করে।"

অল্পায়ুষ্কতার কারণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বিদুর ! সকল বেদেই পুরুষ শতায়ু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, অথচ সকল[1] আয়ু প্রাপ্ত হইতেছে না, ইহার কারণ কি ?"

বিদুর কহিলেন, "মহারাজ ! অতিমান, অতিবাদ, অতি অপরাধ, ক্রোধ, আত্মম্ভরিতা ও মিত্রদ্রোহ, এই ছয়টি তীক্ষ্ণ বাণস্বরূপ হইয়া পুরুষের আয়ু কৃন্তন[2] ও প্রাণ হরণ করে, আপনার কল্যাণ হউক। যে ব্যক্তি বিশ্বস্তের দারাপহরণ করে, যে ব্যক্তি গুরুপত্নী হরণ করে, যে দ্বিজ শূদ্রার পাণিগ্রহণ অথবা মদ্যপান করে, যে ব্যক্তি দ্বিজগণকে আদেশ কিংবা তাঁহাদের বৃত্তিনাশ অথবা তাঁহাদিগকে নিয়োগ করে, যে ব্যক্তি শরণাগতের প্রাণ সংহার করে, তাহারা সকলেই ব্রহ্মহার[3] সমান, ইহাদিগের সহিত সংস্রব হইলে প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। যিনি প্রকৃত বাক্যের মর্ম্মজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, বদান্য, শেষান্নভোক্তা[4], অহিংসক, অনর্থকার্য্যে পরাঙ্মুখ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, মৃদুস্বভাব ও বিদ্বান্, তিনি স্বর্গলাভ করেন। প্রিয়বাদী পুরুষ অতি সুলভ, কিন্তু অপ্রিয় ও হিতকর বাক্যের বক্তা বা শ্রোতা অতি দুর্লভ। যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুরোধে প্রভুর প্রিয়াপ্রিয়বিচার পরিত্যাগ করিয়া অপ্রিয় হিতকর বাক্য বলে, রাজা তদ্দ্বারাই সহায়বান্ হয়েন। কুলের নিমিত্ত এক জনকে এবং গ্রামের নিমিত্ত কুল, জনপদের নিমিত্ত গ্রাম ও আত্মার নিমিত্ত পৃথিবী পরিত্যাগ করিবে। আপৎকালের নিমিত্ত ধনরক্ষা করিবে, ধন দ্বারা স্ত্রীকে রক্ষা করিবে এবং স্ত্রী ও ধন উভয় দ্বারা সতত আত্মাকে রক্ষা করিবে।"

দ্যূত-নিন্দাচ্ছলে বিবিধ নীতিকথন

হে মহারাজ ! পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছিল, দ্যূতক্রীড়া মনুষ্যগণের পরস্পর বৈরভাব উদ্ভাবন করে, অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আমোদের নিমিত্তও দ্যূতক্রীড়া করিবে না। আমিও দ্যূতকালে উপযুক্ত কথাই কহিয়াছিলাম, কিন্তু আতুর ব্যক্তির ঔষধ ও পথ্যের ন্যায় আপনার নিকটে উহা অগ্রাহ্য হইয়াছিল। কাকের সাহায্যে বিচিত্রকলাপ[1]শোভিত ময়ূরগণকে পরাজয় করা আর দুর্য্যোধনাদির সাহায্যে পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করা উভয়ই সমান ; বলিতে কি, আপনি সিংহগণকে পরিত্যাগ করিয়া কতকগুলি শৃগালকে প্রতিপালন করিতেছেন ; কালক্রমে আপনাকে অবশ্যই শোক করিতে হইবে।

যিনি ভক্ত ও হিতার্থী ভৃত্যের প্রতি কদাপি জাতক্রোধ না হয়েন, সেই ভৃত্য ভর্ত্তাকে বিশ্বাস করে, আপৎকালে তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না। ভৃত্যগণের জীবিকারোধ করিয়া পরকীয় রাজ্য ও ধন সংগ্রহ করিবার অভিলাষী হইবে না, কেন না, স্নেহবান্ অমাত্যগণ প্রতারিত, বিরুদ্ধ বা ভোগবঞ্চিত হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করে। প্রথমে সমুদয় কার্য্য সাধ্য কি অসাধ্য, ইহা নিশ্চয় করিয়া দেয়, বৃত্তি আয়-ব্যয়ের অনুরূপ করিবে, পরে উপযুক্ত সহায়সংযুক্ত করিবে, কারণ, সমুদয় কার্য্যই সহায়সাধ্য।

যে ব্যক্তি ভর্ত্তার অভিপ্রায় অবগত ও নিরালস্য হইয়া কার্য্য করে, যে ব্যক্তি হিতবাক্যের বক্তা, অনুরক্ত, আর্য্য ও শক্তিজ্ঞ, তাহাকে আপনার ন্যায় কৃপাভাজন বোধ করিবে। যে ব্যক্তি আদিষ্ট হইয়া প্রভুবাক্যে অনাদর করে, কোন কার্য্যে নিয়োগ করিলে প্রত্যুত্তর করে, আপনাকে প্রজ্ঞাবান্ বলিয়া অভিমান করে ও প্রতিকূলভাষী হয়, তাদৃশ ভৃত্যকে অতি শীঘ্র পরিত্যাগ করিবে। যে ভৃত্য দর্পশূন্য, সামর্থ্যশালী, ক্ষিপ্রকারী, সদয়স্বভাব, সুদৃশ্য, অনন্যভেদ্য[2], রোগসম্পর্কশূন্য ও উদারভাষী, তাহাকেই অষ্টগুণসম্পন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সায়ংকালে অবিশ্বস্তের গৃহে বিশ্বাসপূর্ব্বক গমন, রাত্রিকালে লুক্কায়িত হইয়া প্রাঙ্গণে বাস ও রাজকাম্য কামিনীকে কামনা করিবে না। যে ব্যক্তি মন্ত্রগৃহে গমনপূর্ব্বক অনেক অসতের সহিত মন্ত্রণা করে, তাহার মন্ত্রণা অপহরণ[3] করিবে না, 'তোমাকে বিশ্বাস করিতেছি না' ইহাও বলিবে না ; কিন্তু কোন কার্য্যব্যপদেশে তথা হইতে অপসৃত হইবে। লজ্জাশীল রাজা, পুংশ্চলী[4], রাজভৃত্য, বিধবা, বালপুত্রা[5],

---

১। পূর্ব্বোক্ত শতবর্ষ। ২। কর্ত্তন। ৩। ব্রহ্মহত্যাকারী। ৪। দেব-পিতৃগণের উদ্দেশে নিবেদিত।

১। পক্ষ। ২। অন্য কর্ত্তৃক যাহার ভেদ-বুদ্ধির উদয় হয় না। ৩। গ্রহণ। ৪। বেশ্যা। ৫। যাহার পুত্র শিশু।

সেনাজীবী ও অধিকারচ্যুত ব্যক্তির সহিত ঋণদানাদি ব্যবহার করিবে না।

বল, রূপ, স্বরশুদ্ধি, বর্ণশুদ্ধি, মৃদুতা, গন্ধ, বিশুদ্ধতা, শ্রী, সুকুমারতা ও বরবর্ণিনীগণ, এই দশটি স্নানশীল ব্যক্তিকে আশ্রয় করে। পরিমিতভোজী ব্যক্তি আরোগ্য, আয়ু, বল ও সুখ লাভ করেন, তাঁহারই নির্দ্দোষ পুত্র উৎপন্ন হয় এবং কেহ তাঁহাকে অস্মর[1] বলিয়া নিন্দা করে না। অকর্ম্মণ্য, বহুভোজী, লোকবিদ্বিষ্ট, কপট, নৃশংস, দেশকালানভিজ্ঞ ও ক্ষপণকাদি[2] বেশধারী, ইহাদিগকে গৃহমধ্যে স্থান দান করিবে না। অত্যন্ত ক্লেশ হইলেও কৃপণ, শাপপ্রদ, মূর্খ, কৈবর্ত্ত, ধূর্ত্ত, মানীব্যক্তির অবমন্তা[3], নিষ্ঠুর, শত্রু ও কৃতঘ্ন ব্যক্তির নিকট কদাপি প্রার্থনা করিবে না। আততায়ী, অতি-প্রমাদী, স্নেহশূন্য, নিয়ত মিথ্যাবাদী, দৃঢ়ভক্তিশূন্য ও নিপুণম্মন্য[4], এই ছয় জন নরাধমকে সেবা করিবে না। অর্থ সহায়-সাপেক্ষ ও সহায় অর্থসাপেক্ষ, সুতরাং একটির অভাবে অন্যটি হস্তগত হয় না। অগ্রে অপত্যোৎপাদন-পূর্ব্বক ঋণশূন্য হইয়া পুত্রদিগের কোন বৃত্তিসাধন ও কুমারীগণকে সৎপাত্রে প্রদান করিবে, পশ্চাৎ অরণ্যগমনপূর্ব্বক মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনযাপন করিবে। যাহা সকল প্রাণীর হিতকর ও আপনার সুখাবহ, তাহাই করিবে; ঈশ্বরের নিকট এইরূপ কর্ম্মই সর্ব্বার্থসিদ্ধির কারণ। বুদ্ধি, প্রভাব, তেজ, সত্ত্ব, উত্থান ও ব্যবসায়সম্পন্ন হইলে জীবিকার অভাবনিবন্ধন ভীত হইতে হয় না।

যুদ্ধের পরিণাম কথন

মহারাজ। পুরন্দর প্রভৃতি দেবগণ যাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ব্যথিত হয়েন, সেই পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধঘটনা হইলে এই সকল অনিষ্ট উৎপাদিত হইবে;—প্রথমতঃ, পুত্রগণের সহিত বৈরভাব, দ্বিতীয়তঃ নিরন্তর উদ্বেগ, তৃতীয়তঃ যশোনাশ, চতুর্থতঃ শত্রুগণের হর্ষোৎপাদন। যেমন ধূমকেতু আকাশ হইতে তির্য্যগ্[5]ভাবে পতিত হইলে সমুদয় লোক নষ্ট হয়, সেইরূপ ভীষ্ম, ইন্দ্রকল্প দ্রোণাচার্য্য, রাজা যুধিষ্ঠির ও আপনার ক্রোধ প্রবৃদ্ধ হইলে এই লোক উৎসাদিত হইবে। অতএব আপনার শত পুত্র, কর্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব একত্র হইয়া এই সসাগরাম্বরা ধরা অনুশাসন করুন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ বনস্বরূপ ও পাণ্ডবগণ ব্যাঘ্রস্বরূপ। আপনি ব্যাঘ্রের সহিত সমুদয় বন উৎসন্ন অথবা কেবল ব্যাঘ্রগণকে বিনষ্ট করিবেন না। ব্যাঘ্রগণ বন ও বন ব্যাঘ্রগণকে রক্ষা করে। অতএব ব্যাঘ্র ব্যতিরেকে বন থাকে না এবং বন না থাকিলেও ব্যাঘ্র থাকিতে পারে না। পাপচেতাঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পাণ্ডবগণের নির্গুণতা অবগত হইবার নিমিত্ত যেরূপ উৎসুক হইয়াছে, তাঁহাদিগের গুণসমূহ বিদিত হইবার নিমিত্ত সেরূপ অভিলাষী নয়। যিনি অর্থসিদ্ধির অভিলাষ করেন, তিনি অগ্রে ধর্ম্মাচরণ করিবেন; যেমন সুরলোক ব্যতীত অন্য স্থানে অমৃত নাই, সেইরূপ ধর্ম্ম ব্যতীত অর্থলাভের অন্য উপায়ান্তর নাই। যাঁহার আত্মা পাপ হইতে বিরত ও কল্যাণকর্ম্মে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তিনিই কি প্রকৃতি ও কি বিকৃতি উভয় অবগত হইয়াছেন। যিনি যথাসময়ে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করেন, তিনি ইহকালে ও পরকালে উহাই লাভ করেন। যিনি ক্রোধ ও হর্ষের আবেগ সংবরণ করেন ও আপৎকালে মুগ্ধ না হয়েন, তিনিই ঐশ্বর্য্যলাভ করেন।

মহারাজ। পুরুষের বল পঞ্চবিধ;—প্রথম বাহুবল, দ্বিতীয় অমাত্যবল, তৃতীয় ধনবল, চতুর্থ পুরুষপরম্পরাগত আভিজাত্যবল, পঞ্চম প্রজ্ঞাবল; এই শেষোক্ত বলই সকল বলের শ্রেষ্ঠ; ইহা দ্বারা ঐ সমস্ত বল সংগৃহীত হইতে পারে। যে লোক অন্য লোকের অপকারের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে, তাহার সহিত বৈরভাব উৎপন্ন হইলে দূরস্থ হইয়াও কদাচ বিশ্বাস করিবে না। কোন্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি স্ত্রীলোক, রাজা, সর্প, স্বাধ্যায়, প্রভু, শত্রু, ভোগ ও আয়ুর উপর বিশ্বাস করেন? যে জন্তু প্রজ্ঞারূপ সায়কে আহত হইয়াছে, তাহার চিকিৎসক নাই, ঔষধও নাই। অথর্ব্ববেদবিহিত হোম, মন্ত্র বা মঙ্গলকার্য্য দ্বারা তাহার আরোগ্যলাভ হয় না। সর্প, অগ্নি, সিংহ ও জ্ঞাতি, ইহারা অতিশয় তেজস্বী, মনুষ্য ইহাদিগকে অবজ্ঞা করিবে না। ইহলোকে অগ্নি এক মহৎ তেজ; অগ্নি কাষ্ঠের অভ্যন্তরে গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করেন, যে পর্য্যন্ত অন্য লোক তাঁহাকে উদ্দীপিত না করে, তাবৎকাল তিনি সেই দারু উপযোগ করেন না;

১। ঔদরিক—পেটুক। ২। বৌদ্ধ-ভিক্ষু। ৩। অপমানকারী। ৪। আপনাকে পটুজ্ঞানকারী। ৫। বক্র।

যখন অন্য ব্যক্তি নির্ম্মথিত করিয়া তাঁহাকে উদ্দীপিত করে, তখন সেই অগ্নি অচিরাৎ স্বীয় তেজে সেই দারু ও অন্যান্য বন দগ্ধ করেন। মহারাজ, অগ্নি যেমন ক্ষমাবান্ ও নিরাকার হইয়া দারুমধ্যে শয়ন করিয়া থাকেন, অতি তেজস্বী পাণ্ডবেরাও সেই প্রকার। আপনি ও আপনার পুত্রগণ লতাস্বরূপ; পাণ্ডবগণ শালবৃক্ষস্বরূপ। লতা কদাচ মহাদ্রুমের আশ্রয় ব্যতীত বৰ্দ্ধিত হইতে পারে না। হে রাজন্! আপনারা বনস্বরূপ ও পাণ্ডবগণ সিংহস্বরূপ; সিংহ না থাকিলে বন বিনষ্ট হয় এবং বন না থাকিলে সিংহও বিনাশপ্রাপ্ত হয়।'

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়

গার্হস্থ্য-নীতি

বিদুর কহিলেন, "মহারাজ! স্থবির ব্যক্তি যুবকের নিকট গমন করিলে যুবকের প্রাণ ঊর্দ্ধে উৎপতিত[১] হয়; পরে যুবা ব্যক্তি স্থবিরকে প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন করিলে পুনর্ব্বার তাহা প্রাপ্ত হয়। সাধুগণ পীঠদান ও পানীয় আনয়ন করিয়া অভ্যাগত ব্যক্তির পাদপ্রক্ষালন করিয়া কুশলপ্রশ্নপূর্ব্বক আত্মসংস্থান[২] নিবেদন, পরে অবহিত হইয়া অন্ন দান করিবে। মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি লোভ, ভয় ও কার্পণ্য দেখিয়া যাহার গৃহে জল, মধুপর্ক বা গো গ্রহণ না করেন, আর্য্যগণ তাহার জীবন নিরর্থক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। চিকিৎসক, শরকর্ত্তা, নষ্টব্রহ্মচর্য্য, চোর, মদ্যপায়ী, ভ্রূণহা[৩], সেনাজীবী[৪] ও শ্রুতিবিক্রেতা[৫] ব্রাহ্মণ উদকার্হ[৬] না হইলেও যদি অতিথিরূপে আগত হয়, তবে তাহাকে অর্চ্চনা করিবে। লবণ, পক্ব অন্ন, দধি, ক্ষীর, মধু, তৈল, ঘৃত, তিল, মাংস, ফল, মূল, শাক, রক্তবস্ত্র, গন্ধদ্রব্য-সকল ও গুড় বিক্রয় করিবে না। যাঁহার ক্রোধ নাই, লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমজ্ঞান, শোক নাই, সন্ধি ও বিগ্রহ নাই, যিনি নিন্দা ও প্রশংসায় উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, যিনি উদাসীনের ন্যায় প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয় পরিত্যাগ করেন, তিনিই ভিক্ষুক। নীবার[১], মূল, ইঙ্গুদী-ফল ও শাক যাঁহার জীবিকা, যিনি সংযতাত্মা, অগ্নিকার্য্যে অবহিত, বনবাসী, সতত অতিথিসৎকারে অনুরক্ত, ধুরন্ধর ও পুণ্যকর্ম্মা, তিনিই তাপস। বুদ্ধিমানের অপকার করিয়া দূরস্থ হইয়াও বিশ্বস্ত[২] থাকিবে না, বুদ্ধিমানের বাহুদ্বয় অতি দীর্ঘ[৩], তিনি হিংসিত হইলে তদ্দ্বারা হিংসা করিয়া থাকেন। অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না; বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও অতি বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে, বিশ্বাস হইতে ভয় উৎপন্ন হইলে সে ভয় মূল পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন করে। ঈর্ষাশূন্য, স্ত্রীরক্ষক, সংবিভক্তা[৪], প্রিয়বাদী, স্নেহবান্, মধুরভাষী ব্যক্তি স্ত্রীলোকের বশীভূত হইবে না। পূজনীয় সচ্চরিত্র ভাগ্যবতী রমণী সকল গৃহের শ্রী ও দীপ্তিস্বরূপ; অতএব তাহাদিগকে সাতিশয় যত্ন সহকারে রক্ষা করিবে। পিতার হস্তে অন্তঃপুর, মাতার হস্তে মহানস[৫] ও আত্মসম ব্যক্তির হস্তে গো-সমূহের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ এবং স্বয়ং কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিবে। বণিক্‌দিগকে ভৃত্য দ্বারা ও দ্বিজগণকে পুত্র দ্বারা সেবা করিবে। জল হইতে অগ্নি, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্র ও প্রস্তর হইতে লৌহ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহাদিগের সর্ব্বত্রগামী তেজ স্ব স্ব উৎপত্তিস্থানেই শান্তভাব প্রাপ্ত হয়। সাতিশয় তেজস্বী কুলীন সৎপুরুষেরা কাষ্ঠাভ্যন্তর-বিলীন নিরাকার অগ্নির ন্যায় ক্ষমা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন।

রাজনীতি

হে মহারাজ! কি বহিঃশত্রু কি অন্তঃশত্রু কেহই যাঁহার মন্ত্রণা অবগত হইতে না পারে, সেই চতুরস্র[৬] রাজাই দীর্ঘকাল ঐশ্বর্য্যভোগ করেন। ধর্ম্মকার্য্য, কামকার্য্য ও অর্থকার্য্য অগ্রে প্রকাশ না করিয়া অনুষ্ঠিত হইলে পর প্রকাশ করিবে। মন্ত্রণা কদাচ প্রকাশ করিবে না। গিরিপৃষ্ঠ, প্রাসাদ, তৃণাদিশূন্য অরণ্য প্রভৃতি নির্জ্জন স্থানে মন্ত্রণা করা বিধেয়। সুহৃৎ না হইলে রহস্য[৭]-মন্ত্রণা জানিবার

১। বৃদ্ধ ব্যক্তি গৃহে আসিলে তাঁহার সমুচিত সৎকারের জন্য যে প্রাণের ব্যাকুলতা, তাহাই প্রাণের ঊর্দ্ধে উৎপতন। ২। নিজের অবস্থা—শুভাশুভ ইত্যাদি। ৩। গর্ভস্থ সন্তানের নাশকারী। ৪। যুদ্ধকার্য্যে জীবিকাকারী। ৫। বেদবিক্রয়কারী। ৬। যাহার জল আচমনীয় নহে।

১। তৃণধান্য—ধান ঝাড়া হইয়া গেলে যে তৃণের গায়ে দুই একটা ধান থাকে; অথবা বপনাদি যত্ন-ব্যতিরেকে যে ধান্যের গাছ হয়। ২। নিশ্চিন্ত। ৩। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির জ্ঞানই বাহুস্বরূপ—তদ্দ্বারা দূরস্থ বস্তু আয়ত্ত করিতে পারে। ৪। নিরপেক্ষ বিভাগকর্ত্তা—বিভাগ বিষয়ে পক্ষপাতশূন্য। ৫। পাকশালা। ৬। চারিদিকে সমানদৃষ্টি। ৭। গুপ্ত মন্ত্রণা।

যোগ্য হইতে পারেন না। সুহৃৎ বা পণ্ডিত হইলেই যে সচিবপদের যোগ্য হইবে, এমন নয়, সুহৃৎ মূর্খ হইতে পারেন, এবং পণ্ডিতও চপলবাক্ হইতে পারেন, অতএব পরীক্ষা না করিয়া কাহাকেও আপন সচিবপদ প্রদান করিবে না। অমাত্যের অর্থলিপ্সা ও মন্ত্রণারক্ষণ[1] উভয়ই থাকিবার সম্ভাবনা।

যে রাজার অনুষ্ঠিত কার্য্যজাত কেবল পারিষদেরাই অবগত হইতে পারেন, সেই রাজাই ধর্ম্মার্থ কাম বিষয়ে প্রধান। সেই গূঢ়মতি নৃপতি অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করেন, যে মোহবশতঃ অপ্রশস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি সেই কার্য্য ভ্রংশনিবন্ধন বিনাশ প্রাপ্ত হয়। প্রশস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান সুখের নিদান ও তাহার অননুষ্ঠান অনুতাপের কারণ। যেমন ব্রাহ্মণ বেদপাঠ না করিলে শ্রাদ্ধের অধিকারী হয় না, সেইরূপ যে ব্যক্তি সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয়ণ-রূপ ষাড়্‌গুণ্য[2] বিষয়ে অনভিজ্ঞ, সে মন্ত্রণা শ্রবণের যোগ্য হইতে পারে না। যিনি স্থান, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও ষাড়্‌গুণ্যবিষয়ে অভিজ্ঞ, যাঁহার চরিত্র জনসমাজে সমাদৃত যাঁহার ক্রোধ ও হর্ষ অব্যর্থ, যিনি স্বয়ং কার্য্যজাত পর্য্যবেক্ষণ ও কোষসকলের তত্ত্বাবধারণ করেন, পৃথিবী তাঁহার নিকট স্বাধীন হয়। মহীপতি ছত্র[3] ও নাম লাভ করিয়াই পরিতুষ্ট হইবেন, ভৃত্যগণকে অর্থদান করিবেন ও একাকী সর্ব্বগ্রাহী হইবেন না। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে, ভর্ত্তা স্ত্রীকে এবং নৃপতি অমাত্য ও অমাত্য নৃপতিকে অবগত আছেন। বধ্য শত্রু বশীভূত হইলেও পরিত্যাগ করিবে না; স্বয়ং হীনবল হইলেও শত্রুর উপাসনা করিবে; বলবান্ হইলে তাহাকে বধ করিবে। বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলে অচিরাৎ তাহা হইতে ভয় উৎপন্ন হয়। বৃদ্ধ, বালক ও আতুরের প্রতি ক্রোধ হইলে তাহা সংবরণ করিবে। যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি অনর্থক কলহ পরিত্যাগ করেন, তিনি লোকে কীর্ত্তিলাভ করেন ও তাঁহার অনর্থপাত হয় না। যাঁহার প্রসাদ নিষ্ফল ও ক্রোধ নিরর্থক, এরূপ প্রভু কাহারও অভিলষণীয় হয়েন না; কোন্ স্ত্রী নপুংসকের পত্নী হইতে অভিলাষ করে? বুদ্ধি থাকিলেই যে ধনলাভ হয়, এমন নয়, আর জাড্য[4]দোষ থাকিলেই যে দরিদ্র হয়, এমন নয়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই লোকব্যবহারের ক্রমবৃত্তান্ত অবগত আছেন, ইতর ব্যক্তি তাহা অবগত নয়।

মূঢ় ব্যক্তি বিদ্যা, শীল, বয়স, বুদ্ধি, ধন বা আভিজাত্যে শ্রেষ্ঠ লোককে প্রতিনিয়ত অবজ্ঞা করিয়া থাকে। অসচ্চরিত্র, অপ্রাজ্ঞ, অসূয়ক, অধার্ম্মিক, দুষ্টবাক্ ও কোপনস্বভাব ব্যক্তি শীঘ্র বিপদ্‌গ্রস্ত হয়। প্রতারণা-পরিত্যাগ, দান, মর্য্যাদার অনুবর্ত্তন ও সম্যক্ উচ্চারিত বাক্য প্রাণিগণকে বশীভূত করে। অপ্রতারক, কার্য্যদক্ষ, কৃতজ্ঞ, বুদ্ধিমান্ ও সরলস্বভাব ব্যক্তি রিক্তকোষ[1] হইলেও মিত্রাদি পরিবারগণকে লাভ করিয়া থাকেন। ধৃতি, শম, দম, শৌচ, কারুণ্য, মৃদুবাক্য ও মিত্রগণের অদ্রোহ, এই সাতটি লক্ষ্মীরূপ অনলের ইন্ধনস্বরূপ। অসংবিভাগ্য, দুষ্টাত্মা, কৃতঘ্ন নির্লজ্জ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে; যে ব্যক্তি স্বয়ং দোষী হইয়া নির্দ্দোষ অন্তরঙ্গ লোককে প্রকোপিত করে, তাহাকে সসর্প গৃহশায়ী ব্যক্তির ন্যায় অতিকষ্টে যামিনীযাপন করিতে হয়। যে সকল ব্যক্তি স্বয়ং দোষী হইলে যোগক্ষেমের[2] ব্যাঘাত জন্মে, দেবতাদিগের ন্যায় তাহাদিগকে সতত প্রসন্ন করিবে। যে সমস্ত অর্থসম্পত্তি স্ত্রী, প্রমাদী, পতিত ও অনার্য্য লোকের হস্তে নিহিত হয়, তাহা পুনরায় লাভ করা অনায়াসসাধ্য নহে। যেমন প্রস্তরময় ভেলা নদীতে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ স্ত্রী, ধূর্ত্ত বা বালক যে স্থানের শাসনকর্ত্তা, তত্রত্য লোকও উৎসন্ন হইয়া যায়। যে ভৃত্যেরা নিরন্তর প্রয়োজনে সংসক্ত হয়, কিন্তু অতিরিক্ত কার্য্যে হস্তার্পণ করে না, তাহারাই বিজ্ঞ। ধূর্ত্ত, চর অথবা বারবনিতা যাহাকে প্রশংসা করে, তাহার জীবন রক্ষা হওয়া সুকঠিন। আপনি তাদৃশ মহাধনুর্দ্ধর অমিততেজাঃ পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়া দুর্য্যোধনের হস্তে সমস্ত ঐশ্বর্য্য ন্যস্ত করিয়াছেন, কিন্তু যেমন বলি লোকত্রয় হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, তদ্রূপ এই ঐশ্বর্য্যমদমুগ্ধ দুর্য্যোধনকে অবিলম্বে রাজ্যভ্রষ্ট অবলোকন করিবেন।"

১। মন্ত্রণা কার্পণ্য—হাতে রাখিয়া মন্ত্রণা দেওয়া। ২। ছয় গুণ সম্বন্ধে। ৩। রাজছত্র—রাজ্যাধিকার। ৪। জড়তা—অকর্মণ্যতা।

১। অর্থশূন্য—নির্ধন। ২। স্ব স্ব আশ্রমোচিত ক্রিয়া নির্বাহের আনুকূল্য।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়

অর্থাদি বিবিধ নীতি

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বিদুর! বিধাতা পুরুষকে দৈবের বশীভূত করিয়াছেন; যেমন সূত্রগ্রথিত দারুময়ী যোষা আত্মবশ নহে, তদ্রূপ স্বীয় ঐশ্বর্য্য বা অনৈশ্বর্য্যে পুরুষের কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই। অতএব তুমি পুনরায় এইসকল বিষয় কীর্ত্তন কর, আমি সাবধান হইয়া শ্রবণ করিতেছি।"

বিদুর কহিলেন, "মহারাজ! যদি সুরগুরু বৃহস্পতি অনুপযুক্ত সময়ে বাগ্বিন্যাস করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও অবজ্ঞা ও অবমানের ভাজন হইতে হয়। কেহ কেহ দান করিয়া প্রিয় হয়, কেহ কেহ বা প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিয়া প্রিয় হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি মন্ত্রণা ও ধনপ্রদান দ্বারা প্রিয় হয়, সেই যথার্থ প্রিয়। লোকে দ্বেষ্য ব্যক্তিকে সাধু, মেধাবী বা পণ্ডিত জ্ঞান করে না। ফলতঃ লোকের স্বভাবই এই যে, তাহারা প্রিয় ব্যক্তিকে সমস্ত শুভকার্য্য ও দ্বেষ্য ব্যক্তিকে পাপকার্য্যের আধার জ্ঞান করিয়া থাকে। হে রাজন্! দুর্য্যোধন জন্মিবামাত্র আপনাকে কহিয়াছিলাম যে, মহারাজ! আপনি এই পুত্রকে পরিত্যাগ করুন, তাহা হইলে অন্যান্য পুত্রগণের অভ্যুদয় হইবে, নচেৎ আপনার শত পুত্রই বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। হে ভারতবংশাবতংস! যে বৃদ্ধি দ্বারা উত্তরকালে ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা, তাহা বৃদ্ধি বলিয়া জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে; আর যে ক্ষয় দ্বারা চরমে বৃদ্ধিলাভ হয়, সে ক্ষয়কেও শ্রেয়স্কর জ্ঞান করা উচিত। কারণ, যে ক্ষয় দ্বারা বৃদ্ধি হয়, সে ক্ষয় নহে; কিন্তু যে অল্পলাভ দ্বারা বহু বস্তু বিনষ্ট হয়, সেই লাভই ক্ষয়স্বরূপ। হে মহারাজ! কোন কোন ব্যক্তি ধন দ্বারা, কেহ কেহ বা গুণ দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া থাকে; আমার মতে ধনাঢ্য গুণবিহীন ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ করা আপনার কর্ত্তব্য।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বিদুর! তুমি যাহা কহিলে, তৎসমুদয়ই প্রাজ্ঞসম্মত ও পরিণামে হিতকর; কিন্তু আমি পুত্র-পরিত্যাগ-বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ নই। দেখ, যে স্থানে ধর্ম্ম, সেইস্থানেই জয় নির্দ্ধারিত আছে।"

বিদুর কহিলেন, "মহারাজ! প্রভূত গুণসম্পন্ন বিনয়ী ব্যক্তি প্রাণিগণের অতি অল্পমাত্র ক্লেশও সহ্য করিতে পারেন না। যাহারা সতত পরের অপবাদে নিরত থাকে, পরের দুঃখ ও পরস্পরের বিরোধের নিমিত্ত যত্নবান্ হয়, যাহাদের দৃষ্টি সদোষ ও সহবাস ভয়াবহ, যাহাদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিলে মহৎ দোষ উৎপন্ন হয়, যাহাদিগকে ধন প্রদান করিলে মহাভয় জন্মে এবং যাহারা ভেদকারী, কামঃপরায়ণ, নির্লজ্জ, শঠ ও অন্যান্য মহাদোষে দূষিত, তাহারা পাপাত্মা বলিয়া বিখ্যাত; তাহাদের সহবাস কদাচ কর্ত্তব্য নহে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। নীচ লোকেরা কোন কারণবশতঃ প্রণয় করিয়া থাকে। সেই কারণ বিলীন হইলেই তাহারা প্রণয়ভঙ্গ করে, সৌহার্দ্দ্যের ফল ও সৌহার্দ্দ্যজনিত সুখেরও সম্পর্ক থাকে না। প্রত্যুত তাহারা অপবাদ প্রদান ও ক্ষয়বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন করে। অজ্ঞানবশতঃ উহাদের অণুমাত্র অপকার করিলেই উহারা আর শান্তিপথ অবলম্বন করে না। বিদ্বান্ ব্যক্তি নৈপুণ্য সহকারে বিবেচনা করিয়া দূর হইতে এতাদৃশ লোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন।

জ্ঞাতির সহিত সদ্‌ভাবে স্বার্থরক্ষা

হে রাজন্! যে ব্যক্তি দীন, দরিদ্র, আতুর ও জ্ঞাতির প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে, তাহার পুত্র ও পশু বৃদ্ধি হয়; সে অনন্তকাল শ্রেয়োলাভ করে। আত্মশুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের জ্ঞাতি ও কুলবর্দ্ধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব আপনি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে যত্নবান্ হউন। জ্ঞাতিগণ সৎক্রিয়া করিলে মহান্ শ্রেয়োলাভ হয়। হে রাজন্! জ্ঞাতিগণ গুণহীন হইলে অতি যত্ন সহকারে তাহাদিগকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। দেখুন, পাণ্ডবগণ অশেষ-গুণালঙ্কৃত ও আপনার প্রসাদাকাঙ্ক্ষী; তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হওয়া আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনি অনুগ্রহ করিয়া পাণ্ডবগণকে কতিপয় গ্রাম প্রদান করুন, তাহা হইলে লোকমধ্যে যশোলাভ করিতে পারিবেন। হে মহাশয়! আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, এক্ষণে পুত্রগণকে শাসন করা আপনার নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমি সতত আপনাকে হিতোপদেশ প্রদান করিতেছি; আপনি আমাকে হিতৈষী বলিয়া জ্ঞান করিবেন। মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তিগণের জ্ঞাতিবর্গের সহিত বিবাদ করা সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য, উহাদিগের সহিত একত্র মিলিত

হইয়া সুখসম্ভোগ করা বিধেয়। জ্ঞাতিদিগের সহিত সতত ভোজন, মিষ্টালাপ ও প্রণয় করাই কর্ত্তব্য; বিরোধ করা কদাচ উচিত নহে। জ্ঞাতি সদ্বৃত্ত হইলে বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করে আর দুর্ব্বৃত্ত হইলে বিপদে নিমগ্ন করে। হে মহারাজ! আপনি পাণ্ডবগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে সেই সমুদয় বীরপুরুষ আপনার চতুর্দ্দিকে থাকিবে, তাহা হইলে শত্রুগণ কখনই আপনাকে পরাভব করিতে পারিবে না। যদি কোন ব্যক্তি সম্পত্তিশালী জ্ঞাতির আশ্রয়ে থাকিয়াও কষ্টভোগ করে, তাহা হইলে সেই সম্পন্ন ব্যক্তিকেই তন্নিবন্ধন পাপভাগী হইতে হয়। যাহা হউক, কিয়দ্দিবস পরে আপনাকে হয় পাণ্ডবগণ, না হয় স্বীয় পুত্রগণের নিধনবার্ত্তা-শ্রবণে অনুতাপ করিতে হইবে, অতএব এক্ষণে উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করুন। মনুষ্যের জীবিতকালের নিশ্চয় নাই, অতএব যে কর্ম্ম করিলে পশ্চাৎ চিন্তাসাগরে প্রবেশপূর্ব্বক পরিতাপ করিতে হয়, সে কর্ম্ম না করাই কর্ত্তব্য।

হে মহারাজ! নীতিশাস্ত্রকর্ত্তা শুক্রাচার্য্য ব্যতীত আর সমুদয় লোকই নীতিবিগর্হিত কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ মোহবশতঃ অনুষ্ঠিত অনীতির আশু প্রতিবিধান করেন। দুর্য্যোধন পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের প্রতি যে পাপাচরণ করিয়াছে, আপনি এক্ষণে তাহার প্রতিবিধান করুন। আপনি পাণ্ডুনন্দনগণকে রাজ্য প্রদান করিলে পাপ-বিমুক্ত হইয়া ভূমণ্ডলে মনীষিগণের পরম পূজনীয় হইবেন। যে ব্যক্তি পণ্ডিতগণের হিতবাক্য বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া কার্য্যে অধ্যবসায় করে, তাহার যশোরাশি এই মেদিনীমণ্ডলে চিরকাল দেদীপ্যমান থাকে। সুকুশল ব্যক্তি অপাত্রে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিলে তাহাও বিফল হয়, কেন না, তাদৃশ ব্যক্তি প্রায়ই উপদেশ বুঝিতে পারে না, বুঝিতে পারিলেও তদনুসারে কার্য্য করে না। যে ব্যক্তি পাপজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত না হয়, তাহার অভ্যুদয় হয়। যে দুর্ম্মতি পূর্ব্বকৃত পাপের প্রতিবিধান না করিয়া তাহার অনুসরণ করে, সে বিষম অগাধ নরকে নিপতিত হয়। চিত্তবৈক্লব্য, নিদ্রা, শত্রুগণের গূঢ় চরকে না জানা, রাজার ভাবভঙ্গী, দুষ্ট অমাত্যে বিশ্বাস ও কার্য্যক্ষম দূত, এই ছয়টি মন্ত্রভেদের দ্বারস্বরূপ। অর্থবর্দ্ধনাভিলাষী প্রাজ্ঞ ব্যক্তির এই সমুদয় বিশেষরূপে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। যে ভূপতি বিশেষরূপে অবগত হইয়া এই সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মার্থকামাচরণে সতত নিযুক্ত থাকেন, তিনি অনায়াসে শত্রুগণকে পরাজয় করিতে পারেন। বৃহস্পতি সদৃশ ব্যক্তিগণও শাস্ত্রাধ্যয়ন ও বৃদ্ধগণের সেবা না করিয়া কখনই ধর্ম্মার্থের তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না। দ্রব্য সমুদ্রে পতিত হইলে বিনষ্ট হয়, অশ্রোতার নিকট বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহা বিনষ্ট হয়, মূঢ় ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করিলে তাহা বিনষ্ট হয় এবং অগ্নি ভিন্ন অন্য পদার্থে আহুতি প্রদান করিলে তাহা বিনষ্ট হয়। মেধাবী ব্যক্তি যুক্তিসহকারে প্রাজ্ঞগণের পরীক্ষা, বুদ্ধিপূর্ব্বক তাঁহাদের যোগ্যতা-নিশ্চয়, অন্যের নিকট তাঁহাদের বৃত্তান্ত শ্রবণ এবং আকার-ইঙ্গিত দ্বারা পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের প্রাজ্ঞতা নির্দ্ধারিত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিত্রতা করিবে। বিনয় অকীর্ত্তি বিনাশ করে, পরাক্রম অনর্থ বিনাশ করে, ক্ষমা ক্রোধ বিনাশ করে এবং আচার অলক্ষণ বিনাশ করে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ভোগ্যবস্তু, জন্মস্থান, বাসস্থান, আচার ও গ্রাসাচ্ছাদন লক্ষ্য করিয়া লোকের কুল পরীক্ষা করিবেন।

হে মহারাজ! কামপর ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক, জীবন্মুক্ত মহাত্মারাও কাম উপস্থিত হইলে প্রতিনিবৃত্ত হয় না। রাজপ্রিয়, বিদ্বান্, ধার্ম্মিক, প্রিয়দর্শন, মিত্রসম্পন্ন ও সুবক্তা সুহৃৎকে প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অকুলীন ব্যক্তিও যদি মৃদু ও লজ্জাশীল হয় এবং মর্য্যাদা প্রতিপালন ও ধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম সম্পাদন করে, তাহাকে শত কুলীন ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা উচিত। যে দুর্জ্জনের চিত্তবৃত্তি, গূঢ়াচার ও প্রজ্ঞা সমান, তাহাদের উভয়ের মৈত্রী কদাচ বিনষ্ট হইবার নহে। দুর্ব্বুদ্ধি, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায়, তাহার সহিত সৌহৃদ্য কখনই চিরস্থায়ী হয় না, অতএব জ্ঞানবান্ ব্যক্তি এবংবিধ লোককে পরিত্যাগ করিবেন। পণ্ডিতগণ গর্ব্বিত, মূর্খ, কোপনস্বভাব, সাহসিক ও ধর্ম্মবিহীন ব্যক্তিদিগের সহিত কদাচ বন্ধুতা করিবেন না। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞ, ধার্ম্মিক, সত্যাচার, উদারচিত্ত, অতিশয় ভক্তিপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, মর্য্যাদাপালক এবং কদাপি স্বীয় পুত্রকে পরিত্যাগ করেন না, তাঁহার সহিতই বন্ধুতা করা কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করা নিতান্ত দুষ্কর; কিন্তু উহাদিগকে একান্ত বিষয়াসক্ত করিলে দেবগণকেও

উৎসাদিত হইতে হয়। পণ্ডিতগণ মৃদুত্ব, অনসূয়া, ক্ষমা, ধৈর্য্য ও মিত্রগণের মাননা, এই সমুদয় আয়ুষ্কর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অধ্যবসায়-সহকারে অপনীত[১] বিষয় প্রত্যুদ্ধার করিতে চেষ্টা করাই সৎপুরুষের ধর্ম্ম। যিনি ভবিষ্যৎ দুঃখের প্রতীকার করিতে পারেন, অধ্যবসায়সহকারে বর্ত্তমান দুঃখ সহ্য করেন এবং 'ভোগ না করিলে দুঃখ বিনষ্ট হয় না' এই বিবেচনা করিয়া অতীত দুঃখের নিমিত্ত অনুতাপ করেন না, কদাপি তাঁহার অর্থ-বিনাশ হয় না। কায়মনোবাক্যে সতত যে কার্য্য অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাতেই একান্ত অনুরক্ত হইতে হয়; অতএব নিরন্তর মঙ্গল-কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। মাঙ্গলিক দ্রব্য-স্পর্শ, সহায়-সম্পত্তি, অধ্যয়ন, উদ্যম, সরলতা এবং সতত সজ্জনসন্দর্শন, এই সকল ঐশ্বর্য্যের নিদান। উদ্‌যোগপরায়ণতা লাভ সম্পত্তি ও মঙ্গলের মূল; উদ্‌যোগী ব্যক্তি সর্ব্বপ্রধান হইয়া চিরকাল সুখ সম্ভোগ করেন। ক্ষমতাশালী ব্যক্তির পক্ষে সতত সকল বিষয়ে ক্ষমা-প্রদর্শন অপেক্ষা শ্রেয়স্কর ও হিতজনক কার্য্য আর কিছুই নাই। অশক্ত ব্যক্তির সকলকেই ক্ষমা করা কর্ত্তব্য; শক্ত ব্যক্তির ধর্ম্মোপার্জ্জনের নিমিত্ত ক্ষমা করা উচিত; আর যাহার বিপদ্ সম্পদ্ উভয়ই সমান, তাহার পক্ষে ক্ষমার তুল্য আর কিছুই নাই। যে সুখ-সম্ভোগ দ্বারা ধর্ম্মার্থ বিনষ্ট না হয়, সেই সুখই ভোগ করিবে; মূঢ় ব্যক্তিরাই ভোজনাদি সুখে একান্ত অনুরক্ত হইয়া স্বীয় ধর্ম্মার্থের ব্যাঘাত করিয়া থাকে। দুঃখার্ত্ত, লিপ্সাহীন, নাস্তিক, অলস, অদান্ত[২] ও উৎসাহবিবর্জ্জিত ব্যক্তিগণের সম্পত্তি কদাপি স্থায়ী হয় না। দুর্ম্মতি ব্যক্তিগণ বিনয়নম্র ও বিনয়লজ্জিত মানবদিগকে অশক্ত জ্ঞান করিয়া সতত পরাভব করে। লক্ষ্মী অতিসরল, অতিদাতা, অতিশূর, অতি-ব্রতশীল ও প্রজ্ঞাভিমানী ব্যক্তির নিকট ভয়ে গমন করেন না এবং অতি-গুণবান্ ও নিতান্ত নির্গুণ এই উভয়কেই পরিত্যাগ করেন। ইনি সগুণ বা নির্গুণের বশীভূত নহেন, উন্মত্তা ধেনুর ন্যায় একস্থানে বহুকাল বাস করিতে পারেন না।

হে মহারাজ! বেদের ফল অগ্নিহোত্র, অধ্যয়নের ফল সংস্বভাব ও সদাচরণ, নারীর ফল রতি ও পুত্র এবং ধনের ফল দান ও ভোজন। যে ব্যক্তি অধর্ম্মোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা পরলোকহিতকর যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, তাহার পরলোকে স্বাভিলষিত ফল-লাভ হয় না। সত্ত্বশালী ব্যক্তিগণ কি কান্তার, কি বনদুর্গ, কি আপদ্‌জনক স্থান, কি উদ্যত শস্ত্র, কিছুতেই ভীত হয়েন না। উদ্যম, সংযম, দক্ষতা, অপ্রমাদ, ধৈর্য্য, স্মৃতি ও সমীক্ষ্যকারিতা[১] এই সমুদয় ঐশ্বর্য্যের মূলীভূত। তপস্যা তাপসগণের বল, ব্রহ্ম ব্রহ্মজ্ঞদিগের বল, হিংসা অসাধুগণের বল ও ক্ষমা গুণবানদিগের বল। জল, মূল, ফল, দুগ্ধ, ঘৃত, ঔষধ এবং ব্রাহ্মণ ও গুরুর আজ্ঞা—এই আটটি ব্রত-বিনাশী নহে। যাহা করিলে আপনার অনিষ্ট হয়, তাহা অন্যের প্রতিও করিবে না। উক্ত ধর্ম্ম সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা ও অন্য ধর্ম্ম কামনা দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। অক্রোধ দ্বারা ক্রোধ পরাজয় করিবে, সৎ-কর্ম্ম দ্বারা অসৎকর্ম্ম পরাজয় করিবে, দান দ্বারা কদর্য্য কার্য্য পরাজয় করিবে এবং সত্য দ্বারা মিথ্যা পরাজয় করিবে। স্ত্রী, ধূর্ত্ত, অলস, ভীরু, ক্রুদ্ধ, পুরুষাভি-মানী, চৌর, কৃতঘ্ন ও নাস্তিক—এই সমুদয় লোককে বিশ্বাস করিবে না। অভিবাদনশালী বৃদ্ধোপসেবী ব্যক্তির কীর্ত্তি, আয়ু, যশ ও বল বৃদ্ধি হয়। যে অর্থ উপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় ক্লেশভোগ, ধর্ম্ম অতিক্রম বা শত্রুকে প্রণিপাত করিতে হয়, তাদৃশ অর্থোপার্জ্জনে কদাচ মনোনিবেশ করিবে না। বিদ্যা-শূন্য পুরুষ, ভূপতিশূন্য রাজ্য, প্রজাশূন্য মৈথুন এবং আহারশূন্য প্রজা, ইহাদিগের নিমিত্ত সতত শোক করিতে হয়। পথ দেহিগণের, জল পর্ব্বতের, অসম্ভোগ স্ত্রীদিগের এবং দুর্ব্বাক্য মনের জরা-স্বরূপ। বেদের মল অনভ্যাস, ব্রাহ্মণের মল অব্রত, পৃথিবীর মল বাহ্লীক[২] দেশ-সকল, পুরুষের মল অনৃত, পতি-ব্রতার মল কৌতূহল, স্ত্রীলোকের মল প্রবাস[৩] সুবর্ণের মল রৌপ্য, রৌপ্যের মল রঙ্গ, রঙ্গের মল সীস ও সীসের মল মল মাত্র, তাহাতে আর কিছুই নাই। কেহই শয়ন দ্বারা নিদ্রা, কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি, পান দ্বারা সুরা ও কাম দ্বারা স্ত্রীদিগকে পরাজয় করিতে পারে না। যিনি দান দ্বারা মিত্র, যুদ্ধে শত্রুগণ ও অন্নপান প্রদান করিয়া জায়াকে পরাজয় করিতে পারেন, তাঁহারই জন্ম সার্থক।

১। বিনষ্ট। ২। অসংযমী।

১। সকল দিকে সম্যক্‌প্রকারে দৃষ্টি রাখিয়া করা। ২। বহু নদ-নদীর সঙ্গমস্থল। ৩। স্বগৃহ ভিন্ন অন্যত্র বাস।

হে মহারাজ! যিনি সহস্র মুদ্রার অধীশ্বর, তিনিও স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, আর যিনি শত মুদ্রার অধীশ্বর, তিনিও স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহ করেন; ফলতঃ এই ভূমণ্ডলে আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে না পারে, এমন কেহই নাই। অতএব আপনি দুরাশা পরিত্যাগ করুন। যদি এক ব্যক্তি এই পৃথিবীস্থ সমুদয় ধান্য, যব, হিরণ্য, পশু ও স্ত্রী প্রাপ্ত হয়, তথাপি তাহার তৃপ্তিলাভ হয় না, সাধুগণ ইহা বিবেচনা করিয়াই মোহগর্ত্তে নিপতিত হয়েন না। হে রাজন্! যদি আপনি স্বীয় পুত্র ও পাণ্ডুপুত্রগণকে তুল্যজ্ঞান করেন, তবে উভয় পক্ষের প্রতি সমান ব্যবহার করুন।"

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

ধর্ম্মনীতি

বিদুর কহিলেন, "হে মহারাজ! যিনি সজ্জনগণ কর্ত্তৃক সম্পূজিত হইয়া গর্ব্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করেন, তিনি অতি শীঘ্রই যশস্বী হইয়া উঠেন। সাধুগণ প্রসন্ন হইলে সাতিশয় সুখলাভ হইয়া থাকে। যে মহাত্মা অধর্ম্মলব্ধ বিপুল অর্থে আসক্ত না হইয়া উহা পরিত্যাগ করেন, তিনি ত্যক্তনির্ম্মোক ভুজঙ্গের ন্যায় সর্ব্বদুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করেন। মিথ্যাচরণ দ্বারা জয়লাভ, রাজার ক্রূরতা ও গুরুর মিথ্যায় আগ্রহাতিশয় এই তিনটি ব্রহ্মহত্যার সদৃশ। অসূয়া মৃত্যুতুল্য, অত্যুক্তি সম্পত্তিনাশের নিদান এবং অশুশ্রূষা[1], ত্বরা[2] ও শ্লাঘা এই তিনটি বিদ্যার পরম শত্রু। আলস্য, মদ, মোহ, চপলতা, গোষ্ঠী[3], ঔদ্ধত্য, দর্প ও লুব্ধতা এই কয়েকটি বিদ্যার্থিগণের দোষ। সুখার্থীর বিদ্যালাভ হয় না এবং বিদ্যার্থীর সুখ-সম্ভোগের সম্ভাবনা থাকে না; অতএব সুখার্থীকে বিদ্যা এবং বিদ্যার্থীকে সুখ পরিত্যাগ[4] করিতে হইবে। রাশি রাশি কাষ্ঠ প্রদান করিলেও অগ্নির তৃপ্তিলাভ হয় না, শত শত নদী সমাগমেও সমুদ্রের তৃপ্তিলাভ হয় না, সমুদয় প্রাণী সংহার করিলেও অন্তকের[1] তৃপ্তিলাভ হয় না এবং শত শত পুরুষসম্ভোগেও কামিনীর তৃপ্তিলাভ হয় না। আশা ধৈর্য্য নাশ করে, অন্তক সমৃদ্ধি নাশ করেন, ক্রোধ শ্রী নাশ করে, যশ কদর্য্যতা বিনাশ করে, অপালন পশু-সমুদয়কে বিনাশ করে এবং ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে সমস্ত রাজ্য উৎসাদিত হয়।

হে রাজন্! অজ, অশ্ব, কাংস্য, রজত, মধু, অস্ত্র, সজ্জন, শ্রোত্রিয়, বৃদ্ধ, জ্ঞাতি ও অবসন্ন কুলীন, এই সমুদয় তোমার গৃহে সতত অবস্থান করুন। মনু কহিয়াছেন, অজ, বৃষ, চন্দন, বীণা, আদর্শ[2], মধু, ঘৃত, লৌহ, তাম্রপাত্র-সমূহ, শালগ্রাম, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ, রোচনা[3] ও ধান্য। এই সমুদয় দ্রব্য সাতিশয় মঙ্গলাবহ; দেবতা, ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণের পূজাসাধনার্থ এই সমুদয় দ্রব্য গৃহে রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হে রাজন্! আমি সমুদয় পুণ্যোপদেশ অপেক্ষা গুরুতর আর এক উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। কাম, লোভ বা ভয়প্রযুক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা দূরে থাকুক, আপনার প্রাণরক্ষার নিমিত্তও কদাপি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। ধর্ম্ম নিত্য পদার্থ, সুখ ও দুঃখ অনিত্য, জীব নিত্য, কিন্তু উহার হেতু অবিদ্যা অনিত্য; অতএব আপনি অনিত্য বস্তু পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্যবস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইয়া সাতিশয় সন্তোষে কালযাপন করুন। সন্তোষই পরম লাভ। দেখুন, ধন-ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরার শাসনকর্ত্তা মহাবল-পরাক্রান্ত মহানুভব ভূপতিগণকেও পরিশেষে রাজ্য ও বিপুল বিষয়ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক শমনের বশীভূত হইতে হইয়াছে। মনুষ্যগণ বহুদুঃখজনক মৃত পুত্রকে গৃহ হইতে দূরীকৃত করিয়া মুক্তকেশে ক্রন্দন করিতে করিতে তাহাকে কাষ্ঠের ন্যায় চিতাগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। মৃত ব্যক্তির ধনসম্পত্তি অন্যে সম্ভোগ করে, পক্ষিসকল তাহার শরীর ভক্ষণ করে এবং তাহার শরীরগত ধাতু-সমুদয় অগ্নিতে দগ্ধ হয়, সে কেবল পুণ্য ও পাপে পরিবৃত হইয়া পরলোকে গমন করে। যেমন পক্ষিগণ ফলপুষ্পবিহীন বৃক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করে, তদ্রূপ জ্ঞাতি, সুহৃৎ ও পুত্রগণ মৃত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হয়। কেবল স্বকৃত কর্ম্ম-সমুদয় ভস্মীভূত ব্যক্তির সহগামী হয়; অতএব অতিশয় যত্ন সহকারে ধর্ম্মসঞ্চয় করিবে।

১। শুনিতে অনিচ্ছা। ২। অধীরতা। ৩। বহু লোকের সহিত মেলামেশা। ৪। সুখার্থীর বিদ্যা ব্যর্থতায় পরিণত হয়।

১। যম। ২। আয়না। ৩। গোরোচনা।

হে মহারাজ! স্বর্গ ও পাতালে অতি ভয়ানক ইন্দ্রিয়গণের মহামোহজনক অন্ধতামিস্রাখ্য নরক আছে, সাবধান, যেন সেই নরক আপনাকে স্পর্শ করিতে না পারে। হে রাজন্! যদি আপনি মনোনিবেশপূর্ব্বক আমার এই সমুদয় বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাহা হইলে ইহলোকে যশস্বী হইবেন ও পরলোকে নির্ভয়ে স্বর্গলাভ করিবেন। পরম-পবিত্র লোভশূন্য আত্মা নদীস্বরূপ, পুণ্য তাহার তীর্থ, সত্য তাহার জল, ধৃতি তাহার কূল ও দয়া তাহার তরঙ্গ-স্বরূপ। লোভহীন পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ সেই নদীতে স্নান করিয়া পবিত্র হয়েন। হে মহারাজ! আপনি ধৃতিময়ী নৌকা অবলম্বন করিয়া জন্মরূপ দুর্গ ও কামক্রোধরূপ জলজন্তুযুক্ত পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ সলিলপরিপূর্ণ নদী পার হউন। যে ব্যক্তি কার্য্য কি অকার্য্য সকল বিষয়েই প্রজ্ঞাবৃদ্ধ, ধর্ম্মবৃদ্ধ, বিদ্যাবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ বন্ধুকে পূজা করিয়া তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করে, তাহাকে কদাপি মুগ্ধ হইতে হয় না। ধৈর্য্য সহকারে শিশ্ন ও উদর রক্ষা করিবে, চক্ষু দ্বারা হস্ত-পদ রক্ষা করিবে, মনোদ্বারা চক্ষু ও কর্ণ রক্ষা করিবে এবং কর্ম্ম দ্বারা মন ও বাক্য রক্ষা করিবে। যে ব্রাহ্মণ নিত্য উদককার্য্য[১] সম্পাদন, নিত্য যজ্ঞোপবীতধারণ, নিত্য বেদাধ্যয়ন, পতিতান্ন-পরিত্যাগ, সত্যবাক্য-প্রয়োগ ও গুরুর কার্য্যসাধন করেন, তাঁহাকে ব্রহ্মলোক হইতে চ্যুত হইতে হয় না। যে ক্ষত্রিয় বেদ অধ্যয়ন, সংগ্রামে দেহত্যাগ, যথাস্থানে বহ্নিস্থাপন, যজ্ঞসম্পাদন, প্রজাপালন ও গো-ব্রাহ্মণার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেন, তাঁহার স্বর্গলাভ হয়। যিনি বেদাধ্যয়ন, যথাকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও আশ্রিতদিগকে ধন ভাগানুসারে প্রদান এবং ত্রেতাগ্নির[২] পবিত্র ধূম আঘ্রাণ করেন, সেই বৈশ্য চরমে সুরলোকে গমনপূর্ব্বক দিব্য সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন। যে শূদ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে পূজা দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া স্বীয় পাপ-সকল দগ্ধ করিতে পারে, সে পরলোকে স্বর্গভোগ করে। হে মহারাজ! আমি যে নিমিত্ত আপনাকে এই চারিবর্ণের ধর্ম্মের বিষয় কহিলাম, তাহা শ্রবণ করুন। পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির প্রজাপালন না করিয়া ক্ষাত্রধর্ম্ম হইতে পরিচ্যুত হইতেছেন, অতএব আপনি তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করুন।"

১। সন্ধ্যাতর্পণাদি। ২। অগ্নিত্রয়—গার্হপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বিদুর! তুমি অনুক্ষণ আমাকে এরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া থাক, আমারও উহাতে বিলক্ষণ সম্মতি আছে। আমি পাণ্ডবগণকে রাজ্য প্রদান করিতে সতত অভিলাষী, কিন্তু দুর্য্যোধনকে স্মরণ করিলেই আমার বুদ্ধির বৈপরীত্য জন্মে। যাহা হউক, দৈব অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নহে, অতএব আমার মতে দৈবই, প্রধান, পুরুষকার নিরর্থক।"

প্রজাগরপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

সনৎসুজাতপর্ব্বাধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বিদুর! তুমি অতি বিচিত্র কথা কীর্ত্তন করিতেছ; অতএব যদি আর কিছু বক্তব্য থাকে, তাহা হইলে পুনরায় আরম্ভ কর, শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে।"

বিদুর কহিলেন, "মহারাজ! সনাতন-কুমার সনৎ-সুজাত কহিয়া থাকেন, মৃত্যু নামে কোন একটি পদার্থ নাই। সেই ধীমান্ আপনার গোপনীয় ও প্রকাশ্য সংশয় সকল নিরাকরণ করিবেন সন্দেহ নাই।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বিদুর! সনাতন-কুমার সনৎসুজাত আমাকে যাহা কহিবেন, তাহা কি তোমার অবিদিত আছে? যদি তাহা জ্ঞাত হইয়া থাক, তাহা হইলে তুমিই এক্ষণে উহা কীর্ত্তন কর।"

শূদ্রগর্ভজাত বিদুরের বেদব্যাখ্যায় অনভিমত

বিদুর কহিলেন, "মহারাজ! আমি শূদ্রযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি, এই নিমিত্ত আপনার নিকট সে বিষয়ের উল্লেখ করিতে অসমর্থ হইতেছি। কিন্তু কুমার সনৎসুজাতের জ্ঞানই শাশ্বত জ্ঞান। যিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া অতি গোপনীয় বিষয়-সমুদয় কীর্ত্তন করেন, তিনি দেবগণের নিকট কদাচ নিন্দাভাজন হয়েন না, অতএব আমি সনৎসুজাতের নিকট এই বিষয় শ্রবণ করিতে আপনাকে অনুরোধ করিতেছি।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বিদুর! এই স্থানে সনাতনকুমার সনৎসুজাতের সহিত কিরূপে সাক্ষাৎ হইবে, ইহার উপায় বল।"

অনন্তর মহাত্মা বিদুর মহর্ষি সনৎসুজাতকে চিন্তা করিতে লাগিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় আবির্ভূত হইলেন। বিদুর বিধি অনুসারে মধুপর্কাদি দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন, পরে সুখোপবিষ্ট ও গতক্লম দেখিয়া কহিলেন, "ভগবন্! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মনোমধ্যে সাতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আমি তাহা নিরাকরণ করিতে অসমর্থ, অতএব যাহা শ্রবণ করিলে মহারাজ অনায়াসে দুঃখসাগর হইতে উত্তীর্ণ হয়েন এবং যাহাতে লাভ, অলাভ, শত্রু, মিত্র, জরা, মৃত্যু, ভয়, অমর্ষ, ক্ষুৎ, পিপাসা, তন্দ্রা, কাম, ক্রোধ, ক্ষয়, উদয় ও অপ্রীতি তাঁহার নিকট যাইতে না পারে, আপনি সেই বিষয় কীর্ত্তন করুন।"

——

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

মৃত্যুর অলীকতা কীর্ত্তন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিদুরবাক্যে সমাদর-প্রদর্শন করিয়া পরম জ্ঞানপ্রাপ্তির নিমিত্ত নির্জ্জনে মহর্ষি সনৎসুজাতকে কহিলেন, "ভগবন! আপনি কহিয়া থাকেন, মৃত্যু নাই, কিন্তু দেব ও অসুরগণ মৃত্যুভয়ে সতত ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অতএব ইহার মধ্যে কোন্ পক্ষ সত্য, আপনি তাহা সবিশেষ নির্দ্দেশ ক রয়া আমার সংশয় অপনোদন করুন।"

সনৎসুজাত কহিলেন, "মহারাজ! মৃত্যু নাই ও মৃত্যু আছে, এই উভয় পক্ষের পরস্পর বিরোধাশঙ্কা করিবেন না। একমাত্র পুরুষেরই অবস্থাভেদে উভয় পক্ষ সত্য হইয়া থাকে। আমার মতে প্রমাদ মৃত্যু ও অপ্রমাদ অমৃত্যু। অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন, মোহবশতঃই মৃত্যু হয় আর মোহহীন হইলেই অমর হয়। অসুরগণ প্রমাদবশতঃ মৃত্যু লাভ ও অপ্রমাদবশতঃ অমৃত লাভ করে। মৃত্যু ব্যাঘ্রের ন্যায় জন্তুগণকে ভক্ষণ করে না এবং মৃত্যুর স্বরূপ নিরূপণ করা নিতান্ত সুকঠিন। কেহ কেহ অন্তককে মৃত্যু ও আত্মনিহিত তত্ত্বজ্ঞানকেই অমৃত কহিয়া থাকেন। সেই অন্তক পিতৃলোকে রাজ্যশাসন করিতেছেন, তিনি মঙ্গলের মঙ্গল ও অমঙ্গলের অমঙ্গল। তাঁহার আদেশানুসারে ক্রোধ, প্রমাদ ও লোভস্বরূপ মৃত্যু সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া কুপথে পদার্পণ করে, সে আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয় না, সে ক্রোধাদিরূপ মৃত্যুর বশীভূত ও ইহলোক হইতে অন্তরিত হইয়া বারংবার নরকে নিপতিত হয় এবং ইন্দ্রিয়গণও তাহার অনুসরণ করে। এই নিমিত্ত মৃত্যু মরণ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ভোগপ্রদ কর্ম্মের ফলোদয় হইলে তদনুরাগসম্পন্ন মনুষ্যেরা স্বর্গে গমন করিয়া থাকে, সুতরাং দেহনাশ হইতে উত্তীর্ণ হয় না। ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ভূত যোগের অনবগম[১]প্রযুক্ত দেহী বিষয়বাসনার বশীভূত হয়, সেই পুরুষের স্বাভাবিক অনিত্য বিষয়ে অনুরাগ ও প্রবৃত্তি ইন্দ্রিয়গণকে মহামোহে বিমোহিত করে এবং সেই পুরুষ অলীক বিষয়সংসর্গে প্রতারিত হইয়া বিষয়স্মরণই বিষয়ের সেবা বলিয়া বোধ বরে। অজিতচিত্ত ব্যক্তিরা প্রথমতঃ বিষয়-চিন্তা, পরে বিষয়প্রাপ্তির অভিলাষ এবং তৎপরে কোন কারণজনিত ক্রোধে আক্রান্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে মৃত্যু-মুখে নিপতিত হয়, কিন্তু প্রকৃত ধীর ব্যক্তিরা ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক মৃত্যুহস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। যিনি আত্মচিন্তানিরত ও বিষয়বাসনায় সতত অনাদরপ্রদর্শন করেন, তিনি কাম-সকল বিনষ্ট করিতে পারেন এবং মৃত্যু তাঁহাকে গ্রাস করিতে সমর্থ হয় না।

বিষয়ানুরাগী মনুষ্য বিষয়নাশের পর বিনষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু বিষয়োপভোগ পরিত্যাগ করিলে দুঃখ সমুদয় বিনষ্ট হয়। বিবেকালোকশূন্য বিষয়ানুরাগ মনুষ্যদিগের তমঃস্বরূপ ও নরকের ন্যায় দুঃখপ্রদ। যেমন সুরাপানবিমোহিত ব্যক্তিগণ গর্ত্তমধ্যে নিপতিত হয়, তদ্রূপ বিষয়ানুরাগীরা সুখপ্রদ বিষয়ে নিমগ্ন হইয়া থাকে। যাঁহার চিত্ত-বৃত্তি বিষয়ানুরাগে অভিভূত হয় নাই, তাঁহার পক্ষে মৃত্যু তৃণময় ব্যাঘ্রের ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অতএব বিষয়ানুরাগ বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত অন্য কোন কাম্য বিষয় কদাচ স্মরণ করিবে না। তোমার শরীরমধ্যে যে অন্তরাত্মা আছেন, তিনিই ক্রোধ, লোভ ও মৃত্যুস্বরূপ। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি মৃত্যুকে জন্মশীল জানিয়া কদাচ ভয় করে না। দেহ যেমন যমের হস্তগত হইয়া বিনষ্ট হয়, মৃত্যুও জ্ঞানগোচর হইলে তদ্রূপ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

১। অপ্রাপ্তিহেতু

জীবাত্মা পরমাত্মার ঐক্য কথন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সনৎসুজাত! বেদে একমাত্র যজ্ঞ দ্বারা পুণ্যতম সনাতন সত্যলোক সকল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাহাদিগেরই মোক্ষপ্রাপকতা প্রতিপন্ন হইতেছে, অতএব মনুষ্য ইহা সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া কি নিমিত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিবে?" সনৎসুজাত কহিলেন, "মহারাজ! আপনার মতে অবিদ্বান্ ব্যক্তিরা উক্তপ্রকারে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আর বেদ বহুতর উদ্দেশ্যসংসাধনের উপদেশ প্রদান করিতেছে। কিন্তু জীবাত্মা নিষ্কাম হইলেই পরমাত্মার অভিমুখীন হয় এবং প্রকৃত পথ প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক মুক্তিলাভ করে।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে ভগবন্! যিনি এই সচরাচর বিশ্ব ক্রমে সৃষ্টি করিতেছেন, সেই জন্ম-মৃত্যুবিহীন পুরাণ আত্মাকে কে নিয়োগ করিয়া থাকেন? তিনি কিরূপে কার্য্যের অনুষ্ঠান ও কি প্রকার সুখভোগ করেন? আপনি ইহা সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।" সনৎসুজাত কহিলেন "মহারাজ! যদি জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরস্পর ভিন্ন হয়েন, তাহা হইলে অভেদে একতা সম্পাদন করা অসম্ভব; তাহাতে মহদ্দোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরমাত্মা জলচন্দ্রের[১] ন্যায় কেবল অজ্ঞান-প্রভাবে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বয়-সংযোগে জীব বলিয়া খ্যাত হয়েন, ঔপাধিক ভেদ দ্বারা তাঁহার মহত্ত্বের কিছুমাত্র হানি হয় না। সেই অবিকারী ভগবান্ পরমাত্মা মায়াযোগে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছেন, এই স্বপ্নবৎ বিশ্ব যে যথার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে, ইহা কেবল সেই পরমাত্মারই শক্তি, বেদবাক্যেও ইহা সপ্রমাণ হইতেছে।"

পাপ-পুণ্যের ভোগ্যতা নির্দ্ধারণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "ভগবন্! এই পৃথিবীতে কেহ বা ধর্ম্মানুষ্ঠানপরাঙ্মুখ, কেহ বা ধর্ম্মাচরণপরায়ণ; অতএব এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, পাপ দ্বারা ধর্ম্ম বিনষ্ট হয় কি ধর্ম্ম দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়?" সনৎসুজাত কহিলেন, "মহারাজ! পাপ ও পুণ্য উভয়েরই ফলভোগ করিতে হয়। সন্ন্যাস ও উপাসনাপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান উভয়ই মোক্ষপ্রাপ্তির অবিচলিত কারণ, কিন্তু সন্ন্যাসসহকৃত জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মত্ব ও উপাসনাপূর্ব্বক কর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব-লাভ হইয়া থাকে। দেবত্বলাভ হইলে যেমন তাহা হইতে ব্রহ্মত্বলাভ হইতে পারে, সেইরূপ পুনরায় নরলোকে আবর্ত্তিত হইবারও সম্ভাবনা আছে; অতএব সন্ন্যাস-সহকৃত জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। এইরূপ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়েরই ফলভোগ করিতে হয়; কিন্তু উভয় ফলই অনিত্য; তন্নিমিত্ত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মজনিত ফলভোগের অবসানে পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে জন্ম হইয়া থাকে, তন্মধ্যে যিনি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি পাপকে দূরীভূত করিতে পারেন এবং তদ্দ্বারা কালক্রমে মোক্ষলাভ হইবারও সম্ভাবনা আছে, অতএব ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "ভগবন্! পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্মবলে যে সমস্ত সনাতন লোক লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের তারতম্য ও অন্যান্য বিষয় সকল কীর্ত্তন করুন। আমি স্বধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্ম শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি না।" সনৎসুজাত কহিলেন, "মহারাজ! যেমন বীরপুরুষ স্বীয় বল-বীর্য্যের স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে, তদ্রূপ যাঁহারা ব্রতসাধনবিষয়ে স্পর্দ্ধা করেন, সেই ব্রাহ্মণগণ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। যাঁহাদিগের যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে একান্ত আগ্রহ আছে, তাঁহাদিগের যজ্ঞাদিই জ্ঞানের সাধন, তাঁহারা সংসারপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করেন। বৈদিক অভিমানিগণ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞাত আছেন, এই নিমিত্ত সেই নিষ্কাম ও সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠাতারা কিঞ্চিৎ সম্মানভাজন হয়েন।

সন্ন্যাসীর আচার-ব্যবহার

যে গৃহ তৃণাদিপরিপূর্ণ বর্ষাকালীন ক্ষেত্রের ন্যায় অন্ন-পানে পরিপূর্ণ, সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিবেন, কিন্তু ক্ষীণবৃত্তি গৃহস্থকে কদাচ উৎপীড়িত করিবেন না। যে স্থানে আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ না করিলে অমঙ্গলজনক ভয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে স্থানেও যে ব্যক্তি স্বীয় উৎকর্ষ প্রকাশ না করেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি অন্যের উৎকর্ষ দর্শন করিয়া ঈর্ষাপরবশ না হয়েন এবং ব্রহ্মস্ব-গ্রহণে নিতান্ত পরাঙ্মুখ, সাধুলোকে তাঁহার অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকেন। কুক্কুরগণের স্বীয় উদগারিত দ্রব্য ভক্ষণ করা ও সন্ন্যাসীদিগের পাণ্ডিত্য প্রকটনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করা উভয়ই তুল্য। যে ব্রাহ্মণ

১। জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র—আকাশে একটি ও জলে একটি, এই দ্বিচন্দ্রভ্রম।

জ্ঞাতিগণমধ্যে বাস করিয়াও মনে করেন যে, জ্ঞাতিবর্গ আমার আচার-ব্যবহারাদি কিছুই অবগত না হউন, তিনিই ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বোক্ত আচার না করিয়া কোন্ ব্রাহ্মণ উপাধিশূন্য, বুদ্ধির অগম্য, সর্ব্বব্যাপী, নির্লেপ ও অদ্বিতীয় আত্মাকে বিদিত হইতে পারেন? কিন্তু তিনি পূর্ব্বোক্ত আচারপরায়ণ ক্ষত্রিয়ের হৃদয়েও আবির্ভূত হয়েন। তখন সেই ক্ষত্রিয়ও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে।

যে ব্যক্তি স্বয়ং একরূপ হইয়া অন্যরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে, সেই আত্মাপহারী চৌর কর্ত্তৃক কোন্ পাপ অনুষ্ঠিত না হয়? ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ অশ্রান্ত, প্রতিগ্রহশূন্য, সাধুসম্মত ও নিরুপদ্রব হইবেন এবং শিষ্ট হইয়াও কদাচ শিষ্টাচার[১] প্রদর্শন করিবেন না। যাঁহারা সামান্য মনুষ্যলব্ধ অর্থে দরিদ্র, কিন্তু পারলৌকিক ধর্ম্মাদি ও যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের অধীশ্বর, একান্ত দুর্দ্ধর্ষ ও অচলচিত্ত, তাঁহাদিগকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া জ্ঞাত হইবেন। যে দেবগণ যজ্ঞে প্রীত হইয়া যজমানের নিমিত্ত দিব্য স্ত্রী, অন্ন ও পান প্রস্তুত করেন, সেই দেবগণকে যিনি জ্ঞাত হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণের সদৃশ নহেন. যেহেতু, তিনি সেই দিব্য স্ত্রী, অন্ন ও পানের অভিলাষ করিয়া থাকেন! দেবগণ যে সন্ন্যাসী ব্যক্তিকে সম্মান করেন, তিনিই সম্মানিত; অতএব স্বয়ং আত্মাকে কদাচ সম্মাননা বা অবমাননা করিবে না। লোকসকল স্বভাবতঃ মনে করিয়া থাকে যে, আমাকে সকলেই সম্মান করে; কিন্তু উহা নিতান্ত অনুচিত। ফলতঃ বিদ্বানেরা যাঁহাকে সম্মান করেন, তিনিই প্রকৃত মানী। মায়াবিশারদ অধর্ম্মপরায়ণ মূর্খেরা মান্য ব্যক্তিদিগের সম্মান করে না, প্রত্যুত অবমাননা করিয়া থাকে। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, মান ও মৌন কদাচ একত্র বাস করে না। কিন্তু ইহলোক সম্মানলাভের নিমিত্ত এবং পরলোক মৌনের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। হে মহারাজ! ইহলোকে সম্পদই মান ও সুখের স্থান, কিন্তু উহা পরলোকবিনাশক ও সাতিশয় অনিষ্টকর। প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তিরা কদাচ ব্রাহ্মণের শ্রী লাভ করিতে সমর্থ হয় না। সাধুলোকেরা নিরূপণ করিয়াছেন, সত্য, আর্জ্জব, হ্রী, দম, শৌচ ও বিদ্যা ব্রহ্মানন্দের দ্বার; মোহ কদাচ তাহা রোধ করিতে পারে না।"

১। সামাজিক ব্যবহারে নির্লিপ্ত থাকিবেন।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

'মৌন' শব্দের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "ভগবন্! কাহার নিমিত্ত মৌন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, মৌন শব্দের অর্থ কি, মৌনের লক্ষণ কি, বিদ্বান্ ব্যক্তি মৌন দ্বারা কি প্রকারে নির্ব্বিকল্প পদ প্রাপ্ত হয়েন এবং কিরূপেই বা মৌনভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন? আপনি এক্ষণে এই সমস্ত কীর্ত্তন করুন।" সনৎসুজাত কহিলেন, "মহারাজ! সমস্ত বেদ ও মন যাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না এবং যাঁহা হইতে বেদ ও 'অয়ং' শব্দ সমুত্থিত হইয়াছে, সেই পরব্রহ্ম মৌন বলিয়া অভিহিত ও তিনিই মৌনময়।"

বেদের পাপনাশক রহস্য

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "ভগবন্! যিনি ঋক্, যজুঃ, ও সামবেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি পাপানুষ্ঠান করিলে পাপে লিপ্ত হয়েন কি না?" সনৎসুজাত কহিলেন, "মহারাজ! আমি আপনাকে সত্য কহিতেছি, ঋক্, সাম ও যজুঃ কপটাচারী পুরুষকে পাপ হইতে কদাচ পরিত্রাণ করে না, প্রত্যুত যেমন পক্ষিসকল পক্ষোদ্ভেদ হইলে কুলায় পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ বেদসকল সেই ব্যক্তিকে চরমে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।" ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বিচক্ষণ! যদি বেদ-সকল ধর্ম্ম ব্যতিরেকে উদ্ধার করিতে সমর্থ না হয়, তবে ব্রাহ্মণেরা কি নিমিত্ত বেদকে পাপ-নাশক বলেন?" সনৎসুজাত কহিলেন, "মহারাজ! এই বিশ্ব ব্রহ্মের উপাধিবিশেষ মাত্র; বেদেও ইহা নিরূপিত আছে যে, ব্রহ্ম বিশ্ব হইতে পৃথক্। সেই ব্রহ্মলাভার্থ তপস্যা ও যজ্ঞানুষ্ঠান অভিহিত হইয়াছে। বিদ্বান্ ব্যক্তি তদ্দ্বারা পুণ্যলাভ করেন এবং সেই পুণ্যবলে তাঁহার পাপ-সকল দূরীভূত হইলে তাঁহার আত্মা জ্ঞানালোকে উদ্দীপিত হইয়া থাকে। এইরূপে তিনি জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু জ্ঞানোদয় না হইলে বিষয়লালসা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। ইহলোকে যে সকল পাপপুণ্যের অনুষ্ঠান করা যায়, পরকালে তাহার ফলভোগ করিয়া পুনরায় এই কর্ম্মক্ষেত্রে আগমন করিতে হয়। ইহলোকে যে সকল তপোনুষ্ঠান করা যায়, পরলোকে তাহার ফলভোগ করিতে হয়; কিন্তু এই সংসারে

কেবল অবশ্য-কর্ত্তব্য তপোমুষ্ঠাননিরত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণের ফলভোগের স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।"

তপস্যার প্রশংসা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সনৎসুজাত! একমাত্র তপস্যা কি প্রকারে সমৃদ্ধ ও অসমৃদ্ধ হইয়া থাকে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।" সনৎসুজাত কহিলেন, "মহারাজ! দোষস্পর্শশূন্য তপস্যা মোক্ষসাধন; এই নিমিত্ত উহা সমৃদ্ধ আর দম্ভপ্রদর্শক তপস্যা অসমৃদ্ধ হইয়া থাকে। হে মহারাজ! আপনি যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সে সমস্তই তপোমূলক; বেদবেত্তারা কেবল তপস্যা দ্বারা অমৃত লাভ করিয়া থাকেন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "ভগবন্! ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন দোষস্পর্শশূন্য তপস্যা অবগত হইয়াছি; এক্ষণে তপস্যার দোষ কি প্রকার, তাহা সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।" সনৎসুজাত কহিলেন, "মহারাজ! ক্রোধ প্রভৃতি দ্বাদশ ও আত্মশ্লাঘা প্রভৃতি ত্রয়োদশ নৃশংসাচার তপস্যার দোষ বলিয়া অভিহিত হয়। শাস্ত্রে দ্বিজাতিগণের যাহা গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই ধর্ম্মাদি দ্বাদশ পিতৃগণেরও গুণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, বিধিৎসা[1], নির্দ্দয়তা, অসূয়া, মান, শোক, স্পৃহা, ঈর্ষা ও জুগুপ্সা[2] এই দ্বাদশটি দোষ; অতএব যত্নসহকারে ইহা পরিত্যাগ করিবে। যেমন ব্যাধ মৃগদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত অবসর অনুসন্ধান করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই সকল দোষ প্রত্যেক মনুষ্যকেই আক্রমণ করিবার নিমিত্ত সতত অবসর অনুসন্ধান করে। যাহারা মহাসঙ্কট সমুপস্থিত হইলেও কদাচ ভীত হয় না, সেই সমস্ত পাপস্বভাবসম্পন্ন মনুষ্যেরা আত্মশ্লাঘা, পরদারাদিভোগেচ্ছা, অবমাননা, অকারণ ক্রোধ, চপলতা এবং সামর্থ্য সত্ত্বেও প্রতিপাল্যবর্গকে প্রতিপালন না করা, এই ছয় প্রকার পাপাচরণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বনিতাসম্ভোগই পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া নিতান্ত দুর্ব্ব্যবস্থিত হয়, যে ব্যক্তি অত্যন্ত অহঙ্কৃত, যে ব্যক্তি দান করিয়া অনুতাপ করে, যে ব্যক্তি প্রাণান্তেও ধনব্যয় করে না, যে ব্যক্তি পূর্ব্বতন রাজাদিগের অপেক্ষা প্রজাগণের নিকট অধিক কর গ্রহণ করে, যে ব্যক্তি পরের পরাভব দেখিয়া সুখী হয় এবং যে ব্যক্তি ভার্য্যাদ্বেষী, এই সাত ব্যক্তি নৃশংসমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

ধর্ম্ম, সত্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, তপস্যা, অমাৎসর্য্য, হ্রী[1], তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি ও বেদাধ্যয়ন এই দ্বাদশটি ব্রাহ্মণের ব্রত। যিনি এই দ্বাদশ ব্রতসাধনে সমর্থ হয়েন, তিনি সমস্ত পৃথিবী শাসন করিতে পারেন; অধিক কি, যিনি এই দ্বাদশটির মধ্যে তিনটি, দুইটি অথবা একটি ব্রতও সাধন করেন, তিনি অবশ্যই অলৌকিক ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠেন। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ত্যাগ ও তত্ত্বানুসন্ধান মুক্তির আধার। মনীষী ব্রাহ্মণগণ এই তিনটি গুণকে সত্যপ্রধান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। দম অষ্টাদশগুণসম্পন্ন। বৈদিক কার্য্য ও উপবাস প্রভৃতি ব্রতাদির প্রতিকূলতাচরণ, অনৃত, অসূয়া, কাম, ধনোপার্জ্জনার্থ নিতান্ত যত্ন, স্পৃহা, ক্রোধ, শোক, তৃষ্ণা, লোভ, পিশুনতা[2], মাৎসর্য্য, হিংসা, পরিতাপ, সৎকর্ম্মে অনভিলাষ, কর্ত্তব্যবিস্মরণ, পরাক্রোশ ও আপনার প্রতি মহত্ত্ববুদ্ধি, এই সকল দোষ হইতে যিনি বিমুক্ত হইয়াছেন, সাধু লোক তাঁহাকে দমগুণ-সম্পন্ন বলিয়া থাকেন। মদ এই অষ্টাদশ দোষসম্পন্ন। মদের বিপরীতই দম।

প্রথম, সম্পদ্‌লাভে হর্ষ প্রকাশ না করা, দ্বিতীয়, যজ্ঞ-হোমাদির অনুষ্ঠান ও তড়াগ-খননাদি, তৃতীয়, বৈরাগ্যবশতঃ কামত্যাগ, চতুর্থ নানাবিধ গুণ ও দ্রব্যসম্পন্ন হওয়া এবং অপ্রিয় উপস্থিত হইলে কদাচ ব্যথিত না হওয়া, পঞ্চম অভিলষিত কলত্র ও পুত্রগণকে কদাচ যাচ্ঞা না করা এবং ষষ্ঠ যোগ্য ব্যক্তি যাচ্ঞা করিলে তাহার অভিলাষ পূর্ণ করা,—এই ষড়্‌বিধ ত্যাগ শ্রেয়স্কর। ইহার মধ্যে তৃতীয় নিতান্ত দুষ্কর, কিন্তু তদ্বিষয়ের অনুষ্ঠান করিলে দুঃখনাশ ও দ্বৈতভাব বিদূরিত হয়। স্বেচ্ছানুসারে উপভোগ সামগ্রী পরিত্যাগ করিলেই নিষ্কাম হইয়া থাকে; কিন্তু উপভোগ করিলে কদাচ কামের উপশম হয় না। কর্ম্ম সম্পন্ন না হইলে দুঃখ বা গ্লানি প্রকাশ করা অনুচিত। যিনি উক্ত ষড়্‌বিধ ত্যাগ দ্বারা প্রমাদী না হয়েন, তিনি সত্য, ধ্যান, সমাধান, তত্ত্বজিজ্ঞাসা, বৈরাগ্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপ্রতিগ্রহ, এই আটটি গুণসম্পন্ন হইয়া থাকেন। এইরূপে ত্যাগী ও অপ্রমাদের আটটি গুণ আর প্রমাদের আটটি

১। অতৃপ্তি—উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান প্রাপ্তির ইচ্ছা। ২। নিন্দা।

১। লজ্জা। ২। খলতা।

দোষ। সেই সমস্ত দোষ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য ; মানব পাঁচ ইন্দ্রিয়, মন এবং অতীত ও অনাগত প্রমাদ হইতে মুক্ত হইলে সুখী হয়। হে মহারাজ! আপনি সত্যপরায়ণ হউন, লোকসকল সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে এবং উহাদিগের সত্যপ্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে এবং সত্যই মুক্তির আধার। দোষ সমুদয় পরিহার করিয়া তপোনুষ্ঠানব্রতে দীক্ষিত হইবে। বিধাতা এইরূপ বিধান করিয়াছেন যে, সত্যই সাধুলোকের একমাত্র ব্রত। হে রাজন্! এই সমস্ত দোষবিহীন ও এই সকল গুণসম্পন্ন তপস্যাই সমৃদ্ধ তপস্যা। আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই জন্মমৃত্যুজরাপহারী পাপহর পবিত্র বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম।"

বেদের প্রকারভেদ—বেদবেদ্য বিষয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "ভগবন্! ইতিহাস-পুরাণাদি অন্তর্গত করিয়া বেদ পাঁচ প্রকার অভিহিত হইয়া থাকে, কিন্তু কেহ চতুর্ব্বেদ, কেহ ত্রিবেদ, কেহ দ্বিবেদ, কেহ একবেদ, কেহ বা আপনাকে বেদশূন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তন্মধ্যে কোন্ ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলিতে পারা যায়?" সনৎসুজাত কহিলেন, "মহারাজ! একমাত্র সত্যস্বরূপ বেদ্যের অপরিজ্ঞানার্থ বেদ বহুবিধ উপকল্পিত হইয়াছে, ফলতঃ ব্রহ্মলাভ হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। কেহ কেহ সত্যস্বরূপ বেদ্যকে সবিশেষ পরিজ্ঞাত না হইয়া আপনাকে প্রাজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং বাহ্য সুখলোভে দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন। যাহারা পরমানন্দলাভ হইতে প্রচ্যুত হইয়াছে, তাহাদিগের সামান্য আনন্দলাভের অভিলাষ হয়, পরে তাহারা বেদবচনের মন্ত্রগ্রহণ করিয়া যাগযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া থাকে। কেহ মানস, কেহ বাক্য এবং কেহ বা কর্ম্ম দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন ; কিন্তু যিনি তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া উঠেন, তিনি ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। চিত্তের একাগ্রতা না হইলে বাক্‌সংযমাদি বিষয়ে মনোনিবেশ করিবে, কিন্তু তাহার ফল নিত্য নহে, এই নিমিত্ত সাধুলোকেরা সত্যেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

জ্ঞানের ফল প্রত্যক্ষ ; দেখুন, যে ব্রাহ্মণ বহু অধ্যয়ন করেন, তাঁহাকে বহুপাঠী বলে। তপস্যার ফল লোকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মহারাজ! কেহ কেবল অধ্যয়ন দ্বারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, কিন্তু যিনি সত্য হইতে প্রচ্যুত না হয়েন, তিনিই ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বে মহামুনি অথর্ব্বা ও অন্য মহর্ষিগণ যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার নাম উপনিষদ্ ও তাঁহারাই উপনিষদ্বেত্তা। কিন্তু যাহারা বেদাধ্যয়নে পরাঙ্মুখ, তাহারা বেদবেদ্য বস্তুর তত্ত্ব কিছুমাত্র অবগত হইতে সমর্থ হয় না। বেদ ব্রহ্মজ্ঞানের নিরপেক্ষ কারণ, বেদবেত্তারা সেই জ্ঞান দ্বারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকেন। কেহ বেদার্থ অনুধাবন করিতে সমর্থ হয়, কেহ বা অসমর্থ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বেদজ্ঞ, তিনি বেদবেদ্য বিষয় পরিজ্ঞাত নহেন, কিন্তু যিনি সত্যপরায়ণ, তিনিই সেই বেদবেদ্য পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইতে পারেন।

যেমন কোন প্রসিদ্ধ মহীরুহের শাখা প্রতিপদ্-চন্দ্রের কলার জ্ঞানবিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ বেদ পরমপুরুষার্থস্বরূপ সত্যের জ্ঞানবিষয়ে সহায়তা করে।[১]

যিনি বাক্যার্থ-বর্ণনকুশল, বিচক্ষণ এবং ছিন্নসংশয় হইয়া অন্যের সংশয় অপনোদন করিতে সমর্থ হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণ। কি উত্তর কি দক্ষিণ, কি পূর্ব্ব কি পশ্চিম, কি ঊর্দ্ধ কি অধঃ, কি দিক্ কি বিদিক্, কি প্রাণময়াদি পঞ্চকোষ[২], কোন স্থানেই তাঁহার অনুসন্ধান করিবে না। তপস্বী বেদ অনুসন্ধান না করিয়া সেই পরমাত্মাকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে, কিন্তু ব্যাপারযুক্ত মনোদ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করিবে না। হে মহারাজ! আপনি বেদবিগ্রস্ত বাক্যের অগোচর সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হউন। মৌন অবলম্বন ও অরণ্যে বাস করিলে মুনি হইবেন, এমন নহে ; ফলতঃ যিনি আপনার (নিজ) লক্ষণ অবগত হইয়াছেন তিনিই মুনিশ্রেষ্ঠ। যিনি অর্থ-সকল ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হয়েন, তিনি বৈয়াকরণ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন, অতএব যে শাস্ত্রে ঐরূপ অর্থ-সকল ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে, তাহা ব্যাকরণ বলিয়া বিখ্যাত। যে ব্যক্তি লোক-সকলকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তিনি সর্ব্বদর্শী, কিন্তু যিনি ব্রহ্মে অবস্থান করেন,

---

১। শাখার উল্লেখে যেমন বৃক্ষ বুঝাইতে হয়, কলার কথায় যেমন চন্দ্রের পরিচয় হয়—তদ্রূপ সমগ্র বেদের বিষয় বলিতে উপনিষদের বিবরণ উল্লেখনীয়। ২। পঞ্চকোষ—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়।

তিনি ব্রহ্মজ্ঞানবলে সর্ব্ববিৎ হইয়া থাকেন। এইরূপে যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন ও ধর্ম্মদমাদিতে আনুপূর্ব্বিক অবস্থান করেন, তিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। হে রাজন্! আমি স্নেহপূর্ব্বক আপনার নিকট অনুভবসিদ্ধ[1] বিষয়সকল কীর্ত্তন করিলাম।"

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

ব্রহ্মচর্য্য-বিধাননির্ণয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সনৎসুজাত! আপনি অত্যুৎকৃষ্ট ব্রহ্মপ্রাপক ও বিশ্বপ্রকাশক কথা কীর্ত্তন করিতেছেন, এক্ষণে বিষয়সম্পর্কশূন্য সুদুর্ল্লভ বাক্য কীর্ত্তন করুন।" সনৎসুজাত কহিলেন, "মহারাজ! আপনি প্রফুল্ল-মনে আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সত্বর সেই ব্রহ্মলাভ করা নিতান্ত সুকঠিন। 'আমি ব্রহ্ম' এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে মন বিলীন হইলে পর ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা সকল-বৃত্তি-বিরোধিকা বিদ্যা-নাম্নী কোন অবস্থা লাভ হইয়া থাকে।" ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "ভগবন্! আপনি সামান্য কার্য্যের অসদৃশ ব্রহ্মচর্য্যব্রতসিদ্ধ যে সনাতন ব্রহ্মবিদ্যার কথা উল্লেখ করিলেন, তাহা কার্য্যকালে আত্মাতেই অবস্থান করে, অতএব ব্রাহ্মণের যোগ্যমুক্তি কি প্রকারে লাভ হইতে পারে?" সনৎসুজাত কহিলেন, "মহারাজ! ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ পুরাতন ব্রহ্মবিদ্যা বুদ্ধি দ্বারা কীর্ত্তন করিব; সেই বিদ্যা বৃদ্ধ গুরুদিগকে নিত্য আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে এবং তাহা লাভ করিলে মনুষ্য মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করে।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "ভগবন্! ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা প্রকৃতরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়; অতএব এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্য কিরূপ, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।" সনৎসুজাত কহিলেন, "মহারাজ! যিনি আচার্য্যের নিকট গমনপূর্ব্বক নিষ্কপট সেবা দ্বারা তাঁহার অন্তরঙ্গ হইয়া ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি ইহলোকেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়েন এবং কলেবর পরিত্যাগ করিয়াও পরব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া থাকেন। যে সমস্ত সত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা ইহলোকে জিতকাম হইয়া মুক্তিলাভ করিবার নিমিত্ত তিতিক্ষা করিয়া আছেন, যেমন মুঞ্জ[2] হইতে ঈষীকা[3] পৃথক্কৃত হয়, তদ্রূপ তাঁহারা দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া থাকেন। মনুষ্যেরা পিতা-মাতা হইতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে; পরে তাহারা গুরূপদেশ প্রাপ্ত হইলে পবিত্র, অজর ও অমর হয়। আচার্য্য সত্য দ্বারা বাহ্যান্তর আবৃত এবং বাক্য দ্বারা ব্রহ্ম আবিষ্কৃত ও মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন; অতএব তাঁহাকেই পিতামাতা-স্বরূপ বিবেচনা করিবে এবং তৎকৃত উপকার স্মরণ করিয়া কদাচ তাঁহার অপকারে প্রবৃত্ত হইবে না। শিষ্য প্রতিনিয়ত গুরুকে অভিবাদন এবং শুচি ও অপ্রমত্ত হইয়া অধ্যয়ন করিবে। মান ও রোষ বিসর্জ্জন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম পাদ। প্রাণ ধন, কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা আচার্য্যের শুভানুধ্যাননিরত হইবে এবং গুরুপত্নী ও গুরুপুত্রের প্রতি গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিবে। ইহা ব্রহ্মচর্য্যের দ্বিতীয় পাদ। আচার্য্যের অনুগ্রহে দুঃখনিবৃত্তি, আনন্দবৃদ্ধি ও উন্নত অবস্থাপ্রাপ্তি হইয়াছে, এই কয়েকটি উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রতিনিয়ত সন্তুষ্ট থাকিবে। ইহা ব্রহ্মচর্য্যের তৃতীয় পাদ। গুরুদক্ষিণা প্রদান না করিয়া কদাচ আশ্রমান্তর প্রবেশ করিবে না ও 'আমি গুরুকে অর্থ প্রদান করিতেছি' ইহাও কখন মনে করিবে না বা বলিবে না। ইহ ব্রহ্মচর্য্যের চতুর্থ পাদ। শিষ্য বুদ্ধিপরিপাক দ্বারা এক পাদ, গুরুলাভে দ্বিতীয় পাদ, বুদ্ধিবৈভব দ্বারা তৃতীয় পাদ ও সহাধ্যায়ীদিগের সহিত বিচার দ্বারা চতুর্থ পাদ, এই চারি পাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মাদি দ্বাদশটি ব্রহ্মচর্য্যের স্বরূপ ও আসনপ্রাণায়ামাদি ধর্ম্মাঙ্গ-সকল তাহার বল; এই ব্রহ্মচর্য্য আচার্য্যের সাহায্য ও বেদার্থ-প্রতিপত্তি দ্বারা ফলিত হইয়া থাকে। এইরূপ গুরু প্রয়োজনে প্রবৃত্ত শিষ্য যে কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে, তাহা আচার্য্যকে দান করিবে; গুরু এই বৃত্তি বহুগুণসম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করেন এবং এক প্রকার বৃত্তি গুরুপুত্রের প্রতিও অভিহিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাব

যিনি এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকারে পরিবর্দ্ধিত হইয়া বহু পুত্র ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন; নানাদিগ্দেশস্থ ব্যক্তি তাঁহাকে অর্থ দান করে ও অনেকে তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে

১। উপলব্ধ। ২। শরমূলা তৃণ। ৩। শরমূলা তৃণের ডাঁটা।

ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে দেবগণ দেবত্ব ও মনীষী মহর্ষিগণ ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছেন। অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সূর্য্যদেব ব্রহ্মচর্য্য-প্রভাবেই প্রতিনিয়ত উদিত হইতেছেন। যেমন লোকে চিন্তিত-বস্তুপ্রদ চিন্তামণি লাভ করিয়া অভিলষিত অর্থ প্রদান করিতে পারে, তদ্রূপ দেবাদি ব্রহ্মচর্য্য লাভ করিয়া অভিলষিত বস্তু প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যিনি তপোনুষ্ঠানপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহার শরীর পবিত্র। তিনি রাগদ্বেষ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ এবং অন্তকালে মৃত্যু জয় করিয়া থাকেন। তিনি দেহ পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মপ্রভাবে অভিলষিত লোক-সমুদয় জয় করেন; কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি জ্ঞানপ্রভাবে ব্রহ্মলাভ করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তিলাভের আর উপায় নাই।"

হৃদয়স্থ ব্রহ্মের স্বরূপ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "ভগবন্! বিদ্বান্ ব্যক্তি হৃদয়-মধ্যে ব্রহ্মকে শুক্লবর্ণ কি কৃষ্ণবর্ণ কি লোহিতবর্ণ কি পিঙ্গলবর্ণ অথবা আয়সবর্ণ[১] সন্দর্শন করেন? আপনি এক্ষণে সেই অবিনাশী সর্ব্বব্যাপীর রূপ কি প্রকার তাহা কীর্ত্তন করুন।" সনৎসুজাত কহিলেন, "মহারাজ! ব্রহ্মের রূপ শুক্ল, লোহিত, আয়স এবং সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে। সেই রূপ ভূলোকে নাই, দ্যুলোকে নাই, সাগরে নাই, সলিলে নাই, তারকাসমূহে নাই, সৌদামিনীমালায় নাই, জলদজালে নাই, বায়ুতে নাই, দেবনিবহে নাই, নিশাকরে নাই এবং সূর্য্যমণ্ডলেও নাই। ঋক্, যজুঃ, অথর্ব্ব, সাম, রথন্তর[২], বাহদ্রথ[৩] এবং মহাযজ্ঞেও তাহা নয়নগোচর হয় না। সেই ব্রহ্ম অনতিক্রমণীয়[৪] ও অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের অতীত, প্রলয়কালে অন্তকও তাহাতে বিলীন হইয়া থাকে; তিনি ক্ষুরধারের ন্যায় নিতান্ত দুর্লক্ষ্য এবং পর্ব্বত অপেক্ষাও বৃহত্তর; তিনি প্রতিষ্ঠা, তিনি মুক্তি, তিনি সমুদয় লোক, তিনি যশঃ ও তিনিই ব্রহ্ম। তাঁহা হইতে প্রাণিগণ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাঁহাতেই লীন হইতেছে। তিনি অনাময়, মহৎ ও উদিত যশঃস্বরূপ। কবিগণ তাঁহাকে বিকার-স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন; কিন্তু তিনি বিকৃত নহেন; তাঁহাতে এই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে। যে সকল মহাত্মারা তাঁহাকে বিদিত হয়েন, তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন।"

১। লৌহকান্ত—লোহার ন্যায় বর্ণ। ২—৩। সামের অংশ। ৪। দুর্ব্বোধ্য।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

ত্যাজ্য-গ্রাহ্য-বিষয়ক বিধি

"হে মহারাজ! শোক, ক্রোধ, সন্তাপ, লোভ, কাম, মান, নিদ্রাপরায়ণতা, ঈর্ষা, মোহ, বিধিৎসা, কৃপা, অসূয়া ও জুগুপ্সা, এই দ্বাদশটি মহাদোষ ও প্রাণনাশক। এই সকল দোষ প্রত্যেক মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে; মূঢ়বুদ্ধি মনুষ্য ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। স্পৃহাবান্ উগ্রস্বভাব, পরুষবাক্, বহুভাষী, ক্রোধ-পরবশ ও আত্মশ্লাঘানিরত, এই ছয় জন নৃশংস; ইহারা অর্থ লাভ করিয়া অন্যের অবমাননা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি স্ত্রীসংসর্গ পুরুষার্থ বোধ করিয়া দুর্ব্ব্যবস্থিত হয়, যে ব্যক্তি অতি মানী, যে ব্যক্তি কৃপণ, যে ব্যক্তি হীনবীর্য্য, যে ব্যক্তি আত্ম-প্রশংসানিরত, যে ব্যক্তি বনিতাদ্বেষী এবং যে ব্যক্তি দান করিয়া আত্মশ্লাঘা করে, এই সাত জন পাপশীল ও নৃশংস। ধর্ম্ম, সত্য, তপঃ, দম, অমাৎসর্য্য, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, দান, শাস্ত্র, ধৈর্য্য ও ক্ষমা, এই দ্বাদশটি ব্রাহ্মণের মহাব্রত বলিয়া অভিহিত হয়। যিনি এই দ্বাদশটি ব্রত পালন করেন, তিনি এই পৃথিবী শাসন করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি এই দ্বাদশটি ব্রতের তিন, দুই অথবা একটিমাত্র ব্রত সাধন করেন, সামান্য ধনে তাঁহার আর আদর থাকে না। ত্যাগ, দম ও অপ্রমাদে মুক্তি অবস্থান করিতেছে। এই তিনটি মনীষী ব্রাহ্মণগণের নিতান্ত শ্রেয়স্কর।

ব্রাহ্মণের প্রকৃত বা আরোপিত দোষ কীর্ত্তন করা সাতিশয় অপ্রশস্ত; তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে অবশ্যই নিরয়গামী হইতে হয়। পরদারপরায়ণতা, ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ, গুণে দোষারোপ, মিথ্যাবাক্য, কাম, ক্রোধ, পরদোষ-কীর্ত্তন, মদ্যাদির বশবর্ত্তিতা, ক্রূরতা, অর্থহানি, বিবাদ, মাৎসর্য্য, প্রাণিপীড়ন, ঈর্ষা, অহংকারদ্যোতক হর্ষ, অতিবাদ, অজ্ঞানতা ও নিরন্তর

পরানিষ্টচিন্তা, এই অষ্টাদশ মদদোষ; ইহা নিতান্ত নিন্দিত; অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরম যত্নসহকারে এই সকল দোষ পরিত্যাগ করিবেন। সৌহৃদ্যে ছয়টি গুণ বিদ্যমান আছে;—প্রিয় উপস্থিত হইলে হর্ষ ও অপ্রিয় উপস্থিত হইলে দুঃখের উদ্রেক; কোন ব্যক্তি শুদ্ধভাবসম্পন্ন দাতার নিকট আচার্য্য, পুত্র, কলত্র ও বিভবাদি প্রার্থনা করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করা; যাহাকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিবে, আমি এ ব্যক্তির উপকার করিয়াছি মনে করিয়া তাহার আবাসে কদাচ বাস না করা; সৎকর্ম্মার্জ্জিত অর্থ উপভোগ এবং মিত্রের হিতসাধনার্থ আপনার মঙ্গলজনক কার্য্যেরও ব্যাঘাত করা।

যিনি এইরূপ গুণবান, দ্রব্যবান[১], দাতা ও সত্ত্বগুণসম্পন্ন হয়েন, তিনি শব্দাদি পঞ্চবিষয়[২] হইতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে নিবৃত্ত করিয়া থাকেন; ইহাই সম্পূর্ণ তপঃ, ইহাতেই সদগতিলাভ হয়। ধৈর্য্যচ্যুত ব্যক্তিরা 'দিব্য সুখসম্ভোগ করিব,' এই সঙ্কল্পে সমাহিত তপঃপ্রভাবে উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সত্যের অবধারণপ্রযুক্ত সঙ্কল্প হইতে যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হয়। কেহ মনঃ, কেহ বাক্য, কেহ বা কর্ম্ম দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু পরমাত্মা সত্যসঙ্কল্প পুরুষের উপরও আধিপত্য করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! এক্ষণে ব্রাহ্মণের কতকগুলি বিশেষ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ব্রাহ্মণেরা অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন, ইহা তাঁহাদিগের একান্ত যশস্কর; কবিগণ ইহা ভিন্ন অন্য অশাস্ত্র বাক্যকে বিকার বলিয়া থাকেন। সমুদয় বিষয়ই যোগের অধীন; যাঁহারা ঐ যোগ সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসে মুক্তি লাভ করেন। উত্তমরূপ অনুষ্ঠিত কর্ম্মপ্রভাবে ব্রহ্মলাভ হয় না। অবিদ্বান্ পুরুষ যাগ ও হোমাত্মক কর্ম্ম দ্বারা মোক্ষলাভ করিতে পারে না এবং অন্তকালে আনন্দ লাভ করিতেও সমর্থ হয় না। তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা করিবে; মন[৩] দ্বারা তাঁহার অনুসন্ধান করা অবিধেয়। ব্রাহ্মণগণ স্তুতিবাদে প্রীতি ও নিন্দায় ক্রোধ পরিত্যাগ করিবেন। বেদচতুষ্টয় আনুপূর্ব্বিক অনুশীলন করিলে ইহলোকেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার ও তাদাত্ম্যলাভ হইয়া থাকে।"

১। ধনবান্—বিত্তশালী। ২। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ।
৩। বিষয়াসক্ত মন।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

শুক্ররূপী ব্রহ্মার বিবরণ

সনৎসুজাত কহিলেন, "মহারাজ! জ্যোতির্ম্মাত্র দীপ্তিশীল মহাযশ নামক যে শুক্র[১] আছেন, দেবগণ তাঁহার উপাসনা করেন এবং তাঁহা হইতে সূর্য্য বিরাজিত হইতেছেন; যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ শুক্রকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম শুক্র হইতে উদ্ভূত এবং তাঁহা দ্বারাই পরিবর্দ্ধিত হয়েন। সূর্য্যাদি জ্যোতিঃপদার্থেরও ভয়প্রদ, অন্য দ্বারা অপ্রকাশিত সেই শুক্র গ্রহমণ্ডলীমধ্যে উত্তাপ প্রদান করিতেছেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। জীব ও ঈশ্বর উভয়েই হৃদয়াকাশে অবস্থান করিতেছেন; তন্মধ্যে এক জন নির্ম্মায়[২] ও সূর্য্যের সূর্য্য[৩]। তিনি ভূলোক ও দ্যুলোক ধারণ করিয়া আছেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। ভগবান্ শুক্র পৃথিবী, আকাশ, দিক্-সমুদয়, ভুবন ও সেই দেবদ্বয়কে ধারণ করিতেছেন। তাঁহা হইতে নদী সকল প্রবাহিত ও মহাসাগর-সমুদয় বিহিত হইয়াছে। যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়স্বরূপ অশ্বগণ কর্ম্মাধীন ও বিনাশী দেহরথে যোজিত হইয়া জীবকে সেই দিব্য অজর, অমর পরমাত্ম-পদে প্রতিষ্ঠিত করে। যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহার রূপের সাদৃশ্য নাই, কেহ তাঁহাকে নয়নগোচর করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু যাঁহারা মন, বুদ্ধি ও হৃদয় দ্বারা অবগত হয়েন, তাঁহারাই মুক্তিলাভ

১। রবি আদি গ্রহগণের অন্যতম জ্যোতিষ্ক পদার্থ-অর্থে এবং শরীর-বিষয়ক মজ্জাদি ধাতুর অন্যতম ধাতু-অর্থে শুক্র শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্থূলাভিমানী ব্যক্তিগণ শুক্রের এইরূপই স্বরূপ নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। যোগিগণ যোগবলে তাঁহার ব্রহ্মস্বরূপত্ব প্রত্যক্ষ করেন। তাঁহারা দেখেন—(গ্রহপক্ষে) মূল কারণ শুক্র হইতে উদ্ভূত মায়া কর্ত্তৃক উপাধিপ্রাপ্ত সূর্য্য জগৎ প্রসব করেন। (ধাতুপক্ষে) আনন্দস্বরূপ শুক্রই বীজরূপে জগৎ বিস্তার করেন। দেবাদি অখিল লোক শুক্রের যোগিপ্রত্যক্ষীভূত রূপেরই দর্শন ও স্তুতি করিয়া থাকেন; যোগিগণ প্রত্যক্ষ করেন যোগচক্ষু প্রভাবে; আর সেই যোগচক্ষুর জনক ব্রহ্মচর্য্য। তাই ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে ব্রহ্মচর্য্যের বিবরণ করিতে করিতে সনৎসুজাত ব্রহ্মরূপী শুক্রের কথা অবতারণা করিয়াছেন।
২। অমায়িক—কার্য্য-কারণ-গুণহীন। ৩। প্রকাশক।

করেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্‌কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। জীবগণ চিত্ত, স্মরণ, শ্রোত্র, বাক্, বচন, শব্দ, বিপদ্, প্রাণ, শ্বসন, সংস্কার, সুকৃতসম্পন্ন, চক্ষুরাদির অনুগ্রাহক দেবগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত অবিদ্যা-নদীর জল পান ও তাহাতে পুত্র, পত্নী প্রভৃতি মধুর ফল নিরীক্ষণপূর্ব্বক তৃপ্তিলাভ করিয়া সেই শুক্রনামক অধিষ্ঠান পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইয়া থাকে; যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন; যে জীব পরলোকে কর্ম্মের অর্দ্ধফল উপভোগ করিয়া ইহলোকে অবশিষ্ট ফলভোগ করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া থাকে এবং অন্তর্যামী হইয়া সর্ব্বভূতমধ্যে অবস্থান করে, সেই জীবই যজ্ঞাদির প্রবর্ত্তক। যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। চিদাত্মরূপ পক্ষী স্ত্রীপুত্র-স্বরূপ পত্রবিশিষ্ট অবিদ্যা-বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া পক্ষহীন হয়; অনন্তর তথায় পক্ষোদ্ভেদ হইলে স্বেচ্ছানুসারে নানাদিকে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্‌কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন।

পূর্ণস্বরূপ পূর্ণকে উদ্ধার করেন পূর্ণস্বরূপ পূর্ণ-স্বরূপকে নির্ম্মাণ করেন এবং পূর্ণস্বরূপ পূর্ণস্বরূপকে সংহার করেন, সুতরাং পরিশেষে একমাত্র পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্‌কে সন্দর্শন করেন। বায়ু তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়া তাঁহাতেই বিলীন হইতেছে; অগ্নি, সোম ও প্রাণ তাঁহা হইতেই সঞ্জাত হইতেছে; ফলতঃ সমস্ত বস্তুই সেই পূর্ণ হইতে সমুদ্ভূত হইতেছে। হে মহারাজ! তিনি বাক্যের অগোচর। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্‌কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন।

যোগিগণের পরমাত্মদর্শন প্রণালী

অপান[১] প্রাণে[২], প্রাণ মনে, মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া থাকে। যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করেন। যেমন হংস সময়ানুসারে এক চরণ গোপন করিয়া থাকে, তদ্রূপ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়াখ্য[৩] পাদচতুষ্টয়সম্পন্ন পরমাত্মা তুরীয়াখ্য পাদ প্রকাশ না করিয়া কেবল পাদত্রয়ে বিচরণ করেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে মৃত ও অমৃত উভয়ই বিলুপ্ত হয়। যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। অন্তরাত্মা অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ; তিনি লিঙ্গশরীরযোগে নিত্য হইয়া থাকেন; কিন্তু মূঢ়েরা সেই সর্ব্বকার্য্য-সমর্থ, স্তবনীয়, মূলকারণ, চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরকে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। মনুষ্যেরা শমাদিবিহীন হউক বা তদ্যুক্তই হউক, ঈশ্বরকে একরূপ দর্শন করিয়া থাকে; তাঁহার নিকট মৃত ও অমৃত উভয়েই তুল্য; কেবল মুক্ত ব্যক্তিরা মধুস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। বিদ্বান্ ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবে সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া উভয় লোকেই সঞ্চরণ করিতে সমর্থ হয়েন; তিনি তৎ-কালে অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান না করিলেও তাহার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে রাজন্! আপনি 'আমি দাস' এরূপ বাক্য কদাচ প্রয়োগ করিবেন না; কারণ, ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিরা ব্রহ্মের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। বাক্য-মনের অগোচর, যোগৈকগম্য, নির্ব্বিকার পরমাত্মা জীবকে আপনাতে লীন করেন; যে ব্যক্তি সেই পরমাত্মাকে অবগত হইয়াছেন, তাঁহার মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। যিনি অনন্ত পক্ষ বিস্তার করিয়া থাকেন, যিনি অনন্ত পক্ষ বিস্তার করিয়া গমন করেন, যাহার বেগ মনোবেগতুল্য, তিনিই হৃদয়স্থ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন; যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্‌কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন।

সেই পরমাত্মার রূপ নয়নগোচর হয় না; কিন্তু বিশুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিরাই তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। যিনি জগতের মিত্র ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ-শীল হইয়া এবং পুত্রাদি-বিনাশেও শোকাকুল না হইয়া প্রব্রাজিত হয়েন, সেই মহাপুরুষই মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যোগীরা সেই মুক্তিদাতা সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। মনুষ্যেরা স্বীয় শিক্ষা ও চরিত্র দ্বারা আপনার পাপ-কর্ম্ম সমুদয় গোপন করে; আর বিমূঢ় ব্যক্তিরা আপাতরমণীয় বিষয়ে বিমোহিত হয় এবং অজ্ঞকেও সেই সমস্ত

১—২। শরীরস্থ পঞ্চ বায়ু—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, অপান বায়ুর অধিষ্ঠান গুহ্যদেশে, প্রাণবায়ুর অধিষ্ঠান হৃদয়ে। যোগিগণ এই পঞ্চবায়ু ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে উদ্‌গত করিয়া পরমাত্মায় লীন করিয়া থাকেন। ৩। চতুর্থ।

পাপকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে; কিন্তু যোগীরা সর্ব্বদা সৎসংসর্গলাভের নিমিত্ত সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। আমি কোন কালে সুখ-দুঃখ-জরা-মরণাদিসম্পন্ন নহি; অতএব আমার জন্ম-মরণও নাই; সুতরাং মোক্ষলাভের অভিলাষ করি না। কারণ, সত্য মিথ্যা, সৎ ও অসৎ সকলই একমাত্র ব্রহ্মে পর্য্যবসিত হইতেছে। যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। মনুষ্যমণ্ডলীমধ্যে সৎকর্ম্ম বা অসৎকর্ম্ম দ্বারা উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নয়নগোচর হয়, কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মে তাহা কিছুই নাই; তিনি সেরূপ নহেন। অমৃতের সমান সর্ব্বদা সমভাবসম্পন্ন; পুণ্য-পাপ কদাচ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। হে মহারাজ! আপনি পূর্ব্বোক্তরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তির অভিলাষ করুন। যোগীরা এই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। নিন্দা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির হৃদয় পরিতপ্ত করিতে সমর্থ হয় না, অধ্যয়নে অমনোযোগ ও অগ্নিহোত্রের অনমুষ্ঠান তাঁহার অন্তঃকরণ সন্তপ্ত করিতে পারে না। তিনি ব্রহ্মবিদ্যা-প্রভাবে অতি শীঘ্র ধ্যানপরায়ণ পুরুষলভ্য প্রজ্ঞা লাভ করেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বভূতমধ্যে আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি অন্যকে বিষয়াসক্ত নিরীক্ষণ করিয়া কদাচ শোকাকুল হয়েন না; কিন্তু সেই বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরাই শোকাকুল হইয়া উঠে। যেমন পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির জলাশয়ে ইষ্টসিদ্ধি হয়, তদ্রূপ আত্মজ্ঞ ব্যক্তির সমস্ত বেদমধ্যে ইষ্ট-সিদ্ধি হইয়া থাকে। অঙ্গুষ্ঠমাত্র হৃদয়স্থিত আত্মা কাহারও দৃষ্টিগোচর হয়েন না; তিনি জন্মাদিশূন্য, অতন্দ্রিত ও জগন্নিয়ন্তা। বিদ্বান্ ব্যক্তি তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়া নির্ম্মল হয়েন।

আমি মাতা, আমি পিতা, আমি পুত্র, আমি অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান সকলেরই আত্মা এবং আমিও বৃদ্ধ পিতামহ। তোমরা আমার আত্মাতে অবস্থান করিতেছ; কিন্তু আমার নও, আমিও তোমাদের নই। আত্মাই আমার অধিষ্ঠান এবং আত্মাই আমার জন্মস্থান। আমিও তপঃপ্রভাবে সর্ব্বত্র অবস্থান করিতেছি; আমি অজর, আমি দিবারাত্র আলস্যশূন্য; পণ্ডিত ব্যক্তিরা আমাকে সন্দর্শন করিয়া, নির্ম্মল হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে সূক্ষ্ম অপেক্ষা সূক্ষ্ম, সর্ব্বদর্শী, সকলের অন্তর্যামী, পিতা ও হৃৎপদ্মে অবস্থিত বলিয়া জ্ঞাত হয়েন।"

সনৎসুজাতপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

যানসন্ধিপর্ব্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র কুমার সনৎসুজাত ও ধীমান্ বিদুরের সহিত কথোপ-কথন করিতে করিতে সেই বিভাবরী[১] অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর তিনি পাণ্ডবগণের ধর্ম্মার্থসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিবার অভিলাষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর, মহারথ যুযুৎসু ও অন্যান্য শৌর্য্যশালী পার্থিবগণ সমভিব্যাহারে এবং কোপন-স্বভাব কুরুরাজ দুর্যোধন, দুঃশাসন, চিত্রসেন, শকুনি, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, কর্ণ, উলুক ও বিবিংশতিসমভিব্যাহারে সুধাবদাত[২], বিস্তীর্ণ, কনক-চত্বর-শোভিত, চন্দ্রপ্রভ, চন্দনরসাভিষিক্ত, পরিচ্ছদ-পরিচ্ছন্ন, কাঞ্চনময় দারুময়, প্রস্তরসারময় ও দন্তময় আসন-সমূহে সমাকীর্ণ, রুচির সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। শৌর্য্যশালী মহাবাহু সূর্য্যসম তেজস্বী রাজগণ বিচিত্র আসন-সকল পরিগ্রহ করিলে সেই সভা সুরমণ্ডলীমণ্ডিত ইন্দ্রপুরীর ন্যায়, সিংহসমূহসনাথ গিরিগুহার ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে সঞ্জয়ের প্রত্যাবর্ত্তন

অনন্তর দ্বারবান্ নিবেদন করিল, "মহারাজ! পাণ্ডবগণের সমীপে যে রথ প্রেরিত হইয়াছিল, ঐ সেই রথ আসিতেছে। আমাদের দূত সূতপুত্র সঞ্জয় শীঘ্রগামী তুরঙ্গ-সমূহের সাহায্যে অতি শীঘ্রই আগমন করিয়াছেন।"

অনন্তর কুণ্ডলধারী সঞ্জয় রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক মহাত্মা মহীপাল-সমূহে পরিপূর্ণ রাজসভায় প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "হে কৌরবগণ! আমি পাণ্ডবগণের নিকট হইতে প্রত্যাগত হইয়াছি, এক্ষণে তত্রত্য সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। পাণ্ডবগণ

১। রাত্রি। ২। জ্যোৎস্নাপুলকিত।

সমুদয় কৌরবগণকে বয়ঃক্রমানুসারে প্রত্যভিনন্দন করিয়াছেন। তাঁহারা বয়োবৃদ্ধগণকে অভিবাদন, বয়স্যগণকে বয়স্যোচিত সম্ভাষণ এবং যুবাদিগকে প্রতিপূজা করিয়াছেন। আমি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক যে প্রকার উপদিষ্ট হইয়াছিলাম, পাণ্ডবগণকে সেইরূপ অবগত করাইয়াছি।"

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

দূত কর্ত্তৃক অর্জ্জুন-কথিত ভাবী দুর্য্যোধন-দুর্ঘটনা প্রকাশ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! অদীনসত্ত্ব যোদ্ধগণের নেতা দুরাত্মগণের সংহর্তা, মহাত্মা ধনঞ্জয় কি কহিয়াছেন? আমি রাজগণসমক্ষে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! যুদ্ধার্থী নির্ভীক অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের অনুমতি অনুসারে কেশবের সম্মুখে আমাকে কহিয়াছেন যে, 'হে সঞ্জয়! যে দুর্ভাষী, দুরাত্মা, অতি মূঢ়, আসন্নমৃত্যু সূতপুত্র আমার সহিত যুদ্ধার্থী হইয়াছেন এবং যে সকল রাজা পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের ও সমস্ত কুরুগণের সমক্ষে দুর্য্যোধন ও তাঁহার অমাত্যগণকে কহিবে যে, লোহিতলোচন[১] গাণ্ডীবধন্বা যুদ্ধোন্মুখ ধনঞ্জয় সুরসমাজমধ্যবর্ত্তী বজ্রহস্ত সহস্রলোচনের ন্যায় পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সমক্ষে কহিয়াছেন যে, যদি দুর্য্যোধন রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের অভুক্ত পূর্ব্বকর্ম্মজনিত পাতক অবশ্যই বর্ত্তমান আছে; এই নিমিত্তই ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, বাসুদেব, সাত্যকি, ধৃতশস্ত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর সহিত তাঁহাদিগের যুদ্ধঘটনা হইবে এবং যে যুধিষ্ঠির অবলীলাক্রমে স্বর্গ-মর্ত্ত্য ভস্মসাৎ করিতে পারেন, তিনিও সেই যুদ্ধে সম্মুখীন হইবেন। যদি দুর্য্যোধন ইঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে স্বীকার করেন, তাহা হইলে পাণ্ডবগণের সকল প্রয়োজনই সম্পন্ন হয়। কিন্তু তাহা যেন না করেন; আর যদি ইচ্ছা হয়, যুদ্ধ করুন।

ধর্ম্মাচারী রাজা যুধিষ্ঠির অরণ্যে প্রব্রাজিত হইয়া যে দুঃসহ দুঃখশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, দুর্য্যোধন তদপেক্ষা অধিকতর দুঃখদায়ক অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করুক। অন্যায়াচারপরায়ণ দুরাত্মা দুর্য্যোধন হ্রী, জ্ঞান, তপস্যা, দম, শৌর্য্য, ধন ও বল দ্বারা কদাচ পাণ্ডবগণকে পরাভব করিতে সমর্থ হয় নাই; কিন্তু আমাদিগের রাজা যুধিষ্ঠির সরলতা, তপশ্চর্য্যা, দম, শৌর্য্য, ধন ও বলসম্পন্ন এবং প্রণিপাতপরায়ণ হইয়াও কেবল সত্যের অনুরোধে দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিয়া আছেন। যখন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির উদ্‌ভ্রান্তচেতাঃ হইয়া কুরুগণের প্রতি চিরসঞ্চিত ভয়ানক ক্রোধ প্রকাশ করিবেন এবং যেমন প্রজ্বলিত হুতাশন কক্ষ দাহ করে, সেইরূপ যখন তিনি ক্রোধপ্রদীপ্ত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রের সেনাগণকে দগ্ধ করিবেন, তখন তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনকে অনুতাপ করিতে হইবে।

যখন তিনি দেখিবেন, যমোপম ভীমসেন বর্ম্মাবৃত-শরীরে গদাহস্তে রথারোহণপূর্ব্বক ভীমবেগে সেনাগণের সম্মুখীন হইয়া রোষবিষ উদ্গার করিতেছেন এবং বীর ও সেনাগণকে সংহার করিতেছেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ ও আমাদিগের বাক্য স্মরণ করিতে হইবে। যখন দেখিবেন, ভীমসেন গিরিশৃঙ্গসদৃশ মাতঙ্গদল নিপাতিত করিয়াছেন, তাহাদের কুম্ভসমূহ বিদীর্ণ হইয়াছে এবং তাহা হইতে রুধিরধারা বিনিঃসৃত হইতেছে, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন ভীমরূপ ভীমসেন গোসমূহ-প্রবিষ্ট মহাসিংহের ন্যায় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে সংহার করিবেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন ভয়শূন্য, কৃতাস্ত্র, শৌর্য্যশালী ভীমসেন একমাত্র রথে গদা দ্বারা রথ ও পদাতিসমূহ সংহার করিবেন, শৈক্য দ্বারা বেগে মাতঙ্গগণকে নিগৃহীত করিবেন এবং পরশুচ্ছিন্ন অরণ্যের ন্যায় ধার্ত্তরাষ্ট্রের সৈন্যগণকে উচ্ছিন্ন করিবেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন দেখিবেন, ভীমসেন শস্ত্রাগ্নি দ্বারা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে তৃণবহুল গ্রামের ন্যায় দগ্ধ করিয়াছেন, সেনাগণকে বিদ্যুৎ-অগ্নিদগ্ধ সুপক্ক শস্যরাশির ন্যায় অগ্নিসাৎ করিয়াছেন এবং প্রগল্‌ভ যোদ্ধগণকে ভয়ার্ত্ত, পরাঙ্মুখ ও সুদূরপরাহত

১। লোচনের উৎকর্ষ পক্ষে—রক্তাভ নেত্র; ক্রোধ পক্ষে আরক্ত চক্ষু।

করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে।

যখন চিত্রযোধী নকুল দক্ষিণ তূণীর হইতে শতাধিক শর নিক্ষেপ করিয়া রথিগণকে ব্যথিত করিবেন, তখন দুর্য্যোধনকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন সুখোচিত নকুল বনমধ্যে দীর্ঘকাল দুঃখশয্যায় শয়ন নিবন্ধন রোষপরবশ হইয়া আশীবিষের ন্যায় ক্রোধহলাহল বমন করিবেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। রাজা যুধিষ্ঠির যে সকল রাজাকে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহাকে আত্মপ্রদান করিয়াছেন, যখন সেই সকল রাজা শুভ্র রথসমূহে আরোহণ করিয়া সৈন্যগণকে আক্রমণ করিবেন, তখন দুর্যোধনকে অনুতাপ করিতে হইবে। যখন তিনি দেখিবেন, যুবার ন্যায় শৌর্য্যশালী কৃতাস্ত্র পঞ্চশিশু[১] জীবিতাশা পরিত্যাগ করিয়া কৌরবগণকে আক্রমণ করিতেছে, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে।

যখন সহদেব ধৃতাস্ত্র হইয়া দান্ত[২]তুরঙ্গমযুক্ত নিঃশব্দচক্র সুবর্ণতারাসনাথ রথে আরোহণপূর্ব্বক শরসমূহে নৃপতিগণের শিরশ্ছেদ করিতে আরম্ভ করিবেন, তখন কৃতাস্ত্র রথিগণকে মহাভয়ে সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। লজ্জাশীল, নিপুণ, সত্যবাদী, মহাবল, সর্ব্বধর্ম্মসম্পন্ন, ক্ষিপ্রকারী ও তরস্বী সহদেব দুর্য্যোধনকে আক্রমণপূর্ব্বক সৈন্যগণকে সংহার করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

যখন দুর্য্যোধন দেখিবেন, শরশোভিত, সৌন্দর্য্যশালী, সমরকুশল দ্রৌপদেয়গণ ঘোরবিষ আশীবিষের ন্যায় আগমন করিতেছেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন পরবীরঘাতী কৃতাস্ত্র কৃষ্ণসম অভিমন্যু বারিধারাবর্ষী ধারাধরের ন্যায় অরাতিগণের প্রতি শরধারা বর্ষণ করিবেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন দেখিবেন, যুবার ন্যায় শৌর্য্যশালী, ইন্দ্রপ্রতিম, কৃতাস্ত্র, বালক সৌভদ্র শত্রুসেনার মৃত্যুস্বরূপ হইয়া আগমন করিতেছেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন ক্ষিপ্রকারী রণবিশারদ সিংহসমান শৌর্য্যশালী যুবা প্রভদ্রকগণ সসৈন্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে আক্রমণ করিবে, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন মহারথ বিরাট ও দ্রুপদ পৃথক্ পৃথক্ সেনা-সমভিব্যাহারে সসৈন্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে।

যখন অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ দ্রুপদ-মহীপতি রথারোহণপূর্ব্বক রোষাবেশে শরসমূহে যুবাদিগের সমস্ত মস্তকছেদন করিবেন, তখন দুর্য্যোধনকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন সপুত্র বিরাটরাজ মৎস্যগণ-সমভিব্যাহারে শত্রুসেনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবেন, তখন তাহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন দুর্য্যোধন সম্মুখে আর্য্যসদৃশ বিরাটপুত্র উত্তরকে রথারূঢ় ও বদ্ধপরিকর অবলোকন করিবেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন তনুত্রসনাথ[১] শিখণ্ডী দিব্য তুরঙ্গযোজিত রথ দ্বারা রথসমূহ অবমর্দ্দন ও সমুদয় রথিগণকে অন্বেষণপূর্ব্বক ভীষ্মকে আক্রমণ করিবে, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। আমি সত্য কহিতেছি, কুরুসত্তম ভীষ্ম শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইলে অরাতিগণ অবশ্যই আমাদিগকে বিনষ্ট করিবে। যখন দেখিবেন, ধীমান্ দ্রোণ যাহাকে গুহ্য অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন সৃঞ্জয়-সৈন্যমধ্যে শোভা পাইতেছেন, তখন তাঁহাকে পরিতাপ করিতে হইবে। যখন সেই অপ্রমেয় শৌর্য্যশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষেই শরনিকরে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে ব্যথিত করিবেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। মনীষী, ধীমান্, লক্ষ্মীমান্ বলবান্, মনস্বী, সোমকুলতিলক বাসুদেব যাঁহাদিগের প্রধান নেতা, অরাতিগণ কোন কালেই তাঁহাদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ হইবে না। দুর্য্যোধনকে ইহাও বলিবে যে, আমরা যখন অদ্বিতীয় যোদ্ধা, মহারথ, বীতভয়, বিপুলায়ুধধারী সাত্যকিকে বরণ করিয়াছি, তখন তিনি যেন রাজ্যের আশা পরিত্যাগ করেন। যখন সেই শিনিরাজ সাত্যকি আমার বাক্যানুসারে বর্ষণশীল জলধরের ন্যায় শরজালে প্রধান যোদ্ধাদিগকে আচ্ছাদিত করিবেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যেমন গো-সকল সিংহের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করে, সেইরূপ

১। শ্রুতকীর্ত্তি আদি দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র। ২। সংযত—সুশিক্ষিত।

১। বর্ম্ম দ্বারা আবৃত।

দীর্ঘবাহু দৃঢ়ধন্বা মহাত্মা সাত্যকি যুদ্ধের নিমিত্ত অধ্যবসায়ারূঢ় হইলে শত্রুগণ সংগ্রাম হইতে ইতস্ততঃ পলায়ন করিবে। সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ সেই সাত্যকি এরূপ অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ ও ক্ষিপ্রহস্ত যে, তিনি অনায়াসে পর্ব্বতশ্রেণী বিদীর্ণ ও সর্ব্বলোককে বিনষ্ট করিতে পারেন। বৃষ্ণিসিংহ বাসুদেবের অস্ত্রযোগ যে প্রকার বিস্ময়কর, রমণীয় ও সুশিক্ষিত এবং যাদৃশ অস্ত্রযোগ প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, সাত্যকি তৎসমুদয় গুণেই অলঙ্কৃত হইয়াছেন। যখন অকৃতাত্মা মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন সেই সাত্যকিকে হিরণ্ময় ও শ্বেততুরঙ্গচতুষ্টয়যোজিত মাধবরথে অবলোকন করিবেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত পরিতাপ করিতে হইবে।

যখন তিনি দেখিবেন, কেশব আমার সুবর্ণসদৃশ মণিপ্রভাসমুজ্জ্বল শ্বেতাশ্বযুক্ত বানরকেতু রথে আরোহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে পরিতাপ করিতে হইবে। যখন মহারণে আমার গাণ্ডীব-শরাসনের বজ্রনির্ঘোষসদৃশ কঠোরতর মৌর্ব্বীশব্দ দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিবে, তখন তাঁহাকে পরিতাপ করিতে হইবে। যখন তিনি দেখিবেন, তাঁহার সৈন্যগণ বাণবর্ষণজনিত অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন সমরমুখে গোসমূহের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে এবং যেমন বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ মেঘ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়, তদ্রূপ ভীমরূপ, সহস্রস্থ, অস্থিচ্ছেদী ও মর্ম্মভেদী নিশিতফলক শরসমূহ গাণ্ডীবের জ্যামুখ হইতে বিনির্গত হইয়া তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও বর্ম্মিতাঙ্গ[১] যোদ্ধাদিগকে কবলিত করিতেছে, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন তিনি দেখিবেন, পরপ্রযুক্ত শরসমূহ আমার শরজালে প্রতিহত ও তির্য্যগ্‌ভাবে বিদ্ধ হইয়া ছিন্ন-ভিন্ন হইতেছে, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যেমন দ্বিজগণ তরুশিখর হইতে ফলচয়ন করেন, সেইরূপ যখন আমার বিনির্ম্মুক্ত শরসমূহ যুবাদিগের উত্তমাঙ্গ[২] অবচয়ন[৩] করিবে, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন তিনি দেখিবেন, তাঁহার প্রসিদ্ধ যোদ্ধাগণ শরাঘাতে নিহত হইয়া রথ, হস্তী ও অশ্ব হইতে রণক্ষেত্রে পতিত হইয়াছে, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন তিনি দেখিবেন, অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ উহা দর্শনমাত্রেই যুদ্ধের সহিত জীবন পরিত্যাগ করিতেছে, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন আমি বিবৃতবদন কালস্বরূপ প্রজ্বলিত ও অবিচ্ছিন্ন শর-পরম্পরায় পদাতি, রথ ও শত্রুগণকে পরাহত করিব, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত পরিতাপ করিতে হইবে। যখন তিনি দেখিবেন, ইতস্ততঃ-সঞ্চারী রথবেগে নিবিড় ধূলিপটল সমুত্থিত ও গাণ্ডীবাস্ত্রে তাঁহার সৈন্য সকল ছিন্ন-ভিন্ন হইতেছে, তখন তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হইবে। যখন তিনি দেখিবেন, তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যে কেহ বা পলায়ন করিতেছে, কাহার বা কলেবর বিচ্ছিন্ন, কেহ বা সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছে, কোথাও বা অশ্ব, মাতঙ্গ, বীরেন্দ্র ও নরেন্দ্রগণ নিহত হইয়া পতিত রহিয়াছে, কাহারও বা বাহন শ্রমার্ত্ত, কেহ তৃষ্ণার্ত্ত, কেহ বা ভয়ার্ত্ত হইয়াছে, কেহ আর্ত্তস্বরে চীৎকারপূর্ব্বক প্রাণপরিত্যাগ করিতেছে, কেহ বা গতজীবিত হইয়া রণস্থলে পতিত রহিয়াছে, কাহার কেশ, অস্থি ও কপাল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়াছে, রণভূমি যেন বাজপেয়[১]-যজ্ঞভূমি হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হইবে। যখন তিনি আমার রথে গাণ্ডীব, বাসুদেব, দিব্য, পাঞ্চজন্য শঙ্খ, তুরঙ্গ-সমূহ অক্ষয় তূণীরদ্বয় এবং দেবদত্ত শঙ্খ ও আমাকে দৃষ্টিগোচর করিবেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যেমন যুগান্তকালীন হুতাশন দস্যুগণকে উন্মূলিত করিয়া যুগান্তর প্রবর্ত্তিত করে, তদ্রূপ আমি যখন কৌরবগণকে দগ্ধ করিয়া যুগান্তর উপস্থিত করিব, তখন তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রগণকে অনুতাপ করিতে হইবে। যখন কোপনস্বভাব অল্পচেতাঃ দুর্য্যোধন ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট ও হতদর্প হইয়া সৈন্যগণ এবং ভ্রাতাদিগের সহিত আহত ও কম্পিতকলেবর হইবেন, তখন তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হইবে।

একদা এক ব্রাহ্মণ আমার পৌর্ব্বাহ্ণিক জপক্রিয়া ও তাঁহার সন্ধ্যাবন্দনাদি পরিসমাপ্ত হইলে মধুরবাক্যে কহিলেন, 'হে সব্যসাচিন্! দেবরাজ উচ্চৈঃশ্রবায় আরোহণ ও বজ্র হস্তে করিয়া শত্রুগণকে

১। বর্ম্মাবৃত। ২। মস্তক। ৩। আহরণ, কর্ত্তন, ছেদন, অধঃপাতন

১। বহু পশু যাহা হূয়মান যজ্ঞ—যে যজ্ঞে অসংখ্য পশু আহুতি দেওয়া হয়; তদ্রূপ মৃতদেহে রণভূমি আকীর্ণ হইবে।

সংহারপূর্ব্বক তোমার সম্মুখে গমন করুন ; আর কৃষ্ণই বা সুগ্রীব হয়যোজিত রথে তোমার পশ্চাৎ রক্ষা করুন, শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করা তোমার অনায়াসসাধ্য নহে।' আমি কহিলাম, 'হে ব্রহ্মন্! বাসুদেব বজ্রধর অপেক্ষাও অধিক সাহায্য করিবেন, আমি দস্যুগণকে বধ করিবার নিমিত্তই কৃষ্ণকে লাভ করিয়াছি; বোধ হয়, দেবতারাই এই ঘটনা করিয়াছেন। তেজস্বী শৌর্য্যশালী বাসুদেবকে পরাজয় করিবার অভিলাষ আর বাহু দ্বারা অপ্রমেয়-সলিল-শালী মহাসাগর উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ, উভয়েই সমান। যে ব্যক্তি অতিমাত্র বৃহৎ শ্বেতপর্ব্বত ভগ্ন করিবার অভিলাষে চপেটাঘাত করে, তাহারই পাণিতল বিশীর্ণ হইয়া যায়; কিন্তু পর্ব্বতের কিছুমাত্র হানি হয় না। সমরে পুরুষোত্তম কেশবকে পরাজয় করিবার অভিলাষ করা আর হস্ত দ্বারা প্রজ্বলিত হুতাশন নির্ব্বাণ করা ও চন্দ্র-সূর্য্যের গতিরোধ করা এবং সহসা সুরগণের সুধা অপহরণ করা, সকলই সমান। যিনি সমরে ভোজরাজদিগকে সহসা উৎসাদিত করিয়া মহাত্মা রৌক্মিণেয়ের জননী যশস্বিনী রুক্মিণীর পাণিপীড়ন করিয়াছেন, যিনি সহসা গান্ধারগণকে প্রমথিত ও নগ্নজিতের পুত্রগণকে পরাজিত করিয়া সুরলোকললামভূত সুদর্শন রাজাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, যিনি কপাট দ্বারা পাণ্ড্যরাজকে নিহত এবং কলিঙ্গদিগকে রণক্ষেত্রে বিমর্দ্দিত করিয়াছেন, যৎকর্ত্তৃক বারাণসী নগরী দগ্ধ হইয়া বহু বর্ষ অনাথা হইয়াছিল, যিনি অন্যের অজেয় নিষাদরাজ একলব্যকে সমরে আহ্বান করিয়া অনায়াসে নিহত করিয়াছেন, যিনি বলদেবের সাহায্যে বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের সমক্ষে দুর্দ্দান্ত কংসকে ধ্বংস করিয়া উগ্রসেনকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, যিনি আকাশচর মায়াধর নির্ভীক শাল্বরাজ সৌভের সহিত যুদ্ধ করিয়া সৌভদ্বারে হস্ত দ্বারা শতঘ্নী ধারণ করিয়াছেন, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সামর্থ্য সহ্য করিতে সমর্থ হয়?

অতি দুর্গম প্রাগ্‌জ্যোতিষনগরনিবাসী মহাবল-পরাক্রান্ত ভূমিপুত্র নরকাসুর অদিতির মণিময় কুণ্ডলদ্বয় অপহরণ করিয়াছিল, দেবগণ অমর হইয়াও তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন নাই; অনন্তর কেশবের প্রকৃতি, বিক্রম, বল ও অনিবার্য্য অস্ত্র-সকল সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকেই দস্যুবধে নিয়োগ করিয়াছিলেন। কার্য্যসাধনসমর্থ বাসুদেব ঐ দুষ্কর কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত অঙ্গীকার করিলেন; পরে ষট্‌সহস্র অসুর, মুর ও ওঘ রাক্ষসকে বিনষ্ট ও লৌহময় পাশ-সকল ছিন্ন করিয়া নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় মহাবল নরক-দৈত্যের সহিত যুদ্ধঘটনা হইলে দৈত্যরাজ বাতমথিত কর্ণিকার-কুসুমের ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ধরাশায়ী হইল। অমিতপ্রভাব বাসুদেব এইরূপে ভৌম্য নরক ও মুরকে সংহারপূর্ব্বক শ্রী ও কীর্ত্তিসম্পন্ন হইয়া মণিময় কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তখন দেবগণ ইঁহার ভয়ানক রণকৃত্য নিরীক্ষণ করিয়া ইঁহাকে এই বর প্রদান করিলেন যে, 'হে কেশব! অদ্যাবধি যুদ্ধসময়ে তোমার শ্রান্তিবোধ হইবে না; তোমার গতি সর্ব্বত্র অব্যাহত হইবে এবং শত্রুপ্রহিত শস্ত্র-সকল তোমার গাত্রে বিদ্ধ হইবে না।' ভগবান্ বসুদেবতনয় এইরূপ বর লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

এবংবিধ মহাবলসম্পন্ন অপ্রমেয়বীর্য্য বাসুদেবে সর্ব্বদাই গুণসম্পদ্ বিদ্যমান আছে। দুর্য্যোধন কি এই অনন্তবীর্য্য অনন্তদেবকে পরাজিত করিতে অভিলাষ করে? সেই দুরাত্মা ইঁহাকে সংহার করিতে নিরন্তর যত্ন করিতেছে; কিন্তু ইনি কেবল আমাদিগের মুখাপেক্ষায় তাহা সহ্য করিয়া আছেন। যে ব্যক্তি কৃষ্ণের ও আমার পরস্পর কলহ উৎপাদন করিতে অভিলাষ করে, সে ব্যক্তি যুদ্ধে গমন করিলে জানিতে পারিবে যে, কৃষ্ণের প্রতি পাণ্ডবগণের মমতা অপহরণ করিতে সমর্থ হয় নাই।

আমি রাজ্যলাভার্থ ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও অদ্বিতীয় যোদ্ধা কৃপাচার্য্যকে নমস্কারপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব। আমি দেখিতেছি যে, যে পাপবুদ্ধি পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবে, তাহাকে কালের হস্তে নিহত হইতে হইবে। নৃশংস ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যে রাজপুত্রদিগকে কপটদ্যূতে পরাজিত করিয়া দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে ও একবর্ষ অজ্ঞাতবাসে বিবাসিত করিয়াছিল, বলিতে পারি না, তাহারা জীবিত থাকিতে কি নিমিত্ত ঐ দুরাত্মারা পদস্থ হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে পরমানন্দে কাল যাপন করিবে? যদি তাহারা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের সাহায্যে যুদ্ধে আমাদিগকে পরাজিত করে, তাহা হইলে ধর্ম্ম অপেক্ষা অধর্ম্মাচরণই গরীয়ান্ এবং সাধুকর্ম্মের

অনুষ্ঠান কেবল পণ্ডশ্রম, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি পুরুষ কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত না হয় ও আমরা কৌরবগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হই, তাহা হইলে দুর্য্যোধনের জয়লাভ হইতে পারে। যদি আমাদিগকে রাজ্য হইতে নিঃসারিত করা এবং এক্ষণে রাজ্য প্রদান না করার ফল অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহা হইলে আমি অবশ্যই বাসুদেবের সাহায্যে দুর্য্যোধনকে সমূলে নির্ম্মূল করিব। উক্ত উভয়বিধ কর্ম্মের ফলাফল আলোচনা করিয়া অবধারণ করিয়াছি যে, দুর্য্যোধনের পরাভূত হওয়াই শ্রেয়ঃ।

আমি কুরুগণের সমক্ষে কহিতেছি যে, যুদ্ধক্ষেত্রে ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের কেহই জীবিত থাকিবে না; অন্য স্থানে গমন করিলে তাহাদিগের প্রাণরক্ষা হইতে পারে। আমি কর্ণ ও ধার্ত্তরাষ্ট্রকে বিনষ্ট করিয়া সমগ্র কৌরবরাজ্য জয় করিব। তোমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য থাকে কর; এই সময় স্ব স্ব প্রেয়সীসমাগম-সুখসম্ভোগ করিয়া তৃপ্তিলাভ কর। আমাদিগের নিকট যে সকল বৃদ্ধ, বহুশাস্ত্রজ্ঞ, শীলকুলসম্পন্ন, বর্ষজ্ঞ[১] জ্যোতিষিক এবং নক্ষত্রযোগের নিশ্চয়জ্ঞ ব্রাহ্মণ আছেন. তাঁহারা এবং নানাবিধ দৈবরহস্য ভাবী ঘটনার অর্থপ্রকাশক, শৈবাগমপ্রসিদ্ধ[২] মৃগচক্র-সকল ও মুহূর্ত্ত-সমুদয় কৌরবগণের ক্ষয় ও পাণ্ডবগণের জয় নিবেদন করিতেছে। আমাদিগের অজ্ঞাতশত্রু শত্রু-গণের নিগ্রহবিষয়ে যেমন স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সর্ব্বদর্শী জনার্দ্দনও সেইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। আমিও স্বয়ং অপ্রমাদ, বুদ্ধি ও যোগপ্রভাববতী দৃষ্টিতে সেইরূপ ভবিষ্যৎ ঘটনা অবলোকন করিয়া অবগত হইতেছি যে, যুদ্ধকালে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। আমার গাণ্ডীব-শরাসন স্পর্শ করি নাই, তথাপি ইহা স্ফীত হইতেছে, অনাহত মৌর্ব্বী কম্পিত হইতেছে, আমার শর-সমুদয় তূণমুখ হইতে বহির্গত হইবার নিমিত্ত মুহুর্ম্মুহুঃ উৎসুক হইতেছে; আমার নির্ম্মল খড়্গ নির্ম্মোকমুক্ত বিষধরের ন্যায় কোষ হইতে বিনিঃসৃত হইতেছে। ধ্বজ হইতে এই নিদারুণ বাক্য উচ্চারিত হইতেছে যে, 'হে কিরীটি! তোমার রথ কত দিনে সংযোজিত হইবে?' রাত্রি হইলে গোমায়ুগণ চীৎকার করিতে থাকে ও বায়সগণ অন্তরীক্ষ হইতে নিপতিত হয় এবং মৃগ, শৃগাল, দাত্যূহ[১], কাক, গৃধ্র, বক, তরক্ষু ও সুবর্ণপত্রগণ[২] শ্বেতাশ্বসংযুক্ত রথ অবলোকন করিয়া পশ্চাতে পতিত হয়। আমি একাকী শরজালবর্ষণ করিয়া সমুদয় যোদ্ধাকে শমনসদনে প্রেরণ করিব। যেমন প্রজ্বলিত হুতাশন নিদাঘসময়ে অরণ্যকে নিঃশেষিত করিয়া পরিশেষে স্বয়ং নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমি তাহাদিগের যথার্থ সুসজ্জিত হইয়া অস্ত্রপ্রয়োগের পৃথক্ পৃথক্ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বেগশালী স্থূণা[৩]-কর্ণ পাশুপত, ব্রাহ্ম ও ইন্দ্রদত্ত অস্ত্রে সমস্ত প্রজা নিঃশেষিত করিয়া শান্তি লাভ করিব। হে সঞ্জয়! তাঁহাদিগকে আমার এই স্থির সঙ্কল্প অবগত করিবে। দেখ, দুর্য্যোধনের কি ভ্রান্তি! ইন্দ্র প্রভৃতি দেব-গণের সাহায্য লাভ করিয়াও যাহাদিগকে পরাজয় করা সাধ্য নয়, সহসা তাহাদিগের সহিত কলহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সে যাহা হউক, এক্ষণে এই প্রার্থনা যে, বৃদ্ধ পিতামহ, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও ধীমান্ বিদুর যে প্রকার কহিয়াছেন, তাহাই হউক, কৌরবগণও চিরজীবন লাভ করুন।"

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

ভীষ্ম কর্ত্তৃক অর্জ্জুন-প্রভাব বর্ণন—নর-নারায়ণ উপাখ্যান

অনন্তর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে দুর্য্যোধন। একদা বৃহস্পতি, শুক্র, ইন্দ্র, অগ্নি, সপ্তঋষি এবং বায়ু, বসু, আদিত্য, সাধ্য ও অপ্সরাগণ এবং বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্ব ব্রহ্মার নিকটে গমন ও তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে পূর্ব্বদেব[৪] নর ও নারায়ণ তথায় আবির্ভূত হইয়া যেন স্বীয় তেজ দ্বারা তাঁহাদিগের তেজ ও মন অভিভূত করিয়া তাঁহাদিগকে অতিক্রমপূর্ব্বক গমন করিলেন। তখন বৃহস্পতি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে পিতামহ! আপনাকে উপাসনা না করিয়া গমন করিলেন, ইঁহারা দুই জন কে?' ব্রহ্মা কহিলেন, 'সুরাচার্য্য! এই যে দুই মহাবল তপস্বী ভূলোক ও দ্যুলোক উদ্ভাসিত করিয়া আমাকে অতিক্রমপূর্ব্বক

১। বৎসরের ফলাফলে অভিজ্ঞ। ২। অস্ত্রবিনির্ণীত।

১। ডাক পাখী। ২। স্বর্ণপক্ষযুক্ত শুক পক্ষী। ৩। সাড়ে ৩ হাত লম্বা লৌহময় প্রস্থিবহুল অস্ত্র। ৪। আদি অবতার।

গমন করিলেন, ইঁহারা নর ও নারায়ণ; ভূলোক হইতে ব্রহ্মলোকে আগমন করিয়াছেন। ইঁহারা তপস্যাপ্রভাবে মহাবল-পরাক্রান্ত হইয়াছেন। ইঁহারাই ধর্ম্ম দ্বারা লোক-সকল আনন্দিত করিয়া থাকেন। দেব ও গন্ধর্ব্বগণ ইঁহাদিগকে পূজা করিয়া থাকেন এবং ইঁহারাই অসুরবধের নিমিত্ত দ্বিধাভূত হইয়াছেন।'

দেবগণ তখন অসুরগণের সহিত যুদ্ধনিবন্ধন ভীত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত যে স্থানে নর ও নারায়ণ তপস্যা করিতেছেন, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট বর প্রার্থনা করিলেন। তখন তাঁহারা তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'হে দেবগণ! তোমরা বর গ্রহণ কর।' ইন্দ্র কহিলেন, 'হে নরনারায়ণ! আপনারা আমাদিগের সাহায্য করুন।' তাঁহারা কহিলেন, 'হে ইন্দ্র! তুমি যেরূপ ইচ্ছা করিতেছ, আমরা সেইরূপই করিব।' অনন্তর পুরন্দর তাঁহাদিগের সাহায্যে দৈত্য ও দানবকে পরাজিত করিলেন। পরন্তপ নরও পুরন্দরের শত্রু শত সহস্র পৌলোম ও কালখঞ্জদিগকে সংগ্রামে সংহার করিয়াছিলেন। জম্ভাসুর তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে তিনি তখন ভ্রমণশীল রথে উপবিষ্ট হইয়া ভল্লাস্ত্রে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন। তিনিই সমুদ্রপারে ষষ্টিসহস্র নিবাতকবচকে পরাজিত করিয়া হিরণ্যপুর উৎসাদিত করিয়াছিলেন। সেই মহাবাহু ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাভূত করিয়া হুতাশনের তর্পণ করিয়াছিলেন। এইরূপ নারায়ণও ভূরি ভূরি শত্রুগণকে সংহার করিয়াছেন। দেখ, সেই দুই মহাবীর নরলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

আমি বেদবিৎ নারদ মুনির নিকট শ্রবণ করিয়াছি, মহারথ অর্জ্জুন সেই পূর্ব্বদেব নর ও ভগবান্ বাসুদেব পূর্ব্বদেব নারায়ণ। একমাত্র আত্মা নর ও নারায়ণরূপে দ্বিধাকৃত হইয়াছেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ, অসুরগণ অথবা মানবগণ ইঁহাদিগকে পরাজয় করিতে কদাচ সমর্থ হয় না। ইঁহারা কর্ম্ম দ্বারা অক্ষয় ধ্রুবলোক সমূহ লাভ করিয়াছেন। যে সকল স্থানে তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হয়, ইঁহারা সেই সকল স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। যুদ্ধই ইঁহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

সমরপরিণাম প্রসঙ্গে কর্ণের আক্রোশ

হে দুর্য্যোধন! যখন তুমি শঙ্খচক্রগদাহস্ত কেশব ও গাণ্ডীবসনাথ শস্ত্রপাণি মহাত্মা অর্জ্জুনকে এক-রথে অবলোকন করিবে, তখন তোমাকে আমার বাক্য স্মরণ করিতে হইবে। ফলতঃ যদি আমার বাক্য রক্ষা না কর, তাহা হইলে কুরুকুলের সংহার-দশা উপস্থিত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বহুবীর বিনষ্ট হইয়াছে, শ্রবণ করিয়াও যদি তুমি আমার বাক্য গ্রহণ না কর, তাহা হইলে তোমার বুদ্ধি নিশ্চয়ই ধর্ম্মার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে। সমুদয় কৌরব তোমার মতেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন; কিন্তু তুমি একাকী পরশুরাম কর্ত্তৃক অভিশপ্ত, হীনজাতি, সূতপুত্র কর্ণ, সুবলনন্দন শকুনি ও ক্ষুদ্রাশয় পাপাত্মা দুঃশাসন—এই তিন জনের মতের অনুবর্ত্তী হও।"

কর্ণ কহিলেন, "হে পিতামহ! আপনি আমাকে যাহা কহিলেন, তাহা পুনরায় কহিবেন না। আমি ক্ষাত্রধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছি বটে, কিন্তু স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হই নাই। আমাতে আর কি দুর্ব্বৃত্ততা আছে যে, আপনি আমাকে তিরস্কার করিতেছেন? ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা জানেন, আমি কখন কিঞ্চিন্মাত্র পাপানুষ্ঠান করি নাই। আমি কদাপি দুর্য্যোধনের সহিত কিছুমাত্র অহিতাচরণ করি নাই। আমি সংগ্রামে সমুদয় পাণ্ডবকেই সংহার করিব। পাণ্ডবগণ পূর্ব্বে বিরোধী ছিল, এক্ষণে সাধু হইয়াছে বলিয়াই কি তাহাদিগের সহিত পুনরায় সন্ধি হইতে পারে? সে যাহা হউক, এক্ষণে দুর্য্যোধন রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছেন; অতএব আমি তাঁহার ও রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রকার প্রিয়কার্য্য সাধন করিব; তাহাতে সন্দেহ নাই।"

বৈর-পরিত্যাগে ভীষ্ম-দ্রোণের উপদেশ

ভীষ্ম, কর্ণের বাক্য-শ্রবণে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে রাজন! কর্ণ পাণ্ডবগণকে সংহার করিব বলিয়া সর্ব্বদা আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকেন; কিন্তু মহাত্মা পাণ্ডবদিগের যেরূপ ক্ষমতা, ইঁহাতে তাহার ষোড়শ ভাগের একভাগও নাই। তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, তোমার দুরাত্মা পুত্রগণের যে দুর্নীতি উপস্থিত হইবে, উহা দুর্ম্মতি সূতপুত্র কর্ণের কর্ম্ম। তোমার পুত্র মন্দবুদ্ধি

দুর্য্যোধন ইহাকে আশ্রয় করিয়াই দেবপুত্র মহাবীর পাণ্ডবগণকে অবমানিত করিয়াছে। পূর্ব্বে সেই পাণ্ডবগণ যে সকল দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছেন, কর্ণ কি তাদৃশ কোন কর্ম্ম-সাধন করিয়াছেন? যখন ধনঞ্জয় বিরাটনগরে কর্ণের প্রিয়তম ভ্রাতাকে আক্রমণপূর্ব্বক বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তখন ইনি কি করিয়াছিলেন? যখন ধনঞ্জয় সমস্ত কৌরবগণকে আক্রমণপূর্ব্বক অচেতন করিয়া তাহাদিগের বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন, তখন কি ইনি সেখানে ছিলেন না? এখন ইনি বৃষের ন্যায় আস্ফালন করিতেছেন, কিন্তু ঘোষযাত্রার সময়ে গন্ধর্ব্বগণ যখন তোমার পুত্রকে হরণ করিয়াছিল, তখন এই সূতপুত্র কোথায় ছিলেন? দেখ, সেই সময় মহাত্মা ভীমসেন, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেব তথায় গমন করিয়া গন্ধর্ব্বগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। হে রাজন্! তোমার কল্যাণ হউক, ধর্ম্মার্থ-ভ্রংশকর আত্মশ্লাঘা-নিরত ব্যক্তিরা এই প্রকার ভূরি ভূরি মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে।"

মহানুভব দ্রোণাচার্য্য ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই রাজমণ্ডলীমধ্যে সম্মানপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রকে কহিতে আরম্ভ করিলেন, "মহারাজ! ভারতশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম যাহা কহিতেছেন, তাহাই করুন; অর্থলিপ্সুদিগের বাক্যানুসারে কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য। যুদ্ধের পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হওয়াই উচিত; কেন না, সঞ্জয় ধনঞ্জয়ের যে সকল কথা কহিয়াছে, আমি তৎসমুদয় অবগত আছি; ধনঞ্জয়ও যাহা কহিয়াছেন, তাহা অবশ্যই করিবেন; তাঁহার সমকক্ষ ধনুর্দ্ধর ত্রিভুবনে নাই।"

রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের তাদৃশ অর্থসম্পন্ন বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া সঞ্জয়কে পাণ্ডবদিগের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের সহিত সম্ভাষণে পরাঙ্মুখ হইলেন, কৌরবগণ তখনই জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলেন।

ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

ভীষ্ম-দ্রোণ-বাক্যে ধৃতরাষ্ট্রের উপেক্ষা—সঞ্জয়-প্রদত্ত সংবাদ শ্রবণে উৎসাহ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমাদিগের প্রীতির নিমিত্ত ভূরি ভূরি সেনা সমাগত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির কি কহিলেন? তিনি যুদ্ধের নিমিত্ত কিরূপ উদ্যোগ করিতেছেন? কাহারাই বা অনুমতিলাভের নিমিত্ত তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া আছেন? কোন্ ব্যক্তিরাই বা কপটাচার-কোপিত ধর্ম্মরাজকে যুদ্ধ হইতে নিবারিত ও শান্ত করিতেছে?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনার কল্যাণ হউক। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রতীক্ষা করিতেছেন এবং তাঁহার শাসনের অনুগামী হইয়া চলিতেছেন। তিনি আগমন করিলে তাঁহাদিগের রথ-সমূহ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া তাঁহার অভিনন্দন করে। বিশেষতঃ পাঞ্চালগণ সেই দীপ্ততেজাঃ যুধিষ্ঠিরকে গগনোদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায়, তেজোরাশির ন্যায় পূজা করিয়া থাকেন। অন্যের কথা কি কহিব, পাঞ্চাল, কেকয় ও মৎস্যদেশের গোপাল ও মেষপাল পর্য্যন্ত তাঁহার অভিনন্দন করে। ব্রাহ্মণী, রাজপুত্রী ও বৈশ্যকুমারীও যুধিষ্ঠিরকে বদ্ধপরিকর নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহার সমীপে আগমন করিয়া থাকে।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ কাহার সাহায্যে আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন?"

পাণ্ডববল স্মরণে সঞ্জয়ের মূর্চ্ছা—মূর্চ্ছাপগমে পুনর্ব্বার বিবৃতি

রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র সঞ্জয় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া অকস্মাৎ মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। তখন বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, "মহারাজ! সঞ্জয় মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইয়াছেন; ইঁহার মুখ হইতে একটি কথাও নিঃসৃত হইতেছে না।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "বিদুর! সঞ্জয় মহারথ পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল, তাহারা ইহার মনকে নিতান্ত উদ্বেজিত করিয়াছে, সন্দেহ নাই।"

অনন্তর সঞ্জয় চেতনা লাভপূর্ব্বক আশ্বস্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, "মহারাজ! আমি মহারথ কুন্তীপুত্রদিগকে বিরাটগৃহনিরোধ[১] নিবন্ধন অতিমাত্র কৃশ অবলোকন করিলাম। সে যাহা হউক, এক্ষণে

১। অজ্ঞাতবাস—গুপ্তবাস।

তাঁহারা যাঁহাদিগের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন, শ্রবণ করুন। পাণ্ডবগণ মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন। যিনি রোষ, ভয়, লোভ, অর্থ বা কোন প্রকার হেতুবাদে কদাপি সত্য পরিত্যাগে করেন না, যিনি স্বয়ং ধর্ম্মের প্রমাণস্বরূপ, পাণ্ডবগণ সেই ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন। বাহুবলে যাঁহার সমকক্ষ পৃথিবীতে নাই, যে ধনুর্দ্ধর সমুদয় মহীপালকে সজ্জীভূত এবং কাশী, বঙ্গ, মগধ ও কলিঙ্গদেশীয়দিগকে পরাজিত করিয়াছেন, পাণ্ডবগণ সেই ভীমসেনের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন। পাণ্ডবচতুষ্টয় যাঁহার বাহুবলে সহসা জতুগৃহ ও নরভক্ষক হিড়িম্ব হইতে রক্ষিত হইয়াছিলেন, যিনি পাণ্ডবগণের প্রধান অবলম্বন, যিনি সিন্ধুরাজের হস্ত হইতে যাজ্ঞসেনীকে পরিত্রাণ করিয়া পাণ্ডবগণের পক্ষে বিপৎসাগরের দ্বীপস্বরূপ হইয়াছিলেন, পাণ্ডবগণ সেই বৃকোদরের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন। যিনি দ্রৌপদীর প্রীতি-সম্পাদনের নিমিত্ত অতি দুর্গম গন্ধমাদন-পর্ব্বতে গমন করিয়া ক্রোধবশ নামে রাক্ষসগণকে সংহার করিয়াছেন, যাহার বাহুবল অযুত নাগবলের সমান, পাণ্ডবগণ সেই ভীমসেনের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন।

যিনি হুতাশনের সন্তোষার্থ কৃষ্ণের সাহায্যে ও আপন বিক্রমে যুদ্ধে পুরন্দরকে পরাজয় করিয়াছেন, যিনি সাক্ষাৎ শূলপাণি দেবদেব মহাদেবকে যুদ্ধে প্রীত করিয়া সকল লোকপালকে বশীভূত করিয়াছেন, পাণ্ডবগণ সেই ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়ের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন।

যিনি ম্লেচ্ছকুলসঙ্কুল প্রতীচীদিক্ বশীভূত করিয়াছেন, পাণ্ডবগণ সেই চিত্রযোধী সৌম্যমূর্ত্তি মহাধনুর্দ্ধর বীরবর নকুলের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন।

যিনি কাশী, অঙ্গ, মগধ ও কলিঙ্গদেশীয়দিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছেন, পৃথিবীতে অশ্বত্থামা, ধৃষ্টকেতু, রুক্মী ও প্রদ্যুম্ন, এই বীরচতুষ্টয় বলবীর্য্যে যাঁহার সমকক্ষ, পাণ্ডবগণ সেই সহদেবের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন। মহারাজ! সেই যবীয়ান্[১] নরবীর জননীর আনন্দবর্দ্ধন সহদেবের সহিত আপনাদের যুদ্ধঘটনা কেবল বিনাশের কারণ।

পূর্ব্বে যে সাধ্বী কাশিরাজকন্যা প্রাণত্যাগ করিয়াও ভীষ্মকে বধ করিবার অভিলাষে ঘোরতর তপস্যা করিয়া পাঞ্চালরাজের কন্যা হইয়াছিলেন, যিনি আবার যক্ষের অনুগ্রহে পুরুষবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছেন, যিনি স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই গুণাগুণ অবগত আছেন এবং যিনি কলিঙ্গদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, পাণ্ডবগণ সেই যুদ্ধদুর্ম্মদ শিখণ্ডীর সাহায্যে আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন। কেকয়েরা পঞ্চ ভ্রাতা মহাধনুর্দ্ধর, বর্ম্মিতাঙ্গ[২] ও শৌর্য্যশালী, পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন। যিনি দীর্ঘবাহু, লঘুহস্ত[৩], ধৈর্য্যশালী ও অমোঘবিক্রম, সেই বৃষ্ণিবীর যুযুধানের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধ-ঘটনা হইবে। যিনি সমুচিত সময়ে মহাত্মা পাণ্ডব-গণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই বিরাটরাজের সহিত আপনাদিগের সমাগম হইবে। যে কাশীশ্বর পাণ্ডব-গণের যোদ্ধপদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সেই মহারথ কাশীপতির সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন। পাণ্ডব-গণ আশীবিষের ন্যায় বিষ স্পর্শ ও সমরে দুর্জ্জয় দ্রুপদশিশুদিগের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন। যিনি বীরত্বে বাসুদেবের তুল্য ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে যুধিষ্ঠিরের সমান, পাণ্ডবগণ সেই অভিমন্যুর সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন। যিনি চেদিরাজ্যের অধীশ্বর, বীরত্বে অপ্রতিম ও সমরে দুঃসহ, পাণ্ডবগণ সেই মহাযশাঃ শিশুপাল-নন্দন ধৃষ্টকেতুর সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন। যিনি অক্ষৌ-হিণীপরিবৃত হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া-ছেন; যিনি দেবগণের আশ্রয় সহস্রলোচনের ন্যায় পাণ্ডবগণের সহায়, পাণ্ডবগণ সেই বাসুদেবের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার

১। পাণ্ডবগণের সর্ব্বকনিষ্ঠ। ২। বর্ম্মাবৃত। ৩। বাণবর্ষণে ক্ষিপ্রহস্ত।

নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন এবং তাঁহারা চেদিপতির ভ্রাতা শরভ ও করকর্ষের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন।

অদ্বিতীয় রথী জরাসন্ধনন্দন সহদেব ও জয়ৎসেন যুদ্ধার্থী হইয়া অবস্থিত আছেন। মহাবলপরিবৃত মহাবল দ্রুপদ পাণ্ডবগণকে আত্মপ্রদানপূর্ব্বক যুদ্ধার্থী হইয়া আছেন। রাজা যুধিষ্ঠির এই সকল প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য প্রভৃতি শত শত ভূপতিকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধোন্মুখ হইয়া আছেন।"

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

ভীমবিক্রম স্মরণে ধৃতরাষ্ট্রের ভয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি যাঁহাদিগের নাম উল্লেখ করিলে, তাঁহারা সকলেই মহোৎসাহ-সম্পন্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু এক দিকে একাকী ভীমসেন ও অন্য দিকে ভূপতি সকল একত্র মিলিত হইলে তাঁহার তুল্যবল হইতে পারেন। যেমন পশুগণ ব্যাঘ্র ও সিংহ হইতে ভীত হয়, সেইরূপ আমি ক্ষমাগুণপরাঙ্মুখ ক্রোধপর বৃকোদর হইতে অধিকতর ভীত হইয়াছি। আমি তাহার ভয়ে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরিত হইয়া থাকি! আমার সৈন্যের মধ্যে এমন একজনও নয়নগোচর হয় না যে, শক্রসমতেজাঃ মহাবাহু ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। তাহার ক্ষমা নাই, বৈরভাবের শেষ নাই ও পরিহাস নাই। সে উন্মত্ত ও কুটিলদৃষ্টি; তাহার গর্জ্জন ও বেগ অতি ভয়ঙ্কর; তাহার উৎসাহ অতি দৃঢ় ও বল অতি প্রচণ্ড; সে অবশ্যই দণ্ডপাণি যমের ন্যায় গদাধর হইয়া গুরুতর আগ্রহ সহকারে আমার হতভাগ্য পুত্রগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিবে। আমি দিব্যচক্ষে সমুদ্যত ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় তাহার অষ্টাস্র[১] লৌহময় সুবর্ণমণ্ডিত ভয়ঙ্কর গদা অবলোকন করিতেছি। যেমন বলবান্ সিংহ মৃগযূথের মধ্যে বিচরণ করে, সেইরূপ ভীমসেন মদীয় সেনাগণের মধ্যে সঞ্চরণ করিবে! সেই বহুভোজী ক্রুরবিক্রম বৃকোদর বাল্যকালেও বলপূর্ব্বক আমার পুত্রগণকে আক্রমণ করিত। তৎকালে আমার পুত্রগণ উহার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে মাতঙ্গমর্দ্দিতের ন্যায় নিষ্পেষিত হইত। তাহার পরাক্রম স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে, আমার পুত্রগণও তাহার বাহুবলে অতিমাত্র ভীত হইয়াছে। সেই ভীমবিক্রম ভীমসেনই এই সুহৃদ্ভেদের[১] কারণ। আমি যেন সম্মুখে দেখিতেছি যে, ক্রোধোদ্দীপিত ভীমসেন রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও সেনাগণকে গ্রাস করিতেছে। সে অস্ত্রশিক্ষায় দ্রোণ ও অর্জ্জুনের ন্যায়, বেগে বায়ুর ন্যায় এবং ক্রোধে ত্রিলোচনের ন্যায়; কোন্ ব্যক্তি তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে সংহার করিতে সমর্থ হয়?

হে সঞ্জয়! মনস্বী ভীমসেন যে বাল্যকালেই আমার পুত্রগণকে সংহার করে নাই, ইহাই আমার পরম লাভ। যে ভীম ভীমবল যক্ষ ও রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করিয়াছিল, কোন মনুষ্য কি তাহার রণবেগ সহ্য করিতে পারে? এক্ষণে আমার দুরাত্মা পুত্রগণ তাহাকে ক্লেশিত করিতেছে, অতএব এখনকার ত কথাই নাই; সে বাল্যকালেও কদাপি আমার বশীভূত হয় নাই; সে এমন নিষ্ঠুর ও কোপনস্বভাব যে, ভগ্ন হইবে, তথাপি নত হইবে না। সেই অপ্রতিম-শৌর্য্যশালী তালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত অর্জ্জুন অপেক্ষাও প্রাদেশপরিমাণ দীর্ঘ, তুরঙ্গ অপেক্ষাও বেগবান, মাতঙ্গ অপেক্ষাও বলবান্ এবং সেই অস্পষ্টভাষী ভীমসেনের কুটিল দৃষ্টি ও ভ্রূকুটিরচনা[২] অবলোকন করিলে বোধ হয় যে, সে কিছুতেই ক্ষান্ত হইবার নহে। বাল্যকালে ব্যাসদেবের নিকট উহার রূপ ও তেজের বিষয় শ্রবণ করিয়াছি যে, ক্ষমাহীন, নিত্যক্রোধপরায়ণ, যোধপ্রধান ভীমসেন যুদ্ধে লৌহময় দণ্ডে রথ, হস্তী, মনুষ্য ও অশ্বগণকে সংহার করিবে। আমি প্রথমে প্রতিকূলাচরণপূর্ব্বক তাহাকে অবমানিত করিয়াছি; এক্ষণে আমার পুত্রগণ কি প্রকারে তাহার লৌহময়, সরল, স্থূল সুপার্শ্ব, সুবর্ণভূষিত, ঘোরনাদ, শতঘ্নী গদার আঘাত সহ্য করিবে? আমার মন্দমতি পুত্রগণ অপার, অগাধ, শরের ন্যায় বেগসম্পন্ন, দুর্গম ও দুরবগাহ ভীমরূপ সমুদ্র পার হইতে অভিলাষী হইয়াছে। আমি উচ্চস্বরে নিবারণ করি, তথাপি সেই পণ্ডিতম্মন্য বালকগণ তাহা শ্রবণ করে না। পশ্চাৎ

১। আটটি কোণবিশিষ্ট।

১। কুরু-পাণ্ডব-বিচ্ছেদের। ২। ভ্রূভঙ্গী।

যে কি বিপৎপাত হইবে, তাহারা অবগত হইতেছে না। যাহারা নররূপ অস্ত্রেৱ[1] সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিবে, তাহারা বিধাতা কর্ত্তৃক মৃত্যুর মুখে প্রেরিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার পুত্রগণ কি প্রকারে ভীমনিক্ষিপ্ত চতুর্হস্ত ষড়স্র[2] ওজ্জ্বল[3] দুঃসহ শৈক্যের[4] বেগ সহ্য করিবে? সেই প্রজ্বলিত হুতাশনসদৃশ ভীমসেন যখন ঘূর্ণ্যমান গদাঘাতে হস্তিগণের মস্তক বিদীর্ণ করিবে, সৃক্কদ্বয়[5] পুনঃ পুনঃ পরিলেহনপূর্ব্বক যখন উষ্মা ত্যাগ করিবে, যখন ভীষণরবে বারণ[6]গণকে আক্রমণ করিবে এবং সেই সকল প্রমত্ত মাতঙ্গ প্রতিগর্জ্জনপূর্ব্বক তাহার বিরুদ্ধে ধাবমান হইলে সে যখন স্যন্দন[7]পথে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিবে, তখন কি আমার পুত্রগণ তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে?

যখন মহাবাহু ভীমসেন আমার সেনাগণকে উন্মূলনপূর্ব্বক পথ প্রস্তুত করিয়া গদাহস্তে নৃত্য করিতে করিতে প্রলয়কাল উপস্থিত করিবে, যেমন মত্ত-মাতঙ্গ কুসুমিত দ্রুমরাজি বিমর্দ্দিত করে, সেইরূপ বৃকোদর সংগ্রামে প্রবেশপূর্ব্বক যখন আমার পুত্রগণের সেনাগণকে সংহার করিবে, যখন রথসমুদয় রথিহীন, সারথিবিহীন, অশ্বহীন ও ধ্বজহীন এবং রথী ও গজারোহীদিগকে উৎপীড়িত করিবে, যেমন জাহ্নবীবেগ তীরজাত তরুগণকে ভগ্ন করে, সেইরূপ ভীমসেন যখন আমার পুত্রগণের সেনাসমূহকে ছিন্ন-ভিন্ন করিবে, তখন আমার পুত্র, ভৃত্য ও রাজগণকে ভীমভয়ে কাতর হইয়া দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মগধদেশের অধীশ্বর ধীমান্ জরাসন্ধ বল ও প্রতাপে অখণ্ড ভূমণ্ডল বশীভূত করিয়াছিলেন; কুরুগণ ভীষ্মপ্রভাবে এবং অন্ধ-বৃষ্ণিগণ নীতিপ্রভাবে যে তাঁহার বশবর্ত্তী হয়েন নাই, দৈবই তাহার কারণ। কিন্তু যে বীর রিক্তহস্তে ও বাসুদেবের সাহায্যে বলপূর্ব্বক সেই মহাবীর জরাসন্ধের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে সংহার করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধিক বলকার্য্য আর কি আছে? যেমন আশীবিষ দীর্ঘকাল-সঞ্চিত হলাহল পরিত্যাগ করে, সেইরূপ বৃকোদর আমার পুত্রগণের প্রতি বহুকাল-সঙ্কলিত[8] তেজ প্রদর্শন করিবে, সন্দেহ নাই। যেমন বজ্রধর বজ্র দ্বারা দানবগণকে নিপাতিত করিয়াছেন, সেইরূপ ভীমসেন গদাঘাতে আমার পুত্রগণকে উন্মূলিত করিবে। আমি যেন নিরীক্ষণ করিতেছি, দুর্বিষহ, দুর্ব্বার, তীব্রবেগ, অতিতাম্রাক্ষ বৃকোদর আগমন করিতেছে। মহাবীর বৃকোদর যদি গদা, ধনু, রথ ও বর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল বাহুযুদ্ধ করে, তাহা হইলেও কাহার সাধ্য তাহার সম্মুখীন হয়? আমার ন্যায় ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য এবং কৃপাচার্য্যও ধীমান্ ভীমসেনের বীরত্ব অবগত আছেন। তথাপি তাঁহারা আর্য্যব্রতবোধে[1] সমরে স্ব স্ব সংহার-বিধানের নিমিত্ত আমার পুত্রগণের সেনামুখে অবস্থান করিবেন। আমি যখন পাণ্ডবগণের জয়লাভ হইবে অবগত হইয়াও পুত্রগণকে নিবারণ করিতেছি না, তখন পুরুষের ভাগ্যই সর্ব্বতোভাবে প্রবল, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ চিরপ্রথিত স্বর্গপথ আশ্রয় করিয়া পার্থিবযশ রক্ষণপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিবেন। আমার পুত্রগণের সহিত ইঁহাদিগের যেরূপ সম্পর্ক, পাণ্ডবগণের সহিতও সেইরূপ। পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্র উভয়েই ভীষ্মের পৌত্র; উভয়েই দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের শিষ্য; তন্মধ্যে এই স্থবির[2]ত্রয়কে যৎকিঞ্চিৎ অভীষ্ট আশ্রয় প্রদত্ত হইয়াছে; ইঁহারা অবশ্যই তাহার নিষ্ক্রয়[3] করিবেন। শস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে প্রাণপরিত্যাগ করা স্বধর্ম্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়গণের সাতিশয় শ্রেয়স্কর। যাঁহারা পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে গমন করিবেন, এক্ষণে আমি কেবল তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোকাকুল হইতেছি। বিদুর যে ভয়ের বিষয় উচ্চস্বরে ব্যক্ত করিয়াছিল, এক্ষণে সেই ভয় সমুপস্থিত হইয়াছে।

আমার বোধ হয়, জ্ঞান দুঃখকে বিনাশ করিতে পারে না; প্রত্যুত অধিকতর দুঃখ হইলে জ্ঞানই বিনষ্ট হইয়া থাকে। মূঢ় ব্যক্তিরা যে দুঃখের দশায় অধীর হইয়া উঠে, তাহা বিচিত্র নহে, লোক-সংগ্রহদর্শী জীবন্মুক্ত ঋষিগণও সুখের সময় সুখ ও দুঃখের সময়ে দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন। অতএব আমি কি এই অবশ্যম্ভাবী পুত্র, পৌত্র, কলত্র, মিত্র ও রাজ্যের উন্মূলন সহ্য করিতে পারি? আমি নিপুণরূপে চিন্তা করিয়া দেখিতেছি যে, কৌরবগণ

১। বজ্রের। ২। ষট্‌কোণ। ৩। অত্যুজ্জ্বল। ৪। শিকার ন্যায় পাশ—বন্ধনরজ্জু। ৫। অধর-ওষ্ঠের প্রান্তদ্বয়। ৬। হস্তী। ৭। রথ। ৮। উপচিত—সঞ্চিত।

১। ক্ষত্রিয়পালনীয় অবশ্যানুষ্ঠেয় জ্ঞানে। ২। বিশেষ বৃদ্ধ। ৩। প্রতিদান।

কালগ্রাসে নিপতিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কেন না, দ্যূতক্রীড়া অবধি তাহাদিগেরই পাপাচরণ প্রকাশিত হইতেছে। ঐশ্বর্য্যলুব্ধ মন্দমতি দুর্য্যোধনের লোভে এই সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে। এই দ্রুতগামী কাল চক্রনেমির ন্যায় পর্য্যায়ক্রমে ক্রমে ক্রমে গমনাগমন করিতেছে; কেহই ইহার হস্ত হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হয় না।

হা! আমি কি করিব? কি প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব? কোথায় বা গমন করিব? এই হতভাগ্য কৌরবগণ অবশ্যই কালকবলে কবলিত হইবে। শতপুত্র-বিনাশ হইলে আমি অবশ হইয়া কি প্রকারে স্ত্রীগণের রোদনধ্বনি শ্রবণ করিব? অতএব মৃত্যু আমাকে গ্রহণ করুন। যেমন প্রজ্বলিত হুতাশন নিদাঘকালে বায়ুর সাহায্যে কক্ষরাশি দাহ করে, সেইরূপ গদাহস্ত ভীমসেন অর্জ্জুনের সহিত নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণকে সংহার করিবে।"

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের অর্জ্জুনভীতি

"হে সঞ্জয়! যাঁহার যোদ্ধা ধনঞ্জয়, যাঁহার মিথ্যাবাক্য কখনও কাহারও শ্রুতিগোচর হয় নাই, ত্রৈলোক্যও সেই পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের হস্তগত হইবে। নিরন্তর চিন্তা করিয়াও এমন লোক দেখিতেছি না, যে ব্যক্তি রথারোহণপূর্ব্বক গাণ্ডীবধন্বার সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়! যখন ধনঞ্জয় কর্ণী, নালীক প্রভৃতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে, তখন কেহই তাহার অভিমুখীন হইবে না। যদি বহুসমরজয়ী দ্রোণ ও কর্ণ তাহার সহিত যুদ্ধে গমন করেন, তাহা হইলে অন্যান্য লোক জয়-পরাজয় বিষয়ে সন্দিহান হইতে পারে; কিন্তু আমার মতে জয়লাভের সম্ভাবনা নাই; কেন না, কর্ণ কারুণ্যরসবশংবদ ও প্রমাদী; দ্রোণাচার্য্য স্থবির ও উভয় পক্ষেরই আচার্য্য; ওদিকে পার্থ সমর্থ, বলবান্, দৃঢ়ধন্বা ও অক্লান্তপরাক্রম। ইহারা সকলেই অপরাজিত, সকলেই অস্ত্রবেত্তা, সকলেই শৌর্য্যশালী ও সকলেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং সকলেই দেবাধিপত্য পরিত্যাগ করিতে পারেন, তথাপি জয় পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন না; অতএব তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হইলে হয় দ্রোণ ও কর্ণের, না হয় ধনঞ্জয়ের বধ ব্যতিরেকে সে যুদ্ধের অবসান হইবে না; কিন্তু ধনঞ্জয়কে জয় বা বধ করিতে সমর্থ হয়, এমন কেহই নাই। আর যে ব্যক্তি মন্দকারীর বিপক্ষে বদ্ধপরিকর হইয়াছে, কি প্রকারেই বা তাহার ক্রোধশান্তি হইবে? অন্যান্য অস্ত্রবেত্তারা জয়লাভ করেন এবং পরাজিতও হইয়া থাকেন; কিন্তু ধনঞ্জয়ের কেবল জয়লাভই শ্রবণগোচর হইয়া থাকে। তিনি খাণ্ডবারণ্যে ত্রয়স্ত্রিংশৎ[১] বৎসর হুতাশনের তৃপ্তিসাধনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন ও তন্নিবন্ধন সমুদয় দেবগণকে পরাজিত করিয়াছেন। ফলতঃ, আমরা কখনই অর্জ্জুনের পরাজয় শ্রবণ করি নাই। সমশীল ও সমাচারসম্পন্ন হৃষীকেশ সংগ্রামসময়ে যাঁহার সারথি, তাঁহার জয়লাভ দেবরাজের জয়লাভের ন্যায় অনিবার্য্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রবণ করিয়াছি, এক রথে দুই কৃষ্ণ[২] ও অধিগুণ[৩] গাণ্ডীবধনু, এই তিন তেজ একত্র মিলিত হইয়াছে। তাদৃশ রথী, তাদৃশ সারথি ও তাদৃশ ধনু যে আর কুত্রাপি বিদ্যমান নাই, ইহা দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী মন্দমতিরা অবগত নহে। প্রজ্বলিত বজ্র মস্তকে নিপতিত হইবামাত্র নিঃশেষিত হইয়া যায়, কিন্তু অর্জ্জুনের নিক্ষিপ্ত শরসকল কোনক্রমে নিঃশেষিত হয় না। হে সঞ্জয়! আমি যেন দেখিতেছি, মহাবীর ধনঞ্জয় শরনিক্ষেপ, শরাঘাত ও শরবৃষ্টি দ্বারা সৈন্যগণের শরীর হইতে মস্তকগুলি পৃথক্ করিতেছে; তাহার গাণ্ডীবসমুত্থিত বাণময় প্রদীপ্ত তেজ আমার সেনাগণকে দগ্ধ করিতেছে এবং তাহারা সব্যসাচী[৪]র রথনিনাদে ভয়বিহ্বল হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে। যেমন সমীরণ-সন্ধুক্ষিত[৫] হুতাশন ইতস্ততঃ সঞ্চরণপূর্ব্বক প্রচুর কক্ষ[৬] দাহ করে, সেইরূপ সেই তেজ আমার পুত্রগণকে ভস্মাবশেষ করিবে। যখন অস্ত্রবিশারদ কিরীটী[৭] নিশিত শরসমূহ নিক্ষেপ করিবেন, তখন তাহা বিধিসৃষ্ট সর্ব্বসংহর্ত্তা অন্তকের ন্যায় নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিবে। যখন আমি গৃহে অবস্থিতি করিয়া বারংবার শ্রবণ করিব যে, কৌরবগণ ছিন্নভিন্ন ও পলায়িত হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইবে, ভরতকুলের বিনাশকাল সমুপস্থিত হইয়াছে।"

১। তেত্রিশ। ২। কৃষ্ণার্জ্জুন—অর্জ্জুনেরও নামান্তর কৃষ্ণ। ৩। গুণারোপিত। ৪। অর্জ্জুন। ৫। বায়ু দ্বারা উত্তেজিত। ৬। তৃণ। ৭। অর্জ্জুন।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

পুত্রদের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের সন্ধির উপদেশ

"হে সঞ্জয়! জয়লাভোৎসুক পাণ্ডবগণ যেরূপ পরাক্রান্ত, তাঁহাদের অগ্রসর যোদ্ধগণও সেইরূপ আত্মপ্রদানে কৃতনিশ্চয় ও সমুৎসুক হইয়াছেন। তুমিই সেই পরাক্রান্ত পাঞ্চাল, কেকয়, মগধ ও বৎসরাজগণের কথা নিবেদন করিয়াছ। যিনি ইচ্ছা করিলে ইন্দ্রের সহিত এই সমুদয় ভুবন বশীভূত করিতে পরেন, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের জয়ের নিমিত্ত সমানীত হইয়াছেন। যে শিনিরাজ সাত্যকি অর্জ্জুনের নিকট অচিরকালমধ্যে সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি বীজবপনের ন্যায় শরবর্ষণ করিয়া রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইবেন। ক্রূরকর্ম্মা, মহারথ, পাঞ্চালনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাদের সেনাগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন।

হে বৎস! যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ এবং ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের পরাক্রম হইতে আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। মানবেন্দ্র পাণ্ডবগণ অলৌকিক অস্ত্ররূপ জাল বিস্তীর্ণ করিয়াছে; বোধ হয়, আমার সৈন্যগণ তাহাতে নিপতিত হইলে কদাচ উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না; এই নিমিত্তই আমি উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছি, যুধিষ্ঠির দর্শনীয়, মনস্বী, শ্রীমান্‌, ব্রহ্ম-তেজে তেজস্বী, মেধাবী, প্রজ্ঞাবান্‌, ধর্ম্মাত্মা এবং সমরোদ্ধত মহারথ মহাবীর মিত্র, অমাত্য, ভ্রাতা ও শ্বশুরগণে পরিবৃত, ধৈর্য্যশীল, গূঢ়মন্ত্র, দয়াশীল, বদান্য, লজ্জাপরায়ণ, অব্যর্থপরাক্রম, বহুশাস্ত্রজ্ঞ, কৃতাত্মা, বৃদ্ধসেবী এবং জিতেন্দ্রিয়; সেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন যুধিষ্ঠির প্রজ্বলিত হুতাশনস্বরূপ; কোন্‌ মুমূর্ষু অচেতন ব্যক্তি এই অনিবার্য্য হুতাশনে পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিবে? আমি অগ্নিসমানধর্ম্মা ধর্ম্মরাজের সহিত কপট ব্যবহার করিয়াছি; এ নিমিত্ত তিনি যুদ্ধে অবশ্যই আমার হতভাগ্য পুত্রগণকে সংহার করিবেন।

অতএব হে কুরুগণ! তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ না করাই শ্রেয়স্কর; যুদ্ধ করিলে সমস্ত কুল নির্ম্মূলিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার বুদ্ধির সীমা এই পর্য্যন্ত; এইরূপ করিলেই আমার অন্তঃকরণ নিরুদ্বেগ হয়; ইহা যদি তোমাদের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আমরা সন্ধির নিমিত্ত যত্নশীল হই; নতুবা আমরা যৎপরোনাস্তি পরিক্লিষ্ট হইলেও যুধিষ্ঠির আমাদিগকে উপেক্ষা করিবেন না। তিনি স্বধর্ম্মানুসারে আমাকেই এই সমস্ত ঘটনার কারণ বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন।"

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

অপরিণামদর্শিতার জন্য সঞ্জয়ের তিরস্কার

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যে প্রকার কহিতেছেন, তাহা যথার্থ; ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধে গাণ্ডীব দ্বারা মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনি যে সব্যসাচীর বলবিক্রম অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত পুত্রগণের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন, তাহা জানি না। আপনিই প্রথমে পাণ্ডবগণকে প্রতারিত করিয়াছেন, তবে যে এক্ষণে আপনার এ প্রকার বুদ্ধি উপস্থিত হইতেছে, বোধ হয় ইহা চিরকাল থাকিবে না। যিনি সুহৃৎ, সম্যক্‌ সাবধানচিত্ত ও হিতকারী, তিনিই যথার্থ পিতা; কিন্তু যিনি অনিষ্টাচরণপরায়ণ, তিনি পিতা বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। মহারাজ! দ্যূতকালে 'এই জয় হইল, এই লাভ হইল, এই পাণ্ডবগণ পরাজিত হইল' এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া আপনি বালকের ন্যায় আহ্লাদিত হইতেন এবং পাণ্ডবগণ পরুষবাক্যে তিরস্কৃত হইলে আপনি উপেক্ষা করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ যে তাঁহারা সমস্ত রাজ্য হস্তগত করিবেন, ইহা আপনি জানিতে পারিতেছেন না। কেবল কুরু ও জাঙ্গল দেশ আপনার পৈতৃক রাজ্য, মহাবীর পাণ্ডবগণ তদ্ভিন্ন অখিল ভূমণ্ডল স্বভুজবীর্য্যে উপার্জ্জন করিয়া আপনাকে অর্পণ করিয়াছেন, আপনি তৎসমুদয় রাজ্য স্বোপার্জ্জিত বলিয়া ভোগ করিতেছেন।

মহারাজ! আপনার পুত্রগণ গন্ধর্ব্বরাজের হস্তে নিপতিত হইয়া অপার বিপদসাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন; পার্থই তাঁহাদিগকে উদ্ধার করেন। যখন পাণ্ডবগণ দ্যূতে পরাজিত হইয়া অরণ্যে গমন করিতেছিলেন, তখন আপনি বালকের ন্যায় পুনঃ পুনঃ আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন। জীবজন্তুর কথা দূরে থাকুক, ধনঞ্জয় নিশিত শরসমূহ বর্ষণ করিলে সমুদ্রও শুষ্ক হইয়া যায়। তিনি

সমুদয় ধনুর্দ্ধরের অগ্রগণ্য, গাণ্ডীব সকল শরাসনের প্রধান, কৃষ্ণ সর্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠ, সুদর্শন সকল চক্রের উৎকৃষ্ট ও দীপ্যমান বানরকেতু[১] নিখিলকেতুর মধ্যে প্রসিদ্ধ। এইগুলি সেই শ্বেততুরঙ্গশালী স্যন্দনে একত্রিত হইলে উদ্যত কালচক্রের ন্যায় সেই রথ আপনার সমুদয়ই নিঃশেষিত করিবে। ভীম ও অর্জ্জুন যাঁহার যোদ্ধা, তিনি অন্তই এই অখণ্ড ধরামণ্ডল অধিকার করিতে পারেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণ আপনার সেনাগণকে ভীম কর্ত্তৃক নিহতপ্রায় অবলোকন করিয়াই ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। আপনার পুত্রগণ ও তাঁহাদিগের অনুগামী ভূপতিগণ ভীম ও অর্জ্জুনের ভয়ে ভীত হইয়া কদাচ জয়লাভ করিতে পারিবেন না।

হে রাজন্! পাঞ্চাল, কেকয়, শাল্বেয় ও শূরসেনগণ ধীমান্ পার্থের পরাক্রম অবগত হইয়া তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়াছে; তাহারা এক্ষণে আর আপনাকে উপাসনা করিতেছে না, প্রত্যুত অবজ্ঞাই করিতেছে, আর তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া আপনার পুত্রগণের বিরোধী হইয়াছে। সে যাহা হউক, এক্ষণে আপনার শোক করা উচিত নয়, আমি ও বিদুর দ্যুতক্রীড়া সময়েই কহিয়াছিলাম যে, পাপাত্মা দুর্য্যোধন অবধ্য ধার্ম্মিকবর পাণ্ডবগণকে অন্যায় কর্ম্ম দ্বারা ক্লেশ প্রদান ও দ্বেষ করিতেছে; অতএব তাহাকে ও তাহার অনুগত ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বপ্রকার উপায় দ্বারা শাসন করা উচিত; কিন্তু তখন তাহা না করিয়া এক্ষণে অসমর্থ ব্যক্তির ন্যায় পাণ্ডবগণের নিমিত্ত বিলাপ করা নিরর্থক।"

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

আশ্বাসপ্রদানে দুর্য্যোধনের ধৃতরাষ্ট্র-সান্ত্বনা

দুর্য্যোধন কহিলেন, "মহারাজ! ভীত হইবেন না এবং আমাদিগের নিমিত্ত শোক করিবেন না; আমরা শত্রুগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইব। হে পিতঃ! যখন শ্রবণ করিলেন, পররাষ্ট্রবিমর্দ্দী সেনাগণসমভিব্যাহারে মধুসূদন এবং কেকয়, ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি রাজগণ ও অন্যান্য অনুযায়িবর্গ ইন্দ্রপ্রস্থের অনতিদূর হইতে বনবাসী পাণ্ডবগণের সমীপে সমাগত হইয়া কুরুগণের সহিত আপনার কুৎসা ও অজিনধারী যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতেছে এবং আপনাকে সন্তান-সন্ততির সহিত উচ্ছিন্ন করিবার অভিলাষে রাজ্য প্রত্যাহরণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছে, তখন আমি জ্ঞাতিক্ষয়ভয়ে ভীত হইয়া ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে কহিলাম যে, 'এখন বাসুদেব আমাদিগের সমুচ্ছেদে সমুৎসুক হইয়াছেন, তখন বোধ হয়, পাণ্ডবগণ অবশ্যই সমরসময়ে অবস্থান করিবেন। কেবল বিদুর ও কুরুবৃদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র ভিন্ন আপনাদের সকলকেই তাঁহার হস্তে বিধ্বস্ত হইতে হইবে। তিনি আমাদিগের সর্ব্বোচ্ছেদ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে একাধিপত্য প্রদান করিবেন। অতএব প্রণিপাত, পলায়ন আর শত্রুদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিয়া প্রাণপরিত্যাগ, এক্ষণে ইহার মধ্যে কি করা কর্ত্তব্য? প্রতিযুদ্ধ করিলে আমাদিগেরই নিয়ত পরাজয় হইবে; কারণ, সমুদয় ভূপতিই যুধিষ্ঠিরের বশবর্ত্তী; কিন্তু আমার প্রতি রাজ্যস্থ সমস্ত লোকই বিরক্ত ও সকল মিত্র কুপিত হইয়াছে এবং সকল ভূপতি ও আত্মীয়গণ আমাকে ধিক্কৃত করিতেছেন। প্রণিপাত করিলে দোষ নাই; চিরকালের নিমিত্ত সন্ধিও হইতে পারে। কিন্তু আমি কেবল আপনার নিমিত্তই শোক করিতেছি, আপনি আমার নিমিত্ত দুঃসহ দুঃখ ও অশেষ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ শত্রুগণকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল; এক্ষণে সেই সকল মহারথ শত্রু পাণ্ডবগণ যে অমাত্যসহ ধৃতরাষ্ট্রের কুলোচ্ছেদপূর্ব্বক বৈরনির্য্যাতন করিবে, ইহা আপনি আমার মঙ্গলের নিমিত্ত পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন।'

হে তাত! দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ ও অশ্বত্থামাকে এবং বধ চিন্তাধিকাতর[১] অবলোকন করিয়া কহিলেন, 'হে রাজন্! আরাতিগণের অনিষ্ট করিয়াছি বলিয়া কদাচ ভীত হইবেন না। আমরা সমরক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলে তাহারা কোনক্রমেই জয়লাভে সমর্থ হইবে না। আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি শত্রুপক্ষের সমুদয় পার্থিবকে পরাভূত করিতে পারেন। অতএব সকলে চল, নিশিত শরপ্রহারে তাহাদিগের দর্প চূর্ণ করি।' পূর্ব্বে পিতামহ ভীষ্ম পিতার নিধনে একান্ত ক্রুদ্ধ

১। বানরধ্বজ—যাহার রথের ধ্বজা বানর-চিহ্নিত।

১। অত্যন্ত চিন্তাকাতর।

হইয়া একাকী একরথে সমস্ত ভূপতিকে পরাজিত ও তাঁহাদিগের ভূরি ভূরি ব্যক্তিকে নিহত করিলে অবশিষ্ট রাজারা ভীতি বশতঃ সেই দেবব্রতে'র শরণাপন্ন হইয়াছিলেন; সেই সুসমর্থ মহাপুরুষ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন; অতএব শত্রুজয়ের নিমিত্ত ভয় পরিত্যাগ করুন। হে পিতঃ! এই অমিততেজাঃ বীরগণ তৎকাল অবধিই এই প্রকার কৃতনিশ্চয় হইয়া রহিয়াছেন।

এই সমস্ত পৃথিবী পূর্ব্বে শত্রুগণের বশীভূত ছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে তাহারা সমরে আমাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না; কেন না, শত্রুগণ নিস্তেজ ও তাহাদিগের সহায়গণ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; এ দিকে পৃথিবী আমার হস্তগত আছে এবং আমি যে সকল ভূপতিকে আনয়ন করিয়াছি, তাঁহারা আমার নিমিত্ত অগ্নি বা সমুদ্রে প্রবেশ করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। আমার সুখই তাঁহাদিগের সুখ ও আমার দুঃখই তাঁহাদিগের দুঃখ। ইঁহারা আপনাকে দুঃখিত ও ভীত হইয়া শত্রুগণের প্রশংসা সহকারে বহুবিধ বিলাপ করিতে দেখিয়া হাস্য করিতেছেন। ইঁহাদিগের এক একজন পাণ্ডবগণের সমকক্ষ। মহারাজ! সকলেই আপনি আপনাকে অবগত আছেন; অতএব আপনি উপস্থিত ভয় পরিত্যাগ করুন।

মহারাজ! অন্যের কথা কি কহিব, দেবরাজও আমার সমগ্র সেনাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না; স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাও হনন করিতে পারেন না। যুধিষ্ঠির আমার সৈন্য ও প্রভাব অবলোকন করিয়া এরূপ ভীত হইয়াছে যে, নগর পরিত্যাগ করিয়া কেবল পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছে। আপনি আমার সমুদয় প্রভাব অবগত হন নাই; এই নিমিত্ত বৃকোদরকে সমর্থ বলিয়া বোধ করিতেছেন; কিন্তু তাহা আপনার ভ্রান্তিমাত্র। পৃথিবীতে গদাযুদ্ধে আমার সমান এক্ষণে কেহই নাই; আর কেহ হয় নাই ও হইবেও না। আমি একাগ্রতা ও অতি দুঃখের সহিত গুরুকুলে বাস করিয়া বিদ্যার পারপ্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব আপনি এক্ষণে ভীম বা অন্যান্য ব্যক্তি হইতে ভীত হইবেন না। আমি যখন বলদেবের শিষ্য হইয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতাম, তখন তাঁহার এই নিশ্চয় হইয়াছিল যে, গদাতে দুর্য্যোধনের সমান কেহই নাই। তিনি সামান্য লোক নহেন; পৃথিবীতে তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর বলবান্ আর নয়নগোচর হয় না। ভীমসেন কদাপি আমার গদাপ্রহার সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। আমি ভীমসেনকে ক্রোধপূর্ব্বক একটি আঘাত করিব, তাহাতেই তাহাকে তৎক্ষণাৎ শমনসদনে গমন করিতে হইবে। আমার বহু দিনের মনোরথ এই যে, একবার বৃকোদরকে গদাধর[১] অবলোকন করিব। আমি বৃকোদরকে গদাঘাত করিলে সে বিশীর্ণগাত্র ও গতজীবন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইবে। অন্যের কথা কি কহিব, আমার গদার এক আঘাতে হিমালয়পর্ব্বতও শতধারা সহস্রধারা বিদীর্ণ হইয়া যায়। বৃকোদর, বাসুদেব ও অর্জ্জুনও ইহা অবগত আছে যে, গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনের সদৃশ দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। অতএব আপনার ভীমভয় দূরীভূত হউক, আপনি বিমনাঃ হইবেন না; আমি তাহাকে ব্যাপাদিত[২] করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি ভীমসেনকে বিনষ্ট করিলে পর অন্যান্য তুল্য রূপ অথবা উৎকৃষ্ট রথিসমূহ ধনঞ্জয়কে দূরে নিক্ষেপ করিবে। হে তাত! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, প্রাগ্‌জ্যোতিষাধীশ্বর শল্য ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, ইঁহাদের এক এক জন পাণ্ডবগণকে সংহার করিতে সমর্থ; একত্র মিলিত হইলে তৎক্ষণমাত্রেই তাহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিবেন। ভূপতিগণের সমগ্র সেনা যে একাকী ধনঞ্জয়কে জয় করিতে অসমর্থ হইবে, তাহাতে কোন কারণ নাই। সে ভীষ্ম, দোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপের শরজালেই কালকবলে প্রবিষ্ট হইবে। ব্রহ্মর্ষিসদৃশ পিতামহ গঙ্গার গর্ভে শান্তনুর ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন। দেবগণও ইঁহার পরাক্রম সহ্য করিতে অসমর্থ, কেহ ইঁহার সংহারকর্ত্তা নাই। ইঁহার পিতা প্রসন্ন হইয়া ইঁহাকে বর প্রদান করিয়াছেন যে, 'ইচ্ছা না করিলে তোমার মৃত্যু হইবে না।' দ্রোণাচার্য্যও ব্রহ্মর্ষি ভরদ্বাজের ঔরসে দ্রোণীমধ্যে উৎপন্ন হইয়াছেন। পরমাস্ত্রবিৎ অশ্বত্থামা ইঁহারই পুত্র এবং আচার্য্যপ্রধান কৃপাচার্য্যও মহর্ষি গৌতম হইতে শরস্তম্বে সমুদ্ভূত হইয়াছেন, অতএব বোধ হয়, ইনিও অবধ্য। যাঁহার পিতা, মাতা ও মাতুল এই তিন জনই অযোনিজ, সেই শৌর্য্যশালী অশ্বত্থামা আমার পক্ষে অবস্থিতি

১। ভীষ্মের।

১। গদাধারণপূর্ব্বক আমার পক্ষে সমাগত। ২। বধ।

করিতেছেন। এই সকল দেবকল্প মহারথগণ সমরে দেবরাজকেও ব্যথিত করিতে পারেন। ধনঞ্জয় ইঁহাদিগের প্রত্যেকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ নয়। তাঁহারা একত্র হইয়া ধনঞ্জয়কে বিনষ্ট করিবেন।

কর্ণ একাকী ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপের সমান; ইনি পরশুরামের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনের নিমিত্ত অনুমতি প্রার্থনা করিলে, তিনি তখন 'তুমি আমার সমান হইয়াছ' বলিয়া ইঁহাকে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন। দেবরাজ শচীর নিমিত্ত এই মহাবীরের নিকট সহজাত রুচির কুণ্ডলদ্বয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইনি অতি ভীষণ অমোঘ শক্তি দ্বারা ধনঞ্জয়কে আক্রমণ করিলে সে কি আর জীবিত থাকিতে পারিবে?

হে রাজন্! করতলন্যস্ত ফলের ন্যায় বিজয় আমার হস্তগত ও শত্রুগণের পরাজয় অভিব্যক্ত হইয়া আছে। কেন না, এই ভীষ্ম একদিনে অযুত বীরকে বিনষ্ট করেন; মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ, অশ্বত্থামা এবং কৃপও ইঁহার সমান এবং সংসপ্তক ক্ষত্রিয়গণ সামান্য বীর নয়। সব্যসাচীকে বধ করিবার নিমিত্ত যে সকল ভূপতি আনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মনে একবার এমন সংশয় হয় না যে, হয় আমরা অর্জ্জুনকে সংহার করিব, না হয় অর্জ্জুন আমাদিগকে সংহার করিবে। ফলতঃ তাঁহারা তাহাকে বধ করিতে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছেন। তথাপি আপনি পাণ্ডবগণের ভয়ে কি নিমিত্ত ব্যথিত হইতেছেন? ভীমসেন নিহত হইলে আর কে যুদ্ধ করিবে? যদি আপনি তাঁহাদের আর কাহাকেও অবগত থাকেন, বলুন। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি তাহাদিগের সার যোদ্ধা; কিন্তু ঐ সকল যোদ্ধা অপেক্ষা আমাদিগের যোদ্ধা ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বৈকর্ত্তন, কর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতি শল্য, অবন্তীপতি জয়দ্রথ, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুর্ম্মুখ, শ্রুতায়ু, চিত্রসেন, পুরুমিত্র, বিবিংশতি, শল, ভূরিশ্রবা ও আপনার আত্মজ বিকর্ণ—ইহারা শ্রেষ্ঠ। তদ্ভিন্ন আমি একাদশ অক্ষৌহিণী আহরণ করিয়াছি, কিন্তু তাহাদিগের সপ্ত অক্ষৌহিণী ভিন্ন আর কিছুই নাই, অতএব কি নিমিত্ত আমাদিগের পরাজয় হইবে? বৃহস্পতি কহিয়াছেন, আপনার বল শত্রুবল অপেক্ষা তিন গুণ অধিক হইলেই শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবে। আমার সেনাও শত্রুসেনা অপেক্ষা তিন গুণ অধিক এবং তাহাদিগের সেনার মধ্যে বহু ব্যক্তি নির্গুণ; কিন্তু আমার সেনা বহুগুণ[১] ও বহুগুণসম্পন্ন। হে তাত! আপনি আমার এই প্রকার বলাধিক্য ও পাণ্ডবগণের ন্যূনতা অবগত হইলেন; এক্ষণে মোহাবিষ্ট হওয়া কোনক্রমেই আপনার উচিত নয়।"

পরপুরঞ্জয় দুর্য্যোধন পিতাকে এই প্রকার কহিয়া ও পাণ্ডবগণের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত সমুচিত অবসর প্রাপ্ত হইয়া সঞ্জয়কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

সঞ্জয় কর্ত্তৃক পাণ্ডবগণের রথসজ্জা বর্ণন

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে সঞ্জয়! যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য রাজগণ সাত অক্ষৌহিণীমাত্র লাভ করিয়াই কি যুদ্ধ করিতে সমুৎসুক হইয়াছে?"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্! রাজা যুধিষ্ঠির যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন; ভীম, অর্জ্জুন, নকুল এবং সহদেবও ভয় প্রাপ্ত হয়েন নাই। ধনঞ্জয় অস্ত্রপ্রয়োজক মন্ত্র সকল পরীক্ষা করিবার অভিলাষে দিব্য রথ সংযোজনা করিয়া দশদিক উদ্ভাসিত করিতেছেন। আমি সেই বর্ম্মিতাঙ্গ[২] ধনঞ্জয়কে সৌদামিনী-সমুদ্ভাসিত জলদের ন্যায় অবলোকন করিলাম। তিনি গাঢ়তর চিন্তা করিয়া আমাকে কহিলেন, 'হে সঞ্জয়! আমরা যে জয়লাভ করিব, এই তাহার পূর্ব্বলক্ষণ দেখ।' তিনি যেরূপ কহিলেন, আমি তাহা বাস্তবিক বোধ করিলাম।"

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি ত অপরাজিত পাণ্ডবগণের অভিনন্দনপূর্ব্বক প্রশংসাই করিয়া থাক; বল দেখি, অর্জ্জুনের রথের অশ্বগণ কি প্রকার? ধ্বজ-সকলই বা কিরূপ?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! বিশ্বকর্ম্মা, পুরন্দর ও প্রজাপতি মহামূল্য ও লঘুতর বহুবিধ আকৃতি কল্পনা করিয়া সেই ধ্বজ চিত্রিত করিয়াছেন এবং মারুতসুত হনূমান্ ভীমসেনের অনুরোধে সেই ধ্বজে আত্মপ্রতিকৃতি আরোপিত করিবেন। সেই ধ্বজ তির্য্যক্ ও ঊর্দ্ধদিকে এক যোজন আবৃত করে এবং

১। শতসংখ্যক। ২। বর্ম্মাচ্ছাদিত—বর্ম্ম দ্বারা রক্ষিত।

বিশ্বকর্ম্মা তাহাতে এরূপ মায়া প্রকটিত করিয়াছেন যে, তাহা বৃক্ষে নিরুদ্ধ হইলেও তাহাতে সংসক্ত হয় না। আকাশে যেমন নানাবর্ণ ইন্দ্রধনু প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাহা কি পদার্থ, কিছুই জানি না, বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত ধ্বজেও সেইরূপ বহুবিধ বর্ণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যেমন ধূম আকাশে উত্থিত ও রুদ্ধ হইলে তেজোদ্বারা বহুবিধ বর্ণে সুশোভিত হয়, বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত ধ্বজও সেইরূপ; কিন্তু ইহার ভারও নাই, অবরোধও নাই। চিত্ররথ তাঁহাকে যে দিব্য রথ ও বায়ুসদৃশ বেগবান্ শ্বেতবর্ণ তুরঙ্গ-সকল প্রদান করিয়াছেন, কি পৃথিবী, কি অন্তরীক্ষ, কি স্বর্গ, কুত্রাপি সেই রথ বা অশ্ব-সমূহের গতিরোধ হয় না। রাজা যুধিষ্ঠিরের রথে যে শুভ্রবর্ণ প্রকাণ্ড-কলেবর স্ববীর্য্যের অনুরূপ শত অশ্ব সংযোজিত আছে, তাহাদের যত বিনষ্ট হউক, শত-সংখ্যা পূর্ণ থাকিবে, তাতাতে সন্দেহ নাই। ভীমসেনের রথে যে সকল অশ্ব সুশোভিত আছে, তাহারা সপ্তর্ষির ন্যায় তেজস্বী ও বায়ুতুল্য বেগবান্; তাহাদের পৃষ্ঠদেশ তিত্তির পক্ষীর ন্যায় বিচিত্রবর্ণ এবং অন্যান্য অবয়ব কৃষ্ণবর্ণ। ধনঞ্জয় প্রীত হইয়া ভীমসেনকে ঐ সকল অশ্ব প্রদান করিয়াছেন। ভ্রাতৃগণের অশ্ব অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ও অম্লান-স্বভাব অন্য অশ্ব-সকল সহদেবকে এবং ইন্দ্রদত্ত তুরঙ্গমগণ নকুলকে বহন করে। বয়স ও বিক্রমে বায়ুসমান বলবান্ ও বেগবান্, ইন্দ্রাশ্বের তুল্য মহাজব[১] ও বিচিত্ররূপ, দেবদত্ত অশ্বগণ দ্রৌপদেয়[২] ও সৌভদ্র[৩] কুমারগণকে বহন করিয়া থাকে।"

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

পাণ্ডবগণের বলবর্ণন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "সঞ্জয়! পাণ্ডবগণের প্রতি প্রীতিবশতঃ আমাদিগের সেনাগণের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত কোন্ কোন্ বীরগণ সমাগত হইয়াছে, অবলোকন করিলে?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! দেখিলাম, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের প্রধান বাসুদেব ও চেকিতান আগমন করিয়াছেন; সুবিখ্যাত মহারথ পুরুষ-মানী যুযুধান ও সাত্যকি উভয়ে পৃথক্ পৃথক্ অক্ষৌহিণী-সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন; পাঞ্চাল-রাজ দ্রুপদ, সত্যজিৎ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী প্রভৃতি পুত্রগণ সহ অক্ষৌহিণী সেনায় পরিবৃত হইয়া সমুদয় সৈন্যের শরীর আচ্ছাদিত করিয়া পাণ্ডবগণের মানবর্দ্ধনপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছেন; পৃথিবীপাল বিরাট, শঙ্খ ও উত্তর প্রভৃতি পুত্র, ভ্রাতৃগণ এবং এক অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে অজাতশত্রুকে আশ্রয় করিয়াছেন; পৃথক্ পৃথক্ অক্ষৌহিণীপরিবৃত মগধ-রাজ জরাসন্ধনন্দন ও চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু পাণ্ডবগণের অনুগত হইয়াছেন; লোহিতধ্বজ কেকয়েরা পঞ্চ ভ্রাতা অক্ষৌহিণী লইয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

মানুষ, দৈব, গান্ধর্ব্ব ও আসুর ব্যূহবেত্তা মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাগণের অগ্রে অবস্থান করিবেন। শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম শিখণ্ডীর অংশে পরিকল্পিত হইয়াছেন; বিরাটরাজ মৎস্যদেশীয় যোদ্ধগণের সহিত সেই শিখণ্ডীর সাহায্য করিবেন। বলবান্ মদ্রাধিপতি যুধিষ্ঠিরের অংশে[১] পরিকল্পিত[২] হইয়াছেন। কেহ কেহ এই ব্যবস্থা অসদৃশ হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিতেছে। দুর্য্যোধন, তাঁহার শত ভ্রাতা এবং প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্য বীরগণ ভীমসেনের অংশে কল্পিত হইয়াছেন। কর্ণ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ প্রভৃতি যত শূরাভিমানী অজেয় বীরপুরুষ আছেন, ধনঞ্জয় তাঁহাদের সমুদয়কেই আপনার অংশে কল্পনা করিয়াছেন। মহাধনুর্দ্ধর কেকয়েরা পঞ্চ ভ্রাতা কৈকেয়গণকে সমভিব্যাহারে লইয়া যুদ্ধ করিবেন; মালব ও শাল্বকগণ এবং সংসপ্তক বলিয়া বিখ্যাত ত্রিগর্ত্তদেশীয় বীরদ্বয় তাঁহাদের অংশে কল্পিত হইয়াছেন। দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের পুত্রগণ এবং রাজা বৃহদ্বল সুভদ্রা-নন্দনের অংশে পতিত হইয়াছেন। সুবর্ণধ্বজ মহাধনুর্দ্ধর দ্রৌপদেয় ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণ দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিবেন। চেকিতান সোমদত্তের সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধে সমুৎসুক হইয়াছেন। যুযুধান ভোজরাজ কৃতবর্ম্মার সহিত সংগ্রাম করিবেন। ইন্দ্রসম যোদ্ধা সহদেব স্বয়ং আপনার শ্যালক শকুনির সহিত যুদ্ধ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। কৈতব্য উলূক ও সারস্বতগণ নকুলের ভাগে পরিকল্পিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আর যে সকল রাজা

১। অত্যন্ত বেগবান্। ২। দ্রৌপদীপুত্রগণ। ৩। অভিমন্যু।

১—২। প্রতিযোদ্ধৃরূপে নির্ব্বাচিত—যুধিষ্ঠির-শল্যে যুদ্ধ হইবে।

যুদ্ধে গমন করিবেন, তাঁহাদিগের নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক স্ব স্ব অংশে কল্পনা করিয়াছেন। ইঁহাদিগের সেনাগণ এবম্প্রকার ভাগানুসারে বিভক্ত হইয়াছে, এক্ষণে আপনার ও যুবরাজদিগের যাহা কর্ত্তব্য, অবিলম্বে তাহা সম্পাদন করুন।"

পাণ্ডব-ভীত ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি দুর্য্যোধন-সান্ত্বনা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমার দ্যূতপরায়ণ ব্যসনাসক্ত মূঢ়মতি পুত্রগণ রণক্ষেত্রে বলবান্ ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ-ঘটনা হইলে কখনই জীবিত থাকিবে না। যেমন পতঙ্গগণ পাবকে প্রবেশ করে, সেইরূপ সমুদয় ভূপালগণ কালধর্ম্ম কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়া গাণ্ডীবাগ্নিতে প্রবিষ্ট হইবে। আমার সেনাগণ কৃতবৈর পাণ্ডবগণের যুদ্ধে পলায়ন করিলে কে তাহাদের পশ্চাৎ গমন করিবে? পাণ্ডবগণ সকলেই অতিরথ, শৌর্য্যশালী, কীর্ত্তিমান্, প্রতাপবান, সূর্য্য ও পাবকের ন্যায় তেজস্বী এবং সমরবিজয়ী। যুধিষ্ঠির যাঁহাদিগের নেতা, মধুসূদন রক্ষাকর্ত্তা এবং অর্জ্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, তাঁহার ভ্রাতৃগণ, সাত্যকি, দ্রুপদ, দুর্জ্জয়, যুধামন্যু, শিখণ্ডী, ক্ষত্রদেব, বিরাটনন্দন উত্তর এবং বভ্রু, কাশী, চেদি, মৎস্য, সৃঞ্জয়, পাঞ্চাল ও প্রভদ্রকগণ যাঁহাদিগের যোদ্ধা, দেবরাজও যাঁহাদিগের অধিকৃত পৃথিবী হরণ করিতে সমর্থ হয়েন না এবং যাঁহারা অনায়াসে পর্ব্বতশ্রেণীও বিদীর্ণ করিতে পারেন, আমার দুরাত্মা পুত্রগণ সেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন অলৌকিক প্রতাপশালী পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন।"

দুর্য্যোধন কহিলেন, "তাত! পাণ্ডব ও কৌরব উভয় পক্ষই একজাতীয় এবং উভয় পক্ষই মনুষ্য; তবে আপনি কি নিমিত্ত কেবল পাণ্ডবগণেরই জয়লাভ আশঙ্কা করিতেছেন? পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ সমস্ত দেবগণের সহিত মিলিত হইয়াও ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, দুর্জ্জয় কর্ণ, জয়দ্রথ, সোমদত্ত ও অশ্বত্থামা, এই সমস্ত মহাধনুর্দ্ধর মহাতেজাঃ বীরগণকে জয় করিতে সমর্থ নহেন। শৌর্য্যশালী আর্য্য ভূমিপালগণ আমার নিমিত্ত শস্ত্র গ্রহণ করিলে অবশ্যই পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন। পাণ্ডবেরা আমার সৈন্য-গণকে প্রতিবীক্ষণ[১] করিতে সমর্থ হইবে না। প্রত্যুত আমি স্বপ্রভাবে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিব। আমার প্রিয়চিকীর্ষু পার্থিবগণই তাহাদিগকে রুদ্ধ করিবেন। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ আমার প্রকাণ্ড রথখণ্ড ও শরজাল দ্বারা অভিভূত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমার এই পুত্র উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিতেছেন, ইনি যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিতে পারিবেন না; পাণ্ডব ও তাঁহাদিগের পুত্রগণ যে প্রকার বলবান্, ভীষ্ম তাহা অবগত আছেন; এই নিমিত্ত সেই মহাত্মগণের সহিত যুদ্ধ করা তাঁহার অভিপ্রেত নয়। সে যাহা হউক, পুনরায় তাঁহাদিগের বিচেষ্টিত[১]-সকল কীর্ত্তন কর। কোন্ ব্যক্তি সেই মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণকে সন্দীপিত করিতেছেন? কোন্ ব্যক্তি ঘৃতাহুতি প্রদানপূর্ব্বক সেই প্রজ্বলিত পাবকরাশি সন্ধুক্ষিত[২] করিতেছেন?"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে ভারত! ধৃষ্টদ্যুম্ন সর্ব্বদাই পাণ্ডবগণকে এই বলিয়া সমুত্তেজিত করিতেছেন যে, 'হে পাণ্ডবগণ! যুদ্ধ করুন, ভীত হইবেন না; যেমন তিমি উদকমধ্য হইতে মৎস্যগণকে গ্রহণ করে, সেইরূপ যে কোন বীর দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক সংবৃত হইয়া সেই শস্ত্রসঙ্কুল তুমুল যুদ্ধে আগমন করিবে, আমি একাকী তাহাদিগকে ও তাহাদের অনুবর্ত্তী-দিগকে আক্রমণ করিব। যেমন বেলাভূমি মকরালয়কে[৩] নিরুদ্ধ করে, সেইরূপ আমি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, দ্রৌণি[৪], শল্য ও সুযোধনকে নিরুদ্ধ করিব।'

পাণ্ডবপক্ষের সমরে ঔৎসুক্য

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে বীর! পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সকলেই তোমার ধৈর্য্য ও বীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া আছে। তুমি আমাদিগকে সংগ্রাম হইতে উদ্ধার কর, আমরা তোমাকে ক্ষাত্রধর্ম্মে দৃঢ়তর পক্ষপাতী বলিয়া অবগত আছি। সমরসমুৎসুক কৌরবগণ রণমুখে অগ্রসর হইলে তাহাদিগকে নিগৃহীত করিবার নিমিত্ত একমাত্র তোমারই পরাক্রম পর্য্যাপ্ত হইবে। তুমি যাহা করিবে, তাহা আমাদিগের শ্রেয়স্কর! নীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন, যাঁহারা সমরে

১। দর্শন।

১। অধ্যবসায়। ২। প্রজ্বালিত। ৩। সমুদ্র। ৪। অশ্বত্থামা।

ভঙ্গ দিয়া শরণার্থী হইয়া পলায়ন করে, যে বীর তাহাদিগকে সাহস প্রদান করিয়া অগ্রে পৌরুষ প্রদর্শন-পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হয়েন, সহস্রগুণ মূল্য প্রদান করিয়া তাঁহাকে ক্রয় করিবে। তুমি সেইরূপ শৌর্য্যশালী, বীর্য্যবান্ ও পরাক্রান্ত ; তুমিই সমরসময়ে ভয়ার্ত্তগণের পরিত্রাতা হইবে।'

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিতেছেন এবং আমারও অন্তঃকরণ ভয়ে ব্যাকুল হইতেছে, এমন সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাকে কহিলেন, 'হে সূত! তুমি গমন করিয়া জনপদবাসী যোদ্ধা বাহ্লীক, কৌরব ও প্রাতীপেয়গণ[১], কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, জয়দ্রথ, দুঃশাসন, বিকর্ণ, ভীষ্ম ও রাজা দুর্য্যোধনকে বল, তাঁহারা শীঘ্র আগমন করুন, কোন মতে বিলম্ব না করেন।'

মহারাজ! দেবরক্ষিত ধনঞ্জয় যেন আপনাদিগকে বধ না করেন, এই নিমিত্ত কোন সাধু ব্যক্তি রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকটে গমন করুন। আপনারা ধর্ম্মরাজের রাজ্য ধর্ম্মরাজকে প্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট শীঘ্র প্রার্থনা করুন। সত্যবিক্রম সব্যসাচীর ন্যায় যোদ্ধা পৃথিবীতে বিদ্যমান নাই ; তিনি ঈদৃশ পরাক্রান্ত যে, দেবগণ তাঁহার দিব্য রথ বরণ করিয়াছিলেন। কোন মনুষ্য তাঁহাকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না ; অতএব আপনারা যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ করুন।"

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র-সন্ধিপ্রস্তাবে দুর্য্যোধনের উপেক্ষা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমি বিলাপ করিতেছি, তথাপি আমার মন্দমতি পুত্রগণ ক্ষাত্র-তেজঃসম্পন্ন ও কুমারব্রহ্মচারী যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধাভিলাষী হইয়াছে। হে বৎস দুর্য্যোধন! যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও ; কোন প্রকার যুদ্ধই প্রশংসনীয় নয়। অর্দ্ধ-পৃথিবীতে তোমার প্রয়োজন কি ? আপনার ও অমাত্যগণের জীবনরক্ষার নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে যথোচিত অংশ প্রদান কর। তুমি যে মহাত্মা পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি কর, কুরুগণ সকলেই ইহা ধর্ম্মানুগত বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। হে পুত্র! আপনার সেনাগণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর ; ইহারা তোমার মৃত্যুস্বরূপ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে ; তুমি মোহবশতঃ তাহা অবগত হইতেছ না। যুদ্ধ করা আমার অভিপ্রেত নহে। আমিই যে কেবল যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিতেছি, এমন নহে ; বাহ্লীক, ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, সঞ্জয়, সোমদত্ত শল্য, কৃপ, সত্যব্রত, পুরুমিত্র, জয় ও ভূরিশ্রবা প্রভৃতি যে সকল বীর পরপীড়িত কৌরবগণের একমাত্র আশ্রয়, তাঁহারা কেহই যুদ্ধকার্য্যে অভিলাষ বা অভিনন্দন করিতেছেন না ; অতএব তুমিও তাঁহাদের মতের অনুবর্ত্তী হও। তুমি আপন ইচ্ছায় যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছ না ; কিন্তু কর্ণ, দুঃশাসন ও পাপাত্মা শকুনি তোমাকে তদ্বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিতেছে।"

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে তাত! আমি দ্রোণ, অশ্বত্থামা, ভীষ্ম, কাম্বোজ, কৃপ, বাহ্লীক, সত্যব্রত, পুরুমিত্র কিংবা ভূরিশ্রবা অথবা আপনার অন্য কোন বীরের উপর নির্ভর করিতেছি না। আমি ও কর্ণ এই উভয় বীর দীক্ষিত হইয়া রণযজ্ঞ বিস্তার করিব। যুধিষ্ঠির তাহার পশু, রথ বেদী, খড়্গ স্রুব, গদা স্রুক্, কবচ যজ্ঞভূমি, ঘোটকচতুষ্টয় হোতা, শরসকল দর্ভ ও যশ তাহার ঘৃতস্বরূপ হইবে। আমরা দুই জন যমরাজের উদ্দেশে এইরূপ রণযজ্ঞ সমাপন করিয়া জয়লাভ করিব, অরাতিগণকে সংহার করিব এবং পরিশেষে রাজলক্ষ্মীর আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া প্রত্যাগমন করিব। হে তাত! আমি, কর্ণ ও আমার ভ্রাতা দুঃশাসন, আমরা এই তিনজন পাণ্ডবকে নিপাতিত করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহারাজ! হয় আমি পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিয়া এই ভূমণ্ডলের আধিপত্য করিব ; না হয় তাহারা আমাকে বিনষ্ট করিয়া এই পৃথিবী সম্ভোগ করিবে। যদি জীবন, রাজ্য ও সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিব ; তথাপি পাণ্ডবগণের সহিত একত্র অবস্থান করিব না। ভূমি যে পরিমাণে তীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগে সংলগ্ন হইয়া থাকে, পাণ্ডবগণকে তৎপরিমিত ভূমিও প্রদান করিব না।"

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রপরিত্যাগে সঙ্কল্প

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে ভূপতিগণ! আমি দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিলাম ; এক্ষণে কেবল ইহার নিমিত্ত পরিতাপ করিতেছি না ; ইনি শমনসদনে

১। বিপক্ষ-পক্ষাশ্রয়ী প্রতীপ-বংশধরগণ।

গমন করিলে যাহারা ইহার অনুগমন করিবে, তাহা-দিগের জন্যই শোকাকুল হইতেছি। ব্যাঘ্র যেমন মৃগযূথ বিনষ্ট করে, সেইরূপ পাণ্ডবগণ প্রধান প্রধান যোদ্ধগণকে সংহার করিবে। আমি যেন দেখিতেছি, দীর্ঘবাহু যুযুধান ভারতী সেনা আক্রমণপূর্ব্বক বিমর্দ্দিত ও ব্যস্তসমস্ত করিয়াছে। বাসুদেব ধনঞ্জয়ের বিনষ্ট বল পরিপূর্ণ করিবেন; সাত্যকি বীজ-বপনের ন্যায় শর-জাল বর্ষণ করিয়া সমরে দণ্ডায়মান হইবেন। উচ্চতর প্রাকার[১]সদৃশ ভীমসেন সেনাগণের সহিত অগ্রসর হইলে তাহারা সকলেই তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

যখন দেখিবে, ভীমসেন পর্ব্বতপ্রতিম কুঞ্জরগণকে নিপাতিত করিয়াছে, তাহাদিগের দন্তসমুদয় বিশীর্ণ এবং কুম্ভ[২]সকল বিদীর্ণ ও শোণিতাক্ত হইয়াছে, তাহারা বিশীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় রণক্ষেত্রে শয়ান রহিয়াছে, তখন ভীমসেনের আক্রমণভয়ে ভীত হইয়া আমার বাক্য স্মরণ করিতে হইবে। যখন ভীমরূপ হুতাশনে হস্তী, রথ ও সৈন্যগণ দগ্ধ হইয়াছে অবলোকন করিবে, তখন আমার বাক্য স্মরণ করিতে হইবে। পাণ্ডবগণ হইতে যে অনিষ্ট উপস্থিত হইবে, ইহা আমার অভিপ্রেত নহে; কেন না, তাহা হইলে তোমাদিগকে ভীমসেনের গদাঘাতে নিঃশেষিত হইতে হইবে। যখন কৌরববল উন্মূলিত মহাবনের ন্যায় ভীমহস্তে নিপাতিত হইয়াছে অবলোকন করিবে, তখন আমার বাক্য স্মরণ করিতে হইবে।" রাজা ধৃতরাষ্ট্র সমুদয় ভূপতি-গণকে এইরূপ কহিয়া পুনর্ব্বার সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

অব্যবস্থিতচিত্ত ধৃতরাষ্ট্রের পুনঃ কৃষ্ণার্জ্জুন-প্রশ্ন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাত্মা বাসুদেব ও ধনঞ্জয় যাহা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছি; অতএব তাহাই কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আমি কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে যে প্রকার অবলোকন করিলাম আর তাঁহারা যাহা কহিয়াছেন, তৎসমুদয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি নরদেব ধনঞ্জয় ও বাসুদেবের সহিত কথোপকথন করিবার নিমিত্ত সংযত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া পাদাঙ্গুলির উপর দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। যে স্থানে অর্জ্জুন, বাসুদেব, দ্রৌপদী ও সত্যভামা অবস্থান করেন, তথায় কি অভিমন্যু, কি নকুল, কি সহদেব, কেহই গমন করেন না। আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বাসুদেব ও অর্জ্জুন উভয়ে মধুপানে মত্ত, চন্দনচর্চ্চিত এবং উত্তম মাল্য, বস্ত্র ও দিব্য আভরণে ভূষিত হইয়া অনেক-রত্নশোভিত বিবিধ আস্তরণমণ্ডিত কাঞ্চনময় আসনে আসীন হইয়া আছেন এবং কেশবের চরণযুগল অর্জ্জুনের উৎসঙ্গে এবং অর্জ্জুনের এক চরণ দ্রুপদনন্দিনীর অঙ্কে ও অন্য চরণ সত্যভামার অঙ্কে আরোপিত আছে। অনন্তর ধনঞ্জয় আমাকে অবলোকন করিয়া চরণ দ্বারা তাঁহার কাঞ্চনময় পাদপীঠ প্রদান করিলেন, আমি তাহা কর দ্বারা স্পর্শ করিয়া ভূতলে উপবেশন করিলাম। তিনি যখন পাদপীঠ হইতে পাদদ্বয় উত্তোলিত করেন, তখন তাঁহার চরণতলে শুভসূচক ঊর্দ্ধরেখা অবলোকন করিলাম। মহারাজ! শ্যামকলেবর তরুণবয়স্ক শাল-তরুসমুন্নত ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে একাসনে সমাসীন নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে নিতান্ত বিহ্বল হইলাম। মন্দাত্মা দুর্য্যোধন ভীষ্ম দ্রোণের প্রশ্রয়ে এবং কর্ণের আত্ম-শ্লাঘায় ইন্দ্র ও বিষ্ণুসদৃশ ঐ উভয় বীরকে অবগত হইতে পারেন নাই। তৎকালে আমার নিশ্চয় বোধ হইল, এই দুই বীর যখন ধর্ম্মরাজের আজ্ঞাকারী, তখন তাঁহার সঙ্কল্প অবশ্যই সম্পন্ন হইবে।

সঞ্জয় কর্ত্তৃক কৃষ্ণার্জ্জুন-মন্তব্য প্রকাশ

আমি যথাবিধি সৎকৃত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আবৃত-কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে আপনার আদেশ নিবেদন করিলাম। তখন ধনঞ্জয় গুণ-কিণাঙ্কিত পাণি দ্বারা বাসুদেবের চরণদ্বয় অব-নমিত করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিতে কহিলেন। ইন্দ্রোপম সর্ব্বাভরণভূষিত বাসুদেব ইন্দ্রকেতুর[১] ন্যায় উত্থিত হইয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া আহ্লাদজনক অভিপ্রেতার্থ প্রকাশের উপযোগী, ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের ভয়জনক, মৃদু অথচ নিদারুণ সদর্থসম্পন্ন এবং হৃদয়গ্রাহী

১। প্রাচীর—দেওয়াল। ২। হস্তীর গণ্ডদেশ—মস্তিষ্কের আধার।

১। ইন্দ্রধ্বজ।

বাক্য কহিতে লাগিলেন, 'হে সঞ্জয়! আমাদের বাক্যানুসারে বৃদ্ধগণকে অভিবাদন ও যুবকগণকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কুরুপ্রধান ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষে মনীষী ধৃতরাষ্ট্রকে এরূপ কহিবে যে, রাজা যুধিষ্ঠির জয়লাভের নিমিত্ত ত্বরা করিতেছেন; অতএব আপনি এই সময় ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দানপূর্ব্বক বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং পুত্র ও কলত্রগণের সহবাস জনিত সুখসম্ভোগ করুন। আপনাদিগের মহদ্ভয় সমুপস্থিত হইয়াছে; আপনারা এক্ষণে সৎপাত্রে অর্থ দান, অভিলষিত পুত্রলাভ ও প্রিয়জনের প্রতি প্রিয়াচরণ করুন। আমি দ্রৌপদীর নিগ্রহ-সময়ে অতি দূরে ছিলাম, তিনি যে সেই সময়ে 'হা গোবিন্দ!' বলিয়া রোদন করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি সমুপস্থিত হইতে পারি নাই, সেই ঋণ ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে এবং তন্নিবন্ধন যন্ত্রণাও আমার হৃদয় হইতে অপসারিত হইতেছে না। তেজোময় দুরাধর্ষ গাণ্ডীব যাঁহার ধনু এবং আমি যাঁহার সহায়, সেই সব্যসাচীর সহিত তোমাদের শত্রুতা। আমি ধনঞ্জয়ের সাহায্য করিলে কালপ্রেরিত[১] বা সাক্ষাৎ পুরন্দর ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি ইঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে প্রার্থনা করে? যিনি অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে পারেন, তিনি ক্রুদ্ধ হইলে বাহু দ্বারা ভূমণ্ডলকে বহন, সমুদয় প্রজাকে দহন ও দেবগণকেও স্বর্গভ্রষ্ট করিতে সমর্থ হয়েন। দেব, অসুর, মনুষ্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও সর্পের মধ্যে এমন বীর বিদ্যমান নাই যে, সমরসময়ে সব্যসাচীর সম্মুখীন হইতে পারে, তোমরা বহুবীর বিরাটনগরে একমাত্র ধনঞ্জয় কর্তৃক ছিন্ন ভিন্ন হইলে যে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়াছিলে, তাহাই অর্জ্জুনের পরাক্রমের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত। একমাত্র ধনঞ্জয়ই বল, বীর্য, তেজ, শীঘ্রতা, লঘুহস্ততা, অবিষাদ ও ধৈর্য্যের একমাত্র আধার। মহারাজ! যেমন বর্ষাকালে সহস্রলোচন আকাশে গর্জ্জনপূর্ব্বক বারি বর্ষণ করেন, সেইরূপ হৃষীকেশ ধনঞ্জয়কে উত্তেজিত করিয়া এই সকল বাক্য কহিলেন। অনন্তর মহাবীর কিরীটী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া লোমহর্ষণ বচন-সকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।"

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়

সঞ্জয়বাক্যে ধৃতরাষ্ট্রের জয়াশা পরিত্যাগ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! প্রজ্ঞাচক্ষু[১] রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রগণের জয়-কামনায় যথাবুদ্ধি সূক্ষ্মরূপে সেই বাক্যের গুণ-দোষ বিচার করিতে লাগিলেন। অনন্তর যথার্থরূপে বলাবল নিশ্চয় করিয়া উভয়পক্ষের শক্তি-বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন; পরে পাণ্ডবগণকে দৈব ও মানুষ উভয় প্রকার তেজ ও শক্তিসম্পন্ন এবং কৌরবগণকে অপেক্ষাকৃত অল্পতর শক্তিশালী বিবেচনা করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "বৎস! আমি যে নিমিত্ত প্রতিনিয়ত চিন্তাকুল হইতেছি, তাহা কেবল অনুমানসিদ্ধ নহে, প্রত্যক্ষের ন্যায় সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। সকল জীবই আত্মজের প্রতি স্নেহ-প্রদর্শন, তাহাদিগের প্রিয়াচরণ ও হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং ইহাও দেখিতেছি যে, উপকৃত সাধুগণ প্রায়ই উপকারীর প্রত্যুপকার করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন না; অতএব পাণ্ডবগণের জন্মদাতা যমরাজ প্রভৃতি দেবগণ আহূত হইলেই তাহাদিগের সাহায্য করিবেন; হুতাশন খাণ্ডবারণ্যে অর্জ্জুনকৃত উপকার স্মরণ করিয়া এই ভয়ঙ্কর কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধে তাঁহার সহকারী হইবেন সন্দেহ নাই। বোধ হয়, এই সকল দেবতা পাণ্ডবগণকে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাদির ভয় হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অধিকতর ক্রোধাবিষ্টও হইবেন। পাণ্ডবগণ একে বীর্য্যবান্ ও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, তাহাতে আবার দেবগণ তাহাদিগের সাহায্য করিলে কোন ব্যক্তিই তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। যাঁহার দিব্য গাণ্ডীব-ধনু অতি ভয়ঙ্কর, বরুণদত্ত তূণীরদ্বয় সতত‌ই অক্ষয় ও পরিপূর্ণ, যাঁহার দিব্য রথের গতি ধূমের ন্যায় নির্লিপ্ত[২], যাঁহার দিব্য ধ্বজ বানরে অঙ্কিত, যিনি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয়, যাঁহার সিংহনাদ জলদ-গর্জ্জনের ন্যায়—বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় শত্রুগণের হৃৎ-কম্প উপস্থিত করে, সমুদয় লোক যাহাকে অলৌকিক বীর্য্যবান্ ও সমুদয় ভূপতি যাঁহাকে দেবগণেরও জেতা বলিয়া অবগত আছেন, যিনি এক নিমেষের মধ্যে পঞ্চশত বাণ গ্রহণ, পরিত্যাগ ও অতি দূরে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা,

১। আসন্নমৃত্যু—যাহার মরণ নিকটবর্ত্তী।

১। জ্ঞাননেত্র—অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। ২ অবাধ—সর্ব্বত্র গমনশীল।

মদ্ররাজ শল্য ও অন্যান্য মধ্যস্থ মানবগণ যাঁহাকে অলৌকিক পরাক্রমশালী, পার্থিবগণেরও অপরাজেয় ও কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায় ভুজবীর্য্যসম্পন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, আমি এই মহাযুদ্ধে সেই মহাধনুর্দ্ধর মহেন্দ্র ও উপেন্দ্রসদৃশ পরাক্রমশালী ধনঞ্জয়কে যেন সংহারে প্রবৃত্ত বোধ করিতেছি। হে পুত্র! আমি অহোরাত্র এইরূপ চিন্তায় বিহ্বল হইয়া নিদ্রা ও সুখে বঞ্চিত হইয়াছি। এই কলহে কুরুগণের বিনাশকাল উপস্থিত হইয়াছে, সন্ধি ব্যতিরেকে ইহার অবসান হইবার সম্ভাবনা নাই। এই নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিতেই সমুৎসুক হইতেছি। পাণ্ডবগণ কৌরব অপেক্ষা সমধিক বলবান্; অতএব তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করা কোন ক্রমেই আমার অভিপ্রেত নয়।"

ষষ্টিতম অধ্যায়

দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নিজ জয়-সম্ভাবনা বর্ণন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অতি কোপনস্বভাব দুর্য্যোধন পিতার বাক্য-শ্রবণানন্তর যৎপরোনাস্তি ক্রোধপরবশ হইয়া কহিতে লাগিলেন, "হে তাত! দেবতারা পাণ্ডবগণের সহায়, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে অজেয় বোধ করিয়া আপনার যে ভয় হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করুন। পূর্ব্বে দ্বৈপায়ন ব্যাস, মহাতপাঃ নারদ ও জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম আমাদিগকে এই পৌরাণিক কথা কহিয়াছেন যে, দেবগণ কাম, দ্বেষ, লোভ ও দ্রোহ পরিত্যাগ এবং সকল বিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়াই দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন; অতএব তাঁহারা মনুষ্যের ন্যায় কাম, ক্রোধ, লোভ বা দ্বেষের বশীভূত হইয়া কোন কার্য্য করেন না। যদি অগ্নি, বায়ু, ধর্ম্ম, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার কামনার অনুগত হইয়া কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে পাণ্ডবগণকে দুঃখভোগ করিতে হইত না। ফলতঃ এই সকল দেবগণ সতত দৈব বিষয়েই অনুরক্ত; অতএব আপনি চিন্তিত হইবেন না। যদি দেবগণ কামনাপরতন্ত্র হইয়া লোভ বা দ্বেষ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের দৈবশক্তি ও পরাক্রম প্রভৃতির হানি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হে তাত! কেবল তাহারাই দৈববলে যে বলীয়ান্, এমন নয়, আমিও প্রতিনিয়ত হুতাশনকে আমন্ত্রণ করিয়া থাকি; তিনি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া সকল লোক ভস্মীভূত করিবার অভিলাষে প্রশান্ত হইয়া আছেন। দেবগণ যে প্রকার অনুপম তেজে তেজস্বী, তাঁহাদিগের প্রসাদে আমিও সেই প্রকার তেজ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি বিদীর্য্যমাণা বসুধা ও উন্নত গিরিশিখর সকল আহ্বান করিয়া দর্শকগণের সমক্ষে সংস্থাপিত করিতে পারি। চেতনাচেতন সমস্ত চরাচর বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত যে ভীষণ প্রস্তরবৃষ্টি ও যে সমীরণ ঘোরতর শব্দ করিয়া আবির্ভূত হয়, আমি প্রাণিগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া সকল লোকের সমক্ষে তাহা পুনঃ পুনঃ নিবারণ করি। আমি যে জলস্তম্ভ করি, রথী ও পদাতিগণ তাহার মধ্যে গমন করিয়া থাকে। আমি একাকী দেবাসুর প্রভৃতি সকল জীবের প্রবর্ত্তক। আমি অক্ষৌহিণীসমভিব্যাহারে যে সকল দেশে গমন করিবার সঙ্কল্প করি, আমার অশ্বগণ আপনা হইতেই সেই সকল স্থানে গমন করিতে প্রবৃত্ত হয়। আমার রাজ্যের মধ্যে ভুজঙ্গ প্রভৃতি ভীষণ জন্তুসকল দৃষ্টিগোচর হয় না; হিংস্র জন্তুগণ অত্রত্য মন্ত্ররক্ষিত[1] জীবগণের হিংসা করে না; ইন্দ্রদেব যথেষ্ট বারি বর্ষণ করেন; প্রজাগণ ধর্ম্মানুগত; ঈতি[2]ভয়ের লেশমাত্রও নাই, অতএব অশ্বিনীকুমারযুগল, বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র ও ধর্ম্ম সমস্ত সুরগণসমভিব্যাহারেও আমার বিপক্ষগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। যদি তাঁহারা উহাদিগকে বলপূর্ব্বক পরিত্রাণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে পাণ্ডবগণকে ত্রয়োদশ বৎসর দুঃখভোগ করিতে হইত না। আমি সত্য কহিতেছি, কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি অসুর, কি রাক্ষস, কেহই আমার শত্রুগণকে রক্ষা করিতে পারিবে না। আমি মিত্র বা অমিত্রের বিষয়ে যখন যাহা চিন্তা করি, তাহা শুভই হউক বা অশুভই হউক, কদাপি তাহাতে আমার অনিষ্ট-ঘটনা হয় নাই। আমি যখন যাহা করিয়াছি, কখন তাহার অন্যথা হয় নাই, অতএব আমাকে সত্যবাদী বলিয়া অবধারণ করিবেন।

১। সর্পবিষ-নাশক মন্ত্রে—সাপুড়ের মন্ত্র প্রয়োগে। ২। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পঙ্গপাল প্রভৃতি পতঙ্গ, মূষিক, পাখী, স্বরাষ্ট্র সন্নিহিত স্থানে পররাষ্ট্রশক্তির উপস্থিতি—এই ছয়টি ঈতিভাব।

সকল লোকই আমার এই সর্ব্বদেশ-প্রসিদ্ধ মাহাত্ম্যের সাক্ষী; আমি কেবল আপনাকে আশ্বাসিত করিবার নিমিত্তই এরূপ কহিতেছি; আত্মশ্লাঘা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি পূর্ব্বে কখন আত্মশ্লাঘা করি নাই; অসাধু লোকই আত্মপ্রশংসা করিয়া থাকে।

হে তাত! আপনি তৎকালে শ্রবণ করিবেন যে, আমি পাণ্ডব, মৎস্য, পাঞ্চাল ও কেকয়গণকে এবং সাত্যকি ও বাসুদেবকে পরাজিত করিয়াছি। যেমন নদীসকল সাগর প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হয়, সেইরূপ পাণ্ডবগণ আমার সহিত সমাগত হইলেই সবংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। আমার বুদ্ধি, তেজ, বীর্য্য, বিদ্যা ও উপায় তাহাদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং পিতামহ, দ্রোণ, কৃপ, শল্য ও শল যে সকল অস্ত্রকৌশল অবগত আছেন, আমিও তৎসমুদয় জ্ঞাত আছি।"

রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের কথিত সমস্ত বাক্য সঞ্জয়কে কহিয়া, যুদ্ধার্থী পাণ্ডবগণের সময়োচিত কার্য্যজাত পরিজ্ঞাত হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

একষষ্টিতম অধ্যায়

কৌরবগণের কর্ত্তব্যে কর্ণের উৎসাহ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে যুধিষ্ঠিরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এমন সময়ে কর্ণ সভাসীন সমস্ত কৌরবগণের হর্ষোৎপাদন করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "মহারাজ! আমি পূর্ব্বে মিথ্যা প্রতিজ্ঞা[1] করিয়া পরশুরাম হইতে ব্রহ্মময় অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি তাহা জানিতে পারিয়া তখনই কহিলেন, 'অন্তকালে এই সকল ব্রহ্ম অস্ত্র তোমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইবে না।' মহর্ষি গুরুদেব আমার সেই মহাপরাধে এই শাপ প্রদান করিয়াছেন; সেই উগ্রতেজাঃ মহর্ষি সসাগরা ধরিত্রীকেও ভস্মসাৎ করিতে পারেন। অনন্তর আমি শুশ্রূষা[2] ও পৌরুষ দ্বারা তাঁহার মন প্রসাদিত করিলাম। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমার অন্তকাল উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং সেই সকল অস্ত্র আমার স্মৃতিপথে সমুদিত আছে, অতএব আমিই অর্জ্জুনকে জয় করিবার ভারগ্রহণ করিলাম, আমি সেই মহর্ষির নিমেষমাত্রের প্রসাদে পাঞ্চাল, করূষ ও মৎস্যগণ এবং পুত্র পৌত্রের সহিত পাণ্ডবগণকে নিহত করিয়া শস্ত্রজিত লোক-সকল হস্তগত করিব। পিতামহ, দ্রোণ ও অন্যান্য নরেন্দ্রগণ আপনার সমীপে অবস্থান করুন, আমিই প্রধান প্রধান বলসমভিব্যাহারে সমরে গমনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে নিহত করিব, এই ভার গ্রহণ করিলাম।"

ভীষ্মের প্রতিবাদ

কর্ণ এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময় ভীষ্ম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে কালহতবুদ্ধে[1] কর্ণ! তুমি কেন আত্মশ্লাঘা করিতেছ? তুমি কি জান না যে, প্রধান ব্যক্তিরা বিনষ্ট হইলে ধার্ত্তরাষ্ট্র-দিগকেও নিহত হইতে হইবে? ধনঞ্জয় বাসুদেবের সাহায্যে খাণ্ডব-দহনসময়ে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া তুমি বন্ধুগণের সহিত আত্মাকে সংযত কর। মহাত্মা মহেন্দ্র তোমাকে যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তুমি তাহা সমর সময়ে বাসুদেবের চক্রে প্রতিহত, বিশীর্ণ ও ভস্মীভূত অবলোকন করিবে। তোমার যে সর্পমুখ শর প্রদীপ্ত হইতেছে, তুমি মনোহর মাল্য দ্বারা সর্ব্বদা যাহার পূজা করিয়া থাক, সেই শর পাণ্ডুপুত্রের শরজালে প্রতিহত হইয়া তোমার সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। বাণ ও নরকাসুরের নিহন্তা বাসুদেব অর্জ্জুনকে রক্ষা করিতেছেন। তিনি সমরে তোমাদের ন্যায় প্রধান প্রধান যোদ্ধাকে বিনাশ করিবেন।"

ক্রুদ্ধ কর্ণের সভাত্যাগ

কর্ণ কহিলেন, "হে পিতামহ ভীষ্ম! মহাত্মা বাসুদেবের কথা যে প্রকার কথিত হইল, তিনি তদ্রূপ বা তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যে কিছু পরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তাহার তাৎপর্য্য শ্রবণ করুন। আমি এই শস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম, আপনি আমাকে আর কদাপি যুদ্ধে বা সভামধ্যে দেখিতে পাইবেন না, আপনি মানবলীলা সংবরণ করিলে পর ভূমিপালগণ আমার প্রভাব অবলোকন করিবেন।"

১। নিজ জাতি গোপন। ২। সেবা।

১। আসন্নকালে বিপর্য্যস্ত বুদ্ধি—মৃত্যুর সান্নিধ্যবশতঃ বিপরীত মতিযুক্ত।

মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ এই কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ সভা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তখন ভীষ্ম সহাস্য-বদনে কৌরবগণের মধ্যে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "হে রাজন্! সত্যপ্রতিজ্ঞ কর্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, ভীষ্ম নিধনপ্রাপ্ত না হইলে তিনি শস্ত্র গ্রহণ করিবেন না; অতএব তিনি যুদ্ধ করিবেন না বলিয়াই কি ভীমসেন তোমাদিগের সমক্ষে ব্যূহরচনা করিয়া শিরশ্ছেদপূর্ব্বক লোকক্ষয় করিবেন? আমি অবন্তিরাজ কলিঙ্গেশ্বর, চেদিপতি জয়দ্রথ ও বাহ্লিকের সমক্ষে প্রতিনিয়ত সহস্র সহস্র অযুত যোদ্ধাকে সংহার করিব। পুরুষাধম কর্ণ যখন আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ভগবান্ পরশুরামের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছে, তখনই উহার ধর্ম্ম ও তপস্যা বিনষ্ট হইয়াছে।"

পিতামহ ভীষ্ম এই কথা কহিলে এবং সূতপুত্র কর্ণ অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে পর রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মকে কহিতে লাগিলেন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক ভীষ্ম প্রভৃতির উপেক্ষা

"হে পিতামহ! পাণ্ডবগণও মনুষ্য, আমরাও মনুষ্য; অতএব আপনি কি নিমিত্ত কেবল তাহাদিগেরই জয়লাভ আশঙ্কা করিতেছেন? আমরা ও তাহারা উভয় পক্ষই বীর্য্য, পরাক্রম, শম, বয়স, প্রতিভা, শাস্ত্রজ্ঞান, শূরগণের সম্পত্তি, অস্ত্র, শস্ত্র, শীঘ্রতা কৌশল ও জাতি, সকল বিষয়েই সমান; তবে আপনি কি প্রকারে অবগত হইলেন যে, পাণ্ডবগণই বিজয় লাভ করিবে? হে পিতামহ! কি দ্রোণ, কি কৃপ, কি বাহ্লিক, কি অন্যান্য নরপতিগণ, আমি ইহাদিগের মধ্যে কাহারও উপর নির্ভর করিতেছি না; কেবল নিজ পরাক্রমে কার্য্যারম্ভ করিব। আমি, কর্ণ ও আমার ভ্রাতা দুঃশাসন, আমরা এই তিন জনেই নিশিত শর-সমূহে পঞ্চপাণ্ডবকে সংহার করিয়া পরিশেষে বহু-দক্ষিণ বহুবিধ মহাযজ্ঞ, গো, অশ্ব ও ধন দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করিব। যেমন মৃগশাবকগণ তন্তু দ্বারা অনায়াসে আকৃষ্ট হয়, যেমন স্রোত দ্বারা কর্ণধারবিহীন নৌকা আবর্ত্তে নিপতিত হয়, সেইরূপ পাণ্ডবগণ যখন আমার সৈন্যসমূহ কর্ত্তৃক বাহু দ্বারা আক্রান্ত হইবে, তখন তাহারা ও বাসুদেব রথনাগসমাকুল শত্রুগণকে নয়নগোচর করিয়া গর্ব্ব পরিত্যাগ করিবে।"

বিদুরের ক্ষমাধর্ম্ম-ব্যাখ্যা

বিদুর কহিলেন, "হে রাজেন্দ্র! সিদ্ধান্তবিৎ বৃদ্ধগণ ইহলোকে ব্রাহ্মণগণের দম-গুণকেই সনাতন ধর্ম্ম ও মোক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। দমসম্পন্ন ব্যক্তিরই দান, ক্ষমা ও সিদ্ধি প্রকৃতরূপ উৎপন্ন হয়। সেই দমগুণ দান, তপ, জ্ঞান ও অধ্যয়নের অনুসরণ করিয়া থাকে। দম অতি পবিত্র গুণ, উহা দ্বারা তেজ বর্দ্ধিত হয়। তেজ বর্দ্ধিত হইলে পাপ-সকল বিনষ্ট হয়। পাপ বিনষ্ট হইলে ব্রহ্মলাভ হইয়া থাকে। লোকে রাক্ষস হইতে যেরূপ ভীত হয়, অদান্ত ব্যক্তিদিগকেও সেইরূপ ভয় করিয়া থাকে। বিধাতা উহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিয়াছেন। দমব্রত প্রতিপালন করা চতুর্ব্বিধ আশ্রমী ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। হে মহারাজ! এক্ষণে দমগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের লক্ষণ শ্রবণ করুন। ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সমদর্শিতা, সত্য, সরলতা, ইন্দ্রিয়জয়, ধৈর্য্য, মৃদুতা, লজ্জা, স্থৈর্য্য, অকার্পণ্য, অক্রোধ, সন্তোষ ও শ্রদ্ধা, এই সকল গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই দান্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন। দান্ত ব্যক্তি কাম, লোভ, দর্প, ক্রোধ, নিদ্রা, আত্মশ্লাঘা, অভিমান, ঈর্ষা ও শোকের সেবা করেন না। যিনি কুটিলতা ও শঠতাপরিবর্জ্জিত, শুদ্ধ, অলোলুপ ও কামনা-পরাঙ্মুখ, তিনি সমুদ্রের ন্যায় দান্ত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়েন। যিনি সদাচার, সুশীল, প্রসন্নস্বভাব, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও পণ্ডিত, তিনি ইহলোকে সম্মানভাজন হইয়া পরলোকে সদগতি লাভ করেন। যিনি অন্য লোক হইতে ভীত হন এবং অন্য লোকও যাঁহার নিকট ভয় প্রাপ্ত হয় না, তিনি পরিণতবুদ্ধি ও প্রধান মনুষ্য বলিয়া বিখ্যাত। তিনি সকল প্রাণীর হিতকারী ও মিত্র; তাঁহা হইতে কাহারও উদ্বেগের সম্ভাবনা নাই; তিনি প্রজ্ঞা দ্বারা তৃপ্তিলাভপূর্ব্বক সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ও শান্ত হইয়া থাকেন। দম ও শমপরায়ণ পুরুষগণ সাধুদিগের আচার-ব্যবহারের অনুগামী হইয়া আনন্দিত হন। যিনি জ্ঞানতৃপ্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সমুদয় কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সময় প্রতীক্ষা করিয়া ইহলোকে

বিচরণ করেন, তিনি ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন। যেমন আকাশে শকুনিগণের সঞ্চরণমার্গ লক্ষিত হয় না, সেইরূপ প্রজ্ঞানতৃপ্ত ঋষিগণের পথও উপলব্ধি করা যায় না; যিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষপথ অবলম্বন করেন, তাঁহার নিমিত্ত স্বর্গে তেজোময় লোক-সকল প্রস্তুত হইয়া থাকে।"

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

জ্ঞাতিবিরোধে দোষদর্শন

বিদুর কহিলেন, "হে নরনাথ! আমি প্রাচীন লোকের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, কোন ব্যাধ পক্ষী ধরিবার নিমিত্ত ভূমির উপরে পাশ যোজনা করিয়াছিল; দুটি সহচর পক্ষী তাহাতে বদ্ধ হইবামাত্র তাহা গ্রহণ করিয়া আকাশে পলায়ন করিল; তদ্দর্শনে সেই শাকুনিক সাতিশয় দুঃখিত হইয়া সেই পক্ষীদ্বয়ের অনুসরণক্রমে ধাবমান হইতেছে, এমন সময় আশ্রমাসীন কৃতাহ্নিক কোন তপস্বীর নেত্রপথে নিপতিত হইল। মহর্ষি ব্যাধকে দ্রুতবেগে আকাশ-গামী বিহগদ্বয়ের অনুসরণ করিতে দেখিয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, 'হে শাকুনিক! পক্ষীরা আকাশপথ অবলম্বন করিয়া পলায়ন করিতেছে, আর তুমি ভূমি-পথ আশ্রয় করিয়া তাহাদিগের অনুধাবন করিতেছ, ইহাতে আমি অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি।'

শাকুনিক কহিল, 'হে তপোধন! এই পক্ষী দুটি এক্ষণে ঐকমত্য অবলম্বনপূর্ব্বক আমার একমাত্র পাশ অপহরণ করিয়া গমন করিতেছে বটে, কিন্তু যখন উহারা পরস্পর বিবাদ করিবে, তখনই আমার বশবর্ত্তী হইবে।'

অনন্তর সেই দুর্ব্বুদ্ধি শকুন্তদ্বয় পরস্পর বিবাদ করিয়া ভূমিতলে নিপতিত হইবামাত্র শাকুনিক অজ্ঞাতসারে তাহাদের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিল।

এইরূপ যে সকল জ্ঞাতি অর্থের নিমিত্ত পরস্পর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে ঐ বিবদমান শকুন্তযুগলের ন্যায় অমিত্রগণের বশীভূত হইতে হয়। ভোজন, কথোপকথন, জিজ্ঞাসাবাদ ও সহবাস জ্ঞাতিগণের কর্ত্তব্য; পরস্পর বিরোধ করা কদাচ বিধেয় নহে। যে সকল মনস্বী সমুচিত সময়ে বৃদ্ধগণের সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সিংহসংরক্ষিত অরণ্যের ন্যায় অন্যের অনভিভবনীয়[১] হয়েন। যিনি নিরন্তর অর্থ প্রাপ্ত হইয়াও দীনের ন্যায় ব্যবহার করেন, তিনি আপনার শ্রী শত্রুগণকে প্রদান করেন। জ্ঞাতিগণ উল্মুকের[২] ন্যায়; যখন তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান করেন, তখন কেবল প্রধূমিত হয়েন এবং একত্র মিলিত হইলেই প্রজ্বলিত হইয়া থাকেন।

অপরিণামদর্শী কিরাতরাজের উপাখ্যান

মহারাজ! আমি গন্ধমাদন পর্ব্বতে যাহা অবলোকন করিয়াছিলাম, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ করিয়া যাহা শ্রেয়স্কর হয়, করুন। একদা আমরা কতকগুলি কিরাত ও দেবকল্প মন্ত্রযন্ত্রাদি এবং ঔষধ-প্রসাধনাদি[৩] বৃত্তান্তের অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ-সমভিব্যাহারে চতুর্দ্দিকে লতাপরিবৃত দীপ্যমান-পর্ব্বতের ওষধি-সমূহে মণ্ডিত সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিত গন্ধমাদন-পর্ব্বতে গমন করিতে করিতে তত্রত্য কোন বিশেষ প্রদেশে কুম্ভপরিমিত সুবর্ণ-মাক্ষিক নামে ধাতুবিশেষ অবলোকন করিলাম। আমাদের সমভিব্যাহারে সেই সকল ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'ঐ ধাতু রাজরাজ কুবেরের অত্যন্ত প্রীতিকর; আশীবিষগণ উহা রক্ষা করিয়া থাকে। উহা প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য অমর হয়, অন্ধ নয়ন ও বৃদ্ধ যৌবন লাভ করে।' কিরাতগণ সেই ধাতু সন্দর্শনে সাতিশয় লোলুপ হইয়া গমন করিবামাত্র সেই সসর্প গিরিগহ্বরে নিপতিত ও বিনাশপ্রাপ্ত হইল। সেইরূপ আপনার পুত্র একাকী এই সমস্ত পৃথিবী ভোগ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, কিন্তু পশ্চাতে যে পতন হইবে, তাহা মোহবশতঃ বিবেচনা করিতেছেন না। দুর্য্যোধন সব্যসাচীর সহিত যুদ্ধ করিতে সমুৎসুক হইয়াছে; কিন্তু ইহার তাদৃশ তেজ বা বিক্রম আছে বলিয়া বোধ হয় না। অর্জ্জুন যে একাকী রথারোহণপূর্ব্বক সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছেন এবং ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি যোদ্ধৃগণ যে বিরাট-নগরের যুদ্ধে ভীত হইয়া ভঙ্গ দিয়াছিলেন, আপনি কি তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন? তিনি কেবল সময় প্রতীক্ষায় আপনার বীক্ষণ সহ্য করিতেছেন। দ্রুপদ, মৎস্যরাজ ও ধনঞ্জয়

১। অবশীভূত। ২। জ্বলন্ত কাষ্ঠ। ৩। বেশবিন্যাসের উপকরণ। ৪। কেবল মুখ তাকাইয়া উপেক্ষা।

বাতেরিত অগ্নির ন্যায় ক্রুদ্ধ হইলে কিছুতেই ক্ষান্ত হইবেন না। অতএব আপনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে ক্রোড়ে করুন; যে পক্ষ পরাজিত হয়, কেবল সেই পক্ষেরই যে অনিষ্ট ঘটে, এমন নয়; জয়শীল ব্যক্তিদিগকেও অনেক অপকার ভোগ করিতে হয়।"

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক সন্ধির অনুরোধ

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে পুত্র। আমার বাক্যে অভিনিবেশ কর; অনভিজ্ঞ পথিকের ন্যায় প্রকৃত পথকে কুপথ মনে করিও না। তুমি চরাচর[১]ধর পঞ্চ মহাভূত[২]সদৃশ পঞ্চপাণ্ডবের[৩] তেজ সংহার করিতে অভিলাষী হইয়াছ, কিন্তু ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না, প্রত্যুত তোমাকে মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। বৎস! ভীমসেনের তুল্যবল বীর নয়নগোচর হয় না। বৃক্ষ যেমন প্রবলোত্থিত পবনের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে, তুমিও সেইরূপ সমরে শমনস্বরূপ ভীমসেনের উপর তর্জ্জন করিতেছ। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শিখরি[৪]শ্রেষ্ঠ সুমেরুসদৃশ সমস্ত শস্ত্রধরের অগ্রগণ্য গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে? যেমন ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করেন, সেইরূপ পাঞ্চাল-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন শত্রুমধ্যে শরজাল বিস্তার করিয়া কোন্ ব্যক্তিকে সংহার করিতে না পারে? পাণ্ডবহিতৈষী, অন্ধকবৃষ্ণিগণের প্রিয়তম অতি দুর্দ্ধর্ষ সাত্যকিই তোমার সেনাগণকে সংহার করিবে। ত্রিভুবনে যাঁহার তুলনা নাই, কোন্ বুদ্ধিমান্ সেই বাসুদেবের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে? তিনি একদিকে স্ত্রী, জ্ঞাতি, বন্ধু, আত্মা ও পৃথিবী আর অন্যদিকে একমাত্র ধনঞ্জয় অবস্থান করিলে সমান বিবেচনা করেন। পাণ্ডবগণ যে স্থানে অবস্থান করেন, দুর্দ্ধর্ষ যতাত্মা বাসুদেবও সেই স্থানে বর্ত্তমান থাকেন, অতএব কৃষ্ণ যাঁহাদিগের সহায়, পৃথিবীও তাঁহাদিগের বল সহ্য করিতে সমর্থ হন না।

১—৩। পঞ্চভূত—মৃত্তিকা, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ; এতৎসদৃশ ধরাধারণক্ষম পঞ্চপাণ্ডব। ৪। পর্ব্বত।

বৎস! সাধু অর্থবাদী সুহৃদগণের বাক্যানুসারে অবস্থান কর, বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মের বাক্য গ্রহণ কর। আমি কুরুগণের অর্থদর্শী[১], আমার বাক্য শ্রবণ কর এবং আমার ন্যায় দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ ও মহারাজ বাহ্লিকেরও সম্মান রক্ষা কর; ইঁহারা সকলেই ধর্ম্মজ্ঞ ও সকলেই স্নেহবান্। বিরাটনগরে তোমার সম্মুখে তোমার ভ্রাতা ও সেনাগণ ভীত হইয়া গোসমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক যে পলায়ন করিয়াছিল, আর অন্য যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ করিয়াছি, এক ব্যক্তি যে বহু ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হয়, উহাই তাহার দৃষ্টান্ত। দেখ, ধনঞ্জয় একাকী সেই কার্য্য করিয়াছিল; সকল ভ্রাতা একত্র হইলে কি না করিতে পারে? অতএব পাণ্ডবগণকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিয়া তাহাদিগের সহিত সৌভ্রাত্র সংস্থাপন কর।"

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

পাণ্ডববলপরিজ্ঞানার্থ ধৃতরাষ্ট্রের পুনঃ প্রশ্ন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, "মহারাজ! অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় সঞ্জয়কে কহিলেন, "হে সঞ্জয়! বাসুদেব বলিলে পর অর্জ্জুন যাহা কহিয়াছিলেন, তাহার অবশিষ্ট বাক্য শ্রবণ করিতে আমার কৌতূহল জন্মিয়াছে।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! দুর্দ্ধর্ষ ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সমক্ষেই আমাকে কহিলেন, 'হে সঞ্জয়! পিতামহ ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, বাহ্লিক, অশ্বত্থামা, সোমদত্ত, শকুনি, দুঃশাসন, শল্য, পুরুমিত্র, বিবিংশতি, বিকর্ণ, চিত্রসেন, জয়ৎসেন, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, দুর্ম্মুখ, সিন্ধুরাজ, ভূরিশ্রবা, ভগদত্ত, জলসন্ধ, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ এবং কৌরবেরা অন্য যে সকল মুমূর্ষু রাজাকে প্রদীপ্ত পাণ্ডবাগ্নিতে হোম করিবার নিমিত্ত আনয়ন করিয়াছেন, আমার বাক্যানুসারে তাঁহাদিগের সকলকে ন্যায়ানুগত কুশল জিজ্ঞাসা ও অভিবাদন করিয়া ভূপতিগণের সমক্ষে পাপকর্ম্মা, কোপনস্বভাব, দুর্ম্মতি, লুব্ধপ্রকৃতি দুর্য্যোধনকে এবং তাঁহার অমাত্য-দিগকে এই সমস্ত কথা কহিবে।'

১। প্রয়োজনকারী।

তিনি এই কথা কহিয়া নেত্রদ্বয় লোহিতবর্ণ করিয়া বাসুদেবের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক পুনরায় 'হে সঞ্জয়! তুমি মহাত্মা মধুসূদনের নিকট যে প্রকার শ্রবণ করিলে এবং আমি তোমাকে যে প্রকার কহিলাম, তুমি সমস্ত ভূপালগণ একত্র সমাগত হইলে অবিকল ঐ সকল কহিবে; আর এই মহাযুদ্ধে রথরূপ সমীরণে সন্ধুক্ষিত[1] শর-হুতাশনে শরাসনরূপ স্রুব দ্বারা যেন হোমক্রিয়া সম্পন্ন না হয়, তোমরা তন্নিমিত্ত যত্নশীল হও অথবা শত্রুনিপাতন যুধিষ্ঠিরের অভিলষিত অংশ প্রদান কর। যদি ইহাতে সম্মত না হও, তাহা হইলে নিশিত শরপ্রহারে তোমাদিগকে অশ্ব-পদাতি-কুঞ্জর-সমভিব্যাহারে অতি ভীষণ প্রেতরাজভবনে[2] প্রেরণ করিব।'

অনন্তর আমি আপনাদিগকে সেই সকল বাক্য অবগত করিবার নিমিত্ত ধনঞ্জয়কে আমন্ত্রণ ও বাসুদেবকে নমস্কারপূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া আপনাদিগের নিকটে আগমন করিয়াছি।"

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়

স্ব-পর-বলাবল নির্ণয়ে ধৃতরাষ্ট্র-জিজ্ঞাসা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ দুর্য্যোধন সঞ্জয়ের বাক্য অভিনন্দন না করিলে এবং অন্যান্য লোকও মৌনী হইয়া রহিলে তত্রস্থ সমস্ত ভূপতিগণ সভা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তখন পুত্রপরবশ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের জয়াশঙ্কা করিয়া সেই নির্জ্জন স্থানে শত্রুগণ, অন্যান্য লোক ও আপনাদের চেষ্টা সকল সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। "হে সঞ্জয়! আমাদিগের সেনামধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ও কে অপকৃষ্ট বল এবং তুমি পাণ্ডবগণের বিষয়ও বিশিষ্টরূপ অবগত আছ, অতএব তাহাদিগের মধ্যেই বা কোন্ ব্যক্তি জ্যায়ান্[3] ও কোন্ ব্যক্তি কনীয়ান্[4] তাহাও কীর্ত্তন কর। তুমি উভয় পক্ষেরই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, ধর্ম্মার্থ-কুশল ও নিশ্চয়জ্ঞ; এই নিমিত্ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি বল, পাণ্ডব ও কৌরবগণ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে কাহারা বিনাশপ্রাপ্ত হইবে?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আমি কদাপি নির্জ্জন স্থানে আপনাকে কহিব না; কেন না, তাহাতে আপনার মনে অসূয়ার উদয় হইতে পারে; অতএব মহাব্রত ব্যাসদেব ও দেবী গান্ধারীকে আনয়ন করুন। তাঁহারা উভয়েই ধর্ম্মজ্ঞ, নিপুণ ও নিশ্চয়জ্ঞ; তাঁহারা আপনার অসূয়া খণ্ডন করিতে পারিবেন। আমি তাঁহাদের সন্নিধানে আপনাকে ধনঞ্জয় ও বাসুদেবের সমস্ত মত নিবেদন করিব।"

বিদুর এই কথা শ্রবণ করিয়া অনতিবিলম্বে গান্ধারী ও ব্যাসদেবকে আনয়ন করিলেন। ব্যাসদেব গান্ধারীর সহিত সভাপ্রবেশপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিহিত এবং তাঁহার ও সঞ্জয়ের মত অবগত হইয়া কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি ধনঞ্জয় ও বাসুদেবের সমস্ত বিষয় অবগত আছ; অতএব ধৃতরাষ্ট্র তদ্বিষয়ে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করেন, তাহা কীর্ত্তন কর।"

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

সঞ্জয় কর্ত্তৃক পাণ্ডব-বল-বিনির্ণয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! পরমপূজিত ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন ও বাসুদেব স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন; ইঁহাদিগের প্রসাদেই ব্রহ্মত্বলাভ হইয়া থাকে; মহানুভব বাসুদেবের চক্রের অভ্যন্তরভাগ এক ব্যাম[1] বিস্তৃত, কিন্তু মায়া-প্রভাবে উহা যথাভিলাষ[2] পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ঐ চক্র কৌরবগণের সংহারক, কিন্তু পাণ্ডবগণের প্রিয়তম; উহা সকলের সারাসার জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত তেজঃপুঞ্জে উদ্ভাসিত হইয়া আছে। মহাবল বাসুদেব অবলীলাক্রমে ঘোররূপ নরক, শম্বর, কংস ও চৈদ্যাসুরকে পরাজিত করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠরূপ সামর্থ্যবান্ পুরুষোত্তম কেশব সঙ্কল্পমাত্রেই পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ আত্মবশে আনয়ন করিতে পারেন।

মহারাজ! আপনি পাণ্ডবগণের সারাসার অবগত হইবার নিমিত্ত যাহা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা সংক্ষেপে শ্রবণ করুন। জগতে যে সকল সারবান্ পুরুষ আছে, জনার্দ্দন তাহাদিগের সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এমন কি,

---

১। উদ্দীপ্ত। ২। যমালয়ে। ৩—৪। শ্রেষ্ঠ—অপকৃষ্ট।

১। পার্শ্বদেশে প্রসারিত বাহুদ্বয় পরিমাণ। ২। আবশ্যকমত।

এক দিকে সমস্ত জগৎ আর অন্য দিকে একাকী জনার্দ্দন অবস্থান করিলে সমান বোধ হয়। বাসুদেব ইচ্ছামাত্রে এই সমস্ত জগৎ ভস্মীভূত করিতে পারেন, কিন্তু সমস্ত জগৎ একত্র মিলিত হইলেও তাঁহাকে ভস্মীভূত করিতে সমর্থ হয় না। যে স্থানে সত্য, ধর্ম্ম, হ্রী[1] ও সরলতা থাকে, ভগবান্ গোবিন্দ সেই স্থানেই অবস্থান করেন এবং যেখানে কৃষ্ণ সেইখানেই জয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভূতাত্মা জনার্দ্দন অবলীলাক্রমে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ সঞ্চালিত করিতে পারেন। তিনি পাণ্ডবগণকে উপলক্ষ করিয়া সমস্ত লোক সম্মোহনপূর্ব্বক আপনার অধার্ম্মিক মূর্খ পুত্রগণকে দগ্ধ করিতে অভিলাষ করিতেছেন। ভগবান্ কেশব আত্মযোগপ্রভাবে নিরন্তর কালচক্র, জগৎচক্র ও যুগ[2]চক্র পরিবর্ত্তিত করিতেছেন। আমি সত্য কহিতেছি, ভগবান্ জনার্দ্দন একাকী কাল, মৃত্যু, জঙ্গম ও স্থাবর সমূহের অধীশ্বর। যেমন কৃষীবল[3] ধান্যাদি পরিবর্দ্ধিত করিয়া স্বয়ং ছেদন করে, সেইরূপ মহাযোগী হরি সমস্ত জগতের ঈশ্বর হইয়াও মনুষ্যগণকে সংহার করেন। তিনি মহামায়াপ্রভাবে লোক-সকলকে বঞ্চিত করিয়া থাকেন; কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে লাভ করেন, তাঁহাদিগকে কদাচ মুগ্ধ হইতে হয় না।"

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়

দুর্য্যোধনের প্রতি গান্ধারীর দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি সর্ব্ব-লোকাধিপতি মাধবকে কিরূপে অবগত হইলে, আমিই বা কি নিমিত্ত তাঁহাকে বিদিত হইতে সমর্থ হইতেছি না? তুমি এক্ষণে ইহা কীর্ত্তন কর।" সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনি বিদ্যাশূন্য বিষয়ান্ধকারে অন্ধপ্রায় হইয়া আছেন; এই নিমিত্ত কেশবকে অবগত হইতে সমর্থ হইতেছেন না। আমি বিদ্যাসম্পন্ন; সেই বিদ্যাপ্রভাবে যুগত্রয়ের অধিষ্ঠান, বিশ্বের কর্ত্তা, স্বতঃসিদ্ধ প্রাণিগণের উৎপত্তি ও লয়স্থান, ভগবান্ জনার্দ্দনকে বিদিত হইতেছি।" ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি যে ভক্তিপ্রভাবে ভগবান্ কেশবকে অবগত হইতেছ, তাহা কিরূপ?" সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনার মঙ্গল হউক। আমি মায়ার সেবা ও বৃথা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করি নাই; কেবল ভক্তিবলে বিশুদ্ধভাবসম্পন্ন হইয়া শাস্ত্রে তাঁহাকে বিদিত হইতেছি।"

তখন ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "বৎস! সঞ্জয় আমাদের হিতকারী; অতএব তুমি কেশবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও।" দুর্য্যোধন কহিলেন, "তাত! যদি কেশব অর্জ্জুনের সহিত সৌহৃদ্য সংস্থাপন করিয়া সমস্ত লোক-সংহারার্থ সমুদ্যত হয়েন, তথাপি আমি এখন তাঁহার শরণাপন্ন হইব না।" রাজা ধৃতরাষ্ট্র তখন গান্ধারীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! তোমার পুত্র দুর্য্যোধন ঈর্ষাপরায়ণ, অভিমানী ও উপদেশগ্রহণপরাঙ্মুখ; অতএব উহাকে নরকে গমন করিতে হইবে।" গান্ধারী কহিলেন, "রে দুরাশয়! তুমি ঐশ্বর্য্য, জীবন ও পিতামাতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক শত্রুগণের প্রীতিবর্দ্ধন এবং আমাকে শোকসাগরে বিসর্জ্জন করিয়া ভীমের হস্তে কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক পিতার বাক্য স্মরণ করিবে।"

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি কৃষ্ণমাহাত্ম্য শ্রবণে সঞ্জয়ের উপদেশ

অনন্তর ব্যাসদেব কহিলেন, "মহারাজ! তুমি আমার প্রিয়পাত্র, এক্ষণে আমি কৃষ্ণের বিষয় কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। তাহা হইলে তোমার মহদ্ভয় নিবারণ হইবে। সঞ্জয় তোমাকে শ্রেয়স্কর কার্য্যে নিয়োগ করিতেছে; এ ব্যক্তি চিরন্তন হৃষীকেশকে সবিশেষ অবগত হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তি ক্রোধ ও অমর্ষপরায়ণ, আপনার ধনে অসন্তুষ্ট ও কাম প্রভৃতি বিবিধ পাশে সংযত, তাহারা অন্ধ কর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধের ন্যায় স্বীয় কর্ম্মবলে নীত হইয়া বারংবার যমের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। এই জ্ঞানমার্গ ব্রহ্মলোকের হেতুভূত; মনীষিগণ এই পথ অবলম্বন করিয়া সংসারপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। মহৎলোক কদাচ তাহাতে সংসক্ত হয়েন না।" ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমি যে পথ অবলম্বনপূর্ব্বক হৃষীকেশকে প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হই, সেই নির্ভর পথ কি প্রকার? তুমি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "নরনাথ! অজিতাত্মা ব্যক্তি সেই নিত্যসিদ্ধ জনার্দ্দনকে কদাচ অবগত হইতে

১। লজ্জা। ২। সত্যাদি। ৩। কৃষক।

সমর্থ হয় না। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ না করিয়া কেবল ক্রিয়াকলাপ দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা নিতান্ত দুষ্কর। অতি প্রবল ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ, অপ্রমাদ ও অহিংসা, এই কয়েকটি জ্ঞানের কারণ; অতএব আপনি আলস্যশূন্য হইয়া ইন্দ্রিয়নিগ্রহে যত্নবান্ হউন্। আপনার বুদ্ধি যেন কদাচ প্রচ্যুত না হয়। আপনি বুদ্ধিবৃত্তি বশীভূত করুন। ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্রিয়নিগ্রহকেই জ্ঞানশব্দে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মনীষিগণ এই জ্ঞানরূপ পথই অবলম্বন করেন। হে মহারাজ! ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ব্যতিরেকে কদাচ কেশবকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তিনি শাস্ত্র ও যোগবলে প্রসন্ন হইয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন।"

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়

কৃষ্ণপ্রসাদলাভার্থী ধৃতরাষ্ট্রের কৃষ্ণমাহাত্ম্যশ্রবণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি পুনরায় আমার নিকট কৃষ্ণের কথা কীর্ত্তন কর, তাঁহার নাম ও কর্ম্মের প্রকৃত অর্থ অবগত হইয়া সেই পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হইব।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব অপ্রমেয়, তথাপি আমি তাঁহার মহিমার বিষয় যাহা অবগত আছি, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তিনি সর্ব্বভূতের বাসস্থান ও দেবযোনিসম্ভব বলিয়া তাঁহার নাম বাসুদেব[1]; তিনি বৃহৎ[2] বলিয়া বিষ্ণু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন; মা শব্দের অর্থ বুদ্ধিবৃত্তি, তিনি মৌন, ধ্যান ও যোগ দ্বারা আত্মার উপাধিভূত সেই বুদ্ধিবৃত্তি দূরীকৃত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম মাধব[3] এবং সর্ব্বতত্ত্বের যথার্থ জ্ঞান লাভ ও মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়াছেন বলিয়া মধুসূদন নামে প্রথিত হইয়াছেন। হে মহারাজ! কৃষি শব্দের অর্থ সত্তা ও ন শব্দের অর্থ আনন্দ; মহাত্মা মধুসূদন সৎ ও আনন্দস্বরূপ বলিয়া কৃষ্ণ[4] নামে বিখ্যাত হইয়ছেন। পুণ্ডরীক শব্দের অর্থ পরমস্থান ও অক্ষ শব্দের অর্থ অব্যয়, বাসুদেব পরম স্থানে বাস করেন ও তাঁহার ক্ষয় নাই বলিয়া তাঁহার নাম পুণ্ডরীকাক্ষ[5] হইয়াছে। তিনি দস্যুগণকে বিত্রাসিত করেন বলিয়া জনার্দ্দন নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ঐ সত্যশালী পুরুষ কদাপি সত্ত্ব হইতে পরিচ্যুত হন না বলিয়া তাঁহার নাম সাত্বত। বৃষভ শব্দের অর্থ বেদ ও ঈক্ষণ শব্দের অর্থ জ্ঞাপক, বেদ তাঁহার জ্ঞাপক বলিয়া তাঁহার নাম বৃষভেক্ষণ। তিনি কাহারও গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিয়া তাঁহার নাম অজ। তিনি সাতিশয় দান্ত ও ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে স্বপ্রকাশ বলিয়া তাঁহার নাম দামোদর[1]। তিনি অতিশয় হৃষ্ট, সুখী ও ঐশ্বর্য্যবান্ বলিয়া হৃষীকেশ[2] নাম ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি বাহুদ্বয় দ্বারা রোদসী[3] ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া মহাবাহু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ও অধঃপ্রদেশে তাঁহার ক্ষয় নাই বলিয়া তাঁহার নাম অধোক্ষজ[4]। তিনি নরগণের আশ্রয় বলিয়া তাঁহার নাম নারায়ণ[5]। তিনি সর্ব্বভূতের পূরণকর্ত্তা ও সর্ব্বভূত তাঁহাতেই অবসন্ন হয় বলিয়া তাঁহার নাম পুরুষোত্তম[6]। তিনি সমুদয় কার্য্য-কারণের মূলীভূত ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া তাঁহার নাম সর্ব্ব এবং তিনি সত্যে ও সত্য তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম সত্য। তিনি চরণ দ্বারা আকাশ আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া বিষ্ণু, জয়শীল বলিয়া জিষ্ণু, নিত্য বলিয়া অনন্ত ও ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া গোবিন্দ[7] নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। সেই মহাপুরুষ অসত্যকে সত্য ও প্রজাগণকে মোহিত করেন। হে মহারাজ! আমি আপনার আদেশক্রমে সেই ধর্ম্মনিত্য ভগবান্ মধুসূদনের স্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম। সেই মহাত্মা কুরুগণের প্রতি কৃপা করিয়া সন্ধিসংস্থাপনের নিমিত্ত আগমন করিবেন।

১। স্থূলার্থ—বসুদেবের পুত্র। ২। ব্যাপক। ৩। মা লক্ষ্মী, তাঁহার ধব পতি। ৪। কৃষ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ, তিনি ভক্তগণের মন আকর্ষণ করেন বলিয়া কৃষ্ণ। ৫। স্থূলার্থ—কমলনয়ন।

১। অথবা—দাম রজ্জু, তদ্দারা উদরে বন্ধন প্রাপ্ত; অথবা—শিশুকালের চাঞ্চল্য যশোদা তাঁহার উদর ও কটির মধ্যস্থলে কোমরে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিতেন, কৃষ্ণ বন্ধন-রজ্জু খুলিয়া উদরসাৎ করিয়াছিলেন। ২। অথবা—হৃষীক বিষয়েন্দ্রিয়—রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ এই সকল বিষয়ের ইন্দ্রিয় যথাক্রমে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ঈশ কর্ত্তা—এই সকল যাঁহার অধীন—এই সকল ইন্দ্রিয়ের যিনি অধীন নহেন। ৩। অন্তরীক্ষ। ৪। অথবা অতীন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত। ৫। জলের একটি নাম নার, সেই নার অয়ন আশ্রয় যাঁর—অনন্ত শয্যায় সাগরশায়ী। ৬। স্থূলার্থ—পুরুষশ্রেষ্ঠ। ৭। বৃন্দাবনের গোপালক; অথবা সংযত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা লভ্য।

সপ্ততিতম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের কৃষ্ণশরণাগতি

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়। যিনি বপু দ্বারা দিগ্‌বিদিক্ প্রকাশিত করিয়া দীপ্তি পাইতেছেন, যাঁহারা সেই বাসুদেবকে সমীপে অবলোকন করিতেছেন, আমি সেই সফলনয়ন ভাগ্যবান মানবগণকে ধন্যবাদ প্রদান করি। যিনি ভারতগণের অর্চ্চনীয়, সৃঞ্জয়গণের কল্যাণকর, সম্পত্তিলিপ্সুদিগের গ্রহণীয়, মুমূর্ষুগণের অগ্রাহ্য এবং সর্ব্বতোভাবে অনিন্দনীয় ভারতী[1] উচ্চারণ করেন, যিনি অদ্বিতীয় বীর, যাদবগণের নেতা, অরাতিকুলের নিহন্তা, ক্ষোভয়িতা এবং যশোনাশী, কৌরবগণ দেখিবেন, সেই বরণীয় মহাত্মা বৃষ্ণিশ্রেষ্ঠ আমার সৈন্যগণকে মোহিত করিয়া সদয়ভাবে কথা কহিতেছেন।

আমি সেই সনাতন ঋষি, আত্মজ্ঞ, বাক্যের সমুদ্র, যতিগণের সুলভ, অরিষ্টনেমি গরুড়, সুপর্ণ, প্রজাগণের সংহর্ত্তা, সহস্রশীর্ষ, পুরাণপুরুষ, অনাদি, অমধ্য[2], অনন্ত, অনন্তকীর্ত্তি, আদি বীজের বিধাতা, অজ, নিত্য, পরাৎপর, ত্রৈলোক্যের নির্ম্মাতা এবং দেব, অসুর, নাগ, রাক্ষস ও নরাধিপতিগণের জনয়িতা[3], বিদ্বত্তম, ইন্দ্রানুজ কেশবের শরণাপন্ন হই।"

যানসন্ধিপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

একসপ্ততিতম অধ্যায়

ভগবদ্‌যানপর্ব্বাধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরনাথ। সঞ্জয় প্রতিনিবৃত্ত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সর্ব্বযাদবশ্রেষ্ঠ বাসুদেবকে কহিতে লাগিলেন, "হে মিত্রবৎসল। এক্ষণে তোমার মিত্রগণের সেই সময় সমুপস্থিত হইয়াছে; এ সময় তোমা ভিন্ন তাহাদিগকে আপদ্ হইতে উদ্ধার করে, এমন আর কাহাকেও দেখিতেছি না। হে মাধব। আমরা কেবল তোমার উপর নির্ভর করিয়া নির্ভয়চিত্তে বৃথা গর্ব্বিত দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে অমাত্য-সমভিব্যাহারে পরাজয়পূর্ব্বক আপনাদের রাজ্যাংশ গ্রহণ করিতে বাসনা করিতেছি। হে অরাতিনিপাতন। তুমি আপৎকালে উপস্থিত হইলে বৃষ্ণিদিগকে যেমন রক্ষা করিয়া থাক, পাণ্ডবগণকেও সেইরূপ রক্ষা করা কর্ত্তব্য; অতএব আমাদিগকে এই মহাভয় হইতে পরিত্রাণ কর।"

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে মহাবাহো। এই আমি উপস্থিত রহিয়াছি; বলুন, এক্ষণে কি করিতে হইবে, আপনি যাহা কহিবেন, আমি তদ্বিষয়-সম্পাদনে সম্মত আছি।"

কৃষ্ণসমীপে যুধিষ্ঠিরের কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে কৃষ্ণ। তুমি সপুত্র ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়াছ। সঞ্জয় আমার নিকট যাহা কহিয়াছে, উহাই ধৃতরাষ্ট্রের মত। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের আত্মার স্বরূপ হইয়া তাঁহার সমুদয় মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া কহিয়াছে। রাজার বাক্য যথার্থরূপে কীর্ত্তন করা দূতের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে দূত তাহার অন্যথাচরণ করে, সে বধ্য। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র লোভবশতঃ আমাদিগকে রাজ্যাংশ প্রদান না করিয়াই আমাদের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিতে বাসনা করিতেছেন। আমরা কেবল ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারেই দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিয়াছি; মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র চতুর্দ্দশ বর্ষে আমাদিগকে রাজ্য প্রদান করিবেন, এই বিবেচনা করিয়া আমরা প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করি নাই; ব্রাহ্মণগণ ইহা বিশেষরূপে অবগত আছেন। তিনি এক্ষণে দুষ্ট পুত্রের একান্ত বশীভূত হইয়া স্বধর্ম্মচিন্তায় বিরত ও তাহারই শাসনের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। তিনি কেবল দুর্য্যোধনের মতানুসারে আমাদের সহিত মিথ্যাচরণ করিতেছেন। হে জনার্দ্দন। আমি স্বীয় মাতা ও বান্ধবগণের দুঃখ নিবারণ করিতে পারিতেছি না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? হে মধুসূদন। আমি কাশী, চেদি, পাঞ্চাল ও মৎস্যদেশীয় ভূপতিগণ এবং তোমার দ্বারা তাঁহার নিকট অবিস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত ও অন্য কোন গ্রাম, এই পাঁচখানি গ্রাম অথবা পাঁচটি নগর যাচ্ঞা করিয়াছিলাম। আমার মানস ছিল যে, আমরা পঞ্চভ্রাতা একত্র হইয়া কৌরবগণের সহিত বিবাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐ সমুদয় স্থানে আধিপত্য করি; কিন্তু দুর্ম্মতি ধৃতরাষ্ট্র আপনার আধিপত্য বিবেচনা করিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন না; ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখজনক আর কি আছে?

১। বাক্য। ২। মধ্যহীন—আদি, মধ্য, অন্তহীন। ৩। জনক—পিতা।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সৎকুলে সম্ভূত, এক্ষণে বৃদ্ধও হইয়াছেন ; কিন্তু পরধনাপহরণে তাঁহার লোভ জন্মিয়াছে। হে ভগবন্‌! লোভ প্রজ্ঞা বিনষ্ট করে ; প্রজ্ঞা বিনষ্ট হইলে লজ্জা-নাশ হয় ; লজ্জা-নাশ হইলে ধর্ম্ম নষ্ট হয় ; ধর্ম্ম নষ্ট হইলে শ্রীর হানি হয় ; শ্রী হত হইলেই পুরুষের নাশ হয়। ধনাভাবই পুরুষের মৃত্যুস্বরূপ ; যেমন পক্ষিগণ ফলপুষ্পবিহীন বৃক্ষ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ জ্ঞাতি, সুহৃৎ ও দ্বিজগণ অধম ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। হে মহাত্মন্‌! যেমন মৃত ব্যক্তির দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত হয় এবং লোকে যেমন পতিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তদ্রূপ জ্ঞাতিগণ আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন, ইহা আমার পক্ষে মৃত্যুস্বরূপ। সম্বর কহিয়াছেন যে, প্রাতর্ভোজন-সম্পাদনের ধন না থাকা অপেক্ষা ক্লেশকর অবস্থা আর কিছুই নাই।

দরিদ্রের দুর্দ্দশা-প্রদর্শন

ধনই পরম ধর্ম্ম ; ধন দ্বারা সকল কার্য্যই সম্পাদিত হইয়া থাকে। ধনবান্‌ ব্যক্তিরাই জীবিত ; নির্দ্ধন ব্যক্তির জীবন মরণের তুল্য। যাহারা স্বীয় বাহুবলপ্রভাবে অন্য ব্যক্তিকে ধনভ্রষ্ট করে, তাহারা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এবং সেই ব্যক্তিকে এককালে বিনষ্ট করে। নির্দ্ধনতা নিবন্ধন অনেকে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে ; অনেক নাগরিক পুরুষ গ্রামে ও অনেক গ্রামবাসী ব্যক্তি অরণ্যে বাস করিতেছে ; কেহ বা প্রাণবিনাশের অভিলাষে দেশান্তরে গমন করিয়াছে ; কত শত লোক উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছে ; কেহ কেহ অরাতিকুলের বশীভূত হইতেছে এবং অনেকে পরের দাসত্ব স্বীকার করিতেছে। ধর্ম্মকামের হেতুভূত সম্পত্তিবিনাশরূপ আপদ্‌ পুরুষের পক্ষে মরণ অপেক্ষাও গুরুতর ; কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ মৃত্যু কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।

হে মধুসূদন! যে ব্যক্তি অগ্রে প্রভূত ধনের অধীশ্বর হইয়া পশ্চাৎ সম্পত্তিবিহীন হয়, তাহার পক্ষে নির্দ্ধনতা যাদৃশ ক্লেশকর, আজন্ম ধনহীন ব্যক্তির পক্ষে তাদৃশ কষ্টজনক হয় না। ধনবান্‌ ব্যক্তি আপনার দোষেই ব্যসনাপন্ন হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ ও আত্মার নিন্দা করিয়া থাকে। ব্যসন শাস্ত্রপ্রভাবে বিনষ্ট হইবার নহে ; ব্যসনী ব্যক্তি সতত ভৃত্যদিগের উপর ক্রোধ ও সুহৃজ্জনের প্রতি অসূয়া করে ; সতত ক্রোধপরায়ণতা প্রযুক্ত মুগ্ধ ও মোহবশতঃ পাপকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। অনবরত পাপ করাতে পাপসঙ্কর[১] সমুপস্থিত হইয়া উঠে ; উহা নরকের নিদান ও পাপের পরাকাষ্ঠা। মনুষ্য জ্ঞানশূন্য হইয়া কার্য্য করিলে এইরূপে ক্রমে ক্রমে মহানরকে নিমগ্ন হয়, কিন্তু প্রতিবুদ্ধ হইলে প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মীলিত হইয়া তাহাকে পাপপঙ্ক হইতে উত্তীর্ণ করে। প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বারা শাস্ত্রে দৃষ্টি হইলে মানবগণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ লজ্জা। লজ্জাশীল ব্যক্তি পাপের দ্বেষ করিয়া থাকে ; তন্নিবন্ধন তাহার শ্রীবৃদ্ধি হয়। যে পুরুষ শ্রীমান্‌, সেই যথার্থ পুরুষ।

ধর্ম্মনিষ্ঠ, প্রশান্তাত্মা, কার্য্যকুশল ব্যক্তি কদাপি অধর্ম্মচিন্তা বা অধর্ম্মাচরণ করে না। নির্লজ্জ অথবা মূঢ় ব্যক্তি স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয়ের মধ্যেই পরিগণিত নহে ; শূদ্রের ন্যায় তাহার বেদে অধিকার নাই ; হ্রীমান্‌[২] ব্যক্তি দেবগণ, পিতৃগণ ও আত্মার নিকট সতত প্রণত থাকেন এবং তন্নিবন্ধন মুক্তিলাভ করেন ; মুক্তিলাভই পুণ্যের পরাকাষ্ঠা।

যুধিষ্ঠিরের অহিংস অর্থনীতিনিষ্ঠা

হে মধুসূদন! তুমি ত স্বচক্ষে আমার লজ্জাশীলতা প্রত্যক্ষ করিয়াছ। আমি রাজ্যপরিভ্রষ্ট হইয়া প্রতিজ্ঞাপালনার্থ দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়াছি। ন্যায়ানুসারে আমরা কখনই সম্পত্তির অনধিকারী নহি ; অতএব রাজ্যলাভের নিমিত্ত যদি আমাদিগকে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ। রাজ্যলাভবিষয়ে আমাদের প্রথম কল্প[৩] এই যে, আমরা ও তাহারা সকলেই পরস্পর যুদ্ধচেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রশান্তচিত্তে স্ব স্ব রাজ্যাংশ লাভ করি। আমরা কৌরবগণের সংহার করিয়া রাজ্যলাভ করিলে রৌদ্র[৪] কর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হয়। জ্ঞাতিবর্গের কথা দূরে থাকুক, যাহারা বান্ধব নহে, অথচ সতত অভদ্রতা ও শত্রুতা করে, তাহাদিগকেও বিনাশ করা কর্ত্তব্য নহে। কুরুবংশীয়েরা আমাদিগের জ্ঞাতি ও সহায় ; তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আমাদিগের গুরুলোক আছেন ; অতএব যুদ্ধ করিয়া কৌরবদিগকে বধ করা নিতান্ত পাপকর। ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম

১। নানা প্রকার মিশ্র পাপ। ২। লজ্জাশীল—অধর্ম্মবিমুখ। ৩। পরিকল্পনা—নির্দ্ধারণ। ৪। বীভৎস—ভীষণ।

পাপজনক ; অতএব ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক, আমাদিগকে ক্ষাত্রধর্ম্মই অবলম্বন করিতে হইবে, অনুবৃত্তি আমাদের পক্ষে একান্ত বিগর্হিত।

শূদ্র শুশ্রূষা, বৈশ্য বাণিজ্য, ক্ষত্রিয় লোকবিনাশ ও ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়গণকে সংহার করে, মৎস্য মৎস্য ভক্ষণপূর্ব্বক প্রাণধারণ করিয়া থাকে, কুক্কুর কুক্কুরকে বিনাশ করে। এইরূপ যাহার যে ধর্ম্ম, সে তদনুসারেই কার্য্য করিয়া থাকে। কলি[1] নিয়তই যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করে ; যুদ্ধে প্রাণনাশ হয় ; যুদ্ধ সর্ব্বতোভাবে পাপজনক। বল ও নীতির তারতম্য অনুসারেই যুদ্ধে জয় ও পরাজয় হইয়া থাকে। জীবিত বা মরণ লোকের স্বেচ্ছানুসারে হয় না। কেহই অকালে সুখ বা দুঃখ ভোগ করে না। একাকী অনেককে সংহার করে ; কখন কখন অনেকে সমবেত হইয়াও একজনকে বধ করিয়া থাকে। অনেক সময়ে কাপুরুষ শূরকে ও অযশস্বী যশস্বীকে বিনাশ করে। এককালে উভয়েরই জয় বা পরাজয় কখনই হয় না। পরাজয়ভয়ে পলায়ন করিলে দীনতা-প্রকাশ হয় এবং সম্পত্তিনাশ ও মৃত্যু হইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। সমরে অন্যকে আঘাত করিলে প্রায়ই তৎকর্ত্তৃক আহত হইতে হয়। মৃত ব্যক্তির জয় ও পরাজয় উভয়ই সমান। আমার মতে পরাজয় মৃত্যু হইতে বিশেষ নহে।

যুদ্ধে জয়লাভও পরাজয়ের তুল্য ; কেন না, উহাতে অন্য কর্ত্তৃক অনেক দয়িত[2] ব্যক্তির প্রাণসংহার হইয়া থাকে। এইরূপে বিজয়ী ব্যক্তির মান, জাতি, বল এবং পুত্র ও ভ্রাতৃগণের বিনাশ নিবন্ধন মহান্ নির্ব্বেদ সমুপস্থিত হয়। নিতান্ত ধীর, লজ্জাশীল, সজ্জন ও কারুণ্যরস-সম্পন্ন ব্যক্তিরা যুদ্ধে নিহত হয় ; কিন্তু নিকৃষ্ট লোকেরা প্রায়ই পরিত্রাণ পায়। সংগ্রামে অনাত্মীয় ব্যক্তিগণকে সংহার করিলেও অতিশয় অনুতাপ উপস্থিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ শত্রুপক্ষীয় হতাবশিষ্ট ব্যক্তিরা ক্রমে ক্রমে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিজয়ী ব্যক্তির বল সংহার করিতে আরম্ভ করে এবং বৈরনির্য্যাতন করিবার মানসে একবারে তাহাকে সমূলে উন্মূলন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

জিত ব্যক্তির মনে বৈরানল চিরকাল প্রজ্বলিত থাকে আর পরাজিত ব্যক্তি নিরন্তর দুঃখ ভোগ করে ; কিন্তু জয় ও পরাজয় পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তিমার্গ অবলম্বন করিলে স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভূত হইয়া থাকে। জাতবৈর পুরুষ সর্পাধিষ্ঠিত[1] গৃহমধ্যস্থ ব্যক্তির ন্যায় অতি কষ্টে নিদ্রিত হয়। যে ব্যক্তি সকলকে উৎসাদিত করে, সে চিরকাল অযশ ও অকীর্ত্তিভাজন হয়। বহুকাল গত হইলেও বৈর উপশমিত হয় না ; শত্রুকুলে এক ব্যক্তি জীবিত থাকিলেই পুরাতন বৈরের উল্লেখ হইতে থাকে। বৈর কদাচ বৈর দ্বারা প্রশমিত হইবার নহে, প্রত্যুত ঘৃতাহুত বহ্নির ন্যায় পুনঃ পুনঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। শত্রুগণকে বিনাশ না করিলে পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই। এই বিবেচনা করিয়া যাহারা অরাতিকুলের ছিদ্রান্বেষণে যত্নবান্ হয়, তাহারা স্বতঃই বিনষ্ট হইয়া থাকে। পুরুষকার হৃদয়ব্যথার প্রধান কারণ ; অতএব পুরুষাভিমান পরিত্যাগ বা প্রাণত্যাগ ব্যতীত শান্তিলাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। শত্রুগণকে সমূলে উন্মূলিত করিতে পারিলে শান্তিলাভ হয় বটে, কিন্তু উহা নিতান্ত নৃশংসতার কার্য্য। রাজ্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শান্তিলাভ করা মৃত্যুর সদৃশ ; কারণ, তাহা হইলে শত্রুগণ আমাদিগের ছিদ্র পাইয়া আমাদিগকে প্রহার বা উপেক্ষা করিবে, এই সংশয়ে এবং আত্ম-বিনাশ-সম্ভাবনায় নিরন্তর কালযাপন করিতে হয়। অতএব আমরা রাজ্য পরিত্যাগ বা কুলক্ষয়—এই উভয় কার্য্যেই পরাঙ্মুখ হইয়েছি। এ স্থলে সন্ধি-স্থাপনপূর্ব্বক আমাদের উভয় পক্ষেরই সমুচিত স্ব স্ব অংশ প্রাপ্ত হইয়া শান্তিলাভ করাই শ্রেয়ঃ।

আমরা প্রথমে যুদ্ধচেষ্টা-পরাঙ্মুখ হইয়া অন্যান্য উপায় দ্বারা রাজ্যলাভ করিতে চেষ্টা করিব ; যদি কোন প্রকারেই কৃতকার্য্য হইতে না পারি, পরিশেষে অগত্যা আমাদিগকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে ; শান্তির চেষ্টা বিফল হইলে সুতরাং যুদ্ধ করিতে হয়। পণ্ডিতগণ যুদ্ধকারীদিগকে কুক্কুরগণের তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কুক্কুরগণ কোন আমিষের জন্য প্রথমে পরস্পর লাঙ্গুলচালন, চীৎকার, বিবর্ত্তন, দন্তপ্রদর্শন ও পুনরায় চীৎকার করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় ; পরিশেষে বলবান্ দুর্ব্বলকে পরাজয় করিয়া সেই আমিষ ভক্ষণ করে ; মনুষ্যেরাও তদ্রূপ সংগ্রাম করিয়া স্বীয় অভিলষিত দ্রব্য লাভ করিয়া থাকে। বলবান্ ব্যক্তিরা দুর্ব্বলের প্রতি সতত

১। কলহ। ২। প্রিয়।

১। সর্প কর্ত্তৃক অধ্যুষিত—যেখানে সর্প বাস করে।

অনাদরপ্রদর্শন ও তাহার সহিত বিরোধ করে এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিরা বলবানের নিকট সভত নত হয়।

হে জনার্দ্দন! পিতা, রাজা ও বৃদ্ধ সর্ব্বতোভাবে মাননীয়; অতএব ধৃতরাষ্ট্র আমাদের পরম পূজনীয় ও মান্য। কিন্তু তাঁহার পুত্রস্নেহ অতিশয় বলবান্, তিনি পুত্রের বশীভূত হইয়া আমাদের প্রণিপাত অগ্রাহ্য করিয়া রাজ্যপ্রদানে পরাঙ্মুখ হইবেন। তাহা হইলে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য? আর কিরূপেই বা আমাদের ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ের রক্ষা হইবে? হে মধুসূদন! এক্ষণে এই নিতান্ত দুরবগাহ বিষয়ে তোমা ব্যতীত আর কাহাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি? তুমি আমাদের নিতান্ত প্রিয় ও হিতৈষী, তুমি সর্ব্বকার্য্যজ্ঞ, আমাদের মধ্যে তোমার ন্যায় সমুদয় বিষয়ের নিশ্চয়-তত্ত্ববেত্তা আর কে আছে?"

কৃষ্ণের দৌত্যগ্রহণ সঙ্কল্প

মহাত্মা জনার্দ্দন যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! আমি আপনাদের উভয় পক্ষের হিতার্থ কৌরবসভায় গমন করিব। যদি তথায় আপনাদের স্বার্থের অব্যাঘাতে শান্তিসংস্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলে কৌরব, সৃঞ্জয়, ধার্ত্তরাষ্ট্র, পাণ্ডব ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ মৃত্যুপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন; তন্নিবন্ধন আমারও মহাফলপ্রদ পুণ্যলাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! আমার মতে কৌরবগণের নিকট তোমার গমন করা অকর্ত্তব্য; তুমি কুরুসভায় গমন করিয়া অতি হিতকর বাক্য প্রয়োগ করিলেও দুর্য্যোধন তদনুসারে কার্য্য করিবে না। আর যে সমুদয় ভূপতিগণ তথায় আছেন, তাঁহারা সকলেই দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী; অতএব তাঁহাদের নিকট তোমার গমন করা অভিপ্রেত নহে। হে মাধব! তোমার অনিষ্ট-ঘটনা দ্বারা পার্থিব ঐশ্বর্য্য ও সুখের কথা দূরে থাকুক, যদি দেবত্ব বা সমুদয় দেবগণের ঐশ্বর্য্যও লাভ হয়, তাহাতেও আমাদের সন্তোষ হয় না।"

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! আমি দুর্য্যোধনের পাপাভিনিবেশ-বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছি; কিন্তু অগ্রে তথায় উপস্থিত হইয়া সন্ধিবিষয়ক প্রস্তাব করিলে লোকমধ্যে আমরা অনিন্দনীয় হইব, এই বিবেচনায় কুরুসভায় গমন করিতে বাসনা করিতেছি। যেমন ক্রোধান্বিত সিংহ অনায়াসে অন্যান্য পশুদিগকে সংহার করে, তদ্রূপ আমি ক্রুদ্ধ হইলে অনায়াসেই সমুদয় পার্থিবগণকে মুহূর্ত্তমধ্যে বিনাশ করিতে পারি। যদি কৌরবগণ আমার উপর কোন অত্যাচার করে, তাহা হইলে আমি এককালে তাহাদিগকে সংহার করিব। হে মহারাজ! কৌরবগণ-সমীপে আমার গমন করা কদাপি ব্যর্থ হইবে না, হয় তোমাদের স্বার্থের অব্যাঘাতে সন্ধি স্থাপিত হইবে, না হয় লোকমধ্যে তোমরা অনিন্দনীয় হইবে।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! তোমার যাহা অভিরুচি, তদ্বিষয়ে আমার কোন আপত্তি নাই। তুমি স্বচ্ছন্দে কৌরবগণসমীপে গমন কর। যেন তোমাকে কৃতার্থ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে পুনরায় এখানে আগমন করিতে দেখি। হে মধুসূদন! তুমি কুরুকুলে গমন করিয়া এরূপ শান্তিস্থাপন করিবে যে, আমরা যেন সকলে প্রশান্তচিত্তে একত্র মিলিত হইয়া পরস্পর আমোদ-প্রমোদে কালযাপন করি। তুমি আমাদের ভ্রাতা, বিশেষতঃ অর্জ্জুনও তোমার প্রিয়-সখা; পরম-সৌহার্দ্দপ্রযুক্ত তোমার প্রতি কখন আমাদের কোন আশঙ্কা হয় না; তোমার মঙ্গল হউক, মঙ্গলসম্পাদনের নিমিত্ত কৌরবসভায় গমন কর। হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদিগকে ও আমাদের শত্রুদিগকে বিশেষরূপ অবগত আছ, অর্থতত্ত্বজ্ঞতা ও বাগ্মিতার পারদর্শিত্ব লাভ করিয়াছ; অতএব যাহাতে আমাদিগের হিত হয়, দুর্য্যোধনকে তদনুরূপ উপদেশ প্রদান করিবে। হে কেশব! যে বাক্য ধর্ম্মানপেত[১] ও আমাদের হিতজনক, কৌরবসভায় তাহা কহিবে; ইহাতে সন্ধিসংস্থাপন হয় উত্তম, না হয় পরিশেষে যুদ্ধ করিব।"

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

সন্ধির অসম্ভাবনায় ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ

বাসুদেব কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! আমি সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে আপনার কথাও

১। ধর্ম্মের অবিরোধী—নীতিসম্মত।

শুনিলাম এবং আপনার ও কৌরবগণের অভিপ্রায়ও সবিশেষ অবগত আছি। আপনার বুদ্ধি ধর্ম্মানুগত ও কৌরবগণের বুদ্ধি বৈরাচরণে নিরত। বিনা যুদ্ধে যাহা লাভ হয়, আপনি তাহারই বহুমান[১] করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! ব্রহ্মচর্য্যাদি কার্য্য ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিধেয় নহে। সমুদয় আশ্রমীরা ক্ষত্রিয়ের ভৈক্ষ্যাচরণ নিষেধ করিয়া থাকেন। বিধাতা সংগ্রামে জয়লাভ বা প্রাণপরিত্যাগ ক্ষত্রিয়ের নিত্যধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অতএব দীনতা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়। হে অরাতিনিপাতন যুধিষ্ঠির! আপনি দীনতা অবলম্বন করিলে কখনই স্বীয় অংশ লাভ করিতে পারিবেন না; অতএব বিক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রুগণকে বিনাশ করুন। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ অতি লুব্ধ, তাহারা বহুকাল একত্র বাস করিতেছে; তাহাদের পরস্পর বিলক্ষণ স্নেহ জন্মিয়াছে; বিশেষতঃ এক্ষণে তাহারা বহুতর সুহৃৎ ও সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতি বীরপুরুষগণ স্বপক্ষে থাকাতে আপনার বলবত্তার[২] অভিমান করিয়া থাকে; সুতরাং তাহারা যে আপনাদের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিবে, এমন বোধ হয় না। আপনি মৃদুভাব অবলম্বন করিলে তাহারা আর রাজ্য প্রদান করিবে না। আপনি কৃপা, দৈন্য, ধর্ম্ম অথবা অর্থই প্রদর্শন করুন, তাহারা কদাচ আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিবে না।

হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! আপনি যখন কৌপীন পরিধান করিয়া বনে গমন করেন, তখন কৌরবগণ কিছুমাত্র অনুতপ্ত হয় নাই। তাহারা ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, অন্যান্য কুরুপ্রধান ব্যক্তিগণ, ব্রাহ্মণগণ ও নাগরিক জনগণের সমক্ষে দ্যূতক্রীড়ায় আপনাকে বঞ্চনা করিয়াও কিছুমাত্র লজ্জিত হয় নাই। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আপনার সহিত আত্মীয়তা করা তাহাদের অভিপ্রেত নহে। হে মহারাজ! ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ যেরূপ অসৎস্বভাবসম্পন্ন, তাহাতে তাহাদিগের সহিত প্রণয় করা আপনার কদাপি বিধেয় নহে। আপনার কথা দূরে থাকুক, তাহারা ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত লোকেরই বধ্য। দুরাত্মা দুর্য্যোধন সভামধ্যে আপনার প্রতি বহুবিধ কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে প্রহৃষ্টচিত্তে আত্মশ্লাঘা করিয়া কহিয়াছিল যে, 'পাণ্ডবগণের ধন-সম্পত্তি আর কিছুই নাই; উহারা কালক্রমে হীনবীর্য্য হইয়া আমার নিকট পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে; তাহা হইলে উহাদের নাম ও গোত্র আর কিছুই থাকিবে না।'

হে অজাতশত্রো! দ্যূতক্রীড়া-সময়ে দুরাত্মা দুঃশাসন দ্রুপদনন্দিনীকে অনাথার ন্যায় কেশাকর্ষণপূর্ব্বক রাজসভায় আনয়ন করিয়া 'গরু গরু'[১] বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল। তৎকালে আপনার ভ্রাতৃগণ কেবল ধর্ম্মপালন ও আপনার প্রতিষেধবাক্য রক্ষার নিমিত্তই ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। দুরাত্মা দুঃশাসন আপনার বনবাস সময়ে উক্তপ্রকার ও অন্যান্য বহুবিধ পরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়া জ্ঞাতিসমাজমধ্যে আত্মশ্লাঘা করিয়াছিল। তৎকালে ঐ সভাস্থ সমস্ত মহাত্মারা আপনাকে অপরাধশূন্য বিবেচনা করিয়া বাষ্পপূর্ণকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। ভূপতিগণ ও ব্রাহ্মণগণ দুঃশাসনের বাক্যে অভিনন্দন করিলেন না। সভাসদগণ সকলেই দুর্য্যোধনকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! নিন্দা অপেক্ষা সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তির মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। দুরাত্মা দুর্যোধন ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত ভূপতিগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত ও জনসমাজে লজ্জিত হইয়া তৎকালেই নিহতপ্রায় হইয়াছে। দুর্য্যোধনসদৃশ অসচ্চরিত্রসম্পন্ন জনগণকে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় বিনাশ করা অনায়াসসাধ্য।

হে রাজন্! অনার্য্য ব্যক্তি সর্পের ন্যায় সমুদয় লোকের বধ্য; অতএব আপনি নিঃসন্দেহচিত্তে দুর্য্যোধনকে সংহার করুন। আমার মতে ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মের নিকট প্রণিপাতপরতন্ত্র হওয়া আপনার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যাহা হউক, যাহাদের দুর্য্যোধন সাধু কি অসাধু এই সন্দেহ আছে, আমি কুরুসভায় উপস্থিত হইয়া তাহাদের সংশয়চ্ছেদ করিব। হে মহারাজ! আমি তথায় সমস্ত ভূপতিগণসমক্ষে আপনার পুরুযোচিত গুণ ও দুর্য্যোধনের দোষ কীর্ত্তন করিব। তত্রস্থ নানা জনপদেশ্বর ভূপতিগণ আমার সেই ধর্ম্মার্থসংযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনাকে ধর্ম্মাত্মা ও সত্যবাদী এবং দুর্য্যোধনকে লুব্ধ বলিয়া জানিতে পারিবেন। পুর ও জনপদবাসী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণ সমাগত হইলে আমি আবালবৃদ্ধ সকলের সমক্ষে দুর্য্যোধনের নিন্দা করিব। কৌরবগণের নিকট শান্তি প্রার্থনা

১। সমাদর—সমধিক লাভ বিবেচনা। ২। বীর্য্যের—ক্ষমতার।

১। "যেন সর্ব্বভোগ্যা"—এই প্রকারের উপহাস।

করিলে আমার কিছুই অধর্ম্ম হইবে না; প্রত্যুত সমুদয় ভূপতিগণ কৌরবদিগকে, বিশেষতঃ ধৃতরাষ্ট্রকে নিন্দা করিবে। দুরাত্মা দুর্য্যোধন সকল লোক কর্ত্তৃক নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হইলে মৃতপ্রায় হইবে; তখন তাহার পরাভবের নিমিত্ত আপনাকে কোন প্রকার চেষ্টা করিতে হইবে না; আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবেন।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি কুরুকুলে গমন করিয়া আপনাদের স্বার্থের অব্যাঘাতে শান্তিস্থাপন করিতে যত্ন করিব। কিন্তু নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কৌরবেরা তাহাতে সম্মত হইবে না; যুদ্ধপক্ষেই কৃতনিশ্চয় হইবে; তাহা হইলে আমিও আপনাদের জয়লাভার্থ পুনরায় এ স্থানে প্রত্যাগমন করিব। হে মহারাজ! যেরূপ দুর্নিমিত্ত[1] অবলোকন করিতেছি, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম হইলে শান্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। সায়ংকালে মৃগ ও পক্ষিগণ হস্তী ও অশ্বগণের মধ্যে ঘোরতর নিনাদ করিতে থাকে; অগ্নি ঘোরতর রূপ ও নানাবিধ বর্ণ ধারণ করেন। বোধ হয়, মনুষ্য-লোকক্ষয়কারী যমরাজের সমাগম হইয়াছে; নচেৎ এরূপ হইত না। যাহা হউক, যোদ্ধগণ এক্ষণে হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহের তত্ত্বাবধানে যত্ন করুক; শস্ত্র, যন্ত্র, কবচ, রথ, হস্তী ও অশ্বসমুদয় সুসজ্জিত করিয়া রাখুক। হে মহারাজ! সংগ্রামে যে যে দ্রব্যের আবশ্যক, সত্বর তৎসমুদয় প্রস্তুত করিয়া রাখুন। দুর্য্যোধন যখন দ্যূতক্রীড়ায় আপনার সমৃদ্ধ রাজ্য অপহরণ করিয়াছে, তখন জীবন থাকিতে কখনই আপনাকে উহা প্রদান করিবে না।"

—

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

ভীমের অভাবনীয় সান্ত্ববাদ

ভীমসেন কহিলেন, "হে মধুসূদন! তুমি কুরুসভায় গমন করিয়া যাহাতে আমাদের উভয় পক্ষের শান্তিলাভ হয়, এরূপ কথা কহিবে; যুদ্ধের কথা উত্থাপন করিয়া কদাচ কৌরবগণকে ভীত করিও না; দুর্য্যোধনের প্রতি কটূক্তি করিও না। সান্ত্ববাদ দ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট করিও, সে সাতিশয় ক্রুদ্ধস্বভাব, শ্রেয়োদ্বেষী, পাপপরায়ণ, দস্যুতুল্যচেতাঃ, ঐশ্বর্য্যমদমত্ত, অদীর্ঘদর্শী, নিষ্ঠুর, ক্রূরকর্ম্মা, পাপাত্মা ও শঠ। সে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবে, তথাপি কাহারও নিকট নত হইবে না এবং আপনার মতও কদাচ পরিত্যাগ করিবে না; বিশেষতঃ সে আমাদের সহিত শত্রুতা করিয়াছে। ঐ দুরাত্মা সুহৃজ্জনের মতের বিপরীত কার্য্য করে, ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে, মিথ্যা ব্যবহার সাতিশয় প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করে ও সুহৃদ্বর্গের বাক্যে অবজ্ঞা-প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাহাদের মনঃপীড়া উৎপাদন এবং ক্রোধবশতঃ দুষ্টস্বভাব অবলম্বন করিয়া অধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকে। অতএব তাহার সহিত সন্ধিসংস্থাপন করা আমার মতে নিতান্ত দুষ্কর।

হে মধুসূদন! দুর্য্যোধনের সৈন্যসংখ্যা, স্বভাব, বল ও পরাক্রমের বিষয় তোমার অবিদিত নাই। পূর্ব্বে সমুদয় কৌরবগণ ও আমরা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ইন্দ্রতুল্য বোধ করিয়া পুত্র ও বন্ধুবান্ধবগণ-সমভিব্যাহারে আমোদ-প্রমোদে কালযাপন করিতাম; কিন্তু এক্ষণে যেমন নিদাঘকালে হুতাশন বনসকল দগ্ধ করে, তদ্রূপ দুর্য্যোধনের ক্রোধানলে সমুদয় ভরতবংশ ধ্বংস হইবে।

হে মহাত্মন্! মহাতেজস্বী অসুরদিগের কলি, হৈহয়দিগের উদাবর্ত্ত, নীপদিগের জনমেজয়, তালজঙ্ঘদিগের বহুল, ক্রমীদিগের উদ্ধতবসু, সুবীরদিগের অজবিন্দু, সুরাষ্ট্রদিগের রুষর্দ্ধিক, বলীহদিগের অর্কজ, চীনদিগের ধৌতমূলক, বিদেহদিগের হয়গ্রীব, মহৌজাদিগের বরয়ু, সুন্দরবংশীয়দিগের বাহু, দীপ্তাক্ষদিগের পুরূরবা, চেদিমৎস্যদিগের সহজ, প্রবীরদিগের বৃষধ্বজ, চন্দ্রবৎশদিগের ধারণ, মুকুটদিগের বিগাহন ও নন্দিবেগদিগের সম, এই অষ্টাদশ ভূপতিবংশের কলঙ্কস্বরূপ; ইহারা যুগান্তে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবদিগকে এককালে উচ্ছিন্ন করিয়াছে। আমার বোধ হয়, পাপাত্মা কুলাঙ্গার দুর্য্যোধনও সেইরূপ কুরুকুলসংহারের নিমিত্ত যুগান্তে কৌরববংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অতএব তাহার সমীপে মৃদু, ধর্ম্মার্থযুক্ত ও তাহার স্বার্থের অবিরোধী বাক্য প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য; কটু বাক্য কদাপি বক্তব্য নহে। যদি দুর্য্যোধনের নিকট আমাদের সকলকেই হীনভাবে কালযাপন করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ; কিন্তু ভরতবংশ বিনাশ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। বরং যাহাতে কৌরবগণের

১। অশুভ লক্ষণ।

সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক না থাকে, তুমি এরূপ কার্য্য করিও ; কিন্তু যদ্দ্বারা কৌরবগণ কুলক্ষয়নিবন্ধন দারুণ দোষে দূষিত হয়, এরূপ চেষ্টা কখন করিও না। তুমি আমাদের পিতামহ ভীষ্ম ও অন্যান্য সভাসদ্‌গণকে বলিবে যে, যাহাতে আমাদের পরস্পর সৌভ্রাত্র জন্মে ও দুর্য্যোধন প্রশান্ত হয়, তাঁহারা এমন কোন উপায় নির্দ্ধারিত করুন। হে মধুসূদন! আমার এই মত; ধর্ম্মরাজও ইহাতে অভিনন্দন করিতেছেন ; আর পরমদয়ালু অর্জ্জুনেরও যুদ্ধে অভিলাষ নাই।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়

ভীমমুখে সান্ত্ববাদে কৃষ্ণের বিস্ময়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবাহু শার্ঙ্গপাণি কেশব গিরির লঘুত্বের ন্যায়, পাবকের শীতলত্বের ন্যায়, ভীমসেনের মুখে অভূতপূর্ব্ব বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে ভীমসেন! আপনি অন্যান্য সময়ে বধাকাঙ্ক্ষী ক্রূরকর্ম্মা কৌরবগণকে সংহার করিবার মানসে যুদ্ধেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন, একবারও নিদ্রিত হয়েন না, ন্যুব্জ[1]ভাবে শয়ন করিয়া জাগরিতাবস্থাতেই রজনী অতিবাহিত করেন, সতত দারুণ ও প্রশান্ত ক্রোধজ্ঞাপক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। আপনি যখন স্বীয় ক্রোধাগ্নিতে সন্তপ্ত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন, তৎকালে আপনাকে সধূম হুতাশনের ন্যায় বোধ হয়। যখন ভয়ার্ত্ত দুর্ব্বল ব্যক্তির ন্যায় একান্তে শয়ন করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকেন, তখন আপনার আন্তরিক ভাবানভিজ্ঞ[2] ব্যক্তিগণ আপনাকে উন্মত্ত জ্ঞান করে। হে বৃকোদর! আপনি সততই মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় বৃক্ষ-সমুদয় সমূলে নির্ম্মূল করিয়া ক্ষিতিতলে পাতিত ও পদাঘাতপূর্ব্বক নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে মহাবেগে ধাবমান হন, এই সমুদয় ব্রাহ্মণগণের সহবাসে আনন্দিত হন না, নির্জ্জনে কালযাপন করেন এবং কি দিবা, কি বিভাবরী, কোন সময়েই যুদ্ধচিন্তা ব্যতীত আর কিছুতেই মনোনিবেশ করেন না। আপনি অকস্মাৎ হাস্য ও রোদন করিয়া নির্জ্জনে জানুদ্বয়ের মধ্যে মস্তক সংস্থাপনপূর্ব্বক নিমীলিতনেত্রে উপবেশন করেন[1]। পুনরায় ভ্রূকুটী-বন্ধন ও ওষ্ঠ দংশনপূর্ব্বক ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন। দেখুন, যেমন দিবাকর প্রত্যহ পূর্ব্বদিগ্‌বিভাগে উদিত হইয়া স্বীয় কিরণজাল বিস্তারপূর্ব্বক অস্তাচলে গমন করিয়া পুনঃ পুনঃ মেরু প্রদক্ষিণ করেন, কদাপি ইহার ব্যতিক্রম হয় না, তদ্রূপ আপনিও 'গদাঘাতে দুর্য্যোধনকে সংহার করিব, কদাচ অন্যথা হইবে না,' ভ্রাতৃগণের মধ্যে এই বলিয়া গদাস্পর্শপূর্ব্বক সত্য করিতেন। কি আশ্চর্য্য! এক্ষণে আপনার মতি শান্তিপথানুবর্ত্তী হইয়াছে। আজি আপনার মনে ভয়ের উদয় হইয়াছে। এক্ষণে নিশ্চয় করিলাম, যুদ্ধকাল সমুপস্থিত হইলে যুদ্ধাভিলাষী ব্যক্তির চিত্তবৃত্তির বৈপরীত্য জন্মে।

হে ভীমসেন! আপনি নিদ্রিত ও জাগরিতাবস্থায় দুর্নিমিত্ত-সমুদয় সন্দর্শন করিয়া থাকেন ; তন্নিমিত্তই শান্তিপথাবলম্বনে কৃতযত্ন হইয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! আপনি ক্লীবের ন্যায় আপনাকে পুরুষত্ব-বিহীন অনুভব করিতেছেন। আপনি মোহে একান্ত-অভিভূত হইয়াছেন ; তন্নিমিত্তই আপনার মন বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। আপনার হৃদয় কম্পিত হইতেছে, মন বিষণ্ণ হইয়াছে এবং আপনি উরুস্তম্ভে[2] অভিভূত হইয়াছেন, তন্নিমিত্তই শান্তিসংস্থাপনে যত্ন করিতেছেন। মনুষ্যের চিত্ত বাতবেগ-প্রচলিত শাল্মলিবীজের ন্যায় নিতান্ত চঞ্চল। যেমন গোমুখে মানুষের বাক্য অশ্রদ্ধেয়, তদ্রূপ আপনার এই বুদ্ধি নিতান্তই অশ্রদ্ধেয় হইয়াছে। আপনার বাক্যশ্রবণে পাণ্ডবগণের মন একেবারে উৎসাহশূন্য হইয়াছে।

হে ভীমসেন! আপনার এইরূপ অসদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, পর্ব্বতও প্রচলিত হইতে পারে। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি আপনার কর্ম্ম ও ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম বিবেচনা করিয়া যুদ্ধে মনোনিবেশ করুন, বিষাদ করিবেন না, স্থির হউন। হে অরাতিনিপাতন! গ্লানি আপনার পক্ষে সাতিশয় বিরুদ্ধ ; স্বীয় তেজঃপ্রভাবে যাহা লাভ না হয়, ক্ষত্রিয়গণ তাহা কদাচ ভোগ করেন না।"

১। ন্যুব্জভাবে—উবুড় হইয়া। ২। অবস্থার অনভিজ্ঞ।

১। চিন্তাবিষ্টের লক্ষণ—যাহারা নিবিষ্টভাবে চিন্তা করে, তাহারা ঐরূপ করিয়া থাকে। ২। সকলমাত্রেই কার্য্যসম্পাদনে সত্ত উদ্যমীর অধ্যবসায় বিশেষ দরকার। উরুস্তম্ভে সেই অধ্যবসায়ের অভাব সূচিত হয়।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়

কৃষ্ণের ব্যঙ্গবাক্যে ভীমের উত্তেজনা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! নিত্যক্রোধ-পরায়ণ মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর কৃষ্ণের বাক্য-শ্রবণে সুশিক্ষিত অশ্বের ন্যায় ধাবমান হইলেন; অনন্তর কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, "হে অচ্যুত! আমি যে নিমিত্ত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া শান্তিপক্ষ অবলম্বনে কৃতযত্ন হইয়াছি, তুমি তাহা সবিশেষ অবগত না হইয়াই আমাকে তিরস্কার করিতেছ। তুমি আমার সহিত বহু কাল একত্রবাসনিবন্ধন আমার হৃদগত ভাবসকল অবগত হইতে পার অথবা যেমন হ্রদস্নাত ব্যক্তিরা হ্রদমধ্যস্থ দ্রব্যজাতের বিষয় কিছুই অবগত হইতে পারে না, তদ্রূপ তুমিও আমার আন্তরিক অভিপ্রায় জানিতে পার নাই; তন্নিমিত্তই অনুচিত বাক্য দ্বারা আমাকে তিরস্কার করিতেছ। তুমি যেরূপ কটূক্তি করিলে, ভীমসেনের প্রতি এরূপ অপ্রতিরূপ[১] বাক্যপ্রয়োগ করা অন্য কাহারও সাধ্য নহে। যাহা হউক, এক্ষণে যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

সকলেই আপনার পৌরুষ ও পরাক্রম পরের অপেক্ষা অধিক জ্ঞান করে। হে জনার্দ্দন! আত্ম-প্রশংসা নিতান্ত নিন্দনীয় তথাপি আমি কেবল তোমা কর্ত্তৃক নিন্দিত ও তিরস্কৃত হইয়া আপনার বলের বিষয় কহিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। হে বাসুদেব! এই যে স্বর্গ ও পৃথিবী দেখিতেছ, ইহা সমুদয় লোকের বাসস্থান, অচল, অনন্ত ও সকলের মাতৃস্বরূপ[২]। যদি ঐ দুই পদার্থ সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া শিলাদ্বয়ের ন্যায় ধাবমান হয়, তাহা হইলে আমি স্বীয় বাহুযুগল দ্বারা অনায়াসে উহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারি। দেখ, আমার বাহুযুগল লৌহময় পরিঘ-দ্বয়ের ন্যায়; ইহার মধ্যে নিপতিত হইয়া বিমুক্ত হইতে পারে, এমন লোক আমার দৃষ্টিগোচর হয় না। হিমাচল, সমুদ্র, বলনিসূদন ইন্দ্র, ইহারা তিন জনে আমার সহিত সসৈন্য সংগ্রাম করিলেও পরিত্রাণ পাইতে পারেন না। যে সমুদয় যুদ্ধকুশল ক্ষত্রিয় পাণ্ডবগণের প্রতি আততায়িতা প্রকাশ করিতেছে, আমি তাহাদের সকলকে এককালে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া পাদ দ্বারা মর্দ্দন করিতে পারি।

হে মধুসূদন! আমি পূর্ব্বে যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিয়া ভূপতিগণকে বশীভূত করিয়াছিলাম, তাহা কি তুমি অবগত হও নাই? যদি না হইয়া থাক, তবে এই আগামী তুমুল সংগ্রাম-সময়ে সমুদিত সূর্য্যপ্রভার ন্যায় আমার অসীম পরাক্রম অবগত হইবে। হে জনার্দ্দন! ব্রণের পূয় উন্নয়ন করিলে যেরূপ যন্ত্রণা হয়, তোমার পরুষবাক্যে আমার তদ্রূপ কষ্ট হইয়াছে। তন্নিমিত্ত স্বীয় অনুভবানুসারে আপনার পরাক্রমের বিষয় কহিলাম; কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আমার বলবিক্রম অধিক জানিবে। তুমুল সংগ্রাম সমারম্ভ হইলে আমি যখন অসংখ্য মাতঙ্গ, রথী, গজারোহী ও যুদ্ধকুশল ক্ষত্রিয়গণকে সংহার এবং সচরাচর ভূমণ্ডল[১] আকর্ষণ করিব, তৎকালে তুমি ও অন্যান্য লোকসকল আমার পরাক্রম দৃষ্টিগোচর করিবে।

হে মধুসূদন! আমার লজ্জা অবসন্ন হয় নাই, আমার মন কম্পিত হইতেছে না, সমুদয় লোক ক্রুদ্ধ হইলেও আমার ভয় জন্মে না। আমি কেবল কৌরব-গণের সহিত সৌহার্দ্দনিবন্ধন তাহাদের অবিনাশের নিমিত্ত আমাদের সমুদয় ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া শান্তিস্থাপনে যত্ন করিতেছি।"

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়

কৃষ্ণ কর্ত্তৃক ভীমের অভিনন্দন

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে ভীমসেন! আমি আপনার অভিপ্রায় অবগত হইবার মানসে প্রণয়পূর্ব্বক আপনাকে ঐ সকল কথা কহিয়াছি; স্বীয় পাণ্ডিত্য বা ক্রোধবশতঃ আপনাকে কহি নাই এবং আপনাকে আত্মশ্লাঘাদোষে দূষিত করিতেও আমার অভিলাষ ছিল না। আমি আপনার মাহাত্ম্য, বল ও কর্ম্ম বিশেষরূপে অবগত আছি। আপনাকে পরিভব করিতে আমার কিছুমাত্র চেষ্টা নাই। আপনি আপনার প্রভবের বিষয় যেরূপ অনুভব করেন, আমি উহা তদপেক্ষা সহস্রগুণ জ্ঞান করিয়া থাকি। আপনি যেরূপ সর্ব্বরাজাভিপূজিত[২] কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, প্রভাবও তদনুরূপ লক্ষিত হইতেছে এবং বন্ধুবান্ধবগণও তদনুসারে মিলিত হইয়াছেন।

১। বিসদৃশ—অসম্ভব। ২। মাতৃশক্তি স্বভাবতঃ চাঞ্চল্যহীনা।

১। স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ। ২। সমস্ত রাজমণ্ডলে সমাদৃত।

হে বৃকোদর! লোকে দৈব ও মানুষ ধর্ম্মে সন্দেহ সমুপস্থিত হইলে তন্নিরাকরণার্থ বিজ্ঞ লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াও কৃতনিশ্চয় হইতে পারে না। ধর্ম্ম পুরুষের অর্থসিদ্ধির হেতু, বিনাশেরও কারণ হইয়া উঠে, কিন্তু পুরুষকারের ফলের স্থিরতা নাই। দোষদর্শী পণ্ডিতগণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্যপক্ষে নিশ্চয় করিয়াছেন, তাহাও বায়ুবেগের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। মনুষ্য উত্তমরূপে মন্ত্রণা করিয়া ন্যায়ানুসারে সম্যক্‌প্রকারে কার্য্য অনুষ্ঠান করিলেও দৈবপ্রভাবে উহা নিষ্ফল হইয়া যায়। স্বভাবজাত শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি দৈবকার্য্য সমুদয়ও পুরুষকার দ্বারা নিবারিত হয়। প্রারব্ধ কর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য কর্ম্ম-সমুদয়ের ফল পরলোকে অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান বা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উক্ত কর্ম্মসমুদয় বিনষ্ট হইতে পারে, অতএব পুরুষকার সর্ব্বতোভাবে প্রধান। তথাপি মনুষ্য পুরুষকার পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল দৈব বা দৈব পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল পুরুষকার অবলম্বন করিয়া জীবনধারণ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে কর্ম্মসিদ্ধি না হইলে ব্যথিত বা কর্ম্মসিদ্ধি হইলে সন্তুষ্ট হয় না। অতএব আমার মতে শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া নিশ্চয়ই জয়লাভ করিব, এ কথা বক্তব্য নহে। কিন্তু শত্রুগণের নিকট নিতান্ত নিস্তেজের ন্যায় আচরণ করাও অকর্ত্তব্য; তাহা হইলে পরিণামে বিষণ্ণ ও গ্লানিযুক্ত হইতে হয়।

যাহা হউক, আমি কল্য প্রভাতসময়ে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিয়া আপনাদের স্বার্থের অব্যাঘাতে শান্তি সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিব। যদি কৌরবগণ তাহাতে সম্মত হয়, তাহা হইলে আমার অনন্ত যশোলাভ, আপনাদের কার্য্যসিদ্ধি ও কৌরবগণের মঙ্গল হইবে। আর যদি তাহারা আমার কথায় উপেক্ষা করে, তবে তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইবে। হে ভীমসেন! সেই যুদ্ধে আপনি ও ধনঞ্জয় আপনারা উভয়ে ধুরন্ধর হইয়া অন্যান্য জনসমুদয়কে সংগ্রহ করিবেন। আমার যুদ্ধ করিতে বিলক্ষণ অভিলাষ আছে; কিন্তু অর্জ্জুনের অভিলাষানুসারে আমি উঁহার সারথি হইব। হে বৃকোদর! আমি কেবল আপনাকে নিস্তেজের ন্যায় বাক্যপ্রয়োগ করিতে দেখিয়া আপনার তেজ উদ্দীপিত করিবার নিমিত্তই আপনার প্রতি তাদৃশ বাক্যপ্রয়োগ করিয়াছি।"

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়

সন্ধির অসম্ভবতা—অর্জ্জুনের যুদ্ধ সঙ্কল্প

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে জনার্দ্দন! মহারাজ যুধিষ্ঠির উপযুক্ত কথা কহিয়াছেন; কিন্তু তোমার বাক্যে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিতেছে। তুমি নিশ্চয় বুঝিয়াছ যে, ধৃতরাষ্ট্রের লোভ ও আমাদের দৈন্যপ্রযুক্ত কৌরবগণের সহিত আমাদিগের সন্ধি হওয়া অতি দুষ্কর। তুমি কহিলে যে, প্রাক্তন কর্ম্ম ব্যতীত কেবল পুরুষকার দ্বারা ফললাভ হইবার সম্ভাবনা নাই; তন্নিমিত্তই পুরুষের যত্ন অনেকবার নিষ্ফল হয়। আরও কহিয়াছ যে, তোমার যুদ্ধ করিতে বিলক্ষণ অভিলাষ আছে; যদি উহা যথার্থ হয়, তবে যুদ্ধেই প্রবৃত্ত হও; কিন্তু তুমি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই শান্তিসংস্থাপন করিতে পার, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। তুমি যুদ্ধ সাতিশয় কষ্টদায়ক বলিয়া স্বীকার করিতেছ; আর উহাতে কৌরব ও পাণ্ডব উভয়েরই বিনাশ হইবার সম্ভাবনা বটে; কিন্তু যাহাদের নিকট কর্ম্মসকল সফল হয় না, তাহাদের পক্ষে সামাদি উপায়ও বিনাশকর হইয়া উঠে। হে পুরুষোত্তম! কর্ম্ম সম্যক্‌রূপে সম্পাদন করিলে প্রায়ই ফলোদয় হইয়া থাকে। অতএব তুমি এইরূপ কার্য্য করিবে, যাহাতে শত্রুগণের নিকট আমাদের শ্রেয়োলাভ হইতে পারে।

হে কৃষ্ণ! প্রজাপতি যেমন সুর ও অসুর এই উভয় পক্ষের সুহৃৎ, তদ্রূপ তুমিও কৌরব ও পাণ্ডব এই উভয় পক্ষেরই প্রথম মিত্র। অতএব তুমি আমাদের উভয় পক্ষের নিরাময় চিন্তা কর; আমাদের হিতানুষ্ঠান করা তোমার পক্ষে দুষ্কর নহে। হে জনার্দ্দন! তুমি কুরুসভায় গমন করিলেই শান্তিস্থাপন করিতে সমর্থ হইবে। আর যদি কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, তাহাতেও আমার অসম্মতি নাই। ফলতঃ তুমি আমাদের উপদেষ্টা; উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া তাহাদের সহিত সংগ্রাম বা সন্ধি যাহা করিতে বলিবে, আমি তাহাতেই সম্মত হইব। হে মধুসূদন! যে দুরাত্মা ধর্ম্মনন্দনের উৎকৃষ্ট

সম্পত্তি-দর্শনে অধৈর্য্য হইয়া দ্যুতক্রীড়ারূপ নৃশংস উপায় দ্বারা উহা অপহরণ করিয়াছে, তাহাদের সমূলে উন্মূলন করা কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে? দ্যুতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের কিছুমাত্র অপরাধ নাই; কোন্ ক্ষত্রিয় প্রাণনাশ উপস্থিত হইলে আহূত হইয়াও প্রতিনিবৃত্ত হয়? যাহা হউক, দুরাত্মা দুর্য্যোধন যখন আমাদিগকে কপটদ্যূতে পরাজিত করিয়া বনে প্রেরণ করিয়াছে, তখনই সে আমাদের বধ্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হে কৃষ্ণ! তুমি যে সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিতেছ, তাহা অনুচিত নহে, কেন না, সন্ধি বা বিগ্রহ যে উপায় দ্বারা হউক, কার্য্য সিদ্ধি হইলেই শ্রেয়োলাভ হয়। অথবা যদি তুমি কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম করাই উপযুক্ত বোধ কর, তবে শীঘ্র তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, আর কালবিলম্বের আবশ্যকতা নাই। দুরাত্মা দুর্য্যোধন সভামধ্যে দ্রৌপদীকে যেরূপ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল, তাহা তোমার অবিদিত নাই। এক্ষণে সে দুরাত্মা যে আমাদের সহিত সন্ধি স্থাপনে সম্মত হইবে, আমি কখনই এরূপ প্রত্যাশা করি না। দেখ, মরুভূমিতে বীজ নিক্ষেপ করিলে কি তাহা অঙ্কুরিত হইয়া থাকে? অতএব যাহাতে আমাদের হিত হয়, এরূপ বিবেচনা করিয়া সত্বর কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হও।"

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

যুদ্ধের উদ্‌যোগে কৃষ্ণের উৎসাহ

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি যাহা কহিলে, তাহা যথার্থ; কৌরব ও পাণ্ডবগণের যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয়, উহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সন্ধি ও বিগ্রহ এই উভয়ই আমার আয়ত্ত, কিন্তু এ স্থলে আমার কিছু বক্তব্য আছে, শ্রবণ কর। উর্ব্বরক্ষেত্রে যথানিয়মে হলচালন ও বীজবপনাদি করিলেও বর্ষা ব্যতীত কখনই ফলোৎপত্তি হয় না; পুরুষ যদি পুরুষকারসহকারে তাহাতে জল সেচন করে, তথাপি দৈবপ্রভাবে উহা শুষ্ক হইতে পারে। অতএব প্রাচীন মহাত্মগণ দৈব ও পুরুষকার উভয় একত্র মিলিত না হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু, দৈবকর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই।

দুরাত্মা দুর্য্যোধন ধর্ম্ম ও লোকভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সজ্জনবিগর্হিত দুষ্কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও লজ্জিত বা সন্তাপিত হইতেছে না। শকুনি, কর্ণ প্রভৃতি তাহার মন্ত্রিগণ ও ভ্রাতা দুঃশাসন নিয়ত উত্তেজনা দ্বারা ঐ দুরাত্মার পাপপ্রবৃত্তি পরিবর্দ্ধিত করিতেছে; অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় রাজ্য প্রদান করিয়া তোমাদের সহিত সন্ধি করিবে না। সুতরাং তাহাকে নিধন না করিলে তোমাদের রাজ্যলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ধি করা যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রেত নহে; কিন্তু আমরা যাচ্ঞা করিলেও দুরাত্মা দুর্য্যোধন কদাচ রাজ্য প্রদান করিবে না। আমার মতে তাহার নিকট যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা অকর্ত্তব্য; ঐ দুরাত্মা কখনই উহাতে সম্মত হইবে না। তাহা হইলে পাপপরায়ণ কৌরবকুলকলঙ্ক দুর্য্যোধন আমার ও পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকেরই বধ্য হইবে।

ঐ দুরাত্মা বাল্যাবস্থায় সতত তোমাদিগকে বঞ্চিত করিত; পরিশেষে ধর্ম্মরাজের অতুল সম্পত্তি দর্শনে সুস্থির হইতে না পারিয়া তোমাদের রাজ্য বিলুপ্ত করিয়াছিল। ঐ পাপাত্মা অনেকবার তোমাদের উপর আমার ভেদবুদ্ধি জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু আমি তাহার সেই কুমন্ত্রণা গ্রহণ করি নাই। হে মহাবাহো! দুর্য্যোধনের যেরূপ অভিপ্রায় ও আমি যুধিষ্ঠিরের প্রিয়ানুষ্ঠানে যেরূপ বাসনা করি, তাহা তোমার অবিদিত নাই; তবে কি নিমিত্ত আজি অনভিজ্ঞের ন্যায় কথা কহিতেছ? তুমি সামান্য লোক নও, ভূভারহরণ জন্য ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছ।

হে মহাত্মন্! শত্রুগণের সহিত সন্ধিসংস্থাপন একান্ত দুষ্কর। যাহা হউক, আমি বাক্য ও কার্য্য দ্বারা সন্ধিস্থাপনে যথাসাধ্য যত্ন করিব; কিন্তু বোধ হয়, কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। গোহরণকালে তোমাদের অজ্ঞাতবাসের বৎসর শেষ হইয়াছিল; সেই সময়ে মহাত্মা ভীষ্ম রাজ্যপ্রদানপূর্ব্বক তোমাদের সহিত সন্ধি করিতে দুর্য্যোধনকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ দুরাত্মা তাহাতে সম্মত হয় নাই। সে অতি অল্পমাত্র রাজ্যপ্রদানেও সম্মত নহে। হে অর্জ্জুন! তুমি যখন তাহাকে বধ্য

বলিয়া জ্ঞান করিয়াছ, তখন সে নিহত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমি সর্ব্বদা যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা প্রতিপালনপূর্ব্বক দুরাত্মা দুর্য্যোধনের পাপকর্ম্মে দৃষ্টিপাত করিব।"

—

একোনাশীতিতম অধ্যায়

নকুলের কৃষ্ণনির্ভরতা

নকুল কহিলেন, "হে মাধব! ধর্ম্মপরায়ণ অতি বদান্য ধর্ম্মরাজ যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, মহাত্মা ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণানন্তর যেরূপ সন্ধি-স্থাপনের উল্লেখ ও স্বীয় ভুজবীর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং মহাবীর অর্জ্জুন যাহা যাহা কহিয়াছেন, আপনি তৎসমুদয় শ্রবণ ও তদ্বিষয়ে বারংবার স্বীয় মত প্রকাশ করিলেন; কিন্তু যদি শত্রুগণের মত আপনাদের মতের বিপরীত হয়, তবে আপনাদের এই সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় কর্ত্তব্য বিষয়ে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। নিমিত্তের বিভিন্নতানুসারে মতেরও বিভিন্নতা হইয়া থাকে; অতএব উপস্থিত মতে কার্য্য করাই মনুষ্যের পক্ষে শ্রেয়ঃ। কার্য্য এক প্রকার চিন্তা করিলে প্রায়ই অন্যপ্রকার হইয়া উঠে।

লোকের বুদ্ধিবৃত্তির স্থিরতা নাই; দেখুন, আমরা যৎকালে বনে বাস করিতাম, তখন আমাদের এক প্রকার বুদ্ধি ছিল; যখন অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলাম, তখন আর এক প্রকার বুদ্ধি হইয়াছিল; এক্ষণে দৃশ্য-ভাবে রহিয়াছি, বুদ্ধিও অন্য প্রকার হইয়াছে। হে মধুসূদন! এক্ষণে রাজ্যগ্রহণে আমাদের যাদৃশ আস্থা হইয়াছে, বনবাসকালে তাদৃশ ছিল না। হে জনার্দ্দন! আপনার প্রসাদে আমরা বনবাস হইতে নিবৃত্ত হইয়াছি, শ্রবণ করিয়া এই সপ্ত অক্ষৌহিণী আমাদের নিকট সমাগত হইয়াছে। এই সকল অচিন্ত্যবলবিক্রম পুরুষগণকে সমরে অস্ত্রধারণ করিতে দেখিয়া কাহার মন ব্যথিত না হয়?

অতএব আপনি কুরুসভায় গমনপূর্ব্বক অগ্রে সান্ত্ববাদ, পশ্চাৎ ভয়জনক বাক্য প্রয়োগ করিবেন; এরূপ কথা কহিবেন, যেন দুরাত্মা দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ না হয়। হে মহাত্মন্! কোন্ রক্তমাংসধারী পুরুষ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, সহদেব, বলরাম, সাত্যকি, বিরাট, উত্তর, অমাত্য-সমভিব্যাহারে দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কাশীরাজ ও চেদিরাজ ধৃষ্টকেতুর এবং আপনার ও আমার সহিত সংগ্রাম করিতে সাহস করিবে? অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আপনি কৌরবসভায় গমন করিলেই ধর্ম্মরাজের অভিপ্রেত অর্থসাধন করিতে পারিবেন। মহাত্মা বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ ও বাহ্লীক ইঁহারা আপনার বাক্যের তাৎপর্য্য অবগত হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ও তাহার অমাত্যগণকে বুঝাইবেন। হে জনার্দ্দন! আপনি বক্তা ও বিদুর শ্রোতা হইলে কোন্ কার্য্য সুসম্পন্ন না হয়?"

—

অশীতিতম অধ্যায়

সহদেবের যুদ্ধবাদে সাত্যকির সমর্থন

সহদেব কহিলেন, "হে অরাতিনিপাতন মধুসূদন! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতে সন্ধি করা কর্ত্তব্য, ইহা স্থির হইলেও, যাহাতে যুদ্ধ হয়, আপনি তদ্রূপ কার্য্য করিবেন। যদ্যপি কৌরবগণ আমাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনে মত প্রকাশ করে, তাহা হইলেও আপনি তাহাদের সহিত যুদ্ধসংঘটন করিবেন। যখন সভামধ্যে পাঞ্চালীর তাদৃশ অপমান সন্দর্শন করিয়াছি, তখন দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ না করিয়া কিরূপে ক্রোধ-সংবরণ করিব? যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন ও নকুল ধর্ম্মানুরোধে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতেছেন; কিন্তু আমি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দুরাত্মা দুর্য্যোধনের সহিত সংগ্রাম করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি।"

অনন্তর সাত্যকি কহিলেন, "হে পুরুষোত্তম! মহামতি সহদেব যথার্থ কহিয়াছিলেন; দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে সংহার করিলেই আমার ক্রোধশান্তি হইবে। আপনি কি জানেন না, পাণ্ডবগণকে চীরাজিন[১] পরিধানপূর্ব্বক অরণ্যে বাস করিতে দেখিয়া আপনিও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন? অতএব রণদুর্ম্মদ[২] মহাবীর মাদ্রীনন্দন যাহা কহিলেন, সমুদয় যোদ্ধৃগণ তাহাতেই সম্মত আছেন।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহামতি সাত্যকি এই কথা কহিবামাত্র চতুর্দ্দিক্ হইতে যোদ্ধৃ-গণের তুমুল সিংহনাদ সমুত্থিত হইল। যুদ্ধাভিলাষী

১। চীরবাস—মৃগচর্ম। ২। সমরে উন্মত্ত—অপরিভবনীয়।

বারপুরুষগণ হৃষ্টচিত্তে সাত্যকির বাক্য অভিনন্দন করিয়া বারংবার তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

একাশীতিতম অধ্যায়

দ্রৌপদীর যুদ্ধে উত্তেজনা

অনন্তর দ্রুপদনন্দিনী ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণে ও ভীমসেনের প্রশান্তভাব অবলোকনে শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া সহদেব ও সাত্যকিকে পূজাপূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণলোচনে কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, "হে মধুসূদন! ধৃতরাষ্ট্রতনয় যেরূপ শঠতাসহকারে পাণ্ডবগণকে সুখচ্যুত করিয়াছে এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির গোপনে সঞ্জয়ের সহিত যেরূপ মন্ত্রণা করিয়াছেন, তাহা তোমার অবিদিত নাই। মহারাজ যুধিষ্ঠির সন্ধি করিবার মানসে তোমার সমক্ষেই সঞ্জয়কে কহিয়াছিলেন, 'হে সঞ্জয়! তুমি দুর্য্যোধনকে কহিবে যে, সে আমাকে অবিস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত ও অন্য কোন জনপদ—এই পঞ্চ গ্রাম যেন প্রদান করে। সঞ্জয় তাঁহার আদেশানুসারে দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিল, কিন্তু ঐ দুরাত্মা তাহাতে সম্মত হয় নাই।

কৃষ্ণপ্রতি বিগ্রহাভিলাষিণী কৃষ্ণার অনুযোগ

যাহা হউক, তুমি কৌরবসভায় গমন করিলে দুর্য্যোধন যদি তোমার নিকট রাজ্য প্রদান না করিয়া সন্ধিস্থাপনের বাসনা প্রকাশ করে, তাহাতে কদাচ সম্মত হইবে না। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ একত্র মিলিত হইলে অনায়াসেই দুর্য্যোধনের সৈন্যসামন্তগণকে পরাভব করিতে পারেন। সাম বা দান দ্বারা কৌরবগণের নিকট হইতে কার্য্যসিদ্ধি করা কাহারও সাধ্য নহে; অতএব তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করা কদাপি তোমার কর্ত্তব্য নহে। যে শত্রুগণ সাম বা দান দ্বারা প্রশান্ত না হয়, স্বীয় জীবনরক্ষার্থ তাহাদের প্রতি অবশ্যই দণ্ডবিধান করিতে হয়। অতএব কৌরবগণের উপর মহাদণ্ড নিক্ষেপ করা তোমার এবং পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের পক্ষে নিতান্ত বিধেয়। এই কর্ম্ম পাণ্ডবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য, তোমার যশস্কর ও ক্ষত্রিয়ের সুখাবহ। স্বধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিগণের লুব্ধ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য জাতিগণকে সংহার করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের গুরু ও পূজ্য; অতএব তিনি সর্ব্বপ্রকার পাপে লিপ্ত হইলেও কদাপি কাহারও বধ্য নহেন।

হে জনার্দ্দন! ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন যে, অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্যকে বধ না করিলেও সেই পাপ হইয়া থাকে। অতএব তুমি যাহাতে পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও সৈনিক পুরুষগণ-সমভিব্যাহারে উক্ত পাপে লিপ্ত না হও, এরূপ কার্য্য করিবে।

হে মাধব! এই ভূমণ্ডলমধ্যে আমার তুল্য কামিনী আর কে আছে? আমি দ্রুপদরাজের অযোনিসম্ভূতা কন্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, তোমার প্রিয়সখী, আজমীঢ় কুলসম্ভূত পাণ্ডুরাজের স্নুষা ও ইন্দ্রসম তেজস্বী পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী। ঐ পঞ্চভ্রাতার ঔরসে আমার গর্ভে পঞ্চ মহারথ সমুৎপন্ন হইয়াছে; তোমার পক্ষে অভিমন্যু যেরূপ, উহারাও তদ্রূপ। আমি এতাদৃশ সৌভাগ্যশালিনী হইয়াও তুমি এবং পাঞ্চাল ও বৃষ্ণিগণ জীবিত থাকিতেই পাণ্ডুনন্দনগণের সমক্ষে সভামধ্যে কেশাকর্ষণক্লেশ অনুভব করিয়াছি। ঐ সময়ে আমি সেই পাপপরায়ণ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের দাসী হইয়াছিলাম। যখন দেখিলাম, পাণ্ডবগণ অমর্ষশূন্য হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে পরস্পর মুখাবলোকন করিতেছেন, তখন আমি 'হে গোবিন্দ! আমাকে রক্ষা কর' বলিয়া মনে মনে তোমাকে স্মরণ করিয়াছিলাম। সেই ফলেই আমার শ্বশুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। আমি তাঁহার আজ্ঞানুসারে 'পাণ্ডবগণ স্ব স্ব রথ ও আয়ুধ প্রাপ্ত হউন এবং উঁহাদের দাসত্বমোচন হউক' বলিয়া বর গ্রহণ করিতে তাঁহারা বনবাস হইতে মুক্ত হইলেন।

হে জনার্দ্দন! তুমি আমার সেই সমুদয় দুঃখ বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত আছ; অতএব এক্ষণে আমাকে এবং আমার ভর্ত্তা, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণকে পরিত্রাণ কর। দেখ, আমি ধর্ম্মতঃ ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের স্নুষা, আমাকেও শত্রুগণের পরাক্রমপ্রভাবে দাসী হইতে হইল! কি আশ্চর্য্য! দুর্য্যোধন এখনও জীবিত আছে, পার্থের শরাসন ও ভীমসেনের বলে ধিক্! হে কৃষ্ণ! যদি আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ ও কৃপা থাকে, তাহা হইলে অচিরাৎ ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের উপর ক্রোধাগ্নি নিক্ষেপ কর।"

অসিতাপাঙ্গী[1] দ্রুপদনন্দিনী এই কথা বলিয়া কুটিলাগ্র[2], পরম-রমণীয় সর্ব্বগন্ধাধিবাসিত[3] সর্ব্ব-লক্ষণসম্পন্ন, মহাভুজগ সদৃশ কেশকলাপ ধারণ করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে দীনবচনে পুনরায় কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, "হে জনার্দ্দন! দুরাত্মা দুঃশাসন আমার কেশ আকর্ষণ করিয়াছিল। শত্রুগণ সন্ধি-স্থাপনের মত প্রকাশ করিলে তুমি এই কেশকলাপ স্মরণ করিবে। ভীমার্জ্জুন দীনের ন্যায় সন্ধিস্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই; আমার বৃদ্ধ পিতা মহারথ পুত্রগণ-সমভিব্যাহারে শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন। আমার মহাবলপরাক্রান্ত পঞ্চ পুত্র অভিমন্যুকে পুরস্কৃত করিয়া কৌরবগণকে সংহার করিবে। দুরাত্মা দুঃশাসনের শ্যামল বাহু ছিন্ন, ধরাতলে নিপতিত ও পাংশুগুণ্ঠিত[4] না দেখিলে আমার শান্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? আমি হৃদয়ক্ষেত্রে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধস্থাপনপূর্ব্বক ত্রয়োদশ বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া আছি। এক্ষণে সেই ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে; তথাপি তাহা উপশমিত হইবার কিছুমাত্র উপায় দেখিতেছি না; আজি আবার ধর্ম্মপথাবলম্বী বৃকোদরের বাক্যশল্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।"

রোরুদ্যমানা দ্রৌপদীর প্রতি কৃষ্ণের সান্ত্বনা

নিবিড়নিতম্বিনী আয়তলোচনা কৃষ্ণা এই কথা কহিয়া বাষ্পগদগদস্বরে কম্পিতকলেবরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দ্রবীভূত হুতাশনের ন্যায় অত্যুষ্ণ নেত্রজলে তাঁহার স্তনযুগল অভিষিক্ত হইতে লাগিল। তখন মহাবাহু বাসুদেব তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে কৃষ্ণে! তুমি অতি অল্পদিনের মধ্যেই কৌরবমহিলাগণকে রোদন করিতে দেখিবে। তুমি যেমন ক্রন্দন করিতেছ, কুরুকুলকামিনীরাও তাহাদের জ্ঞাতিবান্ধবগণ নিহত হইলে এইরূপ রোদন করিবে। আমি যুধিষ্ঠিরের নিয়োগানুসারে ভীমার্জ্জুন, নকুল ও সহদেব-সমভি-ব্যাহারে কৌরবগণের বধসাধনে প্রবৃত্ত হইব। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ কালপ্রেরিতের ন্যায় আমার বাক্যে অনাদর প্রকাশ করিলে অচিরাৎ নিহত ও শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য হইয়া ধরাতলে শয়ন করিবে। যদি হিমবান্ প্রচলিত, মেদিনী উৎক্ষিপ্ত ও আকাশমণ্ডল নক্ষত্রসমূহের সহিত নিপতিত হয়, তথাপি আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। হে কৃষ্ণে! বাষ্পসংবরণ কর; আমি তোমাকে যথার্থ কহিতেছি, তুমি অচিরকালমধ্যেই স্বীয় পতিগণকে শত্রু সংহার করিয়া রাজ্যলাভ করিতে দেখিবে।"

—

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়

সন্ধির জন্য কৃষ্ণের হস্তিনাগমনোদ্যোগ

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদের উভয় পক্ষেরই সম্বন্ধী[1] ও স্নেহভাজন, অতএব যাহাতে আমাদের ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের মঙ্গল হয়, এরূপ কার্য্য কর। তুমি মনে করিলে অনায়াসেই শান্তি স্থাপন করিতে পার। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি এখান হইতে কুরুসভায় গমন করিয়া অতিক্রোধন দুর্য্যোধনের নিকট সন্ধিস্থাপনের কথা উল্লেখ করিবে। যদি ঐ অল্পবুদ্ধি তোমার ধর্ম্মার্থযুক্ত মঙ্গলজনক বাক্যে সম্মত না হয়, তবে তাহার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে।"

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে ধনঞ্জয়! কৌরবগণের মঙ্গল করা আমার পক্ষে হিতকর ও ধর্ম্মজনক; অতএব আমি উহা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত অবিলম্বেই ধৃতরাষ্ট্র সমীপে গমন করিব।"

এইরূপে কথোপকথন করিতে করিতে রজনী প্রভাত হইল। বিনির্ম্মল প্রভাবশালী ভগবান্ মরীচিমালী মৃদুভাবে স্বীয় কিরণজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। যদুবংশাবতংস বাসুদেব ঐ রেবতীনক্ষত্র-যুক্ত কার্ত্তিকমাসীয় দিনে মৈত্রমুহূর্ত্তে[2] কৌরবসভায় গমন করিবার বাসনায় সুবিশ্বস্ত ব্রাহ্মণগণের মাঙ্গল্য পুণ্যনির্ঘোষ[3] শ্রবণ ও প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক স্নান ও বসনভূষণ পরিধান করিয়া সূর্য্য ও বহ্নির উপাসনা করিলেন এবং বৃষলাঙ্গুল স্পর্শন, ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন, অগ্নিপ্রদক্ষিণ ও কল্যাণকর দ্রব্যসকল সন্দর্শনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের বাক্য স্মরণ করিয়া সমীপে আসীন শিনির নপ্তা[4] সাত্যকিকে কহিলেন, "ভদ্র!

১। যে নারীর চক্ষুর তারা কৃষ্ণাভ, প্রান্তদ্বয় রক্তাভ। ২। যাহার প্রান্তভাগ কুঞ্চিত। ৩। সৌগন্ধচর্চ্চিত—সুবাসিত। ৪। ধূলি-ধূসরিত।

১। কুটুম্ব। ২। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে মিত্রতাকারক ক্ষণ। ৩। বেদধ্বনি—মঙ্গলাবহ শব্দযুক্ত শাস্ত্রবাক্য। ৪। পৌত্র।

আমার রথের উপর শঙ্খ, চক্র, গদা, তূণীর, শক্তি ও অন্যান্য আয়ুধ সকল সংস্থাপন কর। দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি নিতান্ত দুষ্টাত্মা, বলবান্ ব্যক্তির অতি দুর্ব্বল শত্রুকেও অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে।"

কৃষ্ণের রথসজ্জা—হস্তিনাযাত্রা

তখন কৃষ্ণের অগ্রগামিগণ[১] তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া রথযোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ রথ ক্ষিপ্রগতি গগনচারী প্রদীপ্ত কালাগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল, চন্দ্রসূর্য্য সদৃশ চক্রদ্বয়ে বিভূষিত, কৃত্রিমচন্দ্র, অর্দ্ধচন্দ্র, মৎস্য, মৃগ ও পক্ষি সমুদয়ে শোভিত এবং বিবিধ পুষ্প, মণি, রত্ন ও সুবর্ণে অলঙ্কৃত, ধ্বজপতাকা-মণ্ডিত, ব্যাঘ্র-চর্ম্মে আবৃত, শত্রুগণের যশোনাশক ও যাদবগণের আনন্দবর্দ্ধন। অগ্রগামিগণ মুহূর্ত্তমধ্যে শৈব্য, সুগ্রীব প্রভৃতি অশ্বগণ রথে যোজিত করিল। ধ্বজের অগ্রভাগে পতগেন্দ্র গরুড় সন্নিবেশিত হইল; দেখিলে বোধ হয় যেন, শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে।

যদুকুলপ্রদীপ শ্রীকৃষ্ণ সেই কামগ বিমান সদৃশ, মেরুশিখরতুল্য মেঘগম্ভীরনিস্বন স্যন্দনে আরোহণ করিলেন। পরে সাত্যকিকে তথায় আরোপিত করিয়া রথনির্ঘোষে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যে আকাশমণ্ডল বিগতাভ্র[২] হইয়া উঠিল, বায়ু অনুকূল হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল, পার্থিব ধূলিপটল একবারে প্রশান্ত হইল, মাঙ্গল্য মৃগ ও পক্ষিগণ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল এবং সারস, শতপত্র, হংস প্রভৃতি পক্ষিগণ সুমধুর শব্দ করিয়া মধুসূদনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। মন্ত্রাহুত হুতাশন নির্ধূম হইয়া প্রজ্বলিত হইতে লাগিল; তাহার শিখা-সমুদয় দক্ষিণাবর্ত্ত হইয়া উঠিল। বশিষ্ঠ, বামদেব, ভূরিদ্যুম্ন, গয়, ক্রথ, শুক্র, নারদ, বাল্মীক, মরুত্ত, কুশিক, ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ এবং দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

ভগবান্ মধুসূদন এইরূপে সেই সমুদয় মহাভাগগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া কৌরবসভায় গমন করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা, মহাবল পরাক্রান্ত চেকিতান, ধৃষ্টকেতু, দ্রুপদ, কাশীরাজ, শিখণ্ডী ধৃষ্টদ্যুম্ন, সপুত্র বিরাট, কেকয়গণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়-সমুদয় তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিতে উদ্যত হইলেন।

যুধিষ্ঠিরাদির মাতৃপ্রণাম জ্ঞাপন

যিনি কাম, ক্রোধ, ভয় বা অর্থের বশীভূত হইয়া কদাচ অন্যায়াচরণ করেন নাই, যিনি সর্ব্বভূতের অধীশ্বর এবং সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মজ্ঞ, স্থিরবুদ্ধি, ধৃতিমান্ ও প্রাজ্ঞ, সেই মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন ভূপতিগণ-সমক্ষে সেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন, শ্রীবৎসলক্ষণ[১], সনাতন দেবদেবকে আলিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে মাধব! যিনি আমাদিগকে বাল্যকাল হইতে প্রতিপালন করিয়াছেন, যিনি উপবাস, তপস্যা, স্বস্ত্যয়ন, দেবতা ও অতিথির পূজা এবং গুরুশুশ্রূষায় একান্ত নিরত ও নিতান্ত পুত্রবৎসল, যিনি দুর্য্যোধনের ভয় হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিয়াছেন, যি'ন আমাদের নিমিত্ত সতত দুঃখার্ণবে নিমগ্ন রহিয়া-ছেন, তুমি কৌরবভবনে গমন করিয়া আম'দের সেই দুঃখিনী জননীর অনাময় জিজ্ঞাসা করিবে এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক আমাদের কুশল প্রদান করিবে। সেই পুত্রবৎসলা বিবাহের পর হইতেই শ্বশুরকুলের দুঃখ ও অবমাননা দর্শনে নিতান্ত দুঃখভোগ করিতেছেন। হে অরাতিনিপাতন! আমার কি এমন সময় উপস্থিত হইবে যে, আমি সেই চিরদুঃখিনী জননীর দুঃখ মোচন করিতে পারিব? হায়! আমরা যখন বনে গমন করি, তৎকালে তিনি রোদন করিতে করিতে দ্রুতবেগে আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন; কিন্তু আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। বোধ হইতেছে, তিনি পরলোক প্রাপ্ত হয়েন নাই; পুত্রবিরহদুঃখে একান্ত অভিভূত হইয়া জীবিত আছেন। তুমি তাঁহাকে এবং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা ও মহারাজ বাহ্লীক এবং সোমদত্ত প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণকে অভিবাদন করিয়া কুরুকুলের প্রধান মন্ত্রী, অগাধবুদ্ধি, ধর্ম্মপরায়ণ মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরকে আলিঙ্গন করিবে।" ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভূপতিগণমধ্যে কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর মহানুভব অর্জ্জুন স্বীয় সখা শত্রুবলনিসূদন মধুসূদনকে কহিতে লাগিলেন, "হে গোবিন্দ! আমরা

১। আদেশপালনার্থ অগ্রে অগ্রে গমনকারী। ২। মেঘহীন।

১। দক্ষিণাবর্ত্ত লোমাবলী দ্বারা শোভিতবক্ষা।

মন্ত্রবিনিশ্চয়[1] সময়ে যে রাজ্যার্দ্ধ গ্রহণপূর্ব্বক সন্ধি-সংস্থাপনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি, তাহা ভূপতিগণ বিদিত হইয়াছেন। কৌরবগণ যদি আমাদিগকে সৎকার পুরঃসর উহা প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কোন শঙ্কা থাকিবে না; নচেৎ আমি নিশ্চয় সমুদয় ক্ষত্রিয়কে সংহার করিব।” ধনঞ্জয় এই কথা কহিবামাত্র মহাবীর বৃকোদর সাতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং ক্রোধকম্পিত-কলেবরে ভয়ানক স্বরে চীৎকারধ্বনি করিতে লাগিলেন। ভীমসেনের ভয়ঙ্কর চীৎকারধ্বনি শ্রবণে ধনুর্দ্ধরগণ কম্পিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন কৃষ্ণকে ঐ কথা বলিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ ও তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্রসমীপে-গমনেচ্ছু ঋষিগণের সাক্ষাৎকার

অনন্তর সমুদয় ক্ষত্রিয়গণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে জনার্দ্দন সত্বরে কৌরবনগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন; অশ্বগণ দারুক কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল; দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহারা পথ ও আকাশমণ্ডল গ্রাস করিতেছে। মহাবাহু কেশব এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিয়া পথের উভয়পার্শ্বে ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান কতিপয় মহর্ষিকে সন্দর্শন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্রতাসহকারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে মহর্ষিগণ! সমুদয় লোকের কুশল? ধর্ম্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে? ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণগণের শাসনে অবস্থান করিতেছে? আপনারা কোথায় সিদ্ধ হইয়াছেন? কোথায় যাইতে বাসনা করিতেছেন? আপনাদের প্রয়োজন কি? আমাকে আপনাদের কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে এবং আপনারা কি নিমিত্ত ধরণীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন?”

তখন মহাভাগ জামদগ্ন্য[2] কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “হে মধুসূদন! আমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেবর্ষি, কেহ কেহ বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ, কেহ কেহ রাজর্ষি এবং কেহ কেহ তপস্বী। আমরা অনেকবার দেবাসুরের সমাগম দেখিয়াছি; এক্ষণে সমুদয় ক্ষত্রিয়, সভাসদ্, ভূপতি ও আপনাকে অবলোকন করিবার বাসনায় গমন করিতেছি। আমরা কৌরব-সভামধ্যে আপনার মুখবিনির্গত ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। হে যাদবশ্রেষ্ঠ! ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি মহাত্মগণ এবং আপনি যে সত্য ও হিতকর বাক্য কহিবেন, আমরা সেই সকল বাক্য-শ্রবণ-বাসনায় নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। এক্ষণে আপনি সত্বর কুরুরাজ্যে গমন করুন; আমরা তথায় আপনাকে সভামণ্ডপে দিব্য আসনে আসীন ও তেজঃপ্রদীপ্ত দেখিয়া পুনরায় আপনার সহিত কথোপকথন করিব।”

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়

পথিমধ্যে অশুভ সঙ্ঘটন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরাধিপ! দেবকীনন্দনের গমনকালে দশ জন শত্রুসৈন্যনাশক শস্ত্রপাণি মহাবল-পরাক্রান্ত মহারথ, সহস্র পদাতি, সহস্র অশ্বারোহী ও বিপুল ভক্ষ্যদ্রব্য সহিত শত শত কিঙ্কর তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! মহাত্মা মধুসূদন কিরূপে গমন করিয়াছিলেন? আর তাঁহার গমনকালে কি কি নৈমিত্তিক ঘটনা হইয়াছিল?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহাত্মা বাসুদেবের প্রয়াণসময়ে যে সকল দৈব ও ঔৎপাতিক নিমিত্ত ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয় শ্রবণ করুন। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি আরম্ভ হইল। নদীসমুদয় প্রতিকূল-বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল; সপ্ত সমুদ্র পূর্ব্বদিকে ধাবমান হইল; অকস্মাৎ লোকের মনে দিগ্‌ভ্রম জন্মিল; অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল; পৃথিবীমণ্ডল কম্পিত হইয়া উঠিল; কূপ ও কুম্ভ হইতে জল উচ্ছলিত হইতে লাগিল; সমুদয় জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল; সমুত্থিত পার্থিব ধূলিপটলপ্রভাবে দিগ্‌বিদিক্-সকল বিলুপ্তপ্রায় হইল; আকাশমণ্ডলে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইয়া উঠিল; কিন্তু কে শব্দ করিতেছে, তাহার নির্ণয় হইল না এবং বজ্রনিস্বন[1] নৈর্ঋত[2] বায়ু অসংখ্য পাদপ[3] ভগ্ন করিয়া হস্তিনানগর মথিত করিল। কিন্তু এই সমুদয় উপদ্রব ভগবান্ বাসুদেবকে স্পর্শ করিতে পারিল না। তিনি যে যে পথে গমন করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানে বায়ু সুখস্পর্শ হইল; পদ্ম প্রভৃতি বিবিধ সুগন্ধ

১। সন্ধি-বিগ্রহাদিবিষয়ক নীতি—রাজনৈতিক মন্ত্রণা।
২। জমদগ্নির পুত্র—পরশুরাম।

১। বজ্রপতন শব্দ। ২। নৈর্ঋত কোণ হইতে উত্থিত। ৩। বৃক্ষ।

পুষ্প বর্ষিত হইতে লাগিল ; পথ-সকল সমতল ও কুশকণ্টকরহিত হইল ; সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ বেদ-বাক্যে কৃষ্ণের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ; ব্রাহ্মণগণ মধুপর্ক ও ধন দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন। কামিনীগণ পথিমধ্যে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে সুগন্ধ বন্যপুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল।

দেবকীনন্দন সর্ব্বশস্য-পরিপূর্ণ, অতিরম্য, সুখা-স্পদ, পরম পবিত্র শালিভবন[1] এবং অতি মনোহর ও হৃদয়তোষণ[2] বহুবিধ গ্রাম্য পশু সন্দর্শন করিয়া বিবিধ পুর ও রাজ্য অতিক্রম করিলেন। কুরুকুলসংরক্ষিত নিত্যপ্রহৃষ্ট, অনুদ্বিগ্ন, ব্যসনরহিত[3] পুরবাসিগণ কৃষ্ণকে দর্শন করিবার মানসে উপপ্লব্য নগর হইতে পথিমধ্যে আগমন করিয়া তাঁহার পথ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা বাসুদেব সমাগত হইলে তাহারা বিধানানুসারে তাঁহার পূজা করিতে লাগিল।

গ্রাম্য প্রধানগণের আতিথ্যগ্রহণ

এ দিকে ভগবান্ মরীচিমালী[4] স্বীয় কিরণজাল পরিত্যাগ করিয়া লোহিত কলেবর ধারণ করিলে অরাতিনিপাতন মধুসূদন বৃক[5]স্থলে সমুপস্থিত হইয়া সত্বর রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক যথাবিধি শৌচসমা-পনান্তে রথাশ্বমোচনে আদেশ করিয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিলেন। দারুক কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে অশ্বগণকে রথ হইতে মুক্ত করিয়া শাস্ত্রানুসারে তাহা-দের পরিচর্য্যা ও গাত্র হইতে সমুদয় যোক্ত্রাদি[6] মোচন করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল। মহাত্মা মধুসূদন সন্ধ্যা-সমাপনান্তে স্বীয় সমভি-ব্যাহারী জনগণকে কহিলেন, "হে পরিচারকবর্গ। অদ্য যুধিষ্ঠিরের কার্য্যানুরোধে এই স্থানে রজনী অতিবাহিত করিতে হইবে।" তখন পরিচারকগণ তাঁহার অভি-প্রায় অবগত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে পটমণ্ডপ[7] নির্ম্মাণ ও বিবিধ সুমিষ্ট অন্নপান প্রস্তুত করিল।

অনন্তর সেই গ্রামস্থ স্বধর্ম্মাবলম্বী আর্য্য কুলীন ব্রাহ্মণ-সমুদয় অরাতিকুলকালান্তক[8] মহাত্মা হৃষী-কেশের সমীপে আগমনপূর্ব্বক বিধানানুসারে তাঁহাকে পূজা ও আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব স্ব ভবনে আনয়ন করিতে বাসনা করিলেন। ভগবান্ মধুসূদন তাঁহাদের অভিপ্রায়ে সম্মত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে যথাবিধি অর্চ্চনপূর্ব্বক তাঁহাদের ভবনে গমন করিয়া তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে পুনরায় স্বীয় পটমণ্ডপে আগমন করিলেন। পরে সেই সমুদয় ব্রাহ্মণগণের সমভিব্যাহারে সুমিষ্ট দ্রব্যজাত ভোজন করিয়া পরমসুখে যামিনীযাপন করিলেন।

১। ধান্যক্ষেত্র। ২। চিত্তরঞ্জন। ৩। আলস্যাদি দোষশূন্য। ৪। সূর্য্য। ৫। কাজরবাসবহুল গ্রামপ্রান্ত। ৬। বন্ধনরজ্জু। ৭। বস্ত্রনির্ম্মিত গৃহ—তাম্বু। ৮। শত্রুসংহর্ত্তা।

চতুরশীতিতম অধ্যায়

কৃষ্ণ-অভ্যর্থনার্থ দুর্য্যোধনের সভানির্ম্মাণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! এদিকে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দূতমুখে মধুসূদনের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া মহাভুজ ভীষ্ম, দ্রোণ, সঞ্জয় ও মহামতি বিদুরের সমক্ষে অমাত্য-সমবেত দুর্য্যো-ধনকে কহিতে লাগিলেন, "হে বৎস! অতি আশ্চর্য্য কথা শ্রবণগোচর হইল ; দশার্হাধিপতি[1] বাসুদেব পাণ্ডবগণের কার্য্যসাধনার্থ আমাদিগের নিকট আগ-মন করিবেন। প্রতিগৃহে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মুখেই এই কথা শ্রুত হইতেছে, কি চত্বর[2], কি সভা, সমুদয় স্থানেই এই কথার আলোচনা হইতেছে। মহাত্মা মধুসূদন আমাদের মান্য ও পূজনীয় ; তাঁহার প্রভাবেই লোকযাত্রা নির্ব্বাহিত হইতেছে ; তিনি সমুদয় ভূতের ঈশ্বর ; তাঁহাতে ধৈর্য্য, বীর্য্য, প্রজ্ঞা ও তেজ বর্ত্তমান আছে এবং তিনিই সাধুলোকের মাননীয় ও সনাতন ধর্ম্মস্বরূপ। তাঁহার পূজা করিলে সুখোদয় হয়, না করিলে দুঃখের পরিসীমা থাকে না। যদি আমরা যথাবিধি পূজা দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সমুদয় অভিলাষ সফল হইবে। অতএব হে অরাতিনিপাতন। অদ্যই তাঁহার পূজার উদ্যোগ কর। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে সমুদয় ভোগ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ সভা-সমুদয় প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হও এবং যাহাতে তিনি তোমার প্রতি প্রীত হয়েন, এরূপ কার্য্য অবিলম্বে সম্পাদন কর। এ বিষয়ে আমার এই মত। দেখ, ভরত-বংশাবতংস ভীষ্ম আবার ইহাতে কি বলেন।"

ভীষ্ম প্রভৃতি সকলেই রাজা ধৃতরাষ্ট্রের এই বাক্য শ্রবণে তাঁহার প্রশংসা করিয়া তদ্বাক্যে অনুমোদন করিলেন।

১। যদুপতি। ২। অঙ্গন—আঙিনা, উঠান।

রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদের সকলের অভিপ্রায়ানুসারে পরম রমণীয় সভাসম্পাদনোপযোগী দ্রব্যজাত প্রস্তুত করিয়া রমণীয় প্রদেশ-সমুদয়ে নানারত্নসঙ্কীর্ণ বিবিধ সভা নির্ম্মাণ করাইলেন। ঐ সমুদয় সভাতে বিবিধ বিচিত্র আসন, স্ত্রী, গন্ধ, অলঙ্কার, সূক্ষ্ম বসন, সুমিষ্ট অন্ন, পান ও সুগন্ধ মাল্য-সকল সংস্থাপিত হইল। বিশেষতঃ কৃষ্ণের বাসের নিমিত্ত বৃকস্থলে যে সভা প্রস্তুত হইয়াছিল, উহা অন্যান্য সমুদয় সভা অপেক্ষা প্রচুর রত্নসম্পন্ন ও মনোহর।

দুর্য্যোধন সেই দেবোচিত অতিমানুষ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট নিবেদন করিলেন। কিন্তু মহাত্মা কেশব সেই সকল সভা ও রত্নজাতের প্রতি দৃষ্টিপাতও না করিয়া কুরুসভায় গমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়

কৃষ্ণপ্রদেয় উপঢৌকন-আয়োজন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বিদুর! মহাবল-পরাক্রান্ত মহাত্মা জনার্দ্দন উপপ্লব্য নগর হইতে আমাদিগের রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছেন; অদ্য বৃকস্থলে অবস্থান করিতেছেন; কল্য প্রাতঃকালে এখানে আগমন করিবেন। তিনি আহুকদিগের অধিপতি সমুদয় সাত্বত[১]গণের অগ্রগণ্য, অতি বিস্তীর্ণ বৃষ্ণিরাজ্যের ভর্ত্তা ও রক্ষয়িতা এবং লোকত্রয়ের প্রপিতামহ। যেমন আদিত্য, রুদ্র ও বসুগণ বৃহস্পতির বুদ্ধির অনুগামী হয়েন, তদ্রূপ যাবতীয় বৃষ্ণি ও অন্ধক-বংশীয়গণ বাসুদেবের আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। আমি তোমার সমক্ষেই সেই মহাত্মাকে যে সকল দ্রব্য প্রদান করিয়া পূজা করিব, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

একবর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বাহ্লীকদেশীয় চারি চারি অশ্বে সংযোজিত সুবর্ণনির্ম্মিত ষোড়শ রথ, নিত্যমদস্রাবী বিশালদশন অষ্ট অষ্ট অনুচরে অনুগত অষ্ট মাতঙ্গ, সুবর্ণবর্ণ অজাতাপত্য[২] শত দাসী, তৎসংখ্যক দাস, পার্ব্বতীয়গণোপহৃত[৩] সুখস্পর্শ অষ্টাদশ সহস্র মেষ এবং চীনদেশসম্ভূত সহস্র অশ্ব তাঁহাকে প্রদান করিব। যে প্রভূতভেজঃসম্পন্ন নির্ম্মল মণি দিবারাত্র প্রজ্বলিত থাকে, তাহা তাঁহাকে প্রদান করিব এবং যে অশ্বতরী যানে সংযোজিত হইলে এক দিনে চতুর্দ্দশ যোজন গমন করিতে পারে, তাহাও তাঁহাকে প্রদান করিব। মহাবাহু কেশবের বাহন ও তাহার সমভিব্যাহারী পুরুষ-সমুদয় যে পরিমাণে ভোজন করিতে পারে, আমি তদপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করিব। দুর্য্যোধন ব্যতীত আমার যাবতীয় পুত্র ও পৌত্রগণ দিব্য অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক সুসংস্কৃত রথে আরোহণ করিয়া তাঁহার প্রত্যুদগমন[১] করিবে। সহস্র সহস্র বারবিলাসিনী[২] উত্তমোত্তম বেশভূষা ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে আনয়ন করিতে পদব্রজে গমন করিবে। যে সকল মহিলা নগর হইতে তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে যাইবে, তাহাদিগকে প্রকাশ্যরূপে গমন করিতে হইবে। প্রজাগণ যেমন সূর্য্য দর্শন করে, তদ্রূপ নগরস্থ আবাল-বৃদ্ধ সমুদয় লোক এক্ষণে মহাত্মা মধুসূদনকে অবলোকন করুক। চতুর্দ্দিকে উচ্চতর ধ্বজা ও পতাকা-সকল উত্থাপিত এবং রাজমার্গ জলসিক্ত হউক। দুঃশাসনের ভবন দুর্য্যোধনের ভবন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; সেই ভবন ত্বরায় সুমার্জ্জিত ও অলঙ্কৃত করুক। ঐ ভবন রুচিরাকার[৩] ও প্রাসাদ-সমুদয়ে সুশোভিত, পরম-রমণীয় এবং সমুদয় ঋতুতেই সুখাবহ। আমার ও দুর্য্যোধনের রত্নরাশির মধ্যে যে সকল রত্ন কৃষ্ণকে প্রদান করিবার উপযুক্ত, তৎসমুদয় ঐ গৃহমধ্যে স্থাপিত করুক।

ষড়শীতিতম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের হিতোপদেশ

বিদুর কহিলেন, "হে রাজন্! আপনি যে কথা কহিলেন, ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আপনি সমুদয় লোকের মান্য, আদরণীয় ও প্রিয়। আপনি শাস্ত্র ও তর্ক দ্বারা স্থিরবুদ্ধি হইয়াছেন। প্রজাগণ আপনার ধর্ম্ম প্রস্তরফলকস্থিত লেখার ন্যায়, সূর্য্য-কিরণের ন্যায়, সাগরতরঙ্গের ন্যায় অবিনশ্বর বলিয়া স্থির করিয়াছে। আপনার গুণগ্রামে সমুদয় লোকই সন্তুষ্ট রহিয়াছে; অতএব আপনি বান্ধবগণ-সমভিব্যাহারে গুণরক্ষণে নিয়ত যত্নবান হউন; সরলতা অবলম্বন করুন; অজ্ঞানতা প্রযুক্ত বহুসংখ্যক পুত্র,

১। যাদবগণের। ২। যে নারীর সন্তান হয় নাই। ৩। পার্ব্বত্য প্রজাগণের প্রদত্ত।

১। সম্মানপূর্ব্বক আনয়ন। ২। বেশ্যা। ৩। মনোজ্ঞ গঠন।

পৌত্র ও প্রিয় সুহৃদ্‌গণকে কালকবলে নিক্ষেপ করিবেন না।

হে মহারাজ! আপনি কৃষ্ণকে যে সমুদয় দ্রব্য প্রদান করিতে বাসনা করিয়াছেন এবং যাহা প্রদান করিলে তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছেন, মহাত্মা দেবকীনন্দন তৎসমুদয় ও তদ্ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্যজাতের উপযুক্ত পাত্র, বলিতে কি, তিনি সমুদয় পৃথিবী-লাভের ভাজন। আমি সত্য করিয়া কহিতেছি যে, আপনি ধর্ম্মানুষ্ঠান বা কৃষ্ণের প্রীতি-সাধনের উদ্দেশে তাঁহাকে ঐ সমুদয় দ্রব্য প্রদান করিতে বাসনা করেন নাই; কেবল কপটতাসহকারে তাঁহাকে বঞ্চিত করিবার অভিলাষ করিতেছেন। আমি আপনার বাহ্য কর্ম্ম দ্বারা আন্তরিক অভিপ্রায় বুঝিতে পারি। পঞ্চপাণ্ডব আপনার নিকট পঞ্চ গ্রাম যাচ্ঞা করিতেছেন; কিন্তু আপনি তাঁহাদিগকে উহা প্রদান করিতে অসম্মত; অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আপনার সন্ধি করিতে বাসনা নাই।

আপনি অর্থ-প্রদান দ্বারা কৃষ্ণকে প্রলোভিত করিয়া পাণ্ডবগণ হইতে পৃথক্ করিতে বাসনা করিতেছেন; কিন্তু আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, কি অর্থ, কি উদ্যম, কি নিন্দা, কোন উপায়েই তাঁহাকে অর্জ্জুন হইতে পৃথক্ করিতে পারিবেন না। আমি কৃষ্ণের মাহাত্ম্য ও অর্জ্জুনের দৃঢ়ভক্তি জানি এবং বাসুদেব যে অর্জ্জুনকে প্রাণতুল্য জ্ঞান করেন ও তাঁহাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, তাহাও বিলক্ষণ অবগত আছি। ভগবান্ জনার্দ্দন পূর্ণকুম্ভ[১], পাদ্য ও কুশল প্রশ্ন ব্যতীত আপনাদের নিকট আর কিছুই অভিলাষ করিবেন না। অতএব যেরূপ সৎকার করিলে মাননীয় মধুসূদন প্রীত হয়েন, তাহাই করা কর্ত্তব্য। মহাত্মা কেশব মঙ্গলকামনায় এখানে আগমন করিতেছেন; অতএব তাঁহার যাহা অভিপ্রায়, তাহা সম্পাদন করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। হে মহারাজ! দুর্য্যোধন, পাণ্ডবগণ ও আপনার শান্তি-বিধান করাই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য। অতএব তাঁহার বচনানুসারে কার্য্য করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে রাজন্! পাণ্ডবগণ আপনার পুত্রস্বরূপ, আপনি তাঁহাদের পিতাস্বরূপ; তাঁহারা বালক, আপনি বৃদ্ধ; তাঁহারা আপনাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করেন, আপনিও তাঁহাদিগকে সন্তান সদৃশ জ্ঞান করুন।”

১। মঙ্গল-কলস।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

দুর্য্যোধনের কৃষ্ণকে বন্দী করার বাসনা

দুর্য্যোধন কহিলেন, “মহারাজ! বিদুর কৃষ্ণের বিষয় যাহা কহিলেন, তৎসমুদয়ই সত্য। তিনি পাণ্ডব-গণের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত, কখনই তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারিবেন না। আপনি সৎকারার্থ তাঁহাকে যে সমুদয় ধন-সম্পত্তি প্রদান করিতে বাসনা করিয়াছেন, তৎসমুদয় কখনই প্রদেয় নহে। কেশব আমাদের অবশ্য পূজনীয়; কিন্তু এ সময়ে ঐ সকল সামগ্রী দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলে তিনি মনে করিবেন, ইহারা ভীত হইয়া আমার অর্চনা করিতেছে। অতএব যে কর্ম্ম করিলে স্বয়ং অবমানিত হইতে হয়, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তাহা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। বিশাললোচন কৃষ্ণ যে ত্রিভুবনের পূজ্য, তাহা আমার অবিদিত নাই; কিন্তু যখন তাঁহাকে অর্চনা করিলে উপস্থিত যুদ্ধ শান্ত হইবে, তখন তাঁহাকে পূজা করা আমার মতে রীতিবহির্ভূত কার্য্য।”

অনন্তর কুরুকুলপিতামহ ভীষ্ম দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, “হে মহাবাহো! কৃষ্ণকে সৎকারই কর অথবা অসৎকারই কর, তিনি কদাচ ক্রুদ্ধ হয়েন না; তথাপি তাঁহার অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে, তিনি অবজ্ঞার পাত্র নহেন; তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন, সহস্র উপায় উদ্ভাবন করিলেও কেহ তাহা অন্যথা করিতে সমর্থ হইবে না। সেই মহাবাহু মধুসূদন যাহা কহিবেন, অসন্দিগ্ধচিত্তে তাহা সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। সেই মহাত্মাকে অবলম্বন করিয়া অবিলম্বে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিসংস্থাপন কর। ধর্ম্মাত্মা জনার্দ্দন নিশ্চয়ই ধর্ম্মার্থসংযুক্ত বাক্য বলিবেন; অতএব আপনারও বন্ধুগণসমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।”

দুর্য্যোধনের দুষ্টচেষ্টায় ক্রুদ্ধ ভীষ্মের সভাত্যাগ

তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, “হে পিতামহ! আমি পাণ্ডবগণকে আপনার বশীভূত করিয়া যে স্বয়ং সমুদয় রাজ্য ভোগ করিতে পারিব, এমন কোন উপায় দেখিতেছি না। কিন্তু মনে মনে একটি উপায় স্থির করিয়াছি, শ্রবণ করুন। পাণ্ডবগণের একমাত্র অবলম্বন ভগবান্ যদুনন্দন কল্য প্রাতঃ-কালে যখন এখানে আগমন করিবেন, আমি তাঁহাকে

তখন বদ্ধ করিয়া রাখিব; তাহা হইলে বৃষ্ণিগণ, পাণ্ডবগণ ও সমুদয় পৃথিবী আমার বশীভূত হইবে। অতএব যাহাতে জনার্দ্দন আমার এই অভিসন্ধি বুঝিতে না পারেন এবং যাহাতে আমার কোন অপকার না হয়, আপনি এক্ষণে আমাকে এমন কোন উপায় বলুন।”

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অমাত্য-সমভিব্যাহারে দুর্য্যোধনের এই সকল নিষ্ঠুর বাক্য-শ্রবণে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া কহিলেন, “বৎস! ওরূপ কথা আর কদাচ কহিও না; উহা ধর্ম্মসঙ্গত নহে। দেখ, হৃষীকেশ দূত হইয়া আসিতেছেন; বিশেষতঃ তিনি আমাদের আত্মীয় ও প্রিয়, তিনি কদাচ কুরুকুলের অনিষ্টাচরণ করেন নাই; অতএব তাঁহাকে বদ্ধ করা কদাপি বিধেয় নহে।”

তখন ভীষ্ম কহিলেন, “হে ধৃতরাষ্ট্র! তোমার এই সন্তান সাতিশয় দুর্ব্বুদ্ধি; এ সততই অনর্থচিন্তা করিয়া থাকে, সুহৃজ্জনের অনুরোধেও অর্থচিন্তায় প্রবৃত্ত হয় না। তুমিও বান্ধবগণের বাক্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এই কুপথগামী পাপাত্মার অনুবর্ত্তন কর। এই দুরাত্মা অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণের ক্রোধে অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে শমনসদনে গমন করিবে। আমি আর এই ত্যক্তধর্ম্মা পাপাত্মা দুর্ম্মতির অনর্থজনক বাক্য শ্রবণ করিতে বাসনা করি না।”

সত্যপরাক্রম ভরতবংশাবতংস ভীষ্ম এই বলিয়া ক্রোধভরে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

হস্তিনানগর-প্রবিষ্ট কৃষ্ণের অভ্যর্থনা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরনাথ! এ দিকে ভগবান্ দেবকীনন্দন প্রভাতসময়ে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আহ্নিককার্য্য-সকল সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন; বৃকস্থলনিবাসী ব্যক্তিগণ সেই মহাবাহুর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি মহাত্মগণ ও দুর্য্যোধন ব্যতীত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র-সকল তাঁহার প্রত্যুদ্গমন[1] নিমিত্ত গমন করিলেন, পুরবাসিগণ কৃষ্ণদর্শন-মানসে কেহ কেহ বহুবিধ যানে আরোহণ করিয়া ও কেহ কেহ বা পদব্রজে গমন করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব অক্লিষ্টকর্ম্মা ভীষ্ম, দ্রোণ ও ধৃতরাষ্ট্রনন্দনগণে পরিবৃত হইয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণের সম্মান নিমিত্ত নগর অলঙ্কৃত ও রাজমার্গ[1] বহুবিধ রত্নে সমাচিত[2] হইয়াছিল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই কৃষ্ণদর্শন-মানসে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিল। কৃষ্ণ নগরে প্রবেশ করিবামাত্র তত্রস্থ সমুদয় লোকেই রাজমার্গে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল। সেই সময় বরস্ত্রীগণসমধিষ্ঠিত[3] লতাগৃহসকল প্রচলিতের[4] ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। বাসুদেবের অশ্ব সমুদয় বায়ুবেগগামী; কিন্তু রাজমার্গ জনতায় আবৃত হওয়াতে তাদের গতি নষ্টপ্রায় হইয়া উঠিল।

কৃষ্ণের কৌরব-সম্ভাষণ—সভা-প্রবেশ—সৎকার

অনন্তর কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা বাসুদেব বহু-প্রাসাদ-শোভিত পাণ্ডুরবর্ণ ধৃতরাষ্ট্রভবনে প্রবেশ করিলেন; ক্রমে ক্রমে তিন কক্ষা[5] অতিক্রম করিয়া পরিশেষে ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মহাযশাঃ প্রজ্ঞাচক্ষু[6] ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সোমদত্ত ও মহারাজ বাহ্লীক, ইঁহারা সকলে তৎক্ষণাৎ আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া কৃষ্ণকে পূজা করিতে লাগিলেন।

তখন মহাত্মা কৃষ্ণ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মকে বিনীতবাক্যে পূজা করিয়া বয়ঃক্রমানুসারে ক্রমে ক্রমে সমুদয় ভূপতিগণের সহিত মিলিত হইলেন; পরে বাহ্লীক, অশ্বত্থামা, কৃপ ও সোমদত্তের সহিত একত্র সমাসীন যশস্বী দ্রোণাচার্য্যের সমীপে গমন করিলেন। ঐ স্থানে অতি মহৎ পরিশুদ্ধ কাঞ্চনময় আসন পাতিত ছিল; মহাত্মা অচ্যুত ধৃতরাষ্ট্রের নিদেশানুসারে তাহাতে উপবেশন করিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্রের পুরোহিতগণ ন্যায়ানুসারে কৃষ্ণকে গো, মধুপর্ক ও উদক প্রদান করিলেন। মহাত্মা গোবিন্দ আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কুরুবংশীয়গণের সহিত

১। গৌরবান্বিত ব্যক্তির সম্মানার্থ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া আহূত ব্যক্তিবিশেষের 'আসিতে আজ্ঞা হয়' এই প্রকারের অভ্যর্থনা।

১। রাজপথ—রাজা ও রাজপুরুষেরা সাধারণতঃ যে পথে যাতায়াত করেন—বড় বড় রাস্তা। ২। সাজান। ৩। উত্তম স্ত্রীজনাধ্যুষিত—প্রধান প্রধান নারীরা যে স্থানে থাকেন। ৪। কম্পিতের ন্যায়। ৫। প্রকোষ্ঠ—মহাল। ৬। অন্ধ বলিয়া দেখিতে না পাইলেও জ্ঞানচক্ষে কৃষ্ণাগমন প্রত্যক্ষ হইয়াছিল।

সম্বন্ধোচিত পরিহাস ও কথোপকথনাদি করিতে লাগিলেন।

এইরূপে মহাত্মা মধুসূদন ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক বিধানানুসারে পূজিত হইয়া তাঁহার গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, পরে কুরুসভায় উপস্থিত ও যথানিয়মে কৌরবগণের সহিত সমবেত হইয়া বিদুরভবনে গমন করিলেন। মহাত্মা বিদুর অতিথিসৎকারোপযোগী দ্রব্যজাত দ্বারা কৃষ্ণকে অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, "হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমার দর্শনে আমি যেরূপ প্রীত হইয়াছি, তাহা তোমাকে আর কি বলিব। তুমি সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মা, তোমার কিছুই অবিদিত নাই।" মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর এইরূপে মহাত্মা মধুসূদনের আতিথ্য করিয়া তাঁহাকে পাণ্ডবগণের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃষ্ণিবংশাবতংস মধুসূদন পরমসুহৃৎ, ধর্ম্মার্থতৎপর, ক্রোধবিবর্জ্জিত, হৃষ্টচিত্ত, ধীমান্ বিদুরের নিকট পাণ্ডবগণের সমুদয় বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণন করিলেন।

—

একোননবতিতম অধ্যায়

কৃষ্ণদর্শনে কুন্তীর পুত্রদিগের দুঃখস্মৃতি

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা জনার্দ্দন বিদুরকে সম্ভাষণ করিয়া অপরাহ্নে পিতৃস্বসা[১] কুন্তীর নিকট গমন করিলেন। পুত্রবৎসলা পৃথা[২] বহু দিনের পর স্বীয় তনয়গণের সহায় যদুকুলতিলক বাসুদেবকে নয়নগোচর করিয়া তাঁহার কণ্ঠধারণপূর্ব্বক স্বীয় পুত্রগণের নাম পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি কৃষ্ণের যথাবিধি আতিথ্য সমাপন করিয়া বাষ্পগদ্গদবচনে ম্লানবদনে কহিতে লাগিলেন, হে কেশব! যাহারা বাল্যাবধি গুরুশুশ্রূষায় একান্ত নিরত, যাহাদের পরস্পর সৌহার্দ্দ কদাপি বিনষ্ট হয় না, যাহাদিগের চিত্তবৃত্তি বিভিন্ন নহে, যাহারা শত্রুগণের শঠতায় রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া নির্জ্জনে গমন করিয়াছিল, ক্রোধ ও হর্ষ যাহাদের বশীভূত, আমি রোদন করিলেও যাহারা আমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যে গমন করিয়া আমার হৃদয় সাতিশয় উৎকণ্ঠিত করিয়াছিল, সেই দেবপরায়ণ সত্যবাদী পাণ্ডবগণ কিরূপে সিংহব্যাঘ্রসমাকুল মহারণ্যে বাস করিয়াছিল? আহা! তাহারা বাল্যকালেই পিতৃবিহীন হইয়াছে; কেবল আমিই তাহাদিগকে লালন-পালন করিয়াছি; তাহারা পিতা-মাতা উভয়কে অবলোকন না করিয়া কিরূপে মহাবনে বাস করিয়াছিল? তাহারা বাল্যাবধি শঙ্খ, দুন্দুভি[১], মৃদঙ্গ ও বেণুর[২] নিনাদ, করিবৃংহিত[৩] অশ্বহ্রেষিত[৪] এবং রথনেমিনির্ঘোষে[৫] প্রতিবোধিত হইত। ব্রাহ্মণগণ শঙ্খ, ভেরী[৬], বেণু ও বীণার নিনাদের সহিত পুণ্যাহঘোষ[৭] মিশ্রিত করিয়া তাহাদিগের স্তব করিতেন। তাহারা বিবিধ বস্ত্র, অলঙ্কার ও রত্ন দ্বারা ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিত। হা বিধাতঃ! যাহারা পূর্ব্বে প্রাসাদে রাঙ্কব-অজিনে[৮] শয়ন করিয়া নিদ্রিত ও মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের স্তুতি-গীতি-শ্রবণে জাগরিত হইত, তাহারা বনমধ্যে ক্রূর শ্বাপদ[৯]গণের অতি ভীষণ শব্দ-শ্রবণে কদাচ নিদ্রিত হইতে পারিত না। হে কৃষ্ণ! যাহারা পূর্ব্বে ভেরী, মৃদঙ্গ, বীণা ও শঙ্খধ্বনি, বিলাসিনীগণের মধুর গীতি এবং বন্দি[১০]গণের স্তব-শ্রবণে প্রতিবোধিত হইয়াছে, সেই মহাত্মারা মহারণ্যমধ্যে হিংস্র ও শ্বাপদ[১১]গণের চীৎকার-শ্রবণে কিরূপে জাগরিত হইত?

যে মহাত্মা একান্ত সত্যপরায়ণ, লজ্জাশীল, দয়াপর, কাম ও দ্বেষ যাহার বশীভূত, যে ধর্ম্মাত্মা সতত সাধুলোকের পদবীতেই পদার্পণ করিয়া থাকেন এবং অম্বরীষ, মান্ধাতা, যযাতি, নহুষ, ভরত, দিলীপ ও শিবি প্রভৃতি পূর্ব্বতন ভূপতিগণের ভার গ্রহণ ও বহন করিয়া আসিতেছে, যে ধর্ম্মজ্ঞ শাস্ত্রপ্রভাবে সমুদয় কৌরব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও ত্রৈলোক্যের আধিপত্যলাভের উপযুক্ত পাত্র, সেই বিশুদ্ধ-কাঞ্চনবর্ণ দীর্ঘবাহু অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির এক্ষণে কেমন আছেন? যে বীর অযুত-মাতঙ্গ-তুল্য বলশালী, যে ব্যক্তি সতত ভ্রাতার প্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া থাকে, যে বীর মহাবাহু কীচক উপ-কীচকগণ, বক ও হিড়িম্বকে নিধন করিয়াছে, যাহার পরাক্রম ইন্দ্রের তুল্য, বল বায়ুর তুল্য ও ক্রোধ মহেশ্বরের তুল্য, যে অরাতিনিপাতন ক্রোধনস্বভাব হইয়াও

১। পিতার ভগিনী—পিসি। ২। কুন্তী।

১। ঢক্কা—ঢাক। ২। বাঁশীর। ৩। গজের গর্জ্জন। ৪। অশ্বের শব্দ—হ্রেষারব। ৫। রথচক্রশব্দে। ৬। ঢাক। ৭। পবিত্র মাঙ্গলিক শব্দ। ৮। মৃগচর্ম্মে। ৯। হিংস্র জন্তু। ১০। স্তুতিপাঠক। ১১। অতি ক্রোধী বন্যকুক্কুর।

ক্রোধ ও বল সংবরণপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠভ্রাতার শাসনানুবর্ত্তী হইয়া থাকে, সেই মহাবল-পরাক্রান্ত মহাবাহু তেজোরাশি ভীমদর্শন ভীমসেন এখন কেমন আছে? যে বীর দ্বিবাহু হইয়াও সহস্রবাহু অর্জ্জুনের প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে, যে বীর একবারে পঞ্চশত বাণ নিক্ষেপ করিতে পারে, যে মহাবাহু অস্ত্রশস্ত্রে কার্ত্তবীর্য্যের সদৃশ, তেজে আদিত্যসদৃশ, দমে[1] মহর্ষিসদৃশ, ক্ষমায় পৃথিবীসদৃশ ও বিক্রমে মহেন্দ্রসদৃশ, যে বীর সমুদয় ভূপতিগণের উপর কৌরবদিগের আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছে, পাণ্ডবগণ যাহার বাহুবল অবলম্বন করিয়া কালাতিপাত করিতেছে, যাহার সহিত সংগ্রাম করিয়া কেহই জীবিতাবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে না, যে বীর সর্ব্বভূতের জেতা ও পাণ্ডবগণের আশ্রয়, সেই সর্ব্বরথীশ্রেষ্ঠ, তোমার প্রিয়সখা ও ভ্রাতা ধনঞ্জয় এখন কেমন আছে? যে সুকুমারাঙ্গ[2] যুবা সর্ব্বভূতে দয়াবান, লজ্জাশীল, অস্ত্রকোবিদ, ধার্ম্মিক, সভ্য, ভ্রাতৃগণের শুশ্রূষু[3] ও আমার একান্তপ্রিয়, অন্যান্য পাণ্ডবগণ সতত যাহার চরিত্রের প্রশংসা করিয়া থাকে, যে যুবা সতত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুসরণ করে. সেই মাদ্রীনন্দন সহদেব এখন কেমন আছে? যে প্রিয়দর্শন যুবা ভ্রাতৃগণের বহিশ্চর[4] প্রাণস্বরূপ ও চিত্রযুদ্ধে[5] সাতিশয় নিপুণ, আমি যাহাকে বাল্যাবধি সুখে বর্দ্ধিত করিয়াছি, সেই সুকুমারকলেবর নকুলের ত কুশল? হায়! আর কি তাহাকে দেখিব? কি আশ্চর্য্য! যে নকুলকে পলকপতনকাল[6] না দেখিয়া অধৈর্য্য হইতাম, বহুদিন হইল, তাহাকে না দেখিয়াও জীবিত রহিয়াছি।

হে জনার্দ্দন! কুলীনা, অসামান্যরূপসম্পন্না দ্রুপদনন্দিনী আমার পুত্রগণ অপেক্ষা প্রিয়তর। সে পুত্রসহবাস অপেক্ষা পতিসহবাস শ্লাঘ্য জ্ঞান করে; তন্নিমিত্তই সে প্রিয়তর পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া পতিগণ-সমভিব্যাহারে অরণ্যে গমন করিয়াছিল। সেই মহাবংশপ্রসূতা কল্যাণী দ্রুপদ-নন্দিনী এখন কেমন আছে? হায় সেই পতি-পরায়ণা দ্রুপদতনয়া অনলতুল্য প্রতাপশালী পঞ্চপতি সমভিব্যাহারে থাকিয়াও দুঃখ ভোগ করিতেছে।

১। ইন্দ্রিয়সংযমে। ২। সুন্দর দেহ—প্রিয়দর্শন। ৩। সেবাপরায়ণ। ৪। ছায়ার মত অনুগামী। ৫। নানা প্রকার বৈচিত্র্যময় যুদ্ধ। ৬। চক্ষুর পাতা পড়িতে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময়।

আমি সেই পুত্রশোকপরিক্লিষ্টা সত্যবাদিনীকে চতুর্দ্দশ বৎসর অবলোকন করি নাই! যখন তাদৃশী পুণ্যশীলা দ্রুপদনন্দিনী চিরসুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হইয়াছেন, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, মনুষ্য পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সুখভোগ করিতে সমর্থ হয় না।

হে কৃষ্ণ! যে দিন দ্রৌপদীকে সভামধ্যে সমাগত দেখিয়াছি, সেই দিন অবধি কি তুমি, কি অর্জ্জুন, কি যুধিষ্ঠির, কি ভীম, কি নকুল, কি সহদেব, কাহাকেও প্রিয়[1] বলিয়া বোধ হয় না। স্ত্রীধর্ম্মিণী[2] দ্রৌপদীকে ক্রোধলোভ-পরতন্ত্র দুষ্টগণ কর্ত্তৃক সভামধ্যে শ্বশুরগণ-সমীপে সমানীত অবলোকন করিয়া যেরূপ দুঃখিত হইয়াছি, পূর্ব্বে আর কখন সেরূপ দুঃখভোগ করি নাই। সেই সভামধ্যে ধৃতরাষ্ট্র, মহারাজ বাহ্লীক, কৃপ, সোমদত্ত ও সমুদয় কৌরবগণ নির্ব্বিঘ্নচিত্তে[3] একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে অবলোকন করিতে লাগিলেন; আমার মতে সেই সভাস্থ সমুদয় লোকের মধ্যে বিদুরই পূজ্যতম। লোকে সৎস্বভাব দ্বারা যেরূপ মান্য হইতে পারে, ধন বা বিদ্যা দ্বারা তদ্রূপ হইতে পারে না। সেই অগাধবুদ্ধিসম্পন্ন অতিগম্ভীর মহাত্মা বিদুরের স্বভাব সমুদয় লোককে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে।"

এইরূপে কুন্তী কৃষ্ণসন্দর্শনে শোক ও হর্ষে যুগপৎ[4] অভিভূত হইয়া নানাবিধ দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে অরাতিনিপাতন[5] জনার্দ্দন! যে সমুদয় পূর্ব্বতন নিন্দনীয় নৃপতিগণ অক্ষক্রীড়া ও মৃগবধ করিয়াছেন, তাঁহাদের কি তন্নিবন্ধন সুখভোগ হইয়াছিল? সভামধ্যে কুরুগণ-সমক্ষে কৃষ্ণা অবমানিত হওয়াতে আমার হৃদয় যেরূপ দগ্ধ হইতেছে, বোধ হয়, মৃত্যুতেও সেইরূপ হয় না। আমি পুত্রগণের নির্ব্বাসন, প্রব্রজ্যা[6], অজ্ঞাতবাস ও রাজ্যাপহরণ প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। দুর্য্যোধন আমাকে ও আমার পুত্রগণকে এই চতুর্দ্দশ বৎসর অপমান করিতেছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? কিন্তু ইহা কথিত আছে যে, দুঃখভোগ করিলে পাপক্ষয় হয়, পরে পুণ্যফলে সুখসম্ভোগ হইয়া থাকে; অতএব আমরা এক্ষণে দুঃখভোগ করিয়া পাপক্ষয়

১। দ্রৌপদীর দুঃখনিবারণে অক্ষমতায় অপ্রিয়ের। ২। ঋতুমতী—রজস্বলা। ৩। বিষণ্ণমনে। ৪। এককালে। ৫। শত্রুসংহারকারিন্। ৬। সন্ন্যাসিভাবে গৃহত্যাগ।

করিতেছি, পশ্চাৎ সুখসম্ভোগ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে কদাপি স্বীয় পুত্রগণ হইতে বিভিন্ন জ্ঞান করি নাই, সেই পুণ্যফলে তোমাকে পাণ্ডবগণ-সমভিব্যাহারে সমুদয় শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত হইতে দেখিব.; শত্রুগণ কখনই তোমাদিগকে পরাজয় করিতে পারিবে না।

এক্ষণে আপনাকে বা দুর্য্যোধনকে নিন্দা না করিয়া পিতাকেই নিন্দা করা উচিত; কেন না, যেমন বদান্য ব্যক্তিগণ অনায়াসে ধন প্রদান করেন, তদ্রূপ তিনি অক্লেশেই আমাকে কুন্তিভোজের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। আমি যখন বাল্যাবস্থায় কন্দুক[১] লইয়া ক্রীড়া করিতাম, সেই সময় পিতা আমাকে কুন্তিভোজের হস্তে প্রদান করেন। আমার কি দুরদৃষ্ট! আমি তৎকালে জনক কর্তৃক ও এক্ষণে শ্বশুরগণ কর্তৃক অবমানিত হইয়া জীবনধারণ করিতেছি! আমার জীবনে কিছুমাত্র ফল নাই। হে জনার্দ্দন! অর্জ্জুনের জন্মদিনে রজনীযোগে আমি এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়াছিলাম যে, 'তোমার এই পুত্রটি সমুদয় পৃথিবী জয় করিবে, ইহার যশ আকাশ স্পর্শ করিবে এবং এই মহাত্মা মহাযুদ্ধে কৌরবগণকে পরাজয়পূর্ব্বক রাজ্যলাভ করিয়া ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে তিনটি অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিবে।' আমি দৈববাণীর নিন্দা করিতেছি না। বিশ্বকর্ত্তা ধর্ম্ম ও মহাত্মা কৃষ্ণকে নমস্কার, ধর্ম্ম লোক-সকল ধারণ করিতেছেন। হে বৃষ্ণিবংশাবতংস! যদি ধর্ম্ম থাকেন, যদি দৈববাণী যথার্থ হয় এবং যদি তুমি সত্য হও, তাহা হইলে তুমি অবশ্যই আমার সমুদয় অভিলাষ সম্পাদন করিবে।

যুদ্ধকরণে কুন্তীর ইঙ্গিত

হে মাধব! আমি পুত্রগণের অদর্শনে যেরূপ শোকাবিষ্ট হইয়াছি, বৈধব্য, অর্থনাশ ও জ্ঞাতিগণের সহিত শত্রুতায় তাদৃশ শোকাকুল হই নাই। আজি চতুর্দ্দশ বৎসর হইল, আমি ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির, সমস্ত অস্ত্রবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য অর্জ্জুন, মহাবীর বৃকোদর ও মাদ্রীতনয়দ্বয়কে অবলোকন করি নাই; আমার শান্তি কোথায়? মানবগণ মৃত হইয়াছে বলিয়া অনুদ্দিষ্ট[২] ব্যক্তিগণের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে; তদনুসারে পাণ্ডবগণ আমার পক্ষে ও আমি পাণ্ডবগণের পক্ষে মৃতই হইয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি যুধিষ্ঠিরকে কহিবে যে, সে যেন তাহার বাক্য মিথ্যা না করে, কারণ, তাহা হইলে তাহার ধর্ম্মনাশ হইবে। যে নারী পরাধীন হইয়া জীবন ধারণ করে, তাহাকে ধিক্! দীনতা অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে মহতী অপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হয়। হে কেশব! তুমি বৃকোদর ও ধনঞ্জয়কে কহিবে যে, ক্ষত্রিয়কন্যা যে নিমিত্ত গর্ভ ধারণ করে, তাহার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব যদি তোমরা এই সময়ে তাহার বিপরীতাচরণ কর, তাহা হইলে অতি ঘৃণাকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইবে। তাহারা নৃশংসের ন্যায় কার্য্য করিলে আমি তাহাদিগকে চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিব। সময়ক্রমে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়। হে কৃষ্ণ! তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মনিরত মাদ্রীতনয়দ্বয়কে কহিবে যে, তোমরা বিক্রমার্জ্জিত সম্পত্তি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বলিয়া জ্ঞান কর। বিক্রমাধিগত অর্থই ক্ষাত্র-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকে।

হে বাসুদেব! তুমি অর্জ্জুনকে দ্রৌপদীর মতানুসারে কার্য্য করিতে বিশেষ অনুরোধ করিবে। তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ যে, অন্তক[১]সদৃশ ভীমসেন ও অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইলে দেবগণকেও সংহার করিতে পারে। দুরাত্মা দুর্য্যোধন যে সভামধ্যে দ্রৌপদীকে আনয়ন করিয়াছিল এবং দুঃশাসন ও কর্ণ যে পরুষ[২]-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহা ভীমার্জ্জুনের পক্ষে নিতান্ত অপমানের বিষয় হইয়াছে। দুর্য্যোধন কৌরবমুখ্য[৩] ব্যক্তিগণসমক্ষে মনস্বী ভীমসেনকে যে উপহাস করিয়াছিল, অচিরাৎ তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে। ভীমসেনের অন্তঃকরণে বৈরানল একবার প্রজ্বলিত হইলে কখনই প্রশান্তভাব অবলম্বন করে না; ফলতঃ ভীমসেন যাবৎ শত্রুগণকে সংহার করিতে না পারে, তাবৎ তাহার ক্রোধহুতাশন নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয় না।

হে বাসুদেব! ক্ষাত্রধর্ম্মনিরতা দ্রুপদনন্দিনী সনাথা হইয়াও অনাথার ন্যায় রজস্বলাবস্থায় সভা-মধ্যে আনীত হইয়া বিবিধ পরুষবাক্য শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া আমি যাদৃশ দুঃখিত হইয়াছি, দ্যূতে পরাজয়, রাজ্যহরণ ও পুত্রগণের নির্ব্বাসনের

১। ক্রীড়নক—পুতুল। ২। ১২ বৎসর যাহার সংবাদ পাওয়া না যায়।

১। যমতুল্য। ২। কর্কশ। ৩। কৌরবপ্রধান।

নিমিত্ত তাদৃশ দুঃখিত হই নাই। আমি পুত্রবতী; তুমি, বলদেব ও মহারথ প্রদ্যুম্ন আমার সহায়, ভীমার্জ্জুনও অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে; হায়! তথাপি আমাকে এতাদৃশ দুঃসহ দুঃখভোগ করিতে হইল।"

কৃষ্ণের বাক্যে কুন্তীর আশ্বস্তি

তখন অর্জ্জুনসখা কৃষ্ণ পুত্রশোকপরিক্লিষ্টা পিতৃষসাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে পিতৃষসা[1]। আপনার তুল্য মহিলা লোকমধ্যে আর কে আছে? আপনি শূরসেন রাজার দুহিতা, এক্ষণে আজমীঢ়কুলে প্রদত্ত হইয়াছেন; আপনার ভর্ত্তা সতত আপনার সম্মান করিতেন। আপনি বীরমাতা, বীরপত্নী ও সর্ব্বগুণসম্পন্না; আবশ্যক[2] হইলে আপনার সদৃশ কামিনীগণকে সুখ ও দুঃখ উভয়ই ভোগ করিতে হয়। পাণ্ডবগণ নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষুধা, পিপাসা, হিম ও রৌদ্র পরাজয় করিয়া বীরোচিত সুখে নিরত রহিয়াছেন। তাঁহারা ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করিয়া বীরোচিত সুখসম্ভোগে সন্তুষ্ট আছেন; সেই মহাবলপরাক্রান্ত মহোৎসাহসম্পন্ন বীরগণ কদাচ অল্পে সন্তুষ্ট হয়েন না[3], বীর ব্যক্তিরা হয় অতিশয় ক্লেশ, না হয়, অত্যুৎকৃষ্ট সুখসম্ভোগ করিয়া থাকে, আর ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ মধ্যবিত্তাবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু উহা দুঃখের আকর; রাজ্যলাভ বা বনবাস সুখের নিদান।

পাণ্ডবগণ সাতিশয় ধীর, তন্নিমিত্তই তাঁহারা মধ্যবিত্তাবস্থায় পরিতুষ্ট হয়েন নাই। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা কৃষ্ণা-সমভিব্যাহারে আপনাকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাদের কুশলবার্ত্তা নিবেদন করিয়া অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আপনি অচিরাৎ তাঁহাদিগকে শত্রু-বিনাশ করিয়া সকল লোকের আধিপত্য ও অতুল সম্পত্তি সম্ভোগ করিতে দেখিবেন।"

তনয়শোকসন্তপ্তা কুন্তী কৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ আশ্বাসিত হইয়া অজ্ঞানজ তম সংবরণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে মধুসূদন! তুমি যাহা যাহা পাণ্ডবগণের হিতকর বোধ করিবে, ধর্ম্মের অব্যাঘাতে অকপটে তৎসমুদয় বিষয়ের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হইবে। হে কৃষ্ণ! আমি ব্যবস্থা, মিত্র, বুদ্ধি ও বিক্রম বিষয়ে তোমার প্রভাব বিলক্ষণ অবগত আছি, তুমি আমাদের কুলে ধর্ম্মস্বরূপ, সত্যস্বরূপ ও তপঃস্বরূপ; তুমিই মহান্; তুমি পাণ্ডবগণের ত্রাতা; তুমিই ব্রহ্ম; তোমাতে সমুদয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; তুমি যাহা যাহা কহিলে, তৎসমুদয়ই সত্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

অনন্তর মহাত্মা গোবিন্দ কুন্তীকে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া দুর্য্যোধন-ভবনাভিমুখে গমন করিলেন।

নবতিতম অধ্যায়

কৃষ্ণের দুর্য্যোধনগৃহে গমন—আতিথ্যে প্রত্যাখ্যান

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভূপাল! মহাত্মা গোবিন্দ এইরূপে স্বীয় পিতৃষসাকে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া অসামান্য শ্রীসম্পন্ন, পুরন্দর[1]গৃহসদৃশ, বিচিত্রাসনযুক্ত দুর্য্যোধনের গৃহে গমন করিলেন। তিনি দ্বারবান কর্ত্তৃক অনিবারিত[2] হইয়া ক্রমে ক্রমে তিন কক্ষা[3] অতিক্রমপূর্ব্বক গিরিশৃঙ্গের ন্যায় সমুন্নত সুধাধবল[4] পরম-শোভাসম্পন্ন প্রাসাদে আরোহণ করিলেন এবং দেখিলেন, মহাবাহু দুর্য্যোধন বহুল ভূপাল ও কৌরবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মহার্হ[5] আসনে উপবিষ্ট আছেন; দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি তাঁহার সমীপে অত্যুৎকৃষ্ট আসনে সমাসীন রহিয়াছেন। মহাযশাঃ ধৃতরাষ্ট্রতনয় গোবিন্দকে অবলোকন করিবামাত্র অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। বৃষ্ণিবংশাবতংস বাসুদেব এইরূপে দুর্য্যোধনের সহিত মিলিত হইয়া পরিশেষে বয়ঃক্রমানুসারে ভূপালগণের সহিত আলাপ করিয়া বিবিধ আস্তরণে আস্তীর্ণ[6] জাম্বুনদ[7]ময় পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট হইলেন। দুর্য্যোধন তাঁহাকে গো, মধুপর্ক, জল, গৃহ ও রাজ্য সমর্পণ করিলে অন্যান্য কৌরবগণ তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ করিলে তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন দুর্য্যোধন কর্ণের সমক্ষে শঠতাপূর্ণহৃদয়ে মৃদুবাক্যে বাসুদেবকে কহিলেন, "হে জনার্দ্দন!

১। পিসি। ২। দৈবাৎ সংঘটিত। ৩। উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

১। ইন্দ্র। ২। অনিষিদ্ধ। ৩। প্রকোষ্ঠ—মহল। ৪। শুভ্র। ৫। অতি মূল্যবান। ৬। পাতকি দিয়া ঢাকা। ৭। স্বর্ণ।

এই সমুদয় অন্ন, পান, বসন ও শয়ন আপনার নিমিত্তই আনীত হইয়াছে; আপনি কি নিমিত্ত ইহা গ্রহণ করিতেছেন না? আপনি আমাদের উভয় পক্ষের সাহায্যকারী ও হিতানুষ্ঠানপরায়ণ এবং আমার পিতার আত্মীয় ও দয়িত[1]। আপনি ধর্ম্মার্থের তত্ত্ব যথার্থরূপে অবগত আছেন, অতএব আপনার নিকট উক্ত বিষয়ের কারণ অবগত হইতে ইচ্ছা করি।"

আতিথ্য-প্রত্যাখ্যানের কারণ প্রদর্শন

মহামতি গোবিন্দ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহার বিপুল বাহু গ্রহণ করিয়া মেঘগম্ভীর নিঃস্বনে স্পষ্টাক্ষর অর্থপূর্ণ হেতুগর্ভ[2] বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "হে দুর্য্যোধন! দূতগণ কার্য্যসমাধানান্তেই ভোজন ও পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন; অতএব আমি কৃতকার্য্য হইলেই আপনার পূজা গ্রহণ করিব।"

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে মধুসূদন! আমাদিগের প্রতি এরূপ অনুচিত বাক্য প্রয়োগ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আপনি কৃতার্থই হউন অথবা অকৃতার্থই হউন, আমরা আপনাকে পূজা করিতে যত্ন করিব; কিন্তু আপনার পূজা করা আমাদের সাধ্য নহে। যাহা হউক, আমরা প্রীতিপূর্ব্বক পূজা করিলেও আপনি যে কি নিমিত্ত উহা গ্রহণ করেন না, ইহার যথার্থ কারণ কিছুই জানিতে পারিতেছি না। আপনার সহিত আমাদের বৈর[3] বা বিগ্রহ[4] নাই; অতএব ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা আপনার একান্ত অনুচিত।"

তখন বাসুদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া দুর্য্যোধনের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে কৌরব! আমি কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, অর্থ, কপটতা বা লোভনিবন্ধন কদাচ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি না। লোকে হয় প্রীতিপূর্ব্বক অথবা বিপন্ন হইয়া অন্যের অন্ন ভোজন করে; আপনি প্রীতিসহকারে আমাকে ভোজন করাইতে বাসনা করেন নাই, আমিও বিপদ-গ্রস্ত হই নাই, তবে কি নিমিত্ত আপনার অন্ন ভোজন করিব? আপনি অকারণে প্রিয়ানুবর্ত্তী সর্ব্বঃ গুণসম্পন্ন সোদরকল্প পাণ্ডবগণের দ্বেষ করিয়া থাকেন, উহা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। পাণ্ডবগণ ধর্ম্ম-পথাবলম্বী; কাহার সাধ্য তাঁহাদিগকে কোন কথা কহে? যে ব্যক্তি পাণ্ডবগণের দ্বেষ করে, সে আমারও দ্বেষ্টা, আর যে ব্যক্তি তাঁহাদের অনুগত, সে আমারও অনুগত। ফলতঃ আমি পাণ্ডবগণ হইতে ভিন্ন নহি। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ বা মোহের বশবর্ত্তী হইয়া লোকের সহিত বিরোধ করিতে বাসনা করে ও গুণ-বানের দ্বেষ করে, সে নরাধম। যে ব্যক্তি কল্যাণকর গুণসম্পন্ন জ্ঞাতিগণকে অকারণে দুষ্ট[1] জ্ঞান ও তাহা-দের ধন অপহরণ করিতে ইচ্ছা করে, সেই অজিতাত্মা দুরাচার কখনই চিরসঞ্চিত সম্পত্তি সম্ভোগ করিতে পারে না, আর গুণসম্পন্ন ব্যক্তি আপনার অপ্রিয় হইলেও যে তাঁহাকে প্রিয়াচরণ দ্বারা বশীভূত করে, সে চিরকাল যশস্বী হইয়া থাকে। যাহা হউক, এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আপনি কোন দুরভি-সন্ধি করিয়া আমাকে ভোজন করিতে অনুরোধ করিতেছেন; অতএব আমি কখনই আপনার এই সকল ভক্ষ্য-সামগ্রী ভোজন করিব না; কেবল বিদুরের ভবনে ভোজন করাই আমার শ্রেয়ঃ বোধ হইতেছে।"

বিদুরগৃহে কৃষ্ণের অন্নভোজন

মহাবাহু বাসুদেব অমর্ষসম্পন্ন[2] দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া তাঁহার নিকেতন হইতে নির্গত হইয়া মহাত্মা বিদুরের ভবনে গমন করিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বাহ্লীক ও অনেকানেক কৌরবগণ বিদুরভবনে তাঁহার সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে আপনাদিগের ভবনে গমন করিতে অনুরোধ করিলে তিনি কহিলেন, "হে মহাত্মগণ! আপনারা স্ব স্ব নিকেতনে গমন করুন; আমি আপনাদের সমুদয় পূজা প্রাপ্ত হইয়াছি।"

এইরূপে কৌরবগণ ভগবান্ বাসুদেবের নিয়োগা-নুসারে স্ব স্ব ভবনে প্রতিগমন করিলে মহাত্মা বিদুর পরম যত্নসহকারে সর্ব্বোপকরণ দ্বারা কৃষ্ণকে পূজা করিয়া অতি পবিত্র বিবিধ সুমিষ্ট অন্ন ও পানীয় প্রদান করিলেন। মহাত্মা মধুসূদন সেই বিদুরপ্রদত্ত অন্নপান দ্বারা সর্ব্বাগ্রে বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া বহুবিধ ধনসম্পত্তি প্রদানপূর্ব্বক পরিশেষে সুরগণ-সমবেত বাসবের ন্যায় অনুযায়ি[3]গণ-সমভিব্যাহারে সেই ব্রাহ্মণগণের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিলেন।

১। প্রিয়। ২। যুক্তিপূর্ণ। ৩। শত্রুতা। ৪। কলহ।

১। দুষ্টঅভিপ্রায়সম্পন্ন। ২। ঈর্ষাপরায়ণ। ৩। সহচর।

একনবতিতম অধ্যায়

সন্ধির ব্যর্থতাশঙ্কায় তৎপ্রস্তাবে বিদুরের নিষেধ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণের ভোজন সমাধান হইলে পর মহাত্মা বিদুর রজনীযোগে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "হে মধুসূদন! আপনার কৌরব-রাজ্যে আগমন করা অনুচিত হইয়াছে। দুরাত্মা দুর্য্যোধন ধর্ম্মার্থবিবর্জ্জিত, কামক্রোধপরায়ণ, মান-নাশক, মানাভিলাষী, মূঢ়, বুদ্ধিহীন, অজিতেন্দ্রিয়, পাণ্ডিত্যাভিমানী, মিত্রদ্রোহী[১], অকৃতজ্ঞ, ধর্ম্মহীন, মিথ্যাপ্রিয়, স্বেচ্ছাচারী ও কর্ত্তব্য-বিষয়ে অকৃত-নিশ্চয়[২]। ঐ দুরাত্মা বৃদ্ধগণের ও ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসন পালন করে না। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আপনার বাক্য শ্রেয়স্কর হইলেও ঐ দুরাত্মা কখন উহাতে সম্মত হইবে না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা ও জয়দ্রথ ইঁহারা দুর্য্যোধনের নিকট হইতে জীবিকা লাভ করিয়া থাকেন; সুতরাং শান্তিপক্ষে[৩] কদাপি সম্মত হইবেন না। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ও কর্ণ মনে মনে স্থির করিয়াছেন যে, পাণ্ডবগণ ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতিকে কদাপি আক্রমণ করিতে পারিবেন না। অল্পবুদ্ধি অবিচক্ষণ দুর্য্যোধন কতকগুলি মানব সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ স্থির করিয়াছে। তাহার দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, কর্ণ একাকী সমুদয় শত্রুগণকে পরাজয় করিতে পারিবেন; অতএব দুর্য্যোধন কদাপি শান্তিপথ অবলম্বন করিবে না। সমুদায় ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ পাণ্ডবদিগকে যথোচিত অংশ প্রদান করিবে না বলিয়া স্থির করিয়াছে; সুতরাং আপনি কৌরব ও পাণ্ডবগণের সৌভ্রাত্র[৪]সংস্থাপন-বাসনায় যে সকল কথা কহিবেন, তৎসমুদায় বৃথা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হে জনার্দ্দন! যেমন গায়ক ব্যক্তি বধিরের[৫] নিকট গান করে না, তদ্রূপ যাহার নিকট সদ্বাক্য ও অসদ্বাক্য উভয়ই সমান, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কোনক্রমে তাহার নিকট কোন কথা কহেন না। যেমন চণ্ডালকে উপদেশ প্রদান করা ব্রাহ্মণের অকর্ত্তব্য, তদ্রূপ সেই মর্য্যাদাবিহীন অজ্ঞ মূঢ় ব্যক্তিগণকে সদুপদেশ প্রদান করা আপনার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। দুর্য্যোধন স্বভাবতঃ মূঢ়; বিশেষতঃ এক্ষণে বহুতর সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে, অতএব কখনই আপনার বাক্য শ্রবণ করিবে না। একত্র সমুপবিষ্ট পাপাত্মা দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন প্রভৃতি অশিষ্টগণের মধ্যে আপনার গমন করা ও তাহাদের ইচ্ছার বিপরীত বাক্য প্রয়োগ করা আমার মতে শ্রেয়স্কর নহে। দুরাত্মা দুর্য্যোধন একে কখন বৃদ্ধগণের উপদেশ গ্রহণ করে নাই, তাহাতে আবার নিতান্ত ক্রোধপরায়ণ, ধনমদে মত্ত ও নিতান্ত গর্ব্বিত, সে কখনই আপনার শ্রেয়স্কর বাক্য গ্রহণ করিবে না। সে প্রবল সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে ও আপনার উপর তাহার মহতী শঙ্কা আছে; এ নিমিত্ত সে কখনই আপনার বাক্য রক্ষা করিবে না। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ স্থির করিয়াছে যে, সুররাজ ইন্দ্র সমুদয় অমরগণ সমভিব্যাহারেও তাহাদের সৈন্যকে পরাজয় করিতে পারিবেন না। অতএব আপনার বাক্য সন্ধিস্থাপনে সমর্থ হইলেও সেই ক্রোধনস্বভাব কামপরবশ কৌরবগণের নিকট কার্য্যসাধনে অসমর্থ হইবে।

হে জনার্দ্দন! দুরাত্মা দুর্য্যোধন প্রভৃত হস্তি-অশ্ব-রথসম্পন্ন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নির্ভয়-চিত্তে সমুদয় পৃথিবী আপনার বশীভূত ও রাজ্য শত্রুশূন্য হইয়াছে বলিয়া বোধ করিতেছে, অতএব সে কখনই শান্তি-সংস্থাপনে সম্মত হইবে না। এই পৃথিবী বিপর্য্যস্ত হইয়াছে[১]; কালগ্রাসে পতনোন্মুখ ভূপতিগণ ও অন্যান্য যোদ্ধারা দুর্য্যোধনের নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করিতে চতুর্দ্দিক্ হইতে আগমন করিয়াছে। হে কৃষ্ণ! যে সকল ভূপতি পূর্ব্বে আপনার সহিত কৃতবৈর[২] ও আপনার প্রভাবে হৃতসার[৩] হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা আপনার ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। যোদ্ধৃগণ দুর্য্যোধন সমভিব্যাহারে প্রাণপণে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সন্ধি-স্থাপনের কথা উত্থাপন করা আমার মত নয়। হে মধুসূদন! আমি আপনার প্রভাব, পৌরুষ[৪] ও বুদ্ধি বিলক্ষণ অবগত আছি এবং দেবগণও আপনার প্রভাব সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন না যথার্থ বটে! তথাপি আপনি সেই দুষ্টচিত্ত শত্রুগণের সভায়

১। বন্ধুগণের বিদ্রোহকারী। ২। অব্যবস্থিতচিত্ত। ৩। সন্ধিতে। ৪। ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ। ৫। শ্রবণশক্তিহীন—কালা।

১। উপক্রান্ত হইতে বসিয়াছে। ২। শত্রুতাবাপন্ন। ৩। হৃত-সর্ব্বস্ব—সর্ব্বস্বহারা। ৪। পুরুষত্ব—বল বীর্য্য।

প্রবেশ করিবেন, ইহা আমার অভিপ্রেত নয়। পাণ্ডবগণের প্রতি আমার যেরূপ প্রীতি, আপনার উপর তদপেক্ষা অধিক। হে পুরুষোত্তম! আপনার দর্শনে আমি যেরূপ প্রীত হইয়াছি, তাহা আপনাকে আর কি বলিব; আপনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা।"

দ্বিনবতিতম অধ্যায়

কৃষ্ণের স্বীয় কর্ত্তব্য জ্ঞাপন

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে বিদুর! মহাপ্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা যেরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, বিচক্ষণেরা যেরূপ কহিয়া থাকেন এবং মৎসদৃশ সুহৃদের প্রতি ভবাদৃশ [১] ব্যক্তির যেরূপ ধর্ম্মার্থযুক্ত সত্যবাক্য প্রয়োগ করা উচিত, আপনি তদনুরূপ কথা কহিয়াছেন। আপনি আমাকে যাহা যাহা কহিয়াছেন, তৎসমুদয়ই যথার্থ; কিন্তু আমি যে অভিপ্রায়ে এ স্থানে আগমন করিয়াছি, অবহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ করুন। আমি দুর্য্যোধনের দৌরাত্ম্য ও ক্ষত্রিয়গণের শত্রুতা অবগত হইয়াই এখানে আগমন করিয়াছি। হে বিদুর! যিনি অশ্বকুঞ্জররথসমবেত[২] বিপর্য্যস্ত সমুদয় পৃথিবী মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহার উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভ হয়। আমি স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, মনুষ্য যথাসাধ্য ধর্ম্মকর্ম্মসাধনে সচেষ্ট হইয়া যদি তাহা সম্পাদন করিতে না পারে, তথাপি তাহার সেই কার্য্যসাধনানুরূপ ফলপ্রাপ্তি হয়। কিন্তু কেবল মনে মনে পাপকর্ম্মানুষ্ঠানের বাসনা করিয়া যদি তাহার অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য না হয়, তাহা হইলে সেই পাপানুষ্ঠানের ফলভোগ করিতে হয় না। দেখুন, কর্ণ ও দুর্য্যোধনের অপরাধে কুরুকুলে ঘোরতর আপদ্ সমুপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে যাহাতে সংগ্রামে বিনাশোন্মুখ[৩] কৌরব ও সৃঞ্জয়গণের শান্তি হয়, তৎসম্পাদনে আমি যথাসাধ্য যত্ন করিব।

হে বিদুর! যে ব্যক্তি ব্যসনগ্রস্ত বান্ধবকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্নবান্ না হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে নৃশংস বলিয়া কীর্ত্তন করেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মিত্রের কেশ পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া তাহাকে অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পাইবেন; যদি সে তাহাতে নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি কখনই লোকসমাজে নিন্দনীয় হইবেন না। আমি ধার্ত্তরাষ্ট্র, পাণ্ডব ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের হিতার্থ যে সমুদয় কথা কহিব, তৎসমুদয় গ্রহণ করা দুর্য্যোধনের অবশ্য কর্ত্তব্য, যদি তিনি আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও আমার প্রতি শঙ্কা[১] করেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই; প্রত্যুত আত্মীয়কে সদুপদেশ-প্রদান-নিবন্ধন পরম সন্তোষ ও আনৃণ্যলাভ[২] হইবে। যে ব্যক্তি জ্ঞাতিভেদ[৩] সময়ে মিত্রকে সৎপরামর্শ প্রদান না করে, সে ব্যক্তি তখন আত্মীয় নহে। হে বিদুর! আমি কুরু-পাণ্ডবগণের শান্তির নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য না হইলেও অধার্ম্মিক মূঢ়গণ বা আত্মীয়গণ কখনই বলিতে পারিবে না যে, কৃষ্ণ সমর্থ হইয়াও ক্রোধবিমূঢ়[৪] কুরু-পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিল না! আমি উভয় পক্ষের অর্থসাধন করিবার নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছি; অতএব উভয় পক্ষেরই অর্থসাধনে প্রাণপণে যত্ন করিয়া জনসমাজে অনিন্দনীয় হইব। যদি দুর্য্যোধন বালস্বভাবপ্রযুক্ত আমার ধর্ম্মার্থযুক্ত হিতকর বাক্য গ্রহণ না করেন, তবে তাঁহার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে।

হে মহাত্মন্! আমি যদি পাণ্ডবগণের অর্থের অবিঘাতে কৌরবগণের[৫] সহিত তাঁহাদের সন্ধিসংস্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলে আমার পুণ্যলাভ ও কৌরবগণের মৃত্যুপাশ হইতে মুক্তি হয়। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ কি আমার ধর্ম্মার্থযুক্ত নির্দ্দোষ বাক্য শ্রবণ করিবে? আমি কুরুসভায় গমন করিলে কৌরবগণ কি আমার সম্মান করিবে? যাহা হউক, সিংহ যেমন অন্যান্য পশুগণকে অনায়াসে বিনাশ করিতে পারে, তদ্রূপ আমি সমুদয় কৌরবপক্ষীয় ভূপতিদিগকে অবলীলাক্রমে সংহার করিতে পারি।" যদুকুলপ্রদীপ বাসুদেব এই সকল কথা বলিয়া সুখস্পর্শ শয্যাতলে শয়ন করিলেন।

১। আপনার মত। ২। অশ্ব-গজ-রথ সমন্বিত। ৩। মরণে উন্মুখ।

১। সংশয়। ২। কর্ত্তব্য-উপদেশে স্বীয় দায়িত্ব ভার লাঘব। ৩। অনৈক্যবশতঃ বিবাদ। ৪। ক্রোধান্ধ। ৫। যাহাতে স্বার্থহানি না হয় এইরূপ ভাবে।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়

কৃষ্ণের কৌরবসভায় যাত্রা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ। কৃষ্ণ ও বিদুরের এইরূপ ধর্ম্মার্থযুক্ত বিচিত্র কথোপকথন হইতে হইতে সেই মঙ্গলদায়িনী বিচিত্র নক্ষত্রসম্পন্ন বিভাবরী[1] অতিবাহিত হইল। সুমধুর-স্বরসম্পন্ন বৈতালিকগণ[2] শঙ্খ-দুন্দুভি-নির্ঘোষ করিয়া কেশবকে প্রতিবোধিত করিতে লাগিল, তখন মহাত্মা বাসুদেব গাত্রোত্থান করিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য প্রাতঃকৃত্যসকল সম্পাদনপূর্ব্বক উদকক্রিয়া[3], জপ, হোম সমাপনান্তে অলঙ্কার পরিধান করিয়া নবোদিত আদিত্যের উপাসনা ও উত্তরসন্ধ্যার[4] আরাধনা করিতেছেন, এমন সময় দুর্য্যোধন ও শকুনি তাঁহার সমীপে আগমন করিয়া বলিলেন, "হে মধুসূদন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম প্রভৃতি অন্যান্য কৌরবগণ ও ভূপতি-সমুদয় সভায় সমুপস্থিত হইয়া আপনার গমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

মহাত্মা বাসুদেব সুমধুর সান্ত্ববাদ দ্বারা তাঁহা-দিগকে অভিনন্দন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে গো, হিরণ্য, বাস ও বিবিধ রত্ন প্রদান করিলেন। ঐ সময় সারথি দারুক তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দনা করিয়া কিঙ্কিণীজাল[5]জড়িত উৎকৃষ্ট অশ্বগণযোজিত বৃহৎ রথ আনয়ন করিল। মনস্বী বাসুদেব সেই নীরদনির্ঘোষ[6] সর্ব্বরত্নবিভূষিত স্যন্দন[7] সমুপস্থিত হইয়াছে জানিয়া অগ্নি ও ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ এবং কৌস্তুভমণি ধারণপূর্ব্বক কৌরব ও বৃষ্ণিগণ-সমভিব্যাহারে গমন করিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা বিদুর তাঁহার পশ্চাৎ সেই রথে উঠিলেন। পরে দুর্য্যোধন ও শকুনি অপর এক রথে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণের অনুগামী হইলেন। সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা ও অন্যান্য বৃষ্ণি-বংশীয়গণ কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ বা অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। তখন ঐ সমুদয় ক্ষত্রিয়গণের হেমোকরণ[8]সম্পন্ন মেঘগম্ভীরনিস্বন স্যন্দনসমুদয় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

১। রাত্রি। ২। যাহারা যথাকালে জাগাইয়া দেয়। ৩। সন্ধ্যা-তর্পণাদি। ৪। মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা। ৫। মাল্যাকারে গ্রথিত ক্ষুদ্র ঘণ্টাসমূহ। ৬। মেঘগম্ভীর শব্দযুক্ত। ৭। রথ। ৮। সোণার সাজ।

মহাত্মা মধুসূদন ক্রমে ক্রমে সংসিক্তরজ[1] রাজ-পথে সমুপস্থিত হইলেন। তখন শঙ্খ, দুন্দুভি প্রভৃতি বহুবিধ বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল। সিংহসদৃশ বিক্রমশালী অরাতিনিপাতন বীরপুরুষ-গণ তাঁহার রথের চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগি-লেন। অদ্ভুত বিচিত্র বসনবিভূষিত, অসি, প্রাস[2] প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রধারী, সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার অনুগামী হইল। সহস্র সহস্র গজ ও রথ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। কৌরব-পুরবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই রাজপথস্থিত কৃষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইল। কামিনীগণ গৃহবেদিকার[3] উপরিভাগে দণ্ডায়মান হইয়া কৃষ্ণকে দর্শন করাতে বোধ হইল যেন, ভুবনসমুদয় উহাদিগের ভরে প্রচলিত হইতেছে।

তখন মহাত্মা দেবকীনন্দন কৌরবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাহাদের মধুরবাক্যশ্রবণ, তাঁহাদিগকে যথোচিত প্রতিসংকার[4] ও চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার অনুযায়িগণ সভায় গমন করিয়া শঙ্খ ও বেণুর ধ্বনিতে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিল। সমুদয় সভা কৃষ্ণাগমনজনিত হর্ষে কম্পিত[5] হইতে লাগিল। মহাত্মা মধুসূদন ক্রমে ক্রমে সভামণ্ডপের সমীপবর্ত্তী হইলে তত্রস্থ ভূপালগণ তাঁহার মেঘ-নির্ঘোষসদৃশ[6] রথশব্দ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন।

কৃষ্ণের কুরুসভায় প্রবেশ

অনন্তর সাত্বতকুলতিলক কৃষ্ণ সভাদ্বারে সমু-পস্থিত হইয়া সেই কৈলাসশিখরসদৃশ স্যন্দন হইতে অবতরণপূর্ব্বক বিদুর ও সাত্যকির হস্ত ধারণ করিয়া রূপপ্রভাবে কৌরবগণকে প্রচ্ছাদিত[7] করিয়া নবজলধরবর্ণ[8] তেজঃপ্রজ্বলিত মহেন্দ্রসভা-সদৃশ[9] কৌরবসভায় প্রবেশ করিলেন। কর্ণ ও দুর্য্যোধন তাঁহার অগ্রে এবং কৃতবর্ম্মা ও বৃষ্ণিগণ তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গমন করিতে লাগিলেন।

১। জল দ্বারা অপসারিতধূলি। ২। ক্ষেপণীয় অস্ত্র—বর্শা। ৩। রোয়াক। ৪। সংকার স্বীকারপূর্ব্বক সংকারকারীর প্রতি সংকারপ্রয়োগ। ৫। চাঞ্চল্যযুক্ত। ৬। মেঘধ্বনি তুল্য। ৭। হীন-প্রভ। ৮। নব-মেঘসম বর্ণ। ৯। ইন্দ্রসভা তুল্য।

বৃষ্ণিবংশাবতংস বাসুদেব সভামণ্ডপে প্রবেশ করিবামাত্র মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মদ্রোণাদি-সমভিব্যাহারে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র গাত্রোত্থান করাতে তত্রস্থ সহস্র সহস্র ভূপতিগণ আসন হইতে সমুত্থিত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্রের শাসনানুসারে ঐ সভামধ্যে কৃষ্ণের নিমিত্ত সুবর্ণময় অতি পরিস্কৃত মহার্ঘ্য এক আসন সন্নিবেশিত ছিল। বাসুদেব হাস্যমুখে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য ভূপতিগণকে বয়ঃক্রমানুসারে অভ্যর্থনা করিলেন। সমস্ত ভূপতিগণ ও কৌরব-সমুদয় সভাগত জনার্দ্দনকে অর্চ্চনা করিলেন।

মহাত্মা মধুসূদন সেই ভূপতিগণমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া অন্তরীক্ষস্থ নারদ প্রভৃতি ঋষিগণকে অবলোকন করিয়া ভীষ্মকে কহিলেন, "হে শান্তনুতনয়। দেখুন, ঐ নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণ সভা অবলোকন করিবার নিমিত্ত মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়াছেন। উঁহাদিগকে যথাযোগ্য আসন প্রদানপূর্ব্বক সৎকার করুন। উঁহারা আসন পরিগ্রহ না করিলে কেহই উপবেশন করিতে পারিবেন না; অতএব শীঘ্র উঁহাদিগের পূজা করুন।"

তখন কৌরববংশাবতংস শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ঋষিগণকে সভাদ্বারে সমুপস্থিত দেখিয়া সত্বরে ভৃত্যগণকে আসন আনয়নে আদেশ করিলেন। ভৃত্যগণ তৎক্ষণাৎ মণিকাঞ্চনখচিত[১] বিপুল আসন সকল সমানীত করিল। মহর্ষিগণ সেই সমুদয় আসনে উপবিষ্ট হইলে পর মহাত্মা কৃষ্ণ ও অন্যান্য ভূপতিরা স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিলেন। দুঃশাসন সাত্যকিকে ও বিবিংশতি কৃতবর্ম্মাকে উৎকৃষ্ট কাঞ্চনময় আসন প্রদান করিলেন। অমর্ষপরায়ণ কর্ণ ও দুর্য্যোধন কৃষ্ণের অনতিদূরে একাসনে উপবিষ্ট হইলেন। গান্ধাররাজ শকুনি গান্ধারগণ কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত[২] হইয়া পুত্র সমভিব্যাহারে একাসনে উপবেশন করিলেন। মহামতি বিদুর কৃষ্ণের আসন স্পর্শ করিয়া শুক্লাজিনসংস্তীর্ণ[৩] মণিময় আসনে উপবিষ্ট হইলেন। যেমন বারংবার অমৃত পান করিলে তৃপ্তিলাভ[৪] হয় না, তদ্রূপ ভূপতিগণ বহুক্ষণ কৃষ্ণকে অবলোকন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। অতসী[১]কুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ পীতবসন জনার্দ্দন সুবর্ণমণ্ডিত নীলকান্তমণির ন্যায় সভামধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ সভার সমুদয় সভ্যগণ একমনে অনিমিষ-নয়নে নারায়ণকে নিরীক্ষণ করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

১। স্বর্ণময় সন্নিবেশিত। ২। চারিদিকে রক্ষিগণ দ্বারা রক্ষিত। ৩। শ্বেতবর্ণের মৃগচর্ম্মে মণ্ডিত। ৪। তৃপ্তির শেষ।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়

কৃষ্ণকর্ত্তৃক সন্ধিপ্রস্তাব উত্থাপন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে সমুদয় সভ্যগণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া উপবিষ্ট রহিলে, মহাত্মা মধুসূদন বর্ষাকালীন সজল জলদ-গম্ভীর-নিস্বনে[২] সভামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে অবলোকনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে ভরতবংশাবতংস! আমার মানস যে, কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে পরস্পর সন্ধিস্থাপন হয়; বীরপুরুষগণের বিনাশ না হয়। আমি ইহাই প্রার্থনা করিতে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আপনাকে অন্য কিছু হিতোপদেশ প্রদান করিবার আবশ্যকতা নাই; যাহা জ্ঞাতব্য, আপনি তৎসমুদয় অবগত হইয়াছেন। হে রাজন্! আপনাদিগের কুল, বিদ্যা, সদাচার প্রভৃতি গুণসম্পন্ন ও অন্যান্য সমুদয় ভূপতিগণের কুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দয়া, অনৃশংসতা[৩], সরলতা, ক্ষমা ও সত্য কুরুকুলে বিশেষরূপ বর্ত্তমান আছে। অতএব এই কুলে, বিশেষতঃ আপনা হইতে অযুক্ত[৪] কার্য্য সমুৎপন্ন[৫] হওয়া নিতান্ত অনুচিত। আপনি কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ ও শাসনকর্ত্তা থাকিতে কৌরবগণ গোপনে ও প্রকাশ্যে অনৃত[৬] ব্যবহার করিতেছে। দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণ নিতান্ত অশিষ্ট, মর্য্যাদানাশক ও লোভপরতন্ত্র। উহারা ধর্ম্মার্থের উপর দৃষ্টিপাত না করিয়া স্বীয় বন্ধুগণের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিতেছে।

দেখুন, এক্ষণে কুরুকুলে এই ঘোরতর আপদ্ সমুত্থিত হইয়াছে; যদি আপনি ইহাতে উপেক্ষা

১। অতসীকুসুম দুই রকমের হয়—পীত ও কৃষ্ণ। ২। মেঘধ্বনির ন্যায় উচ্চ শব্দে। ৩। নির্দ্দয়তা। ৪। অশোভন—অবাঞ্ছিত। ৫। আচরিত। ৬। মিথ্যা।

করেন, তাহা হইলে ইহা পরিশেষে সমুদয় পৃথিবী বিনষ্ট করিবে। হে মহারাজ! আপনি মনে করিলেই এই আপদ্ বিনাশ করিতে পারেন; বোধ হয়, উভয় পক্ষের শান্তি হওয়া নিতান্ত দুষ্কর নহে। কুরুপাণ্ডবগণের শান্তি আপনার ও আমার অধীন। আপনি আপনার পুত্রগণকে শান্ত করুন, আমি পাণ্ডবগণকে নিরস্ত[1] করিব। আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করা আপনার পুত্রগণের অবশ্য কর্ত্তব্য, আপনার শাসনে থাকিলে তাহাদের[2] যথেষ্ট শ্রেয়োলাভ হইবার সম্ভাবনা। আপনি শান্তি সংস্থাপন করিলে কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই হিত হইবে; অতএব বৈর[3] নিষ্ফল বিবেচনা করিয়া শান্তি-সংস্থাপনে যত্নবান্ হউন; প্রাণপণে যত্ন করিলেও পাণ্ডবগণকে পরাজয় করা অসাধ্য। হে রাজন্! কৌরবগণ আপনার সহায় আছে, এক্ষণে পাণ্ডবগণকে সহায় করিয়া স্বচ্ছন্দে ধর্ম্মার্থ-চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া থাকুন। আপনি পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে ভূপতিগণের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও দেবগণ-সমভিব্যাহারে আপনার প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না।

দেখুন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, বিবিংশতি, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, সৈন্ধব, কলিঙ্গ, কাম্বোজ, সুদক্ষিণ, যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, ধনঞ্জয়, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও মহারথ যুযুৎসু, এই সমুদয় মহাবীরগণের সহিত কোন্ যোদ্ধা যুদ্ধ করিতে সাহসী হইবে? অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আপনি কৌরব ও পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইলে অনায়াসে সমুদয় লোকের অধীশ্বরত্ব ও শত্রুগণের অজেয়ত্ব[4] লাভ করিতে পারিবেন। কি সমকক্ষ, কি আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সকল ভূপতিই আপনার সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিবেন। তখন আপনি পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, পিতা ও সুহৃদ্গণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সমুদয় পৃথিবী ভোগ করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিবেন। আপনি স্বীয় পুত্রগণ ও পাণ্ডবগণের প্রভাবে অনায়াসে অন্যান্য শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া পুত্র ও অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের উপার্জ্জিত ভূমি ভোগ করিতে পারিবেন।

হে মহারাজ! সংগ্রাম মহাক্ষয়ের হেতু। দেখুন, কৌরব ও পাণ্ডব এই উভয় পক্ষের কোন পক্ষ বিনষ্ট হইলেই আপনার যথেষ্ট হানি হইবে; পাণ্ডবগণ বা কৌরবগণ সংগ্রামে নিহত হইলে আপনার কি সুখোদয় হইবে? পাণ্ডবগণ সকলেই শূর, কৃতাস্ত্র ও যুদ্ধাভিলাষী, তাঁহারাও আপনার আত্মীয়; অতএব আপনি তাঁহাদিগকে এই ভাবী বিপদ্ হইতে রক্ষা করুন। আমাদিগকে যেন সমুদয় কৌরব ও পাণ্ডবগণকে সমরে ক্ষীণ ও রথিগণকে রথিগণ কর্ত্তৃক নিহত দেখিতে না হয়। ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত ভূপালেরা ক্রুদ্ধ হইয়া সমবেত হইয়াছেন; তাঁহাদের ক্রোধে সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! আপনি প্রজাগণকে রক্ষা করুন; উহারা যেন বিনষ্ট না হয়। আপনি প্রকৃতিস্থ হইলেই ইহাদের পরস্পর বিবাদ-ভঞ্জন হইবে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া পবিত্রকুলসম্ভূত বদান্য অতি যশস্বী লজ্জাপরবশ মহামান্য, পরস্পর মিত্রভাবসম্পন্ন কুরুপাণ্ডবগণকে এই মহদ্ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন। এই সকল ভূপতিগণ পরস্পর মিলিত হইয়া ক্রোধ ও বৈর পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্তম বসন ও মাল্য ধারণ করিয়া একত্র পান ও ভোজন করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করুন। পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের সহিত আপনার যেরূপ সৌহার্দ্দ্য ছিল, এক্ষণেও সেইরূপ হউক; আপনি সন্ধিস্থাপনে যত্ন করুন। পাণ্ডবেরা বাল্যাবধি পিতৃহীন হইয়া আপনা কর্ত্তৃক পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন; অতএব এক্ষণে তাহাদিগের এবং স্বীয় পুত্রগণকে যথাবিধি প্রতিপালন করুন। পাণ্ডবগণ সকল সময়ে বিশেষতঃ আপৎকালে আপনারই রক্ষণীয়; অতএব আপনি তাহার বিপরীতানুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মার্থ নাশ করিবেন না।

হে মহারাজ! পাণ্ডবেরা আপনাকে অভিবাদন-পূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া কহিয়াছেন যে, 'আমরা আপনাকে পিতা জ্ঞান করিয়া আপনার আদেশানু-সারে দ্বাদশ বৎসর বনে বাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিয়া নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করিয়াছি। এই ব্রাহ্মণগণ জানেন যে, আমরা প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছি। অতএব এক্ষণে যাহাতে আমরা স্বীয় রাজ্যাংশ লাভ করিতে পারি, এরূপ করুন। আপনি ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ, আমরা আপনাকে

১। নিবারিত। ২। কৌরবগণের। ৩। শত্রুতা।
৪। অপরাজয়নীয়তা।

গুরুর স্থায় জ্ঞান করিয়া অশেষ প্রকার ক্লেশ সহ্ছ করিয়া আছি; অতএব এক্ষণে মাতা-পিতার স্থায় আমাদিগকে এই বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে রাজন্! শিষ্যের গুরুর প্রতি যাদৃশ ব্যবহার করা উচিত, আমরা আপনার প্রতি সেইরূপ করিতেছি, আপনি আমাদিগের প্রতি গুরুর স্থায় ব্যবহার করুন। আমরা উৎপথগামী[1] হইলে আমাদিগকে সৎপথাবলম্বী করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব আপনি ধর্ম্ম-পথে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগকে সেই পথে আনীত করুন।'

পাণ্ডবগণ সভাসদ্‌গণকেও কহিয়াছেন যে, 'ধর্ম্মজ্ঞ সভ্যগণ সে স্থানে থাকিতে অন্যায় কার্য্য হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। যদি সভাসদ্‌গণের সমক্ষে অধর্ম্মপ্রভাবে ধর্ম্ম ও অসত্যপ্রভাবে সত্য বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহারা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যদি কোন সভামধ্যে ধর্ম্ম অধর্ম্মস্বরূপ শল্যে বিদ্ধ হয়, আর তত্রস্থ সভ্য সেই শল্য ছেদন না করেন, তাহা হইলে তাঁহারাই সেই শল্যে বিদ্ধ হয়েন। নদী যেমন তীরস্থ বৃক্ষসমুদয় ভগ্ন করে, তদ্রূপ ধর্ম্ম উক্তরূপ সভ্যগণকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন। যাঁহারা ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন, তাঁহারাই সত্য, ধর্ম্মানুগত ও স্থায্য বাক্য কহিয়া থাকেন।'

হে মহারাজ! আমি পাণ্ডবগণকে রাজ্য প্রদান-পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত সন্ধি করা ভিন্ন আপনাকে অন্য কিছু বলিতে পারি না; অথবা অত্রস্থ পারিষদ[2]-গণ এ বিষয়ে যাহা সঙ্গত হয়, বলুন। হে মহীপাল! যদি আমার বাক্য ধর্ম্মার্থসঙ্গত ও সত্য বলিয়া আপনার বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সমুদয় ভূপতিগণকে মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত করুন। হে ভরতকুলপ্রদীপ! এক্ষণে প্রশান্ত হউন, ক্রোধপরবশ হইবেন না; পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের পৈতৃক রাজ্যাংশ প্রদানপূর্ব্বক পুত্রগণ-সমভিব্যাহারে সুখস্বচ্ছন্দে বিবিধ ভোগ উপভোগ করুন। মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে সতত ধর্ম্মপথাবলম্বী বলিয়া জানিবেন। ঐ মহাপুরুষ আপনার ও আপনার পুত্রগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা আপনার অবিদিত নাই। আপনি তাঁহাকে দাহিত[3] ও নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন; তিনি তথাপি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আপনিই আপনার পুত্রগণের পরামর্শানুসারে তাঁহাকে ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে আদেশ করিয়াছিলেন; তিনি তদনুসারে তথায় বাস করিয়া স্বপ্রভাবে সমুদয় ভূপতিগণকে বশী-ভূত করিয়া আপনারই অধীন করিয়াছিলেন; আপনার মর্য্যাদা কখনই অতিক্রম করেন নাই। কিন্তু সুবলনন্দন শকুনি আপনার মতানুসারে কপট-যুদ্ধে তাঁহার রাজ্য ও ধনসম্পত্তি-সকল অপহরণ করিল। তিনি সেই অবস্থায় সভামধ্যে দ্রৌপদীর অবমাননা নিরীক্ষণ করিয়াও ক্ষাত্রধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইলেন না।

আমি এক্ষণে আপনাদের উভয় পক্ষের মঙ্গল-বাসনায় এই সকল কথা কহিতেছি, আপনি প্রজাগণকে ধর্ম্ম, অর্থ ও সুখভ্রষ্ট করিবেন না। আপনার পুত্রগণ অনর্থকে অর্থ ও অর্থকে অনর্থ বলিয়া জ্ঞান করিতেছে, আপনি তাহাদিগকে শাসন করুন। ফলতঃ পাণ্ডবগণ সন্ধি ও বিগ্রহ উভয়েই সম্মত আছেন; আপনার যাহা অভিরুচি হয়, করুন।"

তত্রস্থ সমস্ত পারিষদ মনে মনে কৃষ্ণের বাক্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু অগ্রে স্পষ্টাভিধানে[1] কেহই কিছু কহিতে পারিলেন না।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়

জামদগ্ন্যবর্ণিত নর-নারায়ণ-দম্ভোদ্ভব সংবাদ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেবের বাক্যাবসান হইলে পর, সভ্যগণ স্তব্ধ হইয়া রোমাঞ্চিত-কলেবরে চিন্তা করিতে লাগিলেন; কেহ কিছু প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে সমস্ত ভূমিপাল তূষ্ণীম্ভাব[2] অবলম্বন করিলে জামদগ্ন্য সকলের সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, "হে রাজন্! অগ্রে আমার সদৃষ্টান্ত বাক্য শ্রবণ করুন, পশ্চাৎ যাহা কল্যাণকর বোধ হয়, তাহা সমাধান করিবেন। শ্রবণ করিয়াছি, পূর্ব্বকালে দম্ভোদ্ভব নামে এক সম্রাট্ এই অখণ্ড ভূমণ্ডল অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সকলকে

১। অসৎ পথে প্রবর্ত্তিত। ২। সভাসদ। ৩। দুঃখানলে দগ্ধ।

১। স্পষ্টবাক্যে। ২। মৌন—নির্ব্বাক্ ভাব।
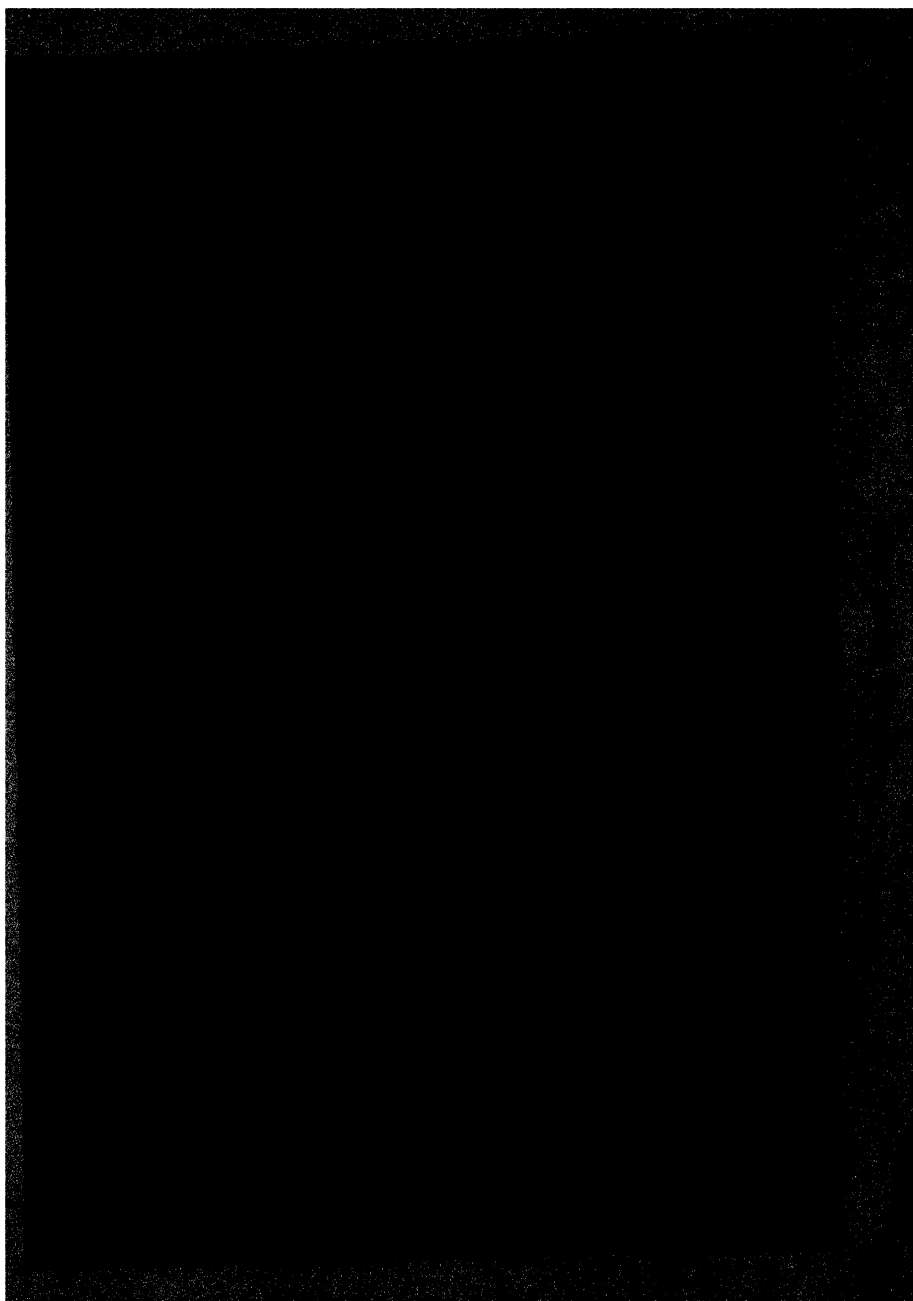
জিজ্ঞাসা করিতেন যে, কোন শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, কি ব্রাহ্মণ যুদ্ধে আমার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা আমার সমান যোদ্ধা বিদ্যমান আছেন? রাজা দম্ভোদ্ভব দম্ভোন্মত্ত[1] হইয়া অন্য কোন যোদ্ধার অনুসন্ধানার্থ ঐ কথা বলিতে বলিতে সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতেন। উদারস্বভাব বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ সেই শ্লাঘাপরায়ণ দম্ভকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছিলেন; তথাপি সেই গর্ব্বিত সৌভাগ্য-মত্ত মহীপাল দ্বিজগণকে বারংবার ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ জাতক্রোধ হইয়া সেই উদ্ধতস্বভাব রাজাকে কহিলেন, 'হে রাজন! যে দুই মহাপুরুষ সমরে অনেক বীরকে পরাজিত করিয়াছেন, আপনি কদাপি তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইবেন না।'

রাজা ব্রাহ্মণগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে দ্বিজগণ! সেই দুই বীর কোথায় অবস্থান করেন, কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের কর্ম্মই বা কি প্রকার?"

ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, "নরনাথ! আমরা শ্রবণ করিয়াছি, সেই দুই মহাপুরুষ নর ও নারায়ণ; তাঁহারা মনুষ্যলোকে আগমন করিয়াছেন, আপনি তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করুন। এক্ষণে তাঁহারা গন্ধমাদন পর্ব্বতে কোন অনির্দ্দেশ্য[2] তপস্যায় নিমগ্ন আছেন।"

১। দম্ভে উন্মত্ত। ২। অনির্ব্বচনীয়—অবর্ণনীয়।

দম্ভোদ্ভব সহ নর-নারায়ণের যুদ্ধ

অনন্তর সেই অপরাজিত নর ও নারায়ণ যে স্থানে তপস্যা করিতেছিলেন, অসহিষ্ণু[3]স্বভাব রাজা দম্ভোদ্ভব ষড়ঙ্গিণী[4] সেনা সংযোজনপূর্ব্বক সেই স্থানে গমন করিলেন। সেই বিষম ঘোর গন্ধমাদন-পর্ব্বতে অনুসন্ধান করিতে করিতে ক্ষুৎপিপাসায় অতিমাত্র কৃশ, বনবাসী, তপস্বী, শীর্ণকায়, শীতবাতাতপে[5] একান্ত ক্লান্ত নর ও নারায়ণকে অবলোকন করিলেন। অনন্তর তাঁহাদের সমীপবর্ত্তী হইয়া নমস্কার ও অনাময়[6] জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা ফল, মূল, আসন ও উদক[7] দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া কি কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে বলিয়া আমন্ত্রণ করিলেন।

৩। অধৈর্য্য। ৪। রথ, হস্তী, অশ্ব, পদাতি, শকট ও উষ্ট্রযুক্ত। ৫। শীত, বায়ু, রৌদ্র। ৬। কুশল। ৭। জল।

রাজা দম্ভোদ্ভব কহিলেন, 'হে বীরদ্বয়! আমি বাহুবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছি এবং সমস্ত শত্রুগণকে বিনষ্ট করিয়াছি; এক্ষণে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে এই পর্ব্বতপ্রদেশে আগমন করিয়াছি। আপনারা এই চিরাকাঙ্ক্ষিত[1] মনোরথ সফল করুন।'

নর-নারায়ণ কহিলেন, 'হে রাজন্! এই ক্রোধ-লোভ-বিবর্জ্জিত আশ্রমে শস্ত্রই বা কোথা, যুদ্ধই বা কোথা এবং কুটিলতাই বা কোথা? এই পৃথিবীতে অনেক ক্ষত্রিয় আছেন, তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ কর।'

নর ও নারায়ণ রাজা দম্ভোদ্ভবকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ ঐরূপ কহিতে লাগিলেন, তথাপি তিনি ক্ষান্ত না হইয়া যুদ্ধাভিলাষে তাপসদ্বয়কে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর নর এক মুষ্টি ইষিকা[2] গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'হে যুদ্ধকাম[3]! যুদ্ধ কর, সমুদয় অস্ত্র গ্রহণ কর এবং সেনা সংযোজিত কর; আমি তোমার সমরানুরাগ অপনীত করিব।'

দম্ভোদ্ভব কহিলেন, 'হে তাপস! যদি এই সকল অস্ত্রই আমাদিগের প্রতি নিক্ষেপ করা উপযুক্ত বোধ করিয়া থাকেন, নিক্ষেপ করুন। আমিও ইহা দ্বারা আপনার সহিত যুদ্ধ করিব, আমি যুদ্ধার্থী হইয়াই আগমন করিয়াছি।'

পরাজিত আশ্রয়প্রার্থী দম্ভের প্রতি অভয়দান

রাজা দম্ভোদ্ভব এই কথা কহিয়া সেই তাপসকে সংহার করিবার নিমিত্ত সসৈন্যে তাঁহার চতুর্দ্দিকে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন নিমিত্তবেধী[4] তপস্বী নর ইষিকা দ্বারা পরতনুচ্ছেদী[5] দম্ভোদ্ভবনিক্ষিপ্ত অতি ভীষণ অস্ত্র-সকল বিফল করিয়া তাঁহার প্রতি অপ্রতিসন্ধেয়[6] ঐষিক অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক অদ্ভুত ব্যাপার উপস্থিত করিলেন। তিনি মায়াপ্রভাবে ইষিকা সমূহ দ্বারা দম্ভোদ্ভবের সৈন্যগণের চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা বিকৃত করিলে দম্ভোদ্ভব আকাশমণ্ডল ইষিকাকীর্ণ[7] ও শ্বেতবর্ণ অবলোকন করিয়া 'আমার মঙ্গল করুন' বলিয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন।

১। দীর্ঘকালের অভিলষিত। ২। শরতৃণ। ৩। যুদ্ধাভিলাষিন্। ৪। প্রতিপক্ষের লক্ষ্যে বাধাপ্রদানকারী। ৫। বিপক্ষদেহচ্ছেদকারী। ৬। প্রতিকারের অযোগ্য। ৭। ইষিকায় পরিব্যাপ্ত।

তখন শরণার্থিগণের[১] শরণ্য ভগবান্ নর কহিলেন, 'হে নৃপশার্দ্দূল! অতঃপর ধর্ম্মাত্মা ও ব্রহ্মপরায়ণ হও; এমন কর্ম্ম পুনরায় করিও না। তোমার সদৃশ পুরুষ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া কদাচ মনে মনেও ঈদৃশ ব্যবহারে সঙ্কল্প করে না। তুমি গর্ব্বিত হইয়া কি দুর্ব্বল, কি বলবান্, কাহাকেও কখন আক্রমণ করিও না। এক্ষণে কৃতপ্রজ্ঞ[২], লোভহীন, নিরহঙ্কার, মহানুভব, দান্ত, ক্ষমাবান্ মৃদু ও সৌম্য হইয়া প্রজাগণকে প্রতিপালন কর। বলাবল অবগত না হইয়া আর কাহাকেও আক্রমণ করিও না। ফলতঃ, কদাপি এরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইও না। এক্ষণে অনুজ্ঞা করিতেছি, পরমসুখে গমন কর, আমাদিগের বাক্যানুসারে ব্রাহ্মণগণকে কুশল জিজ্ঞাসা করিও।' অনন্তর রাজা দম্ভোদ্ভব নর ও নারায়ণের চরণবন্দনপূর্ব্বক স্ব-নগরে গমন করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে লাগিলেন।

পুনঃ পরশুরামের উপদেশ

মহারাজ! ভগবান্ নর যে কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা সামান্য নয়; কিন্তু নারায়ণ নর অপেক্ষাও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ; অতএব শরাসনশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবে অস্ত্রযোজনা না হইতেই আপনি সম্মান-প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া ধনঞ্জয়ের সমীপে গমন করুন। মানবগণ কাকুদীক[৩], শুক[৪], নাক[৫], অক্ষিসন্তর্জ্জন[৬], সন্তান[৭], নর্ত্তক[৮], ঘোর[৯] ও আস্যমোদক[১০] এই আটটি অস্ত্রে বিদ্ধ হইলেই প্রাণ পরিত্যাগ করে। এ স্থলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মান, মাৎসর্য্য ও অহঙ্কার পূর্ব্বোক্ত অস্ত্র বলিয়া উদাহৃত হইয়াছে। মনুষ্যগণ ঐ সকল অস্ত্রে আহত হইলে উন্মত্ত হয়, কখন অচেতন হইয়া কার্য্য করে, কখন শয়ন, কখন লম্ফন, কখন বমন, কখন মূত্রত্যাগ, কখন রোদন, কখন বা হাস্য করিতে থাকে!

১। আশ্রয়প্রার্থীদিগের। ২। লব্ধজ্ঞান। ৩। যে অস্ত্রের প্রভাবে সৈন্যগণ নিদ্রাভিভূত হইয়া রথ ও অশ্বগজাদির উপর ঘুমাইয়া পড়ে। ৪। যাহা দ্বারা ভয়প্রাপ্ত হইয়া রথাদির মধ্যে লুক্কায়িত হয়। ৫। স্বর্গ দর্শনের অযোগ্য হইলেও যাহার প্রভাবে উন্মাদবৎ মিথ্যা স্বর্গ দর্শন করে। ৬। যাহার প্রহারে ভীত হইয়া প্রস্রাব-বাহ্য করিয়া ফেলে। ৭। অবিচ্ছিন্ন বর্ষণ। ৮। যাহার আঘাতে পিশাচের ন্যায় বিকট নৃত্য করে। ৯। যাহা নির্দ্দয়রূপে বিনাশ করে। ১০। যাহা দ্বারা অকালমৃত্যু হয়—যম-বদনের আনন্দবর্দ্ধক।

সকল লোকের নির্ম্মাতা ও ঈশ্বর সর্ব্বকর্ম্মবিৎ নারায়ণ যাঁহার বন্ধু, ত্রিলোকীর মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সেই রণদুঃসহ অর্জ্জুনকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে? মহাবীর অর্জ্জুন যুদ্ধে অদ্বিতীয় ও অশেষ-গুণসম্পন্ন; আপনিও ধনঞ্জয়ের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছেন। জনার্দ্দন আবার তাঁহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। হে রাজন্! পূর্ব্বে যে নর ও নারায়ণের কথা কীর্ত্তিত হইল, অর্জ্জুন ও কেশব সেই দুই মহাপুরুষ। যদি আমার বাক্যে আপনার সংশয় না হয়, যদি আমার বাক্য আপনার হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর্য্যবুদ্ধি[১] অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করুন। যদি সুহৃদ্ভেদ[২] না করা কল্যাণকর বোধ হইয়া থাকে, তবে শান্ত হউন; যুদ্ধে অভিলাষ করিবেন না। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আপনাদিগের কুল এই পৃথিবীমণ্ডলে সাতিশয় সম্মানিত, অতএব উহা সেইরূপই থাকুক, আপনার কল্যাণ হউক, এক্ষণে কেবল স্বার্থচিন্তায় মনোনিবেশ করুন।"

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়

সন্ধি সম্বন্ধে কণ্ব ঋষির উক্তি

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ কণ্ব জামদগ্ন্যের বাক্যশ্রবণানন্তর দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, "হে মহারাজ! সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা, ভগবান্ নর ও নারায়ণ অক্ষয় এবং অব্যয়। সমুদয় দেবগণের মধ্যে কেবল ভগবান্ বিষ্ণুই নিত্য ও অজেয়। চন্দ্র, সূর্য্য, মহী, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ ও গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি সমুদয়েরই বিনাশ আছে। ইহারা প্রলয়সময়ে লোকত্রয় পরিত্যাগ করিয়া বারংবার ক্ষয়প্রাপ্ত ও সৃষ্ট হইয়া থাকে। আর মনুষ্য এবং মৃগ, পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যগ্‌যোনিগত জীবজন্তু-সকল ও অন্যান্য জীবলোকবাসী প্রাণিসমুদয় অতি অল্পকাল জীবিত থাকিয়াই পরলোকযাত্রা করে। ভূপতিগণ প্রায়ই তরুণ-বয়সে অসামান্য সম্পত্তি সম্ভোগ করিয়া সুকৃত ও দুষ্কৃতের ফল ভোগ করিবার নিমিত্ত পরলোক গমন করিয়া থাকেন। অতএব আপনি যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক পাণ্ডুপুত্রগণের

১। আস্তিক্যজ্ঞান—বিশ্বাস। ২। বন্ধুবিচ্ছেদ।

সহিত সন্ধিসংস্থাপনপূর্ব্বক একত্র মিলিত হইয়া পৃথিবী প্রতিপালন করুন।

ইন্দ্র-সারথি মাতলির উপাখ্যান

হে দুর্য্যোধন! আপনাকে বলবান্ বলিয়া জ্ঞান করা নিতান্ত অনুচিত; কেন না, বলবান্ হইতেও বলবান্ দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেবতুল্য পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ অসাধারণ বাহুবীর্য্যসম্পন্ন; বাহুবলশালী ব্যক্তিগণের নিকট সৈন্যবল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এই বিষয়ে কন্যাপ্রদানাভিলাষী মাতলির বর-অন্বেষণ-রূপ একটি পুরাতন ইতিহাস কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

ত্রিলোকনাথ পুরন্দরের অভিমত সারথি মাতলির কুলে অতি বিখ্যাত-রূপসম্পন্না এক কন্যা জন্মিয়াছিল, উহার নাম গুণকেশী। ঐ কন্যা স্বীয় রূপলাবণ্যে অন্যান্য সমুদয় কামিনীগণকে অতিক্রম করিয়াছিল। মাতলি ঐ কন্যার সম্প্রদান-সময় সমুপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া ভার্য্যা সমভিব্যাহারে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, লঘুবৃত্তি[1], মৃদু-স্বভাব অথচ যশস্বী ব্যক্তিদিগের কুলে কন্যার জন্মগ্রহণে ধিক্! কন্যা হইতে মাতৃকুল, পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল, এই তিন কুলই সংশয়িত[2] হইয়া উঠে। আমি স্বয়ং দেব ও মানুষ এই উভয় লোক অনুসন্ধান করিলাম, কুত্রাপি আমার মনোনীত পাত্র নয়নগোচর হইল না।

এইরূপে মাতলি দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য ও ঋষিগণের মধ্যে কন্যার উপযুক্ত পাত্র প্রাপ্ত না হইয়া পরিশেষে স্বীয় ভার্য্যা সুধর্ম্মার সহিত রজনীযোগে পরামর্শ করিয়া নাগলোকগমনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। দেবলোক ও মনুষ্যলোকমধ্যে গুণকেশীর অনুরূপ রূপবান্ বর নেত্রগোচর হইল না। বোধ হয়, নাগলোকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইব, ইহা মনে মনে স্থির করিয়া সুধর্ম্মাকে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ এবং কন্যার মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক পাতালে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়

নারদ কর্ত্তৃক মাতলির বরুণালয় দর্শন

ঐ সময় মহর্ষি নারদ বরুণের সহিত সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত পাতালে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে মাতলিকে সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, 'মাতলে! কোথায় গমন করিতেছ? তোমার কি কোন প্রয়োজন আছে অথবা সুররাজের আজ্ঞানুসারে যাত্রা করিয়াছ?' মাতলি তাঁহার বাক্য শ্রবণান্তর সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। তখন নারদ কহিলেন, 'হে মাতলে! আমি বরুণ-সন্দর্শনার্থ সুরলোক হইতে আগমন করিতেছি; অতএব চল, উভয়ে মিলিত হইয়া গমন করি। আমি তোমাকে পাতালতল দর্শন করাইয়া সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিব এবং উভয়ে তত্রত্য একজন উপযুক্ত বর অন্বেষণ করিয়া মনোনীত করিতে পারিব।'

এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা উভয়ে পাতালতলে প্রবেশপূর্ব্বক লোকপাল বরুণকে সন্দর্শন করিলেন। তথায় নারদ দেবর্ষির উপযুক্ত ও মাতলি ইন্দ্রের সদৃশ পূজা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা উভয়ে বরুণের নিকট আপনাদের উদ্দেশ্য অবগত করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক নাগলোক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি নারদ পাতালতলনিবাসী প্রাণিগণের বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন, এক্ষণে মাতলির নিকট তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন, 'হে সূত! তুমি পুত্রপৌত্রসমাবৃত বরুণদেবকে অবলোকন করিয়াছ; এক্ষণে তাঁহার সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন অত্যুৎকৃষ্ট স্থান-সমুদয় অবলোকন কর। এই দেখ, উদকপতি[1] বরুণের কমললোচন মহাপ্রাজ্ঞ পুষ্করনামা পুত্র; উনি রূপ, গুণ, সদাচার ও শৌচ দ্বারা সকলকে অতিক্রম করিয়াছেন। লক্ষ্মীর ন্যায় রূপসম্পন্না জ্যোৎস্নাকালী নামে সোমের কন্যা উঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। ঐ দেখ অদিতির জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরশ্রেষ্ঠ দেবরাজের কাঞ্চনময় সুরাগৃহ শোভা পাইতেছে, দেবগণ ঐ স্থানে আগমন করিয়া সুরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন[2]; ঐ দেখ, হৃতরাজ্য দৈত্যগণের অস্ত্র-শস্ত্র সমুদয় দেদীপ্যমান রহিয়াছে; ঐ সকল অক্ষয় প্রহরণ[3] নিক্ষেপ করিলে কার্য্যসাধন করিয়া পুনরায় প্রহর্ত্তার[4] নিকট সমাগত হয়; দেবগণ অসুরদিগকে পরাজিত করিয়া ঐ সকল শস্ত্র আনয়ন করিয়াছেন। এই স্থানে দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন রাক্ষস ও দৈত্যগণ দেবগণ কর্ত্তৃক বিনির্জ্জিত হইয়াছে।

১। ক্ষীণবৃত্তি—দরিদ্র। ২। অপাত্রে প্রদানে কলঙ্কাশঙ্কা।

১। জলাধিপ। ২। সুরাগৃহে—বারুণীমত্তের গৃহে আগমন করিয়া সুরগণের সুরত্ব সার্থক হইয়াছে। ৩। অস্ত্র-শস্ত্র। ৪। নিক্ষেপকর্ত্তার।

এই বারুণ হ্রদে[1] প্রদীপ্ত শিখাসম্পন্ন অনল[2] জাজ্বল্যমান রহিয়াছে এবং ধূমরহিত বহ্নি বৈষ্ণব-চক্র রুদ্ধ[3] করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ যে লোকসংহারকারী, গণ্ডার-পৃষ্ঠবংশ-সম্ভূত[4], নিরন্তর দেবগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত বিপুল শরাসন রহিয়াছে, উহার নাম গাণ্ডীব। ব্রহ্মবাদী ভগবান ব্রহ্মা প্রথমে ঐ প্রচণ্ড শরাসন নির্ম্মাণ করেন। কার্য্যকাল সমুপস্থিত হইলে উহার বল অন্য শরাসন অপেক্ষা শত-সহস্রগুণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ঐ কার্ম্মুক রাক্ষসসদৃশ অশাস্ত[5] রাজগণকে শাসন করে। ভগবান্ শুক্র ঐ শরাসন সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। সলিলরাজ বরুণের পুত্রগণ উহা ধারণ করিয়া থাকেন।

ঐ দেখ, সলিলরাজ বরুণের ছত্রগৃহে[6] বিপুল ছত্র রহিয়াছে; উহা মেঘের ন্যায় চতুর্দ্দিকে সুশীতল বারি বর্ষণ করিতেছে। ঐ ছত্র হইতে পরিভ্রষ্ট নিশাকরের[7] ন্যায় নির্ম্মল সলিল অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে বলিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। হে মাতলে! এই স্থানে অনেক দর্শনীয় বস্তু আছে; কিন্তু তোমার কার্য্যানুরোধে তৎসমুদয় দর্শন না করিয়া অতি শীঘ্রই আমাদিগকে গমন করিতে হইবে।'

অষ্টনবতিতম অধ্যায়

নারদ-মাতলির পাতাল ভ্রমণ

নারদ কহিলেন, 'এই নাগলোকের মধ্যস্থলে যে দেবদানব-সেবিত পুর দেখিতেছ, ইহার নাম পাতাল। যে সকল জঙ্গম[8] জলবেগ প্রভাবে ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহারা সেই সময় ভয়পীড়িত হইয়া ঘোরতর নিনাদ[9] করিতে থাকে। এই স্থানে সলিলভোজী হুতাশন[10] অতি যত্নে আত্মসংবরণ[11]পূর্ব্বক দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। দেবগণ শত্রুবিনাশানন্তর অমৃত পান করিয়া এই স্থানে উহাকে রাখিয়াছেন; আর এই স্থান হইতে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। পাত শব্দে পতন ও অলং শব্দে অত্যন্ত, এই স্থানে হয়গ্রীবরূপী[1] বিষ্ণু প্রতিপর্ব্বে[2] বাক্য দ্বারা বেদাধ্যায়ীদিগের বেদধ্বনি পরিবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত আবির্ভূত হইলে চন্দ্র প্রভৃতি জলমূর্ত্তিসকল চন্দ্রকান্তমণির[3] ন্যায় দ্রবীভূত হইয়া অলং অর্থাৎ পর্য্যাপ্তরূপে নিপতিত হয়; এই নিমিত্ত এই স্থানের নাম পাতাল হইয়াছে।

জগতের হিতকারী ঐরাবত গজ এই স্থান হইতে জলগ্রহণ করিয়া মেঘে প্রদান করে। ইন্দ্র সেই জল সর্ব্বত্র বর্ষণ করেন। এই স্থানে নানাবিধ তিমিনিকর[4] চন্দ্রকিরণ পান করিয়া জলমধ্যে বাস করে। এই স্থানে প্রাণিগণ প্রত্যহ দিবাভাগে দিনকরকিরণে দগ্ধ হইয়া মৃত হয়, পরে রজনীযোগে চন্দ্রমা সমুদিত হইয়া রশ্মিরূপ বাহু দ্বারা অমৃত গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগের উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে পুনরায় জীবিত করেন। কালনিপীড়িত বাসব[5]নির্জ্জিত অসুরগণ এই স্থানে বদ্ধ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইয়া বাস করিতেছে। এই স্থানে সর্ব্বভূতেশ্বর মহাদেব সর্ব্বলোকের শ্রেয়ঃসাধনের নিমিত্ত তপস্যা করিয়াছিলেন। এই স্থানে বেদাধ্যয়ন-নিপুণ গোব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গ জয় করিয়া বাস করিতেছেন। যাঁহারা যথা-তথা শয়ন, অন্যপ্রদত্ত অন্নভোজন ও অন্যপ্রদত্ত বসন পরিধান করেন, তাঁহারাই গোব্রতাবলম্বী।

হে মাতলে! এই স্থানে সুপ্রতীক[6]বংশসম্ভূত ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ ও অঞ্জন, এই সমুদয় বারণপ্রধান[7] আছেন; এ স্থলে যদি কেহ তোমার মনোনীত পাত্র থাকে, বল, আমি তাঁহাকে অতি যত্নে তোমার কন্যার নিমিত্ত বরণ করিব। এই যে জলমধ্যে অণ্ডটি দেদীপ্যমান রহিয়াছে, ইহা প্রথমজাত জীবগণের জন্মাবধি এই স্থানে সমভাবেই আছে; অদ্যাপি স্ফুটিত[8] বা চলিত[9] হইল না। আমি কাহারও মুখে এরূপ জন্ম বা স্বভাবের বিষয় শ্রবণ করি নাই; কেহই ইহার জনকজননীর বিষয় অবগত নহেন। প্রলয়কালে ইহা হইতে অতি বিপুল হুতাশন সমুত্থিত হইয়া সচরাচর ত্রৈলোক্য দগ্ধ করিবে।'

১। বরুণালয়ে। ২। বাড়বাগ্নি। ৩। পাহারা দিয়া রক্ষা। ৪। গণ্ডারের চর্ম্মযুক্ত মেরুদণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত। ৫। শাসনের অযোগ্য—দুর্দ্দান্ত। ৬। যে গৃহে রাজছত্র থাকে। ৭। চন্দ্রের। ৮। গতিশীল প্রাণী। ৯। শব্দ। ১০। জলমাত্রপায়ী বাড়বানল। ১১। ধৈর্য্যধারণ করিয়া—মর্য্যাদা অতিক্রম না করিয়া।

১। অশ্বের গ্রীবাযুক্ত। ২। অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি। ৩। চন্দ্রকান্তমণি হইতে জল (অমৃত) ক্ষরিত হয়। ৪। বৃহৎ তিমি মৎস্যসমূহ। ৫। ইন্দ্র। ৬। দিগ্‌গজ। ৭। শ্রেষ্ঠ গজ। ৮-৯। ফোটে না বা চলিয়া অন্যত্র যায় না।

মাতলি নারদের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, 'মহর্ষে! এখানে কেহই আমার মনোনীত হইলেন না, চলুন, অন্য কোন স্থানে গমন করি।'

একোনশততম অধ্যায়

নারদসহ মাতলির হিরণ্যপুর-প্রবেশ

নারদ কহিলেন, 'হে মাতলে! বিশ্বকর্ম্মা ময়-দানব মায়াবিহারী দৈত্য ও দানবগণের নিমিত্ত অনল্প[1] যত্নসহকারে সঙ্কল্প দ্বারা পাতালতলে হিরণ্য-পুর নামে এই বৃহৎ নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে মহাশূর, বিশালবদন, ভীম-পরাক্রম, মারুতগামী[2], বীর্য্যসম্পন্ন রাক্ষস ও বিষ্ণুপাদসম্ভূত কালকঞ্জ অসুরগণ এবং ব্রহ্মপাদ-সম্ভূত যুদ্ধদুর্ম্মদ[3] নিবাতকবচগণ বরপ্রাপ্ত হইয়া সহস্র মায়া প্রকট-পূর্ব্বক এই স্থানে অবস্থান করিত। ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের বা অন্যান্য দেবতা তাহাদিগকে বশবর্ত্তী করিতে সমর্থ হয়েন নাই, তুমি ইহা অবগত আছ। তুমি, তোমার পুত্র গোমুখ, দেবরাজ ও তাঁহার পুত্র জয়ন্ত, তোমরা সকলেই অনেকবার তাহাদিগের সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিয়াছিলে।

দেখ, এই হিরণ্যপুরের সুবর্ণময়, রজতময়, পদ্মরাগ[4]ময়, বৈদূর্য্যমণিময়, প্রবালের ন্যায় রুচির[5], সূর্য্যকান্তমণির ন্যায় শুভ্রবর্ণ, হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল, বিধিবিহিত কর্ম্মসমুপেত[6], অত্যুন্নত, মণিজালমণ্ডিত নিবিড় গৃহ-সকল মৃণ্ময়, শিলাময়, দারুময়, সূর্য্য-কিরণময় ও অগ্নিময় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। ইহার কি রূপ, কি গুণ, কি পরিমাণ, কি উপা-দান[7], কিছুই বর্ণনা করা যায় না। ঐ দেখ, দৈত্য-গণের ক্রীড়াস্থান ও শয্যা সকল; ঐ দেখ, মহামূল্য রত্নশোভিত ভবন ও আসন সকল; ঐ দেখ, জলদ-শ্যামল[8] শৈল ও প্রস্রবণ[9] সকল এবং প্রচুর-ফল-পুষ্পশোভিত কামচারী পাদপরাজি শোভা পাই-তেছে। মাতলে! এ স্থানে কি তোমার অভিলষিত পাত্র থাকিবার সম্ভাবনা আছে?'

১। বহুতর। ২। বায়ুতুল্য গতিশীল। ৩। রণপ্রমত্ত। ৪। মণি। ৫। মনোজ্ঞ। ৬। শিল্প-নৈপুণ্যযুক্ত। ৭। উপকরণ। ৮। মেঘসদৃশ নীলাভ। ৯। ঝরণা।

মাতলি কহিলেন, 'মহর্ষে! দেবগণের অপ্রিয় কর্ম্ম করা আমার কর্ত্তব্য নহে; দেব ও দানবগণের পরস্পর ভ্রাতৃসম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু ইহারা চিরকাল পরস্পর বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন; অতএব পরপক্ষের সহিত সম্বন্ধ-বন্ধন করা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? আমি স্বীয় স্বভাব, আপনার প্রকৃতি ও হিংসাপরায়ণ অসুরগণের ব্যবহার বিলক্ষণ অবগত আছি; অতএব চলুন, আমরা অন্যত্র গমন করি, অসুরগণকে দর্শন করা আমার উচিত নয়।'

শততম অধ্যায়

নারদ-মাতলির পক্ষিলোক-প্রবেশ

নারদ কহিলেন, "হে মাতলে! এই লোক পন্নগভোজী[1] গরুড়পক্ষীদিগের বাসস্থান; আকাশ-গমনে ও ভারবহনে ইহাদিগের কিছুমাত্র পরিশ্রম হয় না। বিনতার সুমুখ, সুনামা, সুনেত্র, সুবর্চ্চা, সুরুক্ ও সুবর্ণ নামে ছয় পুত্র দ্বারা কাশ্যপকুল বিস্তীর্ণ হইয়াছে। ঐশ্বর্য্যবর্দ্ধন বিনতাকুলসম্ভূত প্রধান প্রধান বিহগগণ পক্ষিরাজের শত সহস্র কুল সত্বরে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। এই কুলসম্ভূত সকলেই শ্রী ও শ্রীবৎসলক্ষণসম্পন্ন[2] শ্রীলাভে সমুৎসুক এবং বলবান। নির্দ্দয় ক্ষত্রিয়গণ কর্ম্মদোষে পন্নগভোজী হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহারা জ্ঞাতিক্ষয় করিয়াছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। এই কুল ভগবান্ বিষ্ণুর অনুগৃহীত; বিষ্ণুই ইহাদিগের দেবতা; বিষ্ণুই ইহাদিগের পরম আশ্রয়, বিষ্ণুই ইহাদিগের গতি; অতএব এই কুল অতি প্রশংসনীয়। এক্ষণে ইহাদিগের নাম কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর,—সুবর্ণচূড়, নাগাশী, দারুণ, চণ্ডতুণ্ডক, অনিল, অনল, বিশালাক্ষ, কুণ্ডলী, পঙ্কজিৎ, বজ্র-নিষ্কম্ভ, বৈনতেয়, বামন, বাতবেগ, দিশাচক্ষু, নিমিষ, অনিমিষ, ত্রিবার, সপ্তবার, বাল্মীকি, দীপক, দৈত্যদ্বীপ, সারস, পদ্মকেতন, সুমুখ, চিত্রকেতু, চিত্রবর্হ, অনঘ, মেষহৃৎ, কুমুদ, দক্ষ, সর্পান্ত, সোমভোজন, গুরুভার, কপোত, সূর্য্যনেত্র, চিরান্তক, বিষ্ণুধর্ম্মা, কুমার, পরিবর্হ, হরি, সুস্বর, মধুপর্ক, হেমবর্ণ, মলয়, মাতরিশ্বা, নিশাকর ও দিবাকর।

১। সর্পভক্ষক। ২। দক্ষিণাবর্ত্ত বক্ষস্থ রোমরাজি।

আমি সংক্ষেপে গরুড়াত্মজদিগের মধ্যে কীর্ত্তিমান্ মহাপ্রাণ প্রধান প্রধান পক্ষিগণের নাম উল্লেখ করিলাম। যদি এ স্থানে তোমার অভিলষিত পাত্র, না থাকে, তবে চল, যে স্থানে বর প্রাপ্ত হইবে, তথায় তোমাকে লইয়া গমন করি।'

একাধিকশততম অধ্যায়

নারদ-মাতলির রসাতল-বিচরণ

নারদ কহিলেন, "হে মাতলে! এই রসাতল নামে সপ্তম পাতাল, অমৃতসম্ভবা গোমাতা সুরভি এই স্থানে অবস্থান করেন। তাঁহা হইতে নিরন্তর পৃথিবীর সমস্ত সারসম্ভূত ষড়্‌বিধ-রসসম্পন্ন অনুপম রসযুক্ত ক্ষীর নিঃসৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মা অমৃতপানে পরিতৃপ্ত হইয়া যখন তাহার সার উদ্‌গিরণ করিয়াছিলেন, তখন অনিন্দিতা সুরভি তাঁহার মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। তাঁহার ক্ষীরধারা মহীতলে নিপতিত হইয়া পরম-পবিত্র ক্ষীরনিধি[১] সমুৎপন্ন করিয়াছে। ক্ষীরের ফেন দ্বারা ঐ সাগরের পর্য্যন্তপ্রদেশ[২] পরিবেষ্টিত হওয়াতে উহা পুষ্পিতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কতকগুলি মুনি ফেনপানপূর্ব্বক উগ্র তপস্যায় নিমগ্ন হইয়া তথায় অবস্থান করেন; এই নিমিত্ত তাঁহারা ফেনপ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন; দেবগণও তাঁহাদিগের নিকট ভীত হইয়া থাকেন। সুরভির গর্ভসম্ভূত আর চারিটি ধেনু চতুর্দ্দিকে অবস্থানপূর্ব্বক ঐ সকল দিক্ প্রতিপালন ও ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সুরূপা পূর্ব্বদিক্, হংসিকা দক্ষিণদিক্, মহানুভবা বিশ্বরূপা সুভদ্রা পশ্চিমদিক্ এবং সর্ব্বকামপ্রসূতি[৩] ঐলবিলানাম্নী ধেনু অতি পবিত্র উত্তরদিক্ পালন ও ধারণ করিতেছেন।

দেব ও অসুরগণ মন্দর-পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড করিয়া ঐ সকল ধেনুর দুগ্ধ-মিশ্রিত সমুদ্রজল মন্থনপূর্ব্বক বারুণী[৪] লক্ষ্মী, অমৃত, অশ্বরাজ উচ্চৈঃশ্রবা এবং মণিশ্রেষ্ঠ কৌস্তুভ সমুদ্ধৃত করিয়াছেন। একা সুরভি সুধাভোজীদিগকে[৫] সুধা, স্বধাভোজীদিগকে[৬] স্বধা ও অমৃতভোজীদিগকে[৭] অমৃত দানের নিমিত্ত দুগ্ধ নিঃসরণ

১। দুগ্ধ-সমুদ্র। ২। পরিধি—বেষ্টন। ৩। সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদাত্রী। ৪। সুরা। ৫। সর্পগণকে। ৬। পিতৃগণকে। ৭। দেবগণকে

করেন। পূর্ব্বে রসাতলবাসীরা এই বিষয়ে এক গাথা গান করিতেন, অদ্যাপি তাহা শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা অদ্যাপি এই গাথা গান করিয়া থাকেন যে, রসাতলে যে প্রকার বাসসুখ, তাহা নাগলোকে নাই, স্বর্গলোকে নাই এবং বিমানে'ও নাই।'

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়

নারদ-মাতলির ভোগবতী ভ্রমণ

নারদ কহিলেন, 'হে মাতলে! দেবরাজ ইন্দ্রের অমরাবতী পুরী যেরূপ মনোহর ও অগ্রগণ্য, বাসুকিপরিপালিত এই ভোগবতী নগরীও সেই-রূপ। শ্বেতাচলকলেবর[১], দিব্যাভরণভূষিত, জ্বালাজিহ্ব[২], মহাবল শেষ নাগ এই স্থানে অবস্থান করিয়া তপঃপ্রভাবে সহস্র মস্তক দ্বারা প্রভাববতী পৃথিবীকে ধারণ করিতেছেন। সুরসা ভুজঙ্গীর সহস্রসংখ্যক পুত্র গতক্লেশ[৪] হইয়া এই লোকে বাস করে; তাহারা সকলেই স্বভাবতঃ বলবান্ ও ভয়ঙ্কর; তাহাদিগের আকার নানাপ্রকার ও ভূষণও নানাবিধ; তাহাদিগের শরীর মণি, স্বস্তিক[৫], চক্র ও কমণ্ডলুচিহ্নে চিহ্নিত। সেই সকল পর্ব্বতাকার বিপুল-ভোগশালী ভুজঙ্গদিগের মধ্যে কতকগুলি সহস্রশিরাঃ, কতকগুলি পঞ্চশতশিরাঃ, কতকগুলি শতশিরাঃ, কতকগুলি দশশিরাঃ, কতকগুলি সপ্তশিরাঃ এবং কেহ কেহ বা ত্রিশিরাঃ; এক্ষণে সেই একবংশীয় সহস্র সহস্র প্রযুত প্রযুত অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ আশীবিষ এই স্থানে বাস করিতেছে। জ্যেষ্ঠানুক্রমে তাহাদিগের নাম শ্রবণ কর,—বাসুকি, তক্ষক, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, কালিয়, নহুষ, কম্বল, অশ্বতর, বাহ্যকুণ্ড, মণি, আপূরণ, খগ, বামন, এলাপত্র, কুকুর, কুকুন, আর্য্যক, নন্দক, কলস, পোতক, কৈলাসক, পিঞ্জরক, ঐরাবত, সুমনোমুখ, দধিমুখ, শঙ্খ, নন্দ, উপনন্দ, আপ্ত, কোটরক, শিখী, নিষ্ঠুরিক, তিত্তিরি, হস্তিভদ্র, কুমুদ, মাল্যপিণ্ডক, পদ্মদ্বয়, পুণ্ডরীক, পুষ্প, মুদ্গরপর্ণক, করবীর, পিঠরক, সংবৃত্ত, উদ্‌বৃত্ত, পিণ্ডার, বিল্বপত্র,

১। অন্তরীক্ষলোকে। ২। ধবলগিরি তুল্য শুভ্রদেহ। ৩। অগ্নির শিখারূপ জিহ্বার ন্যায় জিহ্বা বিশিষ্ট। ৪। অশ্রান্তদেহ—বিশ্রামান্তে সুস্থশরীর। ৫। কুম্ভের মত মাঙ্গল্য চিহ্ন—২২ প্রকার অধিবাস দ্রব্যের মধ্যে স্বস্তিক একটি; উহা পিটুলি দ্বারা নির্ম্মিত ও ত্রিকোণাকার।

মূষিকাদ, শিরীষক, দিলীপ, শঙ্খশীর্ষ, জ্যোতিষ্ক, অপরাজিত, কৌরব্য, ধৃতরাষ্ট্র, কুহক, কৃষক, বিরজা, ধারণ, সুবাহু, মুখর, জয়, বধিরান্ধ, বিশুণ্ডি, বিরস ও সুরস ; ইহা ভিন্ন আরও ভূরি ভূরি ভুজঙ্গ বিদ্যমান আছে। হে মাতলে। অত্রত্য কোন্ ব্যক্তিকে কন্যা সম্প্রদান করিতে অভিরুচি হয় ?'

অনন্তর ধীরস্বভাব মাতলি সবিশেষ বিবেচনা করিয়া প্রীতিপ্রকাশপূর্ব্বক ভগবান্ নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেবর্ষে ! যিনি কৌরব্য ও আর্য্যকের সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন, ঐ কান্তিমান্ সৌম্যমূর্ত্তি কোন্ কুলের আনন্দোৎপাদন করেন ? ইঁহার জনক-জননী কে ? ইনিই বা কোন্ জাতীয় সর্পের অন্তর্গত এবং কোন্ বংশেরই বা কেতুভূত[১] হইয়াছেন ? ইনি একাগ্রতা, ধীরতা, রূপ ও বয়সে আমার মনোহরণ করিয়াছেন ; অতএব ইনিই গুণকেশীর উপযুক্ত পতি।'

দেবর্ষি নারদ মাতলিকে সুমুখ[২]-দর্শনে প্রীতমনাঃ দেখিয়া সুমুখের জন্ম, কর্ম্ম ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, 'হে মাতলে ! এই নাগরাজ ঐরাবতকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইঁহার নাম সুমুখ, ইনি আর্য্যকের প্রিয় পৌত্র, বামনের দৌহিত্র ও চিকুর নাগের পুত্র। অতি অল্পদিন হইল, বিনতানন্দন ইঁহার পিতা চিকুর নাগকে বিনষ্ট করিয়াছেন।'

তখন মাতলি প্রীতিপ্রফুল্ল হইয়া নারদকে কহিলেন, 'হে দেবর্ষে ! এই ভুজগরাজই আমার অভিলষিত জামাতা ; আমি ইঁহাকে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। আপনি ইঁহাকে আমার প্রিয়তম দুহিতা সম্প্রদান করিবার নিমিত্ত যত্ন করুন।'

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়

মাতলি-তনয়ার বিবাহ সম্বন্ধ

অনন্তর নারদ নাগরাজ আর্য্যকের সমীপে গমন করিয়া কহিলেন, 'হে আর্য্যক ! ইনি দেবরাজের প্রিয়তম সুহৃৎ ; ইঁহার নাম মাতলি, ইনি শুচি, শীলগুণসম্পন্ন, তেজস্বী, বীর্য্যবান্, বলবান্, দেবরাজের সারথি ও মন্ত্রী। প্রত্যেক সময়েই বাসবপ্রভাবের সহিত ইঁহার প্রভাবের অত্যল্প অন্তর[১] দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইনি দেবাসুরের যুদ্ধে ইচ্ছামাত্রেই অশ্ব-সহস্র-সংযুক্ত জৈত্ররথ[২] প্রদান করেন। দেবরাজ ইঁহার সাহায্যে, অশ্বের সাহায্যে ও নিজ বাহুবলে শত্রুগণকে পরাজয় করিয়াছেন ; আর ইঁহার সাহায্যেই বলাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন। অসামান্য রূপলাবণ্য, সত্য, শীল ও নানাগুণসম্পন্ন গুণকেশী নামে ইঁহার এক কন্যা আছেন। ইনি প্রযত্ন সহকারে সমস্ত লোক পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে আপনার পৌত্র সুমুখকে সেই কন্যার উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিতেছেন। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, বিলম্ব করিবেন না ; শীঘ্রই সেই কন্যা-পরিগ্রহে অনুমতি প্রদান করুন। যেমন লক্ষ্মী বিষ্ণুর কুলে, স্বাহা অগ্নির কুলে ও শচী বাসবের কুলে পরিগৃহীত হইয়াছেন, সেইরূপ গুণকেশী আপনার কুলে পরিগৃহীত হউন ; আপনি পৌত্রের নিমিত্ত গুণকেশীকে গ্রহণ করুন। আপনার পৌত্র পিতৃহীন হইলেও আমরা ইঁহার গুণ এবং আপনার ও ঐরাবতের বহুমান প্রযুক্ত ইঁহাকে বরণ করিতেছি। মাতলি সুমুখের শীল, শৌচ ও দমাদি গুণসমূহ অবলোকন করিয়া স্বয়ং আগমন পূর্ব্বক উঁহাকে কন্যারত্ন প্রদান করিতে সমুদ্যত[৩] আছেন ; আপনি ইঁহার সম্মান রক্ষা করুন।'

নাগরাজ আর্য্যকের পুত্র নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং পৌত্র জীবিত আছেন, এই উভয় কারণে তিনি শোক ও হর্ষ উভয়ই প্রদর্শন করিয়া নারদকে কহিলেন, 'মহর্ষে ! দেবরাজের সখা মাতলির সহিত সম্বন্ধবন্ধন কোন্ ব্যক্তির স্পৃহণীয় নয় ? কিন্তু আমি সামান্য কারণপ্রযুক্ত অত্যন্ত চিন্তিত হইতেছি ; এই নিমিত্ত আপনার প্রস্তাবে সম্যক্ সম্মতি প্রদর্শন করিতেছি না ; ইঁহার জন্মদাতা আমার পুত্র বিনতাতনয়ের কবলে নিপতিত হইয়াছে, এই নিমিত্ত আমরা শোকার্ত্ত আছি ; বিশেষতঃ, সে গমনকালে কহিয়াছিল, 'এক মাসের মধ্যেই সুমুখকে ভক্ষণ করিব।' সে যেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, অবশ্যই তাহা ঘটিবে।

১। বিখ্যাতির হেতুভূত চিহ্নস্বরূপ—পরিচয়স্থল। ২। পূর্ব্বোক্ত নাগগণের মধ্যে সুমুখ নামে কেহ নাই। 'সুমনোমুখ' আছে। ইহা হইতে সুমুখ অনুবাদ গ্রহণ করিতে হইলে 'সুমনাঃ' ও 'সুমুখ' দুইটি নাম কল্পনা করিতে হয়। দীপ-দেহলী ন্যায়ে 'সুমনা'র 'সু'র সহিত মুখের যোগ বিশেষণস্থলে হয়, কিন্তু নামে হওয়া সঙ্গত নয়। তবে সাধারণতঃ 'সঞ্জীবন' নামের মধ্যাংশ বাদ দিয়া 'সঞ্জ' গ্রহণের মত সুমুখ হইতে পারে।

১। ভেদ—বিভিন্নতা। ২। জয়শীল। ৩। সমুদ্যুক্ত।

আমি বিনতানন্দনের বচনে একবারে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি।'

তখন মাতলি আর্য্যককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'নাগরাজ! এ বিষয়ে আমি এক উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছি, শ্রবণ করুন। আমি আপনার পৌত্র সুমুখকে জামাতৃভাবে বরণ করিলাম; ইনি আমাদিগের সমভিব্যাহারে গমন করিয়া ত্রিলোকনাথ ইন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করুন। আমি বিশেষ উপায় দ্বারা ইঁহাকে আয়ু প্রদান করিব এবং পক্ষিরাজ গরুড়কে বাধাপ্রদান করিবার নিমিত্ত যত্ন করিব। এক্ষণে কার্য্যসাধনের নিমিত্ত সুমুখ আমার সহিত দেবরাজসমীপে আগমন করুন। হে ভুজঙ্গম! আপনার মঙ্গল হউক।'

সুমুখনাগের মাতলি-কন্যাপরিণয়

অনন্তর সেই সকল মহাতেজাঃ নারদ প্রমুখ ব্যক্তিগণ সুমুখকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহাদ্যুতি দেবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; দৈবগত্যা সেই সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু সেই স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন মহর্ষি নারদ মাতলির আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বৃত্তান্ত তাঁহাদিগকে নিবেদন করিলেন।

ভগবান্ বিষ্ণু তাহা শ্রবণ করিয়া সুররাজ ইন্দ্রকে কহিলেন, 'দেবরাজ! আপনি অমৃত প্রদান করিয়া সুমুখকে অমরতুল্য করুন। মাতলি, নারদ ও সুমুখ আপনার ইচ্ছায় স্ব স্ব কামনা পরিপূর্ণ করুক।'

অনন্তর পুরন্দর বৈনতেয়ের পরাক্রম চিন্তা করিয়া বিষ্ণুকে কহিলেন, 'ভগবন্! আপনিই ইহাকে অমৃত দান করুন।'

বিষ্ণু কহিলেন, 'দেবরাজ! আপনি সমস্ত চরাচরের অধীশ্বর; অতএব আপনার অদত্ত বিষয় দান করা কাহার সাধ্য?'

অনন্তর দেবরাজ পন্নগরাজকে অমৃত প্রদান না করিয়া পরমায়ু প্রদান করিলেন। সুমুখ বরলাভে প্রসন্নমুখ[১] হইয়া মাতলিকন্যার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। নারদ ও আর্য্যক কৃতকার্য্য হওয়াতে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া মহাদ্যুতি[২] দেবরাজের অর্চ্চনাপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

১। প্রফুল্লবদন। ২। অমিততেজাঃ।

চতুরধিকশততম অধ্যায়

ইন্দ্রের প্রতি গরুড়ের রোষ

অনন্তর পন্নগরাজ গরুড়, সুররাজ নাগকে আয়ু প্রদান করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া ক্রোধকম্পিত-কলেবরে পক্ষপবনে[১] ত্রিভুবন আকুলিত করিয়া বাসবের প্রতি ধাবমান হইলেন; তথায় সমুপস্থিত হইয়া পুরন্দরকে কহিলেন, 'সুররাজ! তুমি কি নিমিত্ত অবজ্ঞা করিয়া আমার বৃত্তিলোপ করিলে? তুমি পূর্ব্বে স্বেচ্ছানুসারে বর প্রদান করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত বিচলিত হইতেছ? সর্ব্বভূতেশ্বর বিধাতা সর্পকে আমার আহার নিরূপণ করিয়াছেন, তুমি কি নিমিত্ত তাহার অন্যথা করিলে? আমি মহানাগের নিকট প্রার্থনা করিয়া তাহার সহিত নিয়ম সংস্থাপন[২]পূর্ব্বক পরিবার ভরণপোষণ করিতেছি। অন্য কাহারও হিংসা করিতে পারিব না। কিন্তু তোমার কোন নিয়ম নাই; তুমি স্বেচ্ছানুসারে ক্রীড়া করিতেছ। আমি এক্ষণে পরিজন ও ভৃত্যবর্গের সহিত প্রাণ পরিত্যাগ করিব, তুমি সুখে কালযাপন কর। যখন আমি ত্রিলোকের ঈশ্বর হইয়াও পরের ভৃত্য হইয়াছি, তখন আমার পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। হে সুরেশ্বর! তুমি অনন্তকাল রাজ্যভোগ করিবে; তুমি বর্ত্তমান থাকিতে বিষ্ণুও আমার প্রভু নহেন।

হে বাসব! আমিও দক্ষসুতা বিনতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; আমার সমুদয় লোক বহন করিবার ক্ষমতা আছে; আমার বল সর্ব্বভূতের অসহ্য। দানবগণের সহিত সংগ্রামসময়ে আমিও মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। শ্রুতশ্রী, শ্রুতসেন, বিবস্বান্, রোচনামুখ, প্রস্তুত ও কালকাক্ষ প্রভৃতি দানবগণ আমারই হস্তে নিহত হইয়াছে। বোধ হয়, আমি তোমার অনুজকে[৩] বহন ও তাঁহার ধ্বজাগ্রে উপবেশন করি বলিয়া তুমি আমাকে অবজ্ঞা কর। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, আমা অপেক্ষা বলবান্ ও ভারসহ আর কে আছে? আমি শ্রেষ্ঠ হইয়াও কৃষ্ণকে সবান্ধবে বহন করিয়া থাকি; আর তুমি অবজ্ঞাপূর্ব্বক আমার আহারের ব্যাঘাত করিলে; অতএব তোমাদিগের উভয় হইতে আমার গৌরব নষ্ট হইল। হে পুরন্দর! অদিতির গর্ভে যে সমুদয়

১। পাখীর পাখার বাতাস। ২। কাহাকে কোন দিন ভক্ষণ করিব, এইরূপ পালা নির্দ্দেশ। ৩। কনিষ্ঠ উপেন্দ্র—বিষ্ণুকে।

বলবিক্রমশালী পুরুষেরা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তুমি তাহাদের সকলের অপেক্ষা বলবান্। কিন্তু আমি স্বীয় পক্ষের একদেশে তোমাকে বহন করিতে পারি; অতএব বিবেচনা কর, আমা অপেক্ষা বলবান্ আর কে আছে?"

গরুড়ের দর্পচূর্ণ

কণ্ব কহিলেন, "ভগবান চক্রপাণি অক্ষুব্ধ[১] গরুড়ের গর্ব্বিত-বাক্যশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ক্ষোভিত করিয়া কহিলেন, 'হে বলহীন অণ্ডজ! তুমি মনে মনে আপনাকে বলবান্ বলিয়া স্থির করিয়াছ; কিন্তু আমাদের সমক্ষে আত্মশ্লাঘা[২] করা তোমার নিতান্ত অনুচিত। ত্রিভুবনও আমার দেহ ধারণ করিতে পারে না; আমি আপনিই আপনাকে ও তোমাকে ধারণ করিতেছি। যদি তুমি আমার এই দক্ষিণ-বাহুর ভার সহ্য করিতে পার, তাহা হইলে তোমার আত্মশ্লাঘা সার্থক।' ভগবান্ নারায়ণ এই বলিয়া গরুড়ের স্কন্ধে দক্ষিণবাহু অর্পণ করিবামাত্র পক্ষিরাজ নিতান্ত বিকল হইয়া বিনষ্ট-চৈতন্যের[৩] ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন। সপর্ব্বত সকানন মেদিনীমণ্ডলের ভার যে প্রকার গুরুতর, পতগেন্দ্র বিষ্ণুর এক বাহুতে তদনুরূপ ভার অনুভব করিলেন।

ফলতঃ, ভগবান্ অচ্যুত স্বীয় বল দ্বারা গরুড়কে নিতান্ত নিপীড়িত করেন নাই বলিয়াই তাঁহার জীবনরক্ষা হইল। তিনি তখন গুরুতর বিষ্ণুবাহুভরে বিহ্বল, শিথিলকায়[৪] ও বিচেতনপ্রায় হইয়া বমন এবং পক্ষবিস্তারপূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক দীনবচনে কহিতে লাগিলেন, 'ভগবন্! আপনার গুরুভারযুক্ত দক্ষিণবাহু আমার উপর একবার নিক্ষিপ্ত হওয়াতে আমি নিষ্পিষ্ট হইয়াছি; অতএব অনুগ্রহ করিয়া এই অল্পচেতাঃ[৫] বলদর্পহীন ধ্বজবাসী পক্ষীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি আপনার বলবিক্রম অবগত ছিলাম না বলিয়াই আপনাকে[৬] সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ স্থির করিয়াছিলাম।'

অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ গরুড়ের স্তব-শ্রবণে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্নেহসহকারে কহিলেন, 'বিহগরাজ! কদাচ আর এমন কর্ম্ম [illegible]' এই বলিয়া সুমুখকে আনয়নপূর্ব্বক [illegible] গরুড়ের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। [illegible] গরুড় সর্পের সহিত একত্র বাস করিতে লাগিলেন।

কণ্বের বাক্যে দুর্য্যোধনের অবজ্ঞা

হে গান্ধারীনন্দন! মহাবল-পরাক্রান্ত [illegible] তনয় এইরূপে বিষ্ণুর নিকট বিনষ্টদর্প [illegible] আপনিও যে পর্য্যন্ত সমরে পাণ্ডবগণের সহিত [illegible] না করিবেন, সেই পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবেন। মহাবল-পরাক্রম পবননন্দন ভীমসেন ও ইন্দ্রতনয় [illegible] সমরে কাহাকে সংহার করিতে সমর্থ না হয়েন? হে দুর্য্যোধন! আপনি কিরূপে বিষ্ণু, বায়ু, ইন্দ্র, ধর্ম্ম ও অশ্বিনীতনয়দ্বয়কে সংগ্রামে পরাভব করিবেন? অতএব আপনি সমরবাসনা পরিহারপূর্ব্বক [illegible] দ্বারা পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিয়া কুল রক্ষা করুন। এই সেই বিষ্ণুর মাহাত্ম্যদর্শী মহাতপাঃ দেবর্ষি নারদ এবং এই সেই চক্র-গদাপাণি ভগবান্ নারায়ণ উপস্থিত রহিয়াছেন।"

দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন মহর্ষি কণ্বের বাক্য-শ্রবণে ভ্রূকুটিকুটিল মুখে কর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন এবং মহর্ষির বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক উরুদেশে চপেটাঘাত করিয়া কহিলেন, "হে তপোধন! পরমেশ্বর আমাকে সৃষ্টি করিয়া যেরূপ বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, আমি তদনুরূপ কার্য্যই করিতেছি; আমার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে। আপনি কেন বৃথা প্রলাপ[১] করেন?"

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়

সন্ধিপ্রস্তাবে নারদের উপদেশ

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভগবান ব্যাসদেব ও পিতামহ ভীষ্ম অথবা অন্যান্য স্নেহবান সুহৃদ্গণ কি নিমিত্ত অনর্থে কৃতনিশ্চয়, পরার্থলুব্ধ, অনার্য্যকার্য্যে[২] নিরত, মরণে কৃতসঙ্কল্প, জ্ঞাতিবর্গের দুঃখনিদান, বন্ধুগণের শোকবর্দ্ধন, সুহৃজ্জনের ক্লেশদাতা, শত্রুপক্ষের হর্ষজনক, বিপথগামী দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিতেছেন না?

১। অক্ষোভ্য[illegible]—প্রায় কখনও যাহার ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না, এইরূপ। ২। আত্মপ্রশংসা—নিজের গুণকীর্ত্তন। ৩। সংজ্ঞাহীনের—অচৈতন্যের। [৪।] অবশদেহ। ৫। ক্ষুদ্রমতি। ৬। নিজেকে।

১। অনর্থক বাক্য—বৃথা কথা। ২। সাধুজন-নিন্দিত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ ব্যাসদেব ও ভীষ্ম অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং মহর্ষি নারদও অনেক কহিয়াছেন, তৎসমুদয় শ্রবণ করুন।

নারদ কহিলেন, "হে কুরুনন্দন! হিতকারী সুহৃৎ যেমন দুর্লভ, সুহৃদের বাক্য শ্রবণ করে, এরূপ ব্যক্তিও সেইরূপ দুর্লভ। সুহৃৎ ও বন্ধুতে অনেক অন্তর; সুহৃৎ প্রত্যুপকার-প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া উপকার করেন, কিন্তু বন্ধু প্রত্যুপকার-প্রত্যাশায় উপকার করেন; আর সুহৃৎ সকল স্থানেই অবস্থান করিয়া থাকেন; কিন্তু বন্ধু তাদৃশ নহেন; অতএব সুহৃদের বাক্য সর্ব্বতোভাবে শ্রোতব্য[১]। কোন বিষয়ে নির্ব্বন্ধাতিশয়[২] করা কর্ত্তব্য নহে; নির্ব্বন্ধ অতিশয় অনর্থকর। মহর্ষি গালব নির্ব্বন্ধাতিশয়নিবন্ধন যেরূপ পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে একটি ইতিহাস আছে, শ্রবণ করুন।

বশিষ্ঠরূপী ধর্ম্ম-বিশ্বামিত্র সংবাদ

একদা ভগবান্ ধর্ম্ম তপস্বী বিশ্বামিত্রকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বশিষ্ঠের বেশ ধারণপূর্ব্বক সাতিশয় ক্ষুধিত হইয়া কৌশিকের[৩] আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া সসম্ভ্রমে যত্নাতিশয়সহকারে পরমান্ন পাক করিতে লাগিলেন; কিন্তু বশিষ্ঠের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ করিতে পারিলেন না। এই অবসরে বশিষ্ঠরূপধারী ধর্ম্ম অন্যান্য মুনিগণ কর্ত্তৃক দত্ত অন্ন ভোজন করিলে পর মহর্ষি বিশ্বামিত্র পরমান্ন লইয়া তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন তিনি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, 'মহর্ষে! আমার ভোজন সম্পন্ন হইয়াছে, আপনি ঐ স্থানে দণ্ডায়মান থাকুন।' ভগবান্ ধর্ম্ম ইহা বলিয়া প্রস্থান করিলে মহাত্মা বিশ্বামিত্র তদবধি সেই উষ্ণ পরমান্ন মস্তকে রাখিয়া বাহুদ্বয়ে ধারণপূর্ব্বক বায়ুভুক্[৪] হইয়া স্থাণুর ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে সেই স্থানেই দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন তাঁহার শিষ্য তপোধন গালব গৌরব, বহুমান ও প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত পরম যত্নসহকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে শত বৎসর পরিপূর্ণ হইলে ভগবান্ ধর্ম্ম বশিষ্ঠের বেশধারণপূর্ব্বক পুনরায় বিশ্বামিত্রের নিকট ভোজন করিতে আগমন করিলেন এবং দেখিলেন, মহর্ষি বিশ্বামিত্র সেই অন্ন মস্তকে ধারণপূর্ব্বক বায়ুভুক্ হইয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান আছেন; তাঁহার মস্তকস্থিত অন্নও সেইরূপ উষ্ণ ও নূতন রহিয়াছে। বশিষ্ঠরূপী ধর্ম্ম সেই অন্ন ভক্ষণ করিয়া, 'আমি পরম পরিতৃপ্ত হইলাম' বলিয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদানপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্র ধর্ম্মের বাক্যানুসারে তদবধি ক্ষাত্রভাব-বিমুক্ত ও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

গালবের গুরুদক্ষিণা দানে বিশ্বামিত্রের আদেশ

অনন্তর তিনি স্বীয় শিষ্য গালবের ভক্তি ও শুশ্রূষায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'বৎস! আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর।' তখন গালব মধুরবচনে কহিলেন, 'মহাত্মন্! আপনাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, অতএব আজ্ঞা করুন, কোন্ দ্রব্য প্রদান করিব? দক্ষিণা প্রদান করিলেই কর্ম্ম সিদ্ধ হয় ও দক্ষিণাদাতা চরমে মুক্তি, স্বর্গে যজ্ঞফল ও শান্তি লাভ করিতে পারে। অতএব আপনি আজ্ঞা করুন, কি দক্ষিণা আহরণ করিব?'

বিশ্বামিত্র গালবের শুশ্রূষায় নিতান্ত বাধিত[১] হইয়া বারংবার কহিলেন, 'বৎস! আর দক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে না, যথা ইচ্ছা গমন কর।' গালব তাহাতে সম্মত না হইয়া পুনঃ পুনঃ দক্ষিণা প্রদানে নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বামিত্র কিঞ্চিৎ ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, 'গালব! তুমি যদি নিতান্তই দক্ষিণা প্রদান করিবে, তাহা হইলে অচিরাৎ আমাকে শশধরের ন্যায় শুক্লবর্ণ শ্যামৈককর্ণ[২] অষ্টশত অশ্ব প্রদান কর।

—

ষড়ধিকশততম অধ্যায়

গালবের বিলাপ—গরুড়-সাক্ষাৎকার

নারদ কহিলেন, "হে দুর্য্যোধন! তপোধন গালব বিশ্বামিত্রের আজ্ঞা-শ্রবণে নিতান্ত চিন্তিত হইয়া

১। শোনা উচিত। ২। একান্ত আগ্রহ—অত্যন্ত জেদ। ৩। বিশ্বামিত্রের। ৪। বায়ুমাত্র ভোজী।

১। বাধ্য—[illegible]। ২। যাহার একটী কাণ শ্যামবর্ণ।

শয়ন, উপবেশন ও আহার পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রমে অস্থিচর্ম্মমাত্রাবশিষ্ট[1] হইয়া উঠিলেন। অনন্তর দুঃখ-দগ্ধান্তঃকরণে[2] অশ্রুপূর্ণ-নয়নে বিলাপ করিতে লাগিলেন, 'হায়! আমার ধনবান্ মিত্র বা অর্থ কিছুই নাই; অষ্টশত শ্বেতাশ্ব কোথায় পাইব? আমার ভোজন-প্রবৃত্তি ও সুখাভিলাষ কিছুমাত্র নাই, আর জীবনেচ্ছাও[3] বিগত হইয়াছে; অতএব এক্ষণে সমুদ্রপারে বা পৃথিবীর অতিদূরপ্রদেশে গমন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি। আমি নির্দ্ধন, অকৃতার্থ[4] ও বিবিধ ফলভোগে বঞ্চিত, বিশেষতঃ, ঋণগ্রস্ত হইলাম; আমার সুখ কোথায়? আমার জীবনে প্রয়োজন কি? যে ব্যক্তি প্রণয়পূর্ব্বক সুহৃদের ধনসম্ভোগ করিয়া তাহার প্রত্যুপকারে অসমর্থ হয়, তাহার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, জীবনধারণ বিড়ম্বনামাত্র। যে ব্যক্তি কর্ত্তব্য-বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়া তদনুষ্ঠানে অসমর্থ হয়, তাহার পুণ্যকর্ম্ম ও ইষ্টাপূর্ত্ত[5] বিনষ্ট হয়। সত্যবিহীন ব্যক্তির সদ্গতিলাভ হওয়া দূরে থাকুক, রূপ, সন্ততি ও আধিপত্য কিছুই থাকে না। কৃতঘ্নের[6] যশ, স্থান বা সুখ কোথায়? সে সকলের অশ্রদ্ধেয়[7]; তাহার নিষ্কৃতি নাই। ধনহীনের জীবন বৃথা, তাহার কুটুম্ব থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? পাপাত্মা উপকারীর প্রত্যুপকার করিতে না পারিয়া অচিরাৎ বিনষ্ট হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমি নিতান্ত পাপাত্মা, কৃতঘ্ন, দীন ও সত্যবিহীন; আমি গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া তৎপ্রতিপালনে অসমর্থ হইলাম। অতএব বিষপান বা উদ্বন্ধন[8] প্রভৃতি উপায় দ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ করাই আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি কখন দেবগণের নিকট যাচ্ঞা করি নাই; তাঁহারাও যজ্ঞকালে আমার বহুমান করিয়া থাকেন। অতএব এক্ষণে দেবশ্রেষ্ঠ ত্রিভুবনেশ্বর বিষ্ণুর নিকট গমন করি। তিনি সর্ব্বভূতের গতি ও সকলকে উপভোগ প্রদান করেন। আমি প্রণতভাবে তাঁহাকে দর্শন করিব।'

তপোধন গালব এই কথা কহিবামাত্র তাঁহার প্রিয়সখা বিনতানন্দন গরুড় তাঁহার প্রিয়কামনায় তথায় সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'হে বান্ধব! তুমি আমার এবং অন্যান্য সুহৃদ্বর্গের অভিমত সুহৃৎ; তোমার অভিলাষ সাধন ও তোমাকে বিত্তবশালী করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমার বিভব ভগবান্ মধুসূদন, আমি তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম; তিনিও আমার প্রার্থনা পূরণ করিয়াছেন। অতএব চল, যে স্থানে তোমার ইচ্ছা হয়, তথায় আমরা দুই জনে শীঘ্র গমন করি।'

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়

গুরুদক্ষিণা সংগ্রহার্থ পূর্ব্বদিগ্‌গমন প্রসঙ্গ

গরুড় কহিলেন, 'হে গালব! বুদ্ধিপ্রণেতা[1] ভগবান্ বিষ্ণু আমাকে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন, "পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম বা উত্তর প্রথমে কোন্ দিকে গমন করিব? তোমার যাহা ইচ্ছা হয় বল।" সকল লোকপ্রকাশক ভগবান্ মরীচিমালী[2] যে দিকে সমুদিত হয়েন, সাধ্যগণ সন্ধ্যাকালে যে দিকে তপস্যা করেন, বিশ্বব্যাপিনী[3] বুদ্ধি প্রথমে যে দিকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যজ্ঞ-সকল নিয়ন্ত্রিত করিবার নিমিত্ত যে দিকে ধর্ম্মের দুই চক্ষু বিদ্যমান আছে, যে দিকে আহুতি প্রদান করিলে সেই আহুত হব্য সকল দিকেই গমন করে, সেই প্রাচীদিক্ দিবস ও স্বর্গপথের দ্বারস্বরূপ। এই দিকেই দক্ষ-প্রজাপতির কন্যা অদিতি প্রভৃতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে প্রজা সকল উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, এই দিকে দেবগণ শ্রীলাভ করিয়াছিলেন, এই দিকে ইন্দ্রের অভিষেক সম্পন্ন হইয়াছিল এবং এই দিকেই দেবগণ তপস্যা করিয়া-ছিলেন। পূর্ব্বকালে দেবগণ প্রথমে এই দিকে বাস করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত ইহার নাম পূর্ব্বদিক্ হইয়াছে এবং ইহাই পূর্ব্বতনদিগের অধিকৃত বলিয়া বিখ্যাত। এই দিকে দেবগণ সুখার্থী হইয়া সমুদয় কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন; এই দিকে ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা সমস্ত বেদ গান করিয়াছিলেন; এই দিকে সাবিত্রী দেবী সবিতার মুখ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মবাদিগণকে আশ্রয় করিয়াছিলেন; এই দিকে সূর্য্যদেব যাজ্ঞবল্ক্যকে যজুর্ব্বেদ-সকল প্রদান করিয়া-ছিলেন; এই দিকে সোমরস বর লাভ করিয়া যজ্ঞে

১। চর্ম্মমাত্রে আবৃত মাংসহীন শরীরের হাড় যাহার, তাদৃশ। ২। দুঃখরূপ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ চিত্তে। ৩। বাঁচিবার অভিলাষ। ৪। ব্যর্থমনোরথ—যাঁহার প্রয়োজনীয় বিষয় অপূর্ণ থাকে, এইরূপ। ৫। জলাশয়াদি নির্ম্মাণ ও যাগাদি প্রস্তুতের পুণ্য। ৬। যে পরোপকার বিস্মৃত হয়। ৭। বিরাগভাজন। ৮। গলায় দড়ি দেওয়া।

১। জ্ঞানের সংযোগকারী। ২। সূর্য্য। ৩। সর্ব্বজীবে স্থিতা।

[illegible]র পেয় হইয়াছেন; এই দিকে হুতাশন পরিতৃপ্ত হইয়া আপনার প্রসূতি সোমরস, ঘৃত ও দুগ্ধাদিস্বরূপ জল উপভোগ করেন; এই দিকে বরুণদেব পাতাল আশ্রয় করিয়া শ্রীলাভ করিয়াছেন; এই দিকে মিত্র ও বরুণের যজ্ঞকালে পুরাতন বশিষ্ঠের উৎপত্তি, প্রতিষ্ঠা ও নিধন হইয়াছিল; এই দিকে ওঁকারের দশসহস্র পথ উৎপন্ন হইয়াছে; এই দিকে ধূমপায়ী মুনিগণ আজ্যধূম পান করিয়া থাকেন; এই দিকে বরাহ প্রভৃতি ভূরি ভূরি পশু প্রোক্ষিত[1] হইয়াছিল; এই দিকে দেবরাজ দেবগণের নিমিত্ত যজ্ঞভাগ [illegible] করিয়াছেন এবং এই দিকে হুতাশন সমুদিত ও [illegible]ক্রোধ হইয়া অহিতকারী কৃতঘ্ন মানব ও অসুরগণকে সংহার করেন। এই পূর্ব্বদিক্ই ত্রিলোকের দ্বার, স্বর্গের দ্বার ও সুখের দ্বার। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, চল, এই পূর্ব্বদিকেই[2] গমন করি [illegible] বাক্যের অধীন, তাঁহার প্রিয়কার্য্য করা আমার [illegible] কর্ত্তব্য; অতএব হে গালব! তুমি বল, তাহা [illegible] আমি গমন করিব অথবা অন্যান্য দিকের [illegible] কর।

[illegible]ধিকশততম অধ্যায়

[illegible]দিকে গমনের মাহাত্ম্য

'হে বা[illegible] পূর্ব্বে সূর্য্যদেব বিধিবিহিত যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ এই দিক্ তাঁহার গুরু কশ্যপকে প্রদান করিয়াছিলেন; তন্নিমিত্ত এই দিক্ দক্ষিণা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। শ্রবণ করিয়াছি, সমস্ত লোকের পিতৃপক্ষ ও উষ্মান্নভোজী দেবগণ এই দক্ষিণদিকে অবস্থান করেন। এই দিকে ত্রয়োদশ বিশ্বদেব পিতৃগণের সহিত লৌকিক যজ্ঞের তুল্যভাগী হইয়াছেন; এই দিক্ ধর্ম্মের দ্বিতীয় দ্বার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এই দিকে ত্রুটি ও লব প্রভৃতি কালের গণনা হইয়া থাকে। এই দিকে দেবর্ষি, পিতৃলোক ও রাজর্ষিগণ পরমসুখে বাস করেন। এই দিকে সত্য, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত আছে; ইহাই আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের গতি ও কর্ম্মক্ষেত্র। এই দিকে সকল লোককেই গমন করিতে হয়; কিন্তু স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিগণ কখন সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এই দিকেই প্রতিকূলচারী বহু সহস্র রাক্ষস সৃষ্ট হইয়াছে; অকৃতাত্মগণ তাহাদিগকে দর্শন করে। গন্ধর্ব্বগণ এই দিকের মন্দরকুঞ্জে[1] এবং ঋষিদিগের আশ্রমে ও ব্রাহ্মণগণের সদনে মনোহর গাথা-সকল গান করিয়া থাকেন। এই দিকে রৈবতক মনু গাথা-সংকলিত সামগান শ্রবণ করিয়া স্ত্রী, অমাত্য ও রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যে গমন করিয়াছেন। এই দিকে সাবর্ণি ও যবক্রীততনয় এরূপ সীমা সংস্থাপিত করিয়াছেন যে, সূর্য্যদেব তাহা অতিক্রম করিতে পারেন না। এই দিকে পুলস্ত্যনন্দন মহাত্মা রাবণ তপস্যা করিয়া অমরগণের নিকট অমরত্ব প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই দিকে বৃত্রাসুর ব্যবহারদোষে দেবরাজের দ্বেষভাজন হইয়াছিল। এই দিকে সমস্ত প্রাণ সমাগত ও পুনরায় পঞ্চধা হইয়া বিনির্গত হইয়া থাকে। এই দিকে দুরাচার মনুষ্যগণ স্বকৃত দুষ্কৃতের ফলভোগ করে। এই দিকে বৈতরণী নদী বৈতরণ[2] দ্রব্য-সমূহে পরিবৃত হইয়া আছে। এই দিকে গমন করিলে সুখ ও দুঃখের অবসান হয়। এই দিকে দিনকর প্রত্যাবৃত্ত হইলে সুরস জল-সকল ক্ষয় হইতে থাকে এবং তিনি পুনরায় উত্তরদিকে গমন করিয়া হিমবর্ষণ করিতে থাকেন। আমি পূর্ব্বে ক্ষুধার্ত্ত ও চিন্তিত হইয়া এই দিকে গমনপূর্ব্বক পরস্পর যুধ্যমান[3] অতি বৃহৎ গজ ও কচ্ছপ লাভ করিয়াছিলাম। এই দিকে চক্রধনু নামে মহর্ষি সূর্য্য হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; যিনি সগরবংশধ্বংসকারী কপিলদেব বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। এই দিকে শিবা-নাম্নী ব্রাহ্মণী-সকল বেদ অধ্যয়ন[4] করিয়া দুরপনেয় সন্দেহে নিপতিত হইয়াছিলেন। এই দিকে বাসুকি, তক্ষক ও ঐরাবত নাগ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত ভোগবতী নগরী সন্নিবেশিত

১। যজ্ঞে উৎসর্গার্থ মাত। ২। পূর্ব্বদিকের এত অধিক মাহাত্ম্য বলিয়াই দৈবকার্য্য পূর্ব্বদিকে করার প্রশস্ততা।

১। মন্দরগিরিকাননে। ২। পারের—উদ্ধারের। ৩। যুদ্ধরত। ৪। স্ত্রীলোকের বেদপাঠ নিষিদ্ধ। সত্যাদি যুগে গার্গী, বাৎসী প্রভৃতি কতিপয় বিপ্রকন্যা উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়া অবিবাহিত থাকিয়া চিরব্রহ্মচর্য্য ও গুরুগৃহে বাসপূর্ব্বক উপনিষদাদি বেদপাঠ ও স্বয়ং হোম করিতেন। একালের নারীগণের জন্য মন্বাদি ঋষি বৈদিক সংস্কার ব্যবস্থা করিয়াছেন—স্ত্রীলোকের বিবাহই উপনয়ন, পতিসেবা গুরুগৃহে বাস এবং গার্হস্থ্যপালন হোমস্থানীয়। একালে সাক্ষাৎ উপনয়ন সংস্কার, গুরুগৃহে বাস, ব্রহ্মচর্য্য, বেদপাঠ, অগ্নিতে আহুতি প্রভৃতি নাই। আলোচ্য শিবানাম্নী ব্রাহ্মণী পূর্ব্বোক্ত গার্গী, বাৎসীর মত একজন। ইঁহারা সাধারণের অনুকরণস্থানীয় নহেন।

আছে। সেই নগরী হইতে বহির্গত হইবার সময় ঘোরতর তিমির[১] প্রতীয়মান হয়; স্বয়ং ভানু[২] বা কৃশানু[৩] তাহা ভেদ করিতে সমর্থ হয়েন না। হে গালব! তুমি যদি প্রতীচীদিকে গমন কর, তাহা হইলে সেই দিকের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর।'

নবাধিকশততম অধ্যায়

পশ্চিমদিকের মাহাত্ম্য

গরুড় কহিলেন, 'হে গালব! এই দিক্ দিক্‌পাল সলিলরাজ বরুণদেবের অতি প্রিয়তম ও আদিম বাসস্থান। এই দিকে সূর্য্যদেব দিবসের পশ্চাৎ কিরণ-সকল বিসর্জ্জন করেন; এই নিমিত্ত ইহা পশ্চিম দিক্ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। এই দিকে ভগবান্ কশ্যপদেব সলিল-সকল রক্ষা করিবার নিমিত্ত বরুণকে যাদোরাজ্যে[৪] নিযুক্ত করিয়াছেন। এই দিকে তিমিরারি সুধাকর[৫] শুক্ল পক্ষের প্রথমে বরুণের নিকট ছয় রস[৬] পান করিয়া পুনর্ব্বার নবীকৃত[৭] হয়েন। এই দিকে দৈত্যগণ বিমুখীকৃত[৮] ও মহাবাতে নিপীড়িত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক শয়ন করিয়াছিল। এই দিকে অস্ত[৯] প্রণয়প্রকাশপূর্ব্বক সূর্য্যদেবকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করেন; অস্ত হইতেই পশ্চিম-সন্ধ্যা[১০] আবির্ভূত হয়; রাত্রি ও নিদ্রা ইহা হইতেই নির্গত হইয়া যেন জীবলোকের অর্দ্ধ আয়ু হরণ করিবার নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হয়; এই দিকে পুরন্দর[১১] সুখসুপ্তা গর্ভবতী দিতি দেবীকে গর্ভবিহীন করিয়াছিলেন। দেবগণও এই দিকে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। এই দিকে হিমালয়-পর্ব্বতের মূল সাগরবিলীন মন্দরাভিমুখে নিরন্তর গমন করিতেছে; বর্ষসহস্রেও উহার অন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই দিকে সুরভি কাঞ্চনশৈল ও সুবর্ণসরোজ[১২]সম্পন্ন অতি বিস্তীর্ণ সরোবর-তীরে আগমন করিয়া দুগ্ধ ক্ষরণ করেন। এই দিকস্থ সমুদ্রের মধ্যে সূর্য্যকল্প সূর্য্যেন্দুজিঘাংসক[১৩] স্বর্ভানুর[১৪] কবন্ধ[১] দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই দিকে অপরিমেয় পরাক্রমশালী অদৃশ্য চিরতরুণ[২] সুবর্ণশিরাঃ নামক মুনির উন্নত[৩] বেদধ্বনি শ্রবণগোচর হয়। এই দিকে হরিমেধা নামক মুনির কন্যা ধ্বজবতী দিবাকরের শাসনে আকাশে অবস্থান করিয়া আছেন। এই দিকে বায়ু, অগ্নি, জল, আকাশ দৈনিক[৪] ও নৈশিক[৫] দুঃখের স্পর্শগুণ পরিত্যাগ করেন। এই দিক্ হইতেই সূর্য্যের তির্য্যগ্‌গতি[৬] পরিবর্ত্তিত হয়। এই দিকে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী আদিত্যমণ্ডলে প্রবেশ করে। অনন্তর অষ্টাবিংশতি রাত্র ভানুসহ সংক্রমণ করিয়া পুনরায় চন্দ্রসংযোগে তাঁহা হইতে নিপতিত হয়। এই দিকেই সাগরের চিরপূর্ণতার হেতুভূত নদীসকল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এই দিকে লোকত্রয়ের প্রয়োজনোপযোগী সলিল-সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। এই দিক্ পন্নগরাজ অনন্ত ও অনাদি অব্যয় ভগবান্ বিষ্ণুর বাসস্থান। এই দিকে অনলসহায় বায়ু, মহর্ষি কশ্যপ ও মারীচ অবস্থান করেন। হে গালব! আমি তোমার নিকট পশ্চিমদিকের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে কোন্ দিকে গমন করিবে বল।'

দশাধিকশততম অধ্যায়

উত্তরদিকের উৎকর্ষ কথন

গরুড় কহিলেন, 'হে সুহৃৎ! এই দিকের প্রভাবে লোকে পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মুক্তি লাভ করে; এই নিমিত্ত ইহার নাম উত্তরদিক্ হইয়াছে। এই দিকে উত্তমোত্তম সুবর্ণখনির পথ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উত্তরদিকে কুৎসিত-দর্শন, অজিতাত্মা বা অধার্ম্মিক ব্যক্তি বাস করে না। নারায়ণ কৃষ্ণ, নরোত্তম বিষ্ণু ও সনাতন ব্রহ্মা এই দিকস্থ বদরিকা নামে আশ্রমপদে বিদ্যমান আছেন। এই দিকে যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় প্রভাসম্পন্ন মহেশ্বর প্রকৃতির সহিত হিমালয়ের পশ্চাদ্ভাগে প্রতিনিয়ত বাস করেন; নর ও নারায়ণ ব্যতিরেকে ইন্দ্রাদি দেবতা, মুনি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও সিদ্ধগণ তাঁহাকে অবলোকন করিতে সমর্থ হয়েন না। এই দিকে অবিনাশী

১। অন্ধকার। ২। সূর্য্য। ৩। অগ্নি। ৪। মকরাদি জলজন্তু-পূর্ণ স্থানে। ৫। চন্দ্র। ৬। অম্ল, মধুর, তিক্ত, কষায়, কটু (ঝাল), লবণ। ৭। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপৎতিথি হইতে চন্দ্রের ক্ষীণতা হইতে আরম্ভ হয়, অমাবস্যায় সম্পূর্ণ ক্ষয় হইয়া যায়। আবার শুক্লা প্রতিপৎ হইতে বৃদ্ধি; এই বৃদ্ধিই নবীকৃতত্ব। ৮। বাধাপ্রাপ্ত। ৯। অস্তগিরি। ১০। সায়ং-সন্ধ্যা। ১১। ইন্দ্র। ১২। স্বর্ণ-পদ্ম। ১৩। চন্দ্র-সূর্য্যগ্রাসকারী। ১৪। রাহুর।

১। মস্তকহীন দেহ। ২। স্থিরযৌবন। ৩। উচ্চ উচ্চারিত। ৪। দিবস সম্বন্ধীয়। ৫। রাত্রি সম্বন্ধীয়। ৬। বক্রগতি।

শ্রীমান্ বিষ্ণু একাকী সহস্রাক্ষ[১], সহস্রপাৎ[২] ও সহস্র মস্তক হইয়া এই মায়াময় সমুদয় জগৎ অবলোকন করিতেছেন। এই দিকে চন্দ্রমা বিপ্ররাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন[৩]। এই দিকে মহাদেব গগন হইতে নিপতিত গঙ্গাকে গ্রহণ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই দিকে দেবী পার্ব্বতী মহেশ্বরকে লাভ করিবার নিমিত্ত তপস্যা করিয়াছিলেন। এই দিকে কাম, রোষ, শৈল ও উমা[৪] দীপ্তি পাইয়াছিলেন। এই দিকে কৈলাস-পর্ব্বতে কুবের[৫] রাক্ষস, যক্ষ ও গন্ধর্ব্ব-রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই দিকে চৈত্ররথ[৬] উদ্যান, বৈখানসের[৭] আশ্রম, মন্দাকিনী ও পারিজাত-বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই দিকে রাক্ষসগণ সৌগন্ধিক বন রক্ষা করিতেছে। এই দিকে হরিদ্বর্ণ কদলীস্কন্দ[৮] ও কল্পবৃক্ষ-সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। এই দিকে সংযত ও কামচারী সিদ্ধগণের কামভোগ্য অনুরূপ বিমান-সকল বিদ্যমান আছে। বশিষ্ঠ প্রভৃতি সপ্তঋষি ও দেবী অরুন্ধতী এই দিকে অবস্থান করেন। এই দিকে স্বাতীনক্ষত্র অবস্থিতি করে এবং উদিত হয়; এই দিকে পিতামহ ব্রহ্মা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া অবস্থিতি করিয়াছেন। এই দিকে জ্যোতিষ্কমণ্ডল সকল, চন্দ্র ও সূর্য্য প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছেন। এই দিকে মহাত্মা সত্যবাদী মুনিগণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া গঙ্গা-দ্বার রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদিগের মূর্ত্তি, আকৃতি, তপশ্চর্য্যা, গমনাগমন, পরিবেশন পাত্র[৯] ও কামভোগ সকল অবগত হওয়া যায় না। মনুষ্য এই উত্তরদিকে প্রবেশ করিবামাত্র বিনাশপ্রাপ্ত হয়। নারায়ণ ও নর ব্যতীত আর কেহই এ দিকে গমন করিতে সমর্থ হয় না। এই দিকে কুবেরের অধিকৃত কৈলাস নামক স্থান প্রতিষ্ঠিত আছে। এ দিকে সৌদামিনীর ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন দশটি অপ্সরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এ দিকে ভগবান্ বিষ্ণু ত্রিলোক-পরিভ্রমণ সময়ে আকাশে পদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আকাশ বিষ্ণুপদ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই দিকে রাজা মরুত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই দিকে উশীরবীজ নামক স্থানে জাম্বুনদ নামে সরোবর সন্নিবেশিত আছে। এই দিকে অতি পবিত্র নির্ম্মল হিমালয়ের সুবর্ণখনি ব্রহ্মর্ষি মহাত্মা জীমূতের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণগণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, এ স্থানে যে সমুদয় ধন বিদ্যমান আছে, তাহা জৈমূত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। এই দিকে দিক্‌পালগণ প্রতিদিন প্রভাত ও সায়ংকালে সমুপস্থিত হইয়া কাহার কি কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

হে ব্রাহ্মণ! এই দিক্ এইরূপ ও অন্যান্যরূপ নানাপ্রকার গুণে সর্ব্বোত্তর[১] হইয়াছে; এই নিমিত্ত ইহা উত্তরদিক্ বলিয়া বিখ্যাত। আমি এই চতুর্দ্দিকের বৃত্তান্ত যথাক্রমে বর্ণন করিলাম; এক্ষণে বল, কোন্ দিকে গমন করা তোমার অভিপ্রেত? আমি তোমাকে সমুদয় দিক্ ও সমুদয় মেদিনীমণ্ডল প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইয়াছি; অতএব কোন্ দিকে গমন করা তোমার অভিপ্রেত বল এবং আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর।'

——

একাদশাধিকশততম অধ্যায়

গরুড়বাহিত গালবের পূর্ব্বদিক্ গমন

গালব কহিলেন, 'হে গরুত্মন্[২]! পূর্ব্বদিকে ধর্ম্মের চক্ষুর্দ্বয়স্বরূপ চন্দ্র ও অগ্নি রহিয়াছেন; ঐ দিকে আমাকে লইয়া চল। তুমিই কহিয়াছ, ঐ স্থানে সমুদয় দেবগণের, বিশেষতঃ সত্য ও ধর্ম্মের সান্নিধ্য আছে; অতএব সেই দেবগণকে দর্শন ও তাঁহাদের সহিত সমাগম করিতে পুনরায় আমার বাসনা জন্মিয়াছে।'

তখন বিনতানন্দন তাঁহাকে স্বীয় পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন। গালব গরুড়ের আদেশানুসারে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিয়া কহিলেন, 'হে পন্নগেন্দ্র![৩] তোমার গমনসময়ে

১। হাজার চক্ষু। ২। হাজার পদ। ৩। বিপ্ররাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ায় চন্দ্রের এক নাম দ্বিজরাজ। ৪। হিমালয়ে উমার সহিত হরের বিবাহ বাসনায় তদীয় তপস্যা ভঙ্গ করিতে তারকাসুরপীড়িত ইন্দ্রের ইঙ্গিতে গমন করেন কাম, তাহাতে হরের হয় কোপ। ইহাই কাম, হরকোপ, হিমালয় ও উমার মিলন জন্য ঔৎসুক্য। ৫। রাবণের ভ্রাতা। ৬। দেবগণের উদ্যান—বাগান। ৭। বনবাসী মুনির। ৮। কলাগাছ। ৯। আজ এটা কাল ওটা—এইরূপ ভোগ্য বস্তুর নানা রকমের পরিবর্ত্তন।

১। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ২। হে গরুড়! ৩। হে পক্ষিরাজ!

তোমাকে মধ্যাহ্নকালীন ভাস্করের ন্যায় বোধ হইতেছে। তোমার পক্ষপবনপ্রধুনিত[1] পাদপ-সমুদয় যেন তোমার অনুগমন করিতেছে। তুমি স্বীয় পক্ষবাতে যেন শৈল, সাগর ও কানন সমুদয় বসুন্ধরা আকর্ষণ করিতেছ। তোমার পক্ষপবনবেগে মৎস্য ও ভুজঙ্গগণসমবেত জলরাশি যেন আকাশমার্গে সমুত্থিত হইতেছে। তিমিঙ্গিল ও অন্যান্য তুল্যাকার মৎস্য সকল এবং মনুষ্যের ন্যায় মুখবিশিষ্ট সর্প-সমুদয় যেন উন্মথিত হইতেছে। হে পতগরাজ! মহার্ণবের গভীর শব্দে আমার শ্রোত্রদ্বয় বধির হইয়াছে; আমি কিছুই দর্শন বা শ্রবণ করিতে সমর্থ হইতেছি না এবং আপনার প্রয়োজন বিস্মৃত হইয়াছি; অতএব তুমি মন্দ[2]বেগে গমন কর। ব্রহ্ম-হত্যা করিও না। আমি সূর্য্য, আকাশ ও দিক্-সমুদয় কিছুই দেখিতেছি না; চতুর্দ্দিক্ কেবল অন্ধকারময় অবলোকন করিতেছি। তোমার ও আপনার শরীর আমার নেত্রগোচর হইতেছে না; কেবল সুজাত[3] মণির ন্যায় তোমার নয়নযুগল নিরীক্ষণ করিতেছি। পদে পদে তোমার দেহ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ[4]-সকল বিনির্গত হইতেছে; অতএব উহা নির্ব্বাণ ও নয়নের জ্যোতিঃ প্রশমন করিয়া বেগ সংবরণ কর। গমনে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; তুমি ক্ষান্ত হও; আমি তোমার বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়াছি।

হে বিনতানন্দন! আমি গুরুকে শ্যামৈককর্ণ নিশাকরসদৃশ শ্বেতবর্ণ অষ্টশত অশ্ব প্রদানে অঙ্গীকার করিয়াছি। ঐ সমুদয় অশ্বপ্রাপ্তির কোন উপায় দেখিতে পাই না; তন্নিমিত্তই স্বয়ং জীবনত্যাগের চেষ্টা করিতেছি। আমার ধন বা ধনবান্ বন্ধু নাই; আর অর্থ দ্বারাও ঐ সমুদয় অশ্ব লব্ধ হইবার নহে।'

পতগরাজ গরুড় গালবের এইরূপ বহুবিধ দীন-বচনশ্রবণে সহাস্যবদনে গমন করিতে করিতে কহিলেন, 'হে বিপ্রর্ষে! তুমি নিতান্ত অনভিজ্ঞের ন্যায় জীবনত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ। মৃত্যু মনুষ্যের ইচ্ছাধীন নহে; মৃত্যু পরমেশ্বরস্বরূপ[5]। তুমি পূর্ব্বে কি নিমিত্ত আমাকে ঐ সকল অশ্বের নিমিত্ত অনুরোধ কর নাই? ঐ সমুদয়-প্রাপ্তির বিলক্ষণ সদুপায় আছে, অতএব এই সাগরসমীপস্থিত ঋষভক-পর্ব্বতে বিশ্রাম ও আহারাদি সম্পাদন করিয়া নিবৃত্ত হইব।'

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়

শাণ্ডিলীর অবজ্ঞায় গরুড়ের পক্ষপতন

নারদ বলিলেন, "অনন্তর গালব ও গরুড় ঋষভক পর্ব্বতের শৃঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া তপোনুষ্ঠানপরায়ণা শাণ্ডিলী-নাম্নী ব্রাহ্মণীকে অবলোকন করিলেন এবং তাঁহাকে যথোচিত পূজা করিলে তিনি তাঁহাদিগকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া আসন প্রদান করিলেন। তাঁহারা আসনে উপবিষ্ট হইলে তিনি তাঁহাদিগকে বলিমন্ত্রপূত[1] সিদ্ধ অন্ন প্রদান করিলেন। তাঁহারা সন্তুষ্ট-চিত্তে সেই অন্ন ভক্ষণপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইয়া মোহিতের[2] ন্যায় ভূতলে নিদ্রিত হইলেন। অনন্তর গরুড় গমন করিবার অভিলাষে মুহূর্ত্তমধ্যে প্রবোধিত[3] হইয়া দেখিলেন, তাঁহার পক্ষ-সমুদয় পতিত হইয়াছে ও তিনি স্বয়ং মুখচরণবিশিষ্ট মাংসপিণ্ডাকার হইয়া রহিয়াছেন। তখন মহর্ষি গালব তাঁহাকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া বিষণ্ণভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে বিহগরাজ! তুমি কি এই স্থানে আগমন করিয়া এই ফল প্রাপ্ত হইলে? আমাদিগকে কত কাল এই স্থানে বাস করিতে হইবে? তুমি কি মনে মনে কোন ধর্ম্মদূষণ[4] অশুভ বিষয় চিন্তা করিয়াছ? বোধ হয়, ইহা তোমার সামান্য ধর্ম্মাতিক্রম[5] নহে।'

তখন গরুড় কহিলেন, 'হে বিপ্র! আমি এই সিদ্ধা ব্রাহ্মণীকে প্রজাপতিসন্নিধানে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। আমার বাসনা হইয়াছিল যে, এই ব্রাহ্মণী ভগবান্ মহাদেব, সনাতন বিষ্ণু, ধর্ম্ম ও যজ্ঞের সন্নিধানে বাস করেন। যাহা হউক, এক্ষণে আমি ইঁহার নিকট প্রণতিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া ইঁহাকে প্রীত করি।'

গরুড়ের পুনঃ পক্ষোদ্গম

গরুড় ব্রাহ্মণীকে কহিতে লাগিলেন, 'ভগবতি শাণ্ডিলি! আমি অজ্ঞান বশতঃ মনে মনে আপনার অনভিমত কার্য্যানুষ্ঠানের বাসনা করিয়াছিলাম;

১। পাখার বাতাসে কম্পিত। ২। অল্প। ৩। উত্তম শ্রেষ্ঠ। ৪। অগ্নিকণা। ৫। ব্যাকুল।

১। বলিবৈশ্বাদি অতিথি-পূজাবিধায়ক মন্ত্র [illegible]। ২। গাঢ় নিদ্রিতের। ৩। জাগরিত। ৪। ধর্ম্মরহিত—অধর্ম্মযুক্ত। ৫। ধর্ম্ম-লঙ্ঘন।

অতএব আপনি স্বীয় মাহাত্ম্যপ্রভাবে আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন।' শাণ্ডিলী শকুন্তের[১] অনুনয়ে পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, 'হে সুপর্ণ! তোমার ভয় নাই; তুমি পূর্ব্বের ন্যায় সুন্দর পক্ষযুক্ত হইলে। হে বৎস! আমি নিন্দা সহ্য করিতে পারি না; তুমি আমার নিন্দা করিয়া এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলে। যে পাপাত্মা আমার নিন্দা করে, সে পুণ্যলোক হইতে ভ্রষ্ট হয়। আমি সমুদয় অশুভ-লক্ষণ-বিহীন, অনিন্দিত ও সদাচার-সম্পন্ন হইয়াই এই উৎকৃষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়াছি। সদাচারই ধর্ম্ম, ধন ও ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির এবং অশুভ-লক্ষণ-বিনাশের প্রধান কারণ। সে যাহা হউক, এক্ষণে তুমি স্বেচ্ছানুসারে গমন করিতে পার। স্ত্রীলোক বস্তুতঃ নিন্দনীয় হইলেও কখন তাহার নিন্দা করিও না। আমার বাক্যানুসারে তুমি পূর্ব্বের ন্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন হইবে।' শাণ্ডিলীর বাক্যাবসানে বিনতানন্দন গরুড়ের পক্ষদ্বয় পূর্ব্ববৎ বলসম্পন্ন হইল। তখন তিনি শাণ্ডিলীর অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক স্বাভিলাসানুসারে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত-রূপ অশ্ব অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোথাও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

গালবের পুনঃ বিশ্বামিত্র-সাক্ষাৎকার

অনন্তর বিশ্বামিত্র গরুড় ও গালবকে পথিমধ্যে সন্দর্শন করিয়া গরুড়ের সমক্ষে গালবকে কহিতে লাগিলেন, 'হে দ্বিজ! তুমি আমাকে যাহা প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলে, আমার মতে তৎ-প্রদানের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে; অথবা তুমি যাহা বিবেচনা কর। তোমার অঙ্গীকারদিবসাবধি যত দিন অতিবাহিত হইল, আমি আর তত দিন প্রতীক্ষা করিতে সম্মত আছি? অতএব তুমি এক্ষণে স্বকার্য্যসংসাধনে যত্নবান্ হও।'

তখন পতগরাজ গরুড় নিতান্ত দীনভাবাপন্ন একান্ত দুঃখিত গালবকে কহিলেন, 'হে দ্বিজোত্তম! বিশ্বামিত্র যাহা কহিলেন, তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়াছি; অতএব চল, এক্ষণে উভয়ে অশ্বপ্রাপ্তির পরামর্শ করি, গুরুকে অঙ্গীকৃত অর্থ প্রদান না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কোনক্রমে তোমার বিধেয় নহে।'

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়

গালব-গরুড়ের যযাতির নিকট গমন

গরুড় বলিলেন, 'হে তপোধন! ভূমির অন্তর্গত পাংশু[১]-সকল বায়ু দ্বারা পরিশোধিত ও বহ্নি দ্বারা সুসংস্কৃত হইয়া সুবর্ণাদি ধাতুর রূপ ধারণ করে বলিয়া সমুদয় জগৎ হিরণ্যপ্রধান এবং লোকে সুবর্ণাদি হিরণ্যনামে বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ হিরণ্য-সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড পোষণ ও সকলের জীবন ধারণ করে বলিয়া উহার নাম ধন। ঐ ধন পূর্ব্বভাদ্রপদ[২], উত্তর-ভাদ্রপদ[৩], অগ্নি ও কুবেরের নিকট এবং ত্রিলোকমধ্যে সতত সন্নিবেশিত আছে। হিরণ্যরেতাঃ অগ্নি আপনার রেতঃস্বরূপ ধন মনুষ্যগণকে প্রদান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ ঐ ধন রক্ষা করে, ধনপতি কুবের তাহার অধ্যক্ষ; অতএব ধনলাভ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। ধন ব্যতীত অশ্বপ্রাপ্তিরও উপায়ান্তর নাই। অতএব যে ভূপতি স্বীয় প্রজাগণকে পীড়ন না করিয়া আমাদিগকে অর্থ প্রদান করিতে পারেন, তাঁহার নিকট গমন করিয়া প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। হে দ্বিজোত্তম! সোমবংশীয় নহুষতনয় যযাতি রাজা আমার পরম মিত্র। ঐ ভূপতি ধনপতির[৪] ন্যায় বিভবশালী; আমি স্বয়ং তাঁহার নিকট অর্থ প্রার্থনা করিলে তিনি অবশ্যই আমাদের আশা পূর্ণ করিবেন। তাহা হইলে তুমি অনায়াসে গুরুর ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে।'

এইরূপ স্থির হইলে পর উভয়ে স্বার্থসম্পাদন-নিমগ্ন হইয়া যযাতির নিকট গমন করিলেন; মহাত্মা নহুষতনয় অর্ঘ্য প্রভৃতি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের যথেষ্ট সৎকার করিয়া আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন গরুড় কহিলেন, 'হে রাজন্! এই তপোনিধি গালব আমার প্রিয় সখা; ইনি বহু সহস্র বর্ষ বিশ্বামিত্রের শিষ্য হইয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি ইঁহাকে স্বাভিলষিত প্রদেশে গমনে অনুমতি করিলে ইনি তাঁহাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। তপোধন বিশ্বামিত্র বারংবার তাহাতে অস্বীকার করিলেও ইনি নির্ব্বন্ধাতিশয়[৫] প্রকাশ করিলেন। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ইঁহার ঐশ্বর্য্য নাই জানিয়াও কহিলেন, 'গালব! তুমি

১। গরুড়পক্ষীর।

১ ধূলি। ২,৩ নক্ষত্র। ৪। কুবের। ৫। অতীব আগ্রহ।

আমাকে শুভ্র শ্যামৈককর্ণ অষ্টশত অশ্ব গুরুদক্ষিণা প্রদান কর।' ইনি তাঁহার আদেশানুরূপ কার্য্য করিতে অসমর্থ হইয়া নিতান্ত সন্তপ্ত-চিত্তে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন; আপনার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবেন। হে রাজর্ষে! আপনি এই দ্বিজোত্তমকে ইঁহার অভিলষিত ভিক্ষা প্রদান করিলে ইনি স্বীয় তপস্যার বিভাগ[১] প্রদান দ্বারা আপনার বহুযত্নোপার্জ্জিত তপস্যা বর্দ্ধিত করিবেন। অশ্বের শরীরে যাবৎসংখ্যক লোম থাকে, অশ্বপ্রদাতার তাবৎসংখ্যক পুণ্যলোকপ্রাপ্তি হয়। এই দ্বিজসত্তম গ্রহণের ও আপনি দানের উপযুক্ত পাত্র; অতএব ইঁহাকে অভিলষিত দ্রব্যপ্রদান করিয়া আপনার অনুরূপ কার্য্য করুন।'

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়

যযাতির নিকট গালবের মাধবীলাভ

নারদ বলিলেন, যজ্ঞসহস্রের অনুষ্ঠাতা অসাধারণ দানশক্তিসম্পন্ন কাশীশ্বর মহারাজ যযাতি গরুড়ের যুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণানন্তর মনে মনে বিবেচনা করিলেন, প্রিয় সখা বিনতানন্দন ও দ্বিজোত্তম গালব সমাগত হইয়া আমার নিকট যাচ্ঞা করিতেছেন, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়; ভিক্ষা-প্রদান অপেক্ষা শ্লাঘনীয়[২] আর কি আছে এবং ইঁহারাও সূর্য্যবংশসম্ভূত অন্যান্য ভূপতিগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছেন। এই সমুদয় চিন্তা করিয়া কহিলেন, 'হে বিহগরাজ! আমার জন্ম সফল এবং দেশ ও কুলের পরিত্রাণ হইল। হে মিত্র! এক্ষণে আমার পূর্ব্বের ন্যায় বিভব নাই; আমার সম্পত্তি হ্রাস হইয়াছে; তথাপি আর তোমার আগমন ও বিপ্রর্ষির[৩] আশা ব্যর্থ করিতে পারিব না। এমন কোন বস্তু তোমাদিগকে প্রদান করিব, যদ্দ্বারা তোমাদের অভিলাষ পূর্ণ হইবে। অর্থী[৪] যাচ্ঞা করিয়া হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে কুল দগ্ধ হইয়া যায়। অর্থীকে প্রত্যাখ্যান করা[৫] অপেক্ষা পাপজনক কর্ম্ম আর কিছুই নাই। অর্থী ব্যক্তি হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে প্রত্যাখ্যানকারীর পুত্র-পৌত্র বিনষ্ট হয়; অতএব তোমরা এই দেব, দানব ও মানুষগণের অভিলষণীয়া সুরসুতাসদৃশী[১] আমার কন্যাকে গ্রহণ কর। ইহার নাম মাধবী; ইহা হইতে চারটি বংশ সমুৎপন্ন হইবে। ভূপতিগণ ইহাকে প্রাপ্ত হইলে শ্যামৈককর্ণ অষ্টশত অশ্বের কথা দূরে থাকুক, সমুদয় রাজ্য পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারেন। ইহার গর্ভসমুৎপন্ন পুত্র দ্বারা দৌহিত্রবান্ হওয়া ব্যতীত আমার অন্য কোন অভিলাষ নাই।'

তখন তপোনিধি গালব মাধবীকে গ্রহণপূর্ব্বক যযাতিকে 'আমাদের পরস্পর পুনঃ সন্দর্শন হইবে' বলিয়া গরুড়-সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। বিনতাতনয় কিয়ৎক্ষণ পরে গালবকে এই অশ্ব-প্রাপ্তির উপায় হইয়াছে বলিয়া আপনার ভবনে গমন করিলেন। খগরাজ স্বস্থানে প্রস্থান করিলে তপোধন গালব কন্যা লইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহাকে কাহার হস্তে ন্যস্ত[২] করিলে আমার মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে? পরিশেষে মনে মনে স্থির করিলেন যে, অযোধ্যাধিপতি ইক্ষ্বাকুবংশীয় হর্য্যশ্ব মহীপতি মহাবল-পরাক্রান্ত, চতুরঙ্গ-বলসমন্বিত, ধনধান্যশালী, প্রজাবৎসল ও দ্বিজগণের প্রিয়। তিনি অপত্যকামনায় উৎকৃষ্ট তপোনুষ্ঠান করিতেছেন, তাঁহার নিকট গমন করিলে আমার অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে।

তপোনিধি গালব মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া হর্য্যশ্ব ভূপতির সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে রাজন্! এই কন্যাটি পুত্র প্রসব দ্বারা আপনার বংশবর্দ্ধন করিবে, আপনি শুল্ক[৩] প্রদান করিয়া ইহাকে গ্রহণ করুন। ইহাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আপনাকে যেরূপ শুল্ক প্রদান করিতে হইবে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করিয়া নির্দ্ধারিত করুন।'

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়

কন্যাবিনিময়ে হর্য্যশ্ব হইতে দ্বিশত অশ্বসংগ্রহ

নারদ বলিলেন, রাজা হর্য্যশ্ব অনপত্যতা[৪] নিবন্ধন চিন্তা সহকারে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গালবকে

১। অংশ। ২। গৌরবের। ৩। বিপ্র+ঋষি=বিপ্রর্ষি। এই শব্দটিও দেবর্ষি মহর্ষির মত। ক্ষত্রিয় ঋষি হইলে হন রাজর্ষি। ৪। প্রার্থী। ৫। কিছু না দিয়া ফিরাইয়া দেওয়া।

১। দেবকন্যা তুল্য। ২। প্রদান। ৩ পণ। ৪। সন্তানাভাব

কহিলেন, 'হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! দেব, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলের লোকদর্শনীয়া এই বালার করপৃষ্ঠ, পাদপৃষ্ঠ, পয়োধর, নিতম্ব, গণ্ড[1] ও নয়নের উন্নতি; কেশ, দশন[2], করপদের অঙ্গুলি ও কটিদেশের সূক্ষ্মতা; স্বর, নাভি ও স্বভাবের গম্ভীরতা এবং পাণিতল, অপাঙ্গ[3], তালু, জিহ্বা ও ওষ্ঠাধরের রক্তিমা প্রভৃতি বহু লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া ইনি চক্রবর্ত্তিলক্ষণোপেত[4]-পুত্র-প্রসবসমার্থা বলিয়া বোধ হইতেছে; অতএব আপনি আমার সম্পত্তি বিবেচনা করিয়া ইহার শুল্ক-পরিমাণ বলুন।'

গালব কহিলেন, 'হে রাজন্! যে সকল অশ্ব চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, গ্রাম্য ও সুন্দরাঙ্গ এবং যাহাদিগের এক কর্ণ শ্যামবর্ণ, এরূপ অষ্টশত তুরঙ্গ প্রদান করিতে হইবে; তাহা হইলে যেমন অরণীতে[5] হুতাশন সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ ইহার গর্ভে আপনার বহু পুত্র সমুদ্ভূত হইবে।

কামমোহিত রাজা হর্যশ্ব তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া দীনতা প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে তপোধন! আপনার অভিলষিত দুই শত ও অন্যান্য শত শত অশ্ব আমার আলয়ে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু আমি ঐ দুই শত অশ্ব প্রদান করিয়া এই রমণীতে একটিমাত্র অপত্য উৎপাদন করিব; আমার এই অভিলাষ সম্পাদন করুন।'

অনন্তর সেই বালা হর্য্যশ্বের বাক্য শ্রবণ করিয়া গালবকে কহিলেন, 'মহাশয়'! কোন ব্রহ্মবাদী আমাকে এই বর প্রদান করিয়াছিলেন যে, তুমি প্রতি প্রসবান্তেই কন্যাভাব[6] প্রাপ্ত হইবে। অতএব আপনি ঐ দুই শত অশ্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে রাজার হস্তে সমর্পণ করুন; আপনি এইরূপে চারিজন রাজার নিকট হইতে অষ্টশত অশ্ব সংগ্রহ করিবেন, আর আমারও চারি পুত্র সমুৎপন্ন হইবে। হে তপোধন! এইরূপে আপনার গুরুদক্ষিণার সংখ্যা পূর্ণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার এই পর্য্যন্ত বুদ্ধি, এক্ষণে আপনি যে প্রকার বিবেচনা করেন, তাহাই করুন।

১। গলা। ২। দন্ত। ৩। চক্ষুঃপ্রান্ত। ৪। রাজচিহ্নযুক্ত। ৫। শমী প্রভৃতি কাষ্ঠের মন্থানদণ্ড—দুইটি কাষ্ঠের দণ্ড পরস্পর ঘর্ষণ করিলে তাহা হইতে অগ্নি নির্গত হয়। ৬। প্রসবের পূর্ব্বভাব—যাহার সন্তান হয় নাই, তাহার মত অবস্থা।

মহর্ষি গালব কন্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজাকে কহিলেন, 'মহারাজ! এই কন্যাকে গ্রহণ করিয়া শুল্কের চতুর্থ ভাগ প্রদানপূর্ব্বক একটি অপত্য উৎপাদন করুন।'

রাজা হর্য্যশ্ব মাধবীকে অভিনন্দন সহকারে গ্রহণ করিয়া যথাসময়ে এক অভিলষিত পুত্র লাভ করিলেন; তাঁহার নাম বসুমনাঃ। কিয়দ্দিনানন্তর বসুপ্রভ[1] বসুপ্রদ[2] বসুমনাঃ পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন।

অনন্তর ধীমান্ গালব হর্য্যশ্বের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি ভাস্করসন্নিভ[3] পুত্র লাভ করিয়াছেন; এ দিকে আমারও ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্য নৃপতির নিকট গমন করিবার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব মাধবীকে প্রদান করুন।'

তখন পৌরুষশালী[4] রাজা হর্য্যশ্ব সত্যের অনুরোধে তাদৃশ অশ্বের অসুলভতা[5]-বোধে মাধবীকে গালবের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। মাধবী স্বেচ্ছাক্রমে দীপ্যমান রাজশ্রী পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় কুমারী হইয়া গালবের অনুগমন করিলেন। মহর্ষি গালব রাজার নিকট তদ্দত্ত তুরঙ্গসমুদয় ন্যস্ত করিয়া মাধবী-সমভিব্যাহারে মহারাজ দিবোদাসের সমীপে যাত্রা করিলেন।

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়

দিবোদাসের নিকট দ্বিশত অশ্বসংগ্রহ

মহর্ষি গালব পথিমধ্যে মাধবীকে কহিলেন, 'ভদ্রে! মহাবীর ভীমসেন-নন্দন দিবোদাস কাশীর অধীশ্বর; আমরা তাঁহারই নিকট গমন করিতেছি; অতএব শোক পরিত্যাগ করিয়া মন্দ মন্দ[6] আগমন কর। রাজা দিবোদাস অতি ধার্ম্মিক, সংযমী ও সত্যপরায়ণ।' দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব এই কহিয়া কাশীরাজ দিবোদাসসমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং তথায় ন্যায়ানুসারে সৎকার লাভ করিয়া পূর্ব্ববৎ পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত মাধবীকে পরিগ্রহ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন।

১। বসুর ন্যায় উজ্জ্বল। ২। দাতা। ৩। সূর্য্যতুল্য তেজঃশালী। ৪। বীর্য্যমান্। ৫। দুষ্প্রাপ্যতা। ৬। ধীরে ধীরে।

দিবোদাস কহিলেন, 'হে দ্বিজ! আপনার অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই; আমি ইহা পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছি এবং ইহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়াছি। আমার ইহা অত্যন্ত সম্মানের বিষয় যে, আপনি অন্যান্য রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকটে সমাগত হইয়াছেন, ইহা ভবিতব্যতার[১] কর্ম্ম সন্দেহ নাই। আমার আপনার অভিলষিত দুই শত অশ্বের সম্পত্তি আছে; অতএব আমিও ইহার গর্ভে একমাত্র অপত্য উৎপাদন করিব।' দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাকে সেই কন্যা প্রদান করিলেন।

রাজা দিবোদাসও বিধিপূর্ব্বক মাধবীকে পরিগ্রহ করিলেন। যেমন প্রভাকর প্রভাবতীর, হুতাশন স্বাহার, পুরন্দর ইন্দ্রাণীর, চন্দ্র রোহিণীর, যমরাজ উর্ম্মিলার, বরুণদেব গৌরীর, ধনেশ্বর ঋদ্ধির, নারায়ণ লক্ষ্মীর, সাগর জাহ্নবীর, রুদ্র রুদ্রাণীর, ব্রহ্মা ব্রহ্মাণীর, বাশিষ্ঠ অদৃশ্যন্তীর, বশিষ্ঠ[২] অক্ষমালার, চ্যবন সুকন্যার, পুলস্ত্য সন্ধ্যার, অগস্ত্য বৈদর্ভীর, সত্যবান্ সাবিত্রীর, ভৃগু পুলোমার, কশ্যপ অদিতির, আর্চীক রেণুকার, কৌশিক হৈমবতীর, বৃহস্পতি তারার, শুক্র শতপর্ব্বার, ভূমিপতি ভূমির, পুরূরবা উর্ব্বশীর, ঋচীক সত্যবতীর, মনু সরস্বতীর, দুষ্মন্ত শকুন্তলার, সনাতন ধর্ম্মধৃতির, নল দময়ন্তীর, নারদ সত্যবতীর, জরৎকারু জরৎকারুর, পুলস্ত্য প্রতীচীর, উর্ণায়ু মেনকার, তুম্বুরু রম্ভার, বাসুকি শতশীর্ষকার, ধনঞ্জয় কুমারীর, রামচন্দ্র জানকীর ও জনার্দ্দন রুক্মিণীর সহিত প্রণয়-বন্ধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাজা দিবোদাস মাধবীর প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাঁহার গর্ভে প্রতর্দ্দন নামে এক পুত্র উৎপাদন করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ গালব যথাসময়ে রাজা দিবোদাসের সমীপে আগমন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! এক্ষণে মাধবীকে প্রত্যর্পণ করুন এবং যত দিন শুল্কার্থী হইয়া আমাকে অন্যত্র গমন করিতে হয়, তত দিন তুরঙ্গসকল আপনার নিকট ন্যস্ত থাকুক।'

তখন সত্যবাদী ধর্ম্মাত্মা দিবোদাস গালবের হস্তে মাধবীকে প্রত্যর্পণ করিলেন[৩]।

১। অবশ্যম্ভবনীয়তার। ২। ইনি স্বনামখ্যাত বশিষ্ঠ নহেন—অন্য বশিষ্ঠ। ৩। মাধবী প্রত্যর্পণের কথা আছে, অশ্বদানের স্পষ্ট উক্তি নাই; কিন্তু অশ্বদানের প্রতিশ্রুতির পর সত্যবাদী বিশেষণ থাকায় বুঝিতে হইবে, অশ্ব দিয়াছিলেন।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়

উশীনরের নিকট দ্বিশত অশ্বসংগ্রহ

নারদ কহিলেন, অনন্তর যশস্বিনী মাধবী স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে পূর্ব্ববৎ রাজশ্রী পরিত্যাগপূর্ব্বক কন্যাভাব পরিগ্রহ করিয়া গালব-ঋষির অনুগামিনী হইলেন। মহর্ষি গালব কর্ত্তব্য-বিচার করিয়া ভোজরাজ উশীনরের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! এই কন্যা আপনার ঔরসে রাজলক্ষণসম্পন্ন দুই অপত্য প্রসব করিবে। আপনি ইহার গর্ভে চন্দ্রসূর্য্যসদৃশ দুই পুত্র উৎপাদিত করিলে ইহলোকে ও পরলোকে কৃতার্থতা লাভ করিবেন। কিন্তু আমাকে ইহার শুল্ক-স্বরূপ চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ শ্যামৈককর্ণ চতুঃশত অশ্ব প্রদান করিতে হইবে। অশ্বে আমার কিছু প্রয়োজন নাই; কেবল গুরুর নিমিত্ত এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি। মহারাজ! যদি আপনি সমর্থ হয়েন, তবে অবিচারিতচিত্তে[১] এই মাধবীকে পরিগ্রহ করুন। আপনি পুত্রহীন; এক্ষণে ইহার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিয়া পিতৃগণকে ও আত্মাকে পরিত্রাণ করুন। পুত্রবান্ ব্যক্তিকে অপুত্রের ন্যায় স্বর্গভ্রষ্ট বা নিরয়[২]গামী হইতে হয় না।' রাজা উশীনর মহর্ষি গালবের নিকট এইরূপ ও অন্যরূপ নানাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে মহর্ষে! আপনি যাহা কহিলেন, আমি তাহা সমুদয়ই শ্রবণ করিলাম; এরূপ কার্য্য অত্যন্ত আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহ নাই। তজ্জন্য আমার অন্তঃকরণও সমুৎসুক হইয়াছে এবং শ্যামৈককর্ণ দুই শত ও অন্যবিধ বহু সহস্র তুরঙ্গ আমার আলয়ে বিচরণ করে। কিন্তু আমিও ইহার গর্ভে একমাত্র পুত্র সমুৎপন্ন করিয়া সাধুগণের অনুসৃত পথে গমন করিব এবং আপনিও উহার সমুচিত শুল্ক প্রাপ্ত হইবেন। আমার সমুদয় অর্থ পৌর[৩] ও জানপদগণের[৪] নিমিত্ত সঞ্চিত আছে; আত্মভোগের নিমিত্ত নয়। যে রাজা অন্যের প্রতিপালনার্থ সঞ্চিত ধন গ্রহণ করিয়া যথেচ্ছ ব্যয় করেন, তিনি ধর্ম্ম ও যশ লাভ করিতে পারেন না। অতএব আপনি একমাত্র পুত্রের নিমিত্ত এই দেবগর্ভা কুমারীকে প্রদান করুন; আমি ইহাকে পরিগ্রহ করিব।'

১। বিনা বিতর্কে ২। নরক। ৩। অন্তঃপুরবাসী রাজপরিবার। ৪। প্রজাগণের।

রাজা উশীনর এইরূপ নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রদর্শন করিলে দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব পূজাপূর্ব্বক তাঁহাকে কন্যা দান করিয়া অন্যত্রে গমন করিলেন। যেমন কৃতপণ্য ব্যক্তি শ্রীযুক্ত হইয়া কালাতিপাত করেন, সেইরূপ রাজা উশীনর অনিন্দনীয়া মাধবী-সমভিব্যাহারে কখন শৈলকন্দরে[১], কখন নদীনির্ঝরে[২], কখন বাতায়ন-বিমানে[৩], কখন অভ্যন্তরগৃহে[৪], কখন বিচিত্র উদ্যানে[৫], কখন বনে, কখন মনোহর হর্ম্ম্যতলে[৬], কখন বা প্রাসাদশিখরে[৭] কালযাপন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তাঁহার অভিনব রবিসঙ্কাশ[৮] এক পুত্র সমুৎপন্ন হইল। ইহাই পার্থিবশ্রেষ্ঠ শিবি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অনন্তর মহর্ষি গালব রাজার নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে মাধবীকে গ্রহণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিয়া গরুড়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়

অবশিষ্ট অশ্ব সংগ্রহে গরুড়ের যুক্তি

নারদ বলিলেন, তখন বিনতানন্দন গরুড় গালবকে সম্বোধন করিয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, 'হে গালব! আজি কি সৌভাগ্য! আমি তোমাকে কৃতকৃত্য অবলোকন করিলাম।'

গালব তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে বৈনতেয়! যত অশ্ব আহরণ করিতে হইবে, অদ্যাপি তাহার চতুর্থ অংশ অবশিষ্ট আছে; অতএব এক্ষণে কর্ত্তব্য কি বল।'

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ[৯] বৈনতেয় কহিলেন, 'হে গালব! অবশিষ্ট অশ্ব আহরণের নিমিত্ত আর যত্ন করিবার প্রয়োজন নাই; আর তাহা প্রাপ্ত হইবার উপায়ও দেখি না। পূর্ব্বে রাজা ঋচীক কান্যকুব্জ-দেশাধিপতি গাধিরাজের[১০] নিকট সত্যবতী-নাম্নী তাঁহার কন্যাকে পরিণয়ার্থ প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাকে চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ শ্যামৈককর্ণ সহস্র অশ্ব প্রদান করুন; তাহা হইলে আমি আপনাকে সত্যবতী সম্প্রদান করিব।

ঋচীক 'তথাস্তু' বলিয়া বরুণালয়ে গমনপূর্ব্বক তত্রত্য অশ্বতীর্থ হইতে গাধিরাজের অভিলষিত এক সহস্র অশ্ব আনয়ন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। গাধিরাজ পুণ্ডরীক-যজ্ঞ করিয়া সেই সমস্ত অশ্ব দ্বিজাতিগণকে প্রদান করিলেন। আপনি যে তিন জন রাজার নিকট হইতে ছয় শত অশ্ব আহরণ করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ সকল দ্বিজাতির নিকট হইতে প্রত্যেকে দুই শত করিয়া ক্রয় করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট চারি শত অশ্ব বিতস্তা নদী পার হইবার সময় সলিলে নিমগ্ন হইয়াছিল। আপনি সেই সকল দুর্লভ অশ্ব কোন কালেই লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না; অতএব বিশ্বামিত্রকে অবশিষ্ট দুই শত অশ্বের পরিবর্ত্তে এই কন্যা ও পূর্ব্বাহৃত[১] ছয় শত অশ্ব প্রদান করুন; তাহা হইলে আপনি গতসম্মোহ[২] ও কৃতকৃত্য হইবেন।'

গালবের গুরুদক্ষিণাদানানন্তর অরণ্যে প্রবেশ

মহর্ষি গালব বৈনতেয়ের এই বাক্য অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে সেই অশ্বগণ ও সেই কন্যাকে গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্বামিত্রসমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আপনার আট শত অশ্বের মধ্যে এই ছয় শত অশ্ব ও অবশিষ্ট দুই শত অশ্বের পরিবর্ত্তে এই কন্যাকে গ্রহণ করুন। তিন জন রাজর্ষি ইহার গর্ভে পরম-ধার্ম্মিক তিনটি সন্তান উৎপাদন করিয়াছেন; এক্ষণে আপনিও একটি পুত্র লাভ করুন।'

বিশ্বামিত্র বৈনতেয়, গালব ও সেই বরবর্ণিনী মাধবীকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, 'হে গালব! তুমি কি নিমিত্ত প্রথমেই আমাকে এই কন্যা প্রদান কর নাই? তাহা হইলে আমিই ইহার গর্ভে কুল-পাবন চারি পুত্র লাভ করিতে পারিতাম। সে যাহা হউক, এক্ষণে একমাত্র পুত্রলাভের নিমিত্ত ইহাকে গ্রহণ করিতেছি। আর ঐ অশ্ব সকল আমার আশ্রমে ইতস্ততঃ বিচরণ করুক।' মহাদ্যুতি বিশ্বামিত্র এইরূপে মাধবীকে পরিগ্রহ[৩] করিয়া কালক্রমে তাহার গর্ভে অষ্টক নামে এক পুত্র সমুৎপাদন করিলেন। পুত্র জন্মিবামাত্র মহামুনি

১। পর্ব্বতগুহায়। ২। ঝরণায়। ৩। জানালাযুক্ত আকাশ-যানে। ৪। অন্তঃপুরে। ৫। সুন্দর বাগানে। ৬। প্রাসাদতলে—নীচ তলায়। ৭। উপরতলায়। ৮। সূর্য্যকান্তি। ৯। প্রধান বক্তা। ১০। বিশ্বামিত্রের।

১। পূর্ব্বের সংগৃহীত। ২। বিগতমোহ—শান্ত। ৩। গ্রহণ।

বিশ্বামিত্র তাঁহাকে ধর্ম্ম, অর্থ ও সেই সমুদয় অশ্ব প্রদান এবং গালবের হস্তে মাধবীকে সমর্পণ করিয়া অরণ্যে গমন করিলেন। তখন অষ্টক সোমপুর-সদৃশ[1] স্বীয় নগরে প্রবেশ করিলেন।

মহর্ষি গালব বিনতানন্দন গরুড়ের সহিত এইরূপে গুরুকে দক্ষিণা দান করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে মাধবীকে কহিলেন, 'হে বরারোহে! তোমার একজন দানপরায়ণ, একজন শৌর্য্যশালী, একজন ধর্ম্ম ও সত্যপরায়ণ ও একজন যাগশীল এই চারি পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছে; তুমি সেই সমস্ত পুত্র দ্বারা পিতা চারিজন রাজা ও আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছ; এক্ষণে পিতার নিকট গমন কর।' এই বলিয়া তপোধন গালব সেই কন্যাকে তাঁহার পিতার হস্তে প্রত্যর্পণ ও বিনতানন্দনকে গমনে অনুমতি করিয়া অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

একোনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

যযাতিতনয়া মাধবীর সয়ম্বর

মহারাজ যযাতি স্বীয় কন্যার স্বয়ংবর সম্পাদন করিবার মানসে তাঁহাকে দিব্য মাল্যবিভূষিত ও রথে আরোপিত করিয়া গঙ্গাযমুনার সঙ্গমসমীপস্থ আশ্রমে আনীত করিলেন। পুরু ও যদু স্বীয় ভগিনীর অনুসরণক্রমে সেই আশ্রমে গমন করিলেন। বিবিধ দেশ, শৈল ও বন হইতে অসংখ্য মনুষ্য, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, মৃগ ও পক্ষীগণ ঐ আশ্রমে সমাগত হইলেন। বহুসংখ্যক ভূপতি ও ব্রহ্মকল্প মহর্ষিগণে সেই আশ্রম-কানন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু বরবর্ণিনী[2] মাধবী তথায় বহুসংখ্যক উপযুক্ত পাত্র সমুপস্থিত থাকিলেও তাঁহাদিগকে পরিহারপূর্ব্বক অরণ্যকে[3] বরণ করিলেন। অনন্তর তিনি রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক বন্ধুগণকে নমস্কার করিয়া বনমধ্যে তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে বহুবিধ উপবাস, দীক্ষা ও নিয়ম দ্বারা আপনার মনকে রাগদ্বেষাদিবিবর্জ্জিত করিলেন। বৈদূর্য্যাঙ্কুরসন্নিভ[4], মৃদু, হরিত, তিক্ত ও মধুর শস্পভক্ষণ এবং প্রস্রবণস্রুত[5] পরম পবিত্র অতি নির্ম্মল সুশীতল জল পান করিয়া মৃগবহুল, ব্যাঘ্র প্রভৃতি [illegible] বিবর্জ্জিত, দাবানলবিহীন, জনশূন্য কাননে হরিণ-সমভিব্যাহারে মৃগীর ন্যায় ভ্রমণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যা[1] দ্বারা বিপুল ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

যযাতির পরলোক

মহারাজ যযাতিও পূর্ব্বতন ভূপতিগণের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বহু সহস্র বর্ষ পরে পরলোকযাত্রা করিলেন। পুরু ও যদু হইতে মহারাজ যযাতির দুই বংশ বর্দ্ধিত হইয়া লোক সকলকে প্রতিষ্ঠিত করিল এবং মহর্ষিকল্প নরপতি যযাতি পরলোকে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গের প্রধান ফল ভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহু সহস্র বর্ষ অতীত হইলে পর, তিনি একদা একত্র সমাসীন বহুসংখ্যক রাজর্ষি ও মহর্ষিগণের সমক্ষে মূঢ়ের ন্যায় দেব, ঋষি ও নর-গণের অবমাননা করিলেন। সুররাজ শক্র তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন এবং সমুদয় রাজর্ষিগণ তাঁহাকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন তত্রস্থ সকলেই যযাতিকে অবলোকন করিয়া বিচার করিতে লাগিলেন যে, এ ব্যক্তি কে? কাহার পুত্র? কিরূপেই বা এ স্থানে আগমন করিল? এ কোন্ কর্ম্ম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে? কোন্ স্থানেই বা তপোনুষ্ঠান করিয়াছে? স্বর্গমধ্যে ইহাকে কিরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে? আর কোন্ ব্যক্তিই বা ইহাকে জানে? স্বর্গবাসিগণ পরস্পর এইরূপ যযাতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন এবং বিমানপাল[2], স্বর্গদ্বাররক্ষক ও আসনপাল[3]গণকে যযাতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তাঁহারা কহিলেন, 'আমরা কিছুই জানি না', এইরূপে স্বর্গবাসিগণ যযাতির বিষয় কিছুই পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেন না। কিন্তু এদিকে মহারাজ যযাতি মুহূর্ত্তমধ্যেই নিস্তেজ হইয়া উঠিলেম।

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

যযাতির স্বর্গচ্যুতি

কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজ যযাতি কম্পিতমনাঃ, শোকাভিভূত ও জ্ঞানশূন্য হইয়া আসনভ্রষ্ট ও স্বস্থান

১। চন্দ্রপুরী তুল্য। ২। নারীশ্রেষ্ঠা। ৩। বনকে। ৪ বৈদূর্য্য-মণির কণার মত কান্তিবিশিষ্ট। ৫। ঝরণা হইতে পতিত।

১। বেদবিহিত অনুষ্ঠান। ২। বিমানরক্ষক। ৩। ব্রহ্মাসন, ইন্দ্রাসন প্রভৃতির প্রহরী।

হইতে প্রচলিত হইলেন। তাঁহার মাল্য ম্লান এবং বসন, মুকুট ও অঙ্গদ প্রভৃতি আভরণ-সমুদয় স্খলিত হইল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। দেবগণ প্রভৃতি[১] সকলে কখন তাঁহার নয়নগোচর ও কখন বা নয়নের বহির্ভূত হইতে লাগিলেন। তিনি অদৃশ্য হইয়া শূন্যচিত্তে মহীতল নিরীক্ষণপূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি মনোমধ্যে এমন কি ধর্ম্মদূষণ[২] অশুভকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছি যে, স্থানচ্যুত হইলাম? তখন তত্রস্থ ভূপতি, অপ্সরা ও সিদ্ধগণ দেখিলেন, নহুষতনয় যযাতি স্বর্গচ্যুত হইতেছেন।

ক্ষীণপুণ্য জনগণকে ভূতলে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত স্বর্গমধ্যে যে সকল দূত নির্দ্দিষ্ট আছে, ঐ সময় তাহাদের মধ্যে একজন সুররাজের আদেশানুসারে যযাতির সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল, 'মহারাজ! তুমি সাতিশয় গর্ব্বিত, সকলেরই অবমাননা করিয়া থাক, তন্নিবন্ধন তোমার স্বর্গভোগ বিনষ্ট হইয়াছে; তুমি স্বর্গের অনুপযুক্ত; অতএব ত্বরায় স্বর্গ হইতে পরিচ্যুত[৩] হইয়া ভূতলে পতিত হও।' পতনোন্মুখ নহুষাত্মজ মহারাজ যযাতি, 'আমি যেন সাধুগণের মধ্যে নিপতিত হই' এই কথা তিনবার বলিয়া আপনার গতি চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় নৈমিষারণ্যে প্রতর্দ্দন, বসুমনা, ঔশীনর[৪], শিবি ও অষ্টক এই চারিজন প্রধান ভূপতিকে দেখিলেন। ঐ লোকপাল-সদৃশ ভূপতিচতুষ্টয় বাজপেয়-যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সুররাজের প্রীতিসাধন করিতেছেন। যজ্ঞধূম স্বর্গদ্বার পর্য্যন্ত সমুত্থিত হইয়া ধূমময়ী নদীর ন্যায়, স্বর্গ হইতে ভূতলে নিপতিত মন্দাকিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। মহারাজ নহুষতনয় সেই পরম-পবিত্র যজ্ঞধূম আঘ্রাণ ও অবলম্বন করিয়া ঐ ভূপতিচতুষ্টয়ের মধ্যে নিপতিত হইলেন।

দৌহিত্রপ্রভাবে যযাতির পুনঃ স্বর্গাধিকার

প্রতর্দ্দনপ্রমুখ ভূপতিচতুষ্টয় যযাতিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়! আপনি কে? কাহার বন্ধু? আপনি গ্রাম্য কি নাগরিক[৫]? আপনাকে মনুষ্য বলিয়া বোধ হইতেছে না; আপনি কি দেব, না যক্ষ, না গন্ধর্ব্ব, না রাক্ষস, আপনার এখানে আগমনের প্রয়োজন কি?'

১। স্বর্গবাসী অজ্ঞাত গণদেবতা। ২। ধর্ম্মগর্হিত। ৩। পরিভ্রষ্ট। ৪। উশীনরের পুত্র। ৫। নগর—সহরবাসী।

যযাতি কহিলেন, 'মহাশয়! আমার নাম যযাতি। আমি পুণ্যক্ষয় হওয়াতে স্বর্গচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছি। আমি সাধুদিগের মধ্যে পতিত হইব মনে করিয়াছিলাম বলিয়া আপনাদের মধ্যে নিপতিত হইয়াছি।'

তখন নৃপচতুষ্টয় কহিলেন, 'মহাশয়! আপনি যথার্থই কহিয়াছেন; যাহা হউক, এক্ষণে আমাদিগের যজ্ঞফল ও ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করুন।'

যযাতি কহিলেন, 'হে সাধুগণ! আমি প্রতিগ্রহজীবী[১] ব্রাহ্মণ নহি; আমি ক্ষত্রিয়, বিশেষতঃ পরপুণ্যনিরাকরণে[২] আমার প্রবৃত্তি নাই।'

মহারাজ যযাতি ও প্রতর্দ্দন প্রভৃতি ভূপতিচতুষ্টয় এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে যযাতিকন্যা মাধবী মৃগচর্য্যাক্রমে[৩] তথায় সমুপস্থিত হইলেন। প্রতর্দ্দনাদি ভূপতিচতুষ্টয় তাঁহাকে অবলোকন করিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, 'জননি! এই আপনার পুত্রগণ সমুপস্থিত আছে, আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে'? মাধবী তাঁহাদের বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্বীয় পিতা যযাতির সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক ও পুত্রগণের মস্তক স্পর্শ করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে তাত! এই চারিজন আমার পুত্র ও আপনার দৌহিত্র, ইহারা আপনাকে উদ্ধার করিবে, আর আমি আপনার কন্যা মাধবী, আমি যে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছি, আপনি তাহার অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করুন। মনুষ্যগণ অপত্যোপার্জ্জিত[৪] ধর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে এবং সদগতিলাভের নিমিত্ত দৌহিত্র প্রার্থনা করে।'

অনন্তর প্রতর্দ্দনপ্রমুখ ভূপতিগণ মাতা ও মাতামহকে অভিবাদন করিয়া অতি উচ্চ গম্ভীরস্বরে মেদিনীমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া মাতামহকে উদ্ধার করিবার বাসনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সময় তপোধন গালব তথায় সমুপস্থিত হইয়া যযাতিকে কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি আমার তপস্যার অংশ গ্রহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করুন।'

১। দান গ্রহণ দ্বারা প্রাণধারণকারী। ২। অপরের পুণ্যগ্রহণ দ্বারা তাহার পুণ্যক্ষয় করায়। ৩। বনভ্রমণ করিতে করিতে। ৪। বংশধরগণের অর্জ্জিত।

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

যযাতির পুনঃ স্বর্গপ্রাপ্তি

মহারাজ যযাতি সেই সমুদয় মহাত্মগণ কর্ত্তৃক প্রত্যভিজ্ঞাত[১] হইবামাত্র দিব্য বসন পরিধান, দিব্য আভরণ ধারণ, দিব্য গন্ধ-মাল্য গ্রহণ ও দিব্য স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইতে লাগিলেন। তখন লোকমধ্যে দানপতি[২] নামে বিখ্যাত মহাযশাঃ বসুমনা সর্ব্বাগ্রে উচ্চস্বরে যযাতিকে কহিলেন, 'হে মহাত্মন্! আমি সর্ব্ববর্ণের অনিন্দনীয়তা[৩] নিবন্ধন যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছি এবং দানশীলতা, ক্ষমাশীলতা ও অগ্ন্যাধান[৪] নিবন্ধন যে ফল লাভ করিয়াছি, তৎসমুদয় আপনাকে প্রদান করিলাম, আপনি গ্রহণ করুন।' তৎপরে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ প্রতর্দ্দন নহুষ-তনয়কে কহিলেন, 'হে মহারাজ! আমি ধর্ম্মাভিনিবেশ[৫], যুদ্ধপরায়ণতা ও বীরশব্দলাভ[৬] নিবন্ধন যে সকল ফললাভ করিয়াছি, তাহা আপনাকে প্রদান করিলাম, আপনি গ্রহণ করুন।' অনন্তর উশীনর-নন্দন শিবি মধুর-বচনে কহিলেন, 'হে নহুষ-তনয়! আমি স্ত্রী, বালক ও শ্যালকাদির সমক্ষে[৭], যুদ্ধে[৮], লোকের মৃত্যুসময়ে[৯], আপৎকালে এবং ব্যসনসময়েও[১০] মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করি নাই। আমার সেই সত্য প্রভাবে আপনি স্বর্গে গমন করুন। আমি বরং রাজ্য, প্রাণ, কর্ম্ম ও সুখসম্ভোগ পরিত্যাগ করিতে পারি, তথাপি সত্য পরিত্যাগ করিতে পারি না; আমার সেই সত্যপ্রভাবে আপনি স্বর্গে গমন করুন; আমি যে সত্যপ্রভাবে ধর্ম্ম, অগ্নি ও পুরন্দরকে পরিতুষ্ট করিয়াছি, আপনি আমার সেই সত্যপ্রভাবে স্বর্গে গমন করুন।' অনন্তর রাজর্ষি অষ্টক বহু শত যজ্ঞানুষ্ঠাতা নহুষনন্দনকে কহিলেন, হে রাজন্! আমি শত শত পুণ্ডরীক, গোসব ও বাজপেয়-যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছি; আপনি তৎসমুদয়ের ফল লাভ করুন। আমি সমুদয় রত্ন, ধন ও পরিচ্ছদ যজ্ঞে সমর্পণ করিয়াছি, আপনি সেই ফলে স্বর্গে গমন করুন।'

এইরূপে মহারাজ যযাতি স্বীয় দৌহিত্রচতুষ্টয়ের বাক্যানুসারে পৃথিবী পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে স্বর্গে গমন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার দৌহিত্রগণ সকলে সমবেত হইয়া কহিলেন, 'মহারাজ! আমরা আপনার দৌহিত্র; আমরা সর্ব্বধর্ম্মোপেত হইয়া বর্ত্তমান আছি; আপনি স্বর্গে গমন করুন।' এইরূপে সেই রাজবংশসম্ভূত কুলবর্দ্ধন ভূপতিচতুষ্টয় স্ব স্ব যজ্ঞ-দানাদিজনিত সুকৃতপ্রভাবে স্বর্গচ্যুত স্বীয় মাতামহ মহাপ্রাজ্ঞ যযাতিকে পুনরায় স্বর্গে সংস্থাপিত করিলেন।

—

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

ব্রহ্মার যযাতি-অভিনন্দন

এইরূপে মহারাজ যযাতি সজ্জনগণের অগ্রগণ্য স্বীয় দৌহিত্রগণের প্রভাবে সদ্গতি লাভ করিয়া তাঁহাদিগকে সম্ভাষণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে তাঁহার মস্তকে নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি ও গাত্রে পরম-পবিত্র সুগন্ধ সমীরণ সংলগ্ন হইতে লাগিল। মহারাজ নহুষতনয় দৌহিত্রগণের তপঃপ্রভাবনিমজ্জিত অবিচল স্থানে[১] সংস্থিত ও স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে পরমোৎকৃষ্ট শোভাসম্পন্ন হইয়া জাজ্বল্যমান হইতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ তাঁহার সমীপে নৃত্য-গীতাদি করিতে লাগিল, চতুর্দ্দিকে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল, বিবিধ দেবর্ষি, রাজর্ষি ও চারণগণ তাঁহার স্তব ও অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন এবং দেবগণ তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন।

এইরূপে মহারাজ যযাতি স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়া শান্তমনাঃ[২] হইলে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ কমলযোনি[৩] তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে নহুষতনয়! তুমি লৌকিক কর্ম্ম দ্বারা চতুষ্পাদ ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া এই লোক পরাজয় ও স্বর্গে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলে। তোমার স্বীয়

১। বিশ্বস্তভাবে বিদিত। ২। দানবীর—অত্যন্ত দাতা। ৩। প্রশস্ততা—প্রশংসনীয়তা। ৪। যজ্ঞশীলতা। ৫। ধর্ম্মে একান্ত নিষ্ঠা। ৬। বীরখ্যাতি। ৭-১০। স্ত্রী, বালক ও শ্যালক অনেকেরই মমতার পাত্র; তাঁহাদের তুষ্টির জন্য মিথ্যা অনেকেই বলিতে বাধ্য হয়। যুদ্ধে জয়াদি স্বার্থের জন্য মিথ্যা অনেকেই কহে। কাহারও মৃত্যুকালে "এ ব্যক্তি আমার এত টাকা ধারে—আমাকে অমুক দ্রব্যদানে প্রতিশ্রুত"—কোন কোন অতি ঘৃণিত স্বার্থান্ধকে ঐরূপ বলিতে শুনা যায়। বিপৎকালে বা বিপদে বিশেষভাবে আবদ্ধ হওয়ার আশঙ্কামুক্তির জন্য মিথ্যা উক্তি অনেকের মুখে শুনা যায়;—বসুমনার এ সব দোষ ছিল না।

১। যে স্থান হইতে স্খলন নাই। ২। প্রসন্ন চিত্ত। ৩। ব্রহ্মা।

কর্ম্মদোষেই তৎসমুদয় বিনষ্ট হয়। স্বর্গবাসিগণের মন তমোবৃত[1] হওয়াতে তাঁহারা তোমাকে প্রত্যভিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই; সেই নিমিত্তই তুমি ভূতলে নিপতিত হইয়াছিলে। এক্ষণে স্বীয় দৌহিত্রগণের প্রীতিনিবন্ধন পুনরায় স্বকর্ম্মনির্জ্জিত পরমপবিত্র শাশ্বত অব্যয় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছ।'

অভিমানের দোষ কথন

তখন যযাতি কহিলেন, 'হে ভগবন্! আমার একটি সংশয় সমুপস্থিত হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহা ছেদন করুন; আপনা ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট সেই সংশয় প্রকাশ করিতে আমার শ্রদ্ধা হয় না। হে পিতামহ! আমি বহু সহস্র বৎসর প্রজাপালন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও দান দ্বারা যে মহাফল লাভ করিয়াছিলাম, তাহা কিরূপে অতি অল্পকালমধ্যে বিলুপ্ত হইয়া আমাকে পাতিত করিল? হে ভগবন্! আমি ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যে শাশ্বত লোক লাভ করিয়াছিলাম, তাহা আপনার অবিদিত নাই; অতএব এক্ষণে বলুন, কি নিমিত্ত উহা বিনষ্ট হইল?'

ব্রহ্মা কহিলেন, 'হে নহুষতনয়! তুমি বহু সহস্র বৎসর প্রজাপালন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও দান দ্বারা যে ফললাভ করিয়াছিলে, তোমার অভিমান নিবন্ধন তাহা বিনষ্ট হওয়াতে তুমি স্বর্গচ্যুত হও। দেখ, যে ব্যক্তি অভিমান, বল, হিংসা, শঠতা বা মায়া প্রকাশ করে, এই লোক তাহার পক্ষে চিরস্থায়ী হয় না। কি উত্তম, কি মধ্যম, কি অধম, কাহাকেও অবমাননা করা তোমার বিধেয় নহে। অভিমানানলদগ্ধ[2] ব্যক্তিগণের শান্তি কোথায়? হে যযাতি! যে ব্যক্তি তোমার এই পতনারোহণ[3]-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবে, সে অতি বিষম সঙ্কটে নিপতিত হইলেও অনায়াসে মুক্ত হইতে পারিবে।'

পূর্ব্বে ভূপতি যযাতি অভিমান প্রযুক্ত ও মহাতপাঃ গালব নির্ব্বন্ধাতিশয় নিবন্ধন এইরূপে যৎপরোনাস্তি বিপন্ন হইয়াছিলেন। হে কৌরবরাজ! হিতাভিলাষী সুহৃজ্জনের বাক্য শ্রবণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; নির্ব্বন্ধাতিশয় কদাপি বিধেয় নহে। অতএব আপনি অভিমান ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করুন। লোকে দান, তপ ও হোম প্রভৃতি যে সমুদয় কার্য্য করে, তাহার হ্রাস বা বিনাশ হয় না, আর যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, সেই তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে; অন্যে কদাচ তাহা করিতে সমর্থ হয় না; যে ব্যক্তি এই বহুশ্রুতসম্পন্ন[1] রাগরোষ[2]বিবর্জ্জিত সজ্জনগণের নানাশাস্ত্রবিনিশ্চিত যুক্তিযুক্ত আখ্যান শ্রবণপূর্ব্বক ত্রিবর্গে[3] দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করেন, তিনি অনায়াসে সমুদয় পৃথিবী ভোগ করিতে সমর্থ হয়েন।"

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

সন্ধি করিতে ধৃতরাষ্ট্রের অসামর্থ্যপ্রকাশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! আপনি যে প্রকার কহিতেছেন, সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই, উহা আমার অভিপ্রেত বটে, কিন্তু তাহা সম্পাদন করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে।" রাজা ধৃতরাষ্ট্র নারদকে এইরূপ কহিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, "হে কেশব! তোমার বাক্য সুখকর, লোকাচারসঙ্গত, ধর্ম্মানুগত ও ন্যায়োপেত[4], তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি স্বাধীন নই। সুতরাং আমার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় না; অতএব তুমি পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত যত্ন কর। সে গান্ধারী, ধীমান্ বিদুর বা ভীষ্ম প্রভৃতি অন্যান্য হিতৈষী সুহৃদগণের হিতকর বাক্য শ্রবণ করে না। তুমি স্বয়ং সেই ক্রূরাত্মাকে শাসন কর, তাহা হইলে তোমার বন্ধুজনোচিত কার্য্য করা হইবে;"

দুর্য্যোধনের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি

ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ বাসুদেব রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যশ্রবণে দুর্য্যোধনের অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন, "দুর্য্যোধন! তোমার ও তোমার বংশের সবিশেষ শান্তিকর বাক্য শ্রবণ কর। তুমি মহাপ্রাজ্ঞকুলে[5] সমুৎপন্ন, শাস্ত্রজ্ঞতা ও সদাচার প্রভৃতি সমুদয় সদ্গুণে অলঙ্কৃত হইয়াছ; অতএব সন্ধিসংস্থাপন করাই তোমার সমুচিত কর্ম্ম। তোমার

১। তমোগুণাম্বিত। ২। অভিমান রূপ অগ্নিতে দগ্ধ। ৩। স্বর্গ হইতে পতন, পুনঃ স্বর্গে আরোহণ।

১। বিজ্ঞজনসম্মত। ২। কামনার অপূরণ জনিত ক্রোধ। ৩। ধর্ম্ম, অর্থ, কামে। ৪। নীতিযুক্ত। ৫। অত্যন্ত বুদ্ধিমানদিগের বংশে।

যেরূপ সঙ্কল্প, দুষ্কুলজাত, নৃশংস, নির্লজ্জ ব্যক্তিরাই তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকে। সাধু ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তি ধর্ম্মার্থের অনুগত, অসাধুরাই বিপরীত ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু তোমাতে সেই বিপরীত ব্যবহার বারংবার নয়নগোচর হইতেছে; ঈদৃশ ব্যবহারে ঘোরতর অধর্ম্ম, প্রাণনাশের কারণ, অনিষ্ট ও অপ্রতিবিধেয়[1] দুর্নিমিত্ত[2] সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি সেই অনর্থ পরিহারপূর্ব্বক আপনার, ভ্রাতৃগণের, ভৃত্যগণের ও মিত্রগণের শ্রেয়ঃসাধন কর; তাহা হইলে তুমি অধর্ম্মজনক, অযশস্কর কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইবে। আর এক্ষণে প্রাজ্ঞ, শূর, মহোৎসাহসম্পন্ন, মহানুভব, শাস্ত্রজ্ঞ পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন কর। তাহা হইলে ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্র, পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণ, মহামতি বিদুর, কৃপ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সঞ্জয়, বিবিংশতি, জ্ঞাতিগণ ও জ্ঞানসম্পন্ন অন্যান্য মিত্রগণ সাতিশয় সুখী হইবেন। ফলতঃ সন্ধিসংস্থাপন হইলে সমস্ত জগৎ আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি লজ্জাশীল, সৎকুলজাত, শাস্ত্রজ্ঞ ও সদয়স্বভাব। অতএব পিতামাতার শাসনে অবস্থান কর। পিতার শাসনপরবশ[3] হওয়া পুত্রের নিতান্ত শ্রেয়স্কর; দেখ, মনুষ্যেরা বিপন্ন হইলে পিতৃশাসন স্মরণ করিয়া থাকে।

ভ্রাতঃ! পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করা তোমার পিতার ও অমাত্যগণের নিতান্ত অভিপ্রেত; এক্ষণে তাহা তোমারও অনুমোদিত হউক। যে ব্যক্তি সুহৃদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া গ্রাহ্য না করে, যেমন মহাকালফল[4] ভক্ষণ করিলে পরিণামে পরিতাপিত হইতে হয়, তদ্রূপ সেই ব্যক্তিকে পরিশেষে সাতিশয় ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। যে দীর্ঘসূত্রী[5] মোহবশতঃ কল্যাণকর বাক্য পরিত্যাগ করে, তাহাকে পুরুষার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট ও পশ্চাত্তাপে পরিতাপিত হইতে হয়। যে ব্যক্তি অর্থকাম ব্যক্তিদিগের মতবিরোধী বাক্য সহ্য না করে, কিন্তু বাস্তবিক প্রতিকূল বাক্য গ্রহণ করে, সে অরাতিগণের বশবর্ত্তী হয়। যে ব্যক্তি সাধুগণের মত অতিক্রম করিয়া অসতের মতে অবস্থান করে, অচিরকালমধ্যে তাহার বিপদে মিত্রগণকে শোকাকুল হইতে হয়। যে ব্যক্তি প্রধান প্রধান অমাত্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া হীনস্বভাব[1]-দিগকে সেবা করে, সে এরূপ ঘোরতর বিপদে নিপতিত হয় যে, তাহা হইতে আর উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা থাকে না। যে ব্যক্তি অসাধুগণের সেবা, অনর্থকার্য্যের অনুষ্ঠান, সাধু সুহৃদ্গণের বাক্যে উপেক্ষা, অনাত্মীয়ের সমাদর ও আত্মীয়গণের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করে, পৃথিবী তাহাকে পরিত্যাগ করেন। অতএব তুমি কি নিমিত্ত মহাবীর পাণ্ডবগণের সহিত বিরোধ করিয়া অশিষ্ট অসমর্থ মূঢ়গণের সাহায্যে পরিত্রাণ-লাভের অভিলাষ করিতেছ? এই মেদিনী-মণ্ডলে তোমা ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি ইন্দ্রসদৃশ মহারথ[2] ভূপতিগণকে অতিক্রম করিয়া অন্য হইতে পরিত্রাণের প্রত্যাশা করে? পাণ্ডবগণ এরূপ ধর্ম্মপরায়ণ যে, তুমি তাঁহাদিগকে জন্মাবধি প্রতিনিয়ত নিগৃহীত[3] করিয়াছ, তথাপি তাঁহারা কখন জাতক্রোধ[4] হয়েন নাই। তুমি জন্ম[5] প্রভৃতি সেই বান্ধবগণের প্রতি মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছ, তথাপি তাঁহারা তোমার প্রতি সম্যক্ সন্তুষ্ট আছেন; তাঁহাদের প্রতি পরিতুষ্ট হওয়া তোমারও কর্ত্তব্য। প্রকৃত বন্ধু-গণের প্রতি কদাচ জাতক্রোধ হইও না। প্রাজ্ঞগণের কর্ম্ম ত্রিবর্গসংযুক্ত; অন্যান্য লোক ত্রিবর্গসাধনে অসমর্থ হইয়া কেবল ধর্ম্ম ও অর্থের অনুগামী হয়; কিন্তু ধীর ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মলভ্য ত্রিবর্গের মধ্যে কেবল ধর্ম্মকেই লক্ষ্য করিয়া চলেন। মধ্যম লোকে কলহের মূল অর্থের নিমিত্ত কর্ম্ম করে, আর বালকেরাই কেবল কামনার বশবর্ত্তী হয়। যে নীচ ব্যক্তি লোভপরতন্ত্র[6] হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি প্রকৃত উপায়ের অভাবে কেবল কাম ও অর্থের অভিলাষী হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কেন না, কাম ও অর্থ কদাপি ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে না; অতএব যিনি কাম ও অর্থলাভের কামনা করেন, প্রথমে তাঁহার ধর্ম্ম লাভ করাই নিতান্ত কর্ত্তব্য। ধর্ম্মই ত্রিবর্গ-লাভের উপায়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মস্বরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া ত্রিবর্গলাভের অভিলাষ করেন,

১। প্রতীকারের অযোগ্য। ২। অনিষ্ট। ৩। শাসনাধীন। ৪। বিষফল। ৫। সত্ত সম্পাদ্য কার্য্যের বহু বিলম্বে সম্পাদনকারী।

১। নীচ প্রকৃতি। ২। একাকী দশ সহস্র ধনুর্দ্ধারীদিগের সহিত যুদ্ধকারী অথবা যুদ্ধে নিজেকে, সারথিকে ও অশ্বসমূহকে রক্ষা করিতে সমর্থ। ৩। নির্য্যাতিত—পীড়িত। ৪। ক্রুদ্ধ। ৫। শৈশব কাল হইতে। ৬। লোভের বশীভূত।

তিনি কক্ষগত[১] পাবকের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকেন।

হে দুর্য্যোধন! তুমি হীন উপায় অবলম্বন করিয়া সকল-রাজবিখ্যাত অতি বিস্তীর্ণ অধিরাজ্য[২]-লাভে সমুৎসুক হইয়াছ। যে ব্যক্তি সত্যপরায়ণদিগের প্রতি মিথ্যা ব্যবহার করে, সে পরশু[৩] দ্বারা বনচ্ছেদনের ন্যায় আপনাকে ছেদন করে। যে ব্যক্তির জয় ইচ্ছা করিবে না, তাহার মতিভ্রংশ[৪] করা একান্ত অবিধেয়[৫]। মানব মতিভ্রংশ না হইলে সতত কল্যাণকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। পাণ্ডবগণের কথা কি, মহানুভব ব্যক্তি ত্রিলোকের মধ্যে কোন সামান্য ব্যক্তিকেও অবমাননা করেন না। রোষপরবশ ব্যক্তিরা কিছুই বুঝিতে পারে না; তাহারা অতি বিশদ[৬] সাধারণ প্রমাণসকলও অস্বীকার করে। হে ভারত! অসাধুসংসর্গ অপেক্ষা পাণ্ডবগণের সহিত সমাগম তোমার নিতান্ত শ্রেয়স্কর। তাঁহারা তোমার প্রতি পরিতুষ্ট থাকিলে তোমার সকল কামনা পরিপূর্ণ হইবে। তুমি যে দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনির উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া ঐশ্বর্য্যাভিলাষী হইয়াছ, তাহারা কি জ্ঞানে, কি ধর্ম্মে, কি অর্থে, কি বিক্রমে, কিছুতেই পাণ্ডবগণের সমকক্ষ নহে। কেবল উহারা নয়, এই সমুদয় রাজা একত্র হইলেও যুদ্ধকালে কুপিত বৃকোদরের মুখ-সন্দর্শনে[৭] সমর্থ হইবেন না। এই সন্নিহিত[৮] সেনাগণ এবং ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, ভূরিশ্রবা, সৌমদত্তি, অশ্বত্থামা ও জয়দ্রথ ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে অসমর্থ হইবেন। কি সুর, কি অসুর, কি মনুষ্য, কি গন্ধর্ব্ব, কেহই ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিতে পারেন না; অতএব তুমি যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ কর।

অথবা সমুদয় পার্থিব সেনার মধ্যে এমন এক বীরকে অনুসন্ধান কর, যে ব্যক্তি ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া সুমঙ্গলে গৃহে প্রত্যাগত হইতে সমর্থ হয়েন। অনর্থক লোকক্ষয়ের প্রয়োজন নাই। যিনি জয় লাভ করিলে তোমার জয়লাভ হইবে, ঈদৃশ কোন পুরুষকে আনয়ন কর। কিন্তু যে ধনঞ্জয় খাণ্ডবপ্রস্থে দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও পন্নগগণকে পরাভূত করিয়াছেন, কে তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিবে? আর একজন যে বহু ব্যক্তিকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়, বিরাট নগরে ইহার আশ্চর্য্য নিদর্শন অবলোকন করিয়াছ। যিনি সমরে আদিদেব ভগবান্ মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন, তুমি কি সেই অজেয়, অধৃষ্য[১], বীরবর, অতি তেজস্বী অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ কর? আমি সাহায্য করিলে কে তাঁহার সহিত যুদ্ধ প্রার্থনা করিবে? যদি ধনঞ্জয় যুদ্ধে আগমন করেন, সাক্ষাৎ দেবরাজও কি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন? যে ব্যক্তি বাহু দ্বারা ধরা-ধারণে সমর্থ হয়, যে ব্যক্তি অমর্ষপরবশ হইয়া সমুদয় প্রজাকে দগ্ধ করিতে পারে এবং যে ব্যক্তি দেবগণকে স্বর্গভ্রষ্ট করিতে সমর্থ হয়, সে ব্যক্তি ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিতে পারে। পুত্র, ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও সম্বন্ধিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, এই সকল ভরতশ্রেষ্ঠগণ যেন তোমার নিমিত্ত বিনাশপ্রাপ্ত না হয়; যেন কৌরবগণের শেষ[২] বিদ্যমান থাকে; সমুদয় কুল উচ্ছিন্ন করিও না। তুমি যেন নষ্টকীর্ত্তি ও কুলঘ্ন[৩] বলিয়া বিখ্যাত না হও। মহারথ পাণ্ডবগণ তোমাকে যৌবরাজ্যে ও তোমার পিতাকে মহারাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন।

অতএব এই আগমনোন্মুখী[৪] রাজলক্ষ্মীকে অবমাননা করিও না। সুহৃদ্‌গণের বাক্যরক্ষা, পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন ও তাঁহাদিগকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিয়া মহতী শ্রী লাভ কর এবং মিত্রগণের প্রীতিভাজন হইয়া চিরকাল কুশলে অবস্থান কর।"

—

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

কৃষ্ণবাক্য সমর্থনসহকারে ভীষ্মের উপদেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, কেশবের বাক্য শ্রবণ করিয়া অসহিষ্ণু-স্বভাব[৫] দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "দুর্য্যোধন! বাসুদেব সুহৃদ্‌গণের শান্তিবিধানে সমুৎসুক হইয়া তোমাকে যাহা কহিতেছেন, তুমি তাহার অনুবর্ত্তী হও; কদাচ ক্রোধের বশীভূত হইও না। মহাত্মা কেশবের বাক্যানুসারে না চলিলে কদাপি কল্যাণ বা সুখলাভ

১। গৃহের প্রকোষ্ঠ-(কুঠুরী) গত। ২। সকল দিকে বিস্তৃত রাজ্য। ৩। কুঠার। ৪। বুদ্ধিভ্রম। ৫। অনুচিত। ৬। প্রাঞ্জল। ৭। ভয়ে মুখের দিকে তাকাইতে। ৮। যুদ্ধার্থ উদ্‌যুক্ত।

১। অন্যের অধর্ষণীয়। ২। অবশিষ্ট। ৩। বংশনাশী—সর্ব্বনাশী। ৪। অল্পাগতপ্রায়া। ৫। অধীরপ্রকৃতি।

হইবে না। মহাবাহু কেশব তোমাকে ধর্ম্মার্থসঙ্গত বাক্যই কহিতেছেন; তুমি তাঁহার অনুবর্ত্তী হও, প্রজাগণকে বিনষ্ট করিও না। তুমি কুলঘ্ন, কাপুরুষ, দুর্ব্বুদ্ধি ও কুপথগামী; তুমি কেশব, ধৃতরাষ্ট্র ও ধীমান্ বিদুরের অর্থবৎ বাক্য অতিক্রম করিতেছ; সুতরাং তোমার দৌরাত্ম্যে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের জীবদ্দশাতেই ভারতকুলের দীপম্যান রাজলক্ষ্মী দূরীকৃত হইবেন এবং তুমি অহঙ্কারবশতঃ আপনাকে অমাত্য, পুত্র, ভ্রাতা ও বান্ধবগণের সহিত জীবিতভ্রষ্ট[১] করিবে। হে বৎস! তুমি পিতামাতাকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিও না।"

দ্রোণের উপদেশ

রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধবশতঃ পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে আচার্য্য দ্রোণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে রাজন্। কেশব ও ভীষ্ম তোমাকে ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্যই কহিয়াছেন; তুমি তাহার অনুগামী হও। ইঁহারা প্রাজ্ঞ, মেধাবী, দান্ত, অর্থকাম ও শাস্ত্রজ্ঞ, অতএব ইঁহারা তোমায় হিতবাক্যই কহিয়াছেন, তুমি তাহা গ্রহণ কর। হে মহাপ্রাজ্ঞ! বাসুদেব ও ভীষ্ম যাহা কহিলেন, তুমি তাহার অনুষ্ঠান কর। মোহবশতঃ কৃষ্ণকে অবমাননা করিও না। এই সকল বীর তোমাকে উৎসাহিত করিতেছেন বটে, কিন্তু ইঁহারা কিছুমাত্র কার্য্যসম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন না; যুদ্ধকালে বীরভার[২] অন্যের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব প্রজা, পুত্র ও ভ্রাতৃগণকে বিনষ্ট করিও না। বাসুদেব ও অর্জ্জুন যে সেনাগণের মধ্যে বিদ্যমান থাকেন, কেহই তাহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ নয়। পরম সুহৃৎ কেশব ও ভীষ্ম যে মত প্রকাশ করিলেন, তাহা যথার্থ; যদি তাহা গ্রহণ না কর, তবে অতিশয় অনুতাপ করিতে হইবে। পরশুরাম অর্জ্জুনের যে প্রকার তেজ বর্ণন করিয়াছেন, অর্জ্জুন তদপেক্ষাও তেজস্বী এবং বাসুদেব দেবগণেরও অজেয়। মহারাজ! এক্ষণে তোমার নিকট হিত ও প্রিয় কথা কহিবার প্রয়োজন নাই। যাহা বক্তব্য, সমুদয়ই বলিলাম, এখন তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর, তোমাকে আর অধিক বলিতে বাসনা করি না।"

১। প্রাণ হইতে বিচ্যুত। ২। বীর্য্যৈশ্বর্য্য—রণচাতুর্য্য।

বিদুরের উপদেশ প্রদান

দ্রোণাচার্য্যের বাক্য পরিসমাপ্ত হইলে মহামতি বিদুর দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দুর্য্যোধন! আমি তোমার নিমিত্ত শোক করিতেছি না; তোমার বৃদ্ধ পিতামাতার জন্যই শোকাকুল হইতেছি; তোমার হৃদয় এমন জঘন্য ও তুমি এমন পাপাত্মা কুলনাশক যে, ইঁহারা তোমাকে উৎপাদন করিয়া হতমিত্র[১] ও হতামাত্য[২] হইয়া ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় অনাথ হইবেন; আর পরিশেষে ইঁহাদিগকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া শোকাকুলিতচিত্তে সমুদয় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে হইবে।"

বিদুরের বাক্যাবসানে রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "বৎস! মহাত্মা বাসুদেবের বাক্য অত্যন্ত কল্যাণকর, যোগক্ষেমশালী[৩] ও অপরিবর্ত্তনীয়, তুমি ইহা শ্রবণ ও গ্রহণ কর। তাহা হইলে অন্যান্য রাজার প্রতি আমাদিগের যে অভিসন্ধি আছে, এই অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণের সাহায্যে তাহাও সংসাধিত হইবে। এক্ষণে তুমি কেশবের সহিত একত্র হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন কর, ভরতকুলের কুশলের নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে স্বস্ত্যয়ন[৪] কর; এই বাসুদেবকে সহায় করিয়া শান্তিলাভ করিবার প্রকৃত সময় সমুপস্থিত হইয়াছে; এ সময় অতিক্রম করিও না। মহাত্মা কেশব সন্ধি প্রার্থনায় তোমার নিমিত্ত অনেক কথা কহিতেছেন; ইঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিও না; তাহা হইলে তোমার পরাজয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

সন্ধিবিষয়ে ভীষ্ম-দ্রোণের উপদেশ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, সমদুঃখসুখ[৫] ভীষ্ম ও দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া অশিষ্টস্বভাব[৬] দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "হে দুর্য্যোধন! এখনও অর্জ্জুন ও বাসুদেব কবচ পরিধান করেন নাই, এখনও গাণ্ডীবশরাসনে জ্যা আরোপিত

১—২। বান্ধবসমূহের ও মন্ত্রীদিগের মৃত্যু। ৩। জীবনযাত্রা কুশলকর। ৪। মঙ্গল আনয়ন। ৫। সুখে-দুঃখে সমজ্ঞানী। ৬। শাসনের অযোগ্য—অসাধু চরিত্র।

হয় নাই, এখনও পুরোহিত ধৌম্য শত্রুসেনাদিগকে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন নাই, এখনও মহাধনুর্দ্ধর লজ্জাশীল যুধিষ্ঠির তোমার সেনাগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই, এখনও কেহ বীরবর ধনঞ্জয় ও মহাধনুর্দ্ধর বৃকোদরকে তাঁহাদের সেনাগণের মধ্যে নয়নগোচর করেন নাই, এখনও গদাপাণি ভীমসেন সেনাগণকে পরাভব করিয়া পথে পথে বিচরণ করেন নাই ও বনস্পতি[1] হইতে ফলপাতনের ন্যায় বীরঘাতিনী গদা দ্বারা গজযোধি[2]গণের কালপরিণত[3] মস্তক সকল রণক্ষেত্রে নিপাতিত করেন নাই, এখনও কৃতাস্ত্র[4] ক্ষিপ্রকারী নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, শিখণ্ডী ও শিশুপালনন্দন কবচমণ্ডিত হইয়া মহাসমুদ্রে কুম্ভীরের প্রবেশের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হন নাই, এখনও ভূমিপালগণের সুকুমার কলেবরে অত্যুগ্র শরনিকর নিপতিত হয় নাই এবং এখনও কৃতাস্ত্র লঘুহস্ত দূরঘাতী[5] বীরগণ তোমার যোদ্ধৃগণের চন্দনাগুরুচর্চ্চিত হারনিষ্কবিভূষিত বক্ষঃস্থলে লৌহময় মহাস্ত্রসকল প্রবেশিত করেন নাই; এই অবসরে সেই ভাবী অতি বিষম হত্যাকাণ্ড[6] শান্ত হউক। তুমি মস্তক দ্বারা রাজকুঞ্জর[7] যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন কর; তিনিও কর দ্বারা তোমাকে প্রতিগ্রহ[8] করুন, শান্তির নিমিত্ত ধ্বজ, অঙ্কুশ ও পতাকাচিহ্নিত দক্ষিণবাহু তোমার স্কন্ধে নিক্ষেপ করুন এবং তোমার উপবেশনান্তে রত্নৌষধিসমেত রক্তবর্ণ অঙ্গুলিতলসুশোভিত পাণিতলে তোমার পৃষ্ঠদেশ পরিমার্জ্জিত করুন; উন্নতস্কন্ধ মহাবাহু বৃকোদরও শান্তির নিমিত্ত কুশলসম্ভাষণ করুন এবং অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইঁহারাও তোমাকে অভিবাদন করুন। তুমি স্নেহ সহকারে তাঁহাদিগের মস্তক আঘ্রাণ ও তাঁহাদিগের সহিত প্রণয়-সম্ভাষণ কর। এই সমস্ত নরাধিপ তোমাকে স্বীয় ভ্রাতা পাণ্ডবগণের সহিত সম্মিলিত দেখিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করুন। তুমি সকল[9] রাজধানীতে কুশল-সংবাদ ঘোষণা কর এবং বিগতসন্তাপ হইয়া সৌভ্রাত্র সহকারে এই পৃথিবী ভোগ কর।"

১। বৃক্ষ—পুষ্পোদ্গাম ব্যতিরেকে একবারেই যাহাদের ফল হয়, যেমন বট প্রভৃতি বড় বড় বৃক্ষ। ২। গজারোহণে যুদ্ধকারী। ৩। মরণকালপ্রাপ্ত, বৃক্ষফল পক্ষে—পক্ব। ৪। অস্ত্রে বিশেষ শিক্ষিত। ৫। দূরস্থ প্রতিপক্ষ-হন্তা। ৬। বধব্যাপার। ৭। নৃপতিশ্রেষ্ঠ। ৮। স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ। ৯। বিভিন্ন।

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

দুর্য্যোধনের দম্ভোক্তি—কৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন কুরুসভামধ্যে অপ্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কেশবকে কহিতে লাগিলেন, "হে বাসুদেব! অগ্রে উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া বাক্যপ্রয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য; তুমি তাহা না করিয়া বিশেষরূপে আমারই নিন্দা করিতেছ। তুমি অকস্মাৎ কি বলাবল অবেক্ষণ[1] করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে নিন্দা করিতেছ? তুমি, বিদুর, পিতা, আচার্য্য দ্রোণ ও পিতামহ ভীষ্ম, তোমরা এই কয়জন সতত আমারই নিন্দা করিয়া থাক; অন্য কোন ভূপালকে নিন্দা কর না। কিন্তু আমি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া আপনার[2] অণুমাত্রও অপরাধ ও অন্যায়াচরণ দেখিতে পাই না; তথাপি তোমরা সকলে নিয়ত আমার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছ। হে কেশব! পাণ্ডবগণ প্রীতিপূর্ব্বক দ্যূতে প্রবৃত্ত হইলে শকুনি তাঁহাদের রাজ্য জয় করিয়াছিলেন; তাহাতে আমার অপরাধ কি? ঐ সময় পাণ্ডবগণের যে সমুদয় ধন পরাজিত[3] হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদের অসম্মতিক্রমে হয় নাই। অতএব অজেয় পাণ্ডবগণ যে দুরোদরমুখে[4] সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বনে গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র অপরাধ নাই। এক্ষণে সেই নিতান্ত অসমর্থ পাণ্ডবগণ কি বলিয়া হৃষ্টচিত্তে শত্রুর ন্যায় আমাদের সহিত বিরোধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন? আমরা তাঁহাদের কি করিয়াছি? তাঁহারা কি অপরাধে সৃঞ্জয়গণ সমভিব্যাহারে আমাদিগের অনিষ্ট চিন্তা করিতেছেন? আমরা উগ্র কর্ম্ম বা ভীষণ বচনে ভীত হইয়া সুররাজের সমীপেও নত হই না। হে কৃষ্ণ! আমি এমন কোন ক্ষত্রিয়কে অবলোকন করি না, যে যুদ্ধে আমাদিগকে পরাজয় করিতে উৎসাহযুক্ত হয়। পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, দেবগণও সংগ্রামে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকে পরাজয় করিতে পারেন না। যাহা হউক, আমরা স্বধর্ম্মে উপেক্ষা না করিয়া সংগ্রামে গমনপূর্ব্বক যদি অস্ত্রাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে স্বর্গলাভ

১। বিচার দ্বারা নির্ণয়। ২। নিজের। ৩। পরাজয়কৃত গ্রহণ। ৪। পাশা খেলা ব্যাপার।

করিতে পারিব। সংগ্রামে শরশয্যায় শয়ন করা ক্ষত্রিয়গণের প্রধান ধর্ম্ম। যদি আমরা শত্রুগণের নিকট অবনত না হইয়া সংগ্রামে বীরশয্যা[১] প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আমাদের নিমিত্ত কেহই অনুতাপিত হইবেন না। কোন্ সদ্বংশজাত ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি ভীত হইয়া শত্রুর নিকট অবনত হইতে সম্মত হয়? মতঙ্গ মুনি কহিয়াছেন, 'উদ্যমই পৌরুষ বলিয়া গণ্য; অতএব উদ্যম করা নিতান্ত আবশ্যক; নত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে, বরং অসময়ে ভগ্ন হইবে, তথাপি কোনক্রমে নত হইবে না।' হিতাভিলাষী ব্যক্তিগণ মতঙ্গের এই বচনানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। হে মহাত্মন্! মদ্বিধ ব্যক্তিরা কেবল ধর্ম্মের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণের নিকট প্রণত হইয়া থাকেন। অতএব অন্য কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া যাবজ্জীবন উক্তরূপ ধর্ম্ম আচরণ করিবে, ইহাই ক্ষত্রিয়ের যথার্থ ধর্ম্ম এবং আমারও এ বিষয়ে বিলক্ষণ সম্মতি আছে।

আমার পিতা যে পূর্ব্বে পাণ্ডবগণকে রাজ্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি জীবিত থাকিতে কখনই তাহা হইবে না। ফলতঃ যে পর্য্যন্ত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র জীবিত থাকিবেন, তাবৎ আমরা বা তাহারা এক পক্ষকে অবশ্যই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষুকের ন্যায় কালাতিপাত করিতে হইবে। হে কেশব! পূর্ব্বে আমি পরাধীন ও বালক ছিলাম, তৎকালে অজ্ঞানবশতঃই হউক বা ভয়প্রযুক্তই হউক, আমার অদেয় রাজ্য প্রদান করা হইয়াছিল; এক্ষণে আমি জীবিত থাকিতে পাণ্ডবগণ কদাপি তাহা প্রাপ্ত হইবে না। অধিক কি, সুতীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগ দ্বারা যে পরিমাণ ভূমিভাগ বিদ্ধ করা যায়, পাণ্ডবগণকে তাহাও প্রদান করিব না।"

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

কৃষ্ণের দুর্য্যোধন-তিরস্কার

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! মহাত্মা জনার্দ্দন দুর্য্যোধনের বাক্যশ্রবণে ক্রোধপর্য্যাকুললোচন[২] হইয়া হাস্য করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, "হে দুর্য্যোধন! তুমি অমাত্যের সহিত বীরশয্যা লাভ করিতে বাসনা করিতেছ, তাহা তোমার অবশ্যই লাভ হইবে। স্থির হও, অচিরকালমধ্যেই মহৎ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইবে। হে মূঢ়! তুমি যে কহিলে, পাণ্ডবগণের প্রতি আমার কিছুমাত্র অত্যাচার নাই, অত্রস্থ ভূপতিগণ তাহা বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখুন। হে ভরতকুলকলঙ্ক! তুমি পাণ্ডবগণের সম্পত্তি দর্শনে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া শকুনির সহিত পরামর্শপূর্ব্বক কপটদ্যূতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। কপটাচারবিহীন অতি প্রধান তোমার জ্ঞাতিবর্গ কিরূপে কুটিল ব্যক্তির সহিত অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল? অক্ষক্রীড়ায় সাধুগণের বুদ্ধিলোপ এবং অসাধুদিগের ভেদ ও ব্যসন সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তুমি অসমীক্ষ্যকারিতা[১] প্রযুক্ত সদাচারপরায়ণ পাণ্ডবগণের সহিত কপটদ্যূতক্রীড়া করিয়া এই ব্যসন সমুৎপাদন করিয়াছ। তুমি কুলশীলসম্পন্না পাণ্ডবগণের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা মহিষী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়নপূর্ব্বক যেরূপ অপমান ও কটূক্তি করিয়াছ, আর কোন্ ব্যক্তি ভ্রাতৃভার্য্যার প্রতি সেরূপ ব্যবহার করিতে পারে? পাণ্ডবগণের অরণ্যগমনসময়ে দুঃশাসন কুরুসভামধ্যে তাঁহাদিগকে যাহা যাহা কহিয়াছিল, কৌরবগণ তৎসমুদয় অবগত আছেন। ফলতঃ তোমরা পাণ্ডবগণের প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছ, অন্য কোন ব্যক্তি স্বীয় বন্ধুগণের সহিত তাদৃশ অসদ্ব্যবহার করিতে পারে না। হে দুর্য্যোধন! তুমি, কর্ণ ও দুঃশাসন, এই তিন জনে অনার্য্য ও নৃশংস পুরুষের ন্যায় তাঁহাদিগকে বারংবার বহুবিধ কটূক্তি করিয়াছ।

দেখ, তুমি পাণ্ডবগণের বাল্যাবস্থায় বারণাবতনগরমধ্যে তাঁহাদিগকে মাতৃ-সমভিব্যাহারে দগ্ধ করিতে সবিশেষ যত্ন করিয়াছিলে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। তাঁহারা সেই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মাতৃসমভিব্যাহারে একচক্রা নগরে ব্রাহ্মণের নিকেতনে বহু দিবস প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিয়াছিলেন। তুমি বিষসর্প প্রভৃতি বিবিধ উপায় দ্বারা তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলে, কিন্তু কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। তুমি উত্তমরূপে বারংবার মহাত্মা পাণ্ডবগণের অনিষ্ট-চেষ্টা করিয়াছ; অতএব পাণ্ডবগণের নিকট যে তোমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই, ইহা কিরূপে বলিতে পারি?

১। বীরবাঞ্ছিত মৃত্যুশয্যা। ২। রোষচঞ্চল—ক্রোধে বিঘূর্ণিত।

১। অপরিণামদর্শিতা।

পাণ্ডবগণ স্বীয় পৈতৃক রাজ্যাংশ প্রার্থনা করিতেছেন, তুমি তৎপ্রদানে সম্মত হইতেছ না, কিন্তু অচিরাৎ তোমাকে ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট ও নিপাতিত হইয়া তাঁহাদিগকে উহা প্রদান করিতে হইবে। তুমি পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের প্রতি নিতান্ত হীন ও নৃশংসের ন্যায় নানাবিধ অসদ্ব্যবহার করিয়া এক্ষণে তাঁহাদের সহিত বিবাদ করিতে বাসনা করিতেছ। তোমার পিতা, মাতা, ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর তোমাকে শান্তিমার্গ অবলম্বন করিতে বারংবার অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু তুমি তাহাতে সম্মত হইতেছ না। হে দুর্য্যোধন! এক্ষণে সন্ধিস্থাপন হইলে তুমি ও যুধিষ্ঠির উভয়েরই যথেষ্ট লাভ হয়, কিন্তু তুমি অল্পবুদ্ধি প্রযুক্ত তাহাতে সম্মত হইতেছ না। তুমি সুহৃজ্জনের বাক্য উপেক্ষা করিয়া নিতান্ত অধর্ম্ম ও অযশস্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছ; অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে না।"

দুঃশাসনের সন্ধি-স্থাপনেচ্ছা

ভগবান্ কৃষ্ণের বাক্যাবসান হইলে ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুঃশাসন জ্যেষ্ঠভ্রাতা ক্রোধনস্বভাব দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "হে রাজন্! যদি আপনি স্বেচ্ছাক্রমে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন না করেন, তাহা হইলে কৌরবগণ আপনাকে বদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের হস্তে সমর্পণ করিবেন[১]। ভীষ্ম, দ্রোণ ও পিতা আপনাকে, আমাকে ও কর্ণকে পাণ্ডবগণের বশীভূত করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছেন।"

দুর্ম্মতি, নির্লজ্জ, মর্য্যাদাঘাতক, অহঙ্কারপরবশ, দুরাত্মা দুর্য্যোধন ভ্রাতার বাক্য শ্রবণে নিতান্ত ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, বাহ্লীক, কৃপ, সোমদত্ত, ভীষ্ম, দ্রোণ ও জনার্দ্দনের প্রতি অনাদর প্রকাশপূর্ব্বক সহসা গাত্রোত্থান করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভীষ্মের ভবিষ্যদ্বাণী

শান্তনুতনয় ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে সভামধ্যে ক্রুদ্ধ হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিতে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে সভাসদ্গণ! যে দুরাত্মা ধর্ম্মার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়, সে অচিরাৎ ব্যসনাপন্ন হইয়া অরাতিকুলের হাস্যাস্পদ হইয়া উঠে। এই দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন উপায়ানভিজ্ঞ, বৃথা রাজ্যাভিমানী ও ক্রোধ-লোভের একান্ত বশীভূত। যে সমুদয় ভূপতি মোহবশতঃ মন্ত্রিগণ-সমভিব্যাহারে এ স্থানে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহাদের আয়ুঃশেষ হইয়াছে।"

কৃষ্ণ কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের শাসনোপায়-কীর্ত্তন

পুণ্ডরীকাক্ষ[১] জনার্দ্দন ভীষ্মের বাক্য-শ্রবণান্তর ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহাত্মাদিগকে কহিতে লাগিলেন, "হে মহাত্মগণ! কুরুবৃদ্ধ-সকল ঐশ্বর্য্যমদমত্ত দুরাচার দুর্য্যোধনকে শাসন না করিয়া নিতান্ত অন্যায়াচরণ করিতেছেন। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহা এক প্রকার স্থির করিয়াছি। আপনারা তদনুষ্ঠানে সম্মত হইলে শ্রেয়োলাভ হইতে পারে। যদি আপনারা অনুগ্রহ করিয়া ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি আপনাদিগের সমক্ষে হিতকর বাক্য বলি। দেখুন, বৃদ্ধ ভোজরাজ উগ্রসেনের তনয় দুরাত্মা কংস পিতা জীবিত থাকিতেই তাঁহার রাজ্য হরণ করিয়াছিল; তন্নিবন্ধন ঐ দুরাচার স্বীয় বন্ধুবান্ধব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। পরিশেষে আমি স্বীয় জ্ঞাতিবর্গের হিতার্থে উহাকে সমরে সংহার করিয়া ঐ সকল জ্ঞাতিগণ-সমভিব্যাহারে আহুকতনয় উগ্রসেনকে সৎকারপূর্ব্বক পুনরায় ভোজরাজ্যে অভিষিক্ত করিলাম। এইরূপে কুলরক্ষার্থ এক কংসকে পরিত্যাগ করিয়া সমুদয় যাদব, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণ যথেষ্ট সুখভোগে কালাতিপাত করিতেছেন। আর যৎকালে দেবাসুরগণ উদ্যতাস্ত্র[২] হইয়া পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে সমুদয় লোক বিনষ্ট হইতে লাগিল, তৎকালে ভগবান্ লোকভাবন[৩] কমলযোনি[৪] বিবেচনা করিলেন যে, সমস্ত অসুর, দৈত্য ও দানবগণ নিশ্চয়ই পরাভব প্রাপ্ত হইবে এবং আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণ স্বর্গবাসী[৫] হইবেন। এই সংগ্রামে সমুদয় দেব, অসুর, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, ভুজঙ্গ ও রাক্ষসগণ একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরকে সংহার করিবে। ভগবান্ প্রজাপতি মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মকে কহিলেন, 'হে ধর্ম্ম! তুমি এই সমস্ত দৈত্য ও দানবদিগকে

১। পাণ্ডববল শ্রবণে ভীত দুঃশাসনের দুর্ব্বুদ্ধি দূর হওয়ায় ভ্রাতার প্রতি সন্ধি করার কৌশলবিস্তার।

১। কমলনয়ন। ২। অস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক যুদ্ধোদ্যত। ৩। লোকসকলের উৎপাদনকারী। ৪। ব্রহ্মা। ৫। স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত।

বন্ধন করিয়া বরুণের নিকট প্রদান কর।' ধর্ম্ম সর্ব্বলোকপিতামহ বিরিঞ্চির আদেশানুসারে সমুদয় দৈত্যদানবগণকে বন্ধন করিয়া বরুণের হস্তে সমর্পণ করিলেন। জলাধিপতি বরুণ তাহাদিগকে ধর্ম্মপাশ ও স্বীয় পাশ দ্বারা বদ্ধ করিয়া সমুদ্রমধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক সতত রক্ষা করিতে লাগিলেন।

হে মহাত্মগণ! ধর্ম্ম যেমন দুর্দ্দান্ত দানবগণকে বদ্ধ করিয়া বরুণের নিকট প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনারা দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন ও সুবলনন্দন শকুনিকে বদ্ধ করিয়া পাণ্ডবগণের নিকট প্রদান করুন। কুলরক্ষার নিমিত্ত একজনকে পরিত্যাগ করিবে, গ্রাম-রক্ষার নিমিত্ত কুল পরিত্যাগ করিবে, জনপদরক্ষার নিমিত্ত গ্রাম পরিত্যাগ করিবে এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত পৃথিবী পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবে। অতএব হে রাজন্! আপনি দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করুন, আপনার দোষে যেন সমুদয় ক্ষত্রিয় বিনষ্ট না হয়।"

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

দুর্য্যোধনের দুর্ব্বুদ্ধি দুরীকরণে গান্ধারীর বাক্য

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! নরনাথ ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বিদুরকে কহিলেন, "বৎস! দূরদর্শিনী গান্ধারীর সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে এখানে আনয়ন কর; আমি তাঁহার সমভিব্যাহারে দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে অনুশাসন করিব। যদি গান্ধারী সামবচনে[১] লোভাভিভূত দুর্ব্বুদ্ধি দুঃসহায়[২] দুর্য্যোধনকে শান্ত ও সৎপথাবলম্বী করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা অনায়াসে পরম-সুহৃৎ বাসুদেবের বচনানুসারে কার্য্য করিতে পারিব। হায়! আমাদের এই দুর্য্যোধনকৃত ঘোর ব্যসন কি প্রশমিত হইবে?"

ধীমান্ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ গান্ধারীকে তথায় আনয়ন করিলেন। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধাররাজতনয়াকে কহিলেন, "গান্ধারি! তোমার পুত্র দুরাত্মা দুর্য্যোধন ঐশ্বর্য্যলোভে সুহৃজ্জনের শাসন অতিক্রম করিয়াছে; অতএব সে ঐশ্বর্য্য ও জীবন উভয়েই বঞ্চিত হইবে সন্দেহ নাই। ঐ দুরাত্মা অদ্য সুহৃদ্বাক্য উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক পাপাত্মগণ-সমভিব্যাহারে অশিষ্টের ন্যায় সভা হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছে।"

যশস্বিনী গান্ধারী স্বামীর বাক্য শ্রবণানন্তর কুরুকুলের শ্রেয়োলাভের আশয়ে কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ! সত্বর সেই রাজ্যকামুক দুর্ম্মতি পুত্রকে জ্ঞাত কর যে, ধর্ম্মার্থবিলোপী[১] অশিষ্ট অবিনীত ব্যক্তি কখনই রাজ্যলাভ করিতে সমর্থ হয় না। হে রাজন্! এই যে ব্যসন সমুত্থিত হইয়াছে, ইহাতে তুমি নিন্দনীয় হইবে; তুমি দুর্য্যোধনের পাপপরায়ণতা অবগত হইয়াও তাহার মতের অনুসরণ করিয়া থাক। এক্ষণে ঐ দুরাত্মা কাম, ক্রোধ ও লোভের নিতান্ত বশীভূত হইয়াছে; সুতরাং তুমি আজি বল দ্বারাও উহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে না। মূর্খ, দুরাত্মা, দুঃসহায়, লুব্ধের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিলে যে ফললাভ হয়, তুমি তাহা ভোগ করিতেছ। তুমি আত্মীয়জনের সহিত ভেদ কিরূপে উপেক্ষা করিতেছ? তোমাকে স্বজনের সহিত ভেদ করিতে দেখিয়া শত্রুগণ হাস্য করিবে। সাম ও দান দ্বারা বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে কোন্ ব্যক্তি দণ্ডবিধানে প্রবৃত্ত হয়?"

অনন্তর মহাত্মা বিদুর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর বচনানুসারে অমর্ষসম্পন্ন দুর্য্যোধনকে পুনরায় সভায় আনয়ন করিলেন। দুর্য্যোধন মাতার বাক্যশ্রবণা-ভিলাষে ক্রোধারক্ত-নয়নে কুপিত আশীবিষের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গান্ধাররাজতনয়া কুপথগামী দুর্য্যোধনকে সমুপ-স্থিত দেখিয়া ভৎর্সনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "বৎস দুর্য্যোধন! আমি তোমাকে যে হিতকর ও ভবিষ্যতে সুখজনক বাক্য কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর ও তোমার পিতা যাহা কহিয়াছেন, তুমি তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। তুমি শান্তিমার্গ অবলম্বন করিলে ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, আমি ও দ্রোণ প্রভৃতি সুহৃদ্গণ সকলেই সৎকৃত হইব। দেখ, রাজ্য স্বেচ্ছাক্রমে লাভ, রক্ষা বা ভোগ করিবার নহে, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কদাচ বহুকাল রাজ্যভোগ করিতে সমর্থ হয় না; জিতেন্দ্রিয়, মেধাবী মহাত্মাই স্বচ্ছন্দে রাজ্যপালন করেন। কাম ও ক্রোধ মনুষ্যকে অর্থ হইতে পরিচ্যুত করে; ঐ রিপুদ্বয়কে পরাজয় করিতে

১ সামবাক্যে। ২। দুষ্টজনের সাহায্যপ্রাপ্ত।

১। ধর্ম্ম ও অর্থের বিলোপকারী—ধ্বংসকারক।

পারিলেই অনায়াসে পৃথিবী জয় করা যায়। দুরাত্মা প্রভুত্ব, রাজ্য ও অভিলষিত স্থান কখনই রক্ষা করিতে পারে না। ধর্ম্মার্থাভিলাষী ব্যক্তি মহত্ত্ব-কামনায় যত্নপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিবে; যেমন ইন্ধন[১] দ্বারা হুতাশন[২] প্রবৃদ্ধ হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইলে বুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। যেমন অবাধ্য অশান্ত অশ্বগণ অনভিজ্ঞ সারথিকে বিনষ্ট করে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত না করিলে উহারা মনুষ্যকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি আপনাকে বশীভূত না করিয়া অমাত্যগণকে পরাজয় করিতে বাসনা করে এবং অমাত্যদিগকে পরাজয় না করিয়া শত্রুগণকে পরাভব করিতে অভিলাষ করে, সে স্বয়ং পরাজিত হয়। যে ব্যক্তি প্রথমে দ্বেষভাব অবলম্বন-পূর্ব্বক আত্মাকে পরাজয় করিতে পারে, পরে অমাত্য ও শত্রুগণকে পরাজয় করা তাহার পক্ষে কোনক্রমেই দুঃসাধ্য নহে। যিনি ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে আনয়ন করিয়া অমাত্যগণকে পরাজয় ও দুষ্টগণের প্রতি দণ্ড ধারণপূর্ব্বক বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া কার্য্য করেন, লক্ষ্মী নিরন্তর তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন।

হে বৎস! ক্ষুদ্র ছিদ্রসকুল জালজড়িত মৎস্য-দ্বয়ের ন্যায় শরীরাভ্যন্তরস্থ কাম-ক্রোধ প্রজ্ঞা বিলুপ্ত করে; কোন বীতরাগ ব্যক্তি স্বর্গগমনোন্মুখ হইলে দেবগণ ভয়নিবন্ধন তাহার অন্তঃকরণে কামক্রোধ বর্দ্ধিত করিয়া স্বর্গপথ রোধ করেন। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ ও দর্প সম্যক্‌রূপে পরাজয় করিতে পারে, পৃথিবী বিজয় করা তাহার পক্ষে অতি সামান্য কর্ম্ম। যে ভূপতি ধর্ম্ম, অর্থ ও অরাতি পরাজয় বাসনা করেন, সতত ইন্দ্রিয়নিগ্রহে যত্নবান হওয়া তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি কাম-ক্রোধাভিভূত হইয়া কপটাচরণ করে, কি আত্মীয়, কি অনাত্মীয়, কেহই তাহার সহায় হয় না। হে পুত্র! তুমি মহাপ্রাজ্ঞ মহাবল-পরাক্রান্ত অরাতিনিপাতন পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইলে পরমসুখে পৃথিবী ভোগ করিবে। শান্তনুতনয় ভীষ্ম ও মহারথ দ্রোণ কহিয়াছেন যে, পাণ্ডবগণ অজেয়; উহা যথার্থ।

যে দুর্য্যোধন! তুমি অক্লিষ্টকর্ম্মা[৩] মধুসূদনের বাক্য রক্ষা কর; তিনি প্রসন্ন হইলে তোমাদের উভয় পক্ষের সুখসমৃদ্ধি হইবে। যে ব্যক্তি হিতাভিলাষী কৃতবিদ্য সুহৃজ্জনের শাসনানুবর্ত্তী না হয়, সে কেবল শত্রুগণের আনন্দবর্দ্ধন করে। সংগ্রামে ধর্ম্ম, অর্থ, সুখ বা শ্রেয়োলাভ হয় না; যুদ্ধ করিলেই যে জয়লাভ হইবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই; অতএব যুদ্ধে অভিলাষ করিও না। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম ও বাহ্লীক ভেদভয়ে[১] ভীত হইয়া পাণ্ডুপুত্রগণকে রাজ্যাংশ প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছেন। পাণ্ডবগণকে রাজ্যাংশ প্রদান করিলে এই প্রত্যক্ষ ফললাভ হইবে যে, তাহারা সমুদয় পৃথিবী নিষ্কণ্টক করিবে; তুমি অনায়াসে উহা ভোগ করিতে পারিবে। অতএব হে পুত্র! যদি অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে অর্দ্ধরাজ্য ভোগ করিতে তোমার বাসনা হয়, তাহা হইলে পাণ্ডবগণকে যথোচিত অংশ প্রদান কর। রাজ্যের অর্দ্ধাংশ তোমার পক্ষে যথেষ্ট, অতএব সুহৃদের বাক্য রক্ষা কর; জনসমাজে যশস্বী হইবে। হে বৎস! সেই শ্রীমান্ জিতেন্দ্রিয় বুদ্ধিমান্ পাণ্ডব-গণের সহিত বিগ্রহ করিলে নিশ্চয়ই সুখভ্রষ্ট হইবে। অতএব এক্ষণে পাণ্ডুতনয়গণকে তাহাদের সমুচিত অংশ প্রদান ও সুহৃদ্বর্গের ক্রোধ নিবারণ করিয়া স্বচ্ছন্দে রাজ্যশাসন কর।

হে বৎস! তুমি কামক্রোধের বশীভূত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর পাণ্ডবগণের যে অপকার করিয়াছ, এক্ষণে তাহার প্রতিবিধান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি দৃঢ়[২]ক্রোধে কর্ণ ও দুঃশাসনের সাহায্যে পাণ্ডবগণের অর্থ গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিতেছ, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া তোমাদের সাধ্য নহে। আর ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ হইলে নিশ্চয়ই সমুদয় প্রজা বিনষ্ট হইবে। অতএব তুমি অমর্ষপরায়ণ হইয়া কৌরবগণকে কালগ্রাসে পাতিত করিও না। তোমার দোষে যেন সমুদয় পৃথিবী বিনষ্ট না হয়। তুমি মূঢ়তাপ্রযুক্ত মনে মনে স্থির করিয়াছ যে, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতি বীরগণ তোমার নিমিত্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিবেন; কিন্তু তাহা কখনই হইবার নহে; কেন না, এই রাজ্যে তোমাদের ও পাণ্ডবগণের সমান অধিকার আছে এবং উক্ত মহাত্মারা তোমাদের উভয় পক্ষের প্রতিই সমান প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু পাণ্ডবগণ তোমাদের অপেক্ষা সমধিক ধর্ম্মশীল। ঐ মহাত্মগণ রাজার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছেন

১। কাষ্ঠ। ২। অগ্নি। ৩। কার্য্যে অশ্রান্ত—অনায়াসে কর্ম্মসম্পাদনকারী।

১। কৌরব-পাণ্ডবের বিচ্ছিন্নতা—অনৈক্য। ২। অটুট রোষ।

বলিয়া সমরে স্বীয় জীবিত পরিত্যাগ করিবেন, তথাপি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কখনই প্রহার করিতে সমর্থ হইবেন না। হে পুত্র! মনুষ্যগণ লোভপরতন্ত্র হইয়া কদাপি অর্থ লাভ করিতে পারে না; অতএব তুমি লোভ পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্ত হও।"

—

ঊনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

কৃষ্ণকে বন্দী করার জন্য দুর্য্যোধনের দুরাগ্রহ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন সদর্থসম্পন্ন মাতৃবাক্যশ্রবণে জাতক্রোধ হইয়া সভা পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় দুরাত্মাদিগের সমীপে গমন করিয়া দ্যূতপ্রিয় শকুনির সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন ইঁহারা এইরূপ চেষ্টা এবং পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, ক্ষিপ্রকারী জনার্দ্দন ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মের সহিত মিলিত হইয়া প্রথমে আমাদিগের নিগ্রহ করিয়াছেন; এক্ষণে আমরাও তাঁহাকে ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিগৃহীত বৈরোচনির[1] ন্যায় বলপূর্ব্বক নিগৃহীত করিব। বাসুদেব বদ্ধ হইয়াছে শ্রবণ করিলেই পাণ্ডবগণ ভগ্নদন্ত ভুজঙ্গের ন্যায় হতচেতন ও নিরুৎসাহ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মহাবাহুই পাণ্ডবগণের সুখ ও ধর্ম্মস্বরূপ; ইঁহাকে বন্ধন করিলে অবশ্যই পাণ্ডব ও সোমকগণের উদ্যম-ভঙ্গ হইবে। অতএব রাজা ধৃতরাষ্ট্র আক্রোশ করিলেও আমরা এই স্থানেই ক্ষিপ্রকারী কেশবকে বন্ধন করিয়া শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিব।

ইঙ্গিতজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ সাত্যকি পাপাত্মাদিগের পাপ অভিসন্ধি অবগত হইয়া অতি শীঘ্র হার্দ্দিক্যের সহিত বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং কৃতবর্ম্মাকে কহিলেন, "কৃতবর্ম্মা! আমি যতক্ষণ অক্লিষ্টকর্ম্মা[2] কৃষ্ণকে এই বৃত্তান্ত অবগত না করি, তাবৎ তুমি শীঘ্র সৈন্য যোজনা করিয়া কবচ ধারণপূর্ব্বক সভাদ্বারে উপস্থিত থাক।"

সাত্যকির সতর্কতা

সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে এই কথা বলিয়া সিংহের গিরিগুহা-প্রবেশের ন্যায় সভামণ্ডপে প্রবেশপূর্ব্বক মহাত্মা বাসুদেবকে সেই অভিপ্রায় অবগত করিলেন।

পরে সহাস্যবদনে ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের নিকট দুর্য্যোধনাদির সেই অসৎ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, "হে ধৃতরাষ্ট্র! হে বিদুর! পাপাত্মগণ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-লোভের নিমিত্ত সাধুবিগর্হিত কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু কোন প্রকারে তাহা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। যেমন জড় ও বালকগণ বস্ত্র দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে বাসনা করে, সেইরূপ ঐ সকল পাপাত্মা একত্র মিলিত এবং কাম, ক্রোধ ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া এই বাসুদেবকে বন্ধন করিতে অভিলাষী হইয়াছে।"

দীর্ঘদর্শী বিদুর সাত্যকির বাক্যশ্রবণে সভামধ্যেই মহাবাহু ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আপনার পুত্রগণ কালপ্রেরিত হইয়া অসাধ্য ও অযশস্কর কার্য্য করিতে সমুদ্যত হইয়াছে; এই পুরুষশ্রেষ্ঠ অনভিভবনীয় ভগবান্ বাসুদেবকে বলপূর্ব্বক অভিভব করিয়া নিগ্রহ করিতে অভিলাষ করিতেছে। যেমন পতঙ্গগণ পাবকে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, ইহাদিগের দশাও কি সেইরূপ হইবে না? সিংহ যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তিগণকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ জনার্দ্দন ইচ্ছা করিলে যুদ্ধকালে তাহাদিগের সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিবেন। কিন্তু পুরুষোত্তম বাসুদেব কদাপি নিন্দিত কর্ম্ম করিবেন না ও ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইবেন না।"

বিদুরের বাক্যাবসানে মহাত্মা বাসুদেব সুহৃদ্গণের সমক্ষে ধৃতরাষ্ট্রকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে রাজন্! শুনিতেছি, দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বলপূর্ব্বক নিগৃহীত করিবেন, কিন্তু আপনি অনুমতি করিয়া দেখুন, আমি ইঁহাদিগকে আক্রমণ করি, অথবা ইঁহারাই আমাকে আক্রমণ করেন। আমার এরূপ সামর্থ্য আছে যে, আমি একাকী ইঁহাদিগের সকলকে নিগৃহীত করিতে পারি। কিন্তু আমি কোন প্রকারেই পাপজনক নিন্দিত কর্ম্ম করিব না; আপনার পুত্রেরাই পাণ্ডবগণের অর্থে লোলুপ হইয়া স্বার্থভ্রষ্ট হইবেন। বস্তুতঃ ইঁহারা আমাকে নিগৃহীত করিতে ইচ্ছা করিয়া যুধিষ্ঠিরকেই কৃতকার্য্য করিতেছেন। আমি অদ্যই ইঁহাদিগকে ও ইঁহাদের অনুচরগণকে নিগ্রহণ করিয়া পাণ্ডবগণকে প্রদান করিতে পারি; তাহাতে আমাকে পাপভাগী হইতেও হয় না; কিন্তু আপনার সন্নিধানে ঈদৃশ ক্রোধ ও

১। বলিরাজ। ২। অশ্রান্ত কার্য্যকারী—কোন কাজেই যাহার ক্লেশ না হয়।

পাপবুদ্ধিজনিত গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না। আমি অনুজ্ঞা করিতেছি যে, দুর্নীতিপরায়ণগণ দুর্য্যোধনের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করুক।"

রাজা ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে বিদুর! অমাত্য, মিত্র, সহোদর, সহচর ও অনুচরগণসমবেত রাজ্যলুব্ধ দুর্য্যোধনকে শীঘ্র আনয়ন কর; যদি তাহাকে সৎপথাবলম্বী করিতে পারি, একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।"

কৃষ্ণের বলবীর্য্যবর্ণনে দুর্য্যোধনের নিবৃত্তিচেষ্টা

বিদুর তাঁহার আজ্ঞানুসারে ভ্রাতা ও ভূপতিগণে পরিবৃত দুর্য্যোধনকে সভামধ্যে প্রবেশিত করালে রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে কহিতে আরম্ভ করিলেন, "দুর্য্যোধন! তুমি অতি নৃশংস, পাপাত্মা ও নীচসহায়[১]; এই নিমিত্তই অসাধ্য অযশস্কর সাধুগর্হিত পাপাচরণে সমুৎসুক হইয়াছ। কুলপাংশুল[২] মূঢ়ের ন্যায় দুরাত্মাদিগের সহিত মিলিত হইয়া নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ জনার্দ্দনকে নিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। বালক চন্দ্রমাকে গ্রহণ করিতে উৎসুক হয়, তুমিও সেইরূপ ইন্দ্রাদি দেবগণের দুরাক্রম্য[৩] কেশবকে গ্রহণ করিবার বাসনা করিতেছ। দেব, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও উরগ[৪]গণ যাঁহার সংগ্রাম সহ্য করিতে সমর্থ হন না, তুমি কি সেই কেশবের পরিচয় প্রাপ্ত হও নাই? বৎস! হস্ত দ্বারা কখন বায়ু গ্রহণ করা যায় না; পাণিতল দ্বারা কখনও পাবক[৫] স্পর্শ করা যায় না; মস্তক দ্বারা কখনও মেদিনী ধারণ করা যায় না এবং বল দ্বারা কখন কেশবকেও গ্রহণ করা যায় না।"

ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যাবসানে মহামতি বিদুর দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দুর্য্যোধন! এক্ষণে আমার বাক্য শ্রবণ কর। সৌভনগরদ্বারে দ্বিবিদনামা বানররাজ যাঁহাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রযত্নে প্রভূত শিলাবর্ষণপূর্ব্বক আচ্ছাদিত করিয়াও গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই, তুমি সেই পুরুষোত্তম নারায়ণকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার বাসনা করিতেছ। নির্ম্মোচন নগরে ষট্‌সহস্র মহাসুর যাঁহাকে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে আপনারাই পাশবদ্ধ হইয়াছিল, তুমি সেই পুরুষোত্তম নারায়ণকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার বাসনা করিতেছ। প্রাগ্‌জ্যোতিষনগরে নরকাসুর দানবগণের সহিত মিলিত হইয়া যাঁহাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই, তুমি সেই পুরুষোত্তম নারায়ণকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার বাসনা করিতেছ।

ইনি বাল্যকালে পূতনা এবং শকুনিকে নিহত করিয়াছিলেন। ইনি গোকুল-রক্ষার্থ গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন। ইনি অরিষ্ট, ধেনুক, মহাবল চাণুর, অশ্বরাজ, কংস, জরাসন্ধ, দন্তবক্র, শিশুপাল, বাণ ও অন্যান্য রাজাদিগকে সমরে সংহার করিয়াছেন। ইনি তেজোদ্বারা বরুণ, অগ্নি এবং পারিজাত-হরণ-কালে দেবরাজকে পরাজিত করিয়াছেন। ইনি সকলের কর্ত্তা; কিন্তু ইঁহার কেহ কর্ত্তা নাই; ইনি সকল পৌরুষের কারণ। ইনি যাহা যাহা ইচ্ছা করেন, তৎসমুদয় সংসাধন করিতে ইঁহার যত্নের আবশ্যকতা নাই; উহা আপনিই সিদ্ধ হইয়া উঠে। ইনি মহাপ্রলয়জলে শয়নকালে মধুকৈটভকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। পরে ইনি জন্মান্তর-পরিগ্রহ করিয়া হয়গ্রীবকে কালকবলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তুমি এই মহাবল-পরাক্রান্ত অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণকে অবগত হইতে সমর্থ হও নাই। অতএব পতঙ্গ যেমন পাবকে পতিত হইয়া ভস্মাবশেষ হয়, তুমিও সেইরূপ এই কুপিত ভুজঙ্গসদৃশ অতি তেজস্বী মহাবাহু বাসুদেবকে আক্রমণ করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।"

অরাতিবিমর্দ্দন জনার্দ্দন বিদুরের বাক্যাবসানে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "হে দুর্য্যোধন! তুমি যে আমাকে একাকী মনে করিয়া পরাভূত ও রুদ্ধ করিবার অভিলাষ করিতেছ, তাহা তোমার ভ্রান্তি। পাণ্ডব, অন্ধক, বৃষ্ণি, আদিত্য, রুদ্র, বসু ও ঋষিগণ এই স্থানে বিদ্যমান আছেন।" তিনি এই কহিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রকাশ

তখন শৌরির শরীর হইতে বিদ্যুতের ন্যায় রূপবান্, অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, অঙ্গুষ্ঠপরিমিত দেবগণ আবির্ভূত হইতে লাগিলেন;—তাঁহার ললাট হইতে ব্রহ্মা, বক্ষঃ হইতে রুদ্র, হস্ত হইতে লোকপালগণ, মুখমণ্ডল হইতে অনল, আদিত্য, সাধ্য, বসু ও বায়ুগণ, অশ্বিনীদ্বয়, ইন্দ্র ও ত্রয়োদশ

১। নীচাশয় লোকের সাহায্য-গ্রহণকারী। ২। কুলকলঙ্ক—কুলাঙ্গার। ৩। আক্রমণের অযোগ্য। ৪। সর্প। ৫। অগ্নি।

বিশ্বদেব সমুৎপন্ন হইলেন। এইরূপ দক্ষিণবাহু হইতে ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়, বামবাহু হইতে হলধর বলরাম এবং পৃষ্ঠ হইতে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি অন্ধক ও বৃষ্ণিগণ উদ্যতায়ুধ হইয়া আবির্ভূত হইলেন। শঙ্খ, চক্র, গদা, শক্তি, শার্ঙ্গ, লাঙ্গল ও নন্দক, এই সকল মহাস্ত্র সমুদ্যত হইয়া তাঁহার নেত্র, নাসিকা ও শ্রোত্র হইতে ধূম-সম্বলিত অতি ভীষণ হুতাশনশিখা আবির্ভূত হইল এবং লোমকূপ হইতে সূর্য্যকিরণের ন্যায় কিরণ-সকল নিঃসৃত হইতে লাগিল।

দ্রোণাদির দিব্যচক্ষে বিশ্বরূপ নিরীক্ষণ

ভগবান্ বাসুদেব দ্রোণ, ভীষ্ম, বিদুর, সঞ্জয় ও ঋষিগণকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিয়াছিলেন; তাঁহারা ভিন্ন তত্রস্থ সমস্ত ভূপাল মহাত্মা কেশবের সেই ভীষণ মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া ভয়াকুলিতচিত্তে নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিলেন। সভাতলে বাসুদেবের এই সর্ব্বলোকাতীত অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার অব-লোকন করিয়া দেবদুন্দুভি সকল নিনাদিত ও পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল।

দিব্যচক্ষে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের বিশ্বরূপদর্শন

তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণকে কহিলেন, "হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে যাদবশ্রেষ্ঠ! তুমি সকল জগতের হিতকারী; অতএব প্রসন্ন হইয়া আমাকে চক্ষু প্রদান কর; আমি তদ্দ্বারা কেবল তোমাকে দর্শন করিবার অভিলাষ করি; অন্যকে দেখিবার প্রবৃত্তি নাই, তোমাকে দর্শন করা হইলে তাহা যেন পুনরায় তিরোহিত হয়।"

মহাবাহু কৃষ্ণ কহিলেন, "হে কুরুনন্দন! আপনি অন্য কর্ত্তৃক অদৃশ্যমান নেত্রদ্বয় লাভ করুন।"

রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিশ্বরূপ-সন্দর্শনের অভিলাষে বাসুদেব হইতে নয়নদ্বয় প্রাপ্ত হইলেন। রাজা ও ঋষিগণ তাঁহাকে লব্ধনয়ন নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং মধুসূদনের স্তব করিতে লাগিলেন। পৃথিবী বিচলিত ও সাগর সংক্ষোভিত হইয়া উঠিল এবং ভূপতিগণ সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন।

অনন্তর বাসুদেব সেই স্বীয় মূর্ত্তি ও সেই অদ্ভুত বিচিত্র সমৃদ্ধি উপসংহার এবং ঋষিগণের নিকট অনুজ্ঞা লাভ করিয়া সাত্যকি হার্দ্দিক্যের পাণি ধারণপূর্ব্বক সভামণ্ডপ হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। নারদাদি মহর্ষিগণ অন্তর্হিত হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন এক অদ্ভুত কোলাহল উপস্থিত হইল।

কৃষ্ণের সভাত্যাগ

কৌরবগণ পুরুষোত্তমকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া ভূপতিগণ-সমভিব্যাহারে দেবরাজের অনুগামী দেব-গণের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অমেয়াত্মা বাসুদেব তাঁহাদিগকে গণনা না করিয়া সধূম-হুতাশনের ন্যায় বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া শৈব্যসুগ্রীব[১]যুক্ত অতি বৃহৎ শ্বেতবর্ণ রথসমেত সারথি দারুক, মহারথ কৃতবর্ম্মা ও বৃষ্ণিগণের প্রিয়তম হার্দ্দিক্যকে নয়নগোচর করিলেন।

অনন্তর তিনি রথারোহণপূর্ব্বক গমন করিতে আরম্ভ করিলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে কহিলেন, "হে কেশব! আমার পুত্রগণের বল তোমার অগোচর নাই; সমুদয়ই প্রত্যক্ষ করিয়াছ; আমার যেরূপ অবস্থা এবং আমি কৌরবগণের শান্তির নিমিত্ত যে প্রকার যত্ন করিতেছি, সেই সকল অবগত হইয়া শঙ্কা করা তোমার উচিত নয়। পাণ্ডবগণের প্রতি আমার পাপাভিসন্ধি নাই; আমি দুর্য্যোধনকে যাহা কহিয়াছি, তুমি তাহা অবগত হইয়াছ। আমি সন্ধিসংস্থাপনের নিমিত্ত যে কি প্রকার যত্ন করিতেছি, সমুদয় কৌরব ও পার্থিবগণ উহা বিলক্ষণ অবগত আছেন।"

তখন বাসুদেব রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ, ভীষ্ম, বিদুর, বাহ্লীক ও কৃপাচার্য্যকে কহিলেন, "হে মহানুভবগণ! আজি কৌরব-সভায় যে ঘটনা হইয়াছে, দুরাত্মা দুর্য্যোধন রোষবশতঃ যে প্রকার অশিষ্টের ন্যায় সমুত্থিত হইয়াছিল এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনার[২] কর্ত্তৃত্ব নাই বলিয়া যে প্রকার পরিচয় প্রদান করিতেছেন, আপনারা তৎসমুদয়ই প্রত্যক্ষগোচর করিলেন। এক্ষণে সকলকে আমন্ত্রণ[৩] করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করি।"

বাসুদেব এইরূপে তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রস্থান করিলে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, বাহ্লীক, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, যুযুৎসু প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর কুরুবীরগণ তাঁহার অনুগমন করিলেন। অনন্তর

১। তন্নামক প্রসিদ্ধ অশ্বদ্বয়। ২। নিজের। ৩। সকলের নিকট বিদায় লইয়া।

বাসুদেব পিতৃস্বসা কুন্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। তখন অন্যান্য কৌরবগণ তথায় দণ্ডায়মান হইয়া দর্শন করিতে লাগিলেন।

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

কৃষ্ণের কুন্তীসমীপে কর্তব্যজ্ঞাপন

অনন্তর বাসুদেব কুন্তীর আলয়ে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং কৌরব-সভামধ্যে যে ঘটনা হইয়াছিল, সংক্ষেপে সেই সমুদয় বৃত্তান্ত কহিতে আরম্ভ করিলেন, "হে দেবি! আমি ও ঋষিগণ আমরা সকলেই দুর্য্যোধনকে বহুবিধ হেতুযুক্ত বাক্য কহিয়াছিলাম; সে তাহা গ্রহণ করিল না। কালক্রমে দুর্য্যোধনের অনুগত সকলেরই শেষদশা সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনাকে আমন্ত্রণ করিয়া আমি পাণ্ডবগণের নিকট গমন করিব। এক্ষণে যদি পাণ্ডবগণের প্রতি আপনার কিছু বক্তব্য থাকে, বলুন; আমি তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।"

কুন্তীকর্ত্তৃক যুদ্ধার্থ যুধিষ্ঠিরের উদ্‌বোধন

কুন্তী কহিলেন, "কেশব! ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিবে যে, হে পুত্র! তোমার পৃথিবীপালনজনিত প্রচুর ধর্ম্ম বিনষ্ট হইতেছে; অতএব আর প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিও না। যেমন বেদার্থজ্ঞানশূন্য বেদাধ্যায়ী ব্যক্তির বুদ্ধি নিরন্তর বেদাধ্যয়নে কলুষিত[১] হয়, তদ্রূপ তোমার বুদ্ধি ধর্ম্মানুষ্ঠানে অভিভূত[২] হইয়া কেবল ধর্ম্মের দিকেই ধাবমান হইতেছে। হে বৎস! ভগবান্ ব্রহ্মা যে প্রকারে ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তিনি ক্রূরকর্ম্ম বিগ্রহ দ্বারা প্রজাগণকে প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত বাহু হইতে বাহুবীর্য্যোপজীবী[৩] ক্ষত্রিয়গণকে উৎপাদন করিয়াছেন। আমি বৃদ্ধগণের নিকট এই বিষয়ের একটি দৃষ্টান্ত শ্রবণ করিয়াছি; এক্ষণে তুমি তাহা শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে কুবের প্রীত হইয়া রাজর্ষি মুচুকুন্দকে এই পৃথিবী প্রদান করিয়াছিলেন; মুচুকুন্দ নিজভুজবীর্য্যে অর্জ্জিত রাজ্য ভোগ করিবার বাসনায় তাঁহার দান গ্রহণ করিলেন না। কুবের তদ্দর্শনে অধিকতর প্রীত ও বিস্মিত হইলেন। অনন্তর রাজর্ষি মুচুকুন্দ ক্ষাত্রধর্ম্ম অনুসারে বাহুবলসমুপার্জ্জিত বসুন্ধরা শাসন করিতে লাগিলেন।

হে পুত্র! রাজা কর্ত্তৃক সুরক্ষিত প্রজাগণ যত ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে, রাজা তাহার চতুর্থ ভাগ প্রাপ্ত হয়েন। রাজা যে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করেন, তাহা তাঁহার দেবত্বলাভের কারণ হয়; আর তিনি অধর্ম্ম আচরণ করিলে নিরয়গামী হইয়া থাকেন। স্বামী কর্ত্তৃক সম্যক্ প্রযুক্ত দণ্ডনীতি চারিবর্ণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে নিয়োজিত ও আবদ্ধ করে। যখন রাজা অখণ্ড দণ্ডনীতি অবলম্বন করিয়া স্বকার্য্য সম্পাদন করেন, তখন সর্ব্বোত্তম সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হয়। হে বৎস! সময়ের গুণে বিশেষ বিশেষ রাজা সমুৎপন্ন হয়েন, কি রাজা হইতেই বিশেষ বিশেষ সময় প্রবর্ত্তিত হয়, এরূপ সংশয় করিও না; কেন না, রাজারাই বিশেষ বিশেষ কাল প্রবর্ত্তিত করেন। রাজাই সত্যযুগের স্রষ্টা; রাজাই ত্রেতা-যুগের প্রবর্ত্তক; রাজাই দ্বাপর যুগের নিদান এবং রাজাই কলিযুগের কারণ। যে রাজা সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত করেন, তিনিই অখণ্ড স্বর্গভোগ করিয়া থাকেন; ত্রেতাযুগের প্রবর্ত্তক রাজা তদপেক্ষা কিঞ্চিদূন স্বর্গভোগে সমর্থ হয়েন, যিনি দ্বাপরযুগের সৃষ্টি করেন, তিনি স্বর্গফলের অর্দ্ধ ভোগ করিতে পারেন; কিন্তু কলিযুগের প্রবর্ত্তক রাজাকে সম্পূর্ণ পাপভোগ করিতে হয়। দুষ্কর্ম্মা রাজা চিরকাল নরকে বাস করেন। রাজদোষে জগৎকে ও জগতের দোষে রাজাকে পাপভাগী হইতে হয়।

অতএব তুমি পিতৃপিতামহাদি-পরম্পরাগত রাজধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; তুমি যেরূপে অবস্থান করিতে অভিলাষ করিতেছ, তাহা রাজর্ষি-দিগের ধর্ম্ম নয়। দুর্ব্বল ও দয়ালু রাজা কিছুমাত্র প্রজাপালনসম্ভূত ফললাভ করিতে সমর্থ হয়েন না। তুমি এক্ষণে যেরূপ আচরণ করিতেছ, কি আমি, কি পাণ্ডু, কি পিতামহ, কি তোমার পূর্ব্ব-পুরুষগণ আমরা কেহই তোমাকে এরূপ আশীর্ব্বাদ করি নাই। আমি তোমাকে প্রতিনিয়ত এই কহিয়াছি যে, তুমি যজ্ঞ, দান, তপস্যার অনুষ্ঠান করিবে এবং শৌর্য্য, প্রজ্ঞা, সন্তান, মাহাত্ম্য, বল ও

১। নিষ্ফল। ২। আসক্ত। ৩। বাহুবলে জীবিকাকারী।

তেজ: লাভ করিবে। মনুষ্য ও দেবতাগণ সম্যক্ আরাধিত হইলে ইহলোকে দীর্ঘ আয়ু, ধন ও পুত্র এবং পরলোকসাধন স্বাহা[১] ও স্বধা[২] প্রদান[৩] করেন। পিতা, মাতা ও দেবগণ পুত্রের নিকট হইতে নিরন্তর দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও প্রজাপালন অভিলাষ করিয়া থাকেন। বৎস! আমি যাহা কহিলাম, উহা ধর্ম্মোপেত বা অধর্ম্মযুক্ত, তাহা জানি না; কিন্তু উহা আমার স্বভাবতঃ সমুৎপন্ন হইয়াছে; অতএব ইহা বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করিবে। দেখ, তোমরা বেদজ্ঞ ও সৎকুল-জাত হইয়াও জীবিকার অভাবে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইতেছ।

হে পুত্র! ক্ষুধিত মনুষ্যগণ বদান্যবর শৌর্য্যশালী ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইয়া যে সন্তুষ্টচিত্তে অবস্থান করে, ইহা অপেক্ষা অধিক ধর্ম্ম আর কি হইতে পারে? দান দ্বারা এক প্রকার, বল দ্বারা এক প্রকার আর সূনৃত[৪]বাক্য দ্বারা এক প্রকার ধর্ম্ম উপার্জ্জন হইয়া থাকে, কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তি রাজ্য লাভ করিলে সকল প্রকার ধর্ম্মই লাভ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন, ক্ষত্রিয় প্রজাপালন, বৈশ্য ধনোপার্জ্জন ও শূদ্র তাঁহা-দিগকে সেবা করিবেন। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা তোমাদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ; আর কৃষিকর্ম্ম করাও তোমাদিগের পক্ষে উপযুক্ত হয় না। তুমি ক্ষত্রিয়, আপদ্ হইতে পরিত্রাণ করাই তোমার কর্ত্তব্য এবং ভুজবীর্য্যই তোমার জীবিকা। অতএব সাম, দান, ভেদ, দণ্ড বা নীতি দ্বারা অপহৃত পৈতৃকাংশ পুনরায় উদ্ধার কর। আমি তোমাকে প্রসব করিয়া নিরাশ্রয় ও পরপিণ্ড[৫]-প্রত্যাশী হইয়া রহিলাম, ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি আছে? অতএব হে পুত্র! রাজধর্ম্ম অনুসারে যুদ্ধ কর, পিতামহগণের নামলোপ করিও না এবং আপনিও ক্ষীণপুণ্য হইয়া অনুজগণের সহিত নিরয়[৬]গামী হইও না।"

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

কুন্তীকথিত বিদুলা-সঞ্জয় সংবাদ

কুন্তী কহিলেন, "হে বৎস! এই স্থলে বিদুলা-সঞ্জয়সংবাদ কহিতেছি, শ্রবণ কর, পরে যাহা শ্রেয়স্কর হয়, করিবে। ক্ষত্রিয়কুলসম্ভূতা, যশস্বিনী, সাতিশয় ক্ষাত্রধর্ম্মনিরতা, ক্রোধপরায়ণা, দীর্ঘ-দর্শিনী বিদুলা নামে এক রমণী ছিলেন। ঐ রাজসমাজবিশ্রুত বহুশাস্ত্রাভিজ্ঞ কামিনী একদা স্বীয় পুত্র সঞ্জয়কে সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত ও দীনের ন্যায় শয়ান দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হা অরাতিহর্ষবর্দ্ধন কুসন্তান! তুমি আমার গর্ভে বা তোমার পিতার ঔরসে জন্ম-গ্রহণ কর নাই[১], কোন অজ্ঞাত প্রদেশ হইতে আগমন করিয়াছ। তুমি ক্রোধশূন্য, অগণনীয়, নির্বীর্য্য পুরুষের ন্যায় যাবজ্জীবন নিরাশ হইয়া কালাতিপাত করিতেছ। তুমি এক্ষণে কল্যাণকর ভার গ্রহণ কর, আত্মাবমাননা করিও না, অল্পে সন্তুষ্ট হইও না, নির্ভয়চিত্তে শ্রেয়স্কর কার্য্যে মনোযোগ কর।

হে কাপুরুষ! গাত্রোত্থান কর, পরাজিত হইয়া শত্রুগণের হর্ষ ও মিত্রগণের শোকবর্দ্ধনপূর্ব্বক শয়ান থাকিও না। কুনদী অল্প জলে পরিপূর্ণ হয়, মূষিকের অঞ্জলি অল্প দ্রব্যে পূর্ণ হয় এবং কাপুরুষ অল্পমাত্র লাভেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। হে অধম! যেমন সর্পদষ্ট কুক্কুর কদাচ নিধন প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ অরি-পরাজিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিও না অথবা জীবনে নিরপেক্ষ হইয়াও পরাক্রম প্রকাশ কর। তুমি শ্যেন-পক্ষীর ন্যায় পরিভ্রমণপূর্ব্বক আক্রোশ বা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া অশঙ্কিত-চিত্তে শত্রুর ছিদ্রান্বেষণে তৎপর হও। কি নিমিত্ত বজ্রাহত মৃতের ন্যায় শয়ান রহিয়াছ? গাত্রোত্থান কর, শত্রুহস্তে পরাজিত হইয়া নিদ্রিত হইও না। তুমি অস্তগত[২] না হইয়া স্বকর্ম্ম দ্বারা বিখ্যাত হও, মধ্যম উপায় সন্ধি, অধম উপায় ভেদ ও নীচ উপায় দান, এই সকল উপায় অবলম্বন করিবার মানস করিও না; উত্তম উপায় দণ্ড, ইহা অবলম্বন করিবার চেষ্টা কর। তিন্দুক-কাষ্ঠের অলাতের[৩] ন্যায় মুহূর্ত্তমধ্যে প্রজ্বলিত হও, জীবনাভিলাষী হইয়া তুষাগ্নির ন্যায় চিরকাল ধূমায়িত হইও না। চিরকাল ধূমায়িত হওয়া অপেক্ষা ক্ষণকালও প্রজ্বলিত হওয়া শ্রেয়ঃ। কোন ভূপতির গৃহে যেন নিতান্ত প্রখর বা নিতান্ত মৃদু পুত্র জন্মগ্রহণ না করে। লোকে সংগ্রামে গমন-পূর্ব্বক মনুষ্যের উৎকৃষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়া ধর্ম্মের

১—৩। যজ্ঞাদি দ্বারা অগ্নিসেবা এবং শ্রাদ্ধাদিদ্বারা পিতৃপূজা করিবার সুযোগ। ৪। সত্য। ৫। পরান্ন। ৬। নরক।

১। পিতার তুল্য বলবীর্য্যযুক্ত হও নাই। ২। যমের মুখে প্রবিষ্ট। ৩। গাব কাষ্ঠের অঙ্গার।

অনৃণ্যত্ব ও আত্মপ্রসাদ লাভ করে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা লাভ হউক বা না হউক, কিছুতেই তাপিত হয়েন না। ফলতঃ তাঁহারা ধনতৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া অবিচ্ছেদে বলসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। হে পুত্র! হয় স্বীয় প্রভাব উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হও, নচেৎ প্রাণ পরিত্যাগ কর; ধর্ম্মে নিরপেক্ষ হইয়া[১] জীবিত থাকিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। হে ক্লীব[২]! তোমার ইষ্টাপূর্ত্ত বিনষ্ট হইয়াছে, কীর্ত্তি-সকল বিলুপ্ত হইয়াছে ও ভোগমূল রাজ্য-ধন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; তবে আর কি নিমিত্ত বৃথা জীবন-ধারণ করিতেছ? বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপনার পতনসময়েও শত্রুর জঙ্ঘা গ্রহণপূর্ব্বক তাহার সহিত নিপতিত হয়, ছিন্নমূল হইলেও কদাপি ভগ্নোদ্যম হয় না এবং আজানেয়[৩] অশ্বের দৃষ্টান্তানুসারে উদ্যম সহকারে ভারবহন করে! হে পুত্র! স্বীয় পুরুষকার, সত্ত্ব ও মান অবলম্বন কর। এই কুল তোমার দোষেই নিমগ্নপ্রায় হইয়াছে; অতএব তুমি ইহার উদ্ধার কর।

লোকে যাহার অদ্ভুত মহৎ চরিত্রের বিষয় জল্পনা না করে, সে স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয়, তাহার জন্ম কেবল সংখ্যা-বর্দ্ধনের[৪] নিমিত্ত। দান, তপস্যা, সত্য, বিদ্যা ও অর্থলাভ-বিষয়ে যাহার যশ উচ্চারিত না হয়, সে কেবল মাতার মলস্বরূপ। যে ব্যক্তি অধ্যয়ন, তপস্যা, সম্পত্তি, বিক্রম প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা অন্যকে পরাভব করিতে সমর্থ হয়, সেই যথার্থ পুরুষ। হে পুত্র! মূর্খের ন্যায়, কাপুরুষের ন্যায় অযশস্কর দুঃখজনক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা তোমার কদাপি বিধেয় নহে। শত্রুগণ যে ব্যক্তিকে অভিনন্দন করে এবং যে ব্যক্তি লোকে অবজ্ঞাত, গ্রাসাচ্ছাদনবিহীন[৫], হীনবীর্য্য ও নীচাশয়, বন্ধুগণ তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া কখনই সুখী হয় না।

নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমাদিগকে রাজ্য হইতে প্রবাসিত, সর্ব্বকামে বঞ্চিত ও দীনভাবাপন্ন হইয়া জীবিকাভাবে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। হে পুত্র! তুমি অমঙ্গলকারী সৎকুলনাশক কলি, পুত্ররূপে আমার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ। কোন কামিনী যেন ক্রোধশূন্য, নিরুৎসাহ, নির্বীর্য্য, শত্রুকুলের আনন্দজনক পুত্র প্রসব না করে। হে বৎস! আর ধূমায়িত[১] হইও না, প্রজ্বলিত হইয়া শত্রু সংহার কর, অরাতিকুলের মস্তকোপরি মুহূর্ত্তকাল প্রজ্বলিত হওয়াও শ্রেয়ঃ, অমর্ষপরায়ণ ও ক্ষমাশূন্য ব্যক্তিই যথার্থ পুরুষ, ক্ষমাবান্ ও অমর্ষহীন লোক স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয়[২]। সন্তোষ, দয়া শত্রুগণের প্রতি অনুত্থান[৩] ও ভয় শ্রীনাশের প্রধান কারণ আর নিরীহ ব্যক্তি কদাচ মহত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব এক্ষণে তুমি পরাভবরূপ দোষ হইতে আত্মাকে মুক্ত ও হৃদয় লৌহতুল্য করিয়া পুনরায় স্বার্থসাধনে তৎপর হও। পরের পরাক্রম সহ্য করিতে পারে বলিয়া নরের নাম পুরুষ হইয়াছে, যে নর স্ত্রীলোকের ন্যায় নিরীহভাবে কালাতিপাত করে, তাহার পুরুষ নামের কিছুই সার্থকতা থাকে না। অতিশূর সিংহবিক্রান্ত মহাশয় ব্যক্তি মৃত হইলেও তাঁহার বিষয়স্থ[৪] প্রজাগণ পরম সুখে কালাতিপাত করে। যে ব্যক্তি আপনার প্রিয়কার্য্য ও সুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক সম্পত্তিলাভের চেষ্টা করে, সে অচিরাৎ অমাত্যগণকে হৃষ্ট করিতে পারে।'

তখন সঞ্জয় তাঁহাকে কহিলেন, 'মাতঃ! যদি আমি তোমার নেত্রপথ হইতে অন্তর্হিত হই, তাহা হইলে তোমার আভরণ, ভোগ সমুদয়, পৃথিবী বা জীবনে প্রয়োজন কি?'

বিদুলা কহিলেন, 'বৎস! আমার বাসনা এই যে, তোমার শত্রুগণ অনাদৃত ব্যক্তিগণের ও মিত্রগণ আদৃত ব্যক্তিদিগের প্রাপ্য লোক প্রাপ্ত হউক। তুমি ভৃত্যবর্গ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, পরপিণ্ডোপজীবী[৫], সত্ত্বশূন্য[৬] দীনগণের বৃত্তির অনুবর্ত্তন করিও না। যেমন প্রাণিগণ মেঘের প্রভাবে ও দেবগণ সুররাজের প্রভাবে জীবিত থাকেন, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ ও সুহৃদ্‌গণ তোমার অনুগ্রহে জীবিকা নির্ব্বাহ করুন। প্রাণিগণ পক্বফলশালী পাদপের ন্যায় যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাঁহারই জীবন সার্থক। যে মহাবলপরাক্রান্ত বীরের বলবিক্রমে বান্ধবগণ সুখী হয়েন, তাঁহারই জীবন ধন্য। যে ব্যক্তি স্বীয়-বাহুবল-প্রভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে ইহলোকে বিপুল কীর্ত্তি ও পরলোকে সদ্‌গতি লাভ করিতে পারে।'

১। অপেক্ষা না রাখিয়া—উপেক্ষা করিয়া। ২। দুর্ব্বল। ৩। ছাগ। ৪। একজন জন্মিল এই মাত্র সংখ্যা-গণনায় আধিক্যের জন্য—নিষ্ফল। ৫। ভোজন ও পরিধেয় বস্ত্র।

১। ধূমিত—ধূমময়। ২। বলবীর্য্য ব্যাখ্যা; অন্যত্র নহে। ৩। শত্রুর বিরুদ্ধে না দাঁড়ান। ৪। অধিকারস্থিত। ৫। পরান্ন ভোজনে জীবনধারণকারী। ৬। তেজোবীর্য্যহীন।

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

বিদুলার সঞ্জয়-উত্তেজিতকরণ

বিদুলা বলিলেন, 'বৎস! যদি তুমি এই অবস্থায় স্বীয় পৌরুষ পরিত্যাগ করিতে বাসনা কর, তাহা হইলে অচিরাৎ তোমাকে হীনজনের পদবীতে পদার্পণ করিতে হইবে। যে ক্ষত্রিয় স্বীয় জীবনরক্ষার্থী হইয়া বিক্রম ও তেজঃ প্রকাশ না করে, পণ্ডিতগণ তাহাকে চৌর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। হে পুত্র! যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তি ঔষধসেবনে অরুচি প্রকাশ করে, তদ্রূপ আমার এই অর্থোপপন্ন[1] গুণসংযুক্ত বাক্যে তোমার অরুচি হইতেছে। সিন্ধুরাজের প্রজাগণ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট নহে, কেবল আপনাদিগের দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত তাহার ব্যসন[2] প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু তুমি যদি পৌরুষ প্রকাশ না কর, তাহা হইলে তোমার স্বপক্ষগণ সহায়সম্পন্ন হইলেও শত্রুপক্ষ সমাশ্রয় করিবে। অতএব তুমি এক্ষণে আত্মপক্ষের সহিত মিলিত হইয়া গিরিদুর্গে গমনপূর্ব্বক সিন্ধুরাজের ব্যসন ও অবসর অনুসন্ধান কর, সিন্ধুরাজ অজর ও অমর নয়।

হে পুত্র! তোমার নাম সঞ্জয়, কিন্তু আমি তোমার নামের সার্থকতা দেখিতেছি না। এক্ষণে সেই সার্থকতা সম্পাদন কর[3], ব্যর্থনামা হইও না। এক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ বাল্যাবস্থায় তোমাকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিয়াছিলেন,—এই বালক প্রথমে মহৎ ক্লেশে নিপতিত হইয়া পরিশেষে পুনরায় সৌভাগ্যশালী হইবে। আমি তাঁহার বাক্য স্মরণ করিয়া তোমার জয় প্রত্যাশা করিতেছি এবং তন্নিমিত্তই তোমাকে বারংবার এইরূপ কহিতেছি। যাহার অর্থসিদ্ধি হইলে আত্মীয়গণ আপ্যায়িত হয়, সে ব্যক্তি অর্থের অনুসরণ করিলে ন্যায়ানুসারে অবশ্যই তাহার অর্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। হে পুত্র! তুমি লাভালাভে নিরপেক্ষ হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও; ক্ষান্ত হইও না; শম্বর কহিয়াছেন, একদিনের বা প্রাতঃকালের ভোজন-সামগ্রী না থাকা অপেক্ষা গুরুতর ক্লেশকর অবস্থা আর কিছুই নাই; দরিদ্রতা এক প্রকার মৃত্যু; উহা পতিপুত্রের নিধন অপেক্ষাও অধিকতর দুঃখজনক। আমি মহাকুলপ্রসূতা[4], এক হ্রদ হইতে অন্য হ্রদে

১। অর্থযুক্ত। ২। পতনরূপ বিপদ্। ৩। সঞ্জয়—নিঃশেষরূপে শত্রুজয়। ৪। শ্রেষ্ঠ বংশজাতা।

গমনের ন্যায় এই বংশে সমাগত হইয়াছি। আমি সকলের কর্ত্রী ছিলাম; ভর্ত্তা আমাকে পরম সমাদর করিতেন। পূর্ব্বে তুমি আমাকে মহার্হ[1] বসন, আভরণ ও মাল্যে বিভূষিত এবং সুহৃদ্গণে পরিবৃত দেখিয়াছ। এক্ষণে তুমি যখন আমাকে ও তোমার ভার্য্যাকে সাতিশয় দীনভাবাপন্ন দেখিবে, তখন তোমার জীবনধারণ ব্যর্থ বলিয়া বোধ হইবে।

হে সঞ্জয়! যদি দাস, কর্ম্মকর[2], ভৃত্য[3], আচার্য্য, ঋত্বিক্ ও পুরোহিতগণ জীবিকা প্রাপ্ত না হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তোমার জীবনধারণের প্রয়োজন কি? আমি যে পর্য্যন্ত পূর্ব্বের ন্যায় তোমার যশস্য[4] ও শ্লাঘনীয়[5] কার্য্য না দেখিব, তদবধি কখনই আমার শান্তিলাভ হইবে না। ব্রাহ্মণের নিকট 'না' এই কথা বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায় আমি বা আমার ভর্ত্তা আমরা কেহই কখন ব্রাহ্মণের নিকট 'না' বলি নাই। আমরা লোকের আশ্রয়; কখন পরের আজ্ঞাকারী হই নাই; এক্ষণে যদি আমাকে অন্যের আশ্রয়ে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। অতএব হে বৎস! এই অপার অপ্লব[6] দুঃখসাগরে তুমি প্লবস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে পারে নীত কর, স্বস্থানে স্থাপিত কর ও মৃতদেহে জীবন প্রদান কর। যদি তোমার জীবনে প্রয়োজন না থাকে, তবে শত্রুগণকে উপেক্ষা কর। হে পুত্র! যদি তুমি শত্রুগণের প্রতি তেজ প্রকাশ না করিয়া নিতান্ত ক্লীবের ন্যায় ব্যবহার করিতে বাসনা কর, তাহা হইলে অচিরাৎ পাপ ক্ষত্রিয়বৃত্তি পরিত্যাগ করাই তোমার কর্ত্তব্য।

দেখ, বলবান্ ব্যক্তি একমাত্র শত্রু সংহার করিলেও লোকমধ্যে বিখ্যাত হয়। পুরন্দর একমাত্র বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াই মহেন্দ্রত্ব, লোকের নিয়ন্তৃত্ব[7] ও ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে মহাবীর সংগ্রামে আপনার নাম প্রকাশ করিয়া বর্ম্মধারী শত্রুগণকে আহ্বান, শত্রুসৈন্যদিগকে বিদ্রাবণ[8] অথবা রথীদিগকে সংহারপূর্ব্বক মহদ্‌যশ লাভ করিতে পারেন, তাঁহার নিকট শত্রুগণের ব্যথিত ও বিনত হইয়া

১। অত্যন্ত মূল্যবান্। ২। দাস অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত শ্রেণীর কর্ম্মচারী। ৩। বেতনভোগী বিশিষ্ট কর্ম্মচারী। ৪। যশোযুক্ত। ৫। গৌরবান্বিত। ৬। পোতহীন—আশ্রয়শূন্য। ৭। লোক-পরিচালনায় প্রভুত্ব। ৮। বিতাড়িত।

থাকে। কাপুরুষেরাই অবশ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রণদক্ষ শূর ব্যক্তিগণের সমুদয় বাসনা পরিপূর্ণ করে। সাধু ব্যক্তিরা সমূলে রাজ্য উন্মূলন ও জীবন পরিত্যাগ করেন না এবং শত্রুর শেষ[১] রাখেন না। হে পুত্র! রাজ্যই স্বর্গ ও অমৃতের একমাত্র পথ, উহা রুদ্ধ হইয়াছে জ্ঞান করিয়া অগ্নির ন্যায় তাহার অভিমুখে গমন কর। রণে শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া স্বধর্ম্ম প্রতিপালন কর। তুমি শত্রুগণের ভয়বর্দ্ধন, কিন্তু আমি অদ্যাপি তোমাকে এতাদৃশ দীন-ভাবাপন্ন হইতে দেখি নাই। হে পুত্র! আমাদিগকে যেন দীনচিত্তে শোক করিতে করিতে তোমাকে হৃষ্টচিত্ত শত্রুগণে পরিবৃত দেখিতে না হয়। তুমি সৌবীর-দেশীয় কন্যাগণের সহিত অবস্থান করিয়া আনন্দিত হও; এবং স্বার্থসাধন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় শ্লাঘনীয় হও; সিন্ধুদেশীয় কন্যাগণের বশীভূত হইও না। তোমার তুল্য রূপ, যৌবন, বিদ্যা ও অভিজনসম্পন্ন[২] লোকবিশ্রুত, যশস্বী ব্যক্তি যদি ভারবহনকার্য্যে বৃষভের সমরে পরাঙ্মুখ হয়, তাহা হইলে তাহার মরণই শ্রেয়ঃ।

হে বৎস! তোমাকে পরের প্রিয়বাদী ও অনুগামী হইতে দেখিয়া কদাচ শান্তিলাভ করিতে পারিব না। এই কুলসম্ভূত কোন ব্যক্তিই কখন পরের অনুগমন করেন নাই; অতএব তোমারও পরের অনুগামী হইয়া জীবন ধারণ করা কর্ত্তব্য নহে। আমি প্রজাপতিকৃত এবং আমাদিগের বংশের ও অন্য বংশের বৃদ্ধগণপ্রোক্ত[৩] শাশ্বত ক্ষাত্রধর্ম্ম পরিজ্ঞাত আছি। যে যে মহাত্মারা আমাদিগের এই কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ভীত হইয়া কদাপি কাহারও নিকট নত হয়েন নাই। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে উদ্যম নিতান্ত আবশ্যক, নত হওয়া কদাপি উচিত নহে, ক্ষত্রিয় বরং অকাণ্ডে[৪] ভগ্ন হইবে, তথাপি নত হইবে না। মহামনাঃ ক্ষত্রিয় মত্তমাতঙ্গের ন্যায় পর্য্যটন করিবে ও ধর্ম্মের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণের নিকট নত হইবে এবং সহায়সম্পন্ন হউক বা না হউক, লোকদিগকে নিয়মিত ও পাপাত্মাদিগের দণ্ডবিধান করিয়া কালাতিপাত করিবে।'

১। অবশিষ্ট। ২। কুলমর্য্যাদাশালী। ৩। বৃদ্ধগণকথিত। ৪। বৃথা ভাবে—অন্যায়রূপে।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

শিথিলোদ্যম সঞ্জয়ের উৎসাহদান

তখন সঞ্জয় কহিলেন, 'হে অকরুণে[১] বীরাভি-মানিনি জননি! নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, বিধাতা লৌহ দ্বারা আপনার হৃদয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়দিগের আচার-ব্যবহার কি আশ্চর্য্যজনক! আপনি জননী হইয়া পরমাতার ন্যায় আমাকে যুদ্ধে নিয়োগ করিতেছেন। আমি আপনার একমাত্র পুত্র; তথাপি আপনি আমাকে ঈদৃশ ভীষণ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে অণুমাত্র ব্যথিত হইতেছেন না; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনার এই প্রিয় পুত্র নেত্রপথ হইতে অন্তর্হিত হইলে সমুদয় পৃথিবী ভোগ, আভরণ ও জীবনে আপনার প্রয়োজন কি?'

বিদুলা কহিলেন, 'বৎস! মনুষ্যের সকল অবস্থাতেই ধর্ম্ম ও অর্থচিন্তা করা কর্ত্তব্য। আমি এই দুই বিষয়ের নিমিত্তই তোমাকে যুদ্ধে নিয়োগ করিতেছি। তুমি অসামান্য পরাক্রমসম্পন্ন, আর কালক্রমে শত্রুকে আক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময়ও সমুপস্থিত হইয়াছে। যদি এ সময় তুমি কর্ত্তব্যকার্য্যে উপেক্ষা কর, তাহা হইলে তোমার নিতান্ত নৃশংসের[২] ন্যায় ব্যবহার করা হইবে। হে বৎস! যদি আমি তোমাকে অযশস্বী দেখিয়াও কিছু না বলি, তাহা হইলে গর্দ্দভীর ন্যায় অকারণ ফলবিহীন বাৎসল্য প্রদর্শন করা হইবে। হে পুত্র! প্রায় সমুদয় লোকই মহতী অবিদ্যার প্রভাবে অজ্ঞানপ্রায় হইয়া আছে, অতএব তুমি যেন সজ্জনবিগর্হিত মূর্খনিষেবিত পথ অবলম্বন করিও না। তুমি সদ্বৃত্তসম্পন্ন হইলেই আমার প্রিয়পাত্র হইবে।

হে বৎস! যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ ও গুণসম্পন্ন সজ্জনাচরিত-পথাবলম্বী, দৈব ও পুরুষকারযুক্ত পুত্র-পৌত্র প্রাপ্ত হইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করে, তাহার জন্ম সার্থক। কিন্তু যে ব্যক্তি উদ্যোগশূন্য, অবিনীত, দুর্ব্বুদ্ধি পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হয়, তাহার জন্ম বৃথা। যে পুরুষাধমগণ সৎকর্ম্মে বিরত ও নিন্দিত কর্ম্মে নিরত থাকে, তাহাদের কি ইহকাল কি পরকাল কোন কালেই সুখ হয় না। যুদ্ধ ও জয়লাভ করিবার নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে,

১। দয়াহীনে। ২। কাপুরুষের—আমাদের দুঃখ দেখা দিলে তোমার নৃশংসতার পরিচয় হইবে।

অতএব ক্ষত্রিয় রণক্ষেত্রে জয়লাভ বা প্রাণত্যাগ করিলে অবশ্যই ইন্দ্রলোকপ্রাপ্তি হয়। ক্ষত্রিয় শত্রুগণকে বশীভূত করিতে পারিলে ইহলোকে যেরূপ সুখসম্ভোগ করে, শত্রুভয়ে ভীত হইলে স্বর্গেও সেইরূপ সুখভোগ করিতে পারে না। যশস্বী ব্যক্তি শত্রুগণকে পরাজয় করিবার আশয়ে ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়, শত্রুগণকে সংহার, না হয় জীবন পরিত্যাগ করিয়া সুখী হয়, ফলতঃ উক্ত উভয়বিধ কার্য্য ব্যতীত মনস্বী[১]র শান্তিলাভের উপায়ান্তর নাই। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি স্বল্প বিভব অপ্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকেন, কিন্তু যে মানব স্বল্প ঐশ্বর্য্য প্রিয় বোধ করে, তাহার পক্ষে উহা অচিরাৎ অনর্থকর হইয়া ওঠে। সুতরাং প্রিয়বস্তুবিরহে সে কদাপি মঙ্গলভাজন হয় না; প্রত্যুত সাগরগামিনী গঙ্গার ন্যায় অচিরকালমধ্যেই বিলীন হইয়া যায়।'

সঞ্জয় কহিলেন, 'জননি! পুত্রকে এরূপ কথা বলা কদাপি আপনার কর্ত্তব্য নহে। আপনি জড়[২] মূকে[৩]র ন্যায় হইয়া আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করুন।'

বিদুলা কহিলেন, 'বৎস! তুমি যে আমাকে দয়া করিতে কহিলে, উহা শুনিয়া আমি সাতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, তুমি আমাকে মাতার মত কর্ত্তব্য-কর্ম্মে নিয়োগ করিতেছ, আমিও তন্নিমিত্ত তোমাকে তোমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিতে অনুরোধ করিতেছি। হে পুত্র! সমুদয় সৈন্ধবকে[৪] নিহত করিয়া যখন তোমাকে সম্পূর্ণ জয়লাভ করিতে দেখিব, তখন তোমাকে সম্মান করিব।'

সঞ্জয় কহিলেন, 'জননি! আমি ধনহীন ও সহায়বিহীন হইয়া কিরূপে জয়লাভ করিব, এই মনে করিয়া রাজ্য-প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়াছি। যদি আপনি এক্ষণে আমার জয়লাভের কোন সদুপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকেন, তবে বলুন, আমি আপনার আজ্ঞাপ্রতিপালনে একান্ত সম্মত আছি।'

বিদুলা কহিলেন, 'বৎস! পূর্ব্বতন সমৃদ্ধির অভাব প্রযুক্ত ক্ষুব্ধ হইও না; অর্থ না থাকিলে উহার সঞ্চয় করা যায় এবং সঞ্চিত অর্থও বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতি মূর্খ ব্যক্তিরাও ক্রোধপরায়ণ হইয়া কার্য্য আরম্ভ করে না। সকল কর্ম্মেরই ফল অনিত্য, পণ্ডিতেরা কর্ম্মফল অনিত্য বলিয়া জানেন; তথাপি কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হয়েন না; এই নিমিত্ত তাঁহারা কখন কর্ম্মফল প্রাপ্ত, কখন বা উহাতে বঞ্চিত হয়েন। আর যাহারা কর্ম্মানুষ্ঠানে নিতান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে কালাতিপাত করে, তাহাদের কখনই ফললাভ হয় না, নিশ্চেষ্টতার ফল একমাত্র অভাব। চেষ্টার ফল দুই প্রকার;—প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে কর্ম্মফলের অনিত্যতা অবগত হইয়াছে, সেও আপনার ক্লেশ ও শত্রুর সমৃদ্ধি দূর করিয়া থাকে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি 'কার্য্যসিদ্ধি অবশ্যই হইবে' মনে মনে এই নিশ্চয় করিয়া অব্যথিতচিত্তে ব্রাহ্মণ ও দেবগণকে অগ্রে করিয়া মঙ্গলদর্শনপূর্ব্বক সতত সমুত্থিত, জাগরিত হইয়া শ্রেয়স্কর কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। যে ভূপতি উক্তরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার অচিরাৎ বৃদ্ধি হয়; যেমন দিবাকর কখন পূর্ব্বদিক্ পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ লক্ষ্মী তাঁহাকে কদাপি পরিত্যাগ করেন না, তিনি সকলের দৃষ্টান্তস্থল এবং বহুবিধ উপায় ও উৎসাহ তাঁহার অনুগামী হয়। তুমি শোকবৃত্তান্ত অবগত হইয়াছ; এক্ষণে পুরুষকার প্রদর্শনপূর্ব্বক অভিপ্রেত পুরুষার্থ উপার্জ্জনে যত্নবান্ হও। হে বৎস! তুমি অগ্রে ক্রুদ্ধ, লুব্ধ, ক্ষীণ, গর্ব্বিত, অবমাননাকারী, স্পর্দ্ধাশীল ব্যক্তিগণকে বশীভূত কর; তাহা হইলে যেমন সমীরণ বলাহক[১]সমূহকে বিভিন্ন করে, তদ্রূপ তুমি শত্রুগণকে ভেদ করিতে পারিবে। তুমি অগ্রে ক্রুদ্ধ ও লুব্ধ ব্যক্তিগণকে অর্থ প্রদান কর, উহাদের হিতচেষ্টা কর এবং উহাদের প্রতি প্রিয়বাক্য প্রয়োগ কর, তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই তোমার প্রিয়কার্য্য করিবে ও অগ্রসর হইবে।

হে পুত্র! সংগ্রামে জীবিতনিরপেক্ষ[২] শত্রু গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় উদ্বেগজনক। পরাক্রান্ত শত্রুকে যদি বশীভূত করিতে না পার, তাহা হইলে দূত দ্বারা তাহার নিকট সন্ধি বা দানের কথা উত্থাপন করিবে; ফলতঃ তাহাতেই তাহাকে বশীভূত করা হয়। এইরূপে দূত দ্বারা শত্রুকে বশীভূত করিয়া লব্ধপ্রসর[৩] হইলে অচিরকালমধ্যে ধনবৃদ্ধি হইয়া থাকে। মিত্রগণ ধনবানের আশ্রয় গ্রহণ ও ধনহীনকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। তাহারা ধনহীনের নিকট কদাচ আশ্বস্ত হয় না এবং সতত তাহার নিন্দা করে। যে ব্যক্তি শত্রুকে সহায় করিয়া তাহাকে বিশ্বাস করে, তাহার রাজ্যপ্রাপ্তির বিলক্ষণ সম্ভাবনা।'

১। উন্নতচেতা। ২। অকর্ম্মণ্য। ৩। বোবা। ৪। সিন্ধুদেশবাসীকে।

১। মেঘ। ২। প্রাণে মমতাহীন। ৩। অগ্রগমনে সমর্থ।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

বিদুলার পুনঃ পুনঃ সঞ্জয়-প্রবোধন

'হে বৎস! কোন প্রকার আপদেই রাজার ভীত হওয়া উচিত নহে। ভূপতি যদিও কখন মনে মনে ভীত হয়েন, তথাপি কদাচ ভীতের ন্যায় ব্যবহার করিবেন না। রাজাকে ভীত দেখিলে রাজ্য, বল, অমাত্য প্রভৃতি সকলে ভীত হইয়া সমুদয় প্রজাগণকে ভেদ[১] করিবার চেষ্টা করে; কেহ কেহ শত্রুর শরণাপন্ন হয়, কেহ কেহ শত্রুকে পরিত্যাগ করে; আর যাহারা পূর্ব্বে অবমানিত হইয়াছিল, তাহারা শত্রুকে প্রহার করিতে ইচ্ছা করে। লোকে অত্যন্ত সৌহার্দ্দ্য[২] নিবন্ধন অন্যের উপাসনা করিয়া থাকে অথবা বদ্ধবৎসা ধেনুর ন্যায় শক্তিহীনতা প্রযুক্ত অন্যের কল্যাণকামনা করে এবং অন্যকে শোকাকুল দেখিলে শোক করিয়া থাকে। তোমার পূর্ব্বপূজিত সুহৃদগণ বর্ত্তমান আছে, উহারা তোমার রাজ্য স্বীয় রাজ্য বলিয়া জ্ঞান ও তোমাকে ব্যসন হইতে উদ্ধার করিতে নিতান্ত বাসনা করে। তুমি সেই সুহৃদগণের ভেদোৎপাদন করিও না ও সুহৃদ্বর্গ যেন তোমাকে ভীত দেখিয়া পরিত্যাগ করিতে বাসনা না করে।

হে পুত্র! আমি তোমার পুরুষকার ও বুদ্ধির পরীক্ষা, তেজোবৃদ্ধি এবং ধৈর্য্যবিধান করিবার নিমিত্তই এই সকল কথা কহিলাম; যদি আমার কথা তোমার হৃদ্গত ও যথার্থ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি স্থিরচিত্ত হইয়া জয়ার্থ সমুত্থিত হও। তোমার অবিদিত আমাদের কোষসমূহ আছে আমি ভিন্ন আর কেহই উহা জানে না; আমি উহা তোমাকে প্রদান করিব। তোমার বহুসংখ্যক সুখদুঃখসহ হৃদয়ানুবর্ত্তী বান্ধবও বর্ত্তমান আছে। উক্তবিধ সুহৃদ্গণ ইষ্টসাধনতৎপর ঐশ্বর্য্যাভিশালী ব্যক্তির সহায় ও সচিবস্বরূপ।'

বিদুলার পুত্র স্বভাবতঃ অল্পবুদ্ধি ছিলেন। তথাপি মাতার উক্তবিধ বিচিত্রার্থপরিপূর্ণ[৩] বাক্যশ্রবণে তাঁহার অজ্ঞান দূর হইল। তখন তিনি মাতাকে কহিলেন, 'জননি! আপনি আমাকে নিয়ত শ্রেয়স্কর পথে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন; অতএব আমি সলিলমগ্ন মেদিনীর ন্যায় পৈতৃক রাজ্যের প্রত্যুদ্ধার, না হয় সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আমি আপনার নিকট উক্ত বাক্যসমুদয় শ্রবণ করিবার বাসনায় আপনার বাক্যের প্রতিকূলে কিঞ্চিৎ উত্তর প্রদান করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছিলাম। আপনার অমৃতোপম বচন-শ্রবণে আমার আনন্দের পরিসীমা রাহল না; আমি এক্ষণে শত্রুগণকে নিগ্রহ ও পরাজয় করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত হইতেছি।"

যুধিষ্ঠিরসমীপে বিদুলা-সঞ্জয় সংবাদদানে অনুরোধ

কুন্তী কহিলেন, "বৎস! বিদুলানন্দন সঞ্জয় জননীর বাক্যে উত্তেজিত হইয়া সুশিক্ষিত অশ্বের ন্যায় তাঁহার বাসনানুরূপ সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিলেন। হে কেশব! মন্ত্রী শত্রুপীড়িত অবসন্ন ভূপতিকে এই তেজোবর্দ্ধন অত্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যান শ্রবণ করাইবেন। বিজিগীষু ব্যক্তির এই জয়াখ্য ইতিহাস শ্রবণ করা কর্ত্তব্য; ইহা শ্রবণ করিলে অচিরাৎ পৃথিবী পরাজয় ও শত্রু মর্দ্দন করিতে পারেন। গর্ভবতী রমণী এই পুত্রপ্রসবকর বীরজনন উপাখ্যান শ্রবণ করিলে অবশ্যই বীরপুত্র প্রসব করে আর ক্ষত্রিয়া এই ইতিহাস শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই বিদ্যাবান, তপঃপরায়ণ, দাতা, ব্রাহ্মীশ্রীসম্পন্ন[১] সাধুবাদোচিত মহাবল-পরাক্রান্ত মহারথ, ধৈর্য্যশালী, অজেয়, জেতা, অসাধুনিয়ন্তা, সজ্জনপরিপালক, সত্যপরাক্রম বীরপুত্র প্রসব করে।"

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

অর্জ্জুনের নিকট কুন্তীর বিশেষ বক্তব্য

"হে কেশব! তুমি ধনঞ্জয়কে এইরূপ কহিবে;—হে বৎস! তুমি জন্মপরিগ্রহ করিলে পর, আমি নারীগণে পরিবৃত হইয়া আশ্রমে উপবিষ্ট আছি, এমন সময়ে অন্তরীক্ষে এইরূপ মনোরম দৈববাণী হইল যে, 'হে কুন্তি! তোমার এই পুত্র। সহস্রাক্ষের[২] সমকক্ষ হইবেন; সংগ্রামে সমুদয় কৌরবগণকে পরাজিত করিবেন; ভীমসেনের সাহায্যে শত্রুগণকে আকুলিত করিবেন, অখণ্ডভূমণ্ডল পরাজয় করিবেন, বাসুদেবের সাহায্যে কুরুগণকে সংহার করিয়া বিনষ্ট

১। একতাবন্ধনহীন। ২। মিত্রতা। ৩। মনোহর চাতুর্য্যপূর্ণ।

১। জ্ঞানশালী। ২। ইন্দ্রের।

পৈতৃক অংশ পুনরায় উদ্ধার করিবেন এবং পরিশেষে ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া তিনটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। ইঁহার যশ নভোমণ্ডল স্পর্শ করিবে।' হে কেশব! সেই সত্যসন্ধ সব্যসাচী যে প্রকার বলবান্ ও দুর্দ্ধর্ষ, তাহা কেবল তুমিই অবগত আছ। তখন যে প্রকার দৈববাণী হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণ হউক। যদি ধর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে সেই দৈববাণী অবশ্যই ফলবতী হইবে এবং তুমিও তৎসমুদয় সম্পাদন করিবে। আমি দৈববাণীর প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করিতেছি না। ধর্ম্মকে নমস্কার করি, কেন না, ধর্ম্মই প্রজাগণকে ধারণ করিয়া আছেন।

ভীমাদির প্রতি কুন্তীর বক্তব্যজ্ঞাপন

তুমি ধনঞ্জয় ও নিত্যোদ্যোগী বৃকোদরকে এই কথা কহিবে যে, ক্ষত্রিয়পত্নীরা যে নিমিত্ত সন্তান প্রসব করেন, তাহার সময় সমাগত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ বৈরপ্রাপ্ত হইয়া অবসন্ন হয়েন না। হে কেশব! তুমি ইহাও অবগত আছ যে, শত্রুমর্দ্দন ভীমসেন যে পর্য্যন্ত শত্রুগণকে সংহার না করিবেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার বুদ্ধি কদাচ শান্ত হইবে না।

হে মাধব! সর্ব্বধর্ম্মের বিশেষজ্ঞ মহাত্মা পাণ্ডুর স্নুষা যশস্বিনী কল্যাণী কৃষ্ণাকে কহিবে, হে মহাভাগে! হে কুলীনে! হে যশস্বিনী! তুমি যে আমার পুত্রগণের প্রতি যথোচিত আচরণ করিতেছ, তাহা তোমার উপযুক্ত কর্ম্মই হইতেছে।

মাদ্রীর পুত্রদ্বয়কে এই কহিবে যে, হে নকুল! হে সহদেব! তোমরা উভয়েই ক্ষাত্রধর্ম্মের অনুগত; অতএব জীবন অপেক্ষাও বিক্রমার্জ্জিত ভোগসকল শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম বোধ কর। বিক্রমার্জ্জিত অর্থ ক্ষাত্রধর্ম্মোপজীবী[১] মানবদিগের মনকে প্রীত করে। তোমরা পরম ধার্ম্মিক; সকল ধর্ম্মের উন্নতিসাধন করিয়া থাক; অতএব তোমাদিগের সমক্ষে দ্রুপদনন্দিনীর প্রতি যে পরুষবাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছে, কে তাহা ক্ষমা করিতে পারে? তোমাদিগের যে রাজ্য অপহৃত হইয়াছে, তাহাতে আমার দুঃখ নাই; তোমরা যে দ্যূতে পরাজিত হইয়াছ, তাহাতেও আমি দুঃখিত নই এবং তোমাদের

১। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম যুদ্ধাদি রাজ্যপালন দ্বারা জীবিকাকারী।

বিবাসনে[১]ও আমার দুঃখ নাই; কিন্তু কেবল সেই শ্যামাঙ্গী দ্রুপদবালা যে সভামধ্যে রোদন করিতে করিতে পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাই আমার অধিকতর দুঃখের কারণ। স্ত্রীধর্ম্মিণী[২] ক্ষাত্রধর্ম্মানুগামিনী দ্রৌপদী নাথবতী[৩] হইয়াও যে তৎকালে অনাথা হইয়াছিলেন, তাহাই আমার সমধিক দুঃখের বিষয়।

হে মহাবাহো! তুমি সেই সকল ধনুর্দ্ধরের অগ্রগণ্য ধনঞ্জয়কে কহিবে, হে বীর! তুমি দ্রৌপদীর পদবীর[৪] অনুসরণ কর। হে কেশব! ইহা তোমার অগোচর নাই যে, যমোপম ভীমসেন ও অর্জ্জুন কুপিত হইলে দেবগণকেও সংহার করিতে পারে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা তাহাদিগের অধিক অপমানের বিষয় আর কি হইতে পারে যে, দ্রুপদনন্দিনীকে সভামধ্যে আগমন করিতে হইয়াছিল এবং সেই স্থানেই দুঃশাসন কুরুবীরগণের সমক্ষে ভীমসেনকে পরুষ[৫] বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল?

হে বৎস! তুমি আমার পুত্রদিগকে পুনরায় সেই সকল কথা স্মরণ করিয়া দিবে। পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদী ও তাঁহার পুত্রগণকে কুশল জিজ্ঞাসা এবং তাঁহাদিগকে আমার কুশল সংবাদ প্রদান করিও। এক্ষণে তুমি নির্ব্বিঘ্নে গমন কর; আমার পুত্রগণকে প্রতিপালন করিও।"

হস্তিনা হইতে কৃষ্ণের প্রস্থান

অনন্তর মৃগেন্দ্রগমন[৬] মহাবাহু কেশব কুন্তীকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং ভীষ্ম প্রভৃতি কুরুবীরগণকে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক কর্ণকে স্বীয় রথে সমারূঢ় করিয়া[৭] সাত্যকি সমভিব্যাহারে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনন্তর কৌরবগণ একত্র হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, "কেশবের কি অদ্ভুত ভাব! সমুদয় পৃথিবী মৃত্যুপাশের বশীভূত হইয়া তাঁহার শরীরে গূঢ় হইয়া রহিয়াছে। হা! দুর্য্যোধনের মূর্খতায় এই রাজ্যাদি কিছুই থাকিবে না।"

এ দিকে পুরুষোত্তম নগর হইতে গমন করিয়া বহুক্ষণ কর্ণের সহিত মন্ত্রণা করিলেন। পরে

১। নির্ব্বাসনে—বনগমনে। ২। রজঃস্বলা। ৩। পতিমতী—পতিযুক্তা। ৪। দ্রৌপদী-অভিপ্রেত পথের। ৫। কর্কশ। ৬। সিংহতুল্য গমনশীল। ৭। এক রথে কৃষ্ণ-কর্ণের প্রস্থান।

কর্ণকে বিদায় করিয়া অশ্বগণকে মহাবেগে চালন করিতে অনুমতি করিলেন। মনের ন্যায় বেগবান্ মারুতগতি অশ্বগণ দারুকের নিয়োগানুসারে যেন নভোমণ্ডল গ্রাস করিয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিল এবং আশুগামী শ্যেনের ন্যায় অনতিবিলম্বে অতি বিস্তীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া উপপ্লব্য নগরে উপনীত হইল।

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

দুর্য্যোধনের প্রতি পুনরায় ভীষ্মের উপদেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এ দিকে মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণ কুন্তীর বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি অবাধ্য দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে রাজন্! কুন্তী কেশবের সন্নিধানে যে উদারার্থযুক্ত বাক্য কহিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে; তদ্বিষয়ে বাসুদেবেরও বিলক্ষণ সম্মতি আছে। পাণ্ডবগণ অবশ্যই তদনুসারে কর্ম্ম করিবেন। তাঁহারা রাজ্য ব্যতিরেকে কখনই ক্ষান্ত হইবেন না। তুমি যে সভামধ্যে পাণ্ডবগণকে ও দ্রৌপদীকে ক্লেশিত করিয়াছিলে, তাঁহারা তৎকালে ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ ছিলেন বলিয়াই তাহা সহ্য করিয়াছেন। রাজা যুধিষ্ঠির যখন কৃতাস্ত্র[১] অর্জ্জুন; কৃতনিশ্চয়[২] ভীমসেন; গাণ্ডীব, তূণীরদ্বয়, রথ, ধ্বজ, বলবীর্য্যসমন্বিত নকুল ও সহদেব এবং বাসুদেবকে সহায়প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন তিনি তোমাকে ক্ষমা করিবেন না। ধীমান্ ধনঞ্জয় বিরাট নগরে আমাদিগের সকলকে যেরূপ পরাজিত করিয়াছিলেন, তাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছ। তিনি অতি ভীষণকর্ম্মা নিবাতকবচগণকে রৌদ্রাস্ত্রে দগ্ধ করিয়াছিলেন। অধিক কি, তিনি যে ঘোষযাত্রাসময়ে তোমাকে ও কর্ণ প্রভৃতি এই সকল যোদ্ধৃগণকে মুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার সামর্থ্যের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত।

হে ভারতশ্রেষ্ঠ! তুমি নিজ ভ্রাতা পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিয়া যমদণ্ডের অন্তর্গত[৩] এই পৃথিবীকে রক্ষা কর। তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির পরমধার্ম্মিক, স্নেহবান, মধুরবাক্ ও দূরদর্শী, তুমি মনোমালিন্য দূরীকৃত করিয়া সেই পুরুষোত্তমের সন্নিধানে গমন কর। তুমি শরাসন ও ভ্রূকুটিভঙ্গী পরিত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরের নয়নপথের[১] আতিথ্য গ্রহণ কর; তাহা হইলেই আমাদিগের কুলের শান্তি হইবে। তুমি পূর্ব্বের ন্যায় অমাত্য-সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে গমন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন ও অভিবাদন কর; তিনিও তোমাকে সৌহৃদ্যপূর্ব্বক পাণি দ্বারা প্রতিগ্রহণ করুন। সিংহস্কন্ধ, বৃত্তায়ত[২]বাহু, যোদ্ধৃপ্রধান ভীমসেনও বাহুযুগল দ্বারা তোমাকে আলিঙ্গন করুন। কম্বু[৩]সদৃশ গ্রীবাসম্পন্ন কমললোচন ধনঞ্জয় তোমাকে অভিবাদন করুন। অপ্রতিমরূপসম্পন্ন নকুল ও সহদেব গুরুর ন্যায় তোমাকে পূজা করুন এবং দাশার্হ প্রভৃতি ভূপতিগণ সকলে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করুন। হে রাজন্! তুমি অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে আধিপত্য কর। সমাগত পার্থিবগণ আনন্দ সহকারে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া বিদায় গ্রহণ করুন।

হে রাজেন্দ্র! সুহৃদ্‌গণের নিষেধবাক্য[৪] শ্রবণ কর; যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। যুদ্ধে কেবল ক্ষত্রিয়গণের বিনাশই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ভাবী ক্ষত্রিয়বিনাশের চিহ্নস্বরূপ নানাবিধ উৎপাত দৃষ্টিগোচর হইতেছে;—গ্রহগণ প্রতিকূল এবং মৃগ ও পক্ষিগণ নিদারুণ হইয়াছে। বিশেষতঃ, আমাদিগের নিবেশনে[৫] নানাপ্রকার দুর্নিমিত্ত[৬] ঘটিতেছে; সেনাগণের মধ্যে প্রদীপ্ত উল্কা-সকল নিপতিত হইতেছে; বাহনগণ অপ্রহৃষ্ট হইয়া যেন রোদন করিতেছে; গৃধ্রগণ সৈন্যদিগের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, নগর ও রাজভবনের তাদৃশী শোভা নাই; দিক্ প্রজ্বলিত হইতেছে; শিবাগণ অশিব[৭] নির্ঘোষ[৮] করিয়া সেই দিকের অভিমুখেই গমন করিতেছে।

অতএব হে কুরুশ্রেষ্ঠ! পিতা, মাতা ও এই সকল হিতৈষীদিগের বাক্য শ্রবণ কর। যুদ্ধ ও সন্ধি উভয়ই তোমার আয়ত্ত; যদি তুমি সুহৃদ্‌গণের বাক্য শ্রবণ না কর, তাহা হইলে সেনাগণকে পার্থবাণে নিপীড়িত দেখিয়া তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে। যদি আমাদিগের এই বাক্য অগ্রাহ্য কর, তাহা হইলে হৃদয়শোষক[৯] ভীমসেনের মহানাদ ও গাণ্ডীবের ভীষণ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া পরিশেষে আমাদের বাক্য স্মরণ করিতে হইবে।"

১। অস্ত্রবিদ্যায় সিদ্ধ। ২। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ৩। আসন্নমৃত্যু।

১। স্নেহদৃষ্টির। ২। স্থূল ও দীর্ঘ। ৩। গাড়ু। ৪। যুদ্ধবিরতির উপদেশ। ৫। পুরে—আবাসে। ৬। অমঙ্গল। ৭। অশুভকর। ৮। শব্দ। ৯। মর্ম্মঘাতী।

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

ভীষ্ম-দ্রোণাদির উৎসাহযুক্ত উপদেশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্ম ও দ্রোণের বাক্যশ্রবণানন্তর বিমনাঃ, বক্রদৃষ্টি ও অধোবদন হইয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ সঙ্কুচিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন; কোন কথা কহিলেন না। তখন ভীষ্ম ও দ্রোণ তাঁহাকে দুর্ম্মনায়মান দর্শন করিয়া পরস্পর মুখাবলোকনপূর্ব্বক পুনরায় কহিতে আরম্ভ করিলেন।

ভীষ্ম কহিলেন, "হে দুর্য্যোধন! আমি সেই শুশ্রূষাসম্পন্ন, অনসূয়[১], ব্রহ্মপরায়ণ, সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিব; তাহা হইলে তোমার আর দুঃখের বিষয় কি?"

দ্রোণ কহিলেন, "হে রাজন্! যদিও আমি অশ্বত্থামার ন্যায় কপিধ্বজ ধনঞ্জয়ের প্রতি সবহুমান প্রীতি করিয়া থাকি, অধিক কি, সে আমার পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়তর, তথাপি ক্ষাত্রধর্ম্মানুরোধে সেই অর্জ্জুনের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিব। ক্ষত্রজীবিকায় ধিক্! সেই অলৌকিক ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় আমারই প্রসাদে সকল যোদ্ধা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। মিত্রদ্রোহী, দুষ্টস্বভাব, নাস্তিক, অসরল ও শঠ ব্যক্তি সৎসমাজে সমাগত হইলে যজ্ঞে সমুপস্থিত মূর্খের ন্যায় পূজনীয় হয় না। পাপাত্মা ব্যক্তি পাপ হইতে নিবারিত হইলেও পাপ ইচ্ছা করে; কিন্তু পুণ্যাত্মা ব্যক্তি পাপকর্ম্মে নিয়োজিত হইলেও শুভ ইচ্ছা করিয়া থাকেন। তুমি প্রিয়ানুষ্ঠান-পরায়ণ পাণ্ডবগণের সহিত মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছ; এই দোষেই তোমাকে পরাভূত হইতে হইবে। আমি, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও বাসুদেব, আমরা সকলে তোমার হিতকর কথাই কহিলাম; কিন্তু তুমি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া আপনাকে বলবান্ মনে করিয়া গঙ্গাবেগের ন্যায় গ্রাহ[২]-নক্র[৩]-মকরসঙ্কুল মহাসাগর সহসা উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষ করিতেছ।

যেমন লোকে পরের পরিত্যক্ত বস্ত্র ও মাল্য পরিধান করিয়া আপনার বোধ করে, তদ্রূপ তুমি যুধিষ্ঠিরের রাজলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়া লোভ-বশতঃ আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতেছ। ধর্ম্ম-রাজ যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও সশস্ত্র ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া বনস্থ হইলেও কোন্ রাজ্যস্থ ব্যক্তি তাঁহাকে পরাজয় করিবে? সকল রাজা কিঙ্করের ন্যায় যাঁহার আদেশানুসারে কার্য্য করেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অবিচলিতচিত্তে সেই কুবেরের সহিতও সংগ্রাম করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ কুবেরসদন হইতে রত্ন আহরণ করিয়া এক্ষণে তোমার সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ্য আক্রমণ করিতে অভিলাষ করিতেছেন। আমরা দান করিয়াছি, হোম করিয়াছি, অধ্যয়ন করিয়াছি এবং ধন দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিয়াছি; সুতরাং আমরা এক প্রকার কৃতকৃত্য হইয়াছি, আর আমাদের আয়ুও প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে; মরিলেও কোন হানি নাই। কিন্তু তুমি যে রাজ্য, সুখ, মিত্র ও ধন পরিত্যাগপূর্ব্বক পাণ্ডব-গণের সহিত যুদ্ধ করিয়া ব্যসনপ্রাপ্ত হইবে, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আর তপস্যা ও ব্রতপরায়ণা সত্যবাদিনী দ্রৌপদী যাঁহার জয় আশংসা করিতেছেন, তুমি সেই পাণ্ডবকে কি প্রকারে পরাজয় করিবে? জনার্দ্দন যাঁহার মন্ত্রী ও নিখিল ধনুর্দ্ধরের অগ্রগণ্য ধনঞ্জয় যাঁহার ভ্রাতা, তুমি সেই পাণ্ডবকে কি প্রকারে পরাজয় করিবে? ধৈর্য্যশীল, জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণ যাঁহার সহায় এবং যিনি স্বয়ং উগ্রতপাঃ মহাবীর, তুমি সেই পাণ্ডবকে কি প্রকারে পরাজয় করিবে? সুহৃদ্গণ ব্যসনার্ণবে নিমগ্ন হইলে হিতৈষী সুহৃদের যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহা পুনরায় কহিতেছি। হে বীর! যুদ্ধে প্রয়োজন নাই; কুরুগণের সমুন্নতির নিমিত্ত সন্ধিস্থাপন কর; পুত্র, অমাত্য ও সেনাগণের সহিত পরাভব প্রাপ্ত হইও না।"

১। অসূয়ারহিত—নির্দ্দোষে দোষাবিষ্কারশূন্য। ২। কুম্ভীর। ৩। হাঙর।

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

একরথস্থ কৃষ্ণ-কর্ণ-কথোপকথন প্রকাশ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাত্মা বাসুদেব রাজপুত্র ও অমাত্যগণ-পরিবৃত হইয়া কর্ণকে আপনার রথে আরোহণ করাইয়া যখন নগর হইতে নির্গত হইয়া-ছিলেন, তখন তিনি অতি গম্ভীরস্বরে কর্ণকে যে সকল মৃদু বা তীক্ষ্ণ সান্ত্বনাবাক্য কহিয়াছিলেন, তুমি তৎসমুদয় আমাকে বল।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে ভারতশ্রেষ্ঠ! মহানুভব মধুসূদন কর্ণকে যে সকল তীক্ষ্ণ, মৃদু, প্রিয়, ধর্ম্মযুক্ত,

সত্য, হিতকর ও হৃদয়গ্রাহী বাক্য কহিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক কহিতেছি, শ্রবণ করুন। হে মহারাজ! বাসুদেব কর্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে রাধেয়! তুমি বেদপারগ ব্রাহ্মণগণের সেবা এবং নিয়ত অসূয়াশূন্য হইয়া তত্ত্বার্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তুমি সনাতন বেদবাক্য অবগত হইয়াছ এবং অতিসূক্ষ্ম ধর্ম্মশাস্ত্রেও তোমার নিষ্ঠা জন্মিয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞেরা কহেন, যিনি যে কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তিনিই সেই কন্যার কানীন[১] ও সহোঢ়[২] পুত্রের পিতা। হে কর্ণ! তুমিও তোমার জননীর কন্যকাবস্থায় সমুৎপন্ন হইয়াছ; তন্নিমিত্ত তুমি ধর্ম্মতঃ পাণ্ডুর পুত্র; অতএব চল, ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধেও[৩] তুমি রাজ্যেশ্বর হইবে।

পাণ্ডবগণ তোমার পিতৃকুলজাত ও বৃষ্ণিগণ তোমার মাতৃকুলজাত; তুমি এই উভয়কুল অবগত হইয়া আজি আমার সহিত আগমন কর; পাণ্ডবগণও তোমাকে কৌন্তেয় ও যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ বলিয়া পরিজ্ঞাত হউন। তোমার ভ্রাতা পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদীর পঞ্চকুমার, জয়শীল অভিমন্যু এবং সমাগত রাজা, রাজপুত্র ও অন্ধকবৃষ্ণিগণ তোমার পাদ গ্রহণ করিবে। রাজা ও রাজকন্যাগণ হিরণ্ময়[৪], রজতময় ও মৃন্ময় কুম্ভ[৫], ওষধি, সর্ব্বপ্রকার বীজ, সমুদয় রত্ন ও লতা প্রভৃতি অভিষেক-সামগ্রীসকল আনয়ন করুন। দ্রৌপদী দিবসের ষষ্ঠভাগে তোমার সমীপে আগমন করিবেন। আত্মতত্ত্বজ্ঞ দ্বিজোত্তম ধৌম্য অগ্নিতে আহুতি প্রদান করুন। চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণেরা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। পাণ্ডব, দ্রৌপদেয়, পাঞ্চাল ও চেদিগণ, বৈদিক কর্ম্মপরায়ণ পুরোহিত ধৌম্য ও আমি—আমরা সকলেই তোমার অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিব। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তোমার যুবরাজ হইয়া শ্বেতব্যজন গ্রহণপূর্ব্বক তোমার অনুপদে[৬] রথে আরোহণ করুন। তুমি অভিষিক্ত হইলে মহাবল ভীমসেন তোমার মস্তকে বিশাল শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিবেন; ধনঞ্জয় তোমার কিঙ্কিণীশতনিনাদিত[৭] ব্যাঘ্রচর্ম্মসংছাদিত[৮] শ্বেতবাহনসংবাহিত[৯] রথ সঞ্চালন করিবেন; অভিমন্যু প্রতিনিয়ত তোমার সমীপবর্ত্তী থাকিবেন; নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, পাঞ্চালগণ, মহারথ শিখণ্ডী ও আমি—আমরা সকলে তোমার অনুবর্ত্তী হইব এবং দাশার্হ ও দাশার্ণগণ তোমার পরিবার হইবে।

অতএব, হে মহাবাহো! জপ, হোম ও পৃথক্ পৃথক্ মঙ্গলকর্ম্মে ব্যাপৃত হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত রাজ্যভোগ কর। দ্রাবিড়, কুন্তল, অন্ধক, তালচর, চুচুপ ও বেণুপগণ তোমার পুরোবর্ত্তী হউক; বন্দিগণ বিবিধ স্তুতি দ্বারা তোমার স্তব করুক এবং পাণ্ডবগণ তোমার জয়-ঘোষণা করুন।

হে বসুসেন! তুমি নক্ষত্রগণ-পরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় পাণ্ডবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজ্যশাসন ও কুন্তীর আনন্দবর্দ্ধন কর। আজি মিত্রগণ আনন্দিত, শত্রুগণ ব্যথিত এবং পাণ্ডবগণের সহিত তোমার সৌভ্রাত্র সমুৎপন্ন হউক।'

—

ঊনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

কর্ণের স্বীয় অধিকার-ত্যাগমাহাত্ম্য

কর্ণ কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! তুমি সৌহৃদ্য, প্রণয়, সখ্য বা হিতৈষিতাবশতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধে যাহা মনে করিতেছ, আমি তাহা নিশ্চয় অবগত হইলাম এবং আমি যে ধর্ম্মানুসারে রাজা পাণ্ডুর পুত্র, তাহারও সন্দেহ নাই। আমার জননী কন্যকাবস্থায় দিবাকরের ঔরসে আমাকে গর্ভে ধারণ এবং তাঁহারই বাক্যানুসারে জাতমাত্র আমাকে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। আমি যখন এইরূপে জন্মলাভ করিয়াছি, তখন ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পাণ্ডুই আমার পিতা, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু কুন্তী আমাকে আমার অমঙ্গল উদ্দেশেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অনন্তর সারথি অধিরথ আমাকে দর্শন করিবামাত্র গৃহে আনয়ন করিয়া সৌহার্দ্দ্য সহকারে রাধার হস্তে সমর্পণ করিলেন। আমার প্রতি স্নেহবশতঃ তৎক্ষণাৎ রাধার স্তনে ক্ষীর-সঞ্চার হইল। তিনি আমার মূত্র ও পুরীষ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। অতএব মাদৃশ ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মশাস্ত্রশ্রবণপরায়ণ ব্যক্তি কি প্রকারে তাঁহার পিণ্ড লোপ করিবে? আর অধিরথও আমাকে পুত্র বলিয়া অবগত আছেন এবং আমিও সৌহার্দ্দ্যবশতঃ তাঁহাকেই পিতা বলিয়া জানি। তিনি অপত্যস্নেহানুসারে শাস্ত্রানুগত বিধি দ্বারা আমার জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন

১। কন্যাকালজাত। ২। বিবাহের পূর্ব্বে পরজাত। ৩। ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত না হইলেও। ৪। সুবর্ণময়। ৫। মাটির কলস। ৬। অনুগামী। ৭। মাল্যাকারে গ্রথিত বহু ক্ষুদ্র ঘণ্টার শব্দে শব্দিত। ৮। বাঘছালে আচ্ছাদিত। ৯। শ্বেত অশ্বে পরিচালিত।

করিয়া আমার নাম বসুসেন রাখিয়াছেন। অনন্তর আমি যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়া দার পরিগ্রহ করিয়াছি; তাঁহাদের হইতে আমার পুত্রপৌত্রসকল জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে এবং আমার হৃদয় সেই সকল ভার্য্যাতে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। অখণ্ড ভূমণ্ডল বা রাশীকৃত সুবর্ণের বিনিময়ে, হর্ষ বা ভয়ে এই সকল অন্যথা করিতে আমার সামর্থ্য নাই।

এই প্রকারে আমি ধৃতরাষ্ট্রকুলে দুর্য্যোধনকে আশ্রয় করিয়া ত্রয়োদশ বৎসর অকণ্টকে রাজ্যভোগ ও সূতগণের সহিত বারংবার বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি। সূতজাতির সহিত আমার বিবাহাদি ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহিত হইয়াছে। রাজা দুর্য্যোধন আমাকে প্রাপ্ত হইয়াই উৎসাহ সহকারে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছেন। দ্বৈরথ-যুদ্ধে[1] আমিই সব্যসাচীর[2] প্রতিযোদ্ধা বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছি। বধ, বন্ধন, ভয় বা লোভবশতঃ ধীমান্ দুর্য্যোধনের সহিত মিথ্যা ব্যবহার করিতে পারিব না। যদি আমি সব্যসাচীর সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধ না করি, আমার ও পার্থের অপকীর্ত্তি হইবে। তুমি যে হিতের নিমিত্তই কহিতেছ, তাহাতে কোন সংশয় নাই এবং পাণ্ডবগণ যখন তোমার বশীভূত হইয়া আছে, তখন তাহারা অবশ্যই সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিবে। তুমি যে আমার জন্মবৃত্তান্ত যুধিষ্ঠিরের নিকট গোপন করিয়া রাখিয়াছ, ইহা আমি হিতকর বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছি। জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির আমাকে কুন্তীর প্রথমজাত পুত্র বলিয়া জানিতে পারিলে রাজ্য গ্রহণ করিবেন না। আর আমিই যদি সেই সুবিস্তীর্ণ রাজ্য প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে দুর্য্যোধনকেই প্রদান করিব; অতএব ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরই রাজ্যেশ্বর হইয়া থাকুন। হৃষীকেশ যাঁহার নেতা এবং ধনঞ্জয়, মহারথ ভীমসেন, নকুল, সহদেব দ্রৌপদেয়গণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, সত্যধর্ম্মা, সোমকি, চেদিরাজ, চেকিতান, অপরাজিত শিখণ্ডী, ইন্দ্রগোপবর্ণ পঞ্চ কেকয়, ভীমসেনের মাতুল ইন্দ্রায়ুধবর্ণ মহানুভব কুন্তিভোজ, মহারথ শ্যেনজিৎ ও বিরাটপুত্র শঙ্খ যাঁহার যোদ্ধা, তাঁহারই পৃথিবী ও তাঁহারই রাজ্য। তিনি যখন ভূরি ভূরি ক্ষত্রিয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তখনই তিনি এই সকল রাজসমাজপ্রসিদ্ধ প্রদীপ্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১। দুই জন রথীর পরস্পর সম্মুখসমর। ২। অর্জ্জুনের।

হে বৃষ্ণিনন্দন! দুর্য্যোধনের যে শস্ত্রযজ্ঞ হইবে, তুমি তাহার উপদেষ্টা ও অধ্বর্য্যু হইবে; বর্ম্মিত[1] কলেবর কপিধ্বজ এই যজ্ঞে হোতৃপদ গ্রহণ করিবেন; গাণ্ডীব, স্রুক্ ও পুরুষকার আজ্যস্থানীয় হইবে; সব্যসাচি-প্রযুক্ত ঐন্দ্র, পাশুপত, ব্রাহ্ম ও স্থূণাকর্ণ[2] প্রভৃতি অস্ত্র-সকল যজ্ঞের মন্ত্র হইবে; অর্জ্জুনসদৃশ বা অর্জ্জুন অপেক্ষাও অধিকতর পরাক্রান্ত অভিমন্যু গীত ও স্তোত্র পাঠ করিবেন; শব্দায়মান ভীমসেন উদ্গাতা[3] ও স্তোতা[4] হইবেন; জপহোমপরায়ণ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ব্রহ্মা হইবেন; শঙ্খশব্দ, মুরজশব্দ, ভেরীশব্দ ও সিংহনাদ উৎকৃষ্ট মঙ্গলধ্বনি হইবে, যশস্বী নকুল ও সহদেব পশুবন্ধন করিবেন, ধ্বজদণ্ড ও রথশ্রেণী যূপস্থানীয় হইবে; কর্ণী[5], নালীক[6], নারাচ[7] ও বৎসদন্ত[8] সকল চমসাধ্বর্য্যু[9], তোমর-সমূহ সোমরসের কলস, শরাসন সকল পবিত্র[10], অসি-সকল কপাল ও মস্তকসকল পুরোডাশের[11] পাকপাত্র এবং রুধির হবিঃস্থানীয় হইবে; নির্ম্মল গদাসকল পরিধি[12], ও শক্তি-সকল এই যজ্ঞের সমিধ হইবে; দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের শিষ্যগণ সদস্য হইবেন; অর্জ্জুন, দ্রোণ ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি মহারথগণের হস্তবিনির্ম্মুক্ত শরনিকর পরিস্তোম[13] হইবে; সাত্যকি প্রাতিপ্রস্থানিক[14] কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন; দুর্য্যোধন এই যজ্ঞে দীক্ষিত[15] হইবেন; এই মহতী সেনা তাঁহার পত্নী[16] হইবে, মহাবল ঘটোৎকচ এই বিস্তৃত অতিরাত্র[17] যজ্ঞকর্ম্মে পশুবন্ধন করিবে এবং যিনি শ্রৌত[18] যজ্ঞে হুতাশন হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, সেই প্রতাপবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন এই যজ্ঞের দক্ষিণা হইবেন।

হে কৃষ্ণ! আমি দুর্য্যোধনের প্রীতির নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে অনেক কটুবাক্য কহিয়াছি; এক্ষণে সেই অপকর্ম্ম নিবন্ধন অনুতাপ হইতেছে। যখন তুমি আমাকে ধনঞ্জয়ের হস্তে নিহত হইতে দেখিবে, তখন

১। বর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত। ২। দৃঢ় এবং স্থূল বাণ। ৩। প্রথম বেদগায়ক। ৪। স্তবকারী। ৫। কোরাণীর মত কুটিলমুখ শর। ৬। শল্যাস্ত্র এবং বাণ। ৭। শর। ৮। গোবৎসের দাঁতের মত ফলকযুক্ত। ৯। সোমরসাহুতি নিক্ষেপকালের সহকারী। ১০। দুইটি কুশাগ্র দ্বারা নির্ম্মিত যজ্ঞ-তৃণ। ১১। যজ্ঞীয় পিষ্টকের। ১২। যে জলন্ত কাষ্ঠের উপর আহুতি প্রদত্ত হয়। ১৩। সোম নিক্ষেপের পাত্র। ১৪। দ্বিতীয় বেদগায়ীর গেয় বেদগীত। ১৫—১৬। যজ্ঞে সপত্নীক হইয়া দীক্ষিত হইতে হয়। ১৭। দীর্ঘরাত্রেও যুদ্ধ হইবে, যুদ্ধকে যজ্ঞরূপক করা হইয়াছে। ঘটোৎকচ নিশাচর, নিশীথ রাত্রে শত্রু বধ করা ঘটোৎকচের সুখসাধ্য। ১৮। বেদবিহিত।

পুনরায় এই যজ্ঞের অগ্নিচয়ন[1] হইবে। যখন ভীমসেন সিংহনাদ সহকারে দুঃশাসনের রুধির পান করিবেন, তখন সোমরসপান-সমাপন হইবে। যখন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী দ্রোণ এবং ভীষ্মকে নিপাতিত করিবেন, সেই সেই সময়ে এই যজ্ঞের বিশ্রাম হইবে। যখন মহাবল ভীমসেন দুর্য্যোধনকে সংহার করিবেন, তখন তাঁহার যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইবে। যখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূ ও পৌত্রপত্নীসকল একত্র মিলিত এবং স্বামিহীন, পুত্রবিহীন ও নাথবিহীন হইয়া গান্ধারী-সমভিব্যাহারে কুকুর, গৃধ্র ও কুরর[2] সঙ্কুল রণক্ষেত্রে রোদন করিবেন, তখন এই যজ্ঞের অবভৃথ-স্নান[3] সমাধান হইবে। হে কেশব! বিদ্যাবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ যেন তোমার নিমিত্ত বৃথা প্রাণ ত্যাগ না করেন। ত্রৈলোক্যের মধ্যে এই কুরুক্ষেত্র অতি পুণ্যতম স্থান; যাহাতে ক্ষত্রিয়গণ এই ক্ষেত্রে শস্ত্র দ্বারা নিধন প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গ লাভ করেন, তাহা সম্পাদন কর; তাহা হইলে পর্ব্বত ও নদী সকল যাবৎ বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎ তোমার কীর্ত্তি অবিনশ্বর[4] হইয়া রহিবে। ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়সমাজে এই যশস্কর মহাভারতযুদ্ধ কীর্ত্তন করিবেন। অতএব মন্ত্রণা সংবরণ[5]পূর্ব্বক যুদ্ধের নিমিত্ত আমার নিকট কৌন্তেয়কে আনয়ন কর।'

চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

যুদ্ধোপকরণ-সংগ্রহের সময়-নিরূপণ

সঞ্জয় কহিলেন, "শত্রুনাশন কেশব কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিলেন, 'হে কর্ণ! আমি তোমাকে পৃথিবী প্রদান করিলাম; কিন্তু তুমি তাহা গ্রহণ করিয়া শাসন করিতে অনিচ্ছুক হইলে; অতএব তুমি রাজ্যলাভের উপায় প্রাপ্ত হইবে না। পাণ্ডবেরাই যে জয়লাভ করিবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রকেতুসদৃশ[6] যে মায়াময় ধ্বজ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যে ধ্বজে জয়াবহ ও ভয়াবহ ভূতগণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, যে ধ্বজ চতুর্দ্দিকে যোজন-পরিমিত হইয়াও পর্ব্বত বা বনস্পতিতে সংলগ্ন হয় না, সেই হুতাশনসদৃশ বানরকেতু নামে ধনঞ্জয়ের অত্যুগ্র জয়ধ্বজ সমুত্থিত হইয়াছে। যখন দেখিবে, ধনঞ্জয় কৃষ্ণ-সারথিসমভিব্যাহারে সংগ্রামে আগমনপূর্ব্বক আগ্নেয়, বায়ব্য ও ঐন্দ্র অস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন এবং বজ্রনির্ঘোষসদৃশ গাণ্ডীবধ্বনি শ্রুতিগোচর হইবে; তখন কি সত্য[1], কি ত্রেতা[2], কি দ্বাপর[3], কোন যুগই থাকিবে না। যখন দেখিবে, আদিত্যসদৃশ দুর্দ্ধর্ষ জপহোমপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় সেনাগণকে রক্ষিত ও পরকীয় সেনাগণকে সন্তাপিত করিতেছেন, তখন কি সত্য, কি ত্রেতা, কি দ্বাপর, কোন যুগই থাকিবে না। যখন দেখিবে, মহাবল ভীমসেন প্রতিমাতঙ্গঘাতী মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায়[4] দুঃশাসনের রুধির পান করিয়া রণক্ষেত্রে নৃত্য করিতেছেন, তখন কি সত্য, কি ত্রেতা, কি দ্বাপর, কোন যুগই থাকিবে না। যখন দেখিবে, দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ, দুর্য্যোধন ও জয়দ্রথ যুদ্ধার্থ আগমন করিবামাত্র সব্যসাচী[5] কর্ত্তৃক প্রতিহত হইবেন, তখন কি সত্য, কি ত্রেতা, কি দ্বাপর, কোন যুগই থাকিবে না। যখন দেখিবে, মাতঙ্গসদৃশ মহাবল-শালী মাদ্রীপুত্রেরা নিবিড় শরসম্পাতে অরাতিগণের সেনা, রথ ও বীরনিবহকে নিপীড়িত করিতেছেন, তখন কি সত্য, কি ত্রেতা, কি দ্বাপর, কোন যুগই থাকিবে না।

হে কর্ণ! এ স্থান হইতে গমন করিয়া দ্রোণ, ভীষ্ম ও কৃপাচার্য্যকে কহিবে যে, হে বীরগণ! এই মাস অতি মনোহর; এক্ষণে তৃণ ও ইন্ধন অতি সুলভ; ওষধি ও বন সকল সতেজ, বৃক্ষসমুদয় ফলবান, মক্ষিকা-সকল বিনষ্ট এবং সলিল-সকল বিনির্ম্মল ও সুস্বাদু হইয়াছে; এই মাস অতিমাত্র উষ্ণ বা অত্যন্ত শীতল নয়, ইহা কেবল সুখময়।

১। অগ্নির উদ্দীপন। ২। উৎক্রোশপক্ষী—কুড়ল বা ঈগল পাখী। ৩। যজ্ঞান্ত স্নান—যজ্ঞ সমাপ্তির পর মন্ত্রপূত জলে অভিষেক—বর্ত্তমান কালে যজ্ঞান্ত শান্তি। ৪। অক্ষয়। ৫। গোপন। ৬। ইন্দ্রধ্বজ তুল্য।

১—৩। সত্যকালে সকলেই কৃতকৃত্য, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের কোন অপেক্ষা কাহারও থাকে না, সেকালের লোক ঐ ত্রিবর্গে স্বভাবতঃ পূর্ণ। ত্রেতায় ধর্ম্মে সকলেই পূর্ণ, অর্থকামে কিঞ্চিৎ অপূর্ণ, সুতরাং তাহার অপেক্ষা থাকে। দ্বাপরে অর্থকাম হয় প্রধান। কিন্তু ধর্ম্ম অপূর্ণ; সুতরাং ধর্ম্মের পূর্ণরূপেই অপেক্ষা থাকে। কিন্তু ধর্ম কৃত না হওয়ায় হয় ধ্বংস। দুর্য্যোধনাদির যুদ্ধকালে এই অবস্থা হইবে; সুতরাং ধর্ম্মধ্বংসে তাহার অবশ্য বিনাশ। ৪। মত্তমাতঙ্গ যেমন একটি করিয়া প্রতিপক্ষ মত্ত হাতীকে নিহত করে, তদ্রূপ। ৫। অর্জ্জুন—দক্ষিণ করে ও বাম করে তুল্যরূপে বাণনিক্ষেপে নিপুণ।

আজি হইতে সপ্ত দিবসের পর অমাবস্যা হইবে, পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, পুরন্দর এই তিথির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; অতএব আপনারা সেই দিনে সংগ্রামসাধন সামগ্রীকলাপ[১] সংগ্রহ করুন। আর যে সকল রাজা যুদ্ধার্থ আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও কহিবে, হে রাজগণ! কেশব তোমাদিগের সমুদয় অভিলাষ পরিপূর্ণ করিবেন; তোমরা যে সকল রাজা ও রাজপুত্র দুর্য্যোধনের বশীভূত হইয়াছ, সকলেই শস্ত্র দ্বারা নিহত হইয়া পরমা গতি লাভ করিবে।'

একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

দুর্য্যোধন পক্ষের দুর্নিমিত্ত সূচনা

সঞ্জয় কহিলেন, "মহাবীর কর্ণ কেশবের হিতবাক্য শ্রবণ করিয়া পূজাপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মধুসূদন! তুমি আমাকে অবগত হইয়াও কি মুগ্ধ করিতে অভিলাষ করিতেছ? এই যে পৃথিবীর প্রলয়দশা[২] সমুপস্থিত হইয়াছে, আমি, শকুনি, দুঃশাসন ও রাজা দুর্য্যোধন, এই চারি জন ইহার কারণ, পাণ্ডব ও কৌরবগণের এই ঘোরতর সংগ্রামে পৃথিবী রুধির দ্বারা কর্দ্দমিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। দুর্য্যোধনের বশীভূত রাজা ও রাজপুত্রগণ এই সময়ে শস্ত্রাগ্নি দ্বারা মুগ্ধ হইয়া শমনসদনে গমন করিবেন। ভূরি ভূরি দুঃস্বপ্ন, ঘোরতর দুর্নিমিত্ত ও নিদারুণ লোমহর্ষণ উৎপাত সকল যুধিষ্ঠিরের জয় ও দুর্য্যোধনের পরাজয় সূচনা করিতেছে। অতি তীক্ষ্ণ মহাদ্যুতি শনি[৩]গ্রহ প্রাণিগণকে অধিকতর পীড়া প্রদান করিবার নিমিত্ত রোহিণীনক্ষত্র[৪]কে নিপীড়িত করিতেছে, মঙ্গল[৫]গ্রহ জ্যেষ্ঠা[৬]নক্ষত্রের নিকট বক্র হইয়া মিত্রগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত অনুরাধাকে[৭] প্রার্থনা করিতেছে, বিশেষতঃ, যখন মহাপাত নামে গ্রহ চিত্রা[৮]নক্ষত্রকে পীড়া প্রদান করিতেছে, তখন কুরুগণের ঘোরতর বিপদ্ উপস্থিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। চন্দ্রমার কলঙ্ক ক্ষীণ হইয়াছে, রাহু সূর্য্যকে গ্রহণ করিতেছে, এই উল্কাসকল কম্পান্বিত হইয়া আকাশ হইতে নির্ঘাত[১]সহকারে নিপতিত হইতেছে, মাতঙ্গগণ ভীষণ গর্জ্জন করিতেছে এবং অশ্বগণ পানীয় ও তৃণে অনাদর করিয়া অশ্রু মোচন করিতেছে। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, এই সকল দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইলে প্রাণি-বিনাশকর মহাভয় উপস্থিত হয়। অশ্ব, হস্তী ও মনুষ্যগণ অত্যল্প আহার করিয়া প্রচুর পুরীষ[২] পরিত্যাগ করিতেছে, পণ্ডিতগণ ইহাকে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র ও সৈন্যগণের পরাভবচিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

সমরসূচনায় অনিষ্টদর্শন

পাণ্ডবগণের বাহন-সকল হৃষ্ট ও মৃগগণ তাঁহাদিগের দক্ষিণদিকস্থ হইয়া তাঁহাদিগের বিজয়-লক্ষণ সূচিত করিতেছে, আর দুর্য্যোধনের বামদিকস্থ মৃগগণ ও দৈববাণী ইহার পরাভবলক্ষণ প্রকাশ করিতেছে। পবিত্র পক্ষী ময়ুর, হংস, সারস, চাতক ও চকোর-গণ পাণ্ডবগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে, আর গৃধ্র[৩], কঙ্ক[৪], বক, শ্যেন[৫], রাক্ষস, বৃক[৬] ও মক্ষিকা-গণ কৌরবগণের অনুগামী হইতেছে। দুর্য্যোধনের সৈন্যমধ্যে ভেরীর শব্দ নাই; পাণ্ডবগণের পটহ[৭]-সকল আহত না হইয়াও শব্দ করিতেছে। কুরুসৈন্য-মধ্যে কূপ প্রভৃতি জলাশয়-সকল বৃষভগণের ন্যায় শব্দ করিতেছে, দেবতা মাংস ও শোণিত বর্ষণ করিতে-ছেন। প্রাকার[৮], পরিখা[৯], বপ্র[১০] ও চারু তোরণে সুশোভিত গন্ধর্ব্বনগর[১১] সূর্য্যসংযুক্ত হইয়া উদিত হইতেছে, তথায় কৃষ্ণবর্ণ পরিবেশ[১২] দিবাকরকে আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে; পূর্ব্ব[১৩] ও পশ্চিম[১৪] উভয় সন্ধ্যাই কৌরবগণের বিপত্তি সূচনা করিতেছে। একপক্ষ, একনয়ন, একচরণ, ঘোরদর্শন পক্ষিগণ ও শিবা[১৫]সকল ঘোর রব করিতেছে; কৃষ্ণগ্রীব, রক্তপাদ ভয়ানক শকুনগণ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতেছে। পূর্ব্বদিক্ লোহিতবর্ণ, দক্ষিণদিক্ শস্ত্রবর্ণ ও পশ্চিম-দিক্ কাঁচা মাটীর পাত্রের ন্যায় হইয়াছে। এই সকল কৌরবগণের পরাভবের চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল। কৌরবগণ যে গুরু, ব্রাহ্মণ ও ভক্তিমান্

১। সমরোপকরণসমূহ। ২। নাশের অবস্থা। ৩—৮। প্রজাপতিদৈবত রোহিণীনক্ষত্র শনি দ্বারা বিদ্ধ হওয়ায় প্রজাপতি (প্রজাধিপতি রাজা) দুর্য্যোধনের বধাশঙ্কা। মঙ্গলবিদ্ধ জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে জ্যেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধনের নাশাশঙ্কা। মৈত্রদৈবত অনুরাধাবেধে রাজার মিত্রসমূহের মৃত্যুসূচনা। রাকারাদি মহাগ্রহ রাহুবিদ্ধ চিত্রানক্ষত্রে রাজজাতির জীবনাশঙ্কা।

১। বজ্রতুল্য শব্দে। ২। বিষ্ঠা—মল। ৩। শকুনি। ৪। হাড়গিলা। ৫। বাজ। ৬। নেকড়ে বাঘ। ৭। ঢাক। ৮। প্রাচীর। ৯। গড়খাই। ১০। মৃত্তিকা স্তূপ—মাটীর ঢিপি। ১১। আকাশে উদীয়মান কল্পিত নগর। ১২। সূর্য্যমণ্ডল। ১৩—১৪। প্রাতঃ, সায়ং। ১৫। শৃগাল।

ভৃত্যগণকে দ্বেষ করিতেছে, ইহাও তাহাদের পরাভব-লক্ষণ। এইরূপ উৎপাত দর্শন ও দিক্‌-সকল প্রদীপ্ত হইয়া দুর্য্যোধনের মহদ্ভয় উদ্ভাবন করিতেছে।

আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত সহস্রস্তম্ভোপরি সন্নিবেশিত প্রাসাদে আরোহণ করিতেছেন, তৎকালে তোমাদের সকলেরই শ্বেত উষ্ণীষ[১], শ্বেত বস্ত্র ও শ্বেত আসন লক্ষিত হইতেছে। পৃথিবী রুধিরে আবিল[২] ও অস্ত্রে পরিবেষ্টিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির অস্থিরাশির উপরিভাগে আরোহণ করিয়া প্রফুল্ল-চিত্তে সুবর্ণ-পাত্রে ঘৃতপায়স ভোজন ও মেদিনীমণ্ডল গ্রাস করিতেছেন। অতএব যুধিষ্ঠিরই তোমার প্রদত্ত এই বসুন্ধরা ভোগ করিবেন।

পুনরায় স্বপ্নে দেখিলাম যে, ভীমকর্ম্মা বৃকোদর গদা-হস্তে উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া যেন এই পৃথিবী গ্রাস করিতেছেন। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তিনিই মহারণে সমুদয়কে নিঃশেষিত করিবেন। হে হৃষীকেশ! আমি জানি, যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়। পুনরায় দেখিলাম, গাণ্ডীবী[৩] ধনঞ্জয় তোমার সহিত পাণ্ডুবর্ণ গজে আরোহণ করিয়া যার পর নাই শোভা ধারণ করিয়াছেন। নকুল, সহদেব ও সাত্যকি এই তিন মহারথ শুভ্র কেয়ূর, শুভ্র কণ্ঠত্রাণ[৪], শুভ্র মাল্য, শুভ্র অম্বর[৫], শুভ্র ছত্র ও শুভ্র উষ্ণীষ ধারণ করিয়া নরবাহনে আরোহণ করিয়া আছেন। অতএব তোমরাই দুর্য্যোধন প্রভৃতি পার্থিবগণকে সংহার করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পুনরায় দেখিলাম, ধৃতরাষ্ট্রের সৈন্যগণমধ্যে অশ্বত্থামা, কৃপ, কৃতবর্ম্মা, সাত্বত ও অন্যান্য পার্থিবগণ রক্তবর্ণ উষ্ণীষ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; আমি, মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য—আমরা সকলেই উষ্ট্রযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া দক্ষিণদিকে গমন করিতেছি, অতএব আমি, অন্যান্য রাজমণ্ডল ও সমুদয় ক্ষত্রিয়, আমরা সকলেই গাণ্ডীবাগ্নিতে প্রবেশ ও যমসদনে গমন করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।'

কৃষ্ণ কহিলেন, 'হে কর্ণ! যখন আমার বাক্য তোমার হৃদয়ঙ্গম হইল না, তখন নিশ্চয়ই এই বসুন্ধরার সংহারদশা সমুপস্থিত হইয়াছে। প্রাণিগণের বিনাশকাল নিকটবর্ত্তী হইলে ন্যায়বৎ[৬] প্রতীয়মান অন্যায়-সকল তাহাদের হৃদয় হইতে অপসারিত হয় না।'

কর্ণ কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! হয় আমরা এই ক্ষত্রান্তকারী[১] মহারণ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, না হয়, স্বর্গে গমন করিয়া তোমার সহিত সম্মিলিত হইব। সম্প্রতি আমরা সমরক্ষেত্রে পুনরায় তোমার সহিত মিলিত হইব।'

হে মহারাজ! কর্ণ এই কথা কহিয়া কেশবকে গাঢ় আলিঙ্গন ও তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। পরে বিষণ্ণচিত্তে সুবর্ণবিভূষিত স্বীয় রথে আরোহণপূর্ব্বক আমাদিগের সহিত আগমন করিলেন। বাসুদেবও সারথিকে 'রথ চালাও, রথ চালাও' বলিয়া সাত্যকি-সমভিব্যাহারে অতি শীঘ্র প্রস্থান করিলেন।"

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

বিদুরকর্ত্তৃক কুন্তীকে সন্ধিভঙ্গ-সংবাদদান

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যদুবংশাবতংস মহাত্মা বাসুদেব এইরূপে অকৃতকার্য্য হইয়া কুরুকুল হইতে পাণ্ডবগণের সমীপে গমন করিলে পর, মহামতি বিদুর কুন্তীর নিকট আগমনপূর্ব্বক শোকাকুলিতচিত্তে[২] শনৈঃ শনৈঃ কহিতে লাগিলেন, "হে কুন্তি! বিগ্রহ[৩]বিষয়ে আমার বিলক্ষণ অসম্মতি আছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। আমি অনুক্ষণ দুর্য্যোধনকে সন্ধি করিতে অনুরোধ করিতেছি, তথাপি ঐ দুরাত্মা কোন মতেই আমার বাক্যে কর্ণপাত করে না। মহারাজ যুধিষ্ঠির উপপ্লব্যনগরে বাস করিতেছেন; চেদি, পাঞ্চাল ও কৈকয়বংশীয়গণ এবং ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও কৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপ্রভাব বীরগণ তাঁহার সহায়; তথাপি তিনি জ্ঞাতি, সৌহার্দ্দ্য ও ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত বলবান্ হইয়াও দুর্ব্বলের ন্যায় সন্ধিসংস্থাপনে যত্ন করিতেছেন। বয়োবৃদ্ধ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শান্তিপথাবলম্বনে কিছুমাত্র বাসনা নাই, তিনি পুত্রমদে মত্ত হইয়া অধর্ম্ম-পথের পথিক হইয়াছেন। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, জয়দ্রথ, কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির দুর্ব্বুদ্ধিপ্রভাবে অচিরাৎ পরস্পর ভেদ সমুপস্থিত হইবে। যাহারা ধার্ম্মিকের প্রতি এইরূপ অধর্ম্মব্যবহার করিয়া বৈরানল প্রজ্বালিত

১। পাগড়ী। ২। কর্দ্দমাক্ত। ৩। গাণ্ডীব ধনুর্দ্ধারী। ৪। গলবন্ধ। ৫। বস্ত্র। ৬। ন্যায্যের মত।

১। ক্ষত্রিয়গণের নিঃশেষে নাশকারী। ২। শোকে ব্যাকুলিতচিত্তে। ৩। যুদ্ধ।

করিয়া থাকে, তাহারা অবশ্যই অচিরাৎ কর্ম্মের ফলপ্রাপ্ত হয়। কৌরবগণ বলপূর্ব্বক ধর্ম্ম বিনষ্ট করিলে কাহার মন বিক্ষোভিত না হইবে? দেখ, কেশব যখন সন্ধিস্থাপনে অকৃতকার্য্য হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন, তখন পাণ্ডবগণ অবশ্যই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা হইলেই কৌরবগণের অনয়নিবন্ধন[১] অসংখ্য বীরপুরুষ অকালে কালকবলে[২] প্রবেশ করিবে। হে ভদ্রে! আমি এই চিন্তায় আকুল হইয়া দিবারাত্র নিদ্রাসুখে বঞ্চিত হইয়াছি।"

ভাবী জ্ঞাতি-বধে কুন্তীর চিন্তা

মনস্বিনী কুন্তী বিদুরের বাক্য-শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"অর্থে ধিক্, ঐ অর্থের নিমিত্ত এই যুদ্ধে জ্ঞাতিবধ ও সুহৃদ্বর্গের পরাভব হইবে। পাণ্ডব, চেদিবংশীয় ও যাদবগণ একত্র হইয়া কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম করিবে। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? ধনহীনের সংগ্রাম দোষাবহ বলিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, আর যুদ্ধ না করিলে পরাভব হইয়া থাকে; অতএব ধনহীনের মৃত্যুই শ্রেয়ঃ; জ্ঞাতিক্ষয় করিয়া জয়লাভ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। হায়! এই সমুদয় চিন্তায় আমার হৃদয় দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, যোধাগ্রগণ্য[৩] দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ দুর্য্যোধনের পক্ষ হইয়া আমার ভয়বর্দ্ধন করিতেছেন। অথবা আচার্য্য দ্রোণ স্বেচ্ছাক্রমে কখনই শিষ্যগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন না, ভীষ্মই বা কি বলিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি চিরপোষিত সুহৃদ্ভাব পরিত্যাগ করিবেন? কেবল বৃথাদৃষ্টি[৪] মোহানুবর্ত্তী অনর্থনিরত বলবান্ দুরাত্মা কর্ণ পাপমতি দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী হইয়া পাণ্ডবগণকে দ্বেষ করে বলিয়া আমার মন সতত দগ্ধ হইতেছে।

কুন্তীর কর্ণ-সন্নিধানে গমন

অতএব আজি কর্ণের নিকট তাহার জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি তাহার মন প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিব। আমি বাল্যকালে বিশ্বস্ত সখীগণে পরিবৃত হইয়া পিতা কুন্তীভোজের অন্তঃপুরে বাস করিতাম। ঐ সময় ভগবান দুর্ব্বাসা আমার ভক্তিভাবে পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে দেবাহ্বান-মন্ত্র প্রদান করেন। আমি ব্যাকুলচিত্তে স্ত্রীভাব ও বালস্বভাবপ্রযুক্ত বারংবার মন্ত্রের বলাবল ও ব্রাহ্মণের বাক্যবল চিন্তা করিতে লাগিলাম এবং কিরূপে পিতার চরিত্রে দোষস্পর্শ না হয়, আর কিরূপেই বা আমি আপনি সুকৃতিশালিনী ও অনপরাধিনী হইব, এই বিবেচনা করিয়া নিতান্ত কৌতূহল ও অজ্ঞানপ্রযুক্ত ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া সেই মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলাম। সূর্য্যদেব মন্ত্রপ্রভাবে আমার নিকট আগমন করিয়া কন্যাবস্থাতেই আমার গর্ভে কর্ণকে উৎপাদন করিলেন। কর্ণ আমার কানীনপুত্র, কি নিমিত্ত আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ না করিবে?"

মহানুভবা কুন্তী এইরূপে কার্য্য বিনিশ্চয়[১] করিয়া ভাগীরথী-তীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে গঙ্গাতীরে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, স্বীয় আত্মজ সত্যপরায়ণ মহাতেজাঃ কর্ণ পূর্ব্বমুখে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বেদপাঠ করিতেছেন। পাণ্ডুপত্নী পৃথা আতপতাপে[২] নিতান্ত তাপিত হইয়াছিলেন, কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে উত্তরীয়চ্ছায়ায়[৩] দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার জপাবসান প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মহানুভব কর্ণ অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত পূর্ব্বাভিমুখে জপ করিয়া পরিশেষে পশ্চিমাভিমুখ হইবামাত্র কুন্তীকে অবলোকন করিলেন। তখন তিনি বিস্মিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন।

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

কুন্তীর কর্ণকে স্বপক্ষে আনয়ন চেষ্টা

কর্ণ কহিলেন, "ভদ্রে! রাধাগর্ভসম্ভূত, অধিরথের ঔরসজাত কর্ণ আপনাকে অভিবাদন করিতেছে, আপনি কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছেন? আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে?"

কুন্তী কহিলেন, "বৎস! তুমি কুন্তীনন্দন, রাধাগর্ভসম্ভূত নও, অধিরথও তোমার পিতা নহেন, সূতকুলে তোমার জন্ম হয় নাই। তুমি আমার

১। অন্যায়ের জন্য। ২। মৃত্যুমুখে। ৩। যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ। ৪। মিথ্যাদর্শী।

১। কর্ত্তব্যনির্ণয়। ২। রৌদ্রকিরণে। ৩। উত্তরীয় বস্ত্রের ছায়ায়।

কানীনপুত্র; আমি কন্যাবস্থায় সর্ব্বাগ্রে কুন্তীরাজ-ভবনে তোমাকে প্রসব করিয়াছি। ভুবনপ্রকাশক ভগবান্ দিনকর আমার গর্ভে তোমাকে উৎপাদন করিয়াছেন। তুমি সহজাত-কবচ-কুণ্ডলধারী দেব-পুত্রসদৃশ ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। হে বৎস! তুমি আমার গৃহে, আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক মোহবশতঃ স্বীয় ভ্রাতৃগণের সহিত সৌহার্দ্দ্য না করিয়া এক্ষণে যে দুর্য্যোধনের সেবা করিতেছ, ইহা কি তোমার সমুচিত কার্য্য? মহাত্মগণ ধর্ম্মবিনিশ্চয়বিষয়ে পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করা পুত্রের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; মহাবীর ধনঞ্জয় পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত যে সম্পত্তি আহরণ করিয়াছিলেন, দুর্য্যোধন প্রভৃতি দুরাত্মগণ ছলপূর্ব্বক তাহা অপহরণ করিয়াছে; এক্ষণে তুমি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের নিকট হইতে উহা গ্রহণপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে ভোগ কর। আজি কৌরব-সকল কর্ণার্জ্জুন-সমাগম অবলোকন করুন ও দুরাত্মগণ তোমাদের সৌভ্রাত্র সন্দর্শন করিয়া অবনত হউক। অর্জ্জুন ও তুমি তোমরা দুইজন বলদেব ও কৃষ্ণের সদৃশ, তোমরা একত্র হইলে কোন্ কার্য্য সম্পাদন না করিতে পার? হে কর্ণ! তুমি স্বীয় পঞ্চ ভ্রাতার সহিত মিলিত হইলে মহাযজ্ঞে বেদীর উপরিস্থ দেবগণপরিবৃত ব্রহ্মার ন্যায় শোভা পাইবে। তুমি সর্ব্বগুণসম্পন্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের অগ্রজ ও পৃথাসুত; অতএব তোমার সূতপুত্রসংজ্ঞা তিরোহিত হওয়াই উচিত।"

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

সূর্য্যানুরোধ-সত্ত্বেও কর্ণের কুন্তীবাক্যে উপেক্ষা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! কুন্তীর বাক্য অবসান হইলে ভগবান্ ভাস্কর গগন হইতে কর্ণকে কহিলেন, "বৎস কর্ণ! কুন্তী সত্য কহিয়াছেন, তুমি স্বীয় মাতার বচনানুরূপ সমুদয় কার্য্য কর, তাহা হইলেই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।"

সত্যপরায়ণ কর্ণ মাতা কুন্তী ও পিতা দিবা-করের বাক্য শ্রবণ করিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি তখন কুন্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ক্ষত্রিয়ে! আমি আপনার বাক্যে আস্থা করি না, আপনার বাক্যানুরূপ কার্য্য করিলে আমার ধর্ম্মহানি হইবে। দেখুন, আপনা হইতেই আমার জাতিভ্রংশ হইয়াছে; আপনি তৎকালে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত অযশস্য ও কীর্ত্তিলোপকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। আমি ক্ষত্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলাম; কিন্তু আপনার নিমিত্তই ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সংকার প্রাপ্ত হই নাই, অতএব আর কোন্ শত্রু আপনা অপেক্ষা আমার অধিক অপকার করিবে? আপনি ক্ষত্রসংস্কারপ্রাপ্তিকালে আমার প্রতি তাদৃশ নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া এক্ষণে আমাকে আপনার কার্য্যসাধনে অনুরোধ করিতেছেন। আপনি পূর্ব্বে মাতার ন্যায় আমার হিতচেষ্টা না করিয়া এক্ষণে স্বকীয় হিতবাসনায় আমাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতে-ছেন। দেখুন, কৃষ্ণ-সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনকে অবলোকন করিলে কোন্ ব্যক্তি ভীত ও ব্যথিত না হয়? অতএব আজি যদি আমি পাণ্ডবগণের সমীপে গমন করিয়া তাহাদের পক্ষ হই, তাহা হইলে সকলেই আমাকে ভীত জ্ঞান করিবে। অদ্যাপি কেহই আমাকে পাণ্ডবগণের ভ্রাতা বলিয়া জানে না; অতএব যদি আমি এই যুদ্ধকালে তাহাদের সমীপে গমন করি, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়গণ আমাকে কি বলিবেন?

হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠে! ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ আমাকে সর্ব্বপ্রকার ভোগ্য প্রদান ও সুখোচিত সৎকার করিয়া আসিতেছেন, আজি আমি কিরূপে উহা বিফল করিব? যাহারা শত্রুদিগের সহিত বৈরভাব অবলম্বন করিয়া প্রতিনিয়ত আমার উপাসনা ও আমাকে নমস্কার করে, যাহারা আমার বাহুবলে নির্ভর করিয়া সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজয় করিবার প্রত্যাশা করে, আমি কিরূপে তাহাদিগের আশালতা ছেদন করিব? যাহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া অপার সমরসাগরের পরপার প্রাপ্ত হইতে বাসনা করে, আমি কিরূপে তাহাদিকে পরিত্যাগ করিব? যাহারা ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের নিকট জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের এই উপযুক্ত সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, এই সময় আমিও তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিব। যাহারা স্বামীর নিকট কৃতকার্য্য হইয়া তাঁহার কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে উপেক্ষা

করে, সেই সকল ভর্ত্তৃপিণ্ডাপহারী[1] পাতকিগণের ইহলোক বা পরলোকে সম্পত্তিলাভ হয় না।

অতএব হে আর্য্যে! আমি সত্য করিয়া কহিতেছি, ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের হিতার্থ স্বীয় সাধ্যানুসারে তোমার পুত্রগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া সৎ-পুরুষোচিত অনৃশংস[2] কার্য্যানুষ্ঠান করিব, আপনার বচনানুরূপ কার্য্য অর্থকর হইলেও তদনুষ্ঠানে কদাপি সম্মত হইব না। পাণ্ডবগণের উপর আমার যে ক্রোধ আছে, তাহা কদাপি বিফল হইবে না। আমি যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব আপনার এই চারি পুত্রকে সংগ্রামে সংহার করিব না। যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমধ্যে কেবল অর্জ্জুনের সহিত আমার সংগ্রাম হইবে। অতএব হয় অর্জ্জুনকে সংগ্রামে নিহত করিয়া স্বামীর উপকার করিব, না হয় তাহার হস্তে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট যশোভাজন[3] হইব। হে পুত্রবৎসলে! আপনার পঞ্চ পুত্র কদাপি বিনষ্ট হইবে না; কারণ, অর্জ্জুন আমার হস্তে নিহত হইলে আমি জীবিত থাকিব, অথবা আমি অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইলে অর্জ্জুন জীবিত থাকিবে; এইরূপে আপনি চিরকাল পঞ্চপুত্রের মাতা হইয়া স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিবেন।"

যশস্বিনী কুন্তী অতিধীর মহাবীর কর্ণের বাক্য-শ্রবণে দুঃখে কম্পিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "বৎস! তুমি যেরূপ কহিলে, ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, কৌরবগণ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে; কি করি, দৈবই বলবান্! কিন্তু তুমি যে অর্জ্জুন ভিন্ন যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে অভয় প্রদান করিলে, ইহা যেন তোমার মনে থাকে।" কুন্তী ও কর্ণ এইরূপে কথোপকথন সমাপন করিয়া পরস্পর অনাময়[4] ও স্বস্তিবাক্য[5] প্রয়োগপূর্ব্বক স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরসমীপে কৃষ্ণের কৌরবাভিপ্রায় প্রকাশ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! এ দিকে অরাতিনিসূদন মধুসূদন হস্তিনা হইতে উপপ্লব্যনগরে আগমনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত কহিলেন এবং তাঁহাদিগকে বারংবার সম্ভাষণ ও তাঁহাদের সহিত বহুক্ষণ মন্ত্রণা করিয়া বিশ্রামার্থ স্বীয় আবাসভবনে গমন করিলেন। ভগবান্ প্রখরদীধিতি[1] অস্তাচলে গমন করিলে পাণ্ডবগণ বিরাট প্রভৃতি নৃপতিগণকে বিদায় করিয়া সায়ংকালীন সন্ধ্যাকৃত্য সমাধান করিলেন; কিন্তু তাবৎকাল তাঁহারা কেবল কৃষ্ণগতমানস[2] হইয়া তাঁহারই চিন্তা করিতেছিলেন; অনন্তর তাঁহাকে আবাসভবন হইতে আনয়ন করিয়া পুনরায় মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি হস্তিনাপুরে গমন করিয়া সভামধ্যে দুর্য্যোধনকে কি কহিয়াছিলে, তাহা বল।"

কৃষ্ণ কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি হস্তিনাপুরে গমন করিয়া সভামধ্যে দুর্য্যোধনকে যথার্থ হিতবাক্য কহিলাম; কিন্তু ঐ দুরাত্মা তাহা গ্রহণ করিল না।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে হৃষীকেশ! দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে বিপথগামী দেখিয়া কুরুকুলবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র, আর্য্যা গান্ধারী ও আমাদের বিরহে নিতান্ত সন্তপ্ত খুল্লতাত বিদুর এবং তত্রস্থ অন্যান্য সভ্যগণ সেই দুরাত্মাকে কি কহিলেন, তৎসমুদয় যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর। তুমি, কুরুকুলশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্য ভূপতি-গণ—তোমরা আমার নিমিত্ত কুরুসভায় যে সমুদয় বাক্য কহিয়াছিলে, তাহা সেই কামলোভাভিভূত[3] প্রাজ্ঞাভিমানী[4] দুরাত্মা দুর্য্যোধনের হৃদয়মন্দিরে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদের গতি, নাথ ও গুরু; অতএব যাহাতে আমরা কালকবলে[5] নিপাতিত না হই, এক্ষণে এমন উপায় স্থির কর।"

পাণ্ডব সম্বন্ধে ভীষ্মের আশয় প্রকাশ

তখন বাসুদেব কহিলেন, "হে রাজন্! ভীষ্মপ্রমুখ মহাত্মগণ কুরুসভামধ্যে দুর্য্যোধনকে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, তৎসমুদয় শ্রবণ করুন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করিলে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিলেন,

---

১। প্রভুর অন্নভোজী অথচ অকৃতজ্ঞ। ২। অনির্দ্দয়। ৩। কীর্ত্তিমান্। ৪। কুশলবাক্য। ৫। আশীর্ব্বাদবাক্য।

১। উগ্রকিরণ—সূর্য্য। ২। কৃষ্ণে সমর্পিত চিত্ত। ৩। বিষয়-বাসনায় লোভমোহিত। ৪। নিজেকে বুদ্ধিমান বলিয়া দম্ভকারী। ৫। মৃত্যুমুখে।

'হে দুর্য্যোধন! আমি কুলের হিতার্থ তোমাকে যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ করিয়া তৎসাধনে যত্নবান্ হও। আমার পিতা শান্তনু লোকমধ্যে অতি বিশ্রুত ছিলেন; আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র ছিলাম। একদা তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, পণ্ডিতগণ কহেন, এক পুত্র পুত্রমধ্যে পরিগণিত নহে; অতএব কিরূপে আমার অন্য পুত্র সমুৎপন্ন হইবে, কিরূপে কুলরক্ষা হইবে ও কিরূপেই বা যশ বিস্তীর্ণ হইবে? আমি পিতার অভিপ্রায় বুঝিয়া কালীকে[1] আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার সহিত পিতার বিবাহ দিলাম। 'পিতা[2] ও কুলের[3] নিমিত্ত[4] স্বয়ং রাজা হইব না, ঊর্দ্ধরেতা[5] হইব' বলিয়া দুষ্কর প্রতিজ্ঞা করিলাম। সেই প্রতিজ্ঞানুসারে অদ্যাপি কার্য্য করিলাম। সেই প্রতিজ্ঞানুসারে অদ্যাপি কার্য্য করিতেছি। ইহা তোমার অবিদিত নাই। কিয়দ্দিন পরে কালীর গর্ভে আমার পিতার ঔরসে কুরু-কুলতিলক মহাবাহু আমার কনীয়ান্[6] ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের জন্ম হইল। পিতার স্বর্গপ্রাপ্তি হইলে আমি বিচিত্রবীর্য্যকে আমার প্রাপ্য রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তাহার অধীন হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দিনানন্তর আমি বহুসংখ্যক ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহের নিমিত্ত কাশীরাজের কন্যাদিগকে আনয়ন করিলাম; উহা তোমার অবিদিত নাই। পরে পরশুরামের সহিত আমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ[7] সমুপস্থিত হইলে নগরবাসিগণ পরশুরামের ভয়ে বিচিত্রবীর্য্যকে বিপ্রবাসিত[8] করেন। ঐ সময়ে বিচিত্রবীর্য্য একান্ত বনিতাসক্ত হইয়া যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়।

এইরূপে রাজ্য অরাজক হওয়াতে সুররাজ শতক্রতু[9] বারিবর্ষণে বিরত হইলেন। প্রজাগণ ক্ষুধা ও ভয়ে পীড়িত হইয়া আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, 'হে মহাত্মন্! সমুদয় প্রজা ক্ষীণ[10] হইয়াছে; অতএব আপনি আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত রাজা হইয়া ঈতি[11] নিবারণ করুন। হে বীর প্রজাগণ প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে; তাহারাও নিদারুণ ব্যাধিনিবহে[1] একান্ত নিপীড়িত হইতেছে; আপনি তাহাদিগকে পরিত্রাণ করুন। আমাদের মনোব্যথা দূর করুন ও ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করুন। আপনি বর্ত্তমান থাকিতে এই রাজ্য যেন বিনষ্ট না হয়।'

হে দুর্য্যোধন! প্রজাগণের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণেও আমার মন ক্ষুভিত হইল না; আমি সদাচার স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞারক্ষাতেই দৃঢ় হইয়া রহিলাম; তখন সমুদয় পৌরবর্গ, মাতা কালী এবং ভৃত্য, পুরোহিত ও বহুশ্রুত[2] ব্রাহ্মণগণ শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া আমাকে বারংবার কহিতে লাগিলেন, 'ভদ্র! তুমি আমাদের হিতার্থ রাজা হও, নচেৎ মহারাজ প্রতীপ কর্ত্তৃক রক্ষিত রাজ্য তোমার সময়ে বিনষ্ট হইবে।'

তখন আমি নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলাম, 'আমি পিতার গৌরবরক্ষা ও কুলরক্ষার নিমিত্ত স্বয়ং ঊর্দ্ধরেতা হইব, রাজা হইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। অতএব আমাকে রাজ্যগ্রহণে অনুরোধ করিবেন না।' পরে কৃতাঞ্জলি-পুটে মাতাকে বারংবার কহিলাম, 'জননি! কৌরব-বংশে শান্তনুর ঔরসে সমুৎপন্ন ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা কখনই মিথ্যা হইবার নহে। বিশেষতঃ, আপনার এই দাস আপনার নিমিত্তই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।'

হে দুর্য্যোধন! আমি এইরূপে মাতাকে ও জনগণকে অনুনয় করিয়া মাতার সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক ভ্রাতৃজায়া[3]দিগের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিবার নিমিত্ত মহামুনি ব্যাসকে আহ্বান করিয়া প্রসন্ন করিলাম। তিনি প্রসন্ন হইয়া তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন, তাহার মধ্যে তোমার পিতা জন্মান্ধতাপ্রযুক্ত রাজ্য-প্রাপ্ত হয়েন নাই। মহাত্মা লোক-বিশ্রুত পাণ্ডু রাজা হয়েন। এক্ষণে তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার রাজ্য প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত; অতএব তুমি কলহ পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান কর। আমি জীবিত থাকিতে রাজ্যশাসনে কাহার অধিকার আছে? হে বৎস! আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিও না; আমি তোমাদের শান্তি অভিলাষেই কহিতেছি; তোমাকে ও তাঁহাদিগকে অবিশেষে[4] স্নেহ করিয়া থাকি। আমি যাহা কহিলাম, এ বিষয়ে

১। সত্যবতীকে। ২—৪। পিতার আদেশ পালন ও বংশের রক্ষার জন্য। ৫। শুক্রধারণকারী। ৬। কনিষ্ঠ। ৭। দুই জনের পরস্পর সম্মুখ সমর। ৮। গুপ্তভাবে স্থানান্তরিত। ৯। ইন্দ্র। ১০। ক্ষয়প্রায়। ১১। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শস্যনাশক পঙ্গপাল নামক পতঙ্গ ও ইন্দুরের আধিক্য, ভননাশক পক্ষীর প্রাদুর্ভাব এবং পররাষ্ট্রকর্ত্তৃক স্বরাষ্ট্রের আক্রমণ—এই ছয়টি ঈতি ভাব।

১। বিবিধ ব্যাধিতে। ২। শাস্ত্রজ্ঞ। ৩। ভ্রাতৃপত্নী। ৪। তুল্যরূপে।

তোমার পিতা ও মাতার বিলক্ষণ মত আছে। হে বৎস! বৃদ্ধবাক্য গ্রহণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য; অতএব তুমিও অশঙ্কিতচিত্তে আমার বাক্যানুসারে কার্য্য কর, আত্মা ও সমুদয় পৃথিবী বিনষ্ট করিও না।'

ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে কর্ত্তব্য উপদেশ

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে রাজন্! ভীষ্মের বাক্যাবসান হইলে আচার্য্য দ্রোণ ভূপতিগণের মধ্যে দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, 'বৎস! প্রতীপনন্দন শান্তনু ও তাঁহার পুত্র দেবব্রত ভীষ্ম যেমন কুলের হিতসাধনে যত্নবান্ ছিলেন, সত্যপ্রতিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় কুরুনাথ পাণ্ডু মহীপতি তদপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদুরের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সিংহাসনে সংস্থাপনপূর্ব্বক ভার্য্যাদ্বয়সমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। মহামতি বিদুর বিনীতভাবে কিঙ্করের ন্যায় চামরব্যজন দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের উপাসনা করিতে লাগিলেন। সমুদয় প্রজাগণ নরাধিপতি পাণ্ডুর ন্যায় ধৃতরাষ্ট্রকে প্রভু বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

হে বৎস! মহারাজ পাণ্ডু এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক সমুদয় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। এ দিকে সত্যপ্রতিজ্ঞ বিদুর কোষবর্দ্ধন[১], দান, ভৃত্যগণের পর্য্যবেক্ষণ[২] ও সকলের ভরণ-পোষণে নিযুক্ত হইলেন। অরাতিনিপাতন ভীষ্ম সন্ধি, বিগ্রহ[৩] ও দানাদি কার্য্য-পর্য্যবেক্ষণে নিরত হইলেন এবং মহাবল-পরাক্রান্ত নরপতি ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনস্থ হইয়া মহামতি বিদুরের পরামর্শানুসারে অন্যান্য রাজকার্য্য সকল পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। হে বৎস! তুমি সেই সদ্বংশে সমুৎপন্ন হইয়া কি নিমিত্ত কুলভেদ[৪] অভিলাষ করিতেছ? ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া স্বচ্ছন্দে রাজ্যভোগ কর। আমি যুদ্ধভয় বা অর্থগ্রহণলালসায়[৫] এ কথা কহিতেছি না। আমি তোমার নিকট জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে বাসনা করি না; ভীষ্ম যাহা প্রদান করেন, তাহাই আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করি। যেখানে ভীষ্ম, সেইখানেই দ্রোণ, ইহা নিশ্চয় জানিবে। এক্ষণে ভীষ্ম যাহা কহিলেন, তদনুসারে কার্য্য কর। পাণ্ডবগণকে রাজ্যার্দ্ধ-প্রদানে সম্মত হও; আমি পাণ্ডবগণের ও তোমাদের উভয় পক্ষেরই আচার্য্য; তোমাদের উভয় পক্ষেই আমার সমান স্নেহ আছে। আমি অশ্বত্থামা ও অর্জ্জুনকে তুল্য জ্ঞান করিয়া থাকি। এক্ষণে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই; যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়।'

১। ধনবৃদ্ধি। ২। দেখাশুনা। ৩। যুদ্ধাদি। ৪। বংশের ঐক্যবন্ধননাশ। ৫। স্বার্থপরতায়।

দুর্য্যোধনের দৌর্জ্জন্যদমনে ভীষ্মের উত্তেজনা

অমিততেজাঃ দ্রোণ এই কথা কহিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে মহামতি বিদুর ভীষ্মের দিকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে দেবব্রত! পূর্ব্বে আপনি বিনষ্টপ্রায় কৌরববংশের সমুদ্ধরণ[১] করিয়াছেন; এক্ষণে কি নিমিত্ত আমার বাক্য উপেক্ষা করিতেছেন? কুলপাংশুল[২] দুরাত্মা দুর্য্যোধন কে যে, আপনি উহার মতের অনুবর্ত্তী হইতেছেন? ঐ অনার্য্য, অকৃতজ্ঞ, লোভাভিভূত, দুরাত্মা দুর্য্যোধন ধর্ম্মার্থদর্শী[৩] স্বীয় পিতার শাসন অতিক্রম করিতেছে। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, ঐ দুরাত্মার দোষে সমুদয় কৌরবগণ বিনষ্ট হইবে; অতএব যাহাতে সকলের রক্ষা হয়, এরূপ উপায় করুন। যেমন চিত্রকর আলেখ্য[৪] রচনা করিয়া পুনরায় অনায়াসে বিনষ্ট করে, তদ্রূপ আপনি এই কৌরবকুল বিনাশ করিবেন না। যেমন প্রজাপতি প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়া অনায়াসে তাহাদিগকে সংহার করেন, তদ্রূপ আপনি এই কুলের সৃষ্টি করিয়া এক্ষণে সংহার করিবেন না এবং কুলক্ষয় সমুপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া উপেক্ষা[৫] করিবেন না। বোধ হইতেছে, এই মহাবিনাশ সমুপস্থিত হওয়াতে আপনার বুদ্ধিভ্রংশ[৬] হইয়াছে। এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া হয় আমাকে ও ধৃতরাষ্ট্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া বনে গমন করুন, না হয় এই কপটাচারপরায়ণ[৭] দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়া পাণ্ডবগণ-পরিরক্ষিত এই রাজ্য শাসন করুন।' মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিয়া দীনচিত্তে বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক নিস্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

১। উদ্ধার—রক্ষা। ২। কুলকলঙ্ক—কুলাঙ্গার। ৩। ধর্ম্ম ও অর্থের গৌরব রক্ষাকারী। ৪। পট—ছবি। ৫। ঔদাসীন্য। ৬। মতিভ্রম। ৭। শঠতাপূর্ণ ব্যবহারে নিরত।

গান্ধারীর দুর্য্যোধন-তিরস্কার

সুবলনন্দিনী গান্ধারী কুলনাশভয়ে একান্ত ভীত হইয়া ভূপতিগণের সমক্ষে পাপমতি দুরাচার দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, 'হে পাপপরায়ণ দুর্য্যোধন! এই সভামধ্যে যে সমুদয় পার্থিব[১], ব্রহ্মর্ষি ও অন্যান্য জনগণ প্রবিষ্ট হইয়াছেন, আমি তাঁহাদের সমক্ষে তোমার ও তোমার অমাত্যদিগের অপরাধ কহিতেছি, উঁহারা শ্রবণ করুন। হে পাপবুদ্ধে! কৌরবগণ পুরুষানুক্রমে কুরুরাজ্য ভোগ করিবে, এই আমাদের কুলধর্ম্ম; তুমি সেই রাজ্য বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। হে মূঢ়। মনীষী ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার অনুজ দীর্ঘদর্শী[২] বিদুর বর্ত্তমান থাকিতে তুমি কি বলিয়া তাঁহাদিগকে অতিক্রমপূর্ব্বক রাজ্য প্রার্থনা করিতেছ? দেখ, মহাত্মা ভীষ্ম বর্ত্তমান থাকিতে ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর ইঁহারা উভয়েই পরাধীন হইবেন। এই ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা শান্তনুনন্দন রাজ্যাভিলাষ করেন না। পূর্ব্বে ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডু এই রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন, সুতরাং এই রাজ্যে পাণ্ডুতনয়গণ ও তাঁহাদের পুত্র-পৌত্রাদিরই যথার্থ অধিকার আছে; অন্য কেহ ইঁহার অধিকারী নহে। এক্ষণে কুরুবংশাবতংস সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম যাহা কহিলেন এবং তাঁহার মতানুসারে মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর যাহা আজ্ঞা করিবেন, আপনাদের[৩] ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্য করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমার মতে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মের নিদেশানুসারে এই কৌরবরাজ্য শাসন করুন। সেই ধর্ম্মাত্মাই ইহার যথার্থ অধিকারী।'

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

বংশগৌরব প্রদর্শনপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি

বাসুদেব কহিলেন, "হে নরনাথ! মহানুভব গান্ধারীর বাক্যাবসান হইলে নরপতি ধৃতরাষ্ট্র ভূপতি-গণসমক্ষে দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, 'হে পুত্র! যদি তোমার পিতৃ-গৌরব রক্ষা করিতে বাসনা থাকে, তবে আমি যাহা কহিতেছি, তাহা অবধান-পূর্ব্বক[৪] শ্রবণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে যত্নবান্ হও। প্রজাপতি সোম কুরুকুলের পূর্ব্বপুরুষ। নহুষনন্দন যযাতি সেই সোমের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। সেই যযাতির পঞ্চ পুত্র জন্মে; তন্মধ্যে মহাতেজাঃ যদু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও পুরু সর্ব্বকনিষ্ঠ। মহাত্মা পুরু আমাদিগের কুলবর্দ্ধন করিয়াছেন; তিনি বৃষপর্ব্বার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যদু অমিততেজাঃ শুক্রের কন্যা দেব-যানীর গর্ভে সমুৎপন্ন হয়েন। ঐ মহাবলপরাক্রান্ত বীর হইতেই যাদবগণের বংশ বিস্তৃত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বলবান্ ছিলেন বলিয়া কেহই তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারে নাই। এই নিমিত্ত তিনি দর্পে নিতান্ত বিমোহিত হইয়া পিতার শাসনে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে, ভ্রাতাদিগকে ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণকে অবমাননা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত ভূপালগণকে বশীভূত করিয়া হস্তিনানগরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা যযাতি পুত্রের গর্ব্বদর্শনে নিতান্ত ক্রোধাভিভূত হইয়া তাঁহাকে অভিশপ্ত ও রাজ্যচ্যুত করিলেন। যদুর অপর যে সকল ভ্রাতারা তাঁহার অনুবর্ত্তী ছিলেন, তাঁহারাও ক্রোধান্ধ মহারাজ যযাতির শাপগ্রস্ত হইলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ পুরু পিতার বশবর্ত্তী ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। হে পুত্র! জ্যেষ্ঠ গর্ব্বিত হইলে কদাপি রাজ্যলাভ করিতে পারে না আর পিতার বশবর্ত্তী ও সংস্বভাবসম্পন্ন হইলে কনিষ্ঠও রাজ্যাধিকারী হইয়া থাকে।

আরও দেখ, আমার পিতার পিতামহ ত্রিলোক-বিশ্রুত সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ মহীপাল প্রতীপ ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করিতেন। তাঁহার দেবতুল্য তিন পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে দেবাপি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, বাহ্লীক মধ্যম ও শান্তনু সর্ব্বকনিষ্ঠ। মহাত্মা শান্তনু আমার পিতামহ।

মহাতেজাঃ দেবাপি সাতিশয় ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, পিতৃশুশ্রূষানিরত[১], সজ্জনসংকৃত[২], বদান্য[৩], সত্য-প্রতিজ্ঞ, সর্ব্বভূতহিতৈষী[৪], পিতার শাসনে স্থিত, ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞানুবর্ত্তী, পুর ও জনপদবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই প্রিয় এবং চক্রাকার[৫] কুষ্ঠরোগে দূষিত ছিলেন। দেবাপি, বাহ্লীক ও

১। নৃপতি। ২। বহুজ্ঞ। ৩। নিজ নিজ। ৪। মনোযোগের সহিত।

১। পিতৃসেবায় অনুরক্ত। ২। সাধুজনের সম্মত। ৩। দাতা। ৪। সর্ব্বপ্রাণীর উপকারী। ৫। চাকা চাকা দাগযুক্ত।

শান্তনু এই তিন জনের পরস্পর বিলক্ষণ সৌভ্রাত্র[1] ছিল।

কিয়ৎকাল পরে বৃদ্ধ রাজা প্রতীপ জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবাপির অভিষেকার্থ সমুদয় মঙ্গলদ্রব্যসম্ভার[2] আহরণ করিলেন। তখন সমুদয় ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধগণ পৌর ও জানপদদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া ভূপতির সমীপে গমনপূর্ব্বক দেবাপির অভিষেক নিবারণ করিয়া কহিলেন, 'রাজন্। দেবাপি সাতিশয় বদান্য, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও প্রজাগণের নিতান্ত প্রিয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই; কিন্তু উনি কুষ্ঠরোগে দূষিত বলিয়া রাজ্যাধিকারী হইতে পারেন না। হে রাজন্! দেবগণ হীনাঙ্গ ব্যক্তিকে কদাপি অভিনন্দন করেন না'। মহারাজ প্রতীপ এইরূপে সেই সমাগত মহাত্মগণ কর্ত্তৃক প্রিয় পুত্রের অভিষেকে নিবারিত ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া অশ্রুগদ্গদস্বরে[3] বিলাপ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা দেবাপি রাজত্বলাভে বঞ্চিত হইয়া অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা বাহ্লীক পিতা, ভ্রাতা ও পিতৃরাজ্য প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক পরম সমৃদ্ধিসম্পন্ন মাতুলকুলে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে বৃদ্ধ রাজা প্রতীপ পরলোকযাত্রা করিলে লোকবিশ্রুত শান্তনু বাহ্লীকের আজ্ঞানুসারে পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

হে পুত্র! হীনাঙ্গ হইলে রাজ্য লাভ করিতে পারে না বলিয়া মতিমান্ পাণ্ডু কনিষ্ঠ হইয়াও আমার প্রাপ্য রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিল। এক্ষণে তাহার অবর্ত্তমানে তাহার পুত্রগণই এই রাজ্যের যথার্থ অধিকারী। হে দুর্য্যোধন! যখন আমি রাজ্য প্রাপ্ত হই নাই, তখন তুমি কি বলিয়া রাজ্যগ্রহণে অভিলাষী হইয়াছ? তুমি রাজপুত্র বা রাজা নও। এক্ষণে এই রাজ্য-গ্রহণে অভিলাষী হইয়া পরস্ব[4] হরণে প্রবৃত্ত হইতেছ। দেখ, মহাত্মা যুধিষ্ঠির রাজপুত্র, ন্যায়ানুসারে এই রাজ্যপ্রাপ্তি তাঁহারই হইতে পারে, সেই মহানুভবই এই কৌরবকুলের প্রভু ও পালনকর্ত্তা। ঐ মহাত্মা সত্যপ্রতিজ্ঞ, অপ্রমত্ত[5], বন্ধুবর্গের শাসনানুবর্ত্তী, প্রজাগণের প্রিয়, দয়াবান, জিতেন্দ্রিয় ও সাধুগণের পালনকর্ত্তা। ঐ মহাত্মাতে ক্ষমা, তিতিক্ষা[1], আর্জ্জব[2], সত্য, শ্রুত[3], অপ্রমাদ[4], ভূতানুকম্পা[5] ও শাসন প্রভৃতি সমুদয় রাজগুণ বর্ত্তমান আছে। তুমি নিতান্ত অভদ্র, লুব্ধ ও পাপবুদ্ধি; তাহাতে আবার রাজপুত্র নও; অতএব কিরূপে এই পরের রাজ্য হরণ করিতে সমর্থ হইবে? যদি স্বীয় অনুজগণ সমভিব্যাহারে জীবিত থাকিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে পাণ্ডবগণকে অচিরাৎ সবাহন[6] সপরিচ্ছদ[7] রাজ্যার্দ্ধ প্রদান কর।'

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

কৃষ্ণের কৌশলবাক্য—দুর্য্যোধনের যুদ্ধোদ্যোগ

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে ধর্ম্মনন্দন। মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিলেও দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন প্রতিবোধিত[8] হইল না। ঐ দুরাত্মা তত্রস্থ সমুদয় সভ্যগণের প্রতি অনাস্থা[9] প্রদর্শনপূর্ব্বক ক্রোধ-রক্তনয়নে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল; ক্ষীণায়ু[10] ভূপতিগণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় সেই ভূপতিগণকে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল, হে ভূপালগণ! অদ্য পুষ্যা-নক্ষত্র; অতএব সকলে কুরুক্ষেত্রে গমন কর।" কালপ্রেরিত[11] ভূপালগণ দুর্য্যোধনের অনুজ্ঞাক্রমে ভীষ্মকে সেনাপতি করিয়া হৃষ্টচিত্তে সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে ত্বরায় গমন করিতে লাগিল। তালকেতু[12] ভীষ্ম কৌরবগণের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার সম্মুখে অবস্থিতি করিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন।

হে নরনাথ। কুরুসভামধ্যে মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র ও মনস্বিনী গান্ধারী আমার সমক্ষে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন এবং অন্যান্য যে সমুদয় ঘটনা হইয়াছিল, তাহা আপনাকে কহিলাম; এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, করুন। হে রাজন্! আমি আপনাদের উভয় পক্ষের পরস্পর সৌভ্রাত্রসংস্থাপন, বংশের অভেদ ও প্রজাগণের বৃদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে

১। ভ্রাতৃ-অনুরাগ। ২। মাঙ্গলিক বস্তুসমূহ। ৩। দুঃখে বিগলিতাশ্রু ও গদ্গদকণ্ঠে। ৪। পরধন। ৫। প্রমাদ-দোষহীন।

১। ত্যাগশক্তি। ২। সরলতা। ৩। বেদবিদ্যা। ৪। অনবধানতা-শূন্যতা। ৫। প্রাণিগণে দয়া। ৬। গজ-অশ্বাদি বাহনের সহিত। ৭। রাজোচিত বসন-ভূষণাদিসহ। ৮। জাগরিত—বিগতমোহ। ৯। অবিশ্বাস। ১০। যুদ্ধে সম্ভাবিতমৃত্যু। ১১। নিয়তিনির্দ্দিষ্ট। ১২। যাঁহার রথধ্বজে তালতরু অঙ্কিত।

সামবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম; কিন্তু যখন দেখিলাম, দুর্য্যোধন সন্ধিস্থাপনে সম্মত নহে, তখন সমুদয় ভূপতিগণকে একত্র করিয়া দেব-মানুষসম্পর্কীয় কার্য্যের কীর্ত্তন, অদ্ভুত অমানুষ, দারুণ কর্ম্ম-প্রদর্শন, সেই সমুদয় ভূপতিগণকে ভর্ৎসন, দুর্য্যোধনকে তৃণজ্ঞান, ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে কপট দ্যূতনিবন্ধন নিন্দা এবং কর্ণ ও শকুনিকে বারংবার ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক ভেদোৎপাদন করিতে লাগিলাম।

এইরূপে সেই সমুদয় ভূপতিদিগকে বাক্য ও মন্ত্রণা দ্বারা ভেদিত[১] করিয়া পরিশেষে কুরুবংশীয়-গণের অভেদ[২] ও স্বকার্য্যসাধনের নিমিত্ত দানপক্ষ[৩] অবলম্বনপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে কহিলাম, 'হে ধৃতরাষ্ট্র-তনয়! মহাবল-পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ স্ব-স্ব মান পরিত্যাগপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও ভীষ্মের আজ্ঞানু-বর্ত্তী ও অধীন হইয়া কালাতিপাত করিবেন ও উঁহাদের বাক্যানুসারে তোমাকে সমুদয় রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক আপনারা অনীশ্বর[৪] হইয়া থাকিবেন। সমুদয় রাজ্য তোমারই হইবে, পিতামহ ভীষ্ম, বিদুর ও তোমার বাক্যানুসারে তোমাকে কেবল তাঁহাদের পঞ্চ ভ্রাতাকে পঞ্চ গ্রাম প্রদান করিতে হইবে; পাণ্ডব-গণ তোমার পিতার অবশ্য পোষ্য[৫]'।

হে ধর্ম্মরাজ! দুরাত্মা দুর্য্যোধন আমার এই বাক্যেও সম্মত হইল না; সুতরাং কৌরবগণের প্রতি চতুর্থ উপায় দণ্ডপ্রয়োগ ব্যতীত উপায়ান্তর দেখিতেছি না; দুর্য্যোধনের সংগৃহীত ভূপতিগণ কালপ্রেরিত হইয়া বিনাশের নিমিত্ত কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছে। হে মহারাজ! কৌরবসভায় যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। লোকবিনাশের হেতুভূত, আসন্নমৃত্যু কৌরব-গণ বিনা যুদ্ধে আপনাকে কদাপি রাজ্যপ্রদান করিবে না।"

ভগবদ্‌যানপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

১। মতদ্বৈধসমন্বিত। ২—৩। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড—শত্রু বশ করিতে এই চারিটি প্রধান উপায়। দুর্য্যোধনের পক্ষ হইয়া যাহারা যুদ্ধ করিবে, কৃষ্ণ তাহাদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি উৎপাদন করি-লেন; কিন্তু কুরু-পাণ্ডবের ভেদোৎপাদন অবাঞ্ছনীয়বোধে অভিমান-স্ফীত দুর্য্যোধন প্রভৃতি বর্দ্ধপক্ষের প্রতি ভেদনীতি প্রয়োগ না করিয়া দাননীতি প্রয়োগ করিলেন। ৪। পরাধীন। ৫। প্রতিপাল্য।

ঊনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

সৈন্যনির্য্যাণপর্ব্বাধ্যায়—পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধোদ্যোগ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া তাঁহারই সমক্ষে ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ! কৌরব-সভায় যেরূপ কথোপকথন হইল এবং বাসুদেবের যে প্রকার অভিপ্রায়, তোমরা তাহা সম্যক্ অবধারণ করিলে; অতএব এক্ষণে আমার সেনা-সমুদয় বিভাগ কর। এই সাত অক্ষৌহিণী সেনা বিজয়ার্থ সমবেত হইয়াছে। মহাবীর দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেকি-তান, সাত্যকি ও ভীমসেন এই সাত জন সেই সাত অক্ষৌহিণী সেনার নায়ক হইবেন; ইঁহারা সকলেই বেদপারগ, যুদ্ধবিশারদ, অস্ত্রবেত্তা, সচ্চরিত্র, লজ্জা-শীল ও নীতিকুশল এবং রণস্থলে শরীরপাত করিতেও উদ্যত আছেন। হে সহদেব! যিনি এই সাত জন সেনাপতির নায়ক হইতে পারেন এবং সংগ্রামে মহাবল-পরাক্রান্ত জ্বলন্ত অনলসঙ্কাশ[১] ভীষ্মের শস্ত্র-জালের তেজ সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন, এমন এক সেনাবিভাগনিপুণ ব্যক্তিকে নির্দ্দেশ করিয়া বল। হে পুরুষপ্রবর! কে আমাদিগের সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপযুক্ত, তদ্বিষয়ে তুমি আত্মমত প্রকাশ কর।"

সেনাপতি নির্ব্বাচন ব্যবস্থা

সহদেব কহিলেন, "মহারাজ! আমরা যাঁহার আশ্রয়লাভ করিয়া পৈতৃক রাজ্যাংশপ্রাপ্তির নিমিত্ত উদ্যুক্ত হইতেছি, যিনি আমাদের সমদুঃখসুখ[২] মিত্র, সেই যুদ্ধদুর্ম্মদ[৩] মহাবীর বিরাটই রণস্থলে ভীষ্ম ও অন্যান্য মহারথগণের বলবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন।"

অনন্তর বাক্যবিশারদ নকুল কহিলেন, "মহারাজ! যিনি বয়স, শাস্ত্রজ্ঞান, ধৈর্য্য, কুল ও আভিজাত্য-সম্পন্ন[৪], যিনি মহর্ষি ভরদ্বাজ হইতে সকল শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন, যিনি নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ[৫] ও সত্য-প্রতিজ্ঞ, যিনি মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রতি প্রতিনিয়ত স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন, যিনি শতশাখাসম্পন্ন বৃক্ষের ন্যায় পুত্রপৌত্রগণপরিবৃত

১। অগ্নিতুল্য উজ্জ্বল। ২। সুখ-দুঃখে তুল্যজ্ঞানী। ৩। যুদ্ধোন্মত্ত। ৪। কুলমর্য্যাদাযুক্ত। ৫। দুর্দ্দমনীয়—দুর্নিবার।

ও পার্থিবগণের শ্লাঘনীয়, যিনি দ্রোণবিনাশের নিমিত্ত রোষপরবশ হইয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণী সমভি-ব্যাহারে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যিনি পিতার ন্যায় সতত আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন, সেই দিব্যাস্ত্রবিৎ[১] দ্রুপদরাজই আমাদিগের সেনাপতি হইবেন, তিনি ভীষ্ম ও দ্রোণের বিক্রম অনায়াসে সহ্য করিতে পারিবেন।"

ধৃষ্টদ্যুম্নের সেনাপতিত্বে অর্জ্জুনের অনুমোদন

অনন্তর অর্জ্জুন কহিলেন, "মহারাজ! যে অনল-সঙ্কাশ দিব্যপুরুষ তপোবলে ও মহর্ষিগণের সন্তোষ প্রভাবে শরাসন, কবচ ও খড়্গ ধারণ এবং দিব্য অশ্বসংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া মহামেঘের ন্যায় রথঘর্ঘরশব্দে[২] দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া অগ্নিকুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন; যাঁহার স্কন্ধ, ভুজযুগল ও বক্ষঃস্থল সিংহের ন্যায়; যাঁহার ভ্রূ, দন্তপংক্তি, হনু[৩], মুখমণ্ডল ও লোচনযুগল অতি রমণীয়; যাঁহার জত্রু[৪] গূঢ়[৫] এবং চরণদ্বয় সুগঠিত; যিনি সর্ব্বশস্ত্রের অভেদ্য এবং যিনি দ্রোণ-বিনাশের নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন; সেই সিংহের ন্যায় গর্জ্জনশীল, বলবিক্রমশালী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীষ্মদেবের অশনিসংস্পর্শ[৬], প্রদীপ্তমুখ ভুজঙ্গতুল্য, বেগে যমদূতসম, নিপাতবিষয়ে পাবক[৭]-সদৃশ ও বজ্রের ন্যায় কঠিন শরজাল অনায়াসে সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন। পূর্ব্বে ভগবান্ রাম[৮] রণস্থলে ঐ সমস্ত শর সহ্য করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! এক্ষণে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যতিরেকে মহাব্রত ভীষ্মের পরাক্রম সহ্য করিতে কে সমর্থ হইবে? তিনি দুর্ভেদ্য কবচধারী ও ক্ষিপ্রহস্ত এবং যূথপতি মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ; আমার মতে তিনিই সেনাপতি হইবার উপযুক্ত পাত্র।"

ভীমের সমর্থন

ভীমসেন কহিলেন, "মহারাজ! সিদ্ধপুরুষ ও মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, দ্রুপদাত্মজ শিখণ্ডী ভীষ্মের বধসাধনার্থ সমুৎপন্ন হইয়াছেন; তিনি যখন সমরমধ্যে দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করেন, তৎকালে লোকে মহাত্মা রামের ন্যায় তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। স্যন্দন[১]স্থিত বর্ম্মধারী শিখণ্ডীকে সমরে সংহার করিতে কে সমর্থ হইবে? তিনি ভিন্ন দ্বৈরথযুদ্ধে ভীষ্মকে বিনাশ করিতে কেহই সক্ষম হইবেন না। অতএব আমার মতে তিনিই সেনাপতি হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ! বাসুদেব সমস্ত জগতের সারাংসার[২], বলাবল ও ইঁহাদিগের অভিপ্রায়ও সম্যক্ অবগত আছেন; এক্ষণে ইনি যাঁহাকে নির্দ্দেশ করিবেন, আমি তাঁহাকেই সেনা-পতিপদে নিয়োগ করিব। কৃষ্ণ কৃতাস্ত্র বা অকৃতাস্ত্রই হউন, বৃদ্ধ বা যুবাই হউন, ইনিই আমাদিগের জয়-পরাজয়ের মূল কারণ। একমাত্র ভগবান্ বাসুদেবে সমস্ত প্রাণ, রাজ্য, ভাব, অভাব, সুখ, অসুখ সকলই প্রতিষ্ঠিত আছে, ইনি ধাতা ও বিধাতা, ইঁহাতেই সমস্ত সিদ্ধি বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব কোন্ ব্যক্তি আমাদিগের সেনাপতি হইবেন, ইনি তাহা অবধারণ করুন। রজনী সমুপস্থিত হইল, এক্ষণে আমরা সেনাপতির বিষয় অবধারণ করিয়া প্রাতঃকালে অস্ত্র-শস্ত্রাদির অধিবাসন[৩] ও স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক কৃষ্ণের আদেশানু-সারে সমরাঙ্গনে গমন করিব।

কৃষ্ণানুমোদনে ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈনাপত্যগ্রহণ

অনন্তর কৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের মুখ নিরীক্ষণপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! ইঁহারা যে সকল ব্যক্তির নামোল্লেখ করিলেন, তাঁহারাই সেনাপতির উপযুক্ত, শত্রু-জয়ে সুসমর্থ। তাঁহারা রণস্থলে অবতীর্ণ হইলে লুব্ধপ্রকৃতি পাপাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রের অন্তঃকরণেও ভয়সঞ্চার হয়। আমি আপনার হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত সন্ধিসংস্থাপন-বিষয়ে একান্ত যত্ন করিয়াছি, অতএব এক্ষণে আমরা ধর্ম্মের ঋণ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইলাম এবং লোকের নিকটেও নিন্দনীয় নহি। অবিচক্ষণ বালক দুর্য্যো-ধন আপনাকে[৪] অস্ত্র-শস্ত্রে সুনিপুণ ও বলসম্পন্ন জ্ঞান করিয়া থাকে। অতএব আপনি সেনাসকল সুসজ্জিত করুন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ মহাবীর ধনঞ্জয়, ক্রোধনস্বভাব ভীমসেন, যমোপম নকুল-সহদেব,

১। প্রধান প্রধান অস্ত্রে অভিজ্ঞ। ২। রথচক্রের ধ্বনি। ৩। চোয়াল। ৪। কণ্ঠের উভয় পার্শ্বের হাড়। ৫। অস্থূল—সরু। ৬। বজ্রাগ্নির ন্যায় দাহগুণযুক্ত। ৭। আগুনবৎ বিষয়ে অগ্নি। ৮। পরশুরাম।

১। রথ। ২। সারবান্। ৩। জয়াবহ সংস্কার। ৪। নিজেকে।

যুযুধান, অভিমন্যু, বিরাট, দ্রুপদ, দ্রৌপদীতনয় ও অন্যান্য মহাবল পরাক্রান্ত অক্ষৌহিণীনায়কদিগকে নিরীক্ষণ করিলে রণস্থলে অবস্থান করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না। আমাদিগের দুরাসদ[1] দুষ্প্রধর্ষ[2] মহাবল সৈন্যসমুদয় সংগ্রামে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সেনাদিগকে সংহার করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! আমার মতে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি হউন।"

পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধসজ্জার সাড়া

বাসুদেব এইরূপ কহিলে তত্রস্থ ভূপাল-সকল একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন; তাঁহাদিগের অতি গভীর আনন্দ-কোলাহল সমুত্থিত হইল। ইতস্ততঃ ধাবমান সৈন্যগণের 'সাজ সাজ' শব্দ, অশ্বের হ্রেষারব, মাতঙ্গগণের বৃংহিত রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি এবং শঙ্খ ও দুন্দুভিনিনাদে চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। দূত-সকল ইতস্ততঃ ধাবমান হইল; পাণ্ডবগণ সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিবার নিমিত্ত বর্ম্ম ধারণ করিতে লাগিলেন; তখন রথমাতঙ্গ-জানপদসমাকুল সেনাসমাগম উর্ম্মি[3]মালাসঙ্কুল মহাসাগরের ন্যায় একান্ত ক্ষুব্ধ ও পরিপূর্ণ গঙ্গার ন্যায় নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ[4] হইয়া উঠিল। পাণ্ডবেরা প্রাচীর নির্ম্মাণ ও বীরপুরুষ নিয়োজন দ্বারা স্ত্রী ও সমস্ত ধনের রক্ষা-বিধান এবং অর্থীদিগকে সুবর্ণ ও ধেনুদান করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক সেনা-সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগের স্তুতিবাদে[5] প্রবৃত্ত হইলেন। ভীমসেন, মাদ্রীতনয় নকুল-সহদেব, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, প্রভদ্রক ও পাঞ্চালগণ সেনামুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন সেনাগণের মধ্য হইতে সমুদ্রের ন্যায় ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করিল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সেনাবিদারণপটু[6] স্বীয় সৈন্যগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। শকট, আপণ[7], বেশ্যাগণ[8], যান, বাহন, কোষ, যন্ত্র, আয়ুধ, অস্ত্রচিকিৎসক ও চিকিৎসক সকল তাঁহার সমভিব্যাহারে যাত্রা করিল। রাজা যুধিষ্ঠির সমস্ত পরিচারক এবং অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বল সৈনিক পুরুষদিগকে সংগ্রহ করিয়া লইলেন[1]। সত্যবাদিনী দ্রুপদনন্দিনী দাসী ও দাসগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া উপপ্লব্যনগরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কৈকেয়গণ, ধৃষ্টকেতু, কাশীরাজপুত্র বিভু, শ্রেণিমান্, বসুদান ও শিখণ্ডী ইঁহারা বিবিধ অলঙ্কার, অস্ত্র-শস্ত্র ও বর্ম্ম ধারণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টনপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। বিরাট, যাজ্ঞসেন, সৌমকি, সুশর্ম্মা, কুন্তীভোজ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের আত্মজগণ সৈন্যের পশ্চিমার্দ্ধে গমন করিলেন। অনাধৃষ্টি, চেকিতান, ধৃষ্টকেতু এবং সাত্যকি ইঁহারা চারি অযুত রথ, দুই লক্ষ অশ্ব, চারি লক্ষ পদাতি ও ছয় অযুত হস্তী লইয়া বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে বেষ্টনপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইয়া বৃষভের ন্যায় ঘোরতর নিনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। বিশেষতঃ, বাসুদেব ও অর্জ্জুন অধিকতর শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ বজ্রনির্ঘোষসদৃশ সেই পাঞ্চজন্যনিনাদ[2] শ্রবণ গোচর করিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইল। শঙ্খদুন্দুভিধ্বনিতসহকৃত বীরগণের সিংহনাদে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও মহাসাগর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

পাণ্ডবপক্ষীয় শিবির সন্নিবেশ

মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্মশানস্থান, দেবায়তন[3], যজ্ঞায়তন[4], মহর্ষিগণের আশ্রম ও তীর্থ-সকল পরিহার করিয়া সমতল, সুশীতল, প্রভূত তৃণ ও ইন্ধনসম্পন্ন, অতি পবিত্র রমণীয় প্রদেশে সেনানিবেশ[5] সংস্থাপন করিলেন, পরে ক্ষণকাল বাহকগণকে গতক্লম[6] করাইয়া পুনরায় তথা হইতে উত্থানপূর্ব্বক শত সহস্র মহীপাল[7]-গণ সমভিব্যাহারে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বাসুদেব অর্জ্জুনের সহিত

১। ভয়ঙ্কর। ২। দুর্দমনীয়। ৩। তরঙ্গ—ঢেউ। ৪। দুর্নিরীক্ষ্য। ৫। জয়াশীর্ব্বাদসূচক প্রশংসা বাক্যোচ্চারণে। ৬। বিপক্ষ সৈন্যের ভঙ্গকারী। ৭। বাজার—দোকান। ৮। বিপক্ষ সৈন্যের মোহনার্থ বেশ্যা সংগ্রহ।

১। যুদ্ধের অন্তরে রাখিয়া দিলেন। ২। পাঞ্চজন্য নামক প্রসিদ্ধ শঙ্খের ধ্বনি। ৩। দেব-মন্দির। ৪। যজ্ঞস্থান। ৫। শিবির—সৈন্যগণের বাসস্থান। ৬। বিগতশ্রম। ৭। রাজা।

ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সহস্র সহস্র সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত[1] করিয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও যুযুধান—ইঁহারা শিবিরের পরিমাণ স্থির করিলে পর ভগবান্ বাসুদেব তথায় উত্তম উপতীর্থশোভিত[2] কর্কর-পঙ্ক-বিবর্জ্জিত[3], পবিত্র সলিলযুক্ত হিরণ্বতী নামে এক স্রোতস্বতী প্রাপ্ত হইয়া পরিখা খনন করাইলেন এবং আত্মরক্ষার্থ তথায় কতকগুলি সেনাকে অদৃশ্যভাবে সন্নিবেশিত করিলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণের নিমিত্ত যে প্রকার শিবির সন্নিবেশিত হইল, তদ্রূপ অন্যান্য ভূপালগণের নিমিত্ত প্রভূততর কাষ্ঠসম্পন্ন অন্নপান-সংকৃত নিতান্ত দুর্ভেদ্য শত শত সহস্র সহস্র শিবির পৃথক পৃথক সন্নিবেশিত হইতে লাগিল; দেখিলে বোধ হয়, যেন বিমানসমূহ ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

তথায় শত শত বেতনভুক্ সুনিপুণ শিল্পী ও সর্ব্বোপকরণসম্পন্ন শাস্ত্রবিশারদ চিকিৎসকগণ নিযুক্ত হইল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শরাসন[4], জ্যা[5], বর্ম্ম ও অন্যান্য শস্ত্রসমূহ এবং পর্ব্বতোপম ধূনকচূর্ণ[6], তৃণ, তুষ ও অঙ্গাররাশি, অপরিমিত মধু, ঘৃত ও উদক এবং অসংখ্য মহাযন্ত্র, নারাচ, তোমর, পরশু, যষ্টি ও তূণ প্রত্যেক শিবিরমধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিলেন। তথায় শত সহস্র যোধী[7] কন্টকময় কবচযুক্ত মাতঙ্গসকল উত্তুঙ্গ[8] পর্ব্বতের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। মিত্রগণ পাণ্ডবদিগকে তথায় সন্নিবিষ্ট শ্রবণ করিয়া যথাস্থানে আগমন করিলেন এবং সোমপায়ী[9] ব্রহ্মচর্য্যনিরত অন্যান্য মহীপালসকল বলবাহন-সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের বিজয়লাভার্থ তথায় আগমন করিতে লাগিলেন।

——

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

কৌরবগণের সেনাসন্নিবেশ

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! রাজা দুর্য্যোধন সপুত্র বিরাট ও দ্রুপদ এবং কেকয়, বৃষ্ণি ও অন্যান্য শত সহস্র মহীপালগণে পরিবৃত, বাসুদেব কর্ত্তৃক সুরক্ষিত, সসৈন্য রাজা যুধিষ্ঠিরকে আদিত্য-গণ[1]পরিবেষ্টিত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় সেই তুমুল সংগ্রামের নিমিত্ত কুরুক্ষেত্রে সমাগত শ্রবণ করিয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিলেন? হে ব্রহ্মন্! এই বীর-সমাগম ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকেও ব্যথিত করিতে সমর্থ; বিশেষতঃ পাণ্ডবগণ, কৃষ্ণ, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও যুধামন্যু এই সমস্ত মহাবীর দেবগণেরও দুরধিগম্য[2]। অতএব সেই সময় কৌরব ও পাণ্ডবগণের তৎকালীন বিচেষ্টিত[3] ও কার্য্য-সকল সবিস্তার কীর্ত্তন করুন; উহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বাসুদেব প্রতিগমন করিলে রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনিকে কহিলেন, "দেখ, বাসুদেব যে কার্য্য সংসাধনোদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা সফল না হওয়াতে তিনি নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পাণ্ডবগণ-সন্নিধানে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন; অতএব অবশ্যই কৌরবগণকে ভস্মাবশেষ করিবেন। পাণ্ডব-গণের সহিত আমার সমরানল প্রজ্বলিত হয়, ইহা তাঁহার নিতান্ত অনুমোদিত। ভীমসেন ও অর্জ্জুন তাঁহারই ছন্দানুবর্ত্তী[4]। রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনের বশংবদ। পূর্ব্বে আমি অনুজগণের সহিত তাঁহার অপ্রিয় অনুষ্ঠান করিয়াছি, বিরাট ও দ্রুপদের সহিত আমার শত্রুভাব জন্মিয়াছে; তাঁহারাই এক্ষণে বাসুদেবের বশবর্ত্তী হইয়া সেনাপতি-পদ পরিগ্রহ করিয়াছেন। এই লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম অবিলম্বেই সমুপস্থিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব তোমরা আলস্য পরিহার করিয়া সাংগ্রামিক[5] কার্য্যের আয়োজন কর। এক্ষণে কুরুক্ষেত্রের প্রশস্ত স্থানে শত্রুগণের দুরাক্রম্য, বিবিধায়ুধপূর্ণ, ধ্বজপতাকা-শোভিত, উন্নত ও দৃঢ়তর আবরণে পরিবেষ্টিত, শত সহস্র শিবির সন্নিবেশিত কর। তথায় সমরোপযোগী সামগ্রী সকলের আহরণার্থ যে পথ প্রস্তুত করিবে, তাহা যেন শত্রুপক্ষ সহসা আক্রমণ করিতে সমর্থ না হয়। জল ও কাষ্ঠভার শিবিরমধ্যে স্থাপিত করিয়া রাখিবে এবং তথায় গমনাগমন করিবার নিমিত্ত নগরের বহির্ভাগে অবন্ধুর[6] পথ প্রস্তুত করিবে।

১। সন্তাড়িত। ২। সমীপবর্ত্তী তীর্থে পরিশোভিত। ৩। কাঁকর ও কর্দ্দমরহিত। ৪। ধনুক। ৫। গুণ—ছিলা। ৬। ধূনার গুঁড়া। ৭। যোদ্ধা। ৮। অত্যুচ্চ। ৯। সোমরসপানকারী।

১। দ্বাদশ আদিত্য—আদিত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ দ্বাদশ সূর্য্য। ২। সম্মুখে যাইতে শঙ্কাজনক। ৩। চেষ্টা—উদ্যম। ৪। অভিপ্রায়ের অনুসরণকারী। ৫। সমরসম্বন্ধীয়। ৬। সমতল।

হে বীরগণ! কল্যই যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে, অবিলম্বে সর্ব্বত্র এইরূপ ঘোষণা কর।" তখন তাঁহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া পরদিন প্রভাতে স্থানে-স্থানে উক্তরূপ ঘোষণা করিয়া মহীপালগণের নিবাসের নিমিত্ত শিবির-সমূহ সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধনপক্ষীয় যুদ্ধসজ্জা

অনন্তর পার্থিবগণ রাজাজ্ঞা শ্রবণ করিবামাত্র সত্বরে স্ব স্ব মহার্হ সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া কাঞ্চনাঙ্গদসমলঙ্কৃত, চন্দনাগুরুবিভূষিত[1], অর্গলতুল্য ভুজযুগল বারংবার মর্দ্দন ও উত্তরীয় প্রভৃতি বসন এবং নানাবিধ ভূষণ পরিধান ও উষ্ণীষ বন্ধন করিতে লাগিলেন। রথিগণ রথ, অশ্বকোবিদেরা[2] অশ্ব এবং হস্তিশিক্ষায় নিযুক্ত পুরুষেরা হস্তিসকল সুসজ্জিত করিতে লাগিল। অধিকৃত[3] ভৃত্যেরা কাঞ্চনময় বিচিত্র বর্ম্ম ও বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্রসকল আহরণ করিল। পদাতিক পুরুষেরা স্বর্ণচিত্রিত বহুবিধ আয়ুধসকল ধারণ করিতে লাগিল। তখন প্রহৃষ্ট-জনসমাকীর্ণ[4] মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের রাজধানী উৎসবময় হইয়া উঠিল। যোদ্ধৃগণসমাকীর্ণ কুরুরাজমণ্ডল[5] চন্দ্রোদয়কালীন মহার্ণবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন; জনসমূহ আবর্ত্তের[6] ন্যায়, হস্তী, রথ ও তুরগসকল মীননিকরের[7] ন্যায়, বিচিত্র আভরণ বর্ম্ম সকল উর্ম্মিমালার ন্যায়, কোষসমূহ রত্নজাতের ন্যায়, শঙ্খ-দুন্দুভিনিনাদ গম্ভীর নির্ঘোষের ন্যায়, প্রাসাদপংক্তি পর্ব্বতরাজির ন্যায়, অস্ত্র-শস্ত্রসকল ফেননিচয়ের ন্যায়, রথ্যা[8] ও আপণসকল সমুদ্রগামী হ্রদনিবহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধে অনুমতি

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের বাক্য অনুধ্যান[9] করিয়া পুনরায় কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন এ কথা কিরূপে কহিল আর এক্ষণে আমাদিগের কর্ত্তব্যই বা কি এবং কিরূপ অনুষ্ঠান করিলেই বা আমরা ধর্ম্মরক্ষা করিতে সমর্থ হই? তুমি দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি, সৌবল ও আমার ভ্রাতৃগণের এবং আমার অভিপ্রায় সম্যক্ বিদিত হইয়াছ, মহাবীর বিদুর ও ভীষ্মের বাক্য কর্ণগোচর করিয়াছ এবং আর্য্যা কুন্তীর অভিলাষও সম্যক্ অবগত হইয়াছ; এক্ষণে এই সমস্ত বিষয় বারংবার বিবেচনা ও ইহা ভিন্ন অন্য উৎকৃষ্ট বিষয়ও উদ্ভাবন করিয়া যাহাতে আমাদিগের শ্রেয়োলাভ হয়, অবিলম্বে এইরূপ উপদেশ প্রদান কর।"

বাসুদেব অতি গভীরস্বরে কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! আপনি যে ধর্ম্মার্থসঙ্গত হিতজনক বাক্য প্রয়োগ করিলেন, দুরাত্মা দুর্য্যোধন তাহার অনুসরণে অভিলাষী নহে। সে মহাত্মা ভীষ্ম ও বিদুরের এবং আমার কথায় কদাচ কর্ণপাত করে না; সে সকলকেই অতিক্রম করিয়াছে। তাহার ধর্ম্মভয় নাই ও যশোলাভের অভিলাষ নাই। সে একমাত্র কর্ণকে আশ্রয় করিয়া সকলকেই পরাজিত করিয়াছি বিবেচনা করিয়া থাকে। সেই পাপাত্মা আমাকে বন্ধন করিতে আদেশ করিয়াছিল; কিন্তু তাহার সে অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। তৎকালে ভীষ্ম এবং দ্রোণ ইঁহারাও যুক্তিযুক্ত কথা কহেন নাই। বিদুর ব্যতিরেকে আর সকলেই তাহার মতানুসারী হইয়াছিল। শকুনি, সৌবল, কর্ণ ও দুঃশাসন আপনার প্রতি একান্ত অযুক্ত[1] ও নিতান্ত দুঃসহ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। দুর্য্যোধন আপনাকে যেরূপ কহিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিবার আর প্রয়োজন নাই; ফলতঃ সে আপনার সহিত উপযুক্ত ব্যবহার করিতেছে না। এই সমস্ত পার্থিব এবং সৈনিকগণের মধ্যে যে পাপ ও অকল্যাণ নাই, একমাত্র দুর্য্যোধনে তাহা বিদ্যমান আছে। এক্ষণে আমরা সমর পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক কদাচ কৌরবগণের সহিত সন্ধি করিব না।"

অনন্তর ভূপালগণ কৃষ্ণের বাক্য-শ্রবণে বাঙ্‌নিষ্পত্তি[2] না করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ পাণ্ডুতনয় ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত মিলিত ও তাঁহাদের অভিপ্রায় সম্যক্ অবগত হইয়া সমরের উদ্যোগ করিতে অনুমতি প্রদান

১। অগুরুচন্দনে অঙ্কিত। ২। অশ্বের দোষগুণে অভিজ্ঞ। ৩। সমর বিভাগে নিয়োজিত। ৪। হর্ষযুক্ত জনগণে সমাকুল। ৫। কৌরবপক্ষীয় রাজগণ। ৬। জলের ঘূর্ণী। ৭। মৎস্যসমূহের। ৮। পথ। ৯। অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা।

১। অবক্তব্য। ২। বাক্যপ্রয়োগ।

করিলেন। আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র সেনাগণের মধ্যে এক মহৎ হর্ষধ্বনি সমুত্থিত হইল; তাহাদিগের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। ধর্ম্মরাজ অবধ্য জ্ঞাতিবর্গের বধসাধন করিতে হইবে বিবেচনা করিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ভীমসেন ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ! আমরা যাহা পরিহার করিবার নিমিত্ত অরণ্যবাস প্রভৃতি বহুবিধ ক্লেশপরম্পরা স্বীকার করিলাম, সেই কুলক্ষয়রূপ অনর্থ আজি অনিবার্য্যরূপে সমুপস্থিত হইতেছে। আমরা এই অনিষ্ট নিবারণ করিবার নিমিত্ত যে যত্ন করিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হইল। যুদ্ধের উদ্যোগ করি নাই, তথাপি ঘোরতর সংগ্রাম ঘটিয়া উঠিল, আমরা অবধ্য আর্য্যগণের সহিত কিরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব এবং কি প্রকারেই বা বয়োবৃদ্ধ গুরু-লোকদিগকে সংহার করিয়া বিজয় লাভ করিব?"

অনন্তর অর্জ্জুন পুনরায় ধর্ম্মরাজকে বাসুদেবের কথা শ্রবণ করাইয়া কহিলেন, "মহারাজ! আপনি মহামতি কৃষ্ণের মুখে আর্য্যা কুন্তী ও বিদুরের যে সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন, তাহা সম্যক্ অবধারণ করিয়াছেন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তাঁহারা ধর্ম্মানুগত কথাই কহিয়াছেন; সুতরাং এক্ষণে সমরে পরাঙ্মুখ হওয়া আপনার নিতান্ত অন্যায়।" তখন বাসুদেব স্মিতমুখে[১] অর্জ্জুনের বাক্য অনুমোদন করিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ সৈন্যমণ্ডলী-সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া পরমসুখে রজনী অতিবাহিত করিলেন।

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

দুর্য্যোধনের আদেশে কৌরব-যুদ্ধসজ্জা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন রজনী প্রভাত হইবামাত্র একাদশ অক্ষৌহিণী-সন্নিধানে গমন করিয়া মনুষ্য, হস্তী, রথ ও অশ্বসকলকে তাহাদিগের পুরোভাগ[২], মধ্যভাগ ও পশ্চাদ্ভাগে সন্নিবিষ্ট হইতে আদেশ করিলেন। তখন বিচিত্র সৈন্যগণ অনুকর্ষ[৩], মনোহর তূণীর[৪], বরূথ[১], তোমর[২], খড়্গ, ধ্বজ, পতাকা, শর, শরাসন[৩], শক্তি[৪], নিষঙ্গ[৫], বিচিত্র রজ্জু, আকর্ষ[৬], কবচগ্রহবিক্ষেপ[৭], তৈল[৮], গুড়[৯], সলিল[১০], বৃত্ত বালুকা[১১], সর্ষপ[১২], কুম্ভ[১৩], ধূনক[১৪]চূর্ণ, ঘণ্টিকা-ফলক-লৌহাস্ত্র[১৫], উপল[১৬], শূল, ভিন্দিপাল[১৭], মধূচ্ছিষ্ট[১৮], মুদগর, কাণ্ডদণ্ড[১৯], লাঙ্গল[২০], বিষ, শূর্প[২১], পিটক[২২], দাত্র[২৩], অঙ্কুশ[২৪], কণ্টকযুক্ত কবচ[২৫], বাসী[২৬], লৌহকণ্টক[২৭], শৃঙ্গ[২৮], যষ্টি[২৯], ভল্ল[৩০], কুঠার[৩১], কুদ্দাল[৩২], তৈলাক্ত ক্ষৌমবস্ত্র[৩৩], অন্যান্য বিবিধ আয়ুধ[৩৪] গ্রহণ ও নানাপ্রকার মণি এবং সুবর্ণাভরণ ধারণ করিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্মাচ্ছাদিত দ্বীপি[৩৫]চর্ম্মপরিবেষ্টিত রথে আরোহণপূর্ব্বক প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সৎকুলসম্ভূত শস্ত্র-বিশারদ অশ্ব-তত্ত্বজ্ঞ কবচধারী মহাবল বীরসকল সারথিকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। শর, শরাসন প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র-সহকৃত পতাকাপরিশোভিত অসিচর্ম্মপরিশ[৩৬]-সম্পন্ন, ঘণ্টাচামরাদিযুক্ত উৎকৃষ্ট তুরগ[৩৭]-চতুষ্টয়-যোজিত রথসকল পরিদৃশ্যমান[৩৮] হইতে লাগিল। যোদ্ধৃগণ ঐ সকল রথে অশুভহর যন্ত্র[৩৯] ও ঔষধসকল বন্ধন করিলে পর ঐ সকল রথ সুরক্ষিত নিতান্ত দুরাক্রম্য নগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

১। ঈষৎ হাস্যবদনে। ২। সম্মুখভাগ ৩। যুদ্ধ করিতে করিতে রথের কোন কাঠ ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা বদলাইবার কাঠ। ৪। বাণাধার তূণ।

১। রথ নির্ম্মাণে ব্যবহৃত ব্যাঘ্রাদির চর্ম্ম। ২। হস্ত দ্বারা ক্ষেপণীয় লোহার ফলকযুক্ত দণ্ড। ৩। ধনুক। ৪। লৌহদণ্ড। ৫। পদাতিগণের ব্যবহার্য্য লৌহদণ্ড। ৬। যুদ্ধ-পরিচ্ছদ। ৭। দণ্ডের মাথায় বঁড়শীর মত বক্রাকার লৌহ লাগান—যাহা দূর হইতে বিপক্ষের বর্ম্মে লাগাইয়া টানিয়া আনা যায়। ৮—১৩। বিপক্ষ পক্ষে নিক্ষেপার্থ তপ্ত তৈল, গরম গুড়, জল, বালি ও সরিষা। হাঁড়ীর মধ্যে ভরা বিষধর সর্প—উহা বিপক্ষ-গণের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। ১৪। ধূনা (দাহদ্রব্য—অগ্নিযোগে জ্বলে)। ১৫। ঘুঙুর দেওয়া বর্শা। ১৬। পাথরের নুড়ি। ১৭। লৌহফলক দণ্ড। ১৮। মোম (দাহদ্রব্য)। ১৯। লৌহ কণ্টকফলক দণ্ড। ২০। বিষমাখা লাঙ্গলবৎ ফলকযুক্ত দণ্ড। ২১। তপ্ত বালুকা নিক্ষেপার্থ কুলা। ২২। মঞ্জুষা—কুলা প্রভৃতির রক্ষার্থ পেঁটরা। ২৩। দা। ২৪। হাতী চালাইবার বক্রমুখ লৌহ-দণ্ড—ডাঙস্। ২৫। বিপক্ষ মুষ্টি মারিতে না পারে, এই জন্য উপরে লৌহকণ্টকাবৃত বর্ম্ম। ২৬। কাষ্ঠ-ছেদনার্থ কুঠারের মত অস্ত্র—বাইস বা বাস্তা। ২৭। লোহার কাঁটা। ২৮। গদাঘাতজাত স্ফীত স্থানের দূষিত রক্ত বাহির করিবার জন্য চুঁচাল শিং। ২৯। লৌহ ফলকযুক্ত কাষ্ঠদণ্ড। ৩০। বক্রাগ্র খড়্গ। ৩১। কুড়োল। ৩২। কোদাল। ৩৩। তৈলমাখা রেশমের বস্ত্র—উহার জন্য বেলমাহতে লাগাইলে উপশম হয়। ৩৪। অস্ত্র। ৩৫। চিতা বাঘ। ৩৬। খড়্গ, ঢাল ও তরোয়াল। ৩৭। অশ্ব। ৩৮। দৃষ্ট। ৩৯। অমঙ্গলনাশক ঔষধযুক্ত কবচ।

এক জন হয়তত্ত্ববেত্তা[1] ধূরসন্নিহিত[2] অশ্বদ্বয়ের রক্ষক ও দুই জন রথিশ্রেষ্ঠ পাষ্ণি-সারথি[3] হইল।

বদ্ধকক্ষায়[4] পরিশোভিত অলঙ্কৃত হস্তিসকল রত্নসম্পন্ন পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া উঠিল। তাহাদিগের রক্ষা করিবার নিমিত্ত দুই জন অঙ্কুশধারী, দুই জন ধনুর্দ্ধারী, দুই জন খড়্গধারী এবং এক জন শক্তি ও ত্রিশূলধারী নিযুক্ত হইল। তখন দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ সর্ব্বপ্রকার আয়ুধ-কোষসম্পন্ন[5] মত্তমাতঙ্গ দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কবচধারী, পতাকাসম্পন্ন অলঙ্কৃত অশ্বারোহী সকল অশ্বে আরোহণ করিল। প্লুতগতিরহিত[6], সম্যক্ শিক্ষিত, সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত শত সহস্র অশ্ব আরোহীদিগের বশবর্ত্তী হইয়া রহিল। বহুবিধ রূপধারী, কবচ-শস্ত্রসম্পন্ন, সুবর্ণমাল্য-পরিশোভিত পদাতিগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিল। এক এক রথের দশ দশ হস্তী, প্রত্যেক হস্তীর দশ দশ অশ্ব ও প্রত্যেক অশ্বের দশ দশ পদাতি পাদরক্ষক হইল অথবা এক এক রথের পঞ্চাশৎ পঞ্চাশৎ হস্তী, প্রত্যেক হস্তীর শত শত অশ্ব ও প্রত্যেক অশ্বের সাত সাত পদাতি পাদরক্ষা করিতে লাগিল। পাঁচ শত হস্তী, পাঁচ শত রথ, পাঁচ শত অশ্ব ও পঞ্চবিংশতি শত পদাতিতে এক সেনা হয়, দশ সেনাতে এক পৃতনা ও দশ পৃতনাতে এক বাহিনী হইয়া থাকে। ইহাদিগের সাধারণ নাম সেনা, বাহিনী, পৃতনা, ধ্বজিনী, চমূ ও বরূথিনী।

এইরূপে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সঙ্কলিত হইল; তাহার মধ্যে মহারাজ দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী সংগ্রহ করিলেন এবং পাণ্ডবগণের সাত অক্ষৌহিণী সংগৃহীত হইল। পঞ্চ-পঞ্চাশৎ পদাতিতে এক পত্তি ও তিন পত্তিতে এক সেনামুখ হয়; ইহা গুল্ম শব্দেও অভিহিত হইয়া থাকে। তিন গুল্মে এক গণ হয়; কুরুসৈন্যমধ্যে অযুত অযুত গণ নিযুক্ত ছিল। রাজা দুর্য্যোধন মহাবল-পরাক্রান্ত বুদ্ধিমান্ মনুষ্যদিগকে পরীক্ষা করিয়া সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিলেন এবং পৃথক্ পৃথক্ সেনানায়ক পার্থিবগণকে আনয়ন করিয়া পূর্ব্বেই সেনানায়কপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি মহাবীর কৃপ, দ্রোণ, শল্য, জয়দ্রথ, কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, শকুনি, সৌবল ও মহাবল বাহ্লীক, ইঁহাদিগকে প্রতিদিন দুই বেলা সর্ব্বসমক্ষে বিধিবৎ অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন এবং যাহারা ঐ সমস্ত মহাবীরগণের বশবর্ত্তী, তাহারাও দুর্য্যোধনের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত সৈন্যগণের অন্তর্নিবিষ্ট হইল।

১। অশ্ববিজ্ঞানবিৎ। ২। অশ্বপার্শ্বস্থ বন্ধনকাষ্ঠ। ৩। অশ্বের পার্শ্বরক্ষক। ৪। হস্তিপৃষ্ঠস্থ কাষ্ঠের ক্ষুদ্র গৃহাকার উপবেশন স্থানে —হাওদায়। ৫। কোষবদ্ধ খড়্গাদি শস্ত্রসমন্বিত। ৬। এদিক্-ওদিক্ না বেঁকিয়া সম্মুখভাগে সবলে ক্রতগতিসম্পন্ন।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

কৌরবপক্ষে ভীষ্মের সেনাপতিপদ গ্রহণ

হে ভূপাল! অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন অন্যান্য মহীপালগণ-সমভিব্যাহারে কৃতাঞ্জলিপুটে মহাবীর ভীষ্মকে কহিলেন, "হে পুরুষপ্রবীর! আমাদিগের সৈন্যগণ সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হইয়া উপযুক্ত সেনাপতিবিরহে পিপীলিকাপুটের[1] ন্যায় ছিন্ন-ভিন্ন হইতেছে। দুই ব্যক্তির বুদ্ধি কদাচ সমভাবাপন্ন হয় না, এই নিমিত্ত সেনাপতিগণ পরস্পর স্বীয় বলবীর্য্যের স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন। শুনিয়াছি, পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ কুশময় ধ্বজদণ্ড উন্নত করিয়া বৈশ্য ও শূদ্র সমভিব্যাহারে হৈহয়বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ-সন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন। তখন এক দিকে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণত্রয় ও অন্য দিকে একমাত্র ক্ষত্রিয়জাতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

অনন্তর ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণত্রয় ক্ষত্রিয়গণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বারংবার পরাজিত হইতে লাগিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা কহিলেন, 'হে দ্বিজাতিগণ! আমরা সমরে প্রবৃত্ত হইয়া এক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই মতানুসারে কার্য্য করিয়া থাকি, কিন্তু আপনারা স্ব স্ব বুদ্ধিবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন।' তখন ব্রাহ্মণগণ নীতিকুশল এক ব্রাহ্মণকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়া যুদ্ধে ক্ষত্রিয়দিগের পরাজয় করিলেন।

এইরূপ যাঁহারা হিতাভিলাষী নিষ্পাপ সুনিপুণ ব্যক্তিকে সেনাপতি করেন, তাঁহারা যুদ্ধে শত্রু-জয় করিতে সমর্থ হয়েন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

১। পিপড়ার সারির।

হে পিতামহ! আপনি অসুরগুরু শুক্রের তুল্য, আমার প্রিয়ানুষ্ঠানপরতন্ত্র[1], অন্যের অসংহার্য্য[2] ও ধর্ম্মপরায়ণ, অতএব এক্ষণে আমাদিগের সেনাপতি হউন। সুমেরু পর্ব্বত-সকলের গরুড় পক্ষিগণের, আদিত্য তেজঃপদার্থের, চন্দ্র পাদপসমূহের, কুবের যক্ষগণের, ইন্দ্র দেবগণের, কার্ত্তিকেয় ভূতগণের এবং হুতাশন যেমন বসুগণের রক্ষক, তাদৃশ আপনিও আমাদিগের রক্ষক হউন; আমরা আপনার বলবীর্য্যে সুরক্ষিত হইয়া দেবগণের দুর্দ্ধর্ষ হইব, সন্দেহ নাই। যেমন কার্ত্তিকেয় দেবগণের অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন, তদ্রূপ এক্ষণে আপনি আমাদিগের অগ্রবর্ত্তী হউন। যেমন গো-সকল বৃষভের অনুসরণ করে, তদ্রূপ আমরা আপনার অনুগমন করিব।"

যুদ্ধে ভীষ্মের নিয়মবন্ধন

ভীষ্ম কহিলেন, "হে মহাবাহো! তুমি যাহা কহিলে, আমি তদ্বিষয়ে সম্মত হইলাম, কিন্তু তোমাদের ন্যায় পাণ্ডবেরাও আমার প্রিয়পাত্র, সুতরাং তাহাদিগকে সৎপরামর্শ প্রদান করাও আমার কর্ত্তব্য হইতেছে। কিন্তু আমি এক্ষণে পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে তোমাদের পক্ষ হইয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। মহাবীর অর্জ্জুন ব্যতিরেকে ভূমণ্ডলে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। তিনি বহুদিন দিব্যাস্ত্রসকল অবগত হইয়াছেন; তথাচ প্রকাশ্যে আমার সহিত সংগ্রাম করিতে কদাচ সমর্থ হইবেন না। আমি অস্ত্রবলে ক্ষণকালমধ্যেই সুর, অসুর ও রাক্ষসগণপরিবৃত বিশ্বকে নির্মনুষ্য[3] করিতে পারি; কিন্তু পাণ্ডবগণকে উৎসাদিত[4] করিতে কখনই সমর্থ নহি। আমি কহিতেছি, যদি পাণ্ডবগণ আমাকে বিনষ্ট না করে, তাহা হইলে আমি তোমার নিয়োগানুসারে প্রতিদিন তাঁহাদিগের এক এক অযুত সৈন্য সংহার করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে নিধন করিব। আর আমি তোমার সেনাপতিপদ গ্রহণ করিব; তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু একটি নিয়ম নির্দ্ধারিত করিতেছি, শ্রবণ কর; সুতপুত্র কর্ণ সতত আমার সহিত রণের স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন; এক্ষণে আমাদের উভয়ের মধ্যে কে অগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে?" কর্ণ কহিলেন, "মহারাজ! মহাবীর ভীষ্ম জীবিত থাকিতে আমি কদাচ অগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না। তিনি বিনষ্ট হইলে পশ্চাৎ অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিব।"

১। প্রিয়াচরণে একান্ত নিযুক্ত। ২। অবধ্য। ৩। মনুষ্যশূন্য। ৪। উৎসন্ন—নির্ম্মূল।

ভীষ্মের সৈনাপত্য—কৌরবপক্ষে বিঘ্নসূচনা

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন বিধিপূর্ব্বক ভীষ্মদেবকে সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করিলে তিনি তখন সমধিক শোভাসম্পন্ন হইলেন। বাদকেরা রাজার নির্দেশানুসারে অব্যগ্র-মনে শত সহস্র ভেরী ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। বীর-পুরুষেরা সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মেঘশূন্য নভোমণ্ডল হইতে অনবরত কর্দ্দম ও রুধিরময় বৃষ্টি নিপতিত, বজ্রাঘাত ও ভূকম্প হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে যোদ্ধগণের মন নিতান্ত বিহ্বল হইয়া উঠিল। আকাশবাণী ও নিরন্তর উল্কাপাত হইতে লাগিল। অনিষ্টসূচক শিবাগণ তারস্বরে চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল। ভীষ্মদেব সেনাপতির কার্য্য পরিগ্রহ করিলে এইরূপ নানাপ্রকার উৎপাত উপস্থিত হইতে লাগিল।

রাজা দুর্য্যোধন ব্রাহ্মণগণকে ধেনু ও নিষ্ক[1] প্রদানপূর্ব্বক সৈন্য ও ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে ভীষ্মকে পুরস্কৃত[2] করিয়া কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। তৎকালে আশীর্ব্বাদকেরা তাঁহাকে জয়াশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কর্ণের সহিত পরিভ্রমণপূর্ব্বক প্রভূত তৃণ ও ইন্ধন[3]-সম্পন্ন উর্ব্বর ও সমতল প্রদেশ পরিমাণ করিয়া শিবির-সংস্থাপন করিলে উহা হস্তিনাপুরীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

পাণ্ডবপক্ষে সেনাপতি নির্ব্বাচন

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! রাজা যুধিষ্ঠির বৃহস্পতিতুল্য বুদ্ধিমান্, পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমবান্[4], সমুদ্রের ন্যায় গভীর, হিমাচলের ন্যায় সুধীর, প্রজাপতির ন্যায় উদারগুণসম্পন্ন[5], দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী, দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শত্রুবিদারণসমর্থ[6],

১। স্বর্ণালঙ্কার। ২। অগ্রে সংস্থাপন। ৩। কাষ্ঠ। ৪। অবিচলিত। ৫। সর্ব্বত্র সমদর্শী। ৬। শত্রুনাশনসমর্থ।

ভূপালগণের অগ্রগণ্য মহাবীর ভীষ্মকে অতি ভীষণ লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রামে দীর্ঘকালের নিমিত্ত দীক্ষিত শ্রবণ করিয়া কি বলিলেন এবং ভীষ্ম, অর্জ্জুন ও মহামতি কৃষ্ণই বা কি কহিলেন ?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সমস্ত ভ্রাতৃগণ ও সনাতন বাসুদেবকে আহ্বান করিয়া শান্তবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ ! তোমরা চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ কর এবং বর্ম্মধারণ[১] করিয়া সাবধান হইয়া থাক। প্রথমতঃ পিতামহ ভীষ্মের সহিত তোমাদের যুদ্ধ উপস্থিত হইবে ; অতএব এক্ষণে সাত অক্ষৌহিণীর সাত জন সেনাপতি অবধারণ কর।" বাসুদেব কহিলেন, "মহারাজ ! আপনি সময়োচিত কর্ম্মই নির্দ্দেশ করিতেছেন ; উহাতে আমারও সম্মতি আছে ; অতএব অনতিবিলম্বে সাতটি সেনাপতি নিযুক্ত করুন।"

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির মহাবীর দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টকেতু, শিখণ্ডী ও মগধদেশাধিপতি সহদেব এই সাত জনকে বিধিপূর্ব্বক সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন। যিনি দ্রোণবিনাশের নিমিত্ত প্রদীপ্ত হুতাশনমধ্য হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, সেই মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন সর্ব্বসেনাপতিপদে নিযুক্ত হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের বাক্যানুসারে এই সমস্ত সেনাপতির আধিপত্য স্বীকার করিলেন এবং ধীমান্ জনার্দ্দন অর্জ্জুনের সারথি হইলেন।

অনন্তর নীলাম্বরধারী কৈলাসগিরিসদৃশ মধুপানমত্ত আরক্তলোচন বলদেব এই কুলক্ষয়কর ঘোরতর যুদ্ধ সমুপস্থিত দেখিয়া অক্রূর, গদ, শাম্ব, উদ্ধব, রৌক্মিণেয়[২] আহুক ও চারুদেষ্ণ প্রভৃতি বলদৃপ্ত[৩] বৃষ্ণিবংশীয় মহাবীরগণ-সমভিব্যাহারে দেবগণসুরক্ষিত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় মন্দ মন্দ গমনে পাণ্ডবগণের আবাসভবনে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ, পার্থ ও ভীমকর্ম্মা ভীমসেন তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র আসন হইতে উত্থিত হইলেন। পরে অর্জ্জুন ও অন্যান্য ভূপালগণ তাঁহাকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিলে বাসুদেব প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির কর দ্বারা তাঁহার কর গ্রহণ করিলে পর তিনি বৃদ্ধ রাজা বিরাট ও দ্রুপদকে নমস্কার করিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত উপবিষ্ট হইলেন।

কৃষ্ণ-প্রতি বলরামের উপদেশ—তীর্থযাত্রা

এইরূপে সকলেই আসন পরিগ্রহ করিলে রোহিণীনন্দন বলদেব কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "হে কৃষ্ণ ! অবিলম্বে অতি ভয়ঙ্কর লোকক্ষয় সমুপস্থিত হইবে ; আমি নিশ্চয় বোধ করিতেছি, এই দৈবঘটনা অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। এক্ষণে আমার অভিলাষ এই যে, তোমরা বান্ধবগণের সহিত অরোগ ও অক্ষত-শরীরে যুদ্ধ হইতে উত্তীর্ণ হও। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, এই একত্র সমবেত ভূপালগণের বিনাশকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে ; অতএব মাংসশোণিতময় মহৎ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইবে। আমি তোমাকে বারংবার নির্জ্জনে কহিয়াছিলাম, হে মধুসূদন ! তুমি আত্মীয়গণের সহিত একরূপ ব্যবহার কর, পাণ্ডবগণের ন্যায় দুর্য্যোধনও আমাদিগের প্রিয়পাত্র, তাঁহার সাহায্য ও অর্চ্চনা করা তোমার কর্ত্তব্য, কিন্তু তুমি অর্জ্জুনের প্রতি স্নেহবশতঃ তদ্বিষয়ে একান্ত পরাঙ্মুখ হইয়াছ। যখন তুমি পাণ্ডবগণের প্রতি পক্ষপাতপ্রদর্শন করিতেছ, তখন তাঁহাদিগের জয়লাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি তোমা ব্যতিরেকে অন্য লোককে অবলোকন করিতে অভিলাষী নহি, এই নিমিত্ত তুমি যাহা অনুষ্ঠান কর, তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকি। গদাযুদ্ধবিশারদ ভীম ও দুর্য্যোধন উভয়েই আমার শিষ্য, তাঁহাদিগের প্রতি আমার সমান স্নেহ, আমি কৌরবগণের বিনাশ উপস্থিত হইলে কদাচ উপেক্ষা করিতে পারিব না, অতএব এক্ষণে সরস্বতী নদীর তীর্থসমুদয় পর্য্যটন করিতে যাত্রা করিলাম।' এই বলিয়া বলদেব বাসুদেবকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া পাণ্ডবগণের আদেশানুসারে তীর্থপর্য্যটনার্থ নির্গত হইলেন।

ষট্পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

পাণ্ডবসাহায্যার্থ সসৈন্য রুক্মীর আগমন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, "হে মহারাজ ! এই অবসরে ইন্দ্রের প্রিয়সখা দাক্ষিণাত্যপতি অতি

১। অঙ্গরক্ষক পরিচ্ছদ—পোষাক। রুক্মিণীতনয়। ৩। বলোন্মত্ত।

যশস্বী ভোজরাজ হিরণ্যরোমা[1] ভীষ্মকের সত্য-সঙ্কল্প[2] ভুবনবিখ্যাত পুত্র রুক্মী গন্ধমাদনবাসী কিম্পুরুষদিগের মধ্যে প্রধান এক ব্যক্তির শিষ্য হইয়া চতুষ্পাদ ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি গাণ্ডীব, বিজয় ও শার্ঙ্গ, এ তিন দিব্য শরাসনের মধ্যে গাণ্ডীব ও শার্ঙ্গ ধনুর তুল্য তেজস্বী দিব্যলক্ষণসম্পন্ন বিজয় নামক মাহেন্দ্র-ধনু লাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গবাসিগণমধ্যে বরুণের গাণ্ডীব, মহেন্দ্রের বিজয় ও বিষ্ণুর শার্ঙ্গ এই তিন ধনুই দিব্য ও অতি তেজস্বী বলিয়া বিখ্যাত। ভগবান্ বাসুদেব অস্ত্রময়[3] পাশ সংছেদন করিয়া স্ববীর্য্য-প্রভাবে মুর নামক এক অসুরকে বিনাশ, ভৌম, নরককে পরাজয় এবং মণিকুণ্ডল হরণ করিয়া ষোড়শ সহস্র মহিলা, বিবিধ রত্ন ও বিপক্ষের ভয়াবহ তেজোময় উত্তম শার্ঙ্গ নামে শরাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর মহাবীর অর্জ্জুন খাণ্ডবদাহে ভগবান্ হুতাশন হইতে গাণ্ডীব লাভ করেন। রুক্মী জলধরনির্ঘোষের[4] ন্যায় গম্ভীর-ধ্বনিসম্পন্ন সেই মাহেন্দ্র ধনু লাভ করেন। প্রভূত বলবীর্য্যশালী ভোজপতি রুক্মী বহু গজবাজি-পরিবৃত হইয়া সমস্ত জগৎ বিত্রাসিত করিয়া পাণ্ডবগণের নিকট আগমন করিলেন। বাহু-বলগর্ব্বিত রুক্মী পূর্ব্বে ধীমান্ বাসুদেবের রুক্মিণী-হরণ সহ্য করিতে না পারিয়া, 'আমি কৃষ্ণকে বিনষ্ট না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না,' এইরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক প্রবৃদ্ধ[5] ভাগীরথীর ন্যায় বেগবতী বিচিত্র আয়ুধধারিণী চতুরঙ্গিণী সেনা-সমভিব্যাহারে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া-ছিলেন। পরে তাঁহার সন্নিহিত হইবামাত্র পরাজিত ও লজ্জিত হইয়া প্রতিগমন করিলেন। কিন্তু যে স্থানে বাসুদেব কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া-ছিলেন, তথায় ভোজকটক নামক প্রভূত সৈন্য ও গজবাজিসম্পন্ন সুবিখ্যাত এক নগর সংস্থাপন করিয়া-ছিলেন। এক্ষণে সেই নগর হইতে ভোজরাজ রুক্মী এক অক্ষৌহিণী সেনা-সমভিব্যাহারে সত্বর পাণ্ডবগণের নিকট আগমন করিয়া তাহাদের জ্ঞাতসারে কৃষ্ণের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত কবচ, ধনু, তরবার খড়গ ও শরাসন ধারণ করিয়া আদিত্যসঙ্কাশ[1] ধ্বজের সহিত পাণ্ডবসৈন্যমণ্ডলী-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

কুরু-পাণ্ডব-প্রত্যাখ্যাত রুক্মীর প্রস্থান

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার প্রত্যুদ্গমন ও যথোচিত সৎকার করিলেন। ভোজরাজ রুক্মী পূজিত ও অভিসংস্তুত[2] হইয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দন-পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ সসৈন্যে বিশ্রামসুখ অনুভব করিয়া বীরগণমধ্যে ধনঞ্জয়কে কহিতে লাগিলেন, "হে অর্জ্জুন! তুমি এইরূপ সহায়সম্পন্ন হইয়া যুদ্ধ করিতে ভীত হইও না; আমি অসহ্য বিষয়ও সহ্য করিব; আমার তুল্য বলবিক্রমশালী পুরুষ আর নাই। তুমি শত্রুসৈন্যের যে অংশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে, আমি অনায়াসেই তাহা সংহার করিব। এক্ষণে মহাবীর দ্রোণ, কৃপ, ভীষ্ম, কর্ণ এবং সমাগত ভূপালগণ স্বচ্ছন্দে অবস্থান করুন। আমি একাকী যুদ্ধে শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া তোমাকে পৃথিবী প্রদান করিব।"

অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত অর্জ্জুন রুক্মী কর্ত্তৃক পার্থিবগণসমক্ষে এইরূপ অভিহিত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক সখ্যভাব প্রকাশ করিয়া সহাস্যমুখে রুক্মীকে কহিতে লাগিলেন, "হে ভোজরাজ! আমি কৌরববংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; মহারাজ পাণ্ডুর পুত্র, দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য, বাসুদেব আমার সহায়তা করিয়া থাকেন ও গাণ্ডীব আমার শরাসন; সুতরাং এক্ষণে যুদ্ধে ভীত হইতেছি, এই কথা কিরূপে বলি? হে বীর! যখন আমি ঘোষযাত্রাকালে মহাবল গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন কে আমার সহায় ও সখা হইয়াছিল? যখন আমি দেবদানবসঙ্কুল ভয়ঙ্কর খাণ্ডবারণ্যে যুদ্ধ করিয়াছিলাম তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল? যখন আমি নিবাতকবচ ও কালকেয় দানবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল? যখন আমি বিরাটনগরে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখনই বা কে আমার সহায় হইয়াছিল? কোন্ ব্যক্তি যুদ্ধার্থে রুদ্র, শক্র, কুবের, যম, বরুণ, পাবক, কৃপ, দ্রোণ ও মাধবের আরাধনা করিয়া, তেজোময় সুদৃঢ় দিব্য গাণ্ডীবধারণ, অক্ষয় শর ও দিব্যাস্ত্র

১। স্বর্ণ বর্ণ রোমযুক্ত। ২। সংকল্পের সত্যতা রক্ষক। ৩। নাড়ীনির্ম্মিত। ৪। বজ্রধ্বনির। ৫। বেগে পরিবর্দ্ধিতা।

১। সূর্য্যতুল্য প্রভাশালী। ২। সম্মানিত।

পরিগ্রহ করিয়া 'ভীত হইতেছি' এই অযশস্কর কথা কহিতে সমর্থ হয়? হে মহাবাহো! আমার সহায়-সম্পত্তি কিছুই নাই, তথাপি আমি ভীত নহি। এক্ষণে তুমি যথেচ্ছ গমন বা এইস্থানেই অবস্থান কর, তদ্বিষয়ে আমার কোন আপত্তি নাই।"

অনন্তর রুক্মী সাগরসন্নিভ সেনা-সকল প্রতি-নিবৃত্ত করিয়া রাজা দুর্য্যোধন সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট পূর্ব্ববৎ এই কথা উল্লেখ করিলে বীরাভিমানী দুর্য্যোধন তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন মহারাজ রুক্মী বল-দেবের ন্যায় সমর-পরাঙ্মুখ হইয়া তীর্থপর্য্যটনার্থ বিনির্গত হইলেন। এ দিকে পাণ্ডবেরা মন্ত্রণা নিমিত্ত পুনরায় উপবেশন করিলেন। তখন পার্থিবগণ-সমাকুল সেই পাণ্ডবসভা তারকানিকর[১]-সুশোভিত চন্দ্রমণ্ডিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের কুরু-পাণ্ডব-প্রশ্নে সঞ্জয়ের উক্তি

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! কৌরবগণ কালপ্রেরিত হইয়া কুরুক্ষেত্রে ব্যূহিত[২] বিপুল সৈন্য মণ্ডলীমধ্যে কি করিয়াছিলেন? বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ যত্নবান হইলে রাজা ধৃত-রাষ্ট্র সঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে সঞ্জয়! কুরু ও পাণ্ডবগণের সেনানিবেশমধ্যে যে সকল বিষয় অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন কর। আমার মতে অদৃষ্টই বলবান্ ও পুরুষকার নিরর্থক; দেখ, আমি বিনাশফল[৩] যুদ্ধদোষ সমুদয় অবগত হইলেও কপটপর দ্যূতবেদী[৪] দুর্য্যোধনকে নিবারণ ও আপনার হিতানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইলাম না। আমার বুদ্ধি সততই দোষানুদর্শিনী[৫] হয় বটে, কিন্তু দুর্য্যোধনকে প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হয়। এইরূপে বোধ হয়, যাহা ঘটিবার, তাহা অবশ্যই ঘটিবে। ফলতঃ রণস্থলে দেহত্যাগ এক প্রশংসনীয় ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।"

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি যেরূপ কহিতেছেন ও যে প্রকার অভিলাষ করিতেছেন, ইহা আপনার সমুচিত হইয়াছে এবং এই দোষ রাজা দুর্য্যোধনের প্রতি আরোপ করাও আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে আমি যে কথার উল্লেখ করি, আপনি তাহা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি আপনার দুশ্চরিত দ্বারা অশুভ লাভ করে, সে কাল বা দৈবকে তাহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কদাচ সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি মনুষ্যমধ্যে গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে সকল লোকেরই বধ্য হইয়া থাকে। পাণ্ডবগণ কেবল আপনার নিমিত্ত দ্যূতক্রীড়াকালে অমাত্যগণের সহিত সেই সমস্ত কপটাচার সহ্য করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি স্থির-ভাবে সর্ব্বলোকক্ষয় এবং অশ্ব, গজ ও রাজগণের বিনাশসংবাদ শ্রবণ করিয়া একমনাঃ হইয়া অবস্থিতি করুন। পুরুষ স্বয়ং শুভাশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে না; দারুযন্ত্রের[১] ন্যায় অস্বতন্ত্র[২] হইয়া কার্য্যে নিয়োজিত হয়। কেহ ঈশ্বরের নির্দ্দেশে, কেহ স্বেচ্ছানুসারে, কেহ বা পূর্ব্বকর্ম্মফলে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে। এই তিন প্রকার ভিন্ন আর কিছু নয়নগোচর হয় না, অতএব আপনি এক্ষণে বিপদাপন্ন হইয়াও স্থিরচিত্তে সমরবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।"

সৈন্যনির্যাণপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

উলূকদূতাগমনপর্ব্বাধ্যায়

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রে হিরণ্বতী নদীর নিকট অবস্থান করিলে পর কৌরবেরাও তথায় প্রবেশ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন অভ্যাগত ভূপালগণকে সম্মান ও সেই স্থানে সেনা-নিবেশ সংস্থাপন করিয়া রক্ষণীয় দ্রব্যাদি সকল স্থাপিত করিয়া কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনি ও অন্যান্য পার্থিবগণকে আনয়নপূর্ব্বক মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অনন্তর শকুনির পরামর্শানুসারে উলূক-দূতকে আহ্বান করিয়া নির্জ্জনে কহিলেন, "হে উলূক! তুমি সোমক ও পাণ্ডবগণের নিকট গমন করিয়া আমার

১। নক্ষত্ররাজি। ২। ব্যূহমধ্যে রক্ষিত। ৩। পরিণাম বিনাশকর। ৪। ছলনাপূর্ণ পাশাক্রীড়ারত। ৫। দোষদর্শনকারিণী।

১। কাঠের যন্ত্রসদৃশ। ২। অবশ।

বাক্যানুসারে বাসুদেব-সমক্ষে তাঁহাদিগকে কহিবে, এক্ষণে বহুবর্ষচিন্তিত মহাভয়ঙ্কর কৌরব ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধ সমুপস্থিত হইয়াছে। সঞ্জয় যে কৌরবদিগের মধ্যে কৃষ্ণের, আপনার ও আপনার ভ্রাতৃগণের আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কাল সমুপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আপনারা যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার অনুষ্ঠান করুন। অনন্তর পাণ্ডবপ্রধান যুধিষ্ঠিরকে কহিবে যে, আপনি ধার্ম্মিক হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত কিরূপে অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন? আমি বোধ করিতাম, আপনি সকলকেই অভয় প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু এক্ষণে কিরূপে নৃশংসের ন্যায় সমস্ত জগৎ বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? যখন দেবগণ প্রহ্লাদের রাজ্য অপহরণ করিয়াছিলেন, তখন প্রহ্লাদ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া এই কথা কীর্ত্তন করেন, হে দেবগণ! যে ব্রতের দর্ভপাণিত্ব[১] প্রভৃতি ধর্ম্মচিহ্ন লোকমধ্যে বিখ্যাত হয় এবং পাপসমুদয় প্রচ্ছন্ন[২] থাকে, তাহা বৈড়ালব্রত[৩] বলিয়া অভিহিত হয়। এই বিষয়ে দেবর্ষি নারদ আমার পিতার নিকট যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

বিড়াল-তপস্বীর উপাখ্যান

কোন সময়ে এক দুরাত্মা মার্জ্জার সকল কর্ম্মে নিরপেক্ষ ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ভাগীরথীতীরে অবস্থান করিতে লাগিল এবং সকলের প্রত্যয়ের নিমিত্ত অহিংসাপরায়ণের ভাণ করিয়া 'আমি ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি,' এই কথা সকলের নিকট প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে বহুকাল গত হইলে ঐ মার্জ্জার পক্ষিগণের বিশ্বাসভাজন[৪] হইয়া উঠিল। তখন পক্ষীরা সমবেত হইয়া তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। মার্জ্জার পক্ষিসকলের আদরভাজন হইয়া মনে করিল, এত দিনে আমার ব্রতচর্য্যার[৫] ফললাভ ও স্বকার্য্য সংসাধিত হইল।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে মূষিকেরা[৬] তথায় সমুপস্থিত হইয়া ধর্ম্মপরায়ণ, ব্রতচারী, সাতিশয় দাম্ভিক[৭] মার্জ্জারকে অবলোকন করিয়া মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিল, আমাদের অনেক শত্রু, অতএব ইনি আমাদিগের মাতুল হইয়া আবালবৃদ্ধ সকলকেই রক্ষা করুন। অনন্তর তাহারা বিড়াল-সন্নিধানে গমন করিয়া কহিল, 'হে মার্জ্জারশ্রেষ্ঠ! আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম, এক্ষণে আমরা আপনার অনুগ্রহে স্বেচ্ছাক্রমে সঞ্চরণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি আমাদিগের একমাত্র গতি ও পরম সুহৃৎ। আপনি নিরন্তর ধর্ম্মকর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আছেন; অতএব যেমন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র দেবগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আমাদিগকে রক্ষা করুন।' তখন মূষিকান্তক[১] মার্জ্জার কহিল, 'হে মূষিকগণ! তপোনুষ্ঠান ও রক্ষাবিধান এই দুইটি বিষয়ের এককালীন অনুষ্ঠান নয়নগোচর হয় না; যাহা হউক, তোমাদের হিতানুষ্ঠান করা আমার কর্ত্তব্য হইতেছে; কিন্তু আমি যাহা বলিব, প্রতিদিন তোমাদিগকে তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে। আমি যখন নিয়মাবলম্বী হইয়া তপস্যায় নিতান্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইব, যখন আমার চলৎশক্তি রহিত হইবে, তখন তোমরা আমাকে এই স্থান হইতে ভাগীরথী-তীরে লইয়া যাইবে।' মূষিকেরা আবাল-বৃদ্ধ সকলেই মার্জ্জারের বাক্যে স্বীকার করিয়া তাহার হস্তে আপনাদিগকে সমর্পণ[২] করিল।

ডিণ্ডিক-মূষিক কথা

অনন্তর পাপাত্মা মার্জ্জার মূষিকদিগকে ক্রমে ক্রমে ভক্ষণ করিয়া পীবর[৩], দৃঢ়কায়[৪] ও লাবণ্যসম্পন্ন[৫] হইয়া উঠিল; কিন্তু মূষিকসকল পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইতে লাগিল। তখন মূষিকসকল একত্র সমবেত হইয়া কহিল, 'দেখ, আমাদিগের মাতুল মার্জ্জার প্রতিনিয়ত পরিবর্দ্ধিত হইতেছেন; আমরা সংখ্যায় অল্প হইতেছি।' এই অবসরে প্রাজ্ঞতম[৬] ডিণ্ডিক নামক এক মূষিক সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'হে মূষিকগণ! যখন তোমরা একত্র হইয়া নদীতীরে গমন করিবে, তৎকালে আমি একাকী মাতুলের সহিত তোমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব।' এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র মূষিকগণ তাহাকে সাধুবাদ প্রদান ও যথোচিত সৎকার করিয়া তাহার

১। কুশহস্ততা—করে কুশধারণ। ২। গুপ্ত। ৩। ভণ্ডতপস্যা—বিড়ালের আমিষ ত্যাগ তুল্য মিথ্যা ভাণ। ৪। প্রত্যয়ের পাত্র। ৫। অতিসন্ধির। ৬। ইন্দুরেরা। ৭। নিজগুণকীর্ত্তনকারী।

১। ইন্দুরভক্ষক। ২। আত্মসমর্পণ। ৩। স্থূল। ৪। কঠিনদেহ। ৫। শ্রীযুক্ত। ৬। অতি জ্ঞানী।

বাক্যানুসারে গঙ্গাতীরে গমন করিল। ডিণ্ডিকও মার্জ্জারের সহিত তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তখন মার্জ্জার সবিশেষ পরিজ্ঞাত না হইয়া ডিণ্ডিককে ভক্ষণ করিল। অনন্তর মূষিকেরা পরস্পর মন্ত্রণা করিবার নিমিত্ত সমবেত হইলে বৃদ্ধতম কোকিল নামে এক মূষিক কহিল, 'হে মূষিকগণ! আমাদের মাতুল ধর্ম্মার্থী[1] নহেন, ইনি কপট[2] শিখা ধারণ করিয়াছেন। ইঁহার বিষ্ঠা লোমযুক্ত দেখিতেছি, কিন্তু ফলমূলভোজীর পুরীষ কদাচ লোমশ[3] হয় না। আর ইঁহার কলেবর প্রতিনিয়ত পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, কিন্তু আমাদিগের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে; বিশেষতঃ আজি সাত আট দিন হইল, আমরা ডিণ্ডিককে আর দেখিতে পাই না।' এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র মূষিকেরা তথা হইতে ধাবমান[4] হইল; দুষ্ট বিড়ালও স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যে উলূকের প্রমুখাৎ দুরুক্তি

হে পাণ্ডব! তদ্রূপ আপনিও বিড়ালব্রত[5] অবলম্বন করিয়াছেন এবং মার্জ্জার যেরূপ মূষিকদিগের প্রতি ব্যবহার করিয়াছিল, সেইরূপ আপনিও জ্ঞাতিবর্গের সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করিতেছেন। আপনার কথা একরূপ, কিন্তু কার্য্য তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আপনি কেবল লোকদিগকে প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই বেদাধ্যয়ন ও শান্তি অবলম্বন করিয়াছেন; এক্ষণে কপটাচার পরিহার ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। আপনি লোকের নিকট ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত আছেন, অতএব নিজ বাহুবলে পৃথিবী লাভ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ধন দান ও পিতৃলোকের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করুন। রণে জয়লাভ করিয়া চিরদুঃখিনী জননীর অশ্রুজল মার্জ্জন ও সর্ব্বত্র সম্মান লাভ করুন। আপনারা আগ্রহাতিশয় সহকারে পঞ্চগ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা তাহা প্রত্যর্পণ করি নাই। ইহা ব্যতীত আপনাদিগের যুদ্ধোদ্যোগ ও ক্রোধোদ্রেকের কোন কারণ সন্দর্শন করি না। আমি আপনার নিমিত্তই দুষ্টস্বভাব বিদুরকে পরিত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে আপনি জতুগৃহদাহ-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া পুরুষকার প্রদর্শন করুন। যখন কৃষ্ণ কৌরবসভায় আগমন করেন, তৎকালে আপনি আমাদিগের কর্ণগোচর করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে কহিয়াছিলেন যে, আমি শান্তি অবলম্বন ও যুদ্ধোদ্যোগ উভয় বিষয়েই প্রস্তুত আছি; এক্ষণে সেই যুদ্ধকাল উপস্থিত হইয়াছে। যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়দিগের পরম লাভ আর কিছুই নাই; এই বলিয়া আমি সাংগ্রামিক দ্রব্য আহরণ করিয়াছি।

আপনি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ, পৃথিবীতে খ্যাতি লাভ এবং কৃপ ও দ্রোণাচার্য্য হইতে অস্ত্র শিক্ষা করিয়া এক্ষণে তুল্যবল ও তুল্যবংশসমুৎপন্ন[1] ব্যক্তি থাকিতে কি নিমিত্ত বাসুদেবকে আশ্রয় করিলেন?

কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কটূক্তি

হে উলূক! তুমি পাণ্ডবগণসমক্ষে বাসুদেবকে কহিবে, তুমি আপনার ও পাণ্ডবগণের নিমিত্ত যত্নবান্ হইয়া আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। সভামধ্যে মায়াপ্রভাবে যেরূপ শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই রূপ ধারণ করিয়া অর্জ্জুনের সহিত আমার প্রতি ধাবমান হও। ইন্দ্রজাল[2], মায়া বা অতি ভীষণ কুহক[3], এই সকল যুদ্ধে গৃহীতাস্ত্র[4] বীরপুরুষকে কদাচ বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় না। আমরাও মায়াবলে নভোমণ্ডলে পর্য্যটন, রসাতলে প্রবেশ, ইন্দ্রনগরী অমরাবতীতে গমন করিতে পারি এবং সশরীরে বিবিধ রূপপ্রদর্শন করিতে পারি, কিন্তু ভয়প্রদর্শনাদি দ্বারা আপনার সিদ্ধিলাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। ঈশ্বরই মনুষ্যকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়েন। কিন্তু এইরূপ বিভীষিকা কখনই তাঁহাদিগকে ভয়প্রদর্শন করিতে পারে না। হে কৃষ্ণ! তুমি কহিয়া থাক, আমি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে সমরে সংহার করিয়া পাণ্ডবগণকে রাজ্য প্রদান করিব; আমি যাঁহার সাহায্য করিয়া থাকি, সেই অর্জ্জুনের সহিত ধার্ত্তরাষ্ট্র-গণের শত্রুভাব জন্মিয়াছে; সুতরাং আর তাহাদের নিস্তার নাই; সঞ্জয় আমাকে এ সকল কহিয়াছে; অতএব তুমি এক্ষণে স্থিরপ্রতিজ্ঞ[5] ও পাণ্ডবগণের কার্য্যসাধনার্থ যত্নবান্ হইয়া পৌরুষপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। যে ব্যক্তি পৌরুষবলে বিপক্ষগণের শোক-বর্দ্ধন করিয়া থাকেন, তাঁহারই জন্ম সার্থক। হঠাৎ তোমার যশোরাশি লোকমধ্যে বিস্তীর্ণ হওয়াতে আজি

১। ধার্ম্মিক সন্ন্যাসী। ২। ভণ্ড। ৩। লোমযুক্ত। ৪। পলায়িত। ৫। ভণ্ড তপস্বিব্রত।

১। নিজকুলজাত। ২। যাদুবিদ্যা। ৩। ভ্রান্তিজনক মায়িক কার্য্য। ৪। অস্ত্রধারী। ৫। বাক্যরক্ষায় দৃঢ়—সত্যবাদী।

জানিলাম, অনেক পুংচিহ্ন[1]ধারী নপুংসক আছে। তুমি মহারাজ কংসের ভৃত্য; তোমার সহিত যুদ্ধ করা আমার সমকক্ষ ভূপালগণের কদাচ উচিত হয় না।

ভীম-নকুলাদির প্রতি উক্তি

হে উলূক। তুমি সেই বহুভোজী, তুবর[2], মূর্খ, বালক ভীমসেনকে বারংবার কহিবে, হে ভীম! তুমি পূর্ব্বে বিরাটনগরে বল্লব নামে বিখ্যাত হইয়া যে সূপকার[3]বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলে, তাহা আমারই পুরুষকার। পূর্ব্বে তুমি সভামধ্যে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা যেন মিথ্যা না হয়। এক্ষণে যদি তুমি সমর্থ হও, দুঃশাসনের শোনিত পান কর। তুমি কহিয়া থাক, আমি ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে সমরে বলপূর্ব্বক সংহার করিব। এক্ষণে তাহার কাল উপস্থিত হইয়াছে। তুমি পানভোজনে পুরুষকার লাভ করিতে পার; কিন্তু ভোজনই বা কোথায় ও যুদ্ধই বা কোথায়? যদি তুমি পুরুষকার প্রদর্শন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই গদা আলিঙ্গনপূর্ব্বক ধরাশয্যায় শয়ন করিবে। হে বৃকোদর! এক্ষণে বোধ হইতেছে, তুমি তৎকালে সভামধ্যে বৃথা আস্ফালন করিয়াছিলে। হে উলূক! তুমি আমার বাক্যানুসারে নকুলকে কহিবে, হে নকুল! তুমি সুস্থির হইয়া যুদ্ধ করিলে আমরা তোমার পৌরুষ দর্শন করিব। তুমি এক্ষণে যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনুরাগ, আমার প্রতি দ্বেষ ও দ্রৌপদীর ক্লেশপরম্পরা স্মরণ কর। হে দূত! ভূপালগণ-মধ্যে সহদেবকে কহিবে, হে সহদেব! তুমি সমুদয় ক্লেশ স্মরণ করিয়া যুদ্ধে যত্নবান্ হও। পরে বিরাট ও দ্রুপদকে কহিবে, হে বীরগণ! আমি তোমাদের গুণবান্ স্বামী, তথাপি তোমরা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইলে না; অতএব তোমরা অতি মূঢ়। আর রাজা যুধিষ্ঠির যখন তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তখন তিনিও মূঢ়! অতএব তোমরা একত্র সমবেত হইয়া আমাকেও বধ করিতে পার। এক্ষণে পাণ্ডবগণের উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত সমবেত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। হে উলূক! তুমি পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিবে, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! এক্ষণে সমরে দ্রোণাচার্য্যকে প্রাপ্ত হইয়া আপনার হিতকর বিষয় সমস্ত জ্ঞাত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া নিতান্ত দুষ্কর গুরুবধরূপ স্বীয় কার্য্যসংসাধনের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

হে উলূক! তুমি আমার বাক্যানুসারে শিখণ্ডীকে কহিবে, রাজা দুর্য্যোধন তোমাকে স্ত্রীলোকের ন্যায় নিতান্ত হীনবীর্য্য মনে করিয়া বিনাশ করিবেন না। নির্ভীক মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্মদেবই যুদ্ধ করিবেন; অতএব তুমি যত্নবান্ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; আমরা তোমার পৌরুষ প্রদর্শন করিব।"

পুনঃ অর্জ্জুনের প্রতি উক্তি

এই বলিয়া রাজা দুর্য্যোধন সহাস্যমুখে উলূককে কহিলেন, "হে দূত! আমি বাসুদেবসমক্ষে পুনরায় অর্জ্জুনকে কহিবে, হে অর্জ্জুন! আমাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তোমাকে এই পৃথিবী শাসন বা আমাদিগের শরজালে বিনষ্ট হইয়া রণস্থলে শয়ন করিতে হইবে। এক্ষণে নির্ব্বাসন-ক্লেশ, বনবাসদুঃখ ও দ্রৌপদীর পরাভববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া পুরুষকার প্রদর্শন কর। যে নিমিত্ত ক্ষত্রিয়রমণীরা সন্তান প্রসব করিয়া থাকেন, তাহার কাল উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি বল, বীর্য্য, শৌর্য্য, অস্ত্রলাঘব ও পৌরুষ প্রদর্শন করিয়া কোপ অপনীত[1] কর। বহুবিধ ক্লেশে ক্লিষ্ট, নিতান্ত দীন, দীর্ঘকাল প্রোষিত[2] ও ঐশ্বর্য্যপরিভ্রষ্ট[3] হইলে কোন্ ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ না হয়? পুরুষপরম্পরাগত[4] রাজ্য আক্রমণ করিলে কোন্ সংকুলজাত মহাবীর পরস্বাপহরণ-পরাঙ্মুখ[5] ব্যক্তির ক্রোধের উদ্রেক না হয়? যে ব্যক্তি অকর্ম্মণ্য হইয়া কেবল বাক্য দ্বারা আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকে, সে কাপুরুষ। অতএব তুমি পূর্ব্বে যে সকল কথা কহিয়াছিলে, কার্য্যে তাহা প্রদর্শন কর। বিপক্ষগণের হস্তগত স্থান ও রাজ্য পুনরায় উদ্ধার কর; যুদ্ধার্থী ব্যক্তির এই দুইটিই প্রয়োজন। এক্ষণে পৌরুষ প্রদর্শন করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। তুমি দ্যূতে পরাজিত হইয়াছ এবং তোমাদের প্রণয়িনী দ্রুপদনন্দিনী সভায় আনীত হইয়াছিল; সুতরাং ইহাতে পুরুষাভিমানী ব্যক্তির অবশ্যই ক্রোধোদ্রেক[6] হইতে পারে। তুমি দ্বাদশ বৎসর বনে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলে এবং এক বৎসর বিরাটের

১। পুরুষলক্ষণ। ২। একশৃঙ্গ গো। ৩। পাচক।

১। নিরসন—দূর। ২। প্রবাসিত—প্রবাসে স্থিত। ৩। বিষয়চ্যুত। ৪। পূর্ব্বপুরুষ হইতে ধারাবাহিকরূপে আগত। ৫। পরধন হরণে বিমুখ। ৬। ক্রোধের উদয়।

দাসত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার ভবনে অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলে। এক্ষণে তুমি নির্ব্বাসনদুঃখ ও দ্রুপদ-নন্দিনীর ক্লেশ স্মরণ করিয়া পৌরুষ প্রদর্শন কর। যাহারা বারংবার তোমার প্রতি শক্রসমুচিত কথা প্রয়োগ করিয়াছিল, তুমি তাহাদিগের উপর রোষ প্রকাশ কর, রোষই পুরুষকার। তুমি পুরুষকার-সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; লোকে রণস্থলে তোমার ক্রোধ, বল, বীর্য্য, জ্ঞানযোগ ও লঘুহস্ততা দর্শন করুক। তোমার অস্ত্রশস্ত্রের নীরাজনবিধি[1] সমাহিত, কুরুক্ষেত্র কর্দ্দমশূন্য, অশ্বসকল হৃষ্টপুষ্ট ও যোদ্ধৃগণ সুসজ্জিত হইয়াছে; অতএব কল্যই কেশবকে সহায় করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি রণস্থলে ভীষ্মের সহিত সমাগত না হইয়া বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ। যেমন মন্দগামী ব্যক্তি গন্ধমাদন-পর্ব্বতে আরোহণ করিবার নিমিত্ত আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকে, তদ্রূপ তুমিও আত্মশ্লাঘা করিতেছ; এক্ষণে অহঙ্কার পরিহার করিয়া পুরুষকার প্রদর্শন কর। তুমি নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ সূতপুত্র, মহাবল-পরাক্রান্ত শল্য ও দেবরাজ তুল্য দ্রোণাচার্য্যকে পরাজিত না করিয়া কিরূপে রাজ্যাভিলাষ করিতেছ? যিনি ব্রহ্মবিদ্যা ও ধনুর্ব্বিদ্যার আচার্য্য, যিনি বেদ ও শাস্ত্র-বিদ্যায় পারদর্শী, যিনি যুদ্ধের সকলের ধুরন্ধর[2] এবং নিতান্ত অক্ষুব্ধ, সেই সেনানায়ক বিজয়ী দ্রোণাচার্য্যকে পরাজিত করিতে বৃথা ইচ্ছা করিয়াছ। বায়ুভরে সুমেরুগিরি উন্মূলিত হইয়াছে, এ কথা আমরা কখনই শ্রবণ করি নাই। তুমি যাহা কহিয়াছ, তাহা যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে অনিল সুমেরু বহন করিবে, নভোমণ্ডল ভূতলে নিপতিত হইবে এবং যুগ পরিবর্ত্তিত হইবে।

কোন্ ব্যক্তি ভীষ্ম বা দ্রোণের শরে আহত হইয়া জীবনাভিলাষী হইয়া থাকে? অর্জ্জুন হউক বা অন্য ব্যক্তিই হউক, দ্রোণ ও ভীষ্মের শরাঘাত প্রাপ্ত হইলে কেহই নির্ব্বিঘ্নে গৃহে প্রতিগমন করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহারা যাহাকে বিনাশ করিতে অভিলাষ করেন, সে নিদারুণ শরজালে ভিন্নকলেবর[3] হইয়া জীবিকাবস্থায় তাঁহাদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কদাচ গমন করিতে পারে না। রে মূঢ়মতে! তুমি কূপমণ্ডুকের[4]

১। অর্চ্চন ও আবৃত্তি দ্বারা সুসংস্কৃত। ২। শ্রেষ্ঠ কৃতাস্ত্র—কৃতবিদ্য। ৩। ছিন্নদেহ। ৪। সর্ব্ববিষয়ে অবিদিত—ব্যাঙ্, কূপে থাকে, সে মনে করে—কূপ ভিন্ন সংসারে আর কোন স্থান নাই।

ন্যায় নৃপতিরক্ষিত দেবসেনাসদৃশ নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ সেনাসমুদয় সমবেত হইয়াছে, ইহা কি অবগত হইতেছ না? আমি যখন হস্তিসৈন্যমধ্যে অবস্থিত হইব, তৎকালে কি তুমি আমার ও দুর্নিবার বেগবতী ভাগীরথী-প্রবাহের ন্যায় অনিবার্য্য পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরদেশীয় ভূপাল, কাম্বোজ, শক, খশ, শাম্ব, মৎস্য কুরুমধ্যদেশীয় ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, দ্রবিড় ও অন্ধকসঙ্কুল জনসমূহের সহিত সংগ্রাম করিতে অভিলাষ করিতেছ? আমরা রণস্থলে তোমার অক্ষয় তূণীর, অগ্নিদত্ত রথ ও দিব্য কেতুর প্রভাব অবগত হইব। তুমি অহঙ্কারপরতন্ত্র না হইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হও, আত্মশ্লাঘা করিলে কি হইবে? রণস্থলে নানা-প্রকার অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করিলেই শ্লাঘা সফল হইয়া থাকে; কিন্তু কেবল বাক্যে কদাচ উহা সপ্রমাণ হইতে পারে না। শ্লাঘা প্রকাশ করিতে কেহই অশক্ত নহে; যদি কেবল শ্লাঘা প্রকাশ করিলে কার্য্য সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে সকলেই কৃতকার্য্য হইতে পারিত। আমি তোমার তালপ্রমাণ গাণ্ডীব ও প্রধান সহায় বাসুদেবকে জ্ঞাত হইয়াছি; তোমার সদৃশ যোদ্ধা আর নাই, তাহাও সবিশেষ অবগত আছি; তথাপি তোমার সমস্ত রাজ্য-সম্পত্তি অপহরণ করিয়া ভোগ করিতেছি।

মানবগণ কখন সঙ্কল্প দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয় না, বিধাতাই সঙ্কল্প দ্বারা অনুকূল কার্য্য সকল সংসাধন করিয়া থাকেন। দেখ, আমি তোমাকে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিয়া ত্রয়োদশ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়াছি; এক্ষণে আবার বান্ধবগণের সহিত তোমাকে সংহার করিয়া সেই রাজ্য শাসন করিব। যখন তুমি দাসত্বপণে পরাজিত হইয়াছিলে, তখন তোমার গাণ্ডীব এবং ভীমসেনের বলবীর্য্য ও গদা কোথায় ছিল? দ্রৌপদী ব্যতিরেকে তোমাদিগের মুক্তিলাভের আর প্রত্যাশা ছিল না। সেই দ্রৌপদীই তোমাদিগকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে বিমোচন করিয়াছে। তোমরা বিরাটনগরে মনুষ্যত্বশূন্য হইয়া দাসকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলে; সুতরাং আমি যে তৎকালে তোমাদিগকে ষণ্ডতিল[1] কহিয়াছিলাম, তাহা নিতান্ত অমূলক নহে। আমারই পৌরুষপ্রভাবে ভীম বিরাটরাজের মহানসে[2] সূপকারবৃত্তি অবলম্বন করিয়া একান্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়াছিল; তুমি

১। শাঁসশূন্য তিল—তিলের খোসা। ২। রন্ধনশালায়।

ষণ্ডবেশ[1] পরিগ্রহ ও বেণী ধারণ করিয়া বিরাটরাজ-দুহিতা উত্তরাকে নৃত্য শিক্ষা করাইয়াছিলে। দেখ, ক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি এইরূপই দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। স্ত্রীবেশধারী পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা অধম; কারণ, কামিনীরা স্মরযুদ্ধ[2] উপস্থিত হইলে পরাঙ্মুখ হয় না, কিন্তু স্ত্রীবেশধারী পুরুষ পলায়ন করে; অতএব আমি তোমার ও বাসুদেবের ভয়ে ভীত হইয়া কদাচ রাজ্য প্রদান করিব না, তুমি এক্ষণে কেশব-সমভিব্যাহারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। মায়া, ইন্দ্রজাল বা অতি ভীষণ কুহকসকল সমরে অস্ত্রধারী বীরপুরুষকে কখনই বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় না। সহস্র বাসুদেব বা শত শত অর্জ্জুন সমরে আমার সম্মুখীন হইলেও অবশ্যই তাহাদিকে দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিতে হইবে। তুমি সংযুগে[3] ভীষ্মের সহিত সমাগত হও বা মস্তক দ্বারা গিরি বিদীর্ণ কর অথবা বাহু দ্বারা অগাধ[4] সৈন্যসাগর[5] উত্তীর্ণ হও, আমার সম্মুখীন হইলে দিগ্‌দিগন্তে[6] পলায়ন করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ মহাসাগরে শারদ্বত মীন, বিবিংশতি উরগ, ভীষ্ম প্রবল বেগ, দ্রোণ দুরাসদ[7] গ্রাহ[8], কর্ণ আবর্ত্ত, কাম্বোজ বাড়বানল, সোমদত্তি তিমিঙ্গিল, বৃহদ্বল মহাতরঙ্গ, শ্রুতায়ু, হৃদ্দিক্য ও যুযুৎসু সলিল, ভগদত্ত প্রবল মারুত, দুঃশাসন মহাপ্রবাহ, জয়দ্রথ অভ্যন্তর গিরি[9], শকুনি কূল[10], সুগণ মাতঙ্গ[11], চিত্রায়ুধ নক্র[12] এবং পুরুমিত্র গাম্ভীর্য্য। তুমি যখন ঐ মহাসমুদ্রে অবগাহন করিয়া হতবান্ধব ও পরিশ্রমে একান্ত ক্লান্তচিত্ত হইবে, তখন তোমার পরিতাপের আর পরিসীমা থাকিবে না। যেমন অশুচি ব্যক্তির মন স্বর্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ তোমার মন পৃথিবীর-শাসন হইতে বিনিবর্ত্তিত[13] হইবে। যেমন তপোনুষ্ঠান, পরাঙ্মুখ ব্যক্তি স্বর্গ প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করে, তদ্রূপ তুমিও নিতান্ত দুর্লভ রাজ্য লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ।"

১। নপুংসকবেশ—ক্লীবভাব। ২। কামযুদ্ধ। ৩। যুদ্ধে। ৪। অসীম। ৫। সৈন্যরূপ সমুদ্র—গভীর জল বলিয়া সাগরের যেমন তল নিরূপিত হয় না, সৈন্যও অগণিত বলিয়া তাহার সংখ্যা করা যায় না। ৬। সর্ব্বদিকে। ৭—৮। দুর্দ্ধর্ষ মকর। ৯। জলমধ্যস্থ পর্ব্বত। ১০। তীর। ১১। জলহস্তী। ১২। কুম্ভীর। ১৩। নিবৃত্ত।

একোনষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

উলূকের যুধিষ্ঠিরসমীপে দৌত্যকার্য্য

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, কৈতব্য[1] উলূক পাণ্ডবগণের সেনানিবেশে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিল, "মহারাজ! আপনি দূতবাক্যে অভিজ্ঞ; অতএব রাজা দুর্য্যোধন যে সমস্ত কথা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হইবেন না।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে উলূক! তোমার কোন ভয় নাই; সেই অদূরদর্শী[2] লুব্ধ দুর্য্যোধন যাহা কহিয়াছে, তুমি তাহা অকুণ্ঠিত-চিত্তে কীর্ত্তন কর।"

তখন উলূক পাণ্ডব, সৃঞ্জয়, মৎস্য ও অনেকানেক নৃপতিগণ, মহাপতি[3] কৃষ্ণ, সপুত্র বিরাট ও দ্রুপদসন্নিধানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিল, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন কৌরবগণসমক্ষে আপনাকে যাহা কহিয়াছেন, শ্রবণ করুন:—"হে যুধিষ্ঠির! আপনি দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইলে আপনাদের প্রণয়িনী দ্রুপদনন্দিনী সভামধ্যে আনীত হইয়াছিল; সুতরাং ইহাতে পুরুষাভিমানী ব্যক্তির অবশ্যই রোষোদ্রেক হইতে পারে। আপনারা দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে বাস ও এক বৎসর বিরাটের দাসত্ব স্বীকার করিয়া বিরাটভবনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এক্ষণে পূর্ব্ব অমর্ষ, রাজ্যাপহরণ, বনবাস ও দ্রৌপদীর ক্লেশ স্মরণ করিয়া পুরুষকার প্রদর্শন করুন। ভীম অশক্ত হইয়াও 'আমি দুঃশাসনের রুধির পান করিব' এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিল, এক্ষণে যদি সমর্থ হয়, তাহার অনুষ্ঠান করুক। অস্ত্র-শস্ত্রের নীরাজনবিধি সমাহিত হইয়াছে, কুরুক্ষেত্র কর্দ্দমশূন্য, পথ সকল সমতল ও আপনার অশ্বগণও হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে; অতএব কল্যই কেশব-সমভিব্যাহারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন। আপনি রণস্থলে ভীষ্মদেবের সহিত সমাগত না হইয়া কেন আত্মশ্লাঘা করিতেছেন? যেমন মন্দগামী ব্যক্তি গন্ধমাদন-পর্ব্বতে আরোহণ করিবার অভিলাষে শ্লাঘা করিয়া থাকে, তদ্রূপ আপনিও আপনার শ্লাঘা করিতেছেন। এক্ষণে অহঙ্কার পরিহার করিয়া পুরুষকার প্রদর্শন করুন। আপনি একান্ত দুরাক্রম্য সূতপুত্র, মহাবল-পরাক্রান্ত শল্য ও দেবরাজতুল্য প্রভাবসম্পন্ন দ্রোণাচার্য্যকে পরাজয় না করিয়া

১। কিতবতনয়। ২। ভবিষ্যৎ দর্শনে অসমর্থ। ৩। সর্ব্বপালক।

কিরূপে রাজ্যলাভের অভিলাষ করিতেছেন? যিনি ব্রহ্মবিদ্যা ও ধনুর্বিবদ্যার আচার্য্য, যিনি বেদ ও শাস্ত্র-বিদ্যায় পারগ, যিনি যুদ্ধের সমগ্র-ধুরন্ধর[১] এবং নিতান্ত অক্ষুব্ধ, সেই সেনানায়ক বিজয়ী দ্রোণাচার্য্যকে পরাজিত করিতে বৃথা ইচ্ছা করিয়াছেন। বায়ুবেগে সুমেরুগিরি উন্মূলিত হইয়াছে, এ কথা আমরা কখনই শ্রবণ করি নাই। আপনি আমাকে যেরূপ কহিয়াছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অনিল[২] সুমেরু[৩] বহন করিবে, নভোমণ্ডল ভূতলে নিপতিত হইবে এবং যুগ পরিবর্ত্তিত হইবে। কোন্ ব্যক্তি অরিনিসূদন দ্রোণকে প্রাপ্ত হইয়া জীবনাভিলাষ করিয়া থাকে? গজ, অশ্ব বা রথ, ইহারাও দ্রোণাচার্য্যকে প্রাপ্ত হইয়া কখনই নির্বিবঘ্নে গৃহে প্রতিগমন করিতে সমর্থ হয় না। দ্রোণ ও কর্ণ যাহাকে বিনাশ করিতে অভিলাষী হয়েন, সে নিদারুণ শরজালে ভিন্নকলেবর হইয়া জীবিতাবস্থায় তাঁহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া কদাচ গমন করিতে পারে না। আপনি কূপমণ্ডূকের ন্যায়, নৃপতিরক্ষিত দেবসেনা সদৃশ নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ যে সেনাসমুদয় সমবেত হইয়াছে, ইহা কি অবগত হইতেছেন না? হে অল্পবুদ্ধে! আমি যখন নাগবল[৪]মধ্যে অবস্থিত হইব, তৎকালে কিরূপে আপনি আমার ও দুর্নিবার বেগবতী ভাগীরথীপ্রবাহের ন্যায় অনিবার্য্য পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরদেশীয় ভূপাল, কাম্বোজ, শক, খগ, শাম্ব, মৎস্য, কুরুমধ্যদেশীয় ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, দ্রবিড় ও অন্ধকগণসঙ্কুল জনসমূহের সহিত সংগ্রাম করিতে অভিলাষ করিতেছেন?"

অর্জ্জুন সম্বন্ধে দৌত্যকার্য্য

অনন্তর উলূক প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অর্জ্জুনকে কহিতে লাগিল, মহারাজ দুর্য্যোধন আপনাকে বলিবার জন্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা যথাযথ ভাবে নিবেদন করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন,—"হে ধনঞ্জয়! তুমি এক্ষণে অহঙ্কারশূন্য হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, বারংবার আত্মশ্লাঘা করিতেছ কেন? সমরে যুদ্ধের নানাপ্রকার রীতি-পদ্ধতি প্রদর্শন করিলে শ্লাঘা সফল হইয়া থাকে। দেখ, শ্লাঘা প্রকাশে কেহই অশক্ত নহে, যদি কেবল শ্লাঘা প্রকাশ করিলেই কার্য্য সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে সকলেই কৃতকার্য্য হইতে পারিত। তোমার তালপ্রমাণ গাণ্ডীব ও প্রধান সহায় বাসুদেবকে জ্ঞাত হইয়াছি; তোমার তুল্য যোদ্ধা আর নাই, ইহাও সবিশেষ অবগত আছি; তথাপি তোমার সমুদয় রাজ্যসম্পত্তি অপহরণ করিয়া ভোগ করিতেছি। মানবগণ কখন সঙ্কল্প দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয় না; বিধাতাই সঙ্কল্প দ্বারা অনুকূল কার্য্য সকল সংসাধন করিয়া থাকেন। দেখ, আমি তোমাকে দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়া ত্রয়োদশ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়াছি; এক্ষণে আবার বান্ধবের সহিত তোমাকে সংহার করিয়া পুনর্ব্বার পৃথিবী শাসন করিব। যখন তুমি দাসত্বপণে পরাজিত হইয়াছিলে, তৎকালে তোমার গাণ্ডীবপ্রভাব এবং ভীমের বলবীর্য্য ও গদা কোথায় ছিল? দ্রৌপদী ব্যতিরেকে তোমাদের মুক্তিলাভের আর প্রত্যাশা ছিল না; সেই দ্রৌপদীই তোমাদিগকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে বিমোচিত করিয়াছে। তোমরা বিরাটনগরে মনুষ্যত্বশূন্য হইয়া দাসকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলে; সুতরাং আমি তোমাদিগকে যে ষণ্ডতিল বলিয়াছিলাম, তাহা নিতান্ত অমূলক নহে। আমারই পৌরুষপ্রভাবে ভীম বিরাটের মহানসে সুপকারবৃত্তি অবলম্বন করিয়া একান্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়াছিল। তুমি ষণ্ডবেশ পরিগ্রহ ও বেণীধারণ করিয়া বিরাটকন্যা উত্তরাকে নৃত্য শিক্ষা করাইয়াছিলে। দেখ, ক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয়গণের প্রতি এইরূপই দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। আমি তোমার ও বাসুদেবের ভয়ে ভীত হইয়া কখনই রাজ্য প্রদান করিব না; তুমি এক্ষণে কেশবসমভিব্যাহারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। মায়া, ইন্দ্রজাল[১] বা অতি ভীষণ কুহক[২] সকল সমরে অস্ত্রধারী বীরপুরুষকে কদাচ বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় না। সহস্র বাসুদেব বা শত শত অর্জ্জুন সমরে আমার সম্মুখীন হইলেও অবশ্যই তাহাদিগকে দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিতে হইবে। তুমি যুদ্ধে ভীষ্মদেবের সহিত সমাগত হও বা মস্তক দ্বারা গিরি বিদীর্ণ কর অথবা বাহু দ্বারা অগাধ সৈন্যসাগর উত্তীর্ণ হও, আমার সম্মুখীন হইলে দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিতে হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। ঐ মহাসাগরে শারদ্বত মীন, বিবিংশতি উরগ, ভীষ্ম প্রবল বেগ, দ্রোণ দুরাসদ গ্রাহ, কর্ণ আবর্ত্ত, কম্বোজ বাড়বানল,

১। সকলের শ্রেষ্ঠ। ২। বাতাস। ৩। পর্ব্বত। ৪। গজারোহী সৈন্য।

১। বাদুবিদ্যা। ২। মোহকারক মিথ্যা ঘটনা।

সোমদত্তি তিমিঙ্গিল, বৃহদ্বল মহাতরঙ্গ, শ্রুতায়ু, হার্দ্দিক্য ও যুযুৎসু সলিল, ভগদত্ত প্রবল মারুত, দুঃশাসন মহাপ্রবাহ, জয়দ্রথ অভ্যন্তর-গিরি[১], শকুনি কূল; সুষেণ মাতঙ্গ, চিত্রায়ুধ নক্র এবং পুরুমিত্র গাম্ভীর্য্য। তুমি যখন ঐ মহাসাগরে অবগাহন[২] করিয়া হতবান্ধব ও পরিশ্রমে একান্ত ক্লান্তচিত্ত হইবে, তখন তোমার পরিতাপের আর পরিসীমা থাকিবে না। যেমন অশুচি ব্যক্তির মন স্বর্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ তোমার মন পৃথিবীর শাসন হইতে বিনিবর্ত্তিত হইবে[৩]। যেমন তপোনুষ্ঠান-পরাঙ্মুখ ব্যক্তি স্বর্গ প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করে, সেইরূপ তুমিও নিতান্ত দুর্লভ রাজ্য লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ।"

ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

উলূক-বাক্যে পাণ্ডবগণের ক্রোধ

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক কপট-দ্যূতে পরাভূত হইয়া পূর্ব্বাবধিই জাত-ক্রোধ হইয়া আছেন; এক্ষণে আবার উলূক ভুজঙ্গসদৃশ অর্জ্জুনকে বাক্যশলাকা দ্বারা আহত করিলে তাঁহারা সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া উঠিলেন। পরে তাঁহারা সহসা আসন হইতে সমুত্থিত হইয়া বাহুবিক্ষেপ সহকারে ক্রোধভরে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন অধোমুখে অতি ভীষণ আশীবিষের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রোষকষায়িতলোচনে[৪] কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন মহামতি বাসুদেব ভীমসেনকে নিতান্ত নিপীড়িত[৫] ও একান্ত ক্রুদ্ধ বিবেচনা করিয়া সহাস্যমুখে উলূককে কহিলেন, "হে উলূক! তুমি শীঘ্র গমন করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিবে,—পাণ্ডবেরা তোমার বাক্য শ্রবণ ও তাহার যথার্থ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; এক্ষণে তোমার যেরূপ অভিপ্রায়, তাহাই হইবে।" কৃষ্ণ এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি পুনরায় দৃষ্টিপাত করিলেন।

অনন্তর উলূক সর্ব্বসমক্ষে কৃষ্ণ ও পাণ্ডব প্রভৃতি সকলকে পুনর্ব্বার সেই সমস্ত কথা কহিল। মহাবীর অর্জ্জুন উলূকের নিদারুণ বাক্য-শ্রবণে নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া ললাট মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। সভাস্থ সমস্ত নৃপতি অর্জ্জুনকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া ক্রোধ সংবরণ করিতে সমর্থ হইলেন না; প্রত্যুত বাসুদেবও অর্জ্জুনের প্রতি দুর্য্যোধনপ্রযুক্ত তিরস্কারবাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি, কৈকেয়রা পঞ্চভ্রাতা, রাক্ষস ঘটোৎকচ, দ্রুপদপুত্র, অভিমন্যু, ধৃষ্টকেতু ও যমজ নকুল-সহদেব, ইঁহারা আরক্তলোচনে পরস্পরের কেয়ূর[১] বিভূষিত চন্দনচর্চ্চিত রুচির[২] কর গ্রহণ করিয়া দশনে দশনে[৩] নিষ্পেষণ ও সৃক্কণী[৪] লেহন[৫] পূর্ব্বক সহসা আসন হইতে সমুত্থিত হইলেন।

দুর্য্যোধনের উদ্দেশে উলূকপ্রমুখাৎ ভীমবাক্য

অনন্তর বৃকোদর তাঁহাদিগের আন্তরিক অভিপ্রায় সম্যক্ অবগত ও ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া মহাবেগে উত্থিত হইলেন এবং নেত্রদ্বয় উন্নত করিয়া দন্তের কটকটা শব্দ ও হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ[৬] করিয়া উলূককে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, —"হে উলূক! দুর্য্যোধন আমাদিগকে অশক্ত বোধ করিয়া যে সমস্ত উত্তেজনাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, তাহা শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আমি যাহা প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, তুমি তাহা সূতপুত্র কর্ণ, দুরাত্মা শকুনি ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণসমক্ষে দুর্য্যোধনকে শ্রবণ করাইবে;—রে দুরাচার! আমরা জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের প্রীতিসাধনোদ্দেশে[৭] তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি কিন্তু তুমি তাহা আপনার সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছ না। ধর্ম্মরাজ পাণ্ডুনন্দন জ্ঞাতিকুলের মঙ্গলাভিলাষে বাসুদেবকে সন্ধিস্থাপনার্থ কৌরবগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি কালপ্রেরিত বা কালগ্রাসে নিপতিত হইতে অভিলাষী হইয়া আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; কল্য নিশ্চয়ই যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। আমি তোমার ও তোমার ভ্রাতৃগণের বধসাধনার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম; তাহা অবশ্যই সফল হইবে, তদ্বিষয়ে বিচার করিবার আর আবশ্যকতা নাই। যদি মহাসাগর বেলাভূমি[৮] অতিক্রম করে, পর্ব্বত

১। প্রত্যন্ত পর্ব্বত—বড় বড় পাহাড়ের মধ্যে ছোট ছোট পাহাড়। ২। বীরগণরূপ সমুদ্রে অবতরণ। ৩। তুমি মরিয়া যাইবে। ৪। ক্রোধে আরক্তনেত্র। ৫। মর্ম্মবেদনাযুক্ত।

১। বালা। ২। মনোজ্ঞ। ৩। দাঁতে দাঁত। ৪। অধর ও ওষ্ঠ। ৫। জিহ্বা দিয়া চাটা। ৬। করে করে মর্দ্দন। ৭। প্রীতিবিধানের জন্য। ৮। তীর।

যদি বিদীর্ণ হয়, তথাপি আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। হে দুর্ব্বুদ্ধে! যদি যম, কুবের বা রুদ্র তোমার সহায় হয়েন, তথাচ পাণ্ডবেরা প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে কখনই পরাঙ্মুখ হইবেন না। আমি যখন স্বেচ্ছানুসারে দুঃশাসনের রুধির পান করিব, তৎকালে যদি কোন ক্ষত্রিয় ভীষ্মকেও পুরস্কৃত[1] করিয়া আমার নিকট আগমন করেন, আমি তাঁহাকে যমসদনে[2] প্রেরণ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি আত্মাকে[3] স্পর্শ করিয়া শপথ[4] করিতেছি, ক্ষত্রিয়গণসমক্ষে যাহা কহিয়াছিলাম, নিশ্চয়ই তাহার অনুষ্ঠান করিব।"

দুর্য্যোধনের উদ্দেশে সহদেবের প্রত্যুক্তি

সহদেব ভীমসেনের বাক্য শ্রবণানন্তর উলূকের সমক্ষে দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে লোহিতনয়নে সেনাগণসমক্ষে বীরপুরুষোচিত কথা কহিতে লাগিলেন,—"রে পাপ! তুমি আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া তোমার পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে কহিবে, যদি তোমার সহিত ধৃতরাষ্ট্রের কোন সম্পর্ক না থাকিত, তাহা হইলে কৌরবগণের সহিত আমাদিগের কখনই ভেদ[5] হইত না। তুমি অতি পাপিষ্ঠ; তুমি ধৃতরাষ্ট্রকুলের উন্মূলন ও লোকবিনাশের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছ। তোমার পাপাত্মা পিতা জন্মাবধি আমাদিগের সহিত প্রতিনিয়ত নৃশংসাচরণ[6] করিয়া থাকেন, সেই নৃশংসাচারমূলক চিরাগত বৈর[7] আজি তোমা হইতেই নির্ম্মূল হইবে। আমি শকুনির সমক্ষে অগ্রে তোমাকে সংহার করিয়া পরে সকল ধনুর্দ্ধারীদিগের সমক্ষে দুষ্ট শকুনিকে বিনষ্ট করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।" মহাবল অর্জ্জুন ভীম ও সহদেব উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্যমুখে ভীমসেনকে কহিলেন, "হে বৃকোদর! যাহাদের সহিত আপনার শত্রুভাব সঞ্জাত হইয়াছে, তাহারা এ স্থানে নাই; এক্ষণে মৃত্যুর[8] বশীভূত হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে গৃহে অবস্থান করিতেছে। যথোক্তভাষী[9] দূতের অপরাধ কি? অতএব আপনি উলূকের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিবেন না।" অর্জ্জুন ভীমপরাক্রম-ভীমকে এইরূপ কহিয়া মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সুহৃদ্বর্গকে কহিলেন, "হে বান্ধবগণ! সেই পাপপরায়ণ দুর্য্যোধন আমার ও বাসুদেবের বিশেষরূপে নিন্দা করিয়াছে; আপনারা তাহাই শ্রবণ করিয়া আমাদিগের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছেন। আমি বাসুদেবের প্রভাবে ও আপনাদিগের যত্নে ক্ষত্রিয়গণ ও ভূপালদিগকে গণনা[1] করি না। দুর্য্যোধন কহিয়াছে, কল্যই যুদ্ধ উপস্থিত হইবে; আমি সেনামুখে[2] গাণ্ডীব দ্বারা ইহার প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রদান করিব, বাক্যে প্রয়োজন নাই। ক্লীবেরাই বাগাড়ম্বর[3] করিয়া থাকে।" তখন ভূপালগণ অর্জ্জুনের বচনভঙ্গীতে[4] বিস্মিত হইয়া তাঁহার ভূয়সী[5] প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

1। অগ্রবর্ত্তী। 2। যমালয়ে। 3। শরীর। 4। দিব্য-কর্ত্তব্যের অবধারণ। 5। অনৈক্য। 6। নির্দ্দয় ব্যবহার। 7। শত্রুতা। 8। আসন্ন মরণের। 9। অপরের সংবাদবাহী

যুধিষ্ঠিরের প্রত্যুক্তি

তখন ভারতসত্তম ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির উলূকমুখে দুর্য্যোধনবাক্য শ্রবণানন্তর ভূপালগণকে বয়ঃক্রমানুসারে যথাযোগ্য অনুনয় করিয়া কহিলেন, "হে উলূক! আমি তোমাকে অবমাননা করি না, অতএব দুর্য্যোধনের বাক্যের উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর।" এই বলিয়া তিনি ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও উলূকের বিপুল ভুজযুগল গ্রহণ করিয়া জনার্দ্দন ও ভ্রাতৃগণের প্রতি দৃষ্টিপাত এবং রোষভরে সৃক্কণী লেহন করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে সাম্ববাদ প্রয়োগপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে উলূক! তুমি গমন করিয়া সেই কৃতঘ্ন কুলপাংসন দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনকে কহিবে,—রে পাপ! তুমি প্রতিনিয়ত পাণ্ডবগণের প্রতি কপটাচার করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইতেছ। যে ব্যক্তি স্ববীর্য্যপ্রভাবে পরাক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রুগণকে আহ্বান করে, যে ব্যক্তি নির্ভয়ে প্রতিজ্ঞা-প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয়, সেই ক্ষত্রিয়। তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া আমাদিগকে সমরে আহ্বানপূর্ব্বক মান্য ও অমান্য ব্যক্তিগণকে পুরস্কৃত করিয়া যুদ্ধ করিও না। তুমি আপনার ও সৈন্যগণের বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণকে সমরে আহ্বানপূর্ব্বক ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হও। যে ব্যক্তি স্বয়ং অসমর্থ হইয়া অন্যের আশ্রয় লাভ করিয়া যুদ্ধে শত্রুগণকে আহ্বান করে, সেই নপুংসক; তুমি অন্যের বলে আপনাকে বলশালী

1। গণ্য—গ্রাহ্য। 2। সমরে। 3। বৃথা বাক্যবিস্তার। 4। বলার কায়দায়। 5। অত্যন্ত।

বিবেচনা করিয়া থাক; অতএব তুমি কি বলিয়া আমাদের প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছ;"

উলূকের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি

অনন্তর কৃষ্ণ কহিলেন, "হে উলূক! তুমি আমার বাক্যানুসারে পুনরায় দুর্য্যোধনকে কহিবে,—হে দুর্ম্মতে! তুমি পুরুষকার প্রদর্শন করিয়া কল্যই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। আমি অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছি বলিয়া যুদ্ধ করিব না, ইহা মনে মনে স্থির করিয়া ভীত হইতেছ না; কিন্তু যেমন হুতাশন তৃণ সকল ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ আমিও চরমকালে[1] ক্রোধভরে সমস্ত পার্থিবগণকে দগ্ধ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিয়োগানুসারে সমরে মহাত্মা অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিব। তুমি ত্রিলোকে[2] গমন কর অথবা ভূতলে প্রবিষ্ট হও, সর্ব্বত্রই প্রভাতসময়ে অর্জ্জুনের রথ নয়নগোচর করিবে। তুমি ভীমের বাক্য নিষ্ফল বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু আজি দুঃশাসনের শোণিত পীত হইয়াছে, এইরূপ অবধারণ করিবে। তুমি প্রতিকূল বাক্য প্রয়োগ করিলেও কি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, কি ভীমসেন, কি যমজ নকুল-সহদেব, ইঁহারা কেহই তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না।"

—

একষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

পুনরায় অর্জ্জুনের উক্তি

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উলূকের ভুজাবলম্বনপূর্ব্বক অতিমাত্র লোহিত-নয়নে কহিলেন, "হে উলূক! তুমি কৌরবগণসন্নিধানে উপনীত হইয়া দুর্য্যোধনকে কহিবে, যে ব্যক্তি স্বীয় বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া রণস্থলে নির্ভয়ে শত্রুগণকে আহ্বান করে, সেই পুরুষ। যে স্বয়ং অসমর্থ হইয়া অন্যের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক রণস্থলে শত্রুগণকে আহ্বান করে, সে ক্ষত্রিয়নামধারী কাপুরুষ। রে মূঢ়! তুমি অন্যের বল আশ্রয় করিয়া আপনাকে বলশালী বিবেচনা করিতেছ। স্বয়ং কাপুরুষ হইয়া কি নিমিত্ত শত্রুবিনাশের অভিলাষ কর? তুমি ভূপালগণমধ্যে বৃদ্ধতম হিতজ্ঞানসম্পন্ন[1] জিতেন্দ্রিয় ভীষ্মকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিতে দীক্ষিত[2] করিয়া আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিতেছ। আমরা তোমার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়াছি; তুমি মনে করিয়াছ, পাণ্ডব দয়াপরতন্ত্র[3] হইয়া ভীষ্মকে সংহার করিবেন না; কিন্তু তুমি যাঁহার বীর্য্য আশ্রয় করিয়া অহঙ্কার-পরতন্ত্র[4] হইয়াছ, আমি সকল ধনুর্দ্ধরদিগের সমক্ষে প্রথমেই সেই ভীষ্মকে বিনাশ করিব। তুমি বলিয়াছ, রজনী প্রভাত হইলে যুদ্ধ উপস্থিত হইবে; তদ্বিষয়ে অর্জ্জুনেরও বিলক্ষণ সম্মতি আছে।

সত্যপ্রতিজ্ঞ ভীষ্ম কৌরবগণের সন্তোষসম্পাদন করিয়া কহিয়াছিলেন, 'আমি সৃঞ্জয়গণের সৈন্য ও শাল্বেয়দিগকে বিনাশ করিব; অধিক কি, দ্রোণ ব্যতিরেকে নিখিল লোক সংহার করিতে পারি। যাহা হউক, এক্ষণে এই কার্য্যের ভার আমাকেই বহন করিতে হইবে, পাণ্ডবগণ হইতে তোমার আর কোন শঙ্কা নাই। তুমি তাঁহাদিগকে বিপদ্‌সাগরে নিমগ্ন করিয়া এই রাজ্য লাভ করিয়াছ।' ভীষ্মের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া তোমারও মনোগত ভাব ঐরূপ হইয়াছে। তুমি এই দর্পে পরিপূর্ণ হইয়া আপনার অনর্থপরম্পরা[5] নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছ না; এক্ষণে আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমার সমক্ষে প্রথমেই দ্বীপ[6]-স্বরূপ কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মকে রথ হইতে নিপাতিত ও বিনষ্ট করিব। দিবাকর উদিত হইলে তুমি ধ্বজ, রথ ও সৈন্যগণসমভিব্যাহারে তাঁহাকে রক্ষা করিও। তিনি যখন আমার শরজালে সমাচ্ছন্ন হইবেন, তুমি তখন তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া আমার এই সাহঙ্কার বাক্য নিষ্ফল নয়, ইহা বিবেচনা করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভীমসেন ক্রোধপরবশ হইয়া সভামধ্যে অদূরদর্শী দুঃশাসনকে লক্ষ্য করিয়া যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তুমি অবিলম্বেই তাহা সমাহিত দেখিবে।

তুমি নৃশংসের ন্যায় নিতান্ত অধর্ম্মপরায়ণ ও নিত্য-বৈরসম্পন্ন। এক্ষণে অভিমান, দর্প, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, পারুষ্য[7], অবলেপ[8], নৃশংসতা, তীক্ষ্ণতা, ধর্ম্মদ্বেষ, অপবাদ, বৃদ্ধাতিক্রম[9], কর্ণ প্রভৃতির উপর নির্ভর,

১। শেষ সময়ে। ২। ভূলোকে, অন্তরীক্ষলোকে ও স্বর্গলোকে।

১। উপকারবুদ্ধিযুক্ত। ২। যুদ্ধে প্রবৃত্তিযুক্ত। ৩। দয়ার্দ্র। ৪। অহঙ্কারবশ। ৫। ধারাবাহিক অনিষ্ট। ৬। মজ্জমান ব্যক্তির আশ্রয়। ৭। কর্কশতা। ৮। গর্ব্ব। ৯। বৃদ্ধজনের অতিক্রম—বৃদ্ধবাক্যের অপালন।

সেনার আধিক্য ও আমাদিগকে প্রত্যাখ্যান করার ফল অবিলম্বেই নিরীক্ষণ করিবে। আমি ও বাসুদেব রোষপরবশ হইলে কিরূপে তোমার রাজ্য ও জীবনের প্রত্যাশা থাকিবে? মহাবীর শান্তনবভাব ভীষ্ম, সূতপুত্র কর্ণ ও দ্রোণাচার্য্য নিপাতিত হইলে তুমি রাজ্য, জীবিত[১] ও পুত্রের প্রত্যাশায় নিরাশ হইবে। তুমি ও পুত্র ভ্রাতৃগণের নিধনবার্তা শ্রবণ করিয়া ভীমের হস্তে কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার দুষ্কৃতসমুদয় স্মরণ করিবে। আমি পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিতেছি না; কিন্তু সত্য কহিতেছি, এ সমস্তই সত্য হইবে।"

উলূকের প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তি

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির উলূককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে উলূক! তুমি আমার বাক্যানুসারে দুর্য্যোধনসন্নিধানে গমন করিয়া কহিবে, তুমি আপনার চরিত্রের ন্যায় আমার চরিত্র অনুমান করিও না, সত্য ও মিথ্যা উভয়ের অন্তর[২] অনুধাবন কর। জ্ঞাতিবর্গের বধ কামনা করা দূরে থাকুক, আমি কীট, পিপীলিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীবেরও অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত নহি। বলিতে কি, পাছে জ্ঞাতিবধ হয় বলিয়া আমি পূর্ব্বে পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি তাহা না করিয়া কেবল বিষয়বাসনা ও মূর্খতানিবন্ধন আত্মশ্লাঘা করিতেছ; মহামতি বাসুদেবের হিতকর বাক্য শ্রবণগোচর কর নাই। এক্ষণে আর অধিক কি কহিব, তুমি বান্ধবগণ-সমভিব্যাহারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। হে উলূক! তুমি আমার অহিতকারী দুর্য্যোধনকে কহিবে, আমি তোমার বাক্য শ্রবণ ও তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছি, এক্ষণে তোমার অভিলাষানুরূপ কার্য্য হইবে।"

পুনর্ব্বার ভীমের উক্তি

অনন্তর ভীমসেন কহিলেন, "হে দূত! তুমি সেই দুর্ম্মতিপরায়ণ দুরাচার দুর্য্যোধনকে পুনরায় কহিবে, হয় আমি পশুপক্ষীর উদরে[৩], না হয় হস্তিনাপুরে বাস করিব। আমি সত্যই শপথ[৪] করিতেছি, সভামধ্যে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা সংসাধন করিব। আমি তোমার ঊরুযুগল ভগ্ন ও তোমার সোদরগণকে[৫] বিনাশ করিয়া রণস্থলে দুঃশাসনের শোণিত পান করিব। অভিমন্যু রাজপুত্রদিগের ও আমি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের মৃত্যুস্বরূপ; হে দুর্য্যোধন! আরও কহিতেছি, আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে সহোদরগণের সহিত তোমাকে সংহার করিয়া তোমার মস্তকে পদার্পণপূর্ব্বক সকলকে সন্তুষ্ট করিব।"

নকুল-সহদেবাদির উক্তি

অনন্তর মহাবীর নকুল কহিলেন, "হে উলূক! তুমি দুর্যোধনকে কহিবে, তুমি যাহা কহিয়াছ, আমি তাহা সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে তোমার বাক্যানুসারে তৎসংসাধনে প্রবৃত্ত হইব।"

সহদেব কহিলেন, "হে উলূক! তুমি দুর্য্যোধনকে কহিবে,—হে দুর্য্যোধন! তোমার যেরূপ অভিলাষ, তাহা অনুষ্ঠান কর। তুমি এক্ষণে আমাদের ক্লেশ দর্শনে হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া যে অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছ, তাহার নিমিত্ত তোমাকে পুত্র, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণের সহিত অনুতাপ করিতে হইবে।" পরে বৃদ্ধ বিরাট ও দ্রুপদ উলূককে কহিলেন, "হে উলূক! তুমি দুর্য্যোধনকে কহিবে, আমাদিগের অভিলাষ এই যে, আমরা সততই সাধুলোকের দাসত্ব প্রার্থনা করিয়া থাকি! আমরা দাস হই বা না হই, যাঁহার যেরূপ পৌরুষ, তাহা সন্দর্শন করিব।" শিখণ্ডী কহিলেন, "হে উলূক! তুমি সেই পাপনিরত রাজা দুর্য্যোধনকে কহিবে, তুমি আমাকে যুদ্ধে দারুণ কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে নিরীক্ষণ করিবে। তুমি যাহার বলবীর্য্যের আশ্রয় লাভ করিয়া যুদ্ধে জয়প্রাপ্তির প্রত্যাশা করিতেছ, আমি সেই পিতামহ ভীষ্মকে রথ হইতে নিপাতিত ও সকল ধনুর্দ্ধারীদিগের সমক্ষে বিনাশ করিব; তাঁহাকে সংহার করিবার নিমিত্তই বিধাতা আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।" ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, "হে উলূক! তুমি আমার বাক্যানুসারে দুর্য্যোধনকে কহিবে, আমি বান্ধবগণের সহিত দ্রোণাচার্য্যকে বিনাশ ও অন্যের অসাধ্য ভয়ঙ্কর কার্য্য সমস্ত সংসাধন করিব।"

যুধিষ্ঠিরের করুণা-প্রকাশক উক্তি

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির করুণা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কহিলেন, "হে উলূক! তুমি দুর্য্যোধনকে কহিবে, আমার জ্ঞাতিবিনাশের অভিলাষ নাই;

১। জীবন। ২। পার্থক্য; ৩। যুদ্ধে মৃত হইয়া পশুপক্ষি-কর্ত্তৃক ভক্ষিত। ৪। দিব্য—প্রতিজ্ঞা। ৫। ভ্রাতাদিগকে।

প্রত্যুত আমি তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনাদর প্রকাশ করিয়াছিলাম; হে দুর্ম্মতে! তোমারই দোষবশতঃ এই সকল উপস্থিত হইয়াছে; অতএব সাধারণ লোকের ন্যায় আমিও তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে উলূক! তোমার মঙ্গল হউক; এক্ষণে তোমার ইচ্ছা হয়, অবিলম্বে প্রস্থান বা এই স্থানে অবস্থান কর। আমরা তোমার বান্ধব।" তখন কৈতব্য উলূক ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক তাঁহার অনুজ্ঞালাভ ও যত্নপূর্ব্বক সমস্ত বাক্য হৃদয়মধ্যে ধারণ করিয়া দুর্য্যোধন-সন্নিধানে গমন করিল। পরে তথায় উপনীত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণ, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর বাক্য-সমুদয় নিবেদন করিল। রাজা দুর্য্যোধন উলূকমুখে সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া মহাবীর দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি, রাজবল[1] ও মিত্রবল[2]-দিগকে আজ্ঞা করিলেন, "তোমরা সকলে সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে সুসজ্জিত হইয়া অবস্থান করিবে।" তখন দূতগণ কর্ণের আদেশানুসারে সত্বর রথ, উষ্ট্র, বামী[3] ও মহাজবশালী[4] অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক সেনাগণ-সন্নিধানে উপনীত হইয়া রাজগণকে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিল।

দ্বিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

যোদ্ধা-প্রতিযোদ্ধা নির্ব্বাচন

হে মহারাজ! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির পৃথিবীর ন্যায় ধৈর্য্যশালী পদাতি, রথ, অশ্ব ও গজ, এই চতুরঙ্গ-সম্পন্ন সেনা বহির্গত করিলেন। ভীম প্রভৃতি মহাবীরগণ সেই স্থির সাগরসদৃশ বলসমুদয় রক্ষা করিতে লাগিলেন। অগ্নিবর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সেনার অগ্রণী হইয়া গমন করিলেন এবং সৈন্য ও উৎসাহ অনুসারে শত্রুগণের[5] সহিত রথীদিগকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনকে সূতপুত্রের সহিত, ভীমকে দুর্য্যোধনের সহিত, ধৃষ্টকেতুকে শল্যের সহিত, উত্তমৌজাকে গৌতমের[6] সহিত, নকুলকে অশ্বত্থামার সহিত, শৈব্যকে কৃতবর্ম্মার সহিত, বার্ষ্ণেয় যুযুধানকে জয়দ্রথের সহিত, শিখণ্ডীকে ভীষ্মের সহিত, সহদেবকে শকুনির সহিত, চেকিতানকে শল্যের সহিত, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে ত্রিগর্ত্তদিগের সহিত এবং অভিমন্যুকে বৃষসেন ও অন্যান্য মহীপালগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। তিনি অভিমন্যুকে অর্জ্জুন অপেক্ষাও সমধিক বলশালী জ্ঞান করিতেন। এইরূপে সেনাপতিদিগের অধিপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন যোদ্ধৃবর্গকে সমবেত ও পৃথক্ পৃথক্ বিভক্ত করিয়া যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন এবং দ্রোণাচার্য্যকে স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী স্থির করিয়া রাখিলেন। তিনি সংগ্রামের নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প[1] হইয়া বিধি অনুসারে ব্যূহ রচনা করিয়া পাণ্ডবগণের সেনা যোজনা করিলেন এবং তাঁহাদিগের জয়লাভের নিমিত্ত সাতিশয় যত্নসহকারে সমরাঙ্গনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

উলূকদূতাগমনপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

রথাতিরথসংখ্যানপর্ব্বাধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! দৃঢ়ধন্বা[2] অর্জ্জুন ভীষ্মকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞারূঢ়[3] হইলে মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন প্রভৃতি আমার পুত্রগণ কি করিল? আমি দেখিতেছি[4], মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের সাহায্যে সমরে ভীষ্মকে সংহার করিবে। সেই সমধিক-ধীশক্তিসম্পন্ন ভীষ্ম অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া কি কহিলেন এবং কৌরবগণের সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই বা কিরূপ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবল-পরাক্রান্ত ভীষ্ম কৌরবগণের সেনাপতিপদ পরিগ্রহ[5] করিয়া দুর্য্যোধনের সন্তোষ সম্পাদনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে কুরুরাজ! আজ আমি দেবসেনানী[6] শক্তিধর কুমার কার্ত্তিকেয়কে নমস্কার করিয়া তোমার সেনাপতি হইব, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি

১। দুর্য্যোধনের নিজ সৈন্য। ২। কৌরবপক্ষাশ্রিত অন্যান্য নৃপতিগণের সৈন্য। ৩। ঘোটকী। ৪। অত্যন্ত বেগবান্। ৫। যে যাহার সহিত যুদ্ধে উৎসুক, তদনুসারে। ৬। কৃপাচার্য্যের।

১। সঙ্কল্পবদ্ধ—কর্ত্তব্যে স্থির। ২। স্থিরযোদ্ধা। ৩। কৃতপ্রতিজ্ঞ—কর্ত্তব্যবিষয়ে অটুট সঙ্কল্প। ৪। আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি। ৫। গ্রহণ। ৬। দেবসেনাপতি

সেনানীকার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, বিবিধ ব্যূহরচনায় আমার নৈপুণ্য জন্মিয়াছে এবং আমি বেতনভুক্[1] ও অবৈতনিক[2] দিগকে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিতে সম্পূর্ণ পারদর্শী[3] হইয়াছি। আমি সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় যান, যুদ্ধ ও পরপ্রযুক্ত[4] অস্ত্রের প্রতীকার সম্পূর্ণরূপে অবগত আছি এবং দৈব[5], গান্ধর্ব্ব[6] ও মানুষব্যূহ[7] রচনা করিতে একান্ত সমর্থ; আমি তদ্দ্বারা পাণ্ডবগণকে বিমোহিত ও যথার্থ শাস্ত্রানুসারে তোমার সেনাগণকে রক্ষা করিয়া সংগ্রাম করিব; তুমি এখন হৃদয়সন্তাপ[8] দূর কর।"

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে পিতামহ! আমি সত্য কহিতেছি, দেবাসুরের সহিত সংগ্রাম করিতেও আমি শঙ্কিত নহি; বিশেষতঃ আপনি সেনাপতিপদ পরিগ্রহ ও পুরুষসিংহ দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে অবস্থান করিলে আর শঙ্কার বিষয় কি? আপনাদের সাহায্যে আমার অবশ্যই বিজয়লাভ হইবে; অধিক কি, দেবরাজ্যও আমার পক্ষে দুর্লভ হইবে না। আপনি শত্রুগণের ও আমাদের সমুদয় বিষয়ই অবগত আছেন; অতএব এক্ষণে আমি এই সকল ভূপালের সহিত উভয় পক্ষের রথী[9] ও অতিরথের[10] সংখ্যা শ্রবণ করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি।"

দুর্য্যোধনের প্রতি ভীষ্মের আশ্বাসবাণী

ভীষ্ম কহিলেন, "হে দুর্য্যোধন! তোমার সেনাগণমধ্যে সহস্র সহস্র, প্রযুত[11] প্রযুত ও অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ[12] রথী ও অতিরথ আছে, আমি তাঁহাদের প্রাধান্যানুসারে আনুপূর্ব্বিক সংখ্যা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি দুঃশাসন প্রভৃতি এক শত সোদরসমভিব্যাহারে রথী হইয়া অগ্রে অবস্থান করিবে। ইঁহারা সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে কৃপ ও দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য; ইঁহারা অসি, চর্ম্ম, গদা, প্রাস প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র পরিগ্রহ করিয়া তোমার রথপ্রান্তে[1] ও হস্তিস্কন্ধে অবস্থান করিবেন। তাঁহারা শত্রুসৈন্যকে সংযত[2], প্রহত[3] ও ছিন্ন ভিন্ন করিতে একান্ত সমর্থ এবং যুদ্ধভার বহনে নিতান্ত পারগ[4]। পাণ্ডবগণের নিকট মনস্বী ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ অপরাধী হইলেও ইঁহারাই সমরভূমিতে যুদ্ধদুর্ম্মদ পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনন্তর আমি তোমার সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পাণ্ডবগণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অন্যান্য শত্রুদিগকে বিনষ্ট করিব। তুমি আমার সমুদয় গুণ বিদিত হইয়াছ; এক্ষণে তাহা উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা নাই। অতিরথ ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য[5] ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা রণস্থলে তোমার সমস্ত কার্য্য সংসাধন করিবেন, সন্দেহ নাই। যেমন দেবরাজ দানবগণকে সংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ অতিরথ মদ্ররাজ শল্য শত্রুগণের সেনাসকল বিনাশ করিবেন। তিনি স্বীয় ভাগিনেয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রতিনিয়ত বাসুদেবের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন; অতএব তিনিই সাগরতরঙ্গমালার ন্যায় শরজাল দ্বারা শত্রুগণকে প্লাবিত[6] করিয়া মহারথ পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন। তোমার প্রিয়সুহৃৎ শিক্ষিতাস্ত্র ভূরিশ্রবা ও অতিরথ সোমদত্তি অবশ্যই তোমার বিপক্ষগণের বল ক্ষয় করিবেন। দ্বিরথ[7] সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ দ্রৌপদীহরণকালে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক পরাভূত হইলে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত দুর্লভ বর লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি সেই শত্রুভাব ও ক্লেশপরম্পরা স্মরণপূর্ব্বক প্রাণ-পরিত্যাগে[8] নিরপেক্ষ হইয়া[9] তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন।"

১। যাহারা মাহিনা লইয়া কার্য্য করে। ২ যাহারা বিনা মাহিনায় কার্য্য করে—বর্ত্তমান ভলান্টিয়ার সৈন্য। ৩। সখের সৈন্যের উপর আদেশ-নিদেশ যে বেতনভোগী সৈন্যের মত করা চলে না, সেনাপতি ভীষ্ম সে যুদ্ধনীতিতে বিশেষ অভিজ্ঞ। ৪। শত্রু-নিক্ষিপ্ত। ৫—৭। দেববিষয়ক, গন্ধর্ব্ববিষয়ক ও মানুষবিষয়ক সেনাসন্নিবেশ—জটিল ব্যূহ। ৮। মনস্তাপ। ৯। রথারোহণে যুদ্ধকারী। ১০। বহু বিপক্ষসৈন্যের সহিত যুদ্ধসমর্থ যোদ্ধার। ১১—১২। লক্ষের পরবর্ত্তী সংখ্যা নিযুত, ১০ লক্ষে এক নিযুত হয়, প্রযুত নিযুতের পরবর্ত্তী সংখ্যা হওয়া উচিত, সুতরাং সংখ্যার সংজ্ঞায় নাম না থাকিলেও ১০ নিযুত। নিযুতের পরই খর্ব্ব হয়। এ হিসাবে ১০ প্রযুতে এক খর্ব্ব। বস্তুতঃ এই যে অযুত-অযুত অর্ব্বুদ-অর্ব্বুদ শব্দের প্রয়োগ, ইহা আনন্ত্যবাচক—অসীম, অসংখ্য এই শব্দের বোধক।

১। রথের সমীপে। ২। বন্দী। ৩। বিনাশ। ৪। সমরপরিচালনায় সম্যক্ পারদর্শী। ৫। ধনুর্ব্বাণ দ্বারা যুদ্ধকারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ৬। আচ্ছাদিত। ৭। দুই জন রথীর সমান। ৮—৯। প্রাণপণ করিয়া।

ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

ভিন্ন রাজগণের যুদ্ধসাহায্য সূচনা

হে দুর্য্যোধন! কাম্বোজদেশীয় একরথ সুদক্ষিণ মার কার্য্যসংসাধনার্থ শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। তখন কৌরবগণ রণস্থলে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহার পরাক্রম প্রত্যক্ষ করিবেন। তাঁহার রথসমূহে শলভশ্রেণীর ন্যায় কাম্বোজদেশীয় অতিবেগবান্ বীরগণ অবস্থান করিয়া থাকেন। মাহিষ্মতীর অধিবাসী নীলবর্ণ-বর্ম্মধারী মহারাজ নীল তোমারই রথী; তিনি রথসমূহ সমভিব্যাহারে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন। সহদেবের সহিত তাঁহার শত্রুভাব বদ্ধমূল হইয়া আছে; অতএব এক্ষণে তিনি তোমার কার্য্যসংসাধনার্থ সমধিক যত্নবান্ হইবেন। যেমন ক্রীড়ানিরত যূথপতি মাতঙ্গযুগল যূথমধ্যে সঞ্চরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাবল-পরাক্রান্ত অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ যুদ্ধার্থী হইয়া সমরভূমিতে বিচরণ করিয়া গদা, প্রাস, অসি, নারাচ ও তোমর দ্বারা তোমার শত্রুসৈন্যগণকে বিনষ্ট করিবেন। ত্রিগর্ত্তেরা পঞ্চ ভ্রাতা বিরাটনগরে পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা করিয়াছিলেন, যেমন মকরগণ তরঙ্গমালাসঙ্কুল ভাগীরথীকে বিক্ষোভিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারাও পাণ্ডবদিগের সৈন্যগণকে বিচলিত করিবেন। সেই পঞ্চ রথীর মধ্যে সত্যরথই প্রধান। ভীমার্জ্জুন দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে তাঁহাদিগের যে সমস্ত অপ্রিয় অনুষ্ঠান করিয়াছিল, এক্ষণে তাঁহারা তাহা স্মরণ করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন এবং পাণ্ডবগণের সহায় মহারথপ্রধান ক্ষত্রিয়ধুরন্ধর মহাবীরদিগকে বিনাশ করিবেন।

তরুণবয়স্ক[১] সুকুমার তোমার আত্মজ লক্ষ্মণ ও দুঃশাসনের পুত্র মহৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে; ইহারা সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ[২], যুদ্ধবিশারদ, অতি বেগবান, সকলের প্রণেতা[৩] ও রথী। একরথ রাজা দণ্ডধার[৪] স্বীয় সৈন্যগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। অযোধ্যাধিপতি[৫] মহাবল-পরাক্রান্ত রথী মহারাজ বৃহদ্বল স্বীয় বন্ধুগণকে সন্তুষ্ট করিয়া তোমার হিতের নিমিত্ত যুদ্ধ করিবেন।[৬] যিনি মহর্ষি গৌতম শরদ্বানের ঔরসে শরস্তম্বে অজেয় কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় সমুৎপন্ন হইয়াছেন, সেই কৃপ তোমার 'প্রিয়ানুষ্ঠানপরতন্ত্র'[১] হইয়া জীবনাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিপক্ষগণকে বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইবেন এবং হুতাশনের ন্যায় বিবিধায়ুধধারী[২] বহুল বল দগ্ধ করিয়া সমরে সঞ্চরণ করিবেন।"

১। যুবা। ২। অপশ্চাৎপদ—অনিবৃত্ত। ৩। চালক। ৪। তন্নামক নৃপতি। ৫—৬। দুর্য্যোধনাদি বৃহদ্বলের বন্ধু, অতএব বন্ধুসন্তোষার্থ বৃহদ্বল যুদ্ধ করিবেন।

———

পঞ্চষষ্ট্যধিকশতত্তম অধ্যায়

শকুনি প্রভৃতির যুদ্ধে যোগদানের গৌরববর্ণন

"হে রাজন্! তোমার মাতুল একরথ শকুনি পাণ্ডবগণের সহিত বৈর উৎপাদন করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার সেনাসকল বেগে বায়ুর তুল্য, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, বিবিধায়ুধধারী ও সমরে অপরাঙ্মুখ। দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামা ধনুর্দ্ধরপ্রধান চিত্রযোধী দৃঢ়াস্ত্র; মহাবীর অর্জ্জুনের ন্যায় তাঁহার শরজাল শরাসন হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অবিচ্ছিন্নরূপে গমন করিয়া থাকে। তাঁহার বলবীর্য্যের সীমা নির্দ্দেশ করা আমার সাধ্য নহে; তিনি ইচ্ছা করিলে ত্রিলোক দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন। তিনি তপোবলে ক্রোধ ও তেজ জয় করিয়াছেন এবং আশ্রমবাসী দ্রোণের অনুগ্রহে দিব্য অস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার একটি বিশেষ দোষ এই যে, তিনি অত্যন্ত জীবনপ্রিয়[৩] আমি এই নিমিত্তই তাঁহাকে রথী বা অতিরথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি না। উভয়পক্ষের সেনাগণমধ্যে তাঁহার তুল্য পরাক্রমশালী আর কেহই নাই। তিনি একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া সমুদয় দেবসেনা সংহার ও তলধ্বনি[৪] দ্বারা পর্ব্বত বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হয়েন। তাঁহার গুণগ্রাম গণনা করা নিতান্ত দুষ্কর; তিনি রণস্থলে সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় সঞ্চরণ করিবেন। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইলে প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে থাকেন। তিনিই এই কুরুপাণ্ডবযুদ্ধের পর্য্যবসান[৫] করিবেন। তাঁহার পিতা দ্রোণ বৃদ্ধ হইলেও যুবা অপেক্ষা সমধিক সামর্থ্যশালী; নিশ্চয়ই বোধ

১। মনোমত কার্য্যসাধনে একান্ত নিযুক্ত। ২। নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রধারী। ৩। নিজের প্রাণের প্রতি প্রবল মমতা-সমন্বিত। ৪। করতল শব্দ। ৫। পরিসমাপ্ত—শেষ।

হইতেছে, তিনি রণস্থলে সুমহৎ কার্য্যসকল সংসাধন করিবেন। সৈন্যস্বরূপ ইন্ধনসমুত্থিত[১] হুতাশন অস্ত্রবেগ-রূপ প্রবল বায়ু দ্বারা সন্ধুক্ষিত[২] হইয়া পাণ্ডবদিগের সৈন্যগণকে ভস্মসাৎ করিবে। আচার্য্য দ্রোণ অতিরথ; তিনি রণস্থলে তোমার হিতজনক ভয়ানক কর্ম্মসমুদয় সম্পাদন করিবেন। তিনি ভূপালগণের আচার্য্য; তিনি সৃঞ্জয়গণকে বিনষ্ট করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ধনঞ্জয় তাঁহার প্রিয় শিষ্য; সুতরাং তিনি অক্লিষ্টকর্ম্মা অর্জ্জুনের গুণসমূহ স্মরণ করিয়া কদাচ তাঁহাকে বিনাশ করিবেন না; তিনি তাঁহার গুণ-গ্রামের শ্লাঘা করিয়া থাকেন এবং স্বপুত্র অশ্বত্থামা অপেক্ষাও তাঁহাকে সমধিক গুণসম্পন্ন বিবেচনা করেন। তিনি একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া দিব্যাস্ত্রপ্রভাবে একত্র সমবেত[৩] দেব, গন্ধর্ব্ব ও মানবগণকে বিনাশ করিতে পারেন।

রথী পৌরব স্বীয় সৈন্য দ্বারা বিপক্ষ-সৈন্যগণকে সন্তপ্ত করিয়া অনলের তৃণরাশি-দহনের ন্যায় পাঞ্চাল-দিগকে দগ্ধ করিবেন। মহাবল-পরাক্রান্ত একরথ সত্যশ্রবা তোমার শত্রুগণকে বিনষ্ট করিয়া রণস্থলে সঞ্চরণ করিবেন এবং তাঁহার যোদ্ধৃগণ বিচিত্র কবচ ও আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক তোমার শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া রণক্ষেত্রে বিচরণ করিবে; মহারথ কর্ণাত্মজ বৃষসেন তোমার বিপক্ষবল দগ্ধ করিবেন। প্রধান রথী মহাতেজাঃ জলসন্ধ জীবিতনিরপেক্ষ[৪] হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। মহাভুজ রণবিশারদ মাধব রথে আরোহণ করিয়া তোমার শত্রু-সৈন্যদিগকে যুদ্ধে ক্ষয় করিবেন। ইনি তোমার কার্য্য-সংসাধনার্থ সৈন্যগণের সহিত স্বয়ং প্রাণপরিত্যাগ করিতেও পরাঙ্মুখ নহেন। ইনি মহাবল-পরাক্রান্ত ও চিত্রযোদ্ধা[৫], এক্ষণে নির্ভয়ে তোমার শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতিরথ বাহ্লীক রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়া কখন পরাঙ্মুখ হয়েন না; বরং করাল কৃতান্তের ন্যায় নিতান্ত ভীষণ হইয়া উঠেন। ইনি সমীরণের ন্যায় নিরন্তর রণস্থলে সঞ্চরণ করিয়া তোমার শত্রুসৈন্য সংহার করিবেন। তোমার সেনাপতি মহারথ সত্য বান্ রণস্থলে অতি অদ্ভুত কার্য্য সংসাধন করিয়া থাকেন। তাঁহার যুদ্ধ দর্শন করিলে মনোমধ্যে কোন পীড়া জন্মে না, তিনি অবলীলাক্রমে সম্মুখীন

১। কাষ্ঠ হইতে সমুত্থিত। ২। উদ্দীপিত। ৩। মিলিত। ৪। প্রাণের প্রতি মমতাহীন। ৫। নানা কৌশলে সমরকারী।

শত্রুগণকে উৎসাদিত করিয়া প্রত্যাগত হইতে সমর্থ হয়েন। তিনি তোমার নিমিত্ত শত্রুগণমধ্যে সৎ-পুরুষোচিত কার্য্য-সমুদয় অনুষ্ঠান করিবেন। ক্রূরকর্ম্মা মহারথ রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষ পূর্ব্বকৃত-বৈর স্মরণ করিয়া শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইবেন। ইনি সমস্ত রাক্ষসসৈন্যের প্রধান রথী, মায়াবী ও দৃঢ়যোধী[১]। মহাবল-পরাক্রান্ত প্রতাপশালী প্রাগ্ জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত ও অর্জ্জুন ইঁহারা জিগীষা[২]-পরবশ হইয়া বহু-দিবস ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অনন্তর ভগদত্ত নিজসখা পাকশাসনের[৩] সম্মান-রক্ষার্থ অর্জ্জুনের সহিত মিত্রতা করিয়া সন্ধিসংস্থাপন করেন। এক্ষণে তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন।”

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

ভীষ্মের আশ্বাস-নৈরাশ্যমিশ্র বাণী

“হে কুরুশ্রেষ্ঠ! মহাবল-পরাক্রান্ত গান্ধার-প্রধান রমণীয়দর্শন ক্রোধপরায়ণ যুবা অচল ও বৃষক নামে দুই ভ্রাতা তোমার শত্রুগণকে বিনষ্ট করিবে। যে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত সতত তোমাকে প্রোৎসাহিত[৪] করিতেছে, যে তোমার প্রিয়সখা, মন্ত্রী ও নেতা, সেই শ্লাঘাপরতন্ত্র[৫] পরনিন্দক নীচ-প্রকৃতি হীনজাতি অভিমানী কর্ণ সহজাত কবচ ও দিব্য কুণ্ডলযুগলে বঞ্চিত[৬] এবং আপনাকে ব্রাহ্মণ পরিচয় প্রদান করাতে রাম[৭] কর্ত্তৃক অভিশাপগ্রস্ত আছে; এই নিমিত্ত রথী বা অতিরথ হইতে পারে না। আমার মতে ইহাকে অর্দ্ধরথ[৮] বলিয়া জ্ঞান করা উচিত; এই কর্ণ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে কখনই জীবিতাবস্থায় প্রত্যাগত হইবে না।”

অনন্তর সর্ব্বধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য[৯] দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, “হে ভীষ্ম! আপনি যাহা কহিলেন, তাহার অণু-মাত্রও মিথ্যা নয়। কর্ণ সাতিশয় অভিমানী, অবধান-শূন্য[১০] ও প্রত্যেক রণেই পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে; সুতরাং আমার মতেও ইহাকে অর্দ্ধরথ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।”

১। অক্লান্ত যোদ্ধা। ২। জয়াশা। ৩। ইন্দ্রের। ৪। প্রকৃষ্টরূপে উৎসাহিত। ৫। আত্মপ্রশংসাপরায়ণ। ৬। ইন্দ্রকর্ত্তৃক ছলনা দ্বারা গ্রহণে বিরহিত। ৭। পরশুরাম। ৮। নিকৃষ্ট যোদ্ধা—প্রায় পদাতি তুল্য। ৯। সমস্ত ধনুর্দ্ধারীদিগের শ্রেষ্ঠ। ১০। অসাবধান।

ভীষ্মের প্রতি কর্ণের ক্রোধ

তানন্তর কর্ণ এই কথা শ্রবণগোচর করিবামাত্র অতিমাত্র ক্রোধবিস্ফারিতনয়নে[1] কঠোরবচনে কহিতে লাগিলেন, "হে পিতামহ! আমার কোন অপরাধ নাই; তথাপি আপনি আমাকে স্বেচ্ছানুসারে বিদ্বেষ বশতঃ পদে পদে বাক্যশরে বিদ্ধ করিতেছেন, আপনি আমাকে কাপুরুষের ন্যায় নিতান্ত মন্দ জ্ঞান করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমি মহারাজ দুর্য্যোধনের অনুরোধেই আপনাকে ক্ষমা করিতেছি। আপনি যখন আমাকে অর্দ্ধরথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, তখন পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকেই এই কথা কখন মিথ্যা বলিয়া বিবেচনা করিবে না, কারণ, সকলে জানে, ভীষ্ম কদাচ মিথ্যা কহেন না। আপনি কৌরবগণের নিতান্ত অহিতকারী; কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন ইহা অবগত হইতেছেন না। আপনি যেমন গুণবিদ্বেষবশতঃ[2] আমার প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিতেছেন, তদ্রূপ কোন্ ব্যক্তি যুদ্ধে পরস্পরের ভেদ করিতে অভিলাষী হইয়া সমকক্ষ ভূপালগণের এইরূপ তেজোবধ[3] করিয়া থাকেন? আপনি কি ধনসম্পত্তি, কি বন্ধু, কি বয়ঃক্রম, কি বার্দ্ধক্য কিছুতেই মহারথত্ব[4] নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবেন না। ক্ষত্রিয়গণ বলে, দ্বিজাতিগণ মন্ত্রে, বৈশ্যেরা ধনে এবং শূদ্রেরা বয়সে জ্যেষ্ঠতা লাভ করিয়া থাকেন। আপনি কাম ও দ্বেষপরায়ণ হইয়া মোহ-প্রযুক্ত স্বেচ্ছানুসারে রথী ও অতিরথদিগকে নির্দ্দেশ করিতেছেন। হে দুর্য্যোধন! আপনি এই সকল বিষয় সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া এই দুষ্টস্বভাবসম্পন্ন ভীষ্মকে পরিত্যাগ করুন; ইনি আপনার অহিত-কারী। পুরুষপরম্পরাগত সৈন্য-সকল ভিন্ন[5] হইলে যখন তাহাদিগকে একত্র করা দুঃসাধ্য, তখন যাহারা নানা স্থান হইতে সমাগত হইয়াছে, তাহারা ভিন্ন হইলে যে একত্র করা দুষ্কর, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই সকল যোদ্ধৃদিগের দ্বৈধভাব[6] সঞ্জাত হইয়াছে; তাহাতে আবার ভীষ্ম প্রত্যক্ষেই আমাদের তেজোবধ করিতেছেন। দেখুন, রথিবিজ্ঞানই বা কোথা আর অল্পমতি ভীষ্মই বা কোথা[7]?

ভীষ্ম-কর্ণের পরস্পর আক্রোশ

হে কুরুরাজ! আমি পাণ্ডবগণের সৈন্য আক্রমণ করিব; যেমন ব্যাঘ্রকে সন্দর্শন করিলে বৃষভগণ পলায়ন করিয়া থাকে, তদ্রূপ আমি সম্মুখীন হইলে পাণ্ডবেরা পাঞ্চালগণ-সমভিব্যাহারে দশদিকে প্রস্থান করিবে। যুদ্ধ বা বিমর্দ্দ[1] এবং মন্ত্র ও ব্যাহৃতই[2] বা কোথা আর অতিবৃদ্ধ কালপ্রেরিত[3] ভীষ্মই বা কোথা? ভীষ্ম একাকী প্রতিনিয়ত পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন এবং কাহাকেও গণনা করেন না। শাস্ত্রে উক্ত হইয়া থাকে, বৃদ্ধের বাক্য শ্রবণ করা বিধেয়; কিন্তু অতিবৃদ্ধদিগের কথা কখনই শ্রবণ করিবে না; তাঁহারা বালক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। আমি একাকীই পাণ্ডবগণের সৈন্য সংহার করিব। আপনি ভীষ্মকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; সুতরাং আপনার যুদ্ধে ভীষ্মেরই যশোলাভ হইবে; কারণ, যুদ্ধে সেনাপতিরই যশো-লাভ হইয়া থাকে, সেনাগণ তদ্বিষয়ে বঞ্চিত হয়। হে মহারাজ! ভীষ্ম জীবিত থাকিতে আমি কখনই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না; তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিলে পর অন্যান্য মহারথগণ-সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করিব।"

ভীষ্ম কহিলেন, "হে কর্ণ! এই যুদ্ধের সাগরসদৃশ গুরুভার[4] আমাতেই সমর্পিত হইবে, ইহা আমি বহুকাল অবধারণ করিয়াছি। সেই লোমহর্ষণ[5] সংগ্রামকাল উপস্থিত হইতে আমি কদাচ পরস্পরের ভেদ করিব না; অতএব তুমিও জীবিত থাকিবে। তুমি নিতান্ত বালক; আজি আমি বৃদ্ধ হইলেও বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক তোমার যুদ্ধশ্রদ্ধা[6] ও জীবিতাভিলাষ[7] নিরাস করিব না। মহাবীর জামদগ্ন্য[8] মহাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াও আমাকে কোনরূপ পীড়া প্রদান করিতে সমর্থ হয়েন নাই; সুতরাং এক্ষণে তুমি আমার কি করিবে? হে হীনকুলপাংশুল[9]! সাধুলোকেরা কদাচ আপনার বলবীর্য্যের প্রশংসা করেন না, কিন্তু আমি এক্ষণে নিতান্ত সন্তপ্ত

১। ক্রোধে বিস্তারিতনেত্রে। ২। পরশ্রীকাতরতাহেতু। ৩। তেজের অপলাপ। ৪। মহারথের লক্ষণ। ৫। অনৈক্য—ভিন্নমত। ৬। মতের অনৈক্য। ৭। উভয় পদার্থের মধ্যে অনেক তফাৎ। কর্ণ কহিতেছেন—গভীর রথিবিজ্ঞান যাহার তাহার বুঝিবার ক্ষমতা নাই।

১। কর-চরণাদির প্রহার দ্বারা পীড়া প্রদান। ২। বাক্য-প্রয়োগের কৌশল। ৩। যমমুখে-গমনশীল। ৪। উত্তরণে উপায় নির্দ্দেশরূপ। ৫। রোমাঞ্চকর। ৬। সমরপ্রিয়তা। ৭। বাঁচিবার ইচ্ছা। ৮। পরশুরাম। ৯। নীচ—কুলাঙ্গার।

হইয়াই এই কথা উত্থাপন করিতেছি; কাশিরাজ-কন্যাদিগের স্বয়ংবরকালে আমি একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া সমবেত ক্ষত্রিয়গণকে পরাজিত করিয়া বলপূর্ব্বক কন্যাদিগকে হরণ করিয়াছিলাম এবং আমি একাকীই সমরাঙ্গনে অতি বিখ্যাত সহস্র সহস্র সসৈন্য ভূপালগণকে নিরস্ত করিয়াছিলাম। তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া কৌরবগণের অনয়[১] উপস্থিত হইয়াছে; তুমিও বিনাশলাভের নিমিত্ত আগত হইয়াছ। অতএব পুরুষকার প্রদর্শনপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি যাহার সহিত সতত স্পর্দ্ধা করিয়া থাক, আজি সেই পার্থের সহিত যুদ্ধ কর। আমি সেই যুদ্ধ হইতে তোমাকে প্রত্যাগত[২] দেখিব।"

তখন রাজা দুর্য্যোধন উভয়কে এইরূপ বিবাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া ভীষ্মদেবকে কহিলেন, "হে পিতামহ! আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন; এক্ষণে মহৎকার্য্য উপস্থিত হইয়াছে; অতএব যাহাতে আমার শ্রেয়োলাভ হয়, আপনি তাহা অবধারণ করুন। আপনারা উভয়েই আমার মহৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবেন। রজনী প্রভাত হইলেই যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। এক্ষণে পুনরায় বিপক্ষগণের বলাবল এবং রথী ও অতিরথ-সংখ্যা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।"

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

পাণ্ডবপক্ষের রথিপরিচয়—যুধিষ্ঠিরাদির শৌর্য্য

ভীষ্ম কহিলেন, "দুর্য্যোধন! তোমার রথী, অতিরথ ও অর্দ্ধরথ-সংখ্যা কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে যদি পাণ্ডবগণের রথিসংখ্যা শ্রবণ করিতে কৌতূহল হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি এই সকল ভূপাল-গণের সহিত অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং রথী, তিনি হুতাশনের ন্যায় সমরে সঞ্চরণ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভীমসেন একাকী অষ্টরথীর সমান ও অযুত নাগতুল্য বলশালী; তাঁহার সদৃশ গদা ও বাণযুদ্ধ করিতে কেহই সমর্থ হয় না। তেজঃপ্রভাবে তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য বলিয়া বোধ হয় না। মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব

১। অনীতি—মন্দবুদ্ধি। ২। প্রাণ লইয়া ফিরিতে দেখিব না—উপহাস বাক্য।

উভয়েই রথী; তাঁহারা তেজ ও সৌন্দর্য্যে অশ্বিনী-কুমারের তুল্য। তাঁহারা সেনামুখে উপস্থিত হইয়া ক্লেশপরম্পরা সংস্মরণপূর্ব্বক রুদ্রের ন্যায় সঞ্চরণ করিবেন, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। তাঁহারা সকলেই শালতরুর ন্যায় উন্নত এবং অন্যান্য পুরুষ অপেক্ষা প্রাদেশ[১]প্রমাণ উচ্চ। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মচর্য্য ও তপোনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং সকলেই বলসম্পন্ন; তাঁহারা দিগ্বিজয়কালে সমস্ত ভূপালগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং বেগ, প্রহার ও যুদ্ধ বিষয়ে অলৌকিকতা[২] লাভ করিয়াছেন। কেহই তাঁহাদিগের শরাসনে জ্যা-রোপণ বা আয়ুধ, গদা ও শরজাল সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহারা বালক হইয়াও গরীয়সী[৩] গদা উত্তোলন, শরনিক্ষেপ, লক্ষ্য-ভেদ, মর্ম্মপীড়ন, মুষ্টিযুদ্ধ ও বেগে তোমাদের অপেক্ষা সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন; তাঁহারা তোমাদের এই সকল সৈন্য সংহার করিবেন; অতএব তোমরা কদাচ তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না। রাজসূয়যজ্ঞে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, এক্ষণেও তদ্রূপ তাঁহারা তোমার সমক্ষেই সমরে সমস্ত ভূপালগণকে একে একে বিনাশ করিবেন। তাঁহারা দ্রৌপদীর ক্লেশ ও দ্যূতক্রীড়াকালীন অতি কঠোর বাক্য-সমুয় স্মরণ করিয়া রুদ্রের ন্যায় রণস্থলে সঞ্চরণ করিবেন।

অর্জ্জুনের বলবার্য্য

উভয় পক্ষের সৈন্যগণমধ্যে লোহিতলোচন[৪] অর্জ্জুনের তুল্য বীর ও রথী আর নাই। অধিক কি, পূর্ব্বে দেবতা, উরগ, রাক্ষস এবং যক্ষগণমধ্যেও তাঁহার তুল্য রথী আর দৃষ্টিগোচর হয় নাই, পরেও হইবে না; নরলোকের ত কোন কথাই নাই। অর্জ্জুনের রথ সুসজ্জিত, বাসুদেব সারথি, অর্জ্জুন স্বয়ং রথী, গাণ্ডীব শরাসন, অশ্বসকল বায়ুবেগগামী কবচ অভেদ্য, তূণীরদ্বয় অক্ষয়, গদাসকল অতি ভীষণ, মাহেন্দ্র[৫], পাশুপত[৬] কৌবের[৭], যাম্য[৮] ও বারুণ[৯] অস্ত্র তাঁহার অধিকৃত এবং বজ্র প্রভৃতি নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র সকল তাঁহার আয়ত্ত রহিয়াছে। তিনি একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া হিরণ্যপুরবাসী সহস্র

১। বিস্তারিত অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলীর অগ্রভাগ হইতে বিস্তারিত তর্জ্জনীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত। ২। লোকাতীত ক্ষমতা। ৩। গুর্ব্বী—গুরুভারযুক্তা। ৪। রক্তনেত্র। ৫—৯। ইন্দ্র, পশুপতি, রুদ্র, কুবের, যম ও বরুণ-প্রদত্ত।

সহস্র দানবকে বিনষ্ট করেন; তাঁহার তুল্য রথী আর দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি স্বীয় সৈন্যগণকে নির্বিঘ্নে রাখিয়া তোমার সৈন্যদিগকে বিনষ্ট করিবেন। হয় আমি, না হয় আচার্য্য তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ; উভয় সৈন্যমধ্যে তাঁহার শরবর্ষণ সহ্য করে, এমন কেহই নাই। যেমন সমীরণ গ্রীষ্মাবসানে জলধরের সাহায্য করে, তদ্রূপ বাসুদেব অর্জ্জুনের সাহায্য করিয়া থাকেন। অর্জ্জুন যুবা, আমরা উভয়েই বৃদ্ধ।"

তখন সভাস্থ সমস্ত নৃপতি মহাবীর ভীষ্মের মুখে এই সমস্ত কথা শ্রবণপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের পূর্ব্বতন সামর্থ্য স্মরণ করিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহাদিগের স্থূল অঙ্গদযুক্ত চন্দনবিভূষিত ভুজদ্বয় একান্ত বিস্রস্ত[১] হইয়া পড়িল, দেখিলে বোধ হয়, যেন তাঁহারা পাণ্ডবগণের পরাক্রম প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

—

অষ্টষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

অভিমন্যু প্রভৃতির পরাক্রম

"হে মহারাজ! দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সকলেই মহারথ। বিরাটনন্দন উত্তর রথী। মহাবীর অভিমন্যু অর্জ্জুন ও বাসুদেবের তুল্য লঘুহস্ত[২] ও দৃঢ়ব্রত[৩]; তিনি পিতা অর্জ্জুনের ক্লেশ স্মরণ করিয়া বিক্রম প্রকাশ করিবেন। মহাবীর সাত্যকি বৃষ্ণিবংশীয়-দিগের মধ্যে অমর্ষপরায়ণ ও নির্ভয়; আমি তাঁহাকে ও মহাবলপরাক্রান্ত যুধামন্যুকে রথী বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। ইঁহাদিগের বহুসহস্র হস্তী, অশ্ব ও রথ আছে। ইঁহারা অগ্নি ও বায়ুর ন্যায় পরস্পর আহ্বানপূর্ব্বক জীবিতনিরপেক্ষ[৪] হইয়া পাণ্ডবগণ-সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনের প্রিয়সাধনার্থ তোমার সৈন্য-মধ্যে যুদ্ধ করিবেন। মহাবীর, পুরুষশ্রেষ্ঠ, সমরে দুর্জ্জয় বিরাট ও দ্রুপদ মহারথ, ইঁহারা বৃদ্ধ হইয়াছেন বটে, কিন্তু ক্ষত্রধর্ম্মপরাঙ্মুখ[৫] নহেন; অন্যান্য বীর-পুরুষ কারণ বশতঃ কখন তেজস্বী কখন বা নিস্তেজ হয়েন, কিন্তু ইঁহারা মৃত্যু পর্য্যন্তও দৃঢ়বিক্রম থাকেন; অতএব এই দুই মহাবীর সম্বন্ধ, বংশ, বীর্য্য, বল ও পাণ্ডবগণের বিশ্বাস অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ অক্ষৌহিণী-সমভিব্যাহারে বীরাচরিত পথ অবলম্বন করিয়া প্রাণ-পণে সমরে মহৎকার্য্য অনুষ্ঠান করিবেন।"

১। শিথিল। ২। ক্ষিপ্রহস্ত—দ্রুত অস্ত্র-প্রয়োগে অভ্যস্ত। ৩। যুদ্ধাদি কর্ত্তব্য কার্য্যে দৃঢ়তা। ৪। প্রাণের প্রতি উপেক্ষাহীন। ৫। যুদ্ধাদি কার্য্যে পশ্চাৎপদ।

—

ঊনসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

শিখণ্ডিপ্রমুখ বীরগণের বিক্রম

"হে দুর্য্যোধন! পাঞ্চালরাজতনয় শিখণ্ডী রথি-প্রধান; তিনি বহুল[১] পাঞ্চাল ও প্রভদ্রক সেনা-সমভিব্যাহারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তোমার সেনাগণ-মধ্যে যশোবিস্তার ও পৌরুষ প্রদর্শনপূর্ব্বক রথ-সমূহ দ্বারা মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। দ্রোণ-শিষ্য মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবগণের সেনানী; আমি তাঁহাকে অতিরথ বিবেচনা করিয়া থাকি। যেমন নিতান্ত ক্রুদ্ধ ভগবান ব্যোমকেশ প্রলয়কালে প্রজাগণকে বিনষ্ট করেন, তদ্রূপ তিনি যুদ্ধে শত্রুগণকে বিনষ্ট করিবেন। সমরপ্রিয় মনুষ্যেরা কহিয়া থাকেন, ইঁহার রথ ও সৈন্য বহুসংখ্যা প্রযুক্ত সাগরের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে। ইঁহার আত্মজ ক্ষত্রধর্ম্মপরায়ণ, বালকত্ব প্রযুক্ত সাতিশয় পরিশ্রমে সমর্থ নহেন; অতএব আমি তাঁহাকে অর্দ্ধরথ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। মহারাজ শিশুপালের পুত্র মহারথ ধৃষ্টকেতু পাণ্ডবগণের সম্বন্ধী[২], এক্ষণে তাঁহারা পিতাপুত্রে পাণ্ডবদিগের মহৎকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন। মহারাজ ক্ষত্রদেব পাণ্ডবদিগের এক প্রধান রথী ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপরায়ণ। জয়ন্ত, অমিততেজাঃ ও মহারথ সত্যজিৎ প্রভৃতি মহাত্মা পাঞ্চালগণ ক্রুদ্ধ কুঞ্জরের[৩] ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। মহাবল-পরাক্রান্ত অজ ও ভোজ পাণ্ডবগণের হিতসংসাধনার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সামর্থ্য প্রদর্শন করিবেন। ইঁহারা লঘুহস্ত, চিত্রযোধী ও দৃঢ়বিক্রম। যুদ্ধদুর্ম্মদ কেকয়েরা পঞ্চভ্রাতা, কাশিক, নীল, সূর্য্যদত্ত, শঙ্খ ও মদিরাশ্ব ইঁহারা সকলেই রথী, যুদ্ধলক্ষণযুক্ত ও সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা। মহারাজ বার্দ্ধক্ষেমি মহারথ, নৃপতি চিত্রায়ুধ[৪] রথিশ্রেষ্ঠ, তিনি যুদ্ধ-বিশারদ ও অর্জ্জুনের একান্ত ভক্ত ছিলেন। চেকিতান ও সত্যধৃতি ইঁহারা রথী। ব্যাঘ্রদত্ত ও চন্দ্রসেনকে পাণ্ডবগণের প্রধান রথী বলিতে পারি। বাসুদেব বা

১। অনেক। ২। কুটুম্ব। ৩। হস্তীর। ৪। উত্তম অস্ত্রবিৎ।

ভীমসেন সম সেনাবিন্দু ও ক্রোধহন্তা বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক তোমার সেনাগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। তুমি যেমন দ্রোণ, কৃপ ও আমাকে সমরশ্লাঘী[১] বিবেচনা করিয়া থাক, তদ্রূপ তাঁহাকেও বিবেচনা করিবে। মহারাজ কাশ্য সাতিশয় ক্ষিপ্রহস্ত, প্রশংসনীয় ও একরথ। সমরপ্রিয় দ্রুপদনন্দন সত্যজিৎ মহাবলপরাক্রান্ত, যুবা ও অষ্ট রথীর সমান, তিনি এক্ষণে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের ন্যায় অতিরথ হইয়াছেন; এক্ষণে পাণ্ডবগণ তুল্য যশোলাভ করিবেন, এই বাসনায় মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। পাণ্ডবগণের অনুরাগভাজন মহাবীর্য্য পাণ্ড্যরাজ মহারথ। শ্রেণিমান্ ও বসুদান ইঁহারা উভয়েই অতিরথ।"

সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

শিখণ্ডীর সহিত ভীষ্মের সমরে অনিচ্ছা

"হে দুর্য্যোধন! মহারথ রোচমান রণস্থলে অমরের ন্যায় যুদ্ধ করিবেন। মহাবল-পরাক্রান্ত, সুনিপুণ চিত্রযোধী, ভীমসেনের মাতুল কুন্তিভোজ পুরুজিৎ অতিরথ, যেমন দেবরাজ ইন্দ্র দানবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনিও বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক ভাগিনেয়দিগের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত যুদ্ধ করিবেন। তাঁহার যুদ্ধবিশারদ সুবিখ্যাত বহু-সংখ্যক যোদ্ধা আছে; তাহারাও রণস্থলে অতি অদ্ভুত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, সন্দেহ নাই। হিড়িম্বাতনয়, সমরপ্রিয়, অতিশয় মায়াবী রাক্ষস ঘটোৎকচ আপনার বশবর্ত্তী অন্যান্য মহাবীর রাক্ষসগণ-সমভিব্যাহারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। হে মহারাজ! এই সকল ও অন্যান্য মহীপালগণ সমবেত হইয়া বাসুদেবকে পুরোবর্ত্তী[২] করিয়া পাণ্ডবগণের নিমিত্ত যুদ্ধ করিবেন।

এই সমস্ত প্রধান প্রধান রথী, অতিরথ ও অর্দ্ধরথ সমরক্ষেত্রে দেবরাজপ্রতিম অর্জ্জুন কর্তৃক প্রতিপালিত অতি ভয়ঙ্কর যুধিষ্ঠির-সেনা-সকল লইয়া যাইবেন। আমি সেই সমস্ত জিগীষাপরবশ[৩] মায়াবী ভূপালগণের সহিত সমর করিয়া জয় বা নিধন লাভ করিব। আমি সন্ধ্যাকালীন চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন ও চক্রধর বাসুদেব এবং পাণ্ডবদিগের অন্যান্য রথী বীরপুরুষগণকে রণস্থলে আক্রমণ করিব।

পাণ্ডবদিগের যে সকল রথী, অতিরথ ও অর্দ্ধরথের বিষয় প্রাধান্যানুসারে[১] কীর্ত্তিত হইল, আমি তাঁহাদিগকে এবং অর্জ্জুন, বাসুদেব ও অন্যান্য পার্থিবগণকে সমরে অবলোকন করিবামাত্র অস্ত্রজাত[২] দ্বারা নিবারণ করিব, কেবল পাঞ্চালতনয় শিখণ্ডী প্রতিযোদ্ধা হইয়া শরনিক্ষেপ করিলেও তাহাকে কদাচ বিনাশ করিব না। লোকে ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, আমি পিতার প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত লব্ধরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছি। আমি চিত্রাঙ্গদকে কৌরবদিগের আধিপত্যে স্থাপিত ও অল্পবয়স্ক বিচিত্রবীর্য্যকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছি। আমি ভূমণ্ডলের সমস্ত ভূপালগণকে আমার ব্রহ্মচর্য্য অবগত করিয়া এক্ষণে স্ত্রী বা স্ত্রীপূর্ব্ব[৩] পুরুষকে সংহার করিতে পারি না। বোধ হয়, তুমি শ্রবণ করিয়া থাকিবে, শিখণ্ডী পূর্ব্বে স্ত্রীজাতি ছিল, পশ্চাৎ পুরুষবিগ্রহ[৪] পরিগ্রহ করিয়াছে; অতএব আমি তাহার সহিত কদাচ যুদ্ধ করিব না। কিন্তু পাণ্ডবগণ ব্যতিরেকে সমরে যাহাকে প্রাপ্ত হইব, তাহাকে সংহার করিব সন্দেহ নাই।"

রথাতিরথসংখ্যানপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

একসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

অম্বোপাখ্যানপর্ব্বাধ্যায়

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে পিতামহ! আপনি সোমক ও পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিবেন, এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; এক্ষণে শিখণ্ডীকে রণস্থলে শরক্ষেপ করিতে দৃষ্টিগোচর করিয়াও কি নিমিত্ত বিনাশ করিবেন না?"

ভীষ্ম কহিলেন, "হে দুর্য্যোধন! আমি যে নিমিত্ত শিখণ্ডীকে বিনাশ করিব না, তুমি তাহা এই সকল ভূপালগণের সহিত অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। আমার পিতা ত্রিলোকবিশ্রুত মহারাজ শান্তনু সমুচিত অবসরে[৫] কলেবর পরিত্যাগ করিলে আমি প্রতিজ্ঞা

১। সমরে প্রশংসার পাত্র। ২। অগ্রগামী। ৩। একান্ত জয়াভিলাষী।

১। শ্রেষ্ঠতানুক্রমে। ২। অস্ত্রসমূহ। ৩। পূর্ব্বকার স্ত্রীভাবযুক্ত। ৪। পুরুষদেহ। ৫। যথাযোগ্যকালে।

প্রতিপালনপূর্ব্বক ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলাম। অনন্তর তিনিও লোকান্তরগত হইলে আমি সত্যবতীর অভিমতে বিচিত্রবীর্য্যকে নিয়মানুসারে অভিষিক্ত করিলাম। বিচিত্রবীর্য্য ধর্ম্মতঃ আমার কনীয়ান্[১]; এই নিমিত্ত সকল বিষয়ে আমার মতানুসরণ করিতেন। আমি তাঁহার দারক্রিয়া[২] সম্পাদন করিবার নিমিত্ত অনুরূপ কুল অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। অনন্তর শুনিলাম, অলোক-সামান্য-রূপসম্পন্ন কাশিরাজের তিন দুহিতা অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা স্বয়ংবরা হইবেন; তাঁহাদিগের মধ্যে অম্বা সর্ব্বজ্যেষ্ঠা, অম্বিকা মধ্যমা ও অম্বালিকা কনিষ্ঠা ছিলেন। স্বয়ংবরের নিমিত্ত অনেকানেক ভূমিপাল নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আমি একমাত্র রথে আরোহণপূর্ব্বক কাশিরাজের রাজধানীতে সমুপস্থিত হইয়া সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা কাশিরাজের দুহিতাদিগকে ও নিমন্ত্রিত নৃপতিগণকে নিরীক্ষণ করিলাম। পরে আমি সেই তিন কন্যাকে বীর্য্যশুল্কা[৩] অবগত হইয়া রথে আরোপিত করিলাম এবং সমাগত পার্থিবগণকে আহ্বান করিয়া বারংবার কহিলাম, 'শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তোমাদের সমক্ষে বলপূর্ব্বক কন্যাগণকে হরণ করিতেছে; এক্ষণে তোমরা শক্তি অনুসারে ইহাদিগকে মোচন করিবার নিমিত্ত যত্ন কর।'

অনন্তর ভূপালগণ ক্রোধভরে আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর আসন হইতে সমুত্থিত হইয়া সারথিদিগকে 'সাজ সাজ' বলিয়া আদেশ করিলেন। তখন যোদ্ধগণ উদ্যতায়ুধ[৪] হইয়া মাতঙ্গসদৃশ রথ, গজসমূহ এবং হৃষ্টপুষ্ট অশ্বের সহিত আমাকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত উত্থিত হইলে পর ভূপালসকল রথে আরোহণ করিয়া আমাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। আমি তাঁহাদের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলাম; তাঁহারা যখন আমার সম্মুখীন হইলেন, তখন আমি অবলীলাক্রমে তাঁহাদিগের সুবর্ণালঙ্কৃত বিচিত্র ধ্বজ পাতিত করিলাম এবং অশ্ব, গজ ও সারথিদিগকে এক এক শর দ্বারা ভূতলে নিপাতিত করিতে লাগিলাম।

তখন সকলে আমার শরলাঘব[৫]-দর্শনে সমর-পরাঙ্মুখ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন। পরে যেমন দেবরাজ ইন্দ্র দানবগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হইলাম এবং ভ্রাতার পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত তিন কন্যাকে আনয়ন করিয়াছি, এই সমস্ত ব্যাপার সত্যবতীকে নিবেদন করিলাম।"

—

দ্বিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

অম্বার প্রত্যাখ্যানে প্রার্থনা

"অনন্তর আমি জননী সত্যবতী-সন্নিধানে গমন ও তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলাম, 'জননী! আমি একমাত্র বীর্য্যই এই তিন কন্যার শুল্ক[১] অবগত হইয়া পার্থিবগণকে পরাজয় করিয়া ইহাদিগকে বিচিত্রবীর্য্যের নিমিত্ত আহরণ করিয়াছি।' তখন সত্যবতী হৃষ্টমনে ও গলদশ্রুনয়নে[২] আমার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া কহিলেন, 'বৎস! তুমি ভাগ্যবলে জয়লাভ করিয়াছ।' পরে তাঁহার অনুমোদিত বিবাহকাল সমুপস্থিত হইলে কাশিরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা লজ্জাবনত-বদনে[৩] আমাকে কহিলেন, 'হে ভীষ্ম! আপনি ধর্ম্মপরায়ণ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, এক্ষণে আমার ধর্ম্মানুগত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করুন। আমি পূর্ব্বে শাল্বপতিকে মনে মনে বরণ করিয়াছি, তিনিও নির্জ্জনে পিতার অজ্ঞাতসারে আমাকে বরণ করিয়াছেন; আমি আর অন্যকে প্রার্থনা করি না। এক্ষণে আপনি কুরুবংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ধর্ম্মপথ উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক কিরূপে আমাকে স্বীয় আবাসে রাখিবেন? হে মহারাজ! আপনি ইহা বুদ্ধিবলে সম্যক্ অবধারণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য, তাহার অনুষ্ঠান করুন। শাল্বরাজ নিশ্চয়ই আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন; অতএব আমাকে তাঁহার সন্নিধানে গমন করিতে অনুমতি করুন। আমরা শ্রবণ করিয়াছি, আপনিই পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মচারী; অতএব আমার প্রতি অনুকম্পা[৪] প্রদর্শন করুন'।"

১। কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ২। বিবাহে পত্নীগ্রহণ। ৩। বলপূর্ব্বক অপহরণের যোগ্যা। ৪। উত্তোলিতাস্ত্র। ৫। সত্বর শরনিক্ষেপ ক্ষমতা।

১। পণ। ২। বিগলিত অশ্রুযুক্ত নেত্রে। ৩। লজ্জানম্রমুখে। ৪। দয়া।

ত্রিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

অম্বা-প্রত্যাখ্যান

ভীষ্ম কহিলেন, "মহারাজ! অনন্তর আমি জননী সত্যবতী, মন্ত্রী ও পুরোহিতের অনুমতিক্রমে কাশি-রাজদুহিতা অম্বাকে গমন করিতে আদেশ করিলাম। তখন অম্বা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণপরিরক্ষিত ও ধাত্রী কর্তৃক অনুসৃত হইয়া শাম্বপতির রাজধানীতে গমন করিলেন। পরে রাজধানীর পথ অতিক্রম করিয়া ভূপাল-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! আমি আপনার উদ্দেশে আগমন করিয়াছি।' শাম্বপতি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'হে বরবর্ণিনি! তুমি অন্যপূর্ব্বা[1] হইয়াছ; আমি আর তোমার পাণিগ্রহণ করিব না; তুমি পুনরায় সেই ভীষ্মের সন্নিধানে গমন কর। তিনি অন্যান্য ভূপালগণকে পরাজিত করিয়া বলপূর্ব্বক তোমার করগ্রহণ করিয়াছেন; এই নিমিত্ত আমি আর তোমাকে প্রার্থনা করি না। তুমি তৎকালে ভীষ্মের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলে, সুতরাং আমার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ ভূপতি অন্যের ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়া কিরূপে অন্যপূর্ব্বা নারীকে অভিলাষ করিবেন? অতএব, গমনকাল অতিক্রান্ত হইতেছে; এক্ষণে তুমি স্বেচ্ছানুসারে গমন কর।'

তখন একান্ত অনঙ্গশরপীড়িতা[2] অম্বা শাম্বপতিকে কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি এরূপ কহিবেন না; ইহা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। আমি ভীষ্মের প্রতি প্রীতিমতী নহি; এ নিমিত্ত আমি অবিরল-বাষ্পাকুললোচনে রোদন করিতেছিলাম; তথাপি তিনি অন্যান্য মহীপালগণকে পরাজিত করিয়া বল-পূর্ব্বক আমাকে গ্রহণ করিলেন। আমি আপনার একান্ত ভক্ত, আমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই; অতএব আপনি আমাকে গ্রহণ করুন; ধর্ম্মানুসারে নিরপরাধ ভক্তকে পরিত্যাগ করা প্রশস্ত নহে। এক্ষণে আমি ভীষ্মকে আমন্ত্রণ ও তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। শ্রবণ করিয়াছি, মহাবাহু ভীষ্ম আপনার ভ্রাতার নিমিত্ত এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং আমাকে প্রার্থনা করেন না। বিবাহকাল উপস্থিত হইলে তিনি স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যকে আমার কনীয়সী[3] ভগিনী অম্বিকা ও অম্বালিকাকে প্রদান করিয়াছেন; হে রাজন্! আমি মস্তক স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, আপনা ব্যতিরেকে অন্য বরকে ধ্যান করি না। আমি আত্মাকে স্পর্শ করিয়া[1] সত্য কহিতেছি, আমি অন্যপূর্ব্বা নহি। এক্ষণে আমি স্বয়ং সমুপস্থিত হইয়া আপনার প্রসন্নতালাভের অভিলাষ করিতেছি, আপনি আমাকে গ্রহণ করুন।'

শাল্ব-প্রত্যাখ্যাতা অম্বার ভীষ্মনিধন-সঙ্কল্প

অনন্তর কাশিরাজ-দুহিতা অম্বা বারংবার এইরূপ প্রার্থনা করিলেও শাম্বরাজ সর্পের নির্ম্মোক[2]পরি-ত্যাগের ন্যায় তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন; তাঁহার প্রতি কিছুতেই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেন না। তখন অম্বা রোষাবিষ্ট হইয়া বাষ্পাকুললোচনে গদ্‌গদ বদনে কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, এক্ষণে আমি যথা ইচ্ছা, তথা প্রস্থান করি; সাধু ব্যক্তিরাই সত্যের ন্যায় আমার রক্ষক হইবেন।' শাম্বরাজ অম্বার এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপবাক্য শ্রবণ করিয়াও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন এবং বারংবার কহিতে লাগিলেন, 'হে নিতম্বিনী! তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। মহাবীর ভীষ্ম তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার বলবীর্য্যে নিতান্ত ভীত ও শঙ্কিত হইতেছি।'

অম্বা অদূরদর্শী শাম্বরাজকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অতি দীনমনে কুররীর[3] ন্যায় রোদন করিতে করিতে রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন; মনে করিলেন, এই ভূমণ্ডলে আমার তুল্য দুঃখিনী রমণী আর নাই। আমি বান্ধবহীন হইয়াছি; শাম্বরাজও আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ভীষ্ম আমাকে শাম্বরাজ-সন্নিধানে গমন করিতে অনুমতি করিয়া-ছিলেন, সুতরাং আমি পুনরায় হস্তিনানগরে গমন করিতে সমর্থ হইতেছি না। এক্ষণে আমি আপনার ভাগ্য কিংবা ভীষ্মকে নিন্দা করিব না আর আমার স্বয়ংবরের অনুষ্ঠাতা সেই মূঢ়[4] পিতাকেই বা কি নিমিত্ত নিন্দা করি? ইহা আমারই দোষ। প্রথমে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে আমি যে ভীষ্মের রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শাম্বরাজ-সন্নিধানে গমন করি নাই, তাহারই ফলভোগ করিতেছি। এক্ষণে সেই

১। একের উদ্দেশ্যে নিরূপিতা পাত্রী বিবাহের উদ্দেশ্যে অন্য কর্তৃক গৃহীতা। ২। কামবাণব্যথিতা। ৩। কনিষ্ঠা।

১। নিজদেহে হাত দিয়া। ২। পুরাতন ত্বক্—খোলস। ৩। উৎক্রোশ পক্ষী। ৪। কন্যাবিবাহ ব্যস্ততায় মোহাপন্ন।

মূঢ়চেতাঃ পিতাকে ধিক্! কারণ, তিনি আমাকে বীর্য্যশুল্কা করিয়াছেন বলিয়া আমি সকলের ত্যাজ্যা হইয়াছি। আমাকে ধিক্, ভীষ্মকে ধিক্, শাম্বরাজকে ধিক্ এবং বিধাতাকেও ধিক্! আমি তাঁহাদেরই দুষ্ট অভিপ্রায়ে এইরূপ কষ্টভোগ করিতেছি। এক্ষণে বোধ হইতেছে, মনুষ্যেরা স্ব স্ব ভাগ্যের ফলভোগ করিয়া থাকে। শান্তনুনন্দন ভীষ্মই আমার এই বিপদের নিদান। অতএব যুদ্ধ দ্বারা হউক বা তপঃ-প্রভাবেই হউক, ভীষ্মকে ইহার প্রতিফল প্রদান করিতে হইবে, কোন্ রাজা তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন, এক্ষণে তাঁহারই অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।'

অম্বার তপস্যা-ব্যবস্থা

কাশিরাজদুহিতা অম্বা নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পুণ্যাত্মা তপস্বিগণের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। পরে তাঁহাদিগকে ভীষ্ম কর্ত্তৃক হরণ, গৃহ-গমনে অনুমোদন ও শাম্বের প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করাইলেন এবং তথায় তাপসগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া সেই যামিনী যাপন করিলেন।

ঐ আশ্রমে শ্রৌত[১]-স্মার্ত্ত[২]-ক্রিয়াকুশল, ব্রহ্মবিৎ, শাস্ত্রজ্ঞ ও তপোবৃদ্ধ এক তপস্বী বাস করেন। তিনি শোকদুঃখপরায়ণা অম্বাকে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া কহিলেন, 'বৎসে! তোমার ত এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, এক্ষণে আশ্রমবাসী তপস্বিগণ তোমার নিমিত্ত কিরূপ অনুষ্ঠান করিবেন?'

অম্বা কহিলেন, 'হে তপোধনগণ! আপনারা আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করুন। আমি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া তপোনুষ্ঠান করিব। আমার বোধ হইতেছে, আমি পূর্ব্বজন্মে মোহবশতঃ যে সকল পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, ইহা তাহারই ফল। আমি শাম্বরাজ কর্ত্তৃক নিরাকৃত[৩] হইয়া নিরানন্দ-মনে স্বজন-সন্নিধানে গমন করিতে আর অভিলাষ করি না। আপনারা দেবতুল্য, এক্ষণে অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে তপোনুষ্ঠানবিষয়ে[৪] উপদেশ প্রদান করুন।' তখন সেই ব্রাহ্মণ দৃষ্টান্ত, শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বাসিত করিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের সহিত তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠান করিতে অঙ্গীকার করিলেন।"

১—২। বেদস্মৃতিবিহিত। ৩। প্রত্যাখ্যান—দূরীকৃত। ৪। তপস্যাচরণবিষয়ে।

চতুঃসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

অম্বার প্রতি মাতামহ হোত্রবাহনের উপদেশ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে রাজন্! ধর্ম্মপরায়ণ তাপসগণ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া অগ্রে এই বিষয়ে কিংকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ কহিলেন, 'কন্যাকে পিত্রালয়ে লইয়া চল।' কেহ কেহ আমাদিগকে তিরস্কার করিতে অভিলাষ করিলেন; কেহ কেহ বিবেচনা করিলেন, শাম্বরাজসন্নিধানে গমন করিয়া ইহাকে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য; কেহ কেহ বলিলেন, 'শাম্বরাজ একবার ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, এক্ষণে আমরা তথায় গমন করিয়া কি করিব?' অনন্তর তাঁহারা সকলে অম্বাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বৎসে! এক্ষণে তোমার সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি আমাদের হিতকর বাক্য শ্রবণ কর, তোমার মঙ্গল হইবে। তুমি পুনরায় পিতৃভবনে গমন কর। পিতা যেরূপ উপায়বিধান করিয়া দিবেন, তুমি তাহাতেই সম্পূর্ণ সুখী হইবে। পিতার ন্যায় স্ত্রীলোকের আর অন্য আশ্রয় নাই। শাস্ত্রে কথিত আছে, পিতা অথবা পতিই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি।—তাহার মধ্যে উত্তম অবস্থায় ভর্ত্তা ও বিপদ্‌কালে একমাত্র পিতাই রমণীগণের আশ্রয় হইয়া থাকেন। সন্ন্যাসাশ্রম নিতান্ত ক্লেশকর; বিশেষতঃ তুমি পরম সুকুমারী[১] রাজকুমারী; কোনরূপেই ঐ সকল ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবে না। আর ইহাতে বিস্তর দোষ; সুতরাং পিতৃগৃহে বাস করাই তোমার শ্রেয়স্কর হইতেছে।'

অনন্তর অন্যান্য তাপসেরা কহিলেন, 'বৎসে! ভূপাল তোমাকে নির্জ্জন অরণ্যে একাকী বাস করিতে দেখিয়া অবশ্যই প্রার্থনা[২] করিবেন, অতএব তুমি কদাচ এরূপ অভিলাষ করিও না।' অম্বা কহিলেন, "হে তপোধনগণ! আমি পিতৃগৃহে পুনর্ব্বার গমন করিতে যমর্থ হইতেছি না; বান্ধবগণ আমার

১। কোমলদেহা—সুখলালিতা। ২। গ্রহণ করিতে অভিলাষ।

প্রতি অতিশয় অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রদর্শন করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি বাল্যকালে সুখস্বচ্ছন্দে পরমসমাদরে পিত্রালয়ে বাস করিয়াছি; এক্ষণে আর তথায় অবস্থান করিতে আমার অভিরুচি হইতেছে না। আপনাদের মঙ্গল হউক; এক্ষণে তাপসগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া তপোনুষ্ঠান করিতে বাসনা করি। তাহা হইলে আমাকে পরলোকে আর এইরূপ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইবে না।"

তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে রাজর্ষি হোত্রবাহন সেই আশ্রমপদে উপস্থিত হইলেন। তাপসেরা তাঁহাকে স্বাগত-প্রশ্ন[১]পূর্ব্বক পাদ্য, আসন ও উদক[২] প্রদান করিয়া পূজা করিলেন। রাজর্ষি উপবেশন করিয়া বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। তখন তাপসেরা পুনরায় কন্যাকে উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজর্ষি তাপসমুখে অম্বার বিপদ্‌বৃত্তান্ত-শ্রবণে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন এবং কন্যাকে আপনার দুঃখবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে দেখিয়া একান্ত কৃপাপরতন্ত্র হইলেন। অনন্তর তিনি সত্বর সমুত্থিত হইয়া কম্পিতকলেবরে তাঁহাকে অঙ্কে[৩] আরোপিত করিয়া আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অম্বা তাঁহার সন্নিধানে আদ্যোপান্ত সমস্ত নিবেদন করিলেন। তখন রাজর্ষি শোক-দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া কর্ত্তব্য অবধারণপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে বৎসে! তোমার পিতৃগৃহে গমন করিবার আর আবশ্যকতা নাই; আমি তোমার মাতামহ; তুমি আমার ছন্দানুবর্ত্তিনী[৪] হইলে আমি অবশ্যই তোমার দুঃখ মোচন করিব। তুমি যে এইরূপ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছ, ইহাতে আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত কাতর হইতেছে! এক্ষণে তুমি আমার বাক্যানুসারে তপস্বী জামদগ্ন্যের নিকট গমন কর। ভীষ্ম যদি তোমার বাক্য রক্ষা না করেন, তাহা হইলে সেই কালাগ্নিসমতেজাঃ[৫] জামদগ্ন্য তাঁহাকে সংহার করিয়া তোমার দুঃখ ও শোকশান্তি করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।'

তখন অম্বা অবিরল-বাষ্পাকুললোচনে মধুরবচনে মাতামহ হোত্রবাহনকে বারংবার কহিতে লাগিলেন,

১। অনায়াসে আগমনের প্রশ্ন। ২। জল। ৩। ক্রোড়ে।
[৪। অভিপ্রায়ানুসারে অনুষ্ঠানকারিণী। ৫। প্রলয়ানলতুল্য তেজস্বী।

'তাত! আমি মস্তক দ্বারা অভিবাদন করিয়া আপনার নিদেশানুসারে সেই লোকবিশ্রুত আর্য্য জামদগ্ন্যকে সন্দর্শন করিব। এক্ষণে কিরূপে তথায় গমন করিব এবং কি প্রকারেই বা তিনি আমার দুঃখবিনাশে কৃতকার্য্য হইবেন, ইহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।'

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

অম্বার পরশুরামদর্শনের উপায় কথন

হোত্রবাহন কহিলেন, 'বৎসে! তুমি মহাবল-পরাক্রান্ত ভগবান্ পরশুরামকে মহারণ্যে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতে সন্দর্শন করিবে। তিনি প্রতি-দিন বেদবিৎ মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ-সমভি-ব্যাহারে মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। তুমি সেই পর্ব্বতে গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক আমার নাম কীর্ত্তন ও আপনার অভিলষিত কার্য্য নিবেদন করিলে তিনি তাহা সম্পাদন করিবেন। সেই বীরশ্রেষ্ঠ জমদগ্নিতনয় পরশুরাম আমার সখা ও প্রিয়সুহৃৎ।'

রাজর্ষি হোত্রবাহন অম্বাকে এইরূপ কহিতেছেন, এই অবসরে জামদগ্ন্যের প্রিয় অনুচর অকৃতব্রণ তথায় প্রাদুর্ভূত[১] হইলেন। তখন শতসহস্র মহর্ষিগণ ও বৃদ্ধরাজ হোত্রবাহন আসন হইতে উত্থিত হইয়া যথোচিত সৎকারপূর্ব্বক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন এবং প্রীতমনে দিব্য মনোরম কথা-সকল কহিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা হোত্রবাহন অকৃতব্রণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে মহাবাহো! এক্ষণে সেই প্রতাপান্বিত মহাবীর জামদগ্ন্য কোথায় অবস্থান করিতেছেন? এখন কি তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হইব?'

অকৃতব্রণ কহিলেন, 'মহারাজ! ভগবান্ পরশু-রাম সততই আপনার নামকীর্ত্তন করিয়া কহিয়া থাকেন,—রাজর্ষি সৃঞ্জয় হোত্রবাহন আমার প্রিয়সখা। বোধ হইতেছে, তিনি কল্য প্রভাতে আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিবেন। তাহা হইলে আপনিও তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি,

১। সহসা উপস্থিত।

এই কন্যাটি কে, কি নিমিত্ত অরণ্যে আগমন করিয়াছেন এবং কন্যাটি আপনারই বা কে ?'

অকৃতব্রণের নিকট অম্বার স্বয়ংবরবিঘ্ন বর্ণন

হোত্রবাহন কহিলেন, 'হে অকৃতব্রণ, এই কন্যা কাশিরাজের জ্যেষ্ঠা দুহিতা ও আমার দৌহিত্রী। ইহার নাম অম্বা। অম্বিকা ও অম্বালিকা নামে ইহার দুইটি কনিষ্ঠা ভগিনী আছে। ইহাদিগের স্বয়ংবর-কাল উপস্থিত হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত কাশীনগরীতে অনেকানেক ভূপাল সমবেত হইয়াছিলেন। তথায় কন্যার নিমিত্ত বিবিধ উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ভীষ্ম নৃপতিগণকে পরাজয়পূর্ব্বক তিন কন্যাকে হরণ করিয়া হস্তিনাপুরে প্রতিগমন করিলেন এবং সত্যবতীকে এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অম্বা মন্ত্রিগণের সমক্ষে ভীষ্মকে কহিলেন,—'হে বীর! আমি মনে মনে শাল্ব-ভূপতিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, অতএব আপনার ভ্রাতাকে অন্যসংক্রমনা[১] কন্যা দান করা উচিত হইতেছে না।'

তখন ভীষ্ম মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া জননী সত্যবতীর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ইহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন অম্বা সৌভপতি শাল্বের নিকট গমন করিয়া অবসরক্রমে কহিল,—'মহারাজ! ভীষ্ম আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন ; এক্ষণে আপনি আমার ধর্ম্ম রক্ষা করুন ; আমি পূর্ব্বেই আপনাকে মনে মনে বরণ করিয়াছি।' তখন শাল্বরাজ ইহার চরিত্রের প্রতি আশঙ্কা ও তপোনুষ্ঠানই কর্ত্তব্য মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ ইহাকে প্রত্যাখ্যাত করিলেন। এক্ষণে অম্বা তপোনুষ্ঠানবাসনায় তপোবনে আগমন করিয়াছে। আমি ইহার বংশপরিচয় প্রাপ্ত হইয়া ইহাকে বিদিত হইয়াছি[২]। এক্ষণে এই কন্যা কহিতেছে, ভীষ্মই আমার এই দুঃখের মূল কারণ।'

তখন অম্বা কহিল, 'হে তপোধন! রাজা হোত্রবাহন আমার মাতামহ ; ইনি যাহা কহিলেন, তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্রও সন্দেহ করিবেন না। এক্ষণে আমি অপমান ও লজ্জাভয়ে স্বনগরে প্রতিগমন করিতে সমর্থ হইতেছি না। ভগবান্ পরশুরাম

১। অন্য ব্যক্তিতে আসক্তচিত্তা। ২। চিনিতে পারিয়াছি।

আমাকে যাহা কহিবেন, তাহাই আমি একমাত্র প্রধান কার্য্য বলিয়া বোধ করিব।'

ষট্‌সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

অম্বা-অকৃতব্রণের কথোপকথন

অকৃতব্রণ কহিলেন, 'হে ভদ্রে! তোমার এই দুইটি দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে ; এক্ষণে বল, ইহার মধ্যে কোন্‌টির প্রতীকার করিতে অভিলাষ করিয়াছ ? যদি শাল্বরাজকে পাণিগ্রহণ করিতে নিয়োগ করা তোমার অভিলাষ হয়, তাহা হইলে ভগবান্ জামদগ্ন্য তোমার হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত তাহাও সম্পাদন করিবেন। অথবা যদি ভীষ্মকে পরাজিত দেখিতে ইচ্ছা কর, ধীমান্ পরশুরাম তাহাও সম্পাদন করিবেন। এক্ষণে রাজা হোত্রবাহনের ও তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য, আজিই তাহা অবধারণ করা উচিত হইতেছে।'

অম্বা কহিলেন, 'ভগবন্! আমি শাল্বরাজের প্রতি অনুরক্তা হইয়াছি, ভীষ্ম ইহা সবিশেষ অবগত না হইয়া আমাকে হরণ করিয়াছিলেন। আপনি মনে মনে ইহা বিচার করিয়া কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম অথবা শাল্বরাজের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য, তাহার অনুষ্ঠান করুন। আমি আপনার নিকট আনুপূর্ব্বিক দুঃখ-কারণ নিবেদন করিলাম ; এক্ষণে আপনি যুক্তি অনুসারে তদ্বিষয়ে যাহা শ্রেয়স্কর, তাহা সংসাধন করুন।'

অকৃতব্রণ কহিলেন, 'হে বরবর্ণিনি! তুমি যে ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য কহিলে, তাহা সম্যক্ উপপন্ন[১] হইতেছে, এক্ষণে আমি যাহা বলি, অবহিতমনে[২] শ্রবণ কর। যদি ভীষ্ম হস্তিনাপুরে তোমাকে লইয়া না যান, তাহা হইলে শাল্বরাজ ভগবান পরশুরামের নিদেশানুসারে তোমাকে গ্রহণ করিবেন। ভীষ্ম তোমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্তই তোমার উপর শাল্বরাজের সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। ভীষ্ম অতিশয় পুরুষাভিমানী ও বিজয়ী, অতএব তাঁহাকেই ইহার প্রতিফল প্রদান করা কর্ত্তব্য।'

অম্বা কহিলেন, 'ভগবন্! আমি ভীষ্মকেই সমরে সংহার করিব, সর্ব্বদা এইরূপ অভিলাষ করিতেছি। এক্ষণে ভীষ্মই হউন বা শাল্বরাজই হউন,

১। যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধগম্য। ২। স্থিরচিত্তে।

আমি যাঁহার নিমিত্ত এইরূপ দুঃখভোগ করিতেছি ও আপনি যাহাকে দোষী বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তাঁহাকেই সমুচিত শাসন করুন।'

পরশুরামের হোত্রবাহনসমীপে আগমন

তাঁহাদিগের এইরূপ কথোপকথনে দিবা ও বিভাবরী[1] অতিবাহিত হইল। অনন্তর জটাভার-মণ্ডিত[2], চীরধারী[3], রজোগুণবিরহিত, খড়্গ, পরশু ও শরাসনসম্পন্ন ভগবান্ জামদগ্ন্য শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া সৃঞ্জয়রাজ হোত্রবাহনের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। তখন তাপসগণ, হোত্রবাহন ও রাজকুমারী অম্বা তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র মধুপর্ক দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরশুরাম সংকৃত হইয়া তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে উপবেশনপূর্ব্বক রাজর্ষি হোত্রবাহনের সহিত অতীত বিষয়ের কথোপকথন করিতে লাগিলেন। পরে সৃঞ্জয়রাজ মধুরবচনে সমুচিত অবসরে তাঁহাকে কহিলেন, 'ভগবন্! এই অম্বা কাশিরাজকন্যা ও আমার দৌহিত্রী; এক্ষণে আপনি ইহারই মুখে ইহার কার্য্য শ্রবণ করুন।'

তখন প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর পরশুরাম অম্বাকে স্বকার্য্যের উল্লেখ করিতে কহিলে অম্বা তাঁহার সন্নিধানে উপনীত এবং মস্তক দ্বারা পাদবন্দন ও কমলদলকোমল[4] পাণিতল দ্বারা পাদস্পর্শপূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অবিরল বাষ্পজল[5] বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিল। রাম কহিলেন, 'হে রাজনন্দিনি! তুমি সৃঞ্জয়রাজের যেরূপ স্নেহভাজন, আমারও তদ্রূপ; এক্ষণে আমার সমক্ষে আপনার মনোদুঃখ বর্ণনা কর; আমি তোমার অভিলষিত কার্য্য অনুষ্ঠান করিব।' অম্বা কহিল, 'ভগবন্! আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম, এক্ষণে আপনি আমাকে ঘোর শোকপঙ্কার্ণব[6] হইতে উদ্ধার করুন।'

অম্বার পরশুরামসমীপে দুঃখনিবেদন

তখন জামদগ্ন্য তাহার অসামান্য রূপ, অভিনব যৌবন ও পরম সুকুমারতা[7] সন্দর্শন করিয়া একান্ত চিন্তিত হইলেন এবং অম্বা কি বলিবে, দয়ার্দ্রচিত্তে বহুক্ষণ ইহা বিবেচনা করিয়া পুনরায় কহিলেন, 'বৎসে! তুমি এক্ষণে আপনার মনোভিলাষ প্রকাশ কর।' তখন অম্বা তাহার সমক্ষে আনুপূর্ব্বিক আত্মবৃত্তান্ত নিবেদন করিল। পরশুরাম তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'বৎসে! আমি ভীষ্মের সন্নিধানে দূত প্রেরণ করিব, তিনি আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা সংসাধন করিবেন। যদি তিনি তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হয়েন, তাহা হইলে আমি অস্ত্রতেজোদ্বারা অমাত্যগণের সহিত তাঁহাকে সমরাঙ্গনে[1] দগ্ধ করিব। অথবা যদি ভীষ্মের প্রতি তোমার অভিরুচি না হয়, তাহা হইলে আমি শাল্বরাজকে তোমার পাণিগ্রহণ করিতে নিয়োগ করিব।'

ভীষ্মবিনাশার্থ অম্বার প্রার্থনা

তখন অম্বা কহিল, 'ভগবন্! শাল্বরাজের প্রতি পূর্ব্বাবধিই আমার অনুরাগসঞ্চার হইয়াছে শ্রবণ করিয়া মহাবীর ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। পরে আমি সৌভরাজ-সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে স্ত্রীলোকের বক্তব্য কথা[2] কহিলাম, কিন্তু তিনি আমার চরিত্রের প্রতি আশঙ্কা করিয়া আমাকে গ্রহণ করিলেন না। আপনি স্বীয় বুদ্ধিবলে এই সকল অনুধাবন করিয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহা অবধারণ করুন। মহাব্রত ভীষ্ম তৎকালে আমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আপনার[3] বশবর্ত্তী করিয়াছেন, সুতরাং তিনিই আমার এই দুর্দ্দশার মূল কারণ; আপনি তাঁহাকে সংহার করুন। আমি তাঁহার নিমিত্তই ঈদৃশ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া অপ্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভীষ্ম অতিশয় লুব্ধ, নীচপ্রকৃতি ও সমরবিজয়ী; অতএব তাঁহাকেই ইহার প্রতীকার প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য হইতেছে। তিনি যৎকালে আমার এই অপকার করেন, তখনই আমি তাঁহাকে সংহার করিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনি আমার এই মনোরথ সফল করুন। যেমন পুরন্দর[4] বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন, তদ্রূপ আপনিও তাঁহাকে বিনষ্ট করুন'।"

১। রাত্রি। ২। জটাজালশোভিত। ৩। বিলাসভাবের অনুদ্দীপক সাধারণ বসন পরিহিত। ৪। পদ্মপত্র তুল্য স্নিগ্ধ। ৫। দুঃখে নির্গত নেত্রজল। ৬। দুঃখরূপ কর্দমময় সমুদ্র। ৭। মৃদুতা।

১। যুদ্ধক্ষেত্রে। ২। নারীজনের যতটুকু বলা সম্ভব—স্ত্রীরূপে গ্রহণের উপযুক্ত বাক্য। ৩। তাঁহার নিজের। ৪। ইন্দ্র।

সপ্তসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

পরশুরামের ভীষ্মসহ যুদ্ধার্থ যাত্রা

ভীষ্ম কহিলেন, "হে দুর্য্যোধন! অনন্তর মহাবীর জামদগ্ন্য বারংবার এইরূপ অভিহিত হইয়া গলদশ্রুনয়নে কন্যাকে[1] কহিলেন, 'হে বৎসে! আমি বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের নিয়োগ ব্যতিরেকে কদাচ অস্ত্রগ্রহণ করিব না; এক্ষণে বল, তোমার আর কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে? মহামতি ভীষ্ম ও শাল্বরাজ উভয়েই যাহাতে আমার বশবর্ত্তী হয়েন, তদ্বিষয়ে যত্ন করিব। অতএব তুমি আর শোকাকুল হইও না। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ব্রাহ্মণগণের নিয়োগ ব্যতিরেকে কখনই শস্ত্রগ্রহণ করিব না।'

অম্বা কহিল, 'ভগবন্! আপনি আমার দুঃখ নিরাকরণ[2] করিবেন কহিয়াছেন; ভীষ্মই আমার এই দুঃখের মূল, অতএব আপনি তাঁহাকেই বিনাশ করুন।' পরশুরাম কহিলেন, 'হে রাজকন্যে! ভীষ্ম সৎকারযোগ্য হইলেও আমার নিদেশানুসারে মস্তক দ্বারা তোমার চরণদ্বয় গ্রহণ করিবেন।' অম্বা কহিল, 'ভগবন! আপনি যদি আমার হিতানুষ্ঠানের অভিলাষ করেন, তাহা হইলে সংগ্রামে আহত হইয়া গর্জ্জনশীল অসুরের ন্যায় ভীষ্মকে বিনাশ করুন। আপনি যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।'

তাঁহারা উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে পরমধর্ম্মপরায়ণ অকৃতব্রণ কহিলেন, 'হে ভৃগুনন্দন! এই কন্যা আপনার শরণাপন্ন হইয়াছে, আপনি ইহাকে পরিত্যাগ করিবেন না। যদি ভীষ্ম রণস্থলে সমাহূত হইয়া আপনার নিকট পরাজয় স্বীকার করেন, তাহা হইলে এই কন্যার কার্য্য সমাহিত ও আপনার বাক্য সত্য হইবে। আপনি তৎকালে সকল ক্ষত্রিয়গণের বিনাশ করিয়া ব্রাহ্মণসন্নিধানে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ব্রহ্মদ্বেষী[3] হয়, তাহা হইলে আমি তাহাকে বিনাশ করিব। যদি কেহ ভীত হইয়া শরণাপন্ন হয়, আমি জীবন থাকিতে তাহাকে কখনই পরিত্যাগ করিব না। আর যে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত ক্ষত্রিয়গণকে পরাজিত করিয়া আপনাকে গর্ব্বিত মনে করিবে, আমি তাহাকে বিনাশ করিব। ভীষ্মও সেই ভাবের বিজয়ী; অতএব আপনি তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন।'

পরশুরাম কহিলেন, 'হে তপোধন! আমি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া শান্তির অব্যাঘাতে[1] এই কার্য্য অনুষ্ঠান করিব। কাশিরাজকন্যার মনোগত কার্য্য অতি গুরুতর, অতএব যথায় ভীষ্ম অবস্থান করিতেছেন, আমি স্বয়ং এই কন্যাকে লইয়া তথায় গমন করিব। আপনি ক্ষত্রিয়সংগ্রামে[2] ইহা বিদিতই আছেন যে, আমি যে সমস্ত শর প্রয়োগ করি, তাহা শরীরীদিগের শরীর ভেদ করিয়া গমন করে; অতএব যদি সেই সমরশ্লাঘী ভীষ্ম আমার বাক্য রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে বিনাশ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।'

ভগবান্ জামদগ্ন্য মহর্ষিগণের নিকট এইরূপ কহিয়া যুদ্ধযাত্রাভিলাষে উদ্যুক্ত হইলেন। তাপসেরাও হুতাশনে আহুতি প্রদান ও জপ সমাপন করিয়া তথায় রজনীযাপনপূর্ব্বক আমাকে সংহার করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন। অনন্তর জামদগ্ন্য, রাজকন্যা অম্বা ও তপোধনদিগের সহিত কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া সরস্বতীতীরে বাস করিতে লাগিলেন।"

অষ্টসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

অম্বাগ্রহণে ভীষ্মের প্রতি পরশুরামের উপদেশ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে রাজন্! মহাব্রত জামদগ্ন্য তৃতীয় দিবসে রাজধানীতে আগমন করিয়া আমার নিকট 'আমার প্রিয়ানুষ্ঠান কর'—এই আদেশের সহিত আগমনসংবাদ প্রেরণ করিলে. আমি উহা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র প্রীত হইয়া ব্রাহ্মণ, দেবতুল্য ঋত্বিক্[3] ও পুরোহিতগণের সহিত এক ধেনু পুরস্কৃত[4] করিয়া অনতিবিলম্বে অতি তেজস্বী ভগবান্ জামদগ্ন্যের নিকট গমন করিলাম। তিনি আমাকে উপস্থিত দেখিয়া মদ্দত্ত[5] পূজা গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ভীষ্ম! কাশিরাজনন্দিনী অম্বা তোমার প্রতি অনুরাগিণী ছিল না, তুমি কি বিবেচনায় ইহাকে

১। রোদনপরায়ণা অম্বাকে। ২। নিবারণ। ৩। বেদবিদ্বেষী।

১। অবিরোধে—শান্তিরক্ষাপূর্ব্বক। ২। যুদ্ধে। ৩। হোতা আদি বহু ব্যক্তি-সাধ্য যজ্ঞের যাজনকারী পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান যাজক। ৪। একটি গাভী অগ্রে চালিত। ৫। আমার প্রদত্ত।

হরণ করিয়া পুনরায় বিসর্জ্জন করিয়াছ? অম্বা তোমা হইতেই ধর্ম্ম-পরিভ্রষ্টা[১] হইয়াছে। বিশেষতঃ তুমি বলপূর্ব্বক ইহাকে গ্রহণ করিয়াছিলে, সুতরাং এক্ষণে আর কে ইহার পাণিগ্রহণ করিবে? তুমি হরণ করিয়াছিলে বলিয়া শাল্বরাজ ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। অতএব তুমি আমার নিয়োগানুসারে ইহাকে গ্রহণ কর, তাহা হইলে এই রাজকন্যা আপনার ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হইবে। হে ভীষ্ম! ইহাকে এইরূপ অবমাননা করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না।'

অনন্তর আমি তাঁহাকে নিতান্ত বিমনায়মান[২] দেখিয়া কহিলাম, 'ভগবন্! আমি এই কন্যাকে কদাচ বিচিত্রবীর্য্যের হস্তে সম্প্রদান করিব না। পূর্ব্বে এই কন্যা আমাকে কহিয়াছে, আমি শাল্বরাজের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছি। পরে আমার অনুমতি লাভ করিয়া শাল্বরাজের নগরাভিমুখে গমন করিল। আমার এইরূপ একটি ব্রত আছে যে, আমি ভয়, অনুকম্পা[৩], অর্থলোভ বা অন্য কোন অভিলাষের বশীভূত হইয়া কখনই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না।'

ভীষ্মের সহিত পরশুরামের যুদ্ধোদ্যোগ

অনন্তর জামদগ্ন্য রোষকষায়িতলোচনে[৪] আমাকে বারংবার কহিতে লাগিলেন, 'হে ভীষ্ম! তুমি যদি আমার বাক্য রক্ষা না কর, তাহা হইলে আমি আজই অমাত্যগণের সহিত তোমাকে সংহার করিব।' আমি তখন প্রিয়বাক্যে পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম; কিন্তু তিনি কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না। পরে আমি তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া পুনর্ব্বার কহিলাম, 'ভগবন্! আপনি যে আমার সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষ করিতেছেন, তাহার কারণ কি? আমি বালক ও আপনার শিষ্য; আপনি আমাকে চতুর্ব্বিধ অস্ত্রে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।'

তখন তিনি ক্রোধারক্ত-নয়নে কহিলেন, 'হে ভীষ্ম! তুমি আমাকে গুরু বলিয়া মানিতেছ; তবে কি নিমিত্ত আমার প্রিয়ানুষ্ঠানের জন্য কাশি-রাজকন্যাকে গ্রহণ করিতেছ না? এক্ষণে আমার বাক্য রক্ষা না করিলে আমি কখনই ক্ষান্ত হইব না। তুমি ইহাকে গ্রহণ করিয়া আপনার কুলরক্ষা কর। এই রাজকন্যা তোমা-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়াছে।'

আমি কহিলাম, 'হে মহর্ষে! আপনার যত্ন ও পরিশ্রম নিতান্ত নিষ্ফল হইতেছে; আমি কখনই এ কার্য্য করিব না। আপনি আমার পূর্ব্বতন গুরু; আমি এই বিবেচনা করিয়াই আপনাকে প্রসন্ন[১] করিতেছি; আমি পূর্ব্বেই এই রাজকন্যাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। কোন্ ব্যক্তি স্ত্রীলোকদিগের ক্ষয়মূলক[২] দোষসকল অবগত হইয়া ভুজঙ্গীর ন্যায় পরপ্রণয়িনী[৩] রমণীকে স্বগৃহে বাস করাইবে? আমি ইন্দ্রের ভয়েও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না। এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হউন অথবা অনতিবিলম্বেই স্বকর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করুন। পুরাণে মহাত্মা মরুত্ত কহিয়াছেন, কার্য্যাকার্য্যজ্ঞানশূন্য, নিতান্ত গর্ব্বিত, কুপথগামী গুরুকেও পরিত্যাগ করিবে। আপনি আমার গুরু, এই নিমিত্ত আমি প্রীতিপূর্ব্বক আপনাকে সবিশেষ সম্মান করিতাম, কিন্তু এক্ষণে আপনি গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন না; অতএব আমি আপনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। গুরু, ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ তপোবৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে যুদ্ধে বিনাশ করিব না, এই নিমিত্ত আপনাকে ক্ষমা করিয়াছিলাম। কিন্তু ধর্ম্মে এইরূপ নির্ণীত আছে যে, যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সমরে অবস্থান, রোষপ্রকাশ ও শরবর্ষণ করিতে সন্দর্শন করে, সে তাঁহাকে বিনাশ করিলে ব্রহ্মহত্যা-পাতকে লিপ্ত হয় না। আমিও ক্ষত্রিয়; যে ব্যক্তি যে প্রকারে ব্যবহার করে, তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিলে কখনই অধর্ম্ম ও অমঙ্গল হয় না। ধর্ম্ম ও অর্থের বিচারে সমর্থ, দেশ ও কালের অবস্থাভিজ্ঞ পুরুষ যদি অর্থবিষয়ে অথবা ধর্ম্মবিষয়ে সংশয়াপন্ন হন, তবে অর্থের অনুষ্ঠান না করিয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই তাঁহার শ্রেয়োলাভ হইবে। কিন্তু আপনি সংশয়িত অর্থেও[৪] অযথান্যায়ে[৫] প্রবৃত্ত হইতেছেন; অতএব আপনার সহিত যুদ্ধ করিব। আপনি যুদ্ধে আমার অলৌকিক বিক্রম ও অদ্ভুত ভুজবীর্য্য সন্দর্শন করিবেন। এক্ষণে আপনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হউন; আমিও কুরুক্ষেত্রে আপনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সামর্থ্যানুসারে

১। নারীধর্ম্মচ্যুত। ২। চঞ্চলচিত্ত। ৩। দয়া। ৪। ক্রোধকুটিলনেত্রে।

১। স্তবস্তুতি দ্বারা প্রসন্ন। ২। বিনাশসাধক। ৩। অপরের প্রতি আসক্তা। ৪। সংশয়াপন্ন প্রয়োজনেও। ৫। অন্যায়রূপে।

কার্য্যানুষ্ঠান করিব। আপনি আমার শরশত দ্বারা জর্জ্জরিত ও নিহত হইয়া নির্জ্জিত লোক-সমুদয় প্রাপ্ত হইবেন। এক্ষণে সমরক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে গমন করুন; আমি যুদ্ধার্থে সেই স্থানে আপনার সহিত সমাগত হইব। পূর্ব্বে আপনি যে স্থানে পিতার ঔর্দ্ধদেহিক[1] ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, আমিও আপনাকে বিনাশ করিয়া তথায় ক্ষত্রিয়-কুলের বৈরশুদ্ধিকার্য্য[2] সমাধান করিব। আপনি অনতিবিলম্বে কুরুক্ষেত্রে গমন করুন; আমি আপনার পুরাকৃত[3] দর্প দূরীকৃত করিব। আপনি একাকী ক্ষত্রিয়গণকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া চিরকাল অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু তৎকালে আমার সদৃশ কোন ক্ষত্রিয় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই; পশ্চাৎ তেজসমুদয় প্রাদুর্ভূত হইয়াছে; সুতরাং আপনি তৃণমধ্যে প্রজ্বলিত হইয়াছিলেন। যে আপনার এই যুদ্ধময় দর্প অপনীত করিবে, সেই শত্রুবিজয়ী ভীষ্ম জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এক্ষণে নিশ্চয়ই কহিতেছি, আমি রণস্থলে আপনার দর্প চূর্ণ করিব।'

অনন্তর জামদগ্ন্য সহাস্যমুখে আমাকে কহিলেন, 'হে ভীষ্ম! তুমি ভাগ্যবলে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করিয়াছ; এক্ষণে আমি তোমার সহিত কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব; তুমিও তথায় গমন কর। তোমার জননী জাহ্নবী[4] তোমাকে আমার শরজালে নিহত এবং গৃধ্র[5], কঙ্ক[6] ও কাক কর্ত্তৃক ভক্ষিতকলেবর নিরীক্ষণ করিবেন। সিদ্ধচারণসেবিত ভগবতী ভাগীরথী কখন শোকাকুল হয়েন নাই; কিন্তু এক্ষণে তাঁহাকে শোকাভিভূত হইতে হইবে; আজি তিনি তোমাকে আমার শরজালে নিহত দেখিয়া অবশ্যই রোদন করিবেন। তুমি নিতান্তই যুদ্ধকামুক[7] ও একান্ত আতুর হইয়াছ; এক্ষণে যুদ্ধার্থ আমার সহিত সমবেত হও এবং রথ প্রভৃতি সমস্ত সামরিক দ্রব্য গ্রহণ কর।' তখন আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলাম, 'ভগবন্! আপনি যাহা কহিলেন, তাহাই হইবে।'

১। পারলৌকিক—শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি। ২। পিতৃহন্তা ক্ষত্রিয়ের রক্তে পরশুরামের পিতার তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন, ভীষ্মও ক্ষত্রিয়-হন্তা পরশুরামের রক্ত দিয়া ক্ষত্রিয়কুলের শ্রাদ্ধসম্পাদনে সমুৎসুক। ৩। পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত। ৪। গঙ্গা। ৫। শকুনি। ৬। হাড়গিলে। ৭। সমরাভিলাষী।

প্রতিযুদ্ধে সমুদ্যত ভীষ্মের যুদ্ধযাত্রা

ভীষ্ম কহিলেন, "অনন্তর পরশুরাম সংগ্রামাভিলাষে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলে আমি পুনরায় নগরে প্রবেশ-পূর্ব্বক জননী সত্যবতীকে এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া এবং তৎকর্ত্তৃক অনুমোদিত ও কৃতস্বস্ত্যয়ন[1] হইয়া পাণ্ডুরবর্ণ বর্ম্ম ও পাণ্ডুরবর্ণ কার্ম্মুক[2] সহকারে অশ্ব-সংযুক্ত, সুন্দর অবয়বশোভিত, ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিবৃত, উৎকৃষ্ট অধিষ্ঠানসহকৃত[3], শস্ত্রোপপন্ন[4] রজতময় রথে আরোহণ করিলাম। অশ্বশাস্ত্রবিশারদ, সুপরীক্ষিত, সুশীল, মহাবীর সারথি বায়ুবেগে অশ্বচালনা করিতে লাগিল। ভৃত্যগণ আমার মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিল এবং আমাকে শ্বেতচামর দ্বারা বীজন করিতে লাগিল। শুক্ল বসন, শুক্ল উষ্ণীষ[5] ও শুক্ল অলঙ্কার-পরিশোভিত সূত-মাগধেরা জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া আমার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইল। ব্রাহ্মণগণ পুণ্যাহ-ধ্বনি[6] করিতে লাগিলেন। অনন্তর আমি হস্তিনানগর হইতে কুরুক্ষেত্রে উপনীত ও মহাবলপরাক্রান্ত রামের দর্শনপথে অবস্থিত হইয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলাম। বনবাসী তপস্বী, ব্রাহ্মণ ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ যুদ্ধদর্শনার্থ আগমন করিলেন। তখন দিব্য মাল্য-সকল নিপতিত, বাদিত্র[7] বাদিত ও মেঘ-মণ্ডল ধ্বনিত[8] হইতে লাগিল। জামদগ্ন্যের অনুযায়ী তাপসগণ যুদ্ধ-দর্শনার্থ রণক্ষেত্র বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

গঙ্গার ভীষ্ম-ভৎর্সনা

ইত্যবসরে সর্ব্বভূতহিতৈষিণী[9] জননী গঙ্গা স্বীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাকে কহিলেন, 'বৎস! তুমি কিরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছ? আমি জামদগ্ন্যসন্নিধানে গমন করিয়া বারংবার প্রার্থনা করিব যে, ভীষ্ম তোমার শিষ্য, তুমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিও না। হে ভীষ্ম! তুমি ব্রাহ্মণ পরশুরামের সহিত যুদ্ধ করিতে অধ্যবসায়ারূঢ়[10] হইও না। তুমি কি ব্যোমকেশ[11] তুল্য ভীষণপরাক্রম ক্ষত্রিয়ঘাতী

১। যুদ্ধজয়ার্থ অনুষ্ঠিত মঙ্গলকার্য্য। ২। ধনু। ৩। রথ-মধ্যস্থ কক্ষযুক্ত। ৪। বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রসমন্বিত। ৫। পাগড়ী। ৬। শুভসূচক ধ্বনি—শুভকার্য্যের আরম্ভে শাস্ত্রীয় "পুণ্যাহ-স্বস্তি-ঋদ্ধি" অথবা "স্বস্তি-ঋদ্ধি-পুণ্যাহ" এই প্রকার স্বস্তিবাচনসূচক বচন-ত্রয়ের উচ্চারণ। ৭। বাদ্য। ৮। গর্জ্জনযুক্ত। ৯। সকল প্রাণীর হিতকারিণী। ১০। যত্নবান্। ১১। মহাদেব।

জামদগ্ন্যকে বিদিত হও নাই? তবে কি নিমিত্ত তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছ?' তিনি এই বলিয়া আমাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর আমি কৃতাঞ্জলিপুটে জননী জাহ্নবীকে অভিবাদন করিয়া আদ্যোপান্ত স্বয়ংবর-বৃত্তান্ত নিবেদনপূর্ব্বক জামদগ্ন্যকে যেরূপ কহিয়াছিলাম এবং কাশিরাজদুহিতা অম্বা যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সমস্তই তাঁহার কর্ণগোচর করিলাম। তখন তিনি আমার নিমিত্ত পরশুরামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার আশয়ে কহিলেন, 'হে পরশুরাম! তুমি স্বশিষ্য ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিও না।' পরশুরাম কহিলেন, 'হে দেবি! তুমি ভীষ্মকে নিবৃত্ত কর; সে আমার মনোভিলাষ সফল করিতেছে না; এই নিমিত্তই আমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিয়াছি'।"

অনন্তর জাহ্নবী পুত্রস্নেহপরবশ হইয়া পুনরায় ভীষ্মসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু ভীষ্ম ক্রোধভরে তাঁহার বাক্যের অনুরূপ কার্য্য করিলেন না। তখন জামদগ্ন্য তাঁহাকে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন।

ঊনাশীত্যধিকশততম অধ্যায়

ভীষ্ম-পরশুরামের প্রথম দিন যুদ্ধ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে রাজন্! অনন্তর আমি সমরাভিলাষী পরশুরামকে সহাস্যমুখে কহিলাম, 'ভগবন্! আমি রথে আরূঢ় আছি; আপনি ভূতলে অবস্থান করিতেছেন; সুতরাং এক্ষণে আপনার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতে আমার উৎসাহ হইতেছে না। আপনি যদি যুদ্ধে অভিলাষী হয়েন, তাহা হইলে রথারোহণ ও কবচ ধারণ করুন।' তখন তিনি আমাকে সহাস্য-আস্যে[১] কহিলেন, 'হে ভীষ্ম! মেদিনী আমার রথ, চারি বেদ আমার অশ্ব, বায়ু আমার সারথি ও বেদমাতা গায়ত্রী আমার বর্ম্ম; আমি তদ্দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।' এই কথা বলিয়া মহাতেজাঃ জামদগ্ন্য শরজাল দ্বারা চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিলেন।

১। হাস্যযুক্ত মুখে।

অনন্তর দেখিলাম, তিনি অদ্ভুতদর্শন, মনঃকল্পিত অতি বিস্তীর্ণ নগরোপম, দিব্যাশ্বযোজিত[১], আয়ুধ ও কবচে পরিপূর্ণ, সুবর্ণালঙ্কৃত ও চন্দ্রসূর্য্যলাঞ্ছিত[২], দিব্য রথে আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার প্রিয়সখা অকৃতব্রণ ধনুর্ধারণ এবং অঙ্গুলিত্র[৩] ও তূণীর[৪] বন্ধন করিয়া তাঁহার সারথ্যে[৫] নিযুক্ত আছেন। তখন জামদগ্ন্য 'এস' বলিয়া আমাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়া বারংবার আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি তদ্দর্শনে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া মহাবল-পরাক্রান্ত, ক্ষত্রিয়ান্তকারী, দিবাকরতুল্য তেজস্বী পরশুরামের সন্নিধানে একাকী গমনপূর্ব্বক তিনটি বাণ দ্বারা তাঁহার অশ্বগণকে নিগৃহীত[৬] করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলাম এবং শরাসন পরিত্যাগ করিয়া অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত পদব্রজে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া যথাবিধি অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলাম, 'ভগবন্! আপনি আমার তুল্য ও আমা অপেক্ষা সমধিক বলশালী হইলেও আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিব। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমারই জয়লাভ[৭] হয়।'

পরশুরাম কহিলেন, 'হে মহাবাহো! যে ব্যক্তি সম্পত্তিলাভের অভিলাষ করে, তাহার এইরূপ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য এবং যাহারা উৎকৃষ্ট লোকের সহিত সংগ্রাম করে, তাহাদিগের ইহাই ধর্ম্ম। তুমি যদি এইরূপে আমার নিকট আগমন না করিতে, তাহা হইলে আমি তোমাকে অবশ্যই শাপ প্রদান করিতাম। এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া যত্নপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। আমি তোমার জয় প্রার্থনা করি না; প্রত্যুত আমি তোমাকে পরাজিত করিবার নিমিত্তই উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি গমন করিয়া ধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। আমি তোমার আচরণে প্রীতি লাভ করিয়াছি।'

১। উত্তম অশ্বে বাহিত। ২। চন্দ্র-সূর্য্যাঙ্কিত চিহ্নে চিহ্নিত। ৩। দস্তানা। ৪। বাণ রাখিবার চর্ম্মাদিনির্ম্মিত তূণাধার। ৫। সারথির কার্য্যে। ৬। নিপীড়িত। ৭। প্রবল প্রতিপক্ষ পরশুরামের নিকট জয়াশীর্ব্বাদ প্রার্থনা তাঁহাকে পরাজিত করিবার এক প্রকৃষ্ট পথ। যুদ্ধে পরাজয় বা পশ্চাৎপদ ক্ষত্রিয়ের বিশেষতঃ ভীষ্মের পক্ষে অকীর্ত্তিকর; ব্রাহ্মণ পরশুরামের নিকট জয়াশীর্ব্বাদ যাচ্ঞায় সে দোষ নাই; তাই তাঁহার এই অপূর্ব্ব কৌশল। মধুকৈটভবধে বিষ্ণুও এ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণভক্ত ভীষ্ম বিপ্রদেহে বিশেষতঃ গুরুর গাত্রে বাণবিদ্ধ করিবেন না, বাণবেধ ব্যতীত যুদ্ধজয়ই বা হয় কিরূপে? সুতরাং প্রতিপক্ষ পরশুরামের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনায় ইহাও অন্যতম কারণ।

তখন আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সত্বর রথে আরোহণপূর্ব্বক পুনরায় শঙ্খধ্বনি করিলাম। অনন্তর পরস্পর জিগীষাপরবশ[১] হইয়া বহু দিবস যুদ্ধ করিলাম। জামদগ্ন্য প্রথমতঃ আমাকে আনতপর্ব্ব[২] ষষ্ট্যধিক নব শত[৩] শর দ্বারা প্রহার করিলেন; তদ্দ্বারা আমার চারিটি অশ্ব ও সারথি প্রতিরুদ্ধ[৪] হইল; কিন্তু আমি পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতে লাগিলাম। পরে আমি দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া সহাস্যমুখে তাঁহাকে কহিলাম, 'ভগবন্! আপনি মর্য্যাদাশূন্য[৫] হইলেও আমি আপনাকে গুরু স্বীকার করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এক্ষণে আমার ধর্ম্মানুগত বাক্য শ্রবণ করুন। আপনার শরীরমধ্যে যে সমস্ত বেদ ও ব্রহ্মতেজ আছে এবং আপনি যে সুমহৎ তপোনুষ্ঠান করিয়াছেন, আমি তাহাতে আঘাত করিব না। শস্ত্র উদ্যত করিলেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; অতএব আপনি যে ক্ষত্রিয়তেজ পরিগ্রহ করিয়াছেন, আমি তাহাকেই প্রহার করিব। এক্ষণে আপনি আমার শরাসনের বল ও বাহুবীর্য্য নিরীক্ষণ করুন। আমি এখন সুতীক্ষ্ণ শর দ্বারা আপনার কার্ম্মুক ছেদন করিব।' আমি এই বলিয়া এক নিশিত ভল্ল নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার কার্ম্মুককোটি[৬] ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিলাম।

অনন্তর আমি তাঁহার রথ লক্ষ্য করিয়া সন্নতপর্ব্ব[৭] শরশত[৮] প্রয়োগ করিলে বায়ুপ্রেরিত[৯] ঐ শরজাল[১০] তাঁহার শরীরে বিদ্ধ হইয়া রুধিরক্ষরণ[১১] করিয়া ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তখন শোণিতলিপ্তকলেবর[১২] মহাতেজাঃ পরশুরাম ধাতুস্রাবী[১৩] মেরুর ন্যায়, হেমন্তের অবসানে রক্তস্তবকমণ্ডিত[১৪] অশোকের ন্যায় ও কুসুমশোভিত কিংশুকের[১৫] ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর তিনি ক্রোধপরায়ণ হইয়া অন্য কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক হেমপুঙ্খ[১৬]-পরিশোভিত নিশিত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সকল সর্প, অনল ও বিষতুল্য, মহাবেগসম্পন্ন, মর্ম্মভেদী ভয়ঙ্কর শরজাল আমাকে কম্পিত করিল। অনন্তর আমি আপনাকে[১] প্রকৃতিস্থ[২] করিয়া ক্রোধভরে শরশত দ্বারা পরশুরামকে প্রহার করিলে তিনি আশীবিষসদৃশ সূর্য্যাগ্নিসঙ্কাশ[৩] সেই শরশত দ্বারা নিতান্ত পীড়িত হইয়া হতবুদ্ধি[৪] হইলেন। আমি তখন রোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃপাবশে[৫] ও শোকাবেগে একান্ত অধীর হইয়া কহিলাম, 'যুদ্ধে ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে ধিক্! আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপ্রভাবে ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ গুরুকে শরপ্রহারে নিপীড়িত করিয়া সাতিশয় পাপানুষ্ঠান করিয়াছি।' তদবধি আমি তাঁহাকে আর প্রহার করিলাম না। অনন্তর ভগবান্ মরীচিমালী[৬] পৃথিবী পরিতপ্ত করিয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বী[৭] হইলেন।"

অশীত্যধিকশততম অধ্যায়

দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে রাজন্! এ দিকে সারথি আপনার[৮], আমার ও অশ্বগণের শল্য[৯] অপনীত করিল। অনন্তর ভগবান্ সূর্য্য সমুদিত হইলে এবং অশ্বগণ স্নান, জলপান ও বিশ্রাম লাভ করিলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। জামদগ্ন্য আমাকে রথারোহণ ও বর্ম্মধারণপূর্ব্বক সত্বর আগমন করিতে দেখিয়া আপনার রথ সুসজ্জিত করিয়া আগমন করিতে লাগিলেন। আমি সমরাভিলাষী পরশুরামকে আগমন করিতে দেখিয়া কার্ম্মুক পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইলাম এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া পুনরায় রথারোহণপূর্ব্বক নির্ভয়ে যুদ্ধাভিলাষে তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলাম।

অনন্তর আমি তাঁহার প্রতি শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে তিনিও আমার প্রতি বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। জামদগ্ন্য নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আমার উপর অনবরত প্রদীপ্তমুখ[১০] উরগের[১১] ন্যায় সাতিশয়

১। জয়াভিলাষে একান্ত আগ্রহান্বিত। ২—৩। নতসন্ধিস্থল ও পক্ষযুক্ত ৯ শত ৬০টি। ৪। গতিহীন। ৫। অভিমানশূন্য। ৬। ধনুকের ছিলা। ৭। ঈষৎ নতসন্ধি। ৮। একশত বাণ। ৯। বায়ুবেগে চালিত। ১০। বাণসমূহ। ১১। রক্তমোক্ষণ। ১২। রক্তমাখা দেহ। ১৩। নির্গলিত ধাতু। ১৪। লোহিতবর্ণ কুসুমশোভিত। ১৫। পলাশের। ১৬। সোণার পাখা।

১। নিজেকে। ২। সুস্থ। ৩। সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী। ৪। অচৈতন্য। ৫। দয়ায় বাধ্য। ৬। সূর্য্য। ৭। অস্তমিত। ৮। তাহার নিজ দেহের। ৯। যুদ্ধকালে শরীরবিদ্ধ বাণের বেদনা। ১০। অগ্নিতুল্য জলিতবদন। ১১। সর্পের।

ভয়ানক শরজাল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন; আমিও নিশিত শতসহস্র ভল্লাস্ত্র দ্বারা অন্তরীক্ষে পুনঃ পুনঃ তাহা ছেদন করিতে লাগিলাম। জামদগ্ন্য আমাকে লক্ষ্য করিয়া দিব্যাস্ত্র সমুদয়[1] প্রয়োগ করিলে আমিও অস্ত্র দ্বারা তাঁহার সেই সকল অস্ত্র নিবারণ করিলাম, তখন নভোমণ্ডলে এক সুগভীর শব্দ সমুত্থিত হইল।

অনন্তর আমি জামদগ্ন্যের প্রতি বায়ব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলে তিনি গুহ্যকাস্ত্র দ্বারা তাহা প্রতিহত করিলেন। পরে আমি মন্ত্রপূত করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম। তিনি বারুণাস্ত্র দ্বারা তাহা নিবারণ করিলেন। এইরূপে আমরা পরস্পর অস্ত্রজাল নিবারণ করিতে লাগিলাম। অনন্তর তিনি আমাকে বামপার্শ্বস্থ করিয়া ক্রোধভরে আমার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন; আমি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া রথে নিপতিত হইলাম। সারথি আমাকে পরশুরামের শরে একান্ত নিপীড়িত ও মূর্চ্ছিত দেখিয়া সত্বর রণস্থল হইতে অপবাহিত[2] করিল। তখন অকৃতব্রণ প্রভৃতি তাঁহার অনুচরবর্গ ও কাশিরাজকন্যা অম্বা আমাকে বাণবিদ্ধ, বিচেতন ও তৎপরে রণস্থলে অনুপস্থিত দেখিয়া হৃষ্টমনে আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর আমি সংজ্ঞালাভ করিয়া সারথিকে কহিলাম, 'হে সূত! আমার বেদনা অপনীত হওয়াতে পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছি; এক্ষণে তুমি পরশুরামসন্নিধানে আমাকে লইয়া চল।' তখন সারথি মারুতগামী[3] পরমশোভাসম্পন্ন অশ্ব দ্বারা চালিত রথে আমাকে বহন করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন, অশ্বগণ নৃত্য করিতেছে। অনন্তর রথ অনতিবিলম্বে পরশুরামসন্নিধানে সমুপস্থিত হইল। আমি তখন ক্রোধাবিষ্ট ও জিগীষাপরবশ হইয়া তাঁহার প্রতি শর প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। তিনি সেই সরলগামী[4] শরজাল উপস্থিত হইতে না হইতেই তিন তিন বাণ দ্বারা তাহার এক একটি ছেদন করিলেন।

যুদ্ধদর্শনভীত অম্বা ও অকৃতব্রণের পলায়ন

অনন্তর আমি তাঁহাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত অন্তকোপম[5] অতি প্রদীপ্ত এক বাণ প্রয়োগ করিলাম। তিনি তদ্দ্বারা অভিহত ও তাহার প্রবলবেগের বশবর্ত্তী হইয়া অন্তরীক্ষচ্যুত দিবাকরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। তদ্দর্শনে পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক উদ্বিগ্ন হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। অনন্তর তপোধনগণ ও কাশিরাজের দুহিতা অম্বা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া অবিলম্বে তথা হইতে পলায়ন করিলেন। তখন আমি পরশুরামকে আলিঙ্গন করিয়া সশ্রদ্ধ সান্ত্বনা-প্রয়োগপূর্ব্বক সুশীতল পাণিতল দ্বারা আশ্বাসিত করিতে লাগিলাম। তিনি উত্থিত হইয়া শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক[1] অপরিস্ফুটবাক্যে[2] আমাকে কহিলেন, 'হে ভীষ্ম! তুমি নিহত হইয়াছ মনে কর।' এই বলিয়া তিনি বাণ পরিত্যাগ করিলে উহা আমার বামভাগে নিপতিত হইল। আমি বৃক্ষের ন্যায় বিঘূর্ণিত হইয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইলাম। অনন্তর জামদগ্ন্য ক্রুদ্ধ হইয়া আমার অশ্বগণকে বিনাশ করিয়া আমার প্রতি অনবরত শরপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন; আমিও সমরবারণ[3] অস্ত্রসকল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম। ঐ সমস্ত শরজাল নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া আমার ও তাঁহার অন্তরে[4] অবস্থান করিতে লাগিল। দিবাকর শরজালসংবৃত হইয়া আর উত্তাপ-প্রদানে সমর্থ হইলেন না। সমীরণ যেন জলধর দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া উঠিল।

অনন্তর বায়ুর প্রকম্প, সূর্য্যের কিরণ ও শর-জালের অভিঘাতে অগ্নি সমুত্থিত হইতে লাগিল; তাহাতে নভোমণ্ডলস্থিত শর-সমুদয় ভস্মীভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। পরে রাম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমার প্রতি অনবরত লক্ষ লক্ষ[5], কোটি কোটি, অযুত অযুত, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ, নিখর্ব্ব নিখর্ব্ব[6] শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন; আমিও আশীবিষসদৃশ শরজাল দ্বারা তৎসমুদয় খণ্ড খণ্ড করিয়া শৈলের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত করিতে লাগিলাম। হে রাজন্! এইরূপে আমাদের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর নিশাকাল সমুপস্থিত হইলে ভগবান্ জামদগ্ন্য সংগ্রাম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।"

১। প্রধান প্রধান অস্ত্রসকল। ২। অপসারিত। ৩। বায়ুতুল্য দ্রুতগামী। ৪। সোজাভাবে গতিশীল। ৫। যম সদৃশ।

১। ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া। ২। বাণব্যথাহেতু অস্পষ্ট বাক্যে। ৩। প্রতিপক্ষবধে সমরের অবসানসাধক। ৪। উভয়ের মধ্যস্থলে। ৫—৬। লক্ষ হইতে নিখর্ব্ব পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলি অসংখ্যেয়তা বাচক; পরশুরাম প্রযুক্ত অসংখ্য শরসমূহের সংখ্যার সীমানির্দ্দেশ করা তৎকালে অসম্ভব হইয়াছিল।

একাশীত্যধিকশততম অধ্যায়

তৃতীয় দিনের যুদ্ধ

ভীষ্ম কহিলেন, "হে দুর্য্যোধন। পরদিন প্রভাতে মহাতেজাঃ জামদগ্ন্য রণস্থলে সমুপস্থিত হইলে পুনরায় তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দিব্যাস্ত্রবিৎ পরশুরাম প্রতিদিন বহুসংখ্যক দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। আমি প্রিয়তর প্রাণরক্ষণে নিরপেক্ষ হইয়া[1] অস্ত্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক তাহা নিবারণ করিতে লাগিলাম। অনন্তর তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া ঘোররূপ কালপ্রযুক্ত[2] প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় এক শক্তি প্রয়োগ করিলেন। উহা তেজঃপ্রভাবে লোকসমুদয় সমাচ্ছন্ন করিয়া আগমন করিতে লাগিল। আমি শর দ্বারা প্রলয়কালীন ভাস্করের ন্যায় প্রদীপ্ত সেই শক্তি তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলাম। তখন পবিত্রগন্ধসম্পন্ন সমীরণ সঞ্চরণ করিতে লাগিল।

অনন্তর রাম ক্রোধে অধীর হইয়া এককালে দ্বাদশটি শক্তি প্রয়োগ করিলে আমি তাহাদের তেজস্বিতা[3] ও শীঘ্রগামিতা[4] প্রযুক্ত স্বরূপ-বর্ণনে সমর্থ হইলাম না; কিন্তু লোকসংহারার্থ সমুদিত দ্বাদশ দিবাকরের ন্যায়[5] প্রদীপ্ত নানারূপধারী উল্কাতুল্য সেই শক্তি সমুদয় চতুর্দ্দিক্ হইতে আগমন করিতেছে দেখিয়া নিতান্ত বিহ্বল হইলাম। অনন্তর বাণনিবহ[6] দ্বারা তাঁহার অন্য শরজাল ভেদ করিয়া পশ্চাৎ দ্বাদশ শর প্রয়োগপূর্ব্বক ঘোররূপ শক্তি-সকল প্রতিহত করিলাম। তখন জামদগ্ন্য কাঞ্চন-পট্টমণ্ডিত[7], সুবর্ণদণ্ডসম্পন্ন প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর শক্তি-সকল নিক্ষেপ করিলেন। আমি চর্ম্ম দ্বারা তাহাদিগকে নিবারণ ও খড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিয়া জামদগ্ন্যের সারথি ও অশ্বগণের প্রতি অনবরত দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। তিনি নির্ম্মোক[8]মুক্ত পন্নগের[9] ন্যায় হেমচিত্রিত[10] শক্তি-সকল ছিন্ন দেখিয়া ক্রুদ্ধমনে দিব্যাস্ত্র বিস্তার করিলেন। তখন সেই শরশ্রেণী শলভসমূহের[1] ন্যায় সমুপস্থিত হইয়া আমার দেহ, অশ্ব, রথ ও সারথিকে সমাচ্ছন্ন করিল। তদ্দ্বারা রথের যুগ[2] ও অক্ষ[3] ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। পরে আমি জামদগ্ন্যকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার কলেবর শরজাল দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া অজস্র রুধির বর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি বাণ দ্বারা নিতান্ত সন্তপ্ত হইলেন; আমিও শরসমূহে সাতিশয় বিদ্ধ হইলাম। অনন্তর দিবাকর অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলে আমাদিগের যুদ্ধ বিরত হইল।"

১। প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া। ২। তৎকালোচিত মারণাস্ত্রতুল্য। ৩। তেজোময়তা। ৪। দ্রুতগতিশীলতা। ৫। প্রলয়কালীন সূর্য্যসদৃশ। ৬। শরসমূহ। ৭। সোণার পাতে মোড়া। ৮। পুরাতন ত্বক্—খোলস। ৯। সর্পের। ১০। স্বর্ণভূষিত।

দ্ব্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়

চতুর্থ দিনের যুদ্ধ

"পরদিন প্রভাতে অতি নির্ম্মল সূর্য্যমণ্ডল সমুদিত হইলে, আমরা পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। পরশুরাম গিরিশিখরস্থিত জলধরের ন্যায় রথে আরোহণ করিয়া শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমার প্রিয়সুহৃৎ সারথি শরতাড়িত হইয়া রথ হইতে নিপতিত হইলে আমি সাতিশয় বিষণ্ণ হইলাম। আমার সারথি মূর্চ্ছিত ও নিপতিত হইয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তখন আমি নিতান্ত ভীত হইলাম।

অনন্তর জামদগ্ন্য অন্তকতুল্য এক শর যোজনা করিয়া বলপূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া আমার প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। সেই শর আমার বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত ধরাতলে নিপতিত হইলাম।

তিনি আমাকে বিনষ্ট বোধ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বারংবার মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন; তাঁহার অনুচরেরাও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন আমার পার্শ্বস্থিত কৌরবগণ ও সন্দর্শনার্থী অন্যান্য মনুষ্যেরা আমাকে নিপতিত দেখিয়া নিতান্ত কাতর হইলেন।

অষ্ট ব্রাহ্মণসহ ভীষ্মের গঙ্গাদর্শন

অনন্তর আমি হুতাশনকল্প আটটি ব্রাহ্মণকে সন্দর্শন করিলাম। তাঁহারা রণক্ষেত্রে আমার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন ও আমাকে ভুজপঞ্জর[4] দ্বারা গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। আমি পরমসুহৃদের ন্যায় সেই সকল বিপ্র কর্ত্তৃক অন্তরীক্ষে গৃহীত,

১। পতঙ্গগণের। ২। যোঁয়া। ৩। চক্র। ৪। বাহুবেষ্টনী।

পরিরক্ষিত ও শীতল সলিল দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলাম; তৎকালে আমাকে ভূতল স্পর্শ করিতে হয় নাই। অনন্তর ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, 'হে ভীষ্ম! তোমার আর কোন শঙ্কা নাই; তুমি মঙ্গল লাভ করিবে।' আমি তাঁহাদিগের বাক্যে পরিতৃপ্ত ও সহসা উত্থিত হইয়া সরিদ্বরা গঙ্গাকে রথে অবস্থান করিতে সন্দর্শন করিলাম। তিনি আমার নিমিত্ত অশ্ব সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি তাঁহার পাদগ্রহণ করিয়া বিপ্ররূপী পিতৃগণের রথে আরোহণ করিলাম। ভাগীরথী অশ্ব, রথ ও অলঙ্কারাদির সহিত আমাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। আমি তখন কৃতাঞ্জলিপুটে পুনরায় তাঁহাকে বিদায় করিলাম।

দিবাবসান হইলে আমি স্বয়ং বায়ুবেগগামী অশ্বগণকে উত্তেজিত করিয়া জামদগ্ন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মহাজব[1], মহাবল, হৃদয়চ্ছেদী[2], এক শর নিক্ষেপ করিলাম। তিনি সেই শরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক জানুদ্বয় আকুঞ্চিত করিয়া বিমোহিত ও ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন জলদজাল[3] প্রভূততর রুধির বর্ষণ করিতে লাগিল। উল্কা সকল নিপতিত, সৌদামিনী স্ফুরিত[4] ও প্রচণ্ড নির্ঘাত[5] সমুত্থিত হইতে লাগিল। রাহু সহসা প্রখর দিবাকরকে গ্রাস করিল। অনবরত ভূমিকম্প ও সমীরণ প্রবল-বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। গৃধ্র, বক ও কঙ্ক-সমুদয় হৃষ্টান্তঃকরণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শৃগালগণ দিগ্দাহ হইতেছে দেখিয়া বারংবার ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে লাগিল। দুন্দুভিসকল আহত না হইয়াও অতি কঠোরস্বরূপে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। পরশুরাম মূর্চ্ছিত ও পৃথিবীতে নিপতিত হইলে এই সমস্ত ভয়ঙ্কর উৎপাত লক্ষিত হইতে লাগিল।

অনন্তর তিনি সহসা উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ক্রোধভরে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি যখন পক্ষরুক্মধাতুময়[6] শরাসন ও শর গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন কৃপাপরায়ণ তপোধনগণ তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; তিনিও তাঁহাদিগের বাক্যে তৎক্ষণাৎ ক্ষান্ত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ সহস্রদীধিতি[1] পাংশুপুঞ্জে[2] সমাচ্ছন্ন হইয়া করনিকর সঙ্কোচিত করিয়া অস্তাচলে গমন করিলেন; সুখস্পর্শ সুশীতল মারুতসম্পন্ন বিভাবরী সমুপস্থিত হইল; আমরাও যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। হে রাজন্! আমরা সন্ধ্যাকালে যুদ্ধ হইতে বিরত ও প্রাতঃকালে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলাম। এইরূপে আমাদের ত্রয়োবিংশতি দিবস ঘোরতর যুদ্ধ হইল।"

১। অত্যন্ত বেগশালী। ২। হৃদয়বিদারক। ৩। মেঘমালা। ৪। বিদ্যুৎ চমকিত। ৫। বজ্রধ্বনি। ৬। পক্ষকযুক্ত।

ত্র্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়

পঞ্চম দিনের যুদ্ধ—ভীষ্মের স্বপ্নে অস্ত্রপ্রাপ্তি

"অনন্তর আমি রাত্রিকালে ব্রাহ্মণ, পিতৃগণ, দেবতা, রাক্ষস, ক্ষত্রিয় ও ভূতগণকে নমস্কার করিয়া নির্জ্জনে শয্যায় শয়ন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, 'বহু দিবস অতীত হইল, জামদগ্ন্যের সহিত আমার ঘোরতর সংগ্রাম হইতেছে; কিন্তু আমি কিছুতেই তাঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইতেছি না। যদি তাঁহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে দেবগণ প্রসন্ন হইয়া আমাকে স্বপ্ন প্রদর্শন[3] করুন।' আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া দক্ষিণপার্শ্বে শায়িত ও নিদ্রিত হইলাম।

অনন্তর আমি রথ হইতে নিপতিত হইলে যাঁহারা উত্থাপন, ধারণ ও অভয়প্রদানপূর্ব্বক সান্ত্বনা দান করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা আমাকে স্বপ্নযোগে দর্শনপ্রদান ও চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া কহিলেন, 'হে গাঙ্গেয়! গাত্রোত্থান কর। তোমার আর কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। তুমি আমাদিগেরই দেহস্বরূপ, আমরা তোমাকে সতত রক্ষা করিতেছি। জামদগ্ন্য কোনরূপেই তোমাকে সমরে পরাজিত করিতে পারিবেন না; প্রত্যুত তুমিই তাঁহাকে

১। সূর্য্য। ২। ধূলিজালে। ৩। দুরারোগ্য ব্যাধি বা পুরুষকারপ্রয়োগসত্ত্বেও অপ্রতিবিধেয় বিপদ্ দেখা দিলে তৎপ্রতীকারের জন্য দৈব ঔষধ বা দৈবশক্তির গূঢ় ইঙ্গিতলাভের জন্য লোক অভিনিবেশ সহকারে ধ্যানপরায়ণ হয়। বর্ত্তমান কালে তারকেশ্বরের মন্দিরে হত্যা দিয়া অনেকে তথাবিধ প্রতীকারপ্রদ স্বপ্নলব্ধ ঔষধ বা প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। উপবাসাদিতে প্রাণশক্তি ক্ষয় করিয়া ঐরূপ প্রার্থনা করা হয় বলিয়া উহার নাম হইয়াছে হত্যা। এই স্বপ্ন প্রদর্শনপ্রার্থনাও হত্যাজাতীয়।

পরাজিত করিবে। এক্ষণে প্রস্বাপ[1]-নামক এই বিশ্বকৃৎ[2] প্রাজাপত্য অস্ত্র[3] তোমার প্রত্যভিজ্ঞাত হইবে। তুমি পূর্ব্বদেহে ইহা অবগত ছিলে। এই পৃথিবীতে রাম বা অন্য কেহই ইহা বিদিত নহেন। অতএব তুমি ঐ অস্ত্র স্মরণ ও সংযোজনা কর, উহা স্বয়ংই তোমার সন্নিধানে উপনীত হইবে। তুমি সেই অস্ত্রপ্রভাবে জামদগ্ন্যকে পরাজিত ও অন্যান্য মহাবল-পরাক্রান্ত বীরপুরুষদিগকে শাসিত করিতে সমর্থ হইবে। পাপাচার তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। জামদগ্ন্য তোমার বাণবলে নিপীড়িত হইয়া রণস্থলে নিদ্রিত হইবেন। পরে তুমি এই প্রিয়তর সম্বোধন-নামক[4] অস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে পুনরায় উত্থাপিত করিবে। অতএব আজিই প্রভাতে রথারোহণ করিয়া এইরূপ অনুষ্ঠান কর। পরশুরাম কখনই কলেবর পরিত্যাগ করিবেন না; আমরা তৎকালে তাঁহাকে সুষুপ্ত বা মৃতজ্ঞান করিব; অতএব এক্ষণে তুমি এই প্রস্বাপ অস্ত্র যোজনা কর।' এই বলিয়া তেজঃপুঞ্জ-কলেবর তুল্যরূপ সেই আটটি ব্রাহ্মণ তথায় অন্তর্হিত হইলেন।"

১। 'স্বাপ' শব্দের অর্থ নিদ্রা। 'প্র' উপসর্গ যোগে উহার অর্থ হইতেছে প্রকৃষ্টরূপে নিদ্রা। প্রস্বাপ অস্ত্রের আঘাতে বিপক্ষ পক্ষ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়। প্রত্যুত পরবর্ত্তী ঘটনায় দেখা যায়,—পরশুরামের তাহাই হইয়াছিল। রামায়ণের রাম-রাবণের যুদ্ধেও এইরূপ অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। এইরূপ অস্ত্রের আবিষ্কারে যে বর্ত্তমান যুরোপীয় বিজ্ঞানে বাহবা পড়িয়াছে, প্রকৃত প্রস্তাবে সে বাহবা পাওয়ার পাত্র প্রাচ্যবিজ্ঞান—পাশ্চাত্ত্যবিজ্ঞান নহে। ২। বিশ্বরক্ষক। ৩। ব্রহ্মাস্ত্র। ৪। স্মরণ। ৫। 'বোধ' শব্দের অর্থ জ্ঞান চৈতন্য; 'সং' উপসর্গযোগে সর্ব্বাংশের অর্থ সম্যক্ জ্ঞান—নিখুঁতভাবে চৈতন্য প্রাপ্তি। বাণাঘাতে অচৈতন্য অবস্থায় অধিক কাল থাকিলে প্রাণহানিও হইতে পারে অথবা শারীর ধাতু বিকৃত হইয়া দেহ বিকৃতও করিতে পারে, কিন্তু উক্ত অস্ত্র এমনই সুকৌশলে নির্ম্মিত যে, সে আশঙ্কা তাহার থাকে না। 'সং' উপসর্গের ইহাও অপর অর্থ। প্রাণনাশ না করিয়া শত্রুকে অভিভব করার পক্ষে পূর্ব্বের প্রস্বাপ এবং এই সম্বোধন অতীব উপযুক্ত। আর ভীষ্মের মনোগত অভিপ্রায়ও তাহাই। ব্রাহ্মণভক্ত ভীষ্মের বিপ্রদেহে বিশেষতঃ গুরুর গাত্রে অস্ত্রনিক্ষেপে পরাঙ্মুখতায় দৈবপ্রেরিত ব্রাহ্মণেরাই স্বপ্নের নায়ক হইয়া এই কার্য্যের যোগাযোগ করিয়া দেন। যাহা হউক, ইহাও আধুনিক বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত দেখা যায়। প্রস্বাপ বাণে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত করিয়া—দস্যু-তস্কর গ্রেপ্তার করিয়া, তাহাদের চৈতন্য সম্পাদন পূর্ব্বক বিচারাদি করা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য ইহাও নবাবিষ্কার নহে, বহু পূর্ব্বের বহু প্রাচীন আর্য আবিষ্কার।

চতুরশীত্যধিকশততম অধ্যায়

ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধ—পরস্পর ব্রহ্মাস্ত্রত্যাগ

"অনন্তর নিশাকাল অতীত হইলে আমি প্রতিবোধিত[1] হইয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত চিন্তা করিয়া একান্ত হৃষ্ট হইলাম। পরে আমাদিগের সর্ব্বভূতলোমহর্ষণ[2] তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ভার্গব আমার প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন; আমিও শরজাল দ্বারা তৎসমুদয় নিবারণ করিতে লাগিলাম। তখন তিনি গতদিনের কোপে[3] অভিভূত হইয়া অশনিসমস্পর্শ[4], যমদণ্ডোপম, হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত লেলিহান[5] এক শক্তি প্রয়োগ করিলেন। উহা গগনচারী নক্ষত্রের ন্যায় শীঘ্র আমার জক্র[6]-দেশে নিপতিত হইল। তখন আমার ক্ষত হইতে গৈরিক-ধাতুর ন্যায় অনবরত রুধিরক্ষরণ হইতে লাগিল। পরে আমি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সর্পবিষতুল্য মৃত্যুসঙ্কাশ এক শর নিক্ষেপ করিলে দ্বিজসত্তম জামদগ্ন্য সেই শর দ্বারা ললাট-দেশে অভিহত হইয়া একশৃঙ্গ শৈলের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিলেন। তিনি তাহা উৎপাটন করিয়া রোষকষায়িতলোচনে[7] বলপূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া অন্তকোপম এক শর সন্ধান করিলেন। ঐ শর ভীষণ অজগরের[8] ন্যায় মহাবেগে আমার বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইলে আমি শোণিতলিপ্ত-কলেবর হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলাম। অনন্তর সংজ্ঞা লাভ করিয়া প্রজ্বলিত অশনি[9]র ন্যায় এক শক্তি নিক্ষেপ করিলাম; উহা তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইলে তিনি নিতান্ত বিহ্বল হইয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার প্রিয়সখা অকৃতব্রণ তাঁহাকে মধুরবাক্যে আশ্বাস প্রদান করিলেন।

মহাত্মা ভার্গব আশ্বস্ত হইয়া ক্রোধভরে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলে আমি তাহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত এক ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলাম। ঐ ব্রহ্মাস্ত্র

১। জাগরিত—শয্যা হইতে উত্থিত। ২। সমস্ত প্রাণীর রোমাঞ্চকর। ৩। পরাজয়জনিত ক্রোধে। ৪। বজ্রতুল্য দাহকারী শক্তিসম্পন্ন। ৫। লক্ লক্ জিহ্বা বাহির করিয়া অকলোকন। ৬। কণ্ঠের উভয়পার্শ্বস্থ অস্থি। ৭। ক্রোধরক্তিমনেত্রে। ৮। বৃহৎ কলেবর সর্প—হাপ, যেন গিলিতে পারে—অজগর বাহুকও গিলিতে পারে, অত বড়। ৯। বজ্রের।

অন্তরীক্ষে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল, তখন বোধ হইল, যেন প্রলয়কাল সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ অস্ত্রদ্বয় আমাদিগের নিকট উপস্থিত না হইয়া নভোমণ্ডলে পরস্পর মিলিত হইলে তাহা হইতে সহসা এক তেজঃ প্রাদুর্ভূত হইল। তদ্দর্শনে প্রাণিগণ একান্ত ভীত ও নিতান্ত শঙ্কিত হইতে লাগিল; মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও দেবগণ অস্ত্রতেজঃ প্রভাবে সাতিশয় পীড়িত হইয়া উঠিলেন, পর্ব্বতবনসম্পন্না অবনী কম্পিত হইতে লাগিল; প্রাণিগণ নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইল। গগনচারী প্রাণিগণ তথায় আর অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। সর্ব্বত্র হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইলে আমি প্রকৃত অবসর বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণগণের বচনানুসারে, সত্বর প্রস্বাপাস্ত্র পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিলাম এবং ঐ অস্ত্র তৎক্ষণাৎ আমার মনোমধ্যে প্রতিভাত[১] হইল।"

পঞ্চাশীত্যধিকশততম অধ্যায়

সপ্তম দিনের যুদ্ধ—ভীষ্মের প্রস্বাপাস্ত্র প্রয়োগ

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজন্। অনন্তর হে ভীষ্ম! তুমি প্রস্বাপাস্ত্র পরিত্যাগ করিও না, এই বলিয়া নভোমণ্ডলে এক মহা কোলাহল সমুত্থিত হইল। কিন্তু আমি জামদগ্ন্যকে লক্ষ্য করিয়া সেই অস্ত্র যোজনা করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ তথায় সমুপস্থিত হইয়া আমাকে কহিলেন, 'হে ভীষ্ম! দেবগণ আকাশে অবস্থান করিয়া তোমাকে প্রস্বাপাস্ত্র পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিতেছেন, অতএব এক্ষণে তুমি তাহা প্রয়োগ করিও না। জামদগ্ন্য তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ তোমার গুরু; তুমি কদাচ তাঁহার অবমাননা করিও না।'

আমি পুনরায় সেই আটটি ব্রাহ্মণকে নভোমণ্ডলে অবস্থিতি করিতে সন্দর্শন করিলাম। তাঁহারা সহাস্যবদনে আমাকে কহিলেন, 'হে ভীষ্ম! দেবর্ষি নারদ যাহা কহিলেন, তুমি তাহা অনুষ্ঠান কর। ইঁহার বাক্য লোকের পরম হিতকর বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তখন আমি প্রস্বাপাস্ত্র প্রতিসংহার[২] করিয়া বিধানানুসারে ব্রহ্মাস্ত্র উদ্দীপিত করিলাম। পরে জামদগ্ন্য প্রস্বাপাস্ত্র প্রতিসংহৃত[১] দেখিয়া সহসা রোষাবিষ্টচিত্তে কহিলেন, 'হে ভীষ্ম! আমি তোমার নিকট পরাজিত হইলাম।'

১। প্রতিভাসিত—স্ফুরিত। ২। প্রত্যাহার—প্রত্যাহৃত।

পরাজিত পরশুরামের যুদ্ধ ত্যাগ

অনন্তর তিনি তথায় তাঁহার পিতা ও মহামান্য পিতামহকে সন্দর্শন করিলেন। তাঁহারা জামদগ্ন্যকে বেষ্টন করিয়া সান্ত্বনাদ প্রয়োগপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'হে বৎস! তুমি ক্ষত্রিয়ের, বিশেষতঃ ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে কদাচ সাহস প্রকাশ করিও না। পূর্ব্বে আমরা কহিয়াছিলাম, কোন কারণবশতঃ অস্ত্র পরিগ্রহ করা নিতান্ত ভয়ঙ্কর। কিন্তু তুমি সেই অকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছ; যুদ্ধবিগ্রহ করা ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আর অধ্যয়ন ও ব্রতসাধনই ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম্ম। তুমি ভীষ্মের সহিত যে ঘোরতর সংগ্রাম করিলে, ইহাই পর্য্যাপ্ত[২] হইয়াছে, অতঃপর আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না। তোমার কার্ম্মুকধারণ এই পর্য্যন্তই পর্য্যবসিত[৩] হইল; এক্ষণে তুমি ইহা পরিত্যাগ করিয়া তপোনুষ্ঠান কর।' দেবগণ শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন—'হে ভীষ্ম! তুমি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও। জামদগ্ন্য তোমার গুরু, অতএব তুমি তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইও না। তাঁহাকে রণস্থলে পরাজয় করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না, বরং তুমি তাঁহার সম্মান পরিবর্দ্ধিত কর। আমরা তোমার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; এই নিমিত্তই তোমাকে নিবারণ করিতেছি।' পরশুরামকে কহিলেন, 'হে জামদগ্ন্য! তুমি ভাগ্যবলে জীবিত রহিয়াছ। ভীষ্ম বসুগণের অন্যতম, তুমি কিরূপে তাঁহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে? অতএব এক্ষণে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও। ভগবান্ স্বয়ম্ভূ[৪] মহাবল-পরাক্রান্ত ইন্দ্রনন্দন অর্জ্জুনকে যথাকালে ভীষ্মের অন্তক রূপে উৎপাদন করিয়াছেন।

মহাতেজাঃ জামদগ্ন্য এইরূপে পিতৃগণ কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া কহিলেন 'হে পিতৃগণ! আমি পূর্ব্বে কখন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হই নাই। এক্ষণেও নিবৃত্ত হইব না, ইহাই আমার একমাত্র ব্রত। আপনারা গাঙ্গেয়কে সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত করুন। আমি কদাচ রণস্থল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না।'

১। প্রত্যাহৃত—ফিরাইয়া লওয়া। ২। যথেষ্ট—প্রয়োজনাতিরিক্ত। ৩। ত্যাগে পরিণত। ৪। ব্রহ্মা।

তখন ঋচীকপ্রমুখ মহর্ষিগণ দেবর্ষি নারদের সহিত সমাগত হইয়া আমাকে কহিলেন, 'হে ভীষ্ম! তুমি যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া ব্রাহ্মণের সম্মাননা কর।' আমি তখন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে তাঁহাদিগকে কহিলাম, 'হে মহর্ষিগণ! আমার এইরূপ একটি ব্রত আছে যে, আমি সমরপরাঙ্মুখ[১] বা পৃষ্ঠভাগে শর দ্বারা তাড়িত হইয়া কদাচ নিবৃত্ত[২] হইব না। আমার এই দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, আমি লোভ, কার্পণ্য, ভয় ও অমর্ষবশতঃ কদাচ শাশ্বত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না।'

তখন নারদপ্রমুখ মহর্ষিগণ ও জননী ভাগীরথী সমরক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইলেন। কিন্তু আমি গৃহীতাগ্র ও স্থিরনিশ্চয় হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। পরে তাঁহারা পুনরায় জামদগ্ন্যের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, 'হে রাম! ব্রাহ্মণের হৃদয় কখন অবিনীত হয় না; অতএব তুমি প্রশান্ত হইয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও। ভীষ্ম তোমার অবধ্য এবং তুমিও ভীষ্মের বধার্হ[৩] নও।' এই বলিয়া তাঁহারা রণক্ষেত্রে প্রতিরোধ[৪] করিয়া রামকে অস্ত্র পরিত্যাগ করাইলেন।

অনন্তর আমি পুনরায় উদিত আটটি গ্রহের ন্যায় দীপ্তিশীল আটটি ব্রাহ্মণের সন্দর্শনলাভ করিলে তাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমাকে কহিলেন, 'হে মহাবাহো! তুমি লোকের হিতানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত জামদগ্ন্যের নিকট গমন কর। তিনি সুহৃদগণের অনুরোধে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন।' তখন আমি লোকের হিতসাধনার্থ তাঁহাদের বাক্য স্বীকার করিয়া দুঃখিতমনে জামদগ্ন্য-সন্নিধানে গমন ও তাঁহার পাদবন্দনা করিলাম। রাম হাস্য করিয়া প্রীতমনে কহিলেন, 'হে ভীষ্ম! পৃথিবীতে তোমার তুল্য ক্ষত্রিয় আর নাই; এক্ষণে তুমি গমন কর। আমি এই যুদ্ধে তোমার প্রতি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি'।"

ষড়শীত্যধিকশততম অধ্যায়

ভীষ্মনাশার্থ অম্বার কঠোর তপস্যা

"অনন্তর পরশুরাম সর্ব্বসমক্ষে কাশিরাজদুহিতা অম্বাকে আহ্বান করিয়া অতি দীনবচনে কহিতে লাগিলেন। 'হে বৎসে! আমি সর্ব্বসমক্ষে শক্ত্যনুসারে পৌরুষ প্রদর্শন ও দিব্যাস্ত্রজাল প্রয়োগ করিলাম; কিন্তু কিছুতেই ভীষ্মকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলাম না। এই আমার গরীয়সী সর্ব্বোত্তমা শক্তি ও এই আমার উৎকৃষ্ট বল; এক্ষণে তুমি স্বেচ্ছানুসারে গমন কর। আমি তোমার গত্যন্তর দেখিতেছি না। ভীষ্ম মহাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আমাকে পরাজয় করিয়াছেন; অতএব এক্ষণে আর কি করিব? তুমি মহাবীর ভীষ্মের সন্নিধানে গমন কর।' এই বলিয়া পরশুরাম দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। কাশিরাজদুহিতা অম্বা কহিলেন, 'ভগবন্! দেবগণও রণস্থলে ভীষ্মকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন না; ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। আর আপনিও শক্তি ও উৎসাহ অনুসারে আমার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। ভীষ্মের বীর্য্য ও নানাবিধ অস্ত্র অনিবার্য্য, এই নিমিত্ত আপনি তাঁহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। যাহা হউক, আমি আর তাঁহার সন্নিধানে গমন করিব না। আমি যে স্থানে গমন করিলে স্বয়ং তাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইব, তথায় প্রস্থান করিব। এই বলিয়া অম্বা রোষকলুষিত-লোচনে[১] আমার বধসাধনজন্য তপোনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর জামদগ্ন্য সেই সমস্ত মহর্ষিগণের সহিত আমাকে আমন্ত্রণ করিয়া মহেন্দ্র-পর্ব্বতে যাত্রা করিলেন; আমিও ব্রাহ্মণগণের কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া রথারোহণ ও নগরপ্রবেশপূর্ব্বক জননী সত্যবতীকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। তিনি তাহা শ্রবণ করিয়া আমাকে অভিনন্দন করিলেন। পরে আমি অম্বার কার্য্য-সকল অবগত হইবার নিমিত্ত প্রাজ্ঞ পুরুষদিগকে আদেশ করিলাম। তাঁহারা আমার হিতানুষ্ঠাননিরত[২] হইয়া প্রতিদিন অম্বার জল্পনা[৩] গতি ও কার্য্য-সমুদয়[৪] প্রত্যাহরণ[৫] করিতে লাগিলেন। অম্বা যদবধি বনে গমন করিয়া তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, আমি তদবধি নিতান্ত ব্যথিত, দীন ও হতবুদ্ধি হইতে লাগিলাম। হে রাজন্! তপঃপরায়ণ কৃতব্রত[৬] ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে

১। যুদ্ধে পশ্চাৎপদ। ২। পৃষ্ঠপ্রদর্শন-প্রবৃত্ত। ৩। বধ্য—বিনাশযোগ্য। ৪। অনুরোধপূর্ব্বক যুদ্ধবিরত।

১। ক্রোধকষায়িতনেত্রে। ২। উপকারার্থ যত্নবান্। ৩। কথাবার্ত্তায় মনোগত ভাবের অভিব্যক্তি। ৪-৫। অনুষ্ঠান সমূহের সংবাদ আনয়নপূর্ব্বক নিবেদন। ৬। ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রতানুষ্ঠায়ী।

কোন ক্ষত্রিয় আমাকে বলবীর্য্যে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই। অনন্তর আমি দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি ব্যাসকে এই বিষয় অবগত করিলে তাঁহারা কহিলেন, 'হে ভীষ্ম! তুমি কাশিরাজকন্যাকে তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত দেখিয়া বিষণ্ণ হইও না; কোন্ ব্যক্তি পুরুষকার দ্বারা দৈবকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে?'

এ দিকে অম্বা আশ্রমপ্রবেশ ও যমুনাতীর আশ্রয় করিয়া লোকাতিগ[1] তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নিরাহার, কৃশ, রুক্ষ, জটাভারমণ্ডিত[2] ও মললিপ্ত[3] কলেবর হইয়া ছয় মাস বায়ু ভক্ষণপূর্ব্বক স্থাণুর[4] ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। এক বৎসর যমুনাজলে অবস্থিতি করিয়া উপবাস করিলেন, এক বৎসর একমাত্র শীর্ণ পত্র দ্বারা পারণা করিলেন এবং এক বৎসর তীব্র কোপপরবশ হইয়া পদাঙ্গুষ্ঠে[5] দণ্ডায়মান রহিলেন। অম্বা এইরূপ ঘোরতর তপোনুষ্ঠান দ্বারা দ্বাদশ বৎসর ভূলোক ও দ্যুলোক[6] পরিতাপিত করিলেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ তাঁহাকে এই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না।

অম্বার প্রতি গঙ্গার শাপ

কাশিরাজকন্যা অম্বা সিদ্ধচারণসেবিত পুণ্যশীল তাপসগণের আশ্রমসমন্বিত বৎসভূমিতে সমুপস্থিত হইলেন এবং পবিত্র তীর্থ-সমুদয়ে স্নান করিয়া দিবারাত্র স্বেচ্ছানুসারে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। পরে অতি কঠোর ব্রতানুষ্ঠানপূর্ব্বক নন্দাশ্রম, উলূকাশ্রম, চ্যবনাশ্রম, ব্রহ্মস্থান, প্রয়াগ, দেবযজন, দেবারণ্য, কৌশিকাশ্রম, মাণ্ডব্যাশ্রম, দিলীপাশ্রম, রামহ্রদ ও শৈলগাশ্রমে স্নান করিলেন।

আমার জননী ভাগীরথী সলিলমধ্যে অবস্থান করিয়া অম্বাকে কহিলেন, 'হে ভদ্রে! তুমি কি নিমিত্ত ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছ এবং ইহার কারণই বা কি?'

অম্বা কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'হে চারুলোচনে! মহাবীর পরশুরাম ভীষ্ম কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছেন; ভীষ্মকে পরাজয় করিতে আর কেহই সমর্থ হইবে না; সুতরাং আমি স্বয়ং তাঁহাকে সংহার করিবার নিমিত্ত অতি দারুণ তপোনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিয়া যে প্রকারে হউক, ভীষ্মকে বিনাশ করিব; ভীষ্মকে বিনাশ করাই আমার ব্রতফল।'

ভাগীরথী কহিলেন, 'হে ভদ্রে! তুমি অতি ক্রূরাচরণে[1] প্রবৃত্ত হইয়াছ। তোমার এই অভিলাষ কদাচ সফল হইবে না। যদি তুমি ভীষ্মবিনাশার্থ ব্রতানুষ্ঠানে তৎপর হও, অথবা নিয়মস্থ হইয়া শরীরপাত কর, তাহা হইলে তুমি কুটিল[2] কুতীর্থসম্পন্ন, ভীমগ্রাহসঙ্কুল[3], ভয়ঙ্কর নদীরূপ ধারণ করিবে; কেবল বর্ষাকালেই তুমি জলপূর্ণা থাকিবে; অন্য সময়ে তোমার জল শুকাইয়া যাইবে। তুমি বার্ষিকী বা অষ্টমাসিকী[4], তাহা কেহই বুঝিতে পারিবে না।' এই বলিয়া জননী সহাস্যমুখে কাশিরাজকন্যাকে নিবৃত্ত করিলেন। তখন কাশিরাজকন্যা কখন অষ্টম মাস, কখন দশম মাসেও জলগ্রহণ করিতেন না। অনন্তর তিনি তীর্থপর্য্যটনলোভে বৎসভূমিতে সমুপস্থিত হইলেন এবং তথায় তপঃপ্রভাবে দেহার্দ্ধ দ্বারা বার্ষিকী[5], গ্রাহবহুলা দুস্তীর্ণা, কুটিলা স্রোতস্বতীর রূপ ধারণ করিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন।

সপ্তাশীত্যধিকশততম অধ্যায়

শিবসমীপে অম্বার বরলাভ—অগ্নিপ্রবেশ

অনন্তর তপঃপরায়ণ মহর্ষিগণ সেই কন্যাকে সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, 'হে ভদ্রে! আমরা তোমার কি কার্য্য অনুষ্ঠান করিব?'

অম্বা কহিলেন, 'হে তপোধন! ভীষ্ম আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া পতিরূপ ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়াছেন। এক্ষণে আমি তাঁহার বধসাধনার্থ তপস্যায় দীক্ষিত হইয়াছি। অন্যের অনিষ্ট চেষ্টা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি একমাত্র ভীষ্মকে সংহার করিয়া নিশ্চয়ই শান্তিলাভ করিব। আমি তাঁহা

১। লোকাতিশায়ী—অলৌকিক। ২। বহু জটাভারে শোভিত। ৩। ধূলিজাল পরিব্যাপ্তা। ৪। পত্রপল্লবহীন বৃক্ষের মূলাংশের মত নিশ্চল। ৫। পায়ের আঙুলে ভর করিয়া। ৬। স্বর্গলোক।

১। কুটিল ব্যবহারে। ২। বক্রগতিশীল। ৩। ভীষণ কুম্ভীরাকীর্ণ। ৪-৫। সমস্ত বৎসরের কেবল চারি মাস কাল তোমাকে নদী বলিয়া বুঝিতে পারিবে, অবশিষ্ট আট মাস নদী বলিয়া তোমাকে কেহ জানিতে পারিবে না। ৬। কেবল বর্ষাকালপ্রবাহিতা।

হইতেই পতি-লোকবিহীন[১] হইয়া এইরূপ অবিচ্ছিন্ন দুঃখসমূহ প্রাপ্ত হইতেছি এবং না স্ত্রী না পুরুষ হইয়া ইহলোকে অবস্থান করিতেছি। এক্ষণে আমি ভীষ্মকে বিনাশ না করিয়া কদাচ নিবৃত্ত হইব না, ইহাই আমার অভিলাষ। আমি পুরুষার্থ[২]-সাধনে উদ্যত হইয়া কেবল স্ত্রীভাব প্রযুক্ত খিন্ন হইতেছি। তথাপি আমি ভীষ্মকে ইহার প্রতিফল প্রদর্শন করাইব, তাহাতে সন্দেহ নাই ; আপনারা আমাকে নিবারণ করিবেন না।'

তখন ভগবান্ শূলপাণি[৩] স্বীয় আকার পরিগ্রহপূর্ব্বক সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণমধ্যে আবির্ভূত হইয়া কন্যার নেত্রপথে দণ্ডায়মান হইলেন এবং কহিলেন, 'হে ভদ্রে! তুমি এক্ষণে বর গ্রহণ কর।' অম্বা কহিল, 'ভগবন্! আমি ভীষ্মকে পরাজয় করিতে অভিলাষ করি।' শূলপাণি কহিলেন, 'বৎসে! তুমি ভীষ্মকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে।' অম্বা পুনর্ব্বার কহিল, 'হে দেব! আমি স্ত্রীলোক হইয়া কিরূপে জয়লাভে সমর্থ হইব? স্ত্রীভাবসুলভ শান্তরস আমার অন্তঃকরণে নিরন্তর সঞ্চারিত হইতেছে। কিন্তু আপনি ভীষ্মের বধসাধনার্থ বর প্রদান করিলেন ; অতএব এক্ষণে যেরূপে ইহা সত্য হয়, তাহার অনুষ্ঠান করুন। আমি যেন সমরে তাঁহাকে বধ করিতে পারি।' রুদ্র কহিলেন, 'হে ভদ্রে! আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, অবশ্যই সত্য হইবে। তুমি সংগ্রামে ভীষ্মকে বিনাশ ও পুরুষত্ব লাভ করিবে এবং দেহান্তর-লাভ হইলেও তোমার পূর্ব্ববৃত্তান্তসমুদয় স্মৃতিপথে আরূঢ় থাকিবে। তুমি দ্রুপদবংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়া কালক্রমে ক্ষিপ্রাস্ত্র[৪] ও ক্ষিপ্রযোধী পুরুষ হইবে। আমি যাহা কহিলাম, তাহার কিছুই অন্যথা হইবে না।' দেবাদিদেব মহাদেব এই কথা বলিয়া বিপ্রগণের সমক্ষে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর অম্বা অরণ্য হইতে কাষ্ঠভার আহরণ করিয়া যমুনাদ্বীপে এক উন্নত চিতা প্রস্তুত করিল এবং ঐ চিতায় অগ্নি প্রদান করিয়া রোষাবিষ্টমানসে[৫] ব্রাহ্মণগণসমক্ষে 'আমি ভীষ্মের বধের নিমিত্ত অগ্নিপ্রবেশ করিতেছি' বলিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইল।"

১। ইহকালে পতিরূপ আশ্রয়শূন্য—পরকালে পতিলোকহীন। ২। ধর্ম্ম' অর্থ, কাম, মোক্ষ। ৩। মহাদেব। ৪। দ্রুত অস্ত্রনিক্ষেপে সমর্থ। ৫। ক্রোধ দ্বারা অভিনিবিষ্টচিত্তে।

অষ্টাশীত্যধিকশততম অধ্যায়

শিখণ্ডীর জন্মবৃত্তান্ত

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে পিতামহ! শিখণ্ডী প্রথমতঃ কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কি প্রকারে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইলেন, এক্ষণে আপনি ইহা কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "হে রাজন্! দ্রুপদরাজের প্রিয়মহিষী অপুত্রা ছিলেন। দ্রুপদরাজ পুত্রলাভ ও আমাদিগের বধসাধনার্থ অতি কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া ভগবান্ ভবানীপতিকে সন্তুষ্ট করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! ভীষ্মকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত আমার এক পুত্র উৎপন্ন হউক।'

শঙ্কর কহিলেন, 'হে মহারাজ! তোমার এক কন্যা উৎপন্ন হইয়া পরিণামে পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। তুমি এক্ষণে নিবৃত্ত হও ; আমি যাহা কহিলাম, কদাচ ইহার অন্যথা হইবে না।'

তখন দ্রুপদরাজ নগর প্রবেশ করিয়া স্বীয় মহিষীকে কহিলেন, 'প্রিয়ে! আমি পরম যত্ন সহকারে ভগবান্ শঙ্করকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করিলে তিনি কহিলেন,—হে দ্রুপদরাজ! তোমার এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। আমি পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি কহিলেন,—আমি যাহা কহিলাম, কখন তাহার অন্যথা হইবে না।'

অনন্তর মহিষী ঋতুকাল উপস্থিত হইলে পবিত্র হইয়া দ্রুপদরাজসন্নিধানে গমন ও বিধি অনুসারে গর্ভধারণ করিলেন। গর্ভ ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাজা পুত্রস্নেহপরবশ হইয়া পরমসুখে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মহিষী যখন যেরূপ অভিলাষ করিতেন, তিনি অবিলম্বেই তাহা সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজমহিষী যথাকালে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা প্রসব করিয়া সেই কন্যাকে আপনার পুত্র বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। অপুত্রক রাজা দ্রুপদ রুদ্রদেবের বাক্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া পুত্রের ন্যায় সেই প্রচ্ছন্ন[১] কন্যার সমুদয় জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলেন। রাজমহিষী কন্যাকে পুত্ররূপে প্রচার করিয়া এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত এরূপ গোপনে রক্ষা

১। পুত্র বলিয়া প্রচারিত।

করিতে লাগিলেন যে, দ্রুপদরাজ ব্যতিরেকে নগরের কোন ব্যক্তিই এই বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই। ঐ কন্যার নাম শিখণ্ডী। হে রাজন্! আমি চরবাক্য, দেববাক্য ও অস্বার তপোনুষ্ঠান দ্বারা এই বিষয় বিদিত হইয়াছি।"

ঊননবত্যধিকশততম অধ্যায়

শিখণ্ডীর বিবাহ

ভীষ্ম কহিলেন, "অনন্তর দ্রুপদরাজ আলেখ্যরচনা[১] ও শিল্পকার্য্য প্রভৃতি সকল বিষয়ে কন্যাকে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। কন্যা দ্রোণসন্নিধানে অস্ত্র-শস্ত্র শিক্ষা করিলেন। পরে দ্রুপদমহিষী পুত্রের ন্যায় কন্যার পরিণয়কার্য্য সমাধা করিবার নিমিত্ত দ্রুপদরাজকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু দ্রুপদ ও মহিষী উভয়েই কন্যাকে প্রাপ্তযৌবন অবলোকন করিয়া চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। দ্রুপদ-রাজ মহিষীকে কহিলেন, 'প্রিয়ে! আমি ভগবান্ শূলপাণির বচনানুসারে কন্যাকে প্রচ্ছন্ন ভাবে রাখিয়াছিলাম। এক্ষণে এই শোকবর্দ্ধিনী কন্যা যৌবনসম্পন্না হইয়াছে।'

মহিষী কহিলেন, 'মহারাজ! সেই ত্রিলোকী-নাথ শূলপাণির বাক্য কখনই মিথ্যা হইবে না। তিনি নিষ্ফল কথা কহিবেন, ইহা সম্ভাবিত নহে। এক্ষণে যদি অভিরুচি হয়, আমি যাহা বলি, তাহা শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্যাবধারণ করুন। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তাঁহার বাক্য কদাচ ব্যর্থ হইবে না, অতএব এক্ষণে বিধানানুসারে কন্যার দারগ্রহণ[২] সম্পাদন করুন।'

দ্রুপদরাজ ও রাজমহিষী এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ভূপালগণের কুল পরিজ্ঞাত হইলেন। পরিশেষে নিতান্ত দুর্জ্জয় দুর্দ্ধর্ষ দশার্ণাধিপতি হিরণ্যবর্ম্মার কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন। তিনিও শিখণ্ডীকে আপন কন্যা সম্প্রদান করিলেন। শিখণ্ডী দারক্রিয়া[৩] সম্পাদন করিয়া পুনরায় কাম্পিল্য-নগরে আগমন করিলেন। কালক্রমে দশার্ণাধিপতির দুহিতার যৌবনকাল সমুপস্থিত হইল।

১। ছবি আঁকা। ২। পুত্রবিবাহের মত বিবাহ। ৩। বিবাহকার্য্য।

শিখণ্ডীর কন্যাভাব প্রকাশ

কিয়ৎকাল অতীত হইলে দশার্ণাধিপতির কন্যা শিখণ্ডীকে প্রকৃত স্ত্রী জ্ঞাত হইয়া লজ্জিত-মনে ধাত্রী ও সখীগণ-সন্নিধানে এই বলিয়া প্রচার করিল। ধাত্রীগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইল এবং ইহা ভূপতির কর্ণগোচর করিবার নিমিত্ত দাসীদিগকে প্রেরণ করিল। দশার্ণাধি-পতি দাসীমুখে আদ্যোপান্ত এই বিপ্রলম্ভ[১]-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া একান্ত কুপিত হইলেন। শিখণ্ডী তৎকালে আপনার স্ত্রীত্ব তিরোহিত[২] করিয়া পুরুষের ন্যায় পিতৃকুলে পরম কুতূহলে বাস করিতেছিলেন।

কিয়দ্দিবস অতীত হইলে মহারাজ হিরণ্যবর্ম্মা এই বিষয় বিদিত ও রোষাবেশপ্রভাবে[৩] সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া দ্রুপদরাজভবনে এক দূত প্রেরণ করিলেন। দূত দ্রুপদসন্নিধানে উপনীত হইয়া নির্জ্জনে কহিল, 'মহারাজ! দশার্ণাধিপতি আপনাকে কহিয়াছেন, হে দ্রুপদ! দুষ্টমন্ত্রণাপরতন্ত্র[৪] হইয়া আমাকে অবমাননা ও প্রতারণা করিয়াছ। আমি তোমার প্রতি একান্ত কুপিত হইয়াছি। তুমি যে আপনার কন্যার নিমিত্ত মোহবশতঃ আমার কন্যাকে প্রার্থনা করিয়াছিলে, আজি সেই প্রতারণার সমুচিত প্রতি-ফল প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে স্থির হও; আমি তোমাকে ও তোমার অমাত্যগণকে অবিলম্বেই বিনাশ করিব'।"

নবত্যধিকশততম অধ্যায়

হিরণ্যবর্ম্মার নিকট দ্রুপদের দূতপ্রেরণ

ভীষ্ম কহিলেন, "দূতমুখে এইরূপ শ্রবণ করিয়া লোপ্ত্র[৫] সহকারে ধৃত চৌরের ন্যায় দ্রুপদের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি মধুরভাষী দূতগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'হে দূতগণ! তোমরা মহারাজ হিরণ্যবর্ম্মার নিকট গমন করিয়া কহিবে, মহারাজ! আপনি যেরূপ কহিয়াছেন, তাহার কিছুই যথার্থ নহে।' এইরূপ বলিয়া তাঁহাদিগকে সন্ধিস্থচিত্ত বৈবাহিকের নিকট প্রেরণ করিলেন। দশার্ণাধিপতি হিরণ্যবর্ম্মা

১। প্রবঞ্চনা। ২। গোপন। ৩। ক্রোধবেগে। ৪। দুর্পরামর্শে বাধ্য। ৫। অপহৃত ধন।

পুনর্ব্বার প্রকৃত বিষয় অনুসন্ধান করিয়া শিখণ্ডীকে কন্যা বলিয়া বিদিত হইলেন। পরে ধাত্রীগণের বচনানুসারে দুহিতার[১] বিপ্রলম্ভবৃত্তান্ত মিত্রগণ-সন্নিধানে প্রেরণ করিয়া সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক দ্রুপদ-রাজের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করিবার অভিলাষ করিলেন।

অনন্তর তিনি দ্রুপদরাজের প্রতি কর্ত্তব্য অবধারণ করিবার নিমিত্ত মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে অন্যান্য ভূপালগণ কহিলেন, 'মহারাজ! যদি শিখণ্ডী যথার্থই কন্যা হয়, তাহা হইলে আমরা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে বন্ধন করিয়া আনয়ন করিব এবং তাঁহাকে ও তাঁহার কন্যা শিখণ্ডীকে সংহার করিয়া পাঞ্চালরাজ্যে অন্য এক রাজাকে অভিষিক্ত করিব।'

তখন দশার্ণাধিপতি হিরণ্যবর্ম্মা দূতদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'হে দূতগণ! তোমরা দ্রুপদরাজকে বলিবে,—হে দ্রুপদরাজ! তুমি স্থির হও, আমি অনতিবিলম্বেই তোমাকে বিনাশ করিব।' দূতগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া পাঞ্চালদেশে প্রেরণ করিলেন। দূতগণ অবিলম্বে তথায় সমুপস্থিত হইয়া দ্রুপদসন্নিধানে এই কথা নিবেদন করিল।

দ্রুপদ নৃপতির শিখণ্ডিবিষয়ক তথ্যনির্ণয়

মহীপাল দ্রুপদ স্বভাবতঃই ভীত ছিলেন, এক্ষণে এইরূপ পাপাচরণ দ্বারা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। অনন্তর তিনি দূতগণকে দশার্ণাধিপতির সন্নিধানে প্রেরণ করিয়া শোকাকুলিতমনে নির্জ্জনে প্রেয়সী মহিষীর নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'প্রিয়ে! মহাবলপরাক্রান্ত হিরণ্যবর্ম্মা ক্রোধভরে সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে আমার প্রতিপক্ষে আগমন করিতেছেন। এক্ষণে আমরা নিতান্ত ভয়বিহ্বল হইয়াছি; অতএব এই কন্যার নিমিত্ত কিরূপ অনুষ্ঠান করিব? সুবর্ণবর্ম্মা[২] তোমার পুত্র শিখণ্ডীকে কন্যা বলিয়াছেন এবং আপনাকে বঞ্চিত বিবেচনা করিয়া মিত্রবলসমভিব্যাহারে[৩] আমাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছেন। এক্ষণে তুমি এই বিষয়ের সত্যমিথ্যা অবধারণ করিয়া বল; আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিব। আমি অতিশয় সংশয়-দশায় নিপতিত হইয়াছি এবং তুমি ও এই বালা শিখণ্ডিনী উভয়েই অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছ। অতএব তুমি সকলের পরিত্রাণার্থ সদুপদেশ প্রদান কর; আমি অবিলম্বেই কর্ত্তব্যকার্য্য অনুষ্ঠান করিব।' কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে শিখণ্ডিনি! আমি পুত্রলাভে বঞ্চিত হইয়াছি বটে, কিন্তু তজ্জন্য তুমি ভীত হইও না; আমি তোমার ভরণ-পোষণ করিব। এক্ষণে দশার্ণাধিপতি আমা হইতেই প্রতারিত হইয়াছেন; অতএব এই বিষয়ে যাহা শ্রেয়স্কর হয় বল, আমি তাহার অনুষ্ঠান করিব।'

তখন রাজমহিষী সর্ব্বসমক্ষে এইরূপ অভিহিত হইয়া মহারাজ দ্রুপদ সবিশেষ জানিলেও অন্যকে অবগত করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন।"

১। কন্যার। ২। 'হিরণ্য' শব্দের অর্থ—সুবর্ণ। নাম হিসাবে হিরণ্যবর্ম্মাই হওয়া উচিত, নামের অর্থবোধক অন্য শব্দ নাম স্থলে ব্যবহারের রীতি নাই। ব্যবহার করিলে অর্থবোধে বা লক্ষ্য নিশ্চয়ে বিলম্ব ঘটে। ৩। স্ব স্ব সৈন্যসমন্বিত সামন্ত নৃপতিগণের সাহায্যে।

একনবত্যধিকশততম অধ্যায়

যুদ্ধাশঙ্কায় দ্রুপদের রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থা

ভীষ্ম কহিলেন,—"হে দুর্য্যোধন! অনন্তর শিখণ্ডীর জননী স্বীয় পতি দ্রুপদরাজকে যথাযথ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। তিনি কহিলেন, 'হে মহারাজ! আমি সপত্নী[১]গণের ভয়প্রযুক্ত জন্ম-গ্রহণকালে শিখণ্ডিনীকে পুরুষ বলিয়া নিবেদন করিয়াছিলাম। আপনি প্রীতিপূর্ব্বক আমাকে তদ্বিষয়ে অনুমোদন করিয়া ইহার পুত্রোচিত কার্য্য-জাতের[২] অনুষ্ঠান এবং দশার্ণাধিপতির কন্যার সহিত ইহার পরিণয়[৩]কার্য্য সমাধান করিয়াছেন। দেব-বাক্যানুসারে[৪] তৎকালে আপনাকে কহিয়াছিলাম, শিখণ্ডিনী পরিণামে পুরুষরূপ পরিগ্রহ করিবে, এইরূপে[৫] ইহার কন্যাভাব উপেক্ষিত হইয়াছিল।'

অনন্তর রাজা যজ্ঞসেন মন্ত্রীদিগকে এই সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া প্রজাগণের রক্ষাবিধান করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের সহিত মন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পূর্ব্ববৎ প্রতারণা করিয়া দশার্ণাধিপতির সহিত সম্বন্ধ সমর্থিত করিতেই অভিলাষ করিলেন। অনন্তর তিনি স্বভাবতঃ

১। সতীন। ২। কর্ত্তব্যকর্ম্ম সমূহের। ৩। বিবাহ ৪। শিবদত্ত বরানুসারে। ৫। এইরূপ ভরসায়।

সুরক্ষিত নগরকে বিপদ্‌কালে সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং দশার্ণাধিপতি সুবর্ণবর্ম্মার সহিত বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মহিষীর সহিত সাতিশয় ব্যথিত হইলেন। তখন যাহাতে সুবর্ণবর্ম্মার সহিত যুদ্ধ না হয়, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবার্চ্চনা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে রাজমহিষী তাঁহাকে দেবপূজায় নিরত নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! দুঃখের সময়ে ও সুখের সময়ে সতত দেবপূজা করা বিধেয়; আপনি দেবতা ও ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা এবং দশার্ণাধিপতির প্রতিনিবৃত্তির নিমিত্ত প্রভূত দক্ষিণাদান সহকারে হুতাশনে আহুতি প্রদান করুন। যাহাতে যুদ্ধ না করিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা যাইতে পারে, তাহা অবধারণ করা কর্ত্তব্য। আমার বোধ হইতেছে, দেবগণের প্রসাদে ইহা অবশ্যই সফল হইবে। দেব-কার্য্য মানুষ-কার্য্যের সহিত মিলিত হইলে অবশ্যই সিদ্ধ হয়; কিন্তু পরস্পরের বিরোধ উপস্থিত হইলে কদাচ সফল হয় না। অতএব আপনি মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শপূর্ব্বক নগরের রক্ষাবিধান করিয়া স্বেচ্ছানুসারে দেবগণের আরাধনা করুন।'

লজ্জিত শিখণ্ডীর বনগমন—যক্ষানুগ্রহলাভ

তখন শিখণ্ডিনী তাঁহাদিগকে শোকাকুলিতচিত্তে এইরূপ কথোপকথন করিতে দেখিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং 'আমার জনকজননী আমার নিমিত্তই এইরূপ দুঃখভোগ করিতেছেন', এই ভাবিয়া প্রাণনাশ অভিলাষে গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক শোকসন্তপ্তমনে এক গহনবনে গমন করিলেন। স্থূণাকর্ণ নামে ঐশ্বর্য্যশালী এক যক্ষ ঐ বন রক্ষা করিত; তাহার ভয়ে কেহই তথায় গমন করিতে সমর্থ হইত না। সেই কাননে স্থূণাকর্ণের উন্নত প্রাকার[১] ও তোরণসম্পন্ন[২] সুধাধবলিত[৩] উশীরপরি-মলযুক্ত[৪] ধূমসমাচ্ছন্ন[৫] এক প্রাসাদ[৬] ছিল। দ্রুপদ-নন্দিনী শিখণ্ডিনী সেই অরণ্যানী[৭] প্রবেশ করিয়া বহুদিবস অনাহারে শরীর শুষ্ক করিতে লাগিলেন।

একদা সেই যক্ষ শিখণ্ডিনী-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া মৃদু-বচনে কহিলেন, 'হে রাজকন্যে! তুমি কি নিমিত্ত এইরূপ অনুষ্ঠান করিতেছ, শীঘ্র বল, আমি তোমার বাসনা পরিপূর্ণ করিব।' শিখণ্ডিনী কহিলেন, 'তুমি আমার কার্য্য সম্পাদন করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না।' যক্ষ কহিল, 'হে রাজপুত্রি! আমি যক্ষরাজ কুবেরের অনুচর; তোমাকে বর প্রদান করিতে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি আমার সমক্ষে স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ কর। আমি অদেয় বস্তুও তোমাকে প্রদান করিব, সন্দেহ নাই।'

তখন শিখণ্ডিনী যক্ষপ্রধান স্থূণাকর্ণকে আত্ম-বৃত্তান্ত নিবেদন করিতে লাগিলেন, 'হে যক্ষ! মহাবল-পরাক্রান্ত উৎসাহসম্পন্ন দশার্ণাধিপতি সুবর্ণবর্ম্মা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমার পিতার প্রতিকূলে আগমন করিতেছেন; আমার পিতা পুত্রহীন, তিনি যেন অবিলম্বেই বিনষ্ট না হয়েন, আপনি আমাকে ও আমার জনকজননীকে রক্ষা করুন। আমার দুঃখ-শান্তি করিবার নিমিত্ত আপনি অঙ্গীকার করিয়াছেন, অতএব আমি যেন আপনার প্রসাদে পুরুষত্ব লাভ করি। হে মহাযক্ষ! যে পর্য্যন্ত সেই রাজা আমার পুরপ্রবেশ না করেন, তৎকালমধ্যে আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন'।"

১। প্রাচীর। ২। দেউড়ী—ফটক। ৩। বিশুদ্ধ শুভ্রবর্ণ। ৪। বেনামূলের খস্‌খসের সুগন্ধ-সমন্বিত। ৫। ধূপ-ধূমে সমাচ্ছাদিত—গুপ্তভাবে স্থিত। ৬। অট্টালিকা। ৭। নিবিড় বন।

দ্বিনবত্যধিকশততম অধ্যায়

শিখণ্ডীর পুরুষত্বপ্রাপ্তি

ভীষ্ম কহিলেন, "হে দুর্য্যোধন! দৈবাপহত[১] যক্ষ শিখণ্ডীর বাক্যশ্রবণ ও মনে মনে চিন্তা করিয়া কহিল, 'হে ভদ্রে! আমাকে দুঃখভোগের নিমিত্ত স্ত্রীবিগ্রহ পরিগ্রহ করিতে হইবে, অতএব এই অবকাশে আমি তোমার অভীষ্টসাধন করিব। কিন্তু আমার সহিত একটি সময়[২] নির্দ্দেশ করিতে হইবে। আমি কিয়ৎকালের নিমিত্ত তোমাকে আমার পুরুষাকৃতি প্রদান করিব। কিন্তু তোমাকে কালক্রমে এই স্থানে আগমন করিয়া উহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে; অগ্রে এইটি সত্য করিয়া বল। আমি কামচারী[৩] ও গগনবিহারী, তুমি আমার অনুগ্রহে স্বীয় নগর ও বন্ধুবর্গকে রক্ষা কর। তুমি প্রতিজ্ঞা করিলে পর আমি তোমার স্ত্রীরূপ ধারণ ও প্রিয়ানুষ্ঠান করিব।'

১। ভাগ্যনিয়ন্ত্রিত—অদৃষ্টদোষে বিড়ম্বিত। ২। প্রতিজ্ঞা—শপথ। ৩। ইচ্ছানুরূপ গতিশীল।

শিখণ্ডিনী কহিলেন, 'হে নিশাচর[1]! আমি কিয়ৎ কালান্তর পুরুষাকৃতি আপনাকে প্রত্যর্পণ করিব। আপনি কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্ত্রীরূপ ধারণ করুন। দশার্ণাধিপতি প্রতিনিবৃত্ত হইলে আমি পুনরায় স্বরূপ প্রাপ্ত হইব; আপনিও পুরুষত্ব লাভ করিবেন।'

তাঁহারা এইরূপ পরস্পর শপথ করিয়া লিঙ্গ-পরিবর্ত্তন[2] করিলে স্থূণাকর্ণ স্ত্রীরূপ ও শিখণ্ডিনী প্রদীপ্ত যক্ষরূপ প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর শিখণ্ডিনী হৃষ্টমনে নগরপ্রবেশ ও দ্রুপদ সন্নিধানে গমন করিয়া আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। দ্রুপদরাজ তাহা শ্রবণ করিয়া একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তখন ভগবান্ শূলপাণির বাক্য তাঁহার ও তাঁহার মহিষীর স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল।

পুনঃ পুত্রত্ব-প্রতিপাদক সংবাদ—পুনঃ অনুসন্ধান

অনন্তর তিনি দশার্ণাধিপতি সুবর্ণবর্ম্মার নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, 'মহারাজ! আমার পুত্র পুরুষ, আপনি এ কথায় কদাচ অবিশ্বাস করিবেন না।'

অনন্তর রাজা হিরণ্যবর্ম্মা দুঃখশোকসমন্বিত হইয়া কাম্পিল্য-নগরে আগমনপূর্ব্বক এক ব্রাহ্মণকে যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, 'মহাশয়! আপনি আমার বাক্যানুসারে সেই নৃপাধম দ্রুপদকে বলিবেন,—হে দুর্ম্মতে! তুমি যে আপনার কন্যার নিমিত্ত আমার কন্যাকে প্রার্থনা করিয়াছিলে, আজি সেই অহঙ্কারের প্রতিফল অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে।'

তখন পুরোহিত ব্রাহ্মণ দ্রুপদভবনে প্রবেশপূর্ব্বক দ্রুপদরাজের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। দ্রুপদরাজ ও শিখণ্ডী তাঁহাকে গো ও অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিলেন। ব্রাহ্মণ তদ্দত্ত পূজা প্রতিগ্রহ না করিয়া, মহারাজ হিরণ্যবর্ম্মা যেরূপ কহিয়াছিলেন, তাহাই কহিতে লাগিলেন,—'হে দুরাশয়! তুমি যে আমাকে প্রতারণা করিয়াছিলে, আজ সেই পাপের প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে তুমি আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমি তোমাকে, তোমার পুত্র, অমাত্য ও বন্ধুবান্ধবগণকে বিনাশ করিব।'

১। রাক্ষস—যক্ষ রাক্ষসজাতীয়। ২। স্ত্রী-পুরুষচিহ্নের অদল-বদল। ৩। পুরুষরূপ।

প্রকৃতাবস্থা-পরিজ্ঞাত হিরণ্যবর্ম্মার রোষশান্তি

মহারাজ দ্রুপদ মন্ত্রিগণমধ্যে পুরোহিতমুখে এইরূপ তিরস্কারবাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্, আপনি মহারাজ সুবর্ণবর্ম্মার বচনানুসারে আমাকে যাহা কহিলেন, আমার এক দূত গমন করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে।' এই বলিয়া দ্রুপদ হিরণ্যবর্ম্মার নিকট বেদপারগ এক ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণ দশার্ণাধিপতির সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, 'মহারাজ! শিখণ্ডী পুরুষ; আপনি বরং তাহা পরীক্ষা করুন। বোধ হয়, কোন ব্যক্তি আপনার নিকট মিথ্যা কহিয়া থাকিবে; আপনি তাহাতে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন না।'

তখন দশার্ণাধিপতি একান্ত চিন্তিত হইয়া শিখণ্ডী স্ত্রী কি পুরুষ, ইহা সবিশেষ বিদিত হইবার নিমিত্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণীগণকে প্রেরণ করিলেন। তাহারা তত্ত্বার্থ[1] অবগত হইয়া দশার্ণাধিপতিকে কহিল, 'মহারাজ! শিখণ্ডী পুরুষ, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই!' রাজা এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন এবং দ্রুপদরাজের ভবনে সমাগত হইয়া হৃষ্টমনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে তিনি শিখণ্ডীকে হস্তী, অশ্ব, গো, বহুসংখ্যক দাসী ও প্রভূত অর্থ প্রদান করিয়া স্বীয় দুহিতাকে ভর্ৎসনা করিয়া নিজ রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন। দশার্ণাধিপতি রোষ[2]মুক্ত ও পরমপ্রীত হইয়া প্রস্থান করিলে শিখণ্ডীও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

অনুচর-গৃহাগত কুবেরের ক্রোধ

কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা ধনাধিপতি কুবের লোকযাত্রা[3] নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত স্থূণাকর্ণের গৃহাভিমুখে আগমন করিলেন এবং গৃহের উপরিভাগ হইতে সেই প্রাসাদ বিচিত্র মাল্যসমলঙ্কৃত, উশীরগন্ধামোদিত, ধূপধূপিত[4], বিতানধ্বজপতাকাপরিশোভিত[5], অন্নপানামিষপরিপূর্ণ[6] ও মণিরত্নসুবর্ণমণ্ডিত অবলোকন করিয়া তাঁহার অনুচরদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, 'স্থূণাকর্ণের গৃহ পরম সুশোভিত দেখিতেছি; কিন্তু

১। যাথার্থ্য—যথাযথ ঘটনা। ২। বিগতক্রোধ। ৩। একলোক হইতে অন্যলোকে বিচরণ ব্যাপার। ৪। সুগন্ধ ধূপধূমে আমোদিত। ৫। চন্দ্রাতপ-ধ্বজ-পতাকাশোভিত। ৬। মাংসাদি উপকরণ সহ অন্ন ও পানীয়পূর্ণ।

সেই মূঢ় কেন আজি আমার নিকট আগমন করিতেছে না? আমি এই স্থানে আগমন করিয়াছি, ইহা অবগত হইয়াও যখন সে আমার নিকট উপস্থিত হইতেছে না, তখন তাহাকে আমার অভিলাষানুসারে অতিতীক্ষ্ণ দণ্ড সহ্য করিতে হইবে।'

যক্ষগণ কহিল, 'হে যক্ষরাজ! স্থূণাকর্ণ বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ শিখণ্ডিনী নামে দ্রুপদরাজের এক কন্যাকে পুরুষলক্ষণ প্রদান এবং স্বয়ং স্ত্রীচিহ্ন ধারণ করিয়া গৃহে অবস্থান করিতেছেন; এই নিমিত্ত লজ্জিত হইয়া আপনার সন্নিধানে আগমন করিতেছেন না। এক্ষণে আপনি বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া এই বিষয় শ্রবণপূর্ব্বক যাহা কর্ত্তব্য, তাহার অনুষ্ঠান করুন।'

কুবের কহিলেন, 'হে যক্ষগণ! তোমরা সেই স্থূণাকর্ণকে আমার নিকট আনয়ন কর। আমি তাহার যথোচিত দণ্ডবিধান করিব।'

তখন স্থূণাকর্ণ অনুচরমুখে সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর কুবের-সন্নিধানে উপনীত হইয়া লজ্জাবনতমুখে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন।

অনুচরের প্রতি কুবেরের শাপ

তখন কুবের নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শাপ প্রদান করিয়া কহিলেন, 'হে স্থূণ! তুমি যক্ষগণের অবমাননা ও পাপাচরণ করিয়া শিখণ্ডিনীকে আপনার পুরুষলক্ষণ প্রদান ও তাহার স্ত্রীলক্ষণ গ্রহণ করিয়াছ। অতএব তোমার এই নারীরূপই থাকিবে। তুমি এতাদৃশ বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছ, এই নিমিত্ত তুমি স্ত্রী ও শিখণ্ডী পুরুষ হইবে।'

অনন্তর যক্ষগণ স্থূণাকর্ণের নিমিত্ত ধনাধিপতি কুবেরকে প্রসন্ন করিয়া বারংবার কহিতে লাগিল, 'ভগবন্! আপনি এই শাপের অবসান করুন।' তখন কুবের অনুচরদিগকে কহিলেন, 'শিখণ্ডী নিহত হইলে স্থূণাকর্ণ পুনরায় স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে, এক্ষণে স্থূণাকর্ণ নিরুদ্বিগ্ন হউক।' এই বলিয়া কুবের শীঘ্রগামী যক্ষগণের সহিত প্রস্থান করিলেন। স্থূণাকর্ণ এইরূপ অভিশাপগ্রস্ত হইয়া সেই অরণ্যমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শিখণ্ডী সময়ানুসারে তথায় আগমন করিয়া স্থূণাকর্ণকে কহিলেন, 'হে যক্ষরাজ! আমি আগমন করিলাম।'

স্থূণাকর্ণ কর্ত্তৃক পূর্ণমনোরথ শিখণ্ডীর আনন্দ

স্থূণ রাজকুমার শিখণ্ডীকে অকপটে আগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, 'হে শিখণ্ডি! আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইলাম।' পরে স্থূণ তাঁহার নিকট স্ববৃত্তান্ত আত্যোপান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, 'হে শিখণ্ডি! আমি তোমার নিমিত্তই কুবের কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি স্বেচ্ছানুসারে গমন ও পরমসুখে সমস্ত লোকে সঞ্চরণ কর! তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান করিলে আমি পৌলস্ত্যকে[১] অবলোকন করিলাম; অতএব বোধ হইতেছে, ভাগ্যকে অতিক্রম করা নিতান্ত সুকঠিন।'

শিখণ্ডী যক্ষ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুলকিতমনে নগরাভিমুখে আগমনপূর্ব্বক গন্ধ-মাল্য দ্বারা দ্বিজাতি, দেবতা, চৈত্য[২] ও চতুষ্পথ-সকল পূজা করিতে লাগিলেন। দ্রুপদরাজও বান্ধবগণের সহিত নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন; পরে ধনুর্ব্বেদে শিক্ষা লাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে দ্রোণহস্তে সমর্পণ করিলেন। হে মহারাজ! শিখণ্ডী তোমাদের সমভিব্যাহারে চতুষ্পাদপূর্ণ ধনুর্ব্বেদে সম্যক্ শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন। আমি যে সকল অন্ধ, বধির ও জড়াকার চরদিগকে দ্রুপদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহারাই আমাকে এই বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিয়াছে। অম্বা নামে বিশ্রুতা কাশিরাজদুহিতা এই শিখণ্ডীরূপে দ্রুপদকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমি এই শিখণ্ডীকে যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত দেখিয়াও মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত নিরীক্ষণ বা প্রহার করিব না। পৃথিবীতে আমার এইরূপ এক ব্রত প্রচারিত আছে যে, আমি স্ত্রী, স্ত্রীপূর্ব্ব পুরুষ, স্ত্রীনামধারী ও স্ত্রীস্বরূপ পুরুষের প্রতি কদাচ শরপ্রয়োগ করি না। হে রাজন্! আমি শিখণ্ডীর এইরূপ জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি; এই নিমিত্তই ইহাকে প্রহার করিব না। যদি আমি স্ত্রীরূপ শিখণ্ডীকে বিনাশ করি, তাহা হইলে সকলে আমার অপযশ ঘোষণা করিবে। আমি ইহাকে সমরে অবস্থান করিতে নিরীক্ষণ করিয়াও কদাচ সংহার করিব না।"

তখন রাজা দুর্য্যোধন পিতামহ ভীষ্মের মুখে এ কথা শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া স্থির

১। পুলস্ত্যনন্দন কুবেরকে। ২। দেবতাধিষ্ঠিত পূজ্য বৃক্ষ।

করিলেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা মহাবীর ভীষ্মের সমুচিতই হইয়াছে।

ত্রিনবত্যধিকশততম অধ্যায়

ভীষ্ম-দ্রোণাদির নিকট দুর্য্যোধনের যুদ্ধপ্রশ্ন

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রজনী প্রভাত হইলে আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন সর্ব্বসৈন্যের সমক্ষে পিতামহ ভীষ্মকে কহিলেন, "হে গাঙ্গেয়[১]! আচার্য্য দ্রোণ, মহাবল কৃপ, সমরশ্লাঘী[২] কর্ণ ও দ্বিজসত্তম অশ্বত্থামা সকলেই দিব্যাস্ত্রবেত্তা[৩] ও সকলেই আমার পক্ষ; এক্ষণে বলুন, আপনারা ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত লোকপালতুল্য ব্যক্তি দ্বারা সুরক্ষিত, প্রভূততর নর, নাগ[৪], অশ্বযুক্ত মহারথ-সমাকুল, অধৃষ্য[৫], অনিবার্য্য, অদ্ভুত সাগরোপম, দেবগণেরও অক্ষোভ্য[৬] বল-সমুদয়কে কত কালে বিনাশ করিবেন, ইহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার অন্তঃকরণ একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছে।"

ভীষ্ম কহিলেন, "হে রাজন্! তুমি যে শত্রুগণের বলাবলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহা তোমার অনুরূপই হইয়াছে। এক্ষণে আমি রণস্থলে যেরূপ পরম-শক্তি, শস্ত্রবল ও ভুজবীর্য্য প্রদর্শন করিব, তাহা শ্রবণ কর। ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ নির্ণীত আছে যে, অকপট ব্যক্তির সহিত অকপট যুদ্ধ এবং মায়াবীর সহিত মায়াযুদ্ধ করিবে। আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে পাণ্ডবসৈন্যগণমধ্যে সহস্র রথী ও দশ সহস্র যোদ্ধা বিনাশ করিব। আমি নিত্য উৎসাহসম্পন্ন হইয়া এইরূপ এক এক ভাগ কল্পনা করিয়া শতসহস্রঘাতী[৭] শরনিকর দ্বারা এক মাসমধ্যে সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য সংহারে সমর্থ হইব।"

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে আচার্য্য! আপনি কত দিনের মধ্যে পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন?"

তখন দ্রোণ হাস্যমুখে কহিলেন, "হে মহারাজ! আমি জরাজীর্ণ[৮] ও ক্ষীণপ্রাণ[৯] হইয়াছি; অতএব বোধ হইতেছে, আমিও ভীষ্মের ন্যায় এক মাস মধ্যে সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যগণকে অস্ত্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিব। এই আমার পরম শক্তি ও এই আমার পরম বল।"

কৃপাচার্য্য কহিলেন, "মহারাজ! আমি দুই মাসে সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যবিনাশে সমর্থ হইব।" অশ্বত্থামা কহিলেন, "মহারাজ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, দশ রাত্রির মধ্যে বিপক্ষগণের বল-ক্ষয় করিব।" তখন অঙ্গরাজ কর্ণ অঙ্গীকার করিলেন, "আমি পাঁচ রাত্রির মধ্যে পাণ্ডবদিগের সৈন্য-বিনাশ করিতে সমর্থ হইব।" মহাবীর ভীষ্ম এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র উচ্চস্বরে হাস্য করিয়া কহিলেন, "হে রাধেয়! তুমি বাসুদেবসহায় অর্জ্জুনকে যতক্ষণ রণস্থলে নিরীক্ষণ না কর, ততক্ষণ এইরূপ বিবেচনা করিতে পার। তুমি স্বেচ্ছানুসারে ইহা অপেক্ষা অধিকও বলিতে পার।"

চতুর্নবত্যধিকশততম অধ্যায়

অর্জ্জুনের নিকট যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধবিষয়ক প্রশ্ন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শত্রুগণের এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া নির্জ্জনে ভ্রাতৃগণকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ! আমি যে সকল চরকে ধার্ত্তরাষ্ট্রসৈন্যগণমধ্যে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহারা প্রাতঃকালে আসিয়া আমাকে কহিল, 'মহারাজ! দুর্য্যোধন মহাব্রত ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কত দিনের মধ্যে পাণ্ডব-সৈন্যগণকে বিনাশ করিবেন? ভীষ্ম কহিলেন, 'আমি এক মাস মধ্যে সমুদয় বিনাশ করিব।' পরে দ্রোণাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, 'আমি এক মাসে সমস্ত সংহার করিব।' কৃপাচার্য্য অঙ্গীকার করিয়াছেন, 'আমি দুই মাসে পাণ্ডবসৈন্য-সংহারে কৃতকার্য্য হইব।' অশ্বত্থামা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, 'আমি দশ রাত্রিমধ্যে সমুদয় বিনাশ করিব।' তৎপরে দিব্যাস্ত্রবিৎ কর্ণ কুরুসভায় জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিয়াছেন, 'আমি পাঁচ দিবসে পাণ্ডবসৈন্য-সংহারে সমর্থ হইব।' হে অর্জ্জুন! এক্ষণে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কত দিনে কৌরবসৈন্য সংহার করিবে, ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে।"

১। গঙ্গাতনয়। ২। যুদ্ধের প্রতি সপ্রশংস—সমরামোদী। ৩। উত্তম অস্ত্রবিৎ। ৪। হস্তী। ৫। দুর্দ্দম্য। ৬। অজেয়। ৭। অসংখ্য লোকের প্রতি আঘাতে সমর্থ। ৮। জরাঘাতে পলিত-দেহ—শুষ্ক শরীর। ৯। দুর্ব্বল।

অর্জ্জুনের আশ্বাস-বাণী

তখন অর্জ্জুন বাসুদেবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "মহারাজ! এই সমস্ত শিক্ষিতাস্ত্র চিত্রযোধী মহাত্মগণ আমাদের সৈন্য-সংহারে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু আপনি তন্নিমিত্ত চিন্তিত হইবেন না। আমি এক্ষণে সত্যই কহিতেছি, বাসুদেবের সাহায্যে একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া আমি নিমেষমধ্যে[১] স্থাবরজঙ্গমাত্মক[২] ত্রিলোক ও ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমুদয় বিনাশ করিতে সমর্থ হইব। ভগবান্ শূলপাণি কৈরাতদ্বন্দ্ব-যুদ্ধে[৩] আমাকে এক ভয়ানক অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন। তিনি যুগান্তকালে সর্ব্বভূত সংহার করিতে ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করিতেন। কর্ণের কথা দূরে থাকুক, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ এবং অশ্বত্থামাও তাহা জ্ঞাত নহেন। হে মহারাজ! দিব্যাস্ত্র দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিনাশ করা বিধেয় নহে; সুতরাং আর্জ্জবযুদ্ধ[৪] দ্বারা শত্রুগণকে পরাজিত করিব। আর এই সমস্ত দিব্যাস্ত্র-বেত্তা সমরাভিলাষী পার্থিবেরা আপনার সহায়। ইঁহারা সকলেই দারক্রিয়াকালে[১] যাগানুষ্ঠান করিয়াছেন; শিখণ্ডী, যুযুধান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, যমজ নকুল-সহদেব, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, ভীম[২], দ্রোণতুল্য বিরাট, দ্রুপদ, শঙ্খ, মহাবল-পরাক্রান্ত হৈড়িম্বেয়[৩], তাঁহার আত্মজ অঞ্জনপর্ব্বা, পরমসহায় রণপণ্ডিত শৈলেয়, অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, ইঁহারা সকলে দেবসেনাগণকেও বিনাশ করিতে সমর্থ। আপনিও ত্রৈলোক্য উৎসন্ন করিতে পারেন এবং রোষকষায়িত-লোচনে যাহাকে একবার নিরীক্ষণ করেন, আমার বোধ হয়, তাহাকে এককালে জীবিতাশা[৪] বিসর্জ্জন করিতে হয়।"

—

পঞ্চনবত্যধিকশততম অধ্যায়

কৌরবগণের অভিযান

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! বিমল প্রভাতকাল উপস্থিত হইলে, শৌর্য্যশালী, সদাচার-পরায়ণ, কামচারী[৫], আহবলক্ষণসম্পন্ন[৬], কৌরবপক্ষীয় ভূপতিগণ রাজা দুর্য্যোধনের নিয়োগানুসারে স্নান, মাল্য ও শুভ্রবসন পরিধান, শস্ত্র ও ধ্বজ গ্রহণ, স্বস্তি-বাচন এবং অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া পরবল-পরাজয়-প্রত্যাশায়[৭] পরস্পর প্রীতিপ্রদর্শনপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে পাণ্ডবগণের প্রতিপক্ষে[৮] প্রস্থান করিতে লাগিলেন। অবন্তীদেশীয় রাজা বিন্দ ও অনুবিন্দ, কেকয় ও বাহ্লীকগণ দ্রোণাচার্য্যের অনুগমন করিলেন; অশ্বত্থামা, ভীষ্ম, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, গান্ধাররাজ শকুনি এবং দাক্ষিণাত্য[৯], পাশ্চাত্য[১০], প্রাচ্য[১১], উদীচ্য[১২], পার্ব্বতীয়[১৩], শক, কিরাত, যবন, শিবি ও বসাতিগণ স্ব-স্ব সৈন্য-সমভিব্যাহারে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দ্বিতীয় সৈন্যের অন্তর্নিবিষ্ট[১৪] হইলেন। সসৈন্য কৃতবর্ম্মা, ত্রিগর্ত্ত, শল, ভূরিশ্রবা, শল্য ও কোশলরাজ বৃহদ্রথ, ইঁহারা ভ্রাতৃ-পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধনের অনুগমন করিলেন।

১। পক্ষ-প্রতিপক্ষের বীরেন্দ্রগণ যুদ্ধে স্পর্দ্ধাপ্রদর্শনের জন্য যে সকল উক্তি-প্রত্যুক্তি করিয়াছেন, তাহাতে দম্ভপ্রকাশের অবকাশ আছে; এবং এই দম্ভপ্রকাশও অসম্ভব নহে। কিন্তু একান্ত ভক্তি-ভাজন অগ্রজ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্যের উত্তরে অর্জ্জুনের অযথা স্পর্দ্ধাপ্রকাশ কোন মতেই সম্ভব নহে। সমর-সজ্জা পরিসমাপ্তির পর দুর্য্যোধন ভীষ্মাদি প্রত্যেককে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে কত দিনের মধ্যে সমস্ত শত্রু-সৈন্য ধ্বংস করিতে সমর্থ? তদুত্তরে ভীষ্ম এক মাস, দ্রোণাচার্য্য এক মাস, কৃপাচার্য্য দুই মাস, অশ্বত্থামা দশ দিন এবং কর্ণ পাঁচ দিন মেয়াদ দিলেন। চরমুখে সংবাদ পাইয়া যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকেও সমবেত শত্রুসৈন্যনাশের অনুরূপ প্রশ্ন করিলেন। অর্জ্জুন নিমেষমাত্র সময় নির্দ্ধারণ করিলেন। বলা বাহুল্য পাণ্ডব-সৈন্য অপেক্ষা কৌরব-সৈন্য অনেক বেশী—শিক্ষানৈপুণ্যে তাহাদের শক্তি প্রায় তিন গুণ। অর্জ্জুন তাঁহার সেই বীরত্বের হেতু নির্দ্দেশ করিলেন—কেশবের সাহায্য ও শিবদত্ত পাশুপত অস্ত্রের প্রভাব। সে কি ভীষণ অস্ত্র! বর্ত্তমান জার্ম্মাণ-যুদ্ধেও এরূপ ধ্বংসশক্তি-সমন্বিত অতীব তীব্র আলোকরশ্মি আবিষ্কারের সংবাদ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাও না কি সর্ব্বসংহারী কিন্তু সে অস্ত্রও অন্তিম সময়ে প্রযুক্ত হইবার কথা। অর্জ্জুনের পাশুপতসম্বন্ধেও শিবের আদেশ ছিল;—"সহজ—সরল যুদ্ধে উহার প্রয়োগ হইবে না; উহাও সঙ্কট কালের সম্বল।" স্বয়ং শিবও সর্ব্বসংহারার্থ প্রলয়কালেই পাশুপতের প্রয়োগ করিতেন। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে অর্জ্জুনের ঐ উক্তি বৃথা দম্ভপ্রকাশ নহে; সেই পাশুপত অস্ত্র নিমেষমধ্যে সর্ব্বধ্বংসী সন্দেহ নাই। য়ুরোপের পূর্ব্বোক্ত সংবাদ গুজব বা ধাপ্পাবাজী হইতে পারে, সত্যও হইতে পারে। সত্য হইলেও বিস্ময়ের বিষয় নহে। কারণ, পাশুপতই তাহার আদর্শ—তাহার পথপ্রদর্শক।

২। অচেতন-চেতনময় বৃক্ষপর্ব্বতপ্রাণিসমাকীর্ণ। ৩। কিরাতরূপী শিবের সহিত বাহুযুদ্ধে। ৪। সহজ—সরল।

১। বিবাহ-সময়ে। ২। উক্ত নামায় অপর ভীম। ৩। হিড়িম্বা-তনয় ঘটোৎকচ। ৪। বাঁচিবার ভরসা। ৫। যথেচ্ছ গতিশক্তিশালী। ৬। সমরচিহ্নসমন্বিত। ৭। শত্রু-সৈন্যজয়াশায়। ৮। প্রতিকূলে—বিরুদ্ধপক্ষে। ৯—১৩। দক্ষিণ-দেশীয়, পশ্চিমদেশীয়, পূর্ব্বদেশীয়, উত্তরদেশীয় ও পার্ব্বত্য। ১৪। দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট।

মহাবলপরাক্রান্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ এইরূপে সমাগত হইয়া ন্যায়ানুসারে কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমার্দ্ধে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন দ্বিতীয় হস্তিনানগরের ন্যায় যে অলঙ্কৃত শিবির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, নিপুণতম নাগরিকেরাও তাহার ও নগরের বৈলক্ষণ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন নাই। ভূপতিগণের বাসোপযোগিতা-সম্পাদনার্থ[১] যে সমস্ত দুর্গ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাও অবিকল নগরস্থিত দুর্গের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। পঞ্চ-যোজন-বিস্তৃত মণ্ডলাকার রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া নানা দ্রব্যসম্পন্ন শিবির-সকল সন্নিবেশিত হইল; ভূপালগণ উৎসাহসহকারে নিজ নিজ সৈন্যগণসমভিব্যাহারে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন; রাজা দুর্য্যোধন সেই সকল মহাত্মা, তাঁহাদিগের সৈন্যগণ এবং বহিঃপ্রদেশবর্ত্তী[২] হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে ভক্ষ্য-ভোজ্য-প্রদানের আদেশ করিয়া শিল্পী, অনুচর, সূত, মাগধ, বন্দী, বণিক্, বেশ্যা ও দর্শকগণের যথাবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ষণ্ণবত্যধিকশততম অধ্যায়

পাণ্ডবগণের অভিযান

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির চেদি, কাশী ও করূষগণের নেতা দৃঢ়বিক্রম ধৃষ্টকেতু, বিরাট, দ্রুপদ, যুযুধান, শিখণ্ডী, পাঞ্চালনন্দন, মহাধনুর্দ্ধর যুধামন্যু ও উত্তমৌজা এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণকে আদেশ করিলে তাঁহারা বিচিত্র বর্ম্ম ও তপ্তকাঞ্চনময়[৩] কুণ্ডল ধারণ করিয়া যজ্ঞীয় হুত-হুতাশনের[৪] ন্যায় ও প্রজ্বলিত গ্রহের[৫] ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সৈন্য, বাহ্য[৬], গজ, অশ্ব, পরিচারক ও শিল্পোপজীবিসমেত[৭] সেই সকল মহাত্মাকে পূজা করিয়া ভক্ষ্য-ভোজ্য প্রদান ও প্রস্থানের অনুমতি করিলেন। তিনি প্রথম সৈন্যদলে বৃহৎকলেবর[৮] ধৃষ্টদ্যুম্নকে অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রের অগ্রগামী করিয়া এবং ভীম, যুযুধান ও ধনঞ্জয়কে অগ্র-বর্ত্তী করিয়া দ্বিতীয় সৈন্যবিভাগে নিযুক্ত করিলেন।

তখন যোদ্ধৃগণ অশ্ব সুসজ্জিত করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ ও প্রধাবনপূর্ব্বক[১] গগনস্পর্শী সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠির বিরাট, দ্রুপদ ও অন্যান্য মহীপালগণ-সমভিব্যাহারে তাহাদিগের পশ্চাৎ গমন করিলেন। এইরূপে ধনুর্দ্ধর-পরিবৃত ধৃষ্টদ্যুম্ন-পরিপালিত[২] সেনা পয়ঃপরিপূর্ণা[৩] প্রবাহবতী ভগবতী ভাগীরথীর ন্যায় নয়নগোচর হইতে লাগিল।

বুদ্ধিমান্ রাজা যুধিষ্ঠির ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের বুদ্ধি-বিলোপবাসনায়[৪] পুনরায় সৈন্য যোজনা করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, অভিমন্যু, নকুল, সহদেব, প্রভদ্রকগণ ইঁহারা দশ সহস্র অশ্ব, দুই সহস্র হস্তী, অযুত পদাতি ও পঞ্চ শত রথ সমভিব্যাহারে ভীমসেনের সহকারী হইলেন; বিরাট ও জয়ৎসেন মধ্যমবলে[৫] অবস্থান করিতে লাগিলেন। গদাকার্ম্মুকধারী যুধামন্যু সৈন্যের পশ্চাদ্বর্ত্তী এবং বাসুদেব ও ধনঞ্জয় তাহার মধ্যবর্ত্তী হইলেন। এইরূপে সকলে অস্ত্রশস্ত্র পরিগ্রহ করিয়া রোষভরে গমন করিতে লাগিলেন। বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী, পঞ্চ সহস্র রথগজা-রোহী, অনেক অনেক রথারূঢ় বীর এবং কার্ম্মুক, অসি ও গদাধারী সহস্র সহস্র শৌর্য্যশালী পদাতি তাঁহাদিগের অগ্র-পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং যে সৈন্যসাগরে অবস্থান করিয়াছিলেন, অধিকসংখ্যক ভূমিপাল এবং সহস্র হস্তী, অযুত অশ্ব, সহস্র রথ ও সহস্র পদাতি তাহার অন্তর্নিবেশিত[৬] হইল। প্রচুর সৈন্যসমেত চেকিতান, চেদিনায়ক ধৃষ্টকেতু এবং শত-সহস্র রথে পরিবৃত বৃষ্ণিবংশের প্রধান রথী মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকি তাঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রদেব ও ব্রহ্মদেব সৈন্যের পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষা করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। যে স্থানে শকট[৭], বণিক্, বেশ্যা[৮], যুদ্ধ-যোগ্য বাহন ও অন্যান্য বাহন ছিল, তথায় সহস্র

১। বাসযোগ্য করিবার জন্য। ২। বাহিরের দিকে অবস্থিত। ৩। সমুজ্জ্বল স্বর্ণময়। ৪। ঘৃতাহুতিনিক্ষিপ্ত বহ্নির। ৫। উজ্জ্বল-কান্তি গগনচারী গ্রহগণের। ৬। যানবাহী। ৭। শিল্পকার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারিগণ সহ। ৮। স্থূলকায়।

১ দ্রুতবেগে দৌড়াইয়া। ২। ধৃষ্টদ্যুম্নরক্ষিত। ৩। জলপূর্ণা—জলে ভরা। ৪। মোহ উৎপাদনের জন্য। ৫। দ্বিতীয় শ্রেণীর সৈন্যে। ৬। তাহাতে যোগ করিয়া দেওয়া। ৭। গাড়ী—গো-গাড়ী, অশ্ব ও গর্দ্দভবাহিত গাড়ী। ৮। পরপক্ষ বিমোহনার্থ সৈন্যমধ্যে বেশ্যা রক্ষিত হয়; সুতরাং বেশ্যা—সৈন্যের এক অঙ্গ।

হস্তী ও অযুত অশ্ব অবস্থান করিতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠির সহস্র সহস্র গজ, অশ্ব, যাবতীয় বালক, স্ত্রী, দুর্ব্বল সৈন্য ও ধন-সঞ্চয়বাহী[১] অশ্বগণ ও শস্যাগার[২] এই সকল গজগণ দ্বারা রক্ষিত করিয়া শনৈঃ শনৈঃ গমন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ[৩] সত্যধৃতি, সৌচিত্তি, শ্রেণিমান, বসুদান ও কাশিরাজপুত্র বিভু এবং তাঁহাদিগের অনুযায়ী বিংশতিসহস্র রথ, কিঙ্কণী-জাল-মণ্ডিত[৪] দশ কোটি অশ্ব, বিশাল দশনসম্পন্ন[৫] উত্তম শ্রেণীস্থ জলদগমন[৬] মদস্রাবী[৭] দশ কোটি হস্তী সমভিব্যাহারে রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিলেন। ধর্ম্মরাজের সপ্ত অক্ষৌহিণী[৮] সৈন্যের অন্তর্গত বর্ষণশীল মেঘের ন্যায় মদস্রাবী সপ্ততি সহস্র[১] রণমাতঙ্গ[২] সচল পর্ব্বতশ্রেণীর[৩] ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিল। তদনন্তর শত শত, সহস্র সহস্র ও অযুত অযুত মনুষ্য আপনাদের[৪] সহস্র সহস্র সৈন্যসমভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে ঘোর-নাদ সহকারে তাঁহাদিগের পশ্চাদগমন ও সহস্র সহস্র ও অযুত অযুত ব্যক্তি প্রফুল্লচিত্তে সহস্র সহস্র ভেরী[৫] ও অযুত অযুত শঙ্খ বাদ্য করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ধীমান্ কুন্তীপুত্রের এবংপ্রকার[৬] ভীষণ বল[৭] তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ধৃতরাষ্ট্রনন্দন দুর্য্যোধনের সহিত সংগ্রাম[৮] করিয়াছিল।

অম্বোপাখ্যান-পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

১। যুদ্ধে ব্যয়ের জন্য সঞ্চিত মুদ্রাদির বহনকারী। ২। সৈন্যগণের ভোজনার্থ সঞ্চিত খাদ্যশস্য। ৩। সমরোন্মত্ত—যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ। ৪। ক্ষুদ্র ঘণ্টার মালায় শোভিত। ৫। বৃহৎ দন্তশালী। ৬। মেঘতুল্য দ্রুতগতিশীল। ৭। যুদ্ধাদির উন্মাদনায় যাহাদের চোয়াল দিয়া সুগন্ধ মদ রক্ষিত হয় তাদৃশ। ৮। ১ লক্ষ ৯ হাজার ৩ শত ৫০ পদাতি, ৬৫ হাজার ৬ শত ১০ অশ্ব, ২১ হাজার ৮ শত ৭০ হস্তী, ২১ হাজার ৮ শত ৭০ রথ—মোট ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৩ শত সৈন্যে এক অক্ষৌহিণী। ৭ অক্ষৌহিণী উহার ৭ গুণ।

১। সত্তর হাজার। ২—৩। পর্ব্বতাকার যুদ্ধের বড় বড় হাতী। ৪। নিজ নিজ। ৫। শিঙা। ৬। এইরূপ। ৭। ভয়ঙ্কর সৈন্য। ৮। যুদ্ধ।

উদ্যোগপর্ব্ব সম্পূর্ণ

আসিয়াটিক সোসাইটীর অনুমত্যনুসারে যে মূল মহাভারত মুদ্রিত হয়, তদৃষ্টে এই পুস্তক সঙ্কলিত হইয়াছে।

মহাভারত

ভীষ্মপর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

জম্বু[1]খণ্ডবিনির্ম্মাণপর্ব্বাধ্যায়

নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! কৌরব, পাণ্ডব ও সোমক[2] প্রভৃতি মহাবল-পরাক্রান্ত ও নানা দেশসমাগত পার্থিবগণ কিরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কৌরব, পাণ্ডব ও সোমকেরা তপঃক্ষেত্র[3] কুরুক্ষেত্রে যেরূপে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। বেদাধ্যয়নসম্পন্ন সমরাভিলাষী পাণ্ডবগণ জিগীষাপরবশ[4] হইয়া সোমক-সমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক কৌরবদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং স্ববীর্য্যপ্রভাবে বিজয়লাভের অভিলাষে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ ধার্ত্তরাষ্ট্র[5]-সৈন্যগণের অভিমুখে গমনপূর্ব্বক সসৈন্যে প্রাঙ্মুখীন[6] হইয়া পশ্চিমদিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

১। সপ্তদ্বীপা পৃথিবী—সাতটি দ্বীপ দ্বারা পৃথিবীর মানচিত্র আর্য্য ইতিহাস-শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। জম্বুদ্বীপ ঐ সপ্তদ্বীপের অন্যতম। এই জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত ভারতবর্ষ। ২। সোমবংশ—চন্দ্রবংশীয়—কৌরব-পাণ্ডবও চন্দ্রবংশীয়, স্বনামপ্রসিদ্ধ বলিয়া ইহাদিগের পরিচয়ে চন্দ্রবংশ যোজনায় প্রয়োজন হয় না। সম্ভবতঃ অপেক্ষাকৃত অসিদ্ধ বলিয়া অপর চন্দ্রবংশীয়েরা সোমক নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। ৩। তপস্যার একটি উত্তম স্থান। রাজর্ষি কুরু এই ক্ষেত্রে তপস্যা করেন। তিনি স্বয়ং কর্ষণ করিয়া তপস্যাস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এজন্য ইহা কুরুক্ষেত্র—এবং তাঁহার তপস্যাস্থান বলিয়া পরম পবিত্র। বেদের ঐতরেয়াদি ব্রাহ্মণে এই ক্ষেত্রের নাম উল্লেখ আছে। শ্রাদ্ধদানাদি বা পুণ্যকার্য্যে তীর্থস্মরণে এই কুরুক্ষেত্রের নাম প্রথমেই স্মরণীয় হয়—"কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা" ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রে অনেক ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি তপস্যা করিয়াছেন, কাজেই ইহার পুণ্যবত্তার ইয়ত্তা হয় না। ৪। জয়াভিলাষে সবিশেষ আগ্রহান্বিত। ৫। ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন। ৬। পূর্ব্বমুখ।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সমন্তপঞ্চক[1] তীর্থের বহির্ভাগে[2] বিধানানুসারে সহস্র সহস্র শিবির সংস্থাপন করিলেন, সমস্ত ভূবলয়[3] হইতে সৈন্যগণ আগমন করিতে লাগিল, তখন বালবৃদ্ধাবশিষ্ট পুরুষবিহীন[4] রথাশ্বকুঞ্জররহিত[5] মেদিনীমণ্ডল যেন শূন্যপ্রায় হইয়া উঠিল। সর্ব্বজাতীয় মানবগণ সেই সৈন্যের অন্তর্গত ছিল; তাহারা একত্র হইয়া শৈল, কানন, দেশ ও নদীসকল অধিকারপূর্ব্বক বহু যোজনব্যাপী এক বিস্তৃত মণ্ডল[6] প্রস্তুত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যানবাহনের সহিত সেই সকল লোকের অত্যুৎকৃষ্ট ভক্ষ্য-ভোজ্য-প্রদানের আদেশ করিয়া বিশেষরূপে পাণ্ডবগণের সৈন্যকে অবগত হইবার নিমিত্ত বিবিধ আখ্যা[7] প্রদান করিলেন। পরে সংগ্রামকাল সমুপস্থিত হইলে সকলকে অভিজ্ঞান[8] ও অলঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন।

এ দিকে রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের ধ্বজাগ্র সন্দর্শন করিয়া সকল ভূপালের সহিত চক্রব্যূহ[9] রচনায়

১। পরশুরাম এই স্থানে পাঁচটি হ্রদ নির্ম্মাণ ও ক্ষত্র-শোণিতে পূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা পিতৃতর্পণ করিয়াছিলেন। এই সমন্তপঞ্চকও কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত। ২। যুদ্ধ তমোমিশ্র রজোবহুল কার্য্য; তাহা তীর্থক্ষেত্র মধ্যে হওয়া অসঙ্গতবোধে বিশেষতঃ সৈন্য-সমাবেশে—সৈন্যগণের ব্যবহারে ক্ষেত্র অপবিত্র না হয়, এজন্য যুধিষ্ঠির তীর্থক্ষেত্রের বাহিরে যুদ্ধক্ষেত্র নির্ম্মাণ করেন। এখানে যে 'তপঃক্ষেত্র' এবং শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় যে ধর্ম্মক্ষেত্র' বলা হইয়াছে, উহাও ক্ষেত্র-উপলক্ষিত তৎসন্নিহিত স্থানের বোধক। ৩। পৃথিবীর বেষ্টনী—সীমারেখার পার্শ্বস্থ স্থান। ৪—৫। বালক ও বৃদ্ধ বাদ দিয়া সমস্ত যুবা প্রৌঢ় পুরুষ এবং যুদ্ধোপযোগী সমস্ত গজ ও অশ্ব সমরে সংগৃহীত হইল। ৬। শ্রেণীবিভাগসমন্বিত বৃহৎ বাসস্থান। ৭—৮। নাম ও চিহ্ন—এমন এক কৌশলযুক্ত নাম চিহ্ন প্রদান করা হইল যে, সেই অগণিত সৈন্যের মধ্যেও তাহাদিগকে বিশদ ভাবে চিনিয়া লওয়া যায়। ৯। দুর্ভেদ্য সেনাসন্নিবেশ।

প্রবৃত্ত হইলেন। ভৃত্যেরা তাঁহার মস্তকোপরি পাণ্ডুরবর্ণ আতপত্র[১] ধারণ করিল। পাঞ্চালেরা ভ্রাতৃগণপরিবৃত দুর্য্যোধনকে নাগসহস্রের[২] মধ্যবর্ত্তী নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং মহাস্বন[৩] শঙ্খ ও মধুররবসম্পন্ন ভেরী[৪] ধ্বনি করিতে লাগিলেন। পরে পাণ্ডবগণ ও বাসুদেব স্বীয় সৈন্যসমূহকে অবলোকন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণ হৃষ্টান্তঃকরণে রথে অবস্থান করিয়া দিব্য শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। কৌরবদিগের যোদ্ধৃগণ কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য ও অর্জ্জুনের দেবদত্ত শঙ্খের অতি গভীর নিনাদ শ্রবণ করিয়া মূত্র-পুরীষ পরিত্যাগ[৫] করিতে লাগিল। যেমন মৃগগণ সিংহনাদ শ্রবণ করিলে ভীত হইয়া থাকে, তদ্রূপ তাহারাও সেই উভয় শঙ্খের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিতান্ত শঙ্কিত ও সাতিশয় বিষণ্ণ হইল।

এই অবসরে ভূতল হইতে ধূলিপটল[৬] সমুত্থিত হইয়া সকল বস্তুই সমাচ্ছাদিত করিল; কিছুই আর অনুভূত হইল না। সৈন্যগণ সেই ধূলায় আবৃত হইল, দিবাকর ধূলিসমাবৃত হইয়া অদৃশ্য হইলে মনে হইল, যেন তিনি অস্তাচলে গমন করিয়াছেন। জলধর[৭] চতুর্দ্দিকে মাংসশোণিত বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। উহা সকলেরই নিতান্ত অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইল। সমীরণ প্রাদুর্ভূত হইয়া কর্কর[৮] বর্ষণপূর্ব্বক সৈন্যগণকে আহত করিতে লাগিল। তখন ক্ষুভিত সাগরসদৃশ উভয় পক্ষীয় সৈন্য হৃষ্টান্তঃকরণে[৯] যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইল; ঐ অদ্ভুত সেনা-সমাগম প্রলয়কালীন সাগরদ্বয় সমাগমের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কৌরবগণ সেই সেনা-সমুদয় সংগ্রহ করিলে বাল-বৃদ্ধাবশিষ্ট পৃথিবী শূন্যপ্রায় হইয়া উঠিল।

যুদ্ধের নিয়ম বন্ধন

অনন্তর কৌরব, পাণ্ডব ও সোমকেরা সময় নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক যুদ্ধের নিয়ম নির্দ্ধারিত করিলেন; তুল্যবল—সমযোগ্য ব্যক্তিরাই পরস্পর ন্যায়যুদ্ধ করিবে, কোনরূপ প্রতারণা করা হইবে না, ইহাতে আরব্ধ যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে পুনর্ব্বার পরস্পরের প্রীতি সংস্থাপিত হইবে; বাগ্‌যুদ্ধ আরব্ধ হইলে বাক্য দ্বারাই যুদ্ধ হইবে; সেনা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে তাহাকে প্রহার করা হইবে না, রথী রথীর সহিত, গজারোহী গজারোহীর সহিত, অশ্বারূঢ় অশ্বারূঢ়ের সহিত এবং পদাতি পদাতির সহিত যোগ্যতা, উৎসাহ, বল ও অভিলাষানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে; অগ্রে সতর্ক করিয়া পশ্চাৎ প্রহার করিবে; বিশ্বস্ত ও ভয়বিহ্বল ব্যক্তিকে আঘাত করিবে না। যে কোন এক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষীণ-শস্ত্র[১], বর্ম্মবিরহিত ও সমর-পরাঙ্মুখ হইবে, কদাচ তাহাকে প্রহার করিবে না। সারথি, বাহন, অস্ত্রশস্ত্রাদি বাহক, ভেরী ও শঙ্খ-বাদককে কদাচ আঘাত করা হইবে না; কৌরব, পাণ্ডব ও সোমকেরা এইরূপ নিয়ম নির্দ্ধারণপূর্ব্বক পরস্পর নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন; পরে সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া সৈন্য-গণের সহিত সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যাসকর্ত্তৃক সমর-পরিণাম প্রকাশ

হে রাজন্! অনন্তর ত্রিকালজ্ঞ[২] সত্যবতীসুত ভগবান্ ব্যাস উভয়পক্ষের সৈন্যগণকে নিরীক্ষণ করিয়া মনে করিলেন, ভরতপিতামহ ভীষ্ম এই ঘোর সংগ্রামে নিশ্চয়ই কলেবর পরিত্যাগ করিবেন। পরে শোকাকুল পুত্রগণের অনয়দর্শী[৩] মহারাজ ধৃত-রাষ্ট্রকে নির্জ্জনে কহিলেন, "মহারাজ! তোমার পুত্র ও অন্যান্য পার্থিবগণের মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে; এক্ষণে তাহারা এই সংগ্রামে পরস্পর সমবেত হইয়া বিনষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তুমি কালের বৈপরীত্য[৪] পর্য্যালোচনা কর[৫], পুত্রগণের বিনাশ-দর্শনে শোকাকুল হইও না। এক্ষণে তুমি যদি রণস্থলে উহাদিগকে অবলোকন করিবার অভিলাষী হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি; তুমি স্বচক্ষেই রণক্ষেত্র প্রত্যক্ষ কর।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে তপোধন! আমি জ্ঞাতিবধ সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করি না;

১। শ্বেতবর্ণ রাজছত্র। ২। বহু হস্তীর। ৩। মহাশব্দ। ৪। রামশিঙা। ৫। ভীতিবশতঃ মলমূত্রত্যাগ। ৬। ধূলিজাল। ৭। মেঘ। ৮। কাঁকর। ৯। সানন্দচিত্তে।

১। নিঃশেষিত অস্ত্র। ২। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়বিৎ। ৩। অন্যায়দর্শী—অন্যায়-পক্ষপাতী। ৪। কলি-প্রভাব—বিপরীত ভাব—উল্টা গতি। ৫। মনে মনে বুঝিয়া দেখ।

আপনার তেজঃ-প্রভাবে আদ্যোপান্ত এই যুদ্ধ-শ্রবণ করিব।" তখন বেদব্যাস সঞ্জয়কে বর প্রদান করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, "মহারাজ! এই সঞ্জয় তোমার নিকট যুদ্ধ বৃত্তান্ত অবিকল বর্ণন করিবেন। ইনি কি দিবা কি রাত্রি সকল সময়েই, কি প্রকাশ কি অপ্রকাশ সকল বিষয়ই জানিতে পারিবেন এবং অন্যে যাহা মনে মনে কল্পনা করিবে, তাহাও অবগত হইবেন। ইঁহার শরীরে শস্ত্র-স্পর্শ হইবে না এবং ইনি পরিশ্রমেও কদাচ শ্রান্ত বা ক্লান্ত হইবেন না। সঞ্জয় এই যুদ্ধ হইতে বিমুক্ত হইয়া জীবিত থাকিবেন। আমি কৌরব ও পাণ্ডব-গণের কীর্ত্তিকলাপ সর্ব্বত্র বিখ্যাত করিয়া দিব। তুমি শোকাকুল হইও না, ইহাদিগের অদৃষ্টে এইরূপই নির্দ্দিষ্ট আছে; তুমি ইহা নিবারণ করিতে কখনই সমর্থ হইবে না; যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়।"

অশুভসূচক উৎপাত

হে মহারাজ! ভগবান্ বেদব্যাস এই বলিয়া পুনরায় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, "হে রাজন্! এই যুদ্ধে ভয়ঙ্কর ক্ষয় সমুপস্থিত হইবে; দেখ, এক্ষণে ভয়প্রদ দুর্নিমিত্ত-সমুদয় উপলক্ষিত হইতেছে; শ্যেন[১], গৃধ্র[২], কাক, কঙ্ক[৩] ও বক ইহারা সমবেত হইয়া বৃক্ষাগ্রে নিপতিত হইতেছে[৪]; পক্ষিসকল হৃষ্টমনে সংগ্রাম সন্নিহিত স্থান অব-লোকন করিতেছে; ক্রব্যাদগণ[৫] গজবাজীর[৬] মাংস ভক্ষণ করিবে, প্রচণ্ড কঙ্ক-সকল অতি কঠোর চীৎকার করিয়া দক্ষিণাভিমুখে ধাবমান হইতেছে; আমি প্রতিনিয়ত পূর্ব্ব[৭] ও পশ্চিম-সন্ধ্যা[৮] নিরীক্ষণ করিতেছি—সূর্য্যদেব উদয়াস্তকালে কবন্ধ[৯] পরিবৃত হইতেছেন এবং সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণগ্রীব[১০], শ্বেত-লোহিতপ্রান্ত[১১], বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত[১২] পরিধিমণ্ডলে বেষ্টিত[১৩] হইতেছেন; দিবারাত্র চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্র-সকল প্রজ্বলিত হইতেছেন; দিবা ও রাত্রির কিছুমাত্র বিশেষ নাই। হে মহারাজ! এই সমস্ত তোমারই ভয়ের নিমিত্ত উপস্থিত হইতেছে। দেখ, কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে[১] পদ্মবর্ণাভ[২] নভোমণ্ডলে অলক্ষ্য[৩] প্রভাহীন[৪], অগ্নিবর্ণ[৫] চন্দ্রমা সমুদিত হইয়াছে[৬]; মহাবল-পরাক্রান্ত পরিঘ[৭]তুল্য ভুজ-যুগলসম্পন্ন রাজা ও রাজপুত্রগণ নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিবেন। প্রতিনিয়ত রজনীযোগে প্রজাক্ষয়ের নিমিত্ত অন্তরীক্ষে সংগ্রামনিরত বরাহ[৮] ও মার্জ্জারের[৯] তুমুল নিনাদ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে; দেবগণের প্রতিমূর্ত্তি-সকল কখন কম্পিত, কখন স্বেদসিক্ত[১০], কখন বা ভূতলে নিপতিত হইতেছে; তাঁহারা কখন হাস্য ও কখন বা রুধির[১১] বমন করিতেছেন, দুন্দুভি[১২]-সকল আহত না হইয়াও বাদিত[১৩] এবং ক্ষত্রিয়দিগের রথ-সমুদয় অশ্বযোজিত না হইয়াও চালিত হইতেছে; কোকিল, শতপত্র[১৪], চাষ[১৫], ভাস[১৬], শুক[১৭], সারস[১৮] ও ময়ূরগণ অতি কঠোর চীৎকার করিতেছে; প্রভাতকালে শত সহস্র শলভ[১৯] পরিদৃশ্যমান[২০] হইতেছে; লৌহ-তুণ্ড[২১] কৃষ্ণবর্ণ শলভ-সকল গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চীৎকার করিতেছে; দিগ্দাহ উপস্থিত হওয়াতে উভয় সন্ধ্যা প্রকাশমান হইতেছে; পর্জ্জন্য[২২] ধূলিরাশি ও মাংস বর্ষণ করিতেছে; সাধুসম্মতা[২৩] ত্রিলোকবিখ্যাতা ভগবতী অরুন্ধতী[২৪] বশিষ্ঠদেবকে পশ্চাদ্বর্ত্তী করিয়াছেন; শনৈশ্চর রোহিণীকে নিপীড়িত করিতেছেন[২৫]; চন্দ্রমার[২৬] কলঙ্কচিহ্ন[২৭] তিরোহিত হইয়াছে, মেঘশূন্য নভো-মণ্ডলে মহাঘোর গর্জ্জন শ্রুতিগোচর হইতেছে; অশ্ব-সকল অনবরত বাষ্পবিন্দু[২৮] বিসর্জ্জন করিতেছে। হে রাজন্! মহদ্ভয় উপস্থিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

১। বাজ। ২। শকুন। ৩। হাড়গিলে। ৪। কোথায় মৃত মানবদেহ পতিত হইবে, তাহা লক্ষ্য করিতেছে। ৫। শবমাংসভোজী শৃগাল-কুকুর। ৬। হস্তী ও অশ্বের। ৭-৮। প্রাতঃকালে ও সায়ং সময়ে। ৯। মস্তকহীন দেহ—ধড় মাত্র। ১০-১৩। মধ্যে কৃষ্ণ, উভয় প্রান্তভাগ শ্বেত ও রক্ত এইরূপ ত্রিবর্ণরঞ্জিত মেঘ এবং চমকিত বিদ্যুৎশ্রেণী দ্বারা বহির্বেষ্টিত মণ্ডল আবৃত।

১—৬। আকাশমণ্ডলে কার্ত্তিক পূর্ণিমার শরৎ-শুভ্র চন্দ্র কমলকান্তি রক্তবর্ণ অথচ প্রভাহীন ও অস্পষ্ট অবস্থায় দৃষ্ট হইতেছেন। ৭। লম্বা মুষল। ৮। শূকর—শুয়োর। ৯। বিড়ালের। ১০। ঘর্ম্মে আর্দ্র। ১১। রক্ত। ১২। নাগড়া। ১৩। আঘাত ব্যতীত আপনি-আপনি বাজিয়া উঠিতেছে। ১৪। ময়ূরী। ১৫। স্বর্ণ চটক—সোণা-চাষ—সোণা-চড়ুই। ১৬। পানকৌড়ী। ১৭। টীয়া জাতীয় মদনা কি কাজলা পাখী। ১৮। বেলে হাস। ১৯। ফড়িং। ২০। দৃষ্ট। ২১। লোহার তুল্য শক্ত ঠোঁট। ২২। মেঘ। ২৩। সজ্জনমান্যা। ২৪। বশিষ্ঠপত্নী। ২৫। শনিগ্রহ রোহিণী নক্ষত্র ভেদ করিলে দারুণ দুর্ভিক্ষ হয়। ২৬। চন্দ্রের। ২৭। চন্দ্রের মধ্যে মৃগমূর্ত্তাকার চিহ্ন। ২৮। নয়নজল।

তৃতীয় অধ্যায়

উৎপাতসূচক বিবিধ উপদ্রব

"হে মহারাজ! গর্দ্দভ-সকল গোগর্ভে জন্মগ্রহণ করিতেছে; পুত্রেরা জননীর সহিত বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে; অরণ্যমধ্যে পাদপদল[1] আকালিক[2] ফলকুসুম প্রসব করিতেছে; গর্ভিণীগণ অতি ভীষণ সন্তান-সকল উৎপাদন করিতেছে; শৃগাল ও কুক্কুর-সকল পক্ষিগণের সহিত একত্র আহার করিতেছে; দংষ্ট্রী[3], বিষাণ[4]শালী, অশিবসূচক[5] নানাবিধ পশু-সকল উৎপন্ন হইয়া অমঙ্গলধ্বনি করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কাহার তিন শৃঙ্গ, কাহার চারি নেত্র, কাহার পাঁচ চরণ, কাহার দুই মেঢ্র[6], কাহার দুই মস্তক, কাহার দুই পুচ্ছ, কাহার তিন চরণ, কাহার চারি দন্ত, কাহার বা আস্য[7]দেশ নিতান্ত বিবৃত[8] পরিদৃশ্যমান হইতেছে; তার্ক্ষ্য[9]-সকল শৃঙ্গবিশিষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতেছে; ব্রহ্মবাদিগণের সহধর্ম্মিণীরা গরুড় পাখী ও ময়ূরসমূহ প্রসব করিতেছেন দেখা যাইতেছে। তোমার রাজধানীতে বৈনতেয়[10]গণ ময়ূরসকল প্রসব করিতেছে; বড়বা[11] হইতে গোবৎস, কুক্কুর হইতে শৃগাল ও মৃগবিশেষ হইতে কুক্কুর উৎপন্ন হইতেছে; শুকপক্ষিসকল অশুভবাক্য প্রয়োগ করিতেছে; কোন স্ত্রী এককালে চারি পাঁচ কন্যা প্রসব করিতেছে; তাহারা জন্মগ্রহণ করিবামাত্র নৃত্য, গীত ও হাস্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে, নীচবংশোদ্ভব কাণ[12], কুব্জ[13] প্রভৃতি বিকলাঙ্গ[14]-সকল মহদ্ভয় প্রদর্শন করিয়া নৃত্য-গীত ও হাস্য করিতেছে এবং কালপ্রেরিত[15] হইয়া সশস্ত্র প্রতিমা-সকল চিত্রিত করিতেছে; শিশু-সকল দণ্ড হস্তে করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইতেছে ও যুদ্ধার্থী হইয়া কৃত্রিম নগরী সকল মর্দ্দিত করিতেছে; পাদপ-সমূহে উৎপল[16] ও কুমুদ[17]সকল উৎপন্ন হইতেছে; সমীরণ প্রবলবেগে গমন করিতেছে; ধূলিজাল নিবৃত্ত হইতেছে না, অনবরত ভূমিকম্প হইতেছে; রাহু সূর্য্য-সন্নিধানে গমন করিতেছে; কেতু চিত্রা নক্ষত্র আক্রমণ করিয়া অবস্থিত আছে। ইহাতে যে কুরুকুল ক্ষয় হইবে, তাহা সম্যক্ উপলক্ষিত হইতেছে; মহাঘোর ধূমকেতু পুষ্যা নক্ষত্র আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতেছে; উহা উভয়-পক্ষীয় সৈন্যগণের অনিষ্ট সাধন করিবে।

মঙ্গল বক্র হইয়া মঘা নক্ষত্রে ও বৃহস্পতি শ্রবণা নক্ষত্রে অবস্থিত আছেন; শনি উত্তরভাদ্র-পদ নক্ষত্র আক্রমণ করিয়া পীড়ন করিতেছে; শুক্র পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে আরোহণ করিয়া শোভা প্রাপ্ত হইতেছেন এবং ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া উপগ্রহের সহিত উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রকে নিরীক্ষণ করিতেছেন; দ্বিতীয় উপগ্রহ কেতু সধূম পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া ইন্দ্রসম্বন্ধী তেজস্বী জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রকে আক্রমণ করিয়া অবস্থিত আছে; ধ্রুব নক্ষত্র প্রজ্বলিত হইয়া বামপার্শ্বে প্রবর্ত্তিত হইতেছে; চন্দ্রসূর্য্য রোহিণীকে পীড়ন করিতেছেন; ক্রূর গ্রহ চিত্রা ও স্বাতী নক্ষত্রের মধ্যভাগে অবস্থান করিতেছে; অনলসঙ্কাশ[1] মঙ্গলগ্রহ বারংবার বক্রীভূত হইয়া বৃহস্পতিসমাক্রান্ত শ্রবণা নক্ষত্রকে আবৃত করিয়া অবস্থিত আছেন। সময়ানুসারে সর্ব্বশস্যপ্রসবিনী পৃথিবী সর্ব্বপ্রকার শস্য দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বশস্যের প্রধান যব পঞ্চশীর্ষশালী[2] ও ধান্য শতশীর্ষসম্পন্ন[3] দৃষ্ট হইতেছে; বৎস-সকল দুগ্ধ পান করিলে পর আপীন[4] হইতে শোণিতক্ষরণ হইতেছে; শরাসন[5] হইতে সহসা অগ্নিশিখা নির্গত ও খড়্গসমূহ অতিমাত্র প্রভাযুক্ত হইতেছে; শস্ত্র-সমুদয় যেন সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয়ই প্রদর্শন করিতেছে; শস্ত্র[6], সলিল, কবচ ও ধ্বজের অগ্নিবর্ণ প্রভা দৃষ্ট হইতেছে। এক্ষণে বোধ হয়, নিশ্চয়ই অতি ভয়ঙ্কর ক্ষয় সমুপস্থিত হইবে।

যখন পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবদিগের ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিবে, তখন অবনীমণ্ডল শোণিতময় আবর্ত্ত-সম্পন্ন[7] ও ধ্বজস্বরূপ ভেলাসমাচ্ছন্ন[8] হইবে। প্রজ্ব-লিতাস্যবিবর[9] মৃগপক্ষিগণ মহৎ ভয় ও অনিষ্ট সূচনা

১। বৃক্ষসমূহ। ২। অকালজাত—যখন যাহার কাল নহে, এইরূপ। ৩। দন্তায়ুধ—শূকরাদি। ৪। শৃঙ্গ। ৫। অমঙ্গল-জ্ঞাপক। ৬। পুংচিহ্ন। ৭। মুখ। ৮। ব্যাদিত—হাঁ করা। ৯। গরুড় পক্ষী। ১০। গরুড়। ১১। ঘোটকী। ১২। একচক্ষু-হীন—কাণা। ১৩। কুঁজো। ১৪। বিকৃত দেহ। ১৫। কাল-নিয়ন্ত্রিত। ১৬। পদ্মফুল। ১৭। কুমুদ পুষ্প—সুঁদী।

১। অগ্নিতুল্য প্রভাশালী। ২-৩। এক একটি যবের গাছে পাঁচটি শীষ ও একটি ধানের গাছ এক শত শীষযুক্ত। ৪। পালানের বাঁট ৫। ধনুক। ৬। শস্ত্র—খড়্গাদি—যাহা ক্ষেপণীয় নহে। ৭। জল-ঘূর্ণীর ন্যায় ঘূর্ণীযুক্ত। ৮। ধ্বজসমূহ সাগরের ভেলার ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইবে। ৯। যাহাদের মুখমধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় এইরূপ।

করিয়া চতুর্দ্দিকে চীৎকার করিতেছে; একপক্ষ, একচক্ষু, একচরণসম্পন্ন শকুনিগণ রজনীতে নভোমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া ক্রোধভরে যেন রুধির বমন করিয়াই ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর করিতেছে। শস্ত্রসমুদয় যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। উদারপ্রকৃতি সপ্তর্ষিমণ্ডলের প্রভাপুঞ্জ সমাচ্ছন্ন হইতেছে।

বিশাখার সমীপস্থ সংবৎসরস্থায়ী বৃহস্পতি ও শনৈশ্চর প্রজ্বলিত হইতেছে; ধূলিরাশি দ্বারা দিঙ্মণ্ডল শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে; উৎপাতজনক ভয়ঙ্কর মেঘমণ্ডলী রজনীতে শোণিতবর্ষণ করিতেছে; সমীরণ ধূমকেতুকে আশ্রয় করিয়া অনবরত সঞ্চরণ ও বিষম ভাবী যুদ্ধের সূচনা করিতেছে; পাপগ্রহ ভয়োৎপাদন করিয়া পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রের মস্তকে নিপতিত হইতেছে। কখন এক পক্ষের মধ্যে এক দিবস তিথিক্ষয়—ত্র্যহস্পর্শ হইলে প্রতিপদ হইতে গণনা করিলে চতুর্দ্দশ দিবসে, তাহা না হইলে পঞ্চদশ দিবসে এবং কখনও বা একদিন তিথি বৃদ্ধি হইলে ষোড়শ দিবসে পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণ হইয়া থাকে। কিন্তু এক মাসের মধ্যে শুক্ল-কৃষ্ণ উভয় পক্ষেই দুই দিবস করিয়া তিথিক্ষয় হইতেছে যে, প্রতিপদ্ হইতে ত্রয়োদশ দিবসে পূর্ণিমা বা অমাবস্যাতে চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণ হয়, ইহা কখন দেখা যায় না; কিন্তু সম্প্রতি তাহা হইতেছে; অতএব এই সকল অবলোকন করিয়া বোধ হয়, সমুদয় প্রজাক্ষয় হইবে।

রাক্ষসেরা রুধিরে মুখবিবর পরিপূর্ণ করিয়াছে, তথাপি তৃপ্তি লাভ করিতেছে না; শোণিতোদক[1]-পূর্ণ ফেনায়মান[2] মহানদীসকল প্রতিকূল[3] প্রবাহিত হইতেছে[4]; কূপ-সকল বৃষভের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছে[5]; অশনি প্রভাসম্পন্ন[6] ঘোরতর নির্ঘোষ-সহকৃত[7] উল্কাসকল নিপতিত হইতেছে। অদ্য রজনী প্রভাত হইলে তোমার দুর্নীতির ফল প্রাপ্ত হইবে। মহর্ষিগণ পরস্পর কথোপকথনসময়ে কহিয়াছেন,

১-৪। রক্তমিশ্রিত জল—রক্তযোগে জাত লালবর্ণ জলে পূর্ণ বড় বড় নদী সকল বিপরীত গতিতে চলিতেছে। নদীজলের বেগ অপেক্ষা রক্তের বেগ বেশী বলিয়া তাহার প্রতিঘাতে ক্ষুভিত ও ফেনাযুক্ত হইয়া জল উল্টা দিকে গমন করে; দেশ-ভাষায় ইহাকে "জোয়ার-ভাটা" বা "বান-ভাটা" বলে। ৫। অতিবেগে প্রবাহিত বায়ু কূপমধ্যে প্রবেশ করিয়া গুম্ গুম্ শব্দ করায় বৃষভের ধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইতেছে। ৬। বিদ্যুৎকান্তিযুক্ত। ৭। শব্দসমন্বিত।

মেদিনী সহস্র সহস্র মহীপালগণের শোণিত পান করিবে। নিবিড়[1] অন্ধকার উল্কার সহিত মিশ্রিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে; কৈলাস, মন্দর ও হিমালয় পর্ব্বত হইতে সহস্র সহস্র মহাশব্দ সমুত্থিত হইতেছে; আকাশচর প্রাণিসকল নিপতিত হইতেছে; ভূমিকম্প উপস্থিত হইলে চারি মহাসাগর উচ্ছলিত হইয়া বসুন্ধরাকে বিচলিত করিয়া যেন বেলাভূমি[2] অতিক্রম করিতেছে, সমীরণ মহীরুহগণ[3] উন্মূলিত করিয়া কর্কর বর্ষণপূর্ব্বক প্রবলবেগে বাহিত[4] হইতেছে; অশনি-সমাহত[5] বায়ুভগ্ন বৃক্ষ ও চৈত্য-সকল গ্রাম ও নগরমধ্যে নিপতিত হইতেছে; ব্রাহ্মণাহুত হুতাশন বামাবর্ত্ত হইয়া[6] নীল, লোহিত ও পীত বর্ণ ধারণ করিতেছে এবং তাহা হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ সহকারে দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে; স্পর্শ, গন্ধ ও রস-সমুদয় বিপরীত হইয়াছে; ধ্বজ-সকল মুহুর্ম্মুহুঃ কম্পিত হইয়া ধূম পরিত্যাগ করিতেছে; ভেরী[7] ও পটহ-সকল অঙ্গার বর্ষণ করিতেছে; বায়স[8]-সকল অত্যুন্নত বৃক্ষাগ্রভাগে আরোহণ ও মণ্ডলাকারে উপবেশন করিয়া অতিশয় অশিব-সূচক[9] চীৎকার করিতেছে; তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি পক্কা-পক্কা[10] বলিয়া বারংবার ধ্বনি করিয়া মহীপালগণের বিনাশার্থ ধ্বজাগ্রে বিলীন হইতেছে; দুষ্ট হস্তিসকল কম্পিতকলেবরে মলমূত্র পরিত্যাগ করিতেছে; তুরঙ্গমগণ দীনভাব অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে; করি-সকল অনবরত স্বেদজল বিসর্জ্জন করিতেছে *। হে ধৃতরাষ্ট্র! তুমি এই সকল চিন্তা

১। ঘন—গাঢ়। ২। তটস্থল—তীর। ৩। বৃক্ষগণ। ৪। প্রবাহিত। ৫। বজ্র দ্বারা আহত। ৬। ব্রাহ্মণগণের প্রদত্ত আহুতি দ্বারা অগ্নি বামদিকে ফিরিয়া আহুতিগ্রহণে বিমুখ। ৭। জয়-ঢাক। ৮। কাক। ৯। অমঙ্গলনির্দ্দেশক। ১০। কাকের অব্যক্ত শব্দ।

* অস্বাভাবিক অর্থাৎ বিপরীত ব্যাপার ঘটিলেই তাহা দুর্নিমিত্ত সূচনা করে। কেহ রণবাদ্যে আঘাত করে নাই, অথচ আপনি-আপনি সহসা বাজিয়া উঠা; আকাশে মেঘ নাই, অথচ বজ্রপাত; যোদ্ধা অস্ত্র আকর্ষণ করে নাই, কিন্তু কোষ হইতে সহসা অস্ত্রের বহির্গমন ইত্যাদি। ইহা ত গেল প্রাণহীন জড়জাতিঘটিত দুর্নিমিত্ত এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি জীবজাতীয় দুর্নিমিত্ত আছে; যেমন—অশ্ব-গজাদির বিকৃতি ভাব। দুর্দ্দান্ত দুষ্ট হস্তীগুলি কিছুতেই ভীত হয় না, কিন্তু ভয়ে তাহাদের বাহ্য-প্রসাব করিয়া ফেলা; অশ্বগণ স্বভাবতঃ অত্যন্ত চঞ্চল, সহসা তাহাদের শান্তভাব; সহসা শূরবীরগণের শরীর কম্পন প্রভৃতি, এই প্রকার অন্যান্য অনেক দুর্নিমিত্তের লক্ষণ এ অধ্যায়ে আছে। গ্রহনক্ষত্রলক্ষিত যে সকল দুর্নিমিত্ত, তাহার লক্ষণ জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যাখ্যাত আছে, বিশেষ করিয়া

করিয়া এরূপ ইতিকর্ত্তব্যতা[1] অবধারণ কর, যাহাতে এই লোক-সমুদয় বিনষ্ট না হয়।"

যুদ্ধনিবৃত্তির অনুরোধে ধৃতরাষ্ট্রের অশ্রদ্ধা

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহর্ষি বেদব্যাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! লোকক্ষয় হইবে, ইহা অদৃষ্টে নির্দ্দিষ্টই আছে। ভূপালগণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া বীরলোকে গমনপূর্ব্বক সুখভোগ করিবেন এবং ইহলোকে মহীয়সী কীর্ত্তি[2] ও পরলোকে দীর্ঘকাল মহাসুখ প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।" তখন কবীন্দ্র[3] ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রবাক্যে অনুমোদন করিয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "হে মহারাজ! কাল বিশ্ব সংহার করিয়াই পুনরায় লোকসমুদয় সৃষ্টি করিয়া থাকে; কোন বস্তুই নিত্য নহে। তুমি এই অনিষ্ট-নিবারণে সমর্থ; অতএব এক্ষণে কৌরব, পাণ্ডব, সম্বন্ধী ও সুহৃদ্‌গণকে ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত কর। জ্ঞাতিবধ করা নিতান্ত নীচকার্য্য; অতএব তুমি তাহা সম্পাদন করিয়া আমার অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিও না; বধ অতি অপ্রশস্ত ও অহিতকর বলিয়া বেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কাল তোমার পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। যে ব্যক্তি স্বকীয় দেহস্বরূপ কুলধর্ম্মকে বিনষ্ট করে, সেই ধর্ম্ম পুনরায় তাহাকে সংহার করিয়া থাকে। তুমি সমর্থ হইয়াও ইতিকর্ত্তব্যতাবধারণে অক্ষম, সুতরাং কুল ও অন্যান্য মহীপালগণের বিনাশসাধনের নিমিত্ত কাল দ্বারা কুপথে নীত হইতেছ; স্বয়ং[4] অনর্থ তোমার রাজ্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে[5]। অন্য দ্বারা এককালে তোমার ধর্ম্মলোপ হইয়াছে; এক্ষণে তুমি পুত্রগণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান কর। যে রাজ্যের নিমিত্ত পাপগ্রস্ত হইয়াছ, সেই রাজ্য দ্বারা যশ, ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি স্থাপন কর; তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তোমার স্বর্গলাভ হইবে। এক্ষণে পাণ্ডবগণ রাজ্যলাভ ও কৌরবেরা সুখ ভোগ করুক।"

তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে মহর্ষে! আমি আপনার ন্যায় স্থিতি[1] ও বিনাশ সম্যক্ বিদিত হইয়াছি। সমুদয় লোকই স্বার্থসাধনে বিমোহিত, আমিও সেই লোকমধ্যে পরিগণিত। আপনার প্রভাবের তুলনা নাই। আপনি আমাদের একমাত্র গতি ও উপদেষ্টা এই নিমিত্ত আমরা আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি, হে মহর্ষে! পুত্র সকল আমার বশীভূত নয়; অতএব আমার মতে আপনিই তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। আপনি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যশ ও ভরতবংশের মহতী কীর্ত্তিস্বরূপ; আপনি কৌরব ও পাণ্ডবগণের মহামান্য ও পিতামহ।"

ব্যাসকর্ত্তৃক যুদ্ধ-জয়লক্ষণ বর্ণন

ব্যাস কহিলেন, "হে ধৃতরাষ্ট্র! তুমি আপনার অভিলাষ প্রকাশ কর; আমি তোমার সমগ্র সংশয় নিবারণ করিব।" ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "ভগবন্! যে সকল ব্যক্তি বিজয় লাভ করিবে, সংগ্রামকালে তাহাদিগের পক্ষে যে সমস্ত শুভলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন, শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে।" ব্যাস কহিলেন, "হে ধৃতরাষ্ট্র! হুতাশন বিমলপ্রভাসম্পন্ন[2], ধূমশূন্য ও দক্ষিণাবর্ত্ত[3] হয়; শিখা ঊর্দ্ধে গমন করে; আহুতির অতি পবিত্র গন্ধ নির্গত হইতে থাকে, ইহাই ভাবী জয়ের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। শঙ্খ ও মৃদঙ্গ সকল অতি গভীর শব্দে বাদিত এবং চন্দ্র-সূর্য্য বিশুদ্ধ রশ্মি-সম্পন্ন হয়; ইহাই ভাবী জয়ের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। যাহারা প্রস্থিত বা গমনে অভিলাষী হয়, তাহাদের পক্ষে বায়স-মুখনিঃসৃত বাক্য একান্ত প্রিয়তর হইয়া থাকে, বায়সেরা পশ্চাদ্ভাগে শব্দ করিয়া গমনোন্মুখ ব্যক্তিদিগকে ত্বরান্বিত এবং সম্মুখে শব্দ করিয়া নিবারিত করে। ব্রাহ্মণেরা কহেন, যখন শকুনি[4], রাজহংস[5], শুক, ক্রৌঞ্চ[6] ও শতপত্র দক্ষিণাভিমুখ হয়, তখন রণস্থলে নিশ্চয়ই জয়লাভ হইয়া থাকে। যাহাদিগের সৈন্য অলঙ্কার, কবচ, কেতু[7], সিংহনাদ ও অশ্বের হ্রেষারব দ্বারা পরম সুশোভিত ও নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হয়, তাহারাই জয়লাভ করে, তাহাতে

'বৃহৎসংহিতা' নামক জ্যোতিষগ্রন্থে তাহার লক্ষণ ও প্রমাণ রচনাদি বিদ্যমান। উদ্‌যোগপর্ব্বের ১৪৩ অধ্যায়ে কতকগুলি নাক্ষত্রিক দুর্নিমিত্তের লক্ষণ পাদটীকায় প্রদত্ত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে এখানে আর ব্যাখ্যা দেওয়া হইল না। তবে শব্দার্থ বা প্রতিশব্দ যথাবশ্যক প্রদত্ত হইল।

১। 'ইহাই কর্ত্তব্য', এইরূপ নিশ্চয়তা। ২। অত্যুত্তম খ্যাতি। ৩। ত্রিকালদর্শী। ৪—৫। অমঙ্গল নিজেই তোমার রাজ্যরূপ ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছে।

১। রক্ষা। ২। উজ্জ্বল দীপ্তিযুক্ত। ৩। দক্ষিণদিকে প্রদীপ্ত হইয়া আহুতিভুক্। ৪। শকুন। ৫। রাজহাঁস। ৬। চক্রবাক। ৭। পতাকাদির চিহ্ন।

সন্দেহ নাই। যাহাদিগের যোদ্ধগণের বাক্য প্রহৃষ্ট[1] ও বলবীর্য্যে অক্ষীণ[2] আছে এবং মাল্যদাম[3] কদাচ ম্লান হয় না, তাহারাই সমরসাগর উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়।

যাহারা পরসৈন্যে প্রবিষ্ট হইয়া 'বিনষ্ট করিয়াছি, বিনষ্ট করিয়াছি,' এই বাক্য বলিতে থাকে এবং যাহারা পরসৈন্যে প্রবেশাভিলাষী হইয়া 'হত হইয়াছে, হত হইয়াছে' এই বাক্য কহিতে থাকে, তাহাদিগের নিশ্চয় জয়লাভ হয়। 'যুদ্ধ করিও না, বিনষ্ট হইবে,' এই বাক্য অমঙ্গলজনক ; ইহা দুর্য্যোধনাদি কৌরবদিগের মধ্যেই শ্রুত হইতেছে। শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধ অবিকৃত থাকিলেই শুভ হয় ; যোদ্ধৃগণ সতত প্রফুল্লচিত্তে অবস্থান করে, ইহাই জয়লক্ষণ। সমীরণ অনুকূল হইয়া সঞ্চরণ, মেঘ-সকল অনুকূল বর্ষণ ও পক্ষিকুল অনুকূল ধ্বনি করিলে এবং ইন্দ্রধনু অনুকূল হইয়া উদিত হইলে শুভ হয়। হে ধৃতরাষ্ট্র! এই সকল জয়লাভের লক্ষণ, ইহার বিপরীতই মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে।

সেনা অল্প বা অধিক হউক, একমাত্র হর্ষই যোদ্ধৃগণের গুণ ও জয়লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। একজন সেনা শত্রু শরে ভিন্নকলেবর হইলে হতাশ বশতঃ অতি বিপুল সৈন্যও নিস্তিভিত হয় ; সমস্ত সৈন্য পরাজিত হইলে মহাবলপরাক্রান্ত যোদ্ধা-সকলও বিজিত হইয়া থাকে। তখন পলায়মান সৈন্যগণ বেগগামী জলপ্রবাহ ও অতিশয় ভীত মৃগযূথের ন্যায় নিতান্ত অপ্রতিনিবার্য্য[5] হইয়া উঠে ; এইরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে একত্র সমবেত করা অসাধ্য। সৈন্যগণকে ভীত ও পলায়িত দেখিলে অতিশয় ভয়বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেনা-সকল ভগ্ন হইয়া দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিলে মহাবল-পরাক্রান্ত ব্যক্তিও চতুরঙ্গ-বল[6] সমভিব্যাহারে তাহাদিগকে সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হয় না। শত্রুগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত সন্ধি বা ধনদান দ্বারা পরিতোষিত হইয়া জয়লাভ করা শ্রেষ্ঠ উপায় ; ভেদ দ্বারা জয়লাভ করা মধ্যম উপায় ও যুদ্ধ দ্বারা জয়লাভ করা জঘন্য উপায় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সৈন্যগণমধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়া মহৎ দোষ ও বিনাশের কারণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয় ; পরস্পরের প্রভাবজ্ঞ[1], হর্ষযুক্ত, স্ত্রীসম্ভোগপরাঙ্মুখ[2], কৃতনিশ্চয়[3] বীরপুরুষ পঞ্চাশৎসংখ্যক[4] হইলেও মহতী সেনাকে পরাজয় করিতে পারে। বলিতে কি, ঈদৃশ গুণশালী সমরে দৃঢ়ব্রত[5] পাঁচ, ছয় বা সাত জন বীরপুরুষও বিজয় লাভ করিতে সমর্থ হয়। দেখ, বিনতাতনয় গরুড় মহতী সেনার বিনাশ এক ব্যক্তির সাধ্য বিবেচনা করিয়া সমরে বহু সেনার সমবায় প্রশংসা করেন না। হে রাজন্! বহুল বল[6] সংগ্রহ করিলেই যে নিশ্চয় জয়লাভ হয়, উহার নিশ্চয় কি? জয়ের স্থিরতা নাই ; সমরে জয়-পরাজয় উভয়ই হইতে পারে ; অতএব এ বিষয়ে দৈবই বলবান্।"

——

চতুর্থ অধ্যায়

পৃথিবী মাহাত্ম্য

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সত্যবতীসুত ভগবান্ বেদব্যাস ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া প্রস্থান করিলে পর রাজা ধৃতরাষ্ট্র মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সঞ্জয়কে কহিলেন, "হে সঞ্জয়! সংগ্রামানুরক্ত মহাবলপরাক্রান্ত মহীপালগণ রাজ্যলাভার্থ জীবনে উপেক্ষা করিয়াও বহুবিধ অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা পরস্পরের সংহারে প্রবৃত্ত হইবেন ; তাঁহারা লোক-সংহার করিয়া কেবল যমালয় পরিপূর্ণ করিবেন ; তথাচ কিছুতেই নিবৃত্ত হইবেন না। তাঁহারা পরস্পর পার্থিব ঐশ্বর্য্য-লাভে অভিলাষী হইয়া কোনক্রমেই ক্ষান্ত হইতেছেন না ; তন্নিমিত্ত ভূমিই[7] বহুগুণসম্পন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে ; অতএব তুমি তাহার গুণকীর্ত্তন কর। হে সঞ্জয়! তুমি অমিততেজাঃ[8] ব্যাসদেবের প্রসাদে দিব্যবুদ্ধি[9] ও জ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়াছ ; অতএব কুরুক্ষেত্রে সহস্র-সহস্র, কোটি-কোটি, অর্ব্বুদ-অর্ব্বুদ বীরপুরুষ যে সকল দেশ ও নগর হইতে আগমন করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারও পরিমাণ শ্রবণ করিতে বাসনা করি।"

১। আনন্দযুক্ত। ২। অকাতর। ৩। মাল্যসমূহ। ৪। পশুকুলের। ৫। অনিবার্য্য—ফিরাইয়া আনার অযোগ্য। ৬। অশ্ব, হস্তী, রথ ও পদাতি এই চারি প্রকার অঙ্গে গঠিত সৈন্য।

১। সামর্থ্যবিৎ। ২। স্ত্রী-সহবাসে বিমুখ। ৩। সত্যসংকল্প—কর্ত্তব্যে দৃঢ়। ৪। পঞ্চাশ জন। ৫। অটল উদ্যমী। ৬। বহু সৈন্য। ৭। পৃথিবী রাজ্য। ৮। অসীম তেজস্বী। ৯। সদ্‌বুদ্ধি।

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনি জ্ঞানচক্ষু; আমি আপনাকে নমস্কার করিয়া প্রজ্ঞানুসারে ভূমির সমুদয় গুণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ভূত[1] দুই প্রকার;—স্থাবর[2] ও জঙ্গম[3]। জঙ্গম তিন প্রকার;—অণ্ডজ[4], স্বেদজ[5] ও জরায়ুজ[6]। এই ত্রিবিধ জঙ্গমের মধ্যে জরায়ুজই শ্রেষ্ঠ; তাহার মধ্যে বিবিধ রূপধারী যজ্ঞের সাধন ও প্রবর্ত্তক পশুই প্রধান; তাহাদিগের মধ্যে সাতটি অরণ্যবাসী ও সাতটি গ্রামবাসী, এই চতুর্দ্দশ প্রকার ভেদ কল্পিত হইয়াছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, হস্তী, বানর ও ভল্লুক, এই সাতটি অরণ্যবাসী; আর গো, ছাগ, মেষ, মনুষ্য, অশ্ব, অশ্বতর[7] ও গর্দ্দভ, এই সাতটি গ্রামবাসী বলিয়া পরিগণিত হয়। হে মহারাজ! এই চতুর্দ্দশ প্রকার ভেদ বেদে নির্দ্দিষ্ট ও ইহাতে যাগ-যজ্ঞ-সমুদয় প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রাম্যের মধ্যে মনুষ্য ও অরণ্যবাসীর মধ্যে সিংহই শ্রেষ্ঠ। এই সকল জীব পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সমুদয় স্থাবর উদ্ভিজ্জ[8]; তন্মধ্যে বৃক্ষ, গুল্ম[9], লতা[10], বল্লী[11] ও ত্বক্সার[12] তৃণজাতি, এই পাঁচ প্রকার প্রভেদ কল্পিত হইয়াছে। এই উনবিংশতি প্রকার স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত পঞ্চ মহাভূত[13]সহ মিলিত হইয়া চতুর্ব্বিংশতি প্রকার হইতেছে; লোকে ইহাকে চতুর্ব্বিংশতিবর্ণাত্মিকা গায়ত্রী[14] বলিয়া নির্দ্দেশ করে। যিনি এই সর্ব্বগুণযুক্ত অতি পবিত্র গায়ত্রী সম্যক্ বিদিত হইয়াছেন, তাঁহার আর ইহলোকে বিনাশ নাই[15]। ভূমি হইতে সমস্ত উৎপন্ন ও ভূমিতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ভূমি সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠান ও ভূমিই নিত্য। যাহার ভূমি আছে, তাহারই এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ বশীভূত। ভূপালগণ এই ভূমি লাভের নিমিত্তই একান্ত লোলুপ হইয়া পরস্পর বিনষ্ট হইয়া থাকেন।"

—

পঞ্চম অধ্যায়

জম্বুদ্বীপের অবতারণা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! নদী, পর্ব্বত, জনপদ[1], কানন প্রভৃতি যে সকল পদার্থ ভূতল আশ্রয় করিয়া আছে, তাহাদের নাম ও সমস্ত পৃথিবীর প্রমাণ কীর্ত্তন কর।" সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! এই পঞ্চ মহাভূত দ্বারা পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থ প্রস্তুত হইয়াছে; এই নিমিত্ত মনীষিগণ ঐ সকল পদার্থকে তুল্যরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ভূমি, এই পঞ্চ মহাভূত উত্তরোত্তর সমধিক গুণসম্পন্ন, তত্ত্ববিৎ মহর্ষিগণ কহিয়াছেন—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচটি ভূমির গুণ; অতএব ভূমিই প্রধান। শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, এই চারিটি সলিলের গুণ; তাহাতে কেবল গন্ধ নাই। শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটি তেজের গুণ; শব্দ ও স্পর্শ, এই দুইটি বায়ুর গুণ এবং একমাত্র শব্দই আকাশের গুণ। হে মহারাজ! পঞ্চভূতাত্মক লোকমধ্যে এই পাঁচটি গুণ বিদ্যমান আছে। এই সকল গুণ সমভাব অবলম্বন করিলে পরস্পর প্রশান্তভাবে অবস্থান করে ও পরস্পর বিষমভাব ধারণ করিলে দেহী দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। এই সমস্ত গুণ আনুপূর্ব্বিক উৎপন্ন হইয়া আনুপূর্ব্বিক বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই সকল গুণ ঈশ্বরতুল্য অপরিমেয়; তৎসমুদয়ের

১। প্রাণী। ২। স্থিতিশীল বৃক্ষাদি। ৩। গতিশীল পশু, পক্ষী, মনুষ্যাদি। ৪—৬। ডিম হইতে জাত—পক্ষী, সর্প, সরীসৃপাদি; ঘর্ম্মাদি ক্লেদ হইতে জাত—ছারপোকাদি কীট; জরায়ুজ—জরায়ু নামক নারীগর্ভস্থ যন্ত্রমধ্যে জাত—পশু, মনুষ্য প্রভৃতি। ৭। গর্দ্দভ হইতে ঘোটকীতে জাত—খচ্চর। ৮। ভূমি ভেদপূর্ব্বক জাত। ৯। ডালপালাশূন্য ছোট ছোট গাছের ঝাড়—কুশাদি। ১০। বৃক্ষের আশ্রয়ে বর্দ্ধিত—গুড়ূচী প্রভৃতি। ১১। মৃত্তিকায় বিস্তৃত—কুমড়া, ফুটি প্রভৃতির লতা। ১২। বেণা—বেণা। ১৩—১৫। ব্রাহ্মণগণের মোক্ষদায়ক যে ব্রহ্ম-গায়ত্রী, তাহার অক্ষর অর্থাৎ বর্ণ ২৪টি। স্থূল দেহ সৃষ্টির উপাদানও ২৪টি;—ক্ষিতি (মৃত্তিকা), অপ (জল), তেজ, মরুৎ (বায়ু), আকাশ, এই পঞ্চভূত; ইহার গ্রাহ্য বিষয় গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি; ইহার গ্রাহক—নাসিকা, রসনা, চক্ষু, ত্বক্ ও কর্ণ এই পাঁচ আন্তর ইন্দ্রিয়; ইহাদের সহকারী—হস্ত, পাদ, মুখ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ বাহ্য ইন্দ্রিয়; ইহাতে যোগ হয়—প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি অহঙ্কার এই চারিটি—সমষ্টিতে চতুর্ব্বিংশতি। ইহার নাম চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব, ভূমি-জয়প্রসঙ্গে ইহার অবতারণা, অতএব ইহা ভোগিজনজপ্য গায়ত্রী। ইহার তত্ত্ব চতুর্ব্বিংশতি। তাহা অনুবাদে উক্ত। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই গায়ত্রীর ইঙ্গিত আছে। অনুবাদে এই গায়ত্রীকে সর্ব্বত্র চতুর্ব্বিংশতি বর্ণাত্মিকা বলা হইয়াছে, মূলে ও নীলকণ্ঠ টীকায় বর্ণ বা অক্ষরের কথা নাই; হয় ত বা ব্রহ্মগায়ত্রীর ২৪টি অক্ষর দৃষ্টে ইহাকে চতুর্ব্বিংশতিবর্ণাত্মিকা বলা হইয়া থাকিবে। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাত্মিকা বলিলে বোধ হয় কোন গোল থাকে না।

১। রাজ্য।

পরিমাণ করা নিতান্ত দুষ্কর। প্রত্যেক পাদর্থেই পাঞ্চভৌতিক প্রকৃতি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; মনুষ্যগণ তর্ক দ্বারা ঐ পঞ্চভূতময় পদার্থপুঞ্জের প্রমাণ নির্দ্দেশ করে। কিন্তু যে সমস্ত পদার্থ অচিন্তনীয়, তাহা তর্ক দ্বারা নির্দ্দেশ করা নিতান্ত কঠিন।

হে মহারাজ! এক্ষণে জম্বুদ্বীপের বিষয় কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন। উহার অপর নাম সুদর্শন দ্বীপ; ঐ দ্বীপ চক্রাকার, নিতান্ত দুর্লক্ষ্য, নদী ও জলে সমাচ্ছন্ন; মেঘসন্নিভ পর্ব্বত, বিবিধ নগর, সুরম্য জনপদ ও ফলপুষ্পে সুশোভিত পাদপনিবহে সমাকীর্ণ ও চতুর্দ্দিকে লবণ-সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে। যেমন মনুষ্য দর্পণতলে আপনার মুখ-মণ্ডলের প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করে, তদ্রূপ জম্বুদ্বীপের প্রতিবিম্ব চন্দ্রমণ্ডলে[১] পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। এই জম্বুদ্বীপের দুই অংশ পিপ্পলস্থান[২] ও দুই অংশ মহাশশস্থান[৩]; তাহার চতুর্দ্দিক্ সর্ব্বপ্রকার ওষধি এবং সলিলরাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত। হে রাজন্! এক্ষণে জম্বুদ্বীপের অবশিষ্ট বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

পর্ব্বতাদি দ্বারা জম্বুদ্বীপের পরিচয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি দ্বীপের বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলে; এক্ষণে উহা বিস্তৃতরূপে বর্ণন কর। তুমি সকল বিষয়েরই তত্ত্বজ্ঞ; অতএব শশস্থানে যে সমস্ত ভূভাগ পরিদৃশ্যমান হয়, তাহার পরিমাণ কীর্ত্তন করিয়া পরিশেষে পিপ্পল-স্থানের বিষয় বর্ণনা করিবে।"

১—৩। "পিপ্পল অর্থাৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ দ্বারা এবং মহাশশ অর্থাৎ চন্দ্রের মধ্যস্থিত মৃগমুণ্ডাকৃতি শশক চিহ্ন দ্বারা জম্বুদ্বীপের চারিটি অংশ চিহ্নিত করা হইয়াছে।" উক্ত পিপ্পল ও মহাশশ এই পদার্থ দ্বয়ের অন্তর্গূঢ় অপর অর্থও আছে। বিরাটপুরুষের মন হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি, সেই চন্দ্রমণ্ডল নামক মনের এক অংশ কার্য্য-কারণরূপ—জীবাত্মস্বরূপ স্থূল সূক্ষ্ম—দুইটি অশ্বত্থ বৃক্ষ। গীতায় এই অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষকে বিশ্বময় ব্রহ্মের রূপক করা হইয়াছে। সেই মনের অপর অংশে মহান্ পরমাত্মা শীতগতিবিশিষ্ট নিয়ম ও নিয়ামকরূপে দুইটি শশকের মত জীব ও ঈশ্বর ভাবে অধিষ্ঠিত আছেন।

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! হিমালয়, হেমকূট, নিষধ, বৈদূর্য্যমণিময় নীল, শশিসঙ্কাশ[১] শ্বেত ও সর্ব্ব-ধাতুসম্পন্ন শৃঙ্গবান্[২] এই ছয়টি পর্ব্বত একাকার; এই সকল পর্ব্বত পূর্ব্বসমুদ্র হইতে পশ্চিমসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত; তথায় সিদ্ধ ও চারণগণ নিরন্তর অবস্থান করিতেছেন। এই ছয় পর্ব্বত সহস্র-সহস্র যোজন[৩] অন্তরে অবস্থিত; তন্মধ্যে নানা জনপদ প্রতিষ্ঠিত ও সকল প্রকার প্রাণী অধিষ্ঠিত আছে; ইহাই ভারতবর্ষ[৪]। হিমালয়ের উত্তরে হৈমবতবর্ষ ও হেম-কূটের উত্তরে হরিবর্ষ। নীল-পর্ব্বতের দক্ষিণ ও নিষধ-গিরির উত্তরে মাল্যবান্ পর্ব্বত; উহা পূর্ব্ব-সমুদ্র হইতে পশ্চিমসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া আছে। তদ্রূপ গন্ধমাদন-পর্ব্বতও নীল-পর্ব্বতের দক্ষিণ এবং নিষধ-পর্ব্বতের উত্তরে অবস্থিত হইয়া পূর্ব্বসমুদ্র হইতে পশ্চিমসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় নিতান্ত সমুজ্জ্বল, ধূমহীন অগ্নির ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন, সুবর্ণময় সহস্র-সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ সুমেরুগিরি নীল ও নিষধ পর্ব্বতের মধ্যে অবস্থিত আছে। উহা ভূগর্ভে যোড়শ যোজন প্রবিষ্ট ও উর্দ্ধে চতুরশীতি যোজন-উন্নত; লোক সমুদয় উহার উর্দ্ধ, অধ ও পার্শ্বপ্রদেশ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, জম্বু ও উত্তরকুরু, এই চারিটি দ্বীপ ইহার পার্শ্বদেশে প্রতিষ্ঠিত আছে। পুণ্যশীল ব্যক্তিরা উত্তরকুরুদ্বীপে সুরম্য আশ্রয়-সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। একদা পক্ষিরাজ গরুড়ের আত্মজ সুমুখ সুমেরু পর্ব্বতে সুবর্ণময় পক্ষিসকল নিরীক্ষণ করিয়া চিন্তা করিল, এই সুমেরু-পর্ব্বতে পক্ষিগণের কিছুমাত্র ইতর-বিশেষ নাই; উত্তম, মধ্যম, ও অধম সকলেই এক-প্রকার; অতএব ইহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এই বিবেচনায় উহা পরিত্যাগ করিয়া উত্তর-কুরুতে গমন করিল। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রধান সূর্য্যদেব, চন্দ্রমা, নক্ষত্রগণ ও দক্ষিণানিল নিরন্তর মেরু প্রদক্ষিণ করিতেছেন। তথায় বৃক্ষ-সকল ফল-পুষ্পে সুশোভিত; প্রাসাদ[৫]সমুদয় সুবর্ণে অলঙ্কৃত; দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, অপ্সরা ও রাক্ষসগণ সর্ব্বদা তথায় বিহার করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, রুদ্র ও সুররাজ ইন্দ্র, ইঁহারা তথায় সমবেত হইয়া

১। চন্দ্রতুল্য কান্তি। ২। শৃঙ্গযুক্ত। ৩। চারি ক্রোশে এক যোজন। ৪। সর্ব্বত্র বর্ষশব্দ স্থানবাচক। ৫। অট্টালিকা।

বহুদক্ষিণ[1] বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন; তৎকালে তুম্বুরু[2], নারদ[3], বিশ্বাবসু ও হাহা হূহূ ইঁহারা তথায় গমন করিয়া তাঁহাদিগকে স্তব করিয়া থাকেন। সপ্তর্ষিগণ ও প্রজাপতি কশ্যপ প্রতিপর্ব্বে তথায় গমন করেন। তাহার শৃঙ্গে দৈত্যগুরু শুক্র সতত বিহার করিয়া থাকেন এবং রত্নপর্ব্বত-সকল তাঁহারই অধিকৃত। যক্ষাধিপতি কুবের সেই শুক্র হইতে রত্নের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়া তাহার ষোড়শাংশ মনুষ্যদিগকে প্রদান করেন।

সুমেরু-পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বে প্রস্তর স্তূপ হইতে সমুত্থিত, পুষ্পগুচ্ছে সুশোভিত, পরম রমণীয় কর্ণিকার[4] বন বিরাজিত রহিয়াছে। তথায় ভূতভাবন ভগবান ভবানীপতি পার্ব্বতী সমভিব্যাহারে চরণাবলম্বিনী[5] কর্ণিকারময়ী মালা ধারণপূর্ব্বক ভূতগণপরিবৃত হইয়া বিহার করিয়া থাকেন; তাঁহার নেত্রত্রয় উদিত দিবাকরের ন্যায় সাতিশয় সমুজ্জ্বল। সত্যবাদী তপঃপরায়ণ সিদ্ধগণ সতত তাঁহাকে নিরীক্ষণ করেন; দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তিরা কদাচ তাঁহাকে অবলোকন করিতে সমর্থ হয় না। সেই সুমেরুর শিখর হইতে সাধুজনসেবিতা, বিশ্বরূপা, অতি পবিত্র, শুভ্রসলিলসম্পন্না, ভগবতী ভাগীরথী অনবরত অতি গভীর, ভয়ঙ্কর ঝর্ঝর-শব্দে মহাবেগে 'চন্দ্রমা'হ্রদে নিপতিত হইতেছেন। তাহা হইতেই সাগর সদৃশ ঐ মহাহ্রদ উৎপন্ন হইয়াছে। পর্ব্বতগণও যাঁহাকে ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই, ভগবান্ শূলপাণি সেই গঙ্গাকে শত-সহস্র বৎসর মস্তকে ধারণ করিয়াছেন।

সুমেরুর পশ্চিম-পার্শ্বে কেতুমাল নামে এক মহাজনপদ আছে। তত্রত্য পুরুষ সকল সুবর্ণবর্ণ ও নারীগণ অপ্সরাসদৃশ; তাঁহাদিগের রোগ-শোকের সম্পর্ক নাই; তাহারা দশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকিয়া নিরন্তর সন্তুষ্টমনে কালযাপন করে। যক্ষরাজ কুবের রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে অপ্সরাগণপরিবৃত হইয়া তৎসন্নিহিত গন্ধমাদন-শৃঙ্গে বিহার করিয়া থাকেন। গন্ধমাদনের উত্তর-পার্শ্বে বহুসংখ্যক গণ্ডশৈল[6] আছে; তত্রত্য পুরুষগণ কৃষ্ণবর্ণ, মহাবলপরাক্রান্ত ও তেজস্বী; মহিলাসকল পদ্মবর্ণ এবং প্রিয়দর্শন; একাদশ সহস্র বৎসর তাহাদিগের পরমায়ু। হিমালয়-পর্ব্বতের দক্ষিণে ভারতবর্ষ, উত্তরে হৈমবতবর্ষ, হেমকূট-পর্ব্বতের উত্তরে হরিবর্ষ, নিষধপর্ব্বতের উত্তরে ইলাবৃতবর্ষ, নীল-পর্ব্বতের উত্তরে শ্বেতবর্ষ, শ্বেত-পর্ব্বতের উত্তরে হৈরণ্যকবর্ষ, তাহার পর ঐরাবতবর্ষ; এই সাতটি বর্ষ শরাসনাকার[1] ধারণ করিয়া ভূপৃষ্ঠে সন্নিবেশিত আছে। এই সমস্ত বর্ষের গুণ এবং প্রাণিগণের আয়ুঃ-পরিমাণ, স্বাস্থ্য, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট; তত্রত্য প্রাণিসকল সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে। হে মহারাজ! এই পৃথিবী এইরূপ বহুদিন পর্ব্বত দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। হেমকূট-কৈলাস নামে রমণীয় অতি বিশাল এক পর্ব্বত আছে; তথায় যক্ষরাজ কুবের গুহ্যকদিগের সহিত বিহার করেন। হেমকূট-কৈলাসের উত্তরে মৈনাক-পর্ব্বত সন্নিহিত হিরণ্যশৃঙ্গ নামে অতি বৃহৎ মণিময় এক পর্ব্বত আছে; তাহার পার্শ্বে কাঞ্চনময়-বালুকাপরিশোভিত অতি রমণীয় বিন্দুসর নামে সরোবর সন্নিবেশিত রহিয়াছে; তথায় মহারাজ ভগীরথ ভগবতী গঙ্গার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বহু বৎসর বাস করিয়াছিলেন; সেই সরোবরতীরে মণিময় যূপ ও হিরণ্ময় চৈত্য[2]-সকল নিখাত[3] আছে; দেবরাজ ইন্দ্র তথায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তথায় সর্ব্বলোকস্রষ্টা অমিততেজাঃ[4] ভগবান্ ভূতপতি রুদ্র অখিল লোক কর্তৃক উপাসিত হইয়া থাকেন; সেই স্থানে নরনারায়ণ, ব্রহ্মা, মনু ও স্থাণু ইঁহারা বিরাজ করেন। ত্রিপথগামিনী গঙ্গা ব্রহ্মলোক হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রথমে এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; পরে বস্বোকসারা, নলিনী, সরস্বতী, জম্বুনদী, সীতা, গঙ্গা ও সিন্ধু এই সাতটি ধারায় বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হয়েন। এই সকল ধারা অচিন্তনীয় ও দিব্যগুণসম্পন্না; যুগ-প্রলয়ের অবসানে এই স্থানে ঋষি ও ইন্দ্রাদি দেবগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। পূর্ব্বোক্ত সাতটি দিব্য গঙ্গা ত্রিলোকে বিশ্রুত আছেন; তন্মধ্যে সরস্বতী কোন কোন স্থানে দৃশ্যা ও কোন স্থানে অদৃশ্যা হইয়া থাকেন।

হিমাচলে রাক্ষস, হেমকূটে গুহ্যক, নিষধে সর্প ও নাগ, গোকর্ণে তপোধন, শ্বেত-পর্ব্বতে সমস্ত

১। প্রচুর দক্ষিণাসাধ্য। ২—৫। ইঁহারা গন্ধর্ব্বগণের প্রধান। ৬। সোঁদাল। ৭। পদ পর্য্যন্ত বিলম্বিতা। ৮। পর্ব্বতপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত।

১। ধনুকের আকৃতি। ২। যজ্ঞীয় যূপ—পশুবন্ধনের খোঁটা। ৩। মৃত্তিকায় পোতা। ৪। অতুলনীয় তেজোযুক্ত।

দেবাসুর, নিষধে গন্ধর্ব্ব ও নীল-পর্ব্বতে ব্রহ্মর্ষিগণ বাস করিয়া থাকেন। শৃঙ্গবান্ পর্ব্বত দেবগণের বিচরণ-স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। হে রাজন্! যে সাতটি বর্ষ কীর্ত্তন করিলাম, তাহাতে স্থিতিশীল বৃক্ষাদি ও গতিশীল পশু, পক্ষী, মানব প্রভৃতি প্রাণি-সমুদয় প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাদিগের দৈবী ও মানুষী সমৃদ্ধি বিবিধ প্রকার; উহা নির্ণয় করা নিতান্ত দুষ্কর, কিন্তু মঙ্গলার্থী ব্যক্তির তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা করা একান্ত বিধেয়। হে রাজন্! আপনি যে শশস্থানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। শশস্থানের উত্তর ও দক্ষিণপার্শ্বে দুইটি বর্ষ আছে; নাগদ্বীপ ও কাশ্যপ-দ্বীপ শশ-স্থানের কর্ণস্বরূপ; হে রাজন্! তাম্র পাত্রের ন্যায় শিলাসংযুক্ত সুশোভিত যে মলয় পর্ব্বত আছে, তাহা জম্বুদ্বীপস্থ শশস্থানের দ্বিতীয় অবয়বস্বরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে।"

—

সপ্তম অধ্যায়

উত্তরকুরু-বিবরণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি সুমেরু-পর্ব্বতের অন্য পার্শ্ব এবং মাল্যবান্ পর্ব্বতের বিষয় সম্যক্ কীর্ত্তন কর।" সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! সুমেরুর উত্তর ও নীল-পর্ব্বতের দক্ষিণ-পার্শ্বে সিদ্ধগণ-নিষেবিত অতি পবিত্র উত্তরকুরু প্রতিষ্ঠিত আছে। তথায় বৃক্ষ সকল প্রতিনিয়ত মধুর রসসম্পন্ন সুস্বাদু ফল ও সুগন্ধি কুসুমনিচয় প্রসব করে; সেই স্থানে সর্ব্বপ্রকার কাম্যফলপ্রদ কতকগুলি বৃক্ষ আছে; তাহারা সকলের মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়া থাকে। অপর ক্ষীরি নামে কতকগুলি বৃক্ষ আছে, তাহারা অমৃতোপম ক্ষীরধারা বর্ষণ এবং ছয় প্রকার রস ক্ষরণ করিয়া থাকে। এই বৃক্ষের ফল হইতে বস্ত্র ও আভরণ-সমূহ উৎপন্ন হয়। সেই স্থানের সমস্ত ভূভাগ মণিময় ও সূক্ষ্ম কাঞ্চন-বালুকাসম্পন্ন। কোন কোন ভূমিখণ্ড হীরক, বৈদূর্য্য ও পদ্মরাগতুল্য অতি রমণীয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। তত্রত্য পুষ্করিণী-সকল পঙ্কশূন্য ও মনোরম; তাহার সলিল সমুদয় ঋতুতে সাতিশয় স্বাদু ও সুখস্পর্শ হইয়া থাকে। মনুষ্য-সকল দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তথায় জন্মগ্রহণ করে; তাহারা সকলেই প্রিয়দর্শন ও বিশুদ্ধ বংশসমুদ্ভূত। স্ত্রী-সকল অপ্সরাসদৃশ। সেই স্থানের সমুদয় লোক ক্ষীরি-পাদপের অমৃতসদৃশ ক্ষীর পান করিয়া থাকে। তথায় চক্রবাক-যুগলের ন্যায় নরমিথুন[১] এককালে জন্মগ্রহণ করিয়া সমভাবে পরিবর্দ্ধিত হয়। তাহারা তুল্য-রূপগুণসম্পন্ন, তুল্যবেশ-সুশোভিত, রোগশূন্য ও নিত্যসন্তুষ্ট। তাহারা একাদশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে এবং কেহ কাহাকে কখন পরিত্যাগ করে না। তাহারা কলেবর পরিত্যাগ করিলে তীক্ষ্ণতুণ্ডসম্পন্ন[২] অতি ভয়ঙ্কর মহাবল ভারুণ্ড[৩] নামক পক্ষিসকল তাহাদিগের মৃতদেহ হরণ করিয়া গিরিগুহায় নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

জম্বুদ্বীপের নামোৎপত্তির কারণ

হে মহারাজ! আমি বিস্তৃতভাবে উত্তরকুরুর বিষয়ে কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে সুমেরুর পূর্ব্বপার্শ্বের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন;—তথায় ভদ্রাশ্ব নামে এক প্রধান প্রদেশ আছে; সেই প্রদেশে ভদ্রশালবন ও এক যোজন উন্নত কালাম্র বৃক্ষ রহিয়াছে। কালাম্র-বৃক্ষ প্রতিনিয়ত ফল-পুষ্প প্রসব করে এবং সিদ্ধ ও চারণগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া থাকে। তথায় পুরুষ-সকল মহাবল-পরাক্রান্ত, তেজস্বী ও শ্বেতবর্ণ; স্ত্রীলোকেরা কুমুদবর্ণ ও প্রিয়-দর্শন। তাহাদের মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ও গাত্র অতি শীতল; তাহারা সকলেই নৃত্য-গীতে নিতান্ত অনুরক্ত। তথায় সকলেই স্থিরযৌবন ও দশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে এবং কালাম্রফলের রস পান করে। নীল-পর্ব্বতের দক্ষিণ ও নিষধের উত্তরে সুদর্শন নামে এক সনাতন জম্বু-বৃক্ষ[৪] আছে; এই নিমিত্ত ইহা জম্বুদ্বীপ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ জম্বুবৃক্ষ সকলকেই অভিলষিত ফল প্রদান করে এবং সিদ্ধ চারণগণ নিরন্তর উহার সেবা করিয়া থাকেন; এই গগনস্পর্শী বৃক্ষ শত-সহস্র যোজন উন্নত; উহার ফলের বিশাল আকার দুই সহস্র পাঁচ শত অরত্নি[৫]। ঐ জম্বুফল রসভরে বিদীর্ণ হইয়া পতনকালে অতি গভীর শব্দ উৎপাদন করিয়া থাকে।

১। স্ত্রী-পুরুষ। ২। কঠিন ঠোঁটযুক্ত। ৩। ভারুই পাখী। ৪। জামগাছ। ৫। তিন পোয়া হাত—কনুই হইতে কানিষ্ঠ অঙ্গুলীর মূল পর্য্যন্ত।

ঐ ফল হইতে সুবর্ণসন্নিভ রস নির্গত ও নদীরূপে পরিণত হইয়া সুমেরুকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক উত্তর-কুরুতে প্রবাহিত হইতেছে; জম্বুফলের রস পান করিলে জম্বুদ্বীপবাসিগণের অন্তঃকরণে শান্তিসঞ্চার হয়; পিপাসা ও জরাজনিত ক্লেশের লেশও থাকে না। তথায় ইন্দ্রগোপসঙ্কাশ[1], অতি ভাস্বর দেবগণের ভূষণ জাম্বুনদ নামক কনক উৎপন্ন হয়। সেই স্থানে মানবসকল তরুণ দিবাকরতুল্য দীপ্তিসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

মাল্যবান্ পর্ব্বতের শিখরদেশে সংবর্ত্তক নামে কালাগ্নি নিরন্তর পরিদৃশ্যমান হইতে থাকে; তথায় গণ্ডশৈল সকল সুশোভিত আছে। মাল্যবান্ পর্ব্বত পঞ্চাশৎ সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ; সেই স্থানে সুবর্ণবর্ণ মনুষ্যসকল জন্মগ্রহণ করিয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পুর্ব্বক ঊর্দ্ধরেতাঃ[2] হইয়া থাকেন। তাঁহারা সকলেই দেবলোক-পরিভ্রষ্ট ও ব্রহ্মবাদী, তাঁহারা প্রাণিগণের রক্ষাবিধান করিবার নিমিত্ত সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ষট্‌ষষ্টি-সহস্র ব্যক্তি দিবাকরকে পরিবৃত করিয়া অরুণের অগ্রে গমন করেন এবং ষট্‌ষষ্টি সহস্র বৎসর সূর্য্যতাপে তাপিত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া থাকেন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিবিধ বর্ষপ্রসঙ্গে শাণ্ডিলী-অধিষ্ঠান কথন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি বর্ষ, পর্ব্বত ও পর্ব্বতবাসীদিগের নাম নির্দ্দেশ কর।" সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! শ্বেতপর্ব্বতের দক্ষিণ ও নিষধ-গিরির উত্তরে রমণক নামে এক বর্ষ আছে; তথায় মনুষ্য-সকল শুদ্ধবংশ-সমুৎপন্ন, প্রিয়দর্শন ও শত্রু-বিহীন। নীলপর্ব্বতের দক্ষিণ ও নিষধের উত্তরে হিরণ্ময় নামে বর্ষ আছে; হৈরণ্বতী নামে এক স্রোতস্বতী তথায় প্রবাহিত হইয়া থাকে। ঐ স্থানে সর্পরাজ গরুড় অবস্থান করেন; তত্রত্য মনুষ্য-সকল যক্ষের অনুগত, মহাবলপরাক্রান্ত, প্রিয়দর্শন, সতত হৃষ্টচিত্ত ও বিপুলধনশালী। এই সকল বর্ষ-বাসী মানবেরা দুই সহস্র পাঁচ শত বৎসর জীবিত থাকে।

শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের তিনটি শৃঙ্গ আছে; তন্মধ্যে একটি মণিময়, একটি রজতময় এবং একটি সর্ব্ব-রত্নময় ও সুরম্য গৃহপরিশোভিত, তথায় অসামান্য প্রভাশালিনী শাণ্ডিলী নামে এক দেবী বিরাজিতা আছেন। শৃঙ্গবানের উত্তরে সাগরপারে ঐরাবত বর্ষ; তথায় দিবাকর উত্তাপ প্রদান করেন না এবং মনুষ্যেরা কদাচ জরাগ্রস্ত হয় না। চন্দ্র নক্ষত্রমণ্ডল-সমভিব্যাহারে তাহার চতুর্দ্দিকে আলোক প্রদান করিয়া থাকেন। তথায় পদ্মবর্ণ, পদ্মনেত্র ও পদ্ম-গন্ধসম্পন্ন মনুষ্যগণ জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহারা দেবলোকচ্যুত, ধর্ম্মসম্পর্কশূন্য, গন্ধপ্রিয়, নিরাহার, জিতেন্দ্রিয় ও পাপশূন্য। তত্রত্য মানবেরা ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে। ভগবান্ নারায়ণ ক্ষীর-সাগরের উত্তরে কনকময় অনলবর্ণ, দৈবপ্রভাবসম্পন্ন, মনের ন্যায় বেগবান, সুবর্ণভূষিত, অষ্টচক্রে চালিত রথে উপবিষ্ট থাকেন, তিনি সর্ব্বভূতের বিভু; তিনি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, তিনি সমস্ত করেন ও করাইয়া থাকেন; তিনি পৃথিবী, জল, আকাশ, বায়ু, তেজ ও যজ্ঞস্বরূপ এবং হুতাশন তাঁহার আনন।"

রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুত্রদিগের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে সঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে সঞ্জয়! কালই যে বিশ্ব বিনষ্ট ও পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিতেছে, তাহার আর সংশয় নাই। এই পৃথিবীর কোন পদার্থই নিত্য নহে। ভগবান্ নর ও নারায়ণ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বভূতের সংহর্ত্তা। দেবগণ তাঁহাদিগকে বৈকুণ্ঠ ও মনুষ্যেরা বিষ্ণু বলিয়া থাকে।"

নবম অধ্যায়

ভারতবর্ষ-বর্ণন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! যে ভারতবর্ষে এই সমুদয় সৈন্য একত্রিত হইয়াছে, আমার পুত্র দুর্য্যোধন ও পাণ্ডুতনয়গণ যাহা গ্রহণে নিতান্ত লোলুপ হইয়াছে, এবং যাহার প্রতি আমার চিত্ত নিতান্ত অনুরক্ত আছে, তুমি সেই ভারতবর্ষের যথার্থ বৃত্তান্ত বর্ণন কর, আমি তোমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ বলিয়া জ্ঞান করি।"

১। ইন্দ্রগোপ কীটতুল্য কান্তি। ২। অখণ্ডিত-ব্রহ্মচর্য্যসম্পন্ন।

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! পাণ্ডবগণ ভারতবর্ষ গ্রহণে একান্ত অভিলাষী নহেন; দুর্য্যোধন ও শকুনিই উহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত লোলুপ হইয়াছেন। অন্যান্য নানা জনপদের অধীশ্বর ক্ষত্রিয়গণ এই ভারতবর্ষ গ্রহণ করিবার মানসে কেহ কাহাকে ক্ষমা করেন না; এই ভারতবর্ষ দেবরাজ ইন্দ্র, বৈবস্বত মনু, বেণনন্দন পৃথু, মহাত্মা ইক্ষ্বাকু, যযাতি, অম্বরীষ, মুচুকুন্দ, উশীনরতনয় শিবি, মহারাজ ঋষভ, ঐল, নৃগ, কুশিক, গাধি, সোমক ও দিলীপ প্রভৃতি অন্যান্য বলবান্ ক্ষত্রিয়বর্গের নিতান্ত প্রিয়।

যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনার প্রশ্নানুসারে এই ভারতবর্ষের বিষয় আমার জ্ঞানানুসারে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন;—মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শক্তিমান্, গন্ধমাদন, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র, এই সাতটি কুলপর্ব্বত। ইহাদের সমীপবর্ত্তী সারবান বিচিত্র সানুযুক্ত সহস্র-সহস্র পর্ব্বত আছে; ঐ সমুদয় জনসমাজে অবিজ্ঞাত। এতদ্ভিন্ন বহুসংখ্যক অপরিজ্ঞাত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে; ক্ষুদ্র লোকেরা ঐ সকল গিরিতে বাস করে।

ভারতীয় পবিত্র নদী

হে রাজন্! এই ভারতবর্ষমধ্যে যে সমুদয় নদী আছে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন;—গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, গোদাবরী, নর্ম্মদা, বাহুদা, মহানদী, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, দৃষদ্বতী, স্থূলবালুকাসম্পন্ন বিপাশা, বেত্রবতী, কৃষ্ণবেণা, ইরাবতী, বিতস্তা, পয়োষ্ণী, দেবিকা, বেদস্মৃতা, বেদবতী, বেদশিরা, ইক্ষুমালবী, করীষিণী, চিত্রসেনা, চিত্রবহা, গোমতী, গণ্ডকী, পাপহারিণী, বন্দনা, কৌশিকী, ত্রিদিবা, কৃত্যা, নিচিতা, লোহতারণী, রহস্যা, শতকুম্ভা, সরযূ, চর্ম্মণ্বতী, বেত্রবতী, চন্দ্রভাগা, হস্তিসোমা, দিক্; শরাবতী, বিপাপা, পরা, ভীমরথী, কাবেরী, চুলকা, বীণা, শতবলা, নীবারা, মহিতা, সুপ্রয়োগা, পবিত্রা, কুণ্ডলা, রাজনী, পুরোমালিনী, পূর্ব্বাভিরামা, বীরা, ভীমা, ওঘবতী, পলাশিনী, মহেন্দ্রা, পাটলাবতী, অসিক্নী, কুশচিরা, মকরী, প্রবরা, মেলা, হেমা, ধৃতবতী, পুরাবতী, অনুষ্ণা, শৈব্যা, কাপী, সদানীরা, অধৃষ্যা, কুশধারা, সদাক্রান্তা, শিবা, বীরবতী, বাস্তু, সুবাস্তু, গৌরী, কম্পনা, হিরণ্বতী, বরা, বীরঙ্করা, পঞ্চমী, রথচিত্রা, জ্যোতিরথা, বিশ্বামিত্রা, কপিঞ্জলা, উপেন্দ্রা, বহুলা, কুশবীরা, মধুবাহিনী, বিনদী, পিঞ্জলা, বেণা, তুঙ্গবেণা, বিদিশা, কৃষ্ণবেণা, তাম্রা, কপিলা, শলু, সুবামা, বেদাশ্বা, হরিশ্রাবা, মহোপমা, শীঘ্রা, পিচ্ছিলা, ভারদ্বাজী, কৌষিকী, শোণা, বহুদা, চন্দ্রমা, দুর্গমন্ত্রশিলা, ব্রহ্মবোধ্যা, বৃতস্বতী, যবক্ষা, রোহী, জাম্বুনদী, সুনসা, তমসা, দাসী, বসা, বরুণা, অসি, মালা, ধৃতিমতী, পূর্ণাশা, মহানদী, তামসী, বৃষভা, ব্রহ্মমেধ্যা, বৃহদ্বতী, কৃষ্ণা, মন্দবাহিনী, ব্রহ্মাণী, মহাগৌরী, দুর্গা, চিত্রোপলা, চিত্ররথা, মঞ্জুলা, বাহিনী, মন্দাকিনী, বৈতরণী, কোশা, মুক্তিমতী মনিঙ্গা, পুষ্পবেণী, উৎপলাবতী, লোহিত্যা, করতোয়া, বৃষকা, কুমারী, ঋষিকুল্যা, মারিষা ও সরস্বতী। এই সমুদয় মহাফলপ্রদ নদী সকল লোকের মাতৃস্বরূপ এবং আর্য্য, ম্লেচ্ছ ও অন্যান্য সঙ্করজাতি এই সকল নদীর জল পান করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সহস্র সহস্র অপ্রকাশিত নদী আছে।

প্রসিদ্ধ রাজ্য

হে মহারাজ! আমি স্বীয় স্মরণানুসারে নদীসমুদয় কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে জনপদ-সকল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন;—কুরুপাঞ্চাল, শাল্ব, মাদ্রেয়জাঙ্গল, শূরসেন, কলিঙ্গ, বোধ, মাল, মৎস্য, মুকুট, সৌবল্য, কুন্তল, কাশী, কোশল, চেদি, মৎস্য, করূষ, ভোজ, সিন্ধু, পুলিন্দ, উত্তম, দশার্ণ, মেকল, উৎকল, পাঞ্চাল, কৌশিক, নৈকপৃষ্ঠ, ধুরন্ধর, সোধ, মদ্রভুজিঙ্গ, অপরকাশী, জঠর, কুকুর, দশার্ণকুকুর, কুন্তি, অবন্তি, অপর কুন্তি, গোমন্ত, মন্দক, ষণ্ড, বিদর্ভ, রূপবাহিক, অশ্মক, পাংশুরাষ্ট্র, গোপরাষ্ট্র, করীতি, অধিরাজ্য, কুলাদ্য, মল্লরাষ্ট্র, কেরল, বারপাশ্য, অপবাহ, চক্র, বক্রাতপ, শক, বিদেহ, মাগধ, স্বক্ষ, মলয়, বিজয়, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, যকৃল্লোম, মল্ল, সুদেষ্ণ, প্রহ্লাদ, মাহিক, সাসিক, বাহ্লীক, বাটধান, আভীর, কালতোয়ক, অপরান্ত, পরান্ত পহ্লব, চর্ম্মমণ্ডল, অটবীশিখর, মেরুভূত, উপাবৃত্ত, অনুপাবৃত্ত, সুরাষ্ট্র, কেকয়, কুট্টাপরান্ত, মাহেয়, কক্ষ, সামুদ্রনিষ্কুট, অন্ধ্র, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, অঙ্গমলজ, মাগধ, মানবর্জ্জক, মহ্যুত্তর, প্রাবৃষেয়, ভার্গব, পুণ্ড্র, ভার্গ, কিরাত, সুদেষ্ণ, যামুন, শাক, নিষাদ, নিষধ, আনর্ত্ত,

নৈঋত, দুর্গল, পুতিমাস্ত, কুন্তল, কুশল, তীরগ্রহ, সুরসেন, ঈজক, কন্যকাগুণ, তিলভার, শমীর, মধুমন্ত, সুকন্দক, কাশ্মীর, সিন্ধুসৌবীর, গান্ধার, দর্শক, অভীসার, উতূল, শৈবাল, বাহ্লীক, দর্ব্বী, বানবাদুর্ব্ব, বাতজ, আমরথ, উরগ, বাহুবাধ, কৌরব, সুদামা, সুমল্লিক, বধ্র, করীষক, কুলিন্দোপত্যকা, বাতায়ন, দশার্ণ, রোমা, কুশবিন্দু, কচ্ছ, গোপালকক্ষ, জাঙ্গল, কুরুবর্ণক, কিরাত, বর্ব্বর, সিদ্ধ, বৈদেহ, তাম্রলিপ্ত, ওড্র, পৌণ্ড্র, সৈসিকত ও পার্ব্বতীয়।

হে মহারাজ! এই সমুদয় দেশ ব্যতীত দক্ষিণ-দিকস্থ কতিপয় জনপদ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন;—দ্রাবিড়, কেরল, প্রাচ্য, মূষিক, বনবাসক, কর্ণাটক, মাহিষক, বিকল্য, মূষিক, ঝিল্লিক, কুন্তল, সৌহৃদ, নলকানন, কৌকুট্টক, চোল, কোঙ্কণ, মালবায়ক, সমঙ্গ, কর, কুকুর, অঙ্গার, মারিষ, ধ্বজিনী, উৎসব-সঙ্কেত, ত্রিগর্ত্ত, শাল্বসেনি, বক, কোকরক, প্রোষ্ঠ, সোমবেগবশ, বিন্ধ্যচুলক, পুলিন্দ, কল্কল, মালব, মল্লব, অপরবল্লভ, কুলিন্দ, কালব, কুণ্টক, করট, মূষক, তনবাল, সনীয়, আঘাট, সৃঞ্জয়, অলিন্দ, পাশিবাট, তনয়, সুনয়, দশীবিদর্ভ, কান্তিক, তঙ্গন, পরতঙ্গন, উত্তরম্লেচ্ছ, অপরম্লেচ্ছ, ক্রুর, যবন, চীন, কাম্বোজ, সকৃদ্গ্রাহ, কুলথ, হূণ, পারসিক, রমণ, দশমালিক, যোনিবেশ, দরদ, কাশ্মীর, পত্তি, খশীর, অন্তচার, পহ্লব, গিরি-গহ্বর, আত্রেয়, ভরদ্বাজ, স্তনযোষিক, প্রোষক, কলিঙ্গ, তোমর, হংসমার্গ ও করভঞ্জক!

হে মহারাজ! আমি আপনার নিকট যে সমুদয় দেশের নাম কীর্ত্তন করিলাম, ইহাতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, গোপ ও ম্লেচ্ছ প্রভৃতি নানাবিধ জাতি আছে। ঐ সকল দেশ ভিন্ন পূর্ব্ব-উত্তরে অন্যান্য বহুবিধ জনপদ আছে। হে রাজন্! ভূমি সম্যক্ প্রতিপালিত হইলে কামধেনুর ন্যায় অর্থ প্রদান করে। এই নিমিত্ত ধর্ম্মার্থতত্ত্ববিৎ মহাবলপরাক্রান্ত ভূপতিগণ ভূমিলাভার্থ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন। ভূমি দেব ও মানবগণের একমাত্র শরণ; কুক্কুর যেমন মাংসলোভে পরস্পর বিবাদ করে, তদ্রূপ ভূপতিগণ পৃথিবী-ভোগ-বাসনায় পরস্পর কলহ করিয়া থাকেন। অদ্যাপি কামোপভোগে কাহারও তৃপ্তিলাভ হয় নাই, তন্নিমিত্তই কৌরব ও পাণ্ডবগণ সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড দ্বারা ভূমিপরিগ্রহে যত্নবান্ হইয়াছেন। হে মহারাজ! সম্যক্ অধিকৃতা ভূমি পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ও স্বর্গস্বরূপ।"

——

দশম অধ্যায়

সত্যাদি যুগের স্থিতিকাল-পরিমাণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! এই ভারতবর্ষ, হৈমবতবর্ষ ও হরিবর্ষস্থ সমস্ত লোকের আয়ু, বল এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান শুভাশুভ বৃত্তান্ত বিস্তার-পূর্ব্বক কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! এই ভারতবর্ষে প্রথমে সত্য, তৎপরে ত্রেতা, তদনন্তর দ্বাপর ও পরিশেষে কলি, এই চারি যুগ ক্রমান্বয়ে প্রবর্ত্তিত হয়। সত্যযুগে আয়ুঃসংখ্যা চারি সহস্র বৎসর, ত্রেতাযুগে আয়ুঃসংখ্যা তিন সহস্র বৎসর, দ্বাপরযুগে আয়ুঃসংখ্যা দ্বিসহস্র বৎসর; কলিযুগের আয়ুঃ-সংখ্যার স্থিরতা নাই। এই যুগে প্রাণিগণ কেহ কেহ গর্ভাবস্থায়, কেহ কেহ বা জাতমাত্রই বিনষ্ট হইয়া থাকে। সত্যযুগে মানবগণ মহাবলপরাক্রান্ত, বুদ্ধিমান্, সারবান্, ধনবান্, প্রিয়দর্শন হন। তাঁহাদের শত সহস্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা মহোৎ-সাহসম্পন্ন, ধার্ম্মিক, সত্যবাদী ও তপোধন মুনি হইয়া থাকেন। ত্রেতায় প্রিয়দর্শন, দৃঢ়কায়, অসীম বীর্য্যসম্পন্ন, মহাধনুর্দ্ধর, যুদ্ধবিশারদ, চক্রবর্ত্তী মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ সমুৎপন্ন হয়েন। দ্বাপরে সমুদয় বর্ণই বীর্য্যবান্, মহোৎসাহসম্পন্ন ও সর্ব্বদা পরস্পর জয়া-ভিলাষী হইয়া থাকে, এই সময় হইতে মনুষ্যগণের গুণ হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। কলিযুগের পুরুষগণ অল্পতেজাঃ, ক্রোধনস্বভাব, লুব্ধপ্রকৃতি ও মিথ্যা-পরায়ণ হইয়া থাকে; লোকের মনে ঈর্ষা, অভিমান, ক্রোধ, কপটতা, অসূয়া, বিষয়ভোগে আসক্তি ও লোভ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে। হে রাজন্! উৎকৃষ্ট গুণশালী হৈমবতবর্ষ এবং হরিবর্ষও এইরূপ।"

জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

——

একাদশ অধ্যায়

ভূমিপর্ব্বাধ্যায়—দ্বীপ-সমুদ্রাদির পরিমাণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি জম্বুখণ্ডের বিষয়ে কীর্ত্তন করিলে, এক্ষণে ইহার বিস্তার, পরিমাণ, সমুদ্রের প্রকৃত প্রমাণ এবং শাকদ্বীপ, কুশদ্বীপ, শাল্মলীদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, চন্দ্র, সূর্য্য ও রাহুর বিষয় কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! বহুসংখ্যক দ্বীপ এই পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। এক্ষণে সপ্ত দ্বীপ, চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন;—জম্বুদ্বীপ অষ্টাদশ সহস্র ছয় শত যোজন বিস্তীর্ণ। লবণ-সমুদ্রের বিস্তার ইহা অপেক্ষা দ্বিগুণ; ঐ সাগর নানা জনপদসমাকীর্ণ, রক্তপ্রবালাদি নানা মণি-ভূষিত, অনেক ধাতুসম্পন্ন, পর্ব্বতরাজি-পরিশোভিত, সিদ্ধচারণসকুল ও নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। এক্ষণে ন্যায়ানুসারে শাকদ্বীপের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন—জম্বুদ্বীপের যেরূপ বিস্তার কীর্ত্তিত হইল, শাকদ্বীপ তদপেক্ষা দ্বিগুণ এবং ইহার সাগর জম্বুদ্বীপের সাগর অপেক্ষাও দ্বিগুণ বিস্তীর্ণ। এই শাকদ্বীপ ক্ষীরসাগরে পরিবেষ্টিত, তথায় কতিপয় পবিত্র জনপদ-সকল অধিষ্ঠিত আছে। তত্রত্য মনুষ্যগণ কদাচ অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হয় না, তাহারা সকলেই তেজ ও ক্ষমাসম্পন্ন। ঐ স্থানে দুর্ভিক্ষজনিত ক্লেশের লেশমাত্র সহ্য করিতে হয় না। হে মহারাজ! আমি শাকদ্বীপের সংক্ষেপ-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ হয়, বলুন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি শাকদ্বীপের সংক্ষেপ-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, এক্ষণে উহা বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন কর।"

শাকদ্বীপের বিস্তৃত বৃত্তান্ত

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! "শাকদ্বীপে মণি-বিভূষিত সাতটি পর্ব্বত ও নানারত্নের আকর[১] নদী সকল প্রবাহিত আছে। তথায় সমস্ত বিষয়ই গুণসম্পন্ন ও অতি পবিত্র দেবর্ষিগণসেবিত মহাগিরি মেরুই সর্ব্বপ্রধান। উহার পশ্চিমে মলয়পর্ব্বত বিস্তীর্ণ আছে, সেই পর্ব্বত হইতে মেঘ-সকল সঞ্চালিত হইয়া সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার পূর্ব্বদিকে জলধর নামক এক বৃহৎ পর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবরাজ ইন্দ্র সেই স্থান হইতেই সলিল গ্রহণপূর্ব্বক বর্ষাকালে বর্ষণ করেন। তাহার পর অতি উন্নত রৈবতকপর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত আছে; ভগবান্ ব্রহ্মার আদেশানুসারে তথায় রেবতী নক্ষত্র নিত্য আকাশে উদিত হয়। সুমেরুর উত্তরে অতি উন্নত, নবীন মেঘের ন্যায় শ্যামল উজ্জ্বলকান্তিসম্পন্ন শ্যামগিরি প্রতিষ্ঠিত আছে; এই পর্ব্বতের শ্যামবর্ণ হেতু তত্রত্য মনুষ্যগণ শ্যামবর্ণ হইয়া থাকে।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তত্রত্য মনুষ্যগণ কিরূপে শ্যামলত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই বিষয়ে আমার সাতিশয় সংশয় জন্মিয়াছে।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! সকল দ্বীপেই গৌর, কৃষ্ণ ও তদুভয়ের মিশ্রবর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু এই গিরি হইতে শ্যামবর্ণ মাত্র হইয়া থাকে; এই জন্যই এই গিরি শ্যামগিরি বলিয়া কথিত হইয়াছে। শ্যামগিরির পর অতি উন্নত দুর্গ-শৈল, তথায় কেশর-সম্পন্ন[১] সিংহ জন্মগ্রহণ করে ও কুঙ্কুমবাহী সমীরণ সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই সকল পর্ব্বতের বিস্তার উত্তরোত্তর দ্বিগুণ[২], এই সকল পর্ব্বতের মহামেরু, মহাকাশ, জলদ, কুমুদ, উত্তর, জলধার ও সুকুমার, এই সাতটি বর্ষ[৩] আছে। রৈবত-পর্ব্বতের কৌমারবর্ষ, শ্যামগিরির মণিকাঞ্চনবর্ষ, কেদার পর্ব্বতের মোদাকীবর্ষ এবং দুর্গ-শৈলের মহাপুরুষবর্ষ কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার পর মহাপুমান্ নামে এক পর্ব্বত আছে; তাহার পরিমাণ জম্বুদ্বীপের তুল্য; সেই গিরি শাকদ্বীপের বেষ্টন-রূপে বিদ্যমান। শাকদ্বীপে শাক নামে এক বৃক্ষ আছে। তাহার পরিমাণ জম্বুদ্বীপের জম্বুবৃক্ষের অনুরূপ। প্রজা-সকল ঐ বৃক্ষের উপাসক। ঐ পর্ব্বতে অতি পবিত্র জনপদ-সকল সন্নিবেশিত আছে। তত্রত্য মানবগণ ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করিয়া থাকে; সিদ্ধ, চারণ ও দেবগণ তথায় সতত গমন করেন। প্রজা-সকল চারি বর্ণে বিভক্ত, দীর্ঘজীবী ও স্ব স্ব ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত; তথায়

১। উৎপত্তিস্থান।

১। জটাযুক্ত—সিংহের মাথায় দুই ধার দিয়া যে জটার মত বিলম্বিত থাকে, তাহাকে কেশর কহে। ২। একটির দ্বিগুণ অপরটি, তৎপরবর্ত্তী পর্ব্বত—পূর্ব্ববর্ত্তী পর্ব্বতের দ্বিগুণ এই প্রকার। ৩। বর্ষ—সমীপস্থ বিখ্যাত পর্ব্বত, উহাকে বর্ষপর্ব্বতও বলা হয়।

চৌর-ভয় নাই, জরামৃত্যুর অধিকার নাই। যেমন বর্ষাকালে নদী-সকল পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ প্রজারাও ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তথায় বহুশাখায় বিভক্ত গঙ্গা, সুকুমারী, কুমারী, সীতা, কাবেরকা, মহানদী, মণিজলা, বংক্ষু ও বর্দ্ধনিকা, এই সকল নদী প্রবাহিত হইতেছে; ইহা ভিন্ন শত সহস্র পবিত্রসলিলা নদীও বর্ত্তমান আছে। সুরপতি সেই সমুদয়ের সলিল গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্র বর্ষণ করিয়া থাকেন। সেই সমস্ত নদীর নাম ও পরিমাণ করা নিতান্ত সুকঠিন। সেই স্থানে মৃগ, মশক, মানস ও মন্দগ, এই চারিটি জনপদ আছে। মৃগদেশে স্বকর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণগণ বাস করেন, মশকদেশে সর্ব্বকামপ্রদ পরমধার্ম্মিক ক্ষত্রিয়েরা বাস করিয়া থাকেন, মানসদেশ স্বধর্ম্মপরায়ণ সর্ব্বকামসম্পন্ন মহাবীর বৈশ্যগণের বাসস্থান এবং মন্দগদেশে ধর্ম্মশীল শূদ্রেরা বাস করে। সেই সকল স্থানে রাজা নাই, রাজদণ্ডের ভয় নাই এবং দণ্ডধারী পুরুষও নাই। তত্রত্য মানবগণ স্বধর্ম্ম দ্বারা পরস্পরকে রক্ষা করেন। হে মহারাজ! সমধিক দীপ্তিশালী শাকদ্বীপের বিষয় এই পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিতে পারা যায়, আর এই সকল বিষয়ই শ্রোতব্য।”

দ্বাদশ অধ্যায়

কুশদ্বীপাদি বহুবিধ দ্বীপ-বর্ণনা

“হে মহারাজ! উত্তরদিকৃস্থ দ্বীপ-সমুদয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ সমুদয় দ্বীপে ঘৃতসমুদ্র, দধিসমুদ্র, সুরাসমুদ্র ও জলসমুদ্র সন্নিবেশিত আছে। উক্ত দ্বীপ-সকলের পরিমাণ উত্তরোত্তর দ্বিগুণ এবং উহারা সমুদ্রে পরিবেষ্টিত। মধ্যমদ্বীপে মনঃশিলা[১]ময় গৌর-পর্ব্বত আছে; পশ্চিমদ্বীপে নারায়ণের সখা কৃষ্ণপর্ব্বত; ভগবান্ কেশব স্বয়ং উহাতে দিব্য রত্ন-সমুদয় সংস্থাপন করেন। তিনি ঐ স্থানে প্রসন্ন হইয়া প্রজাগণের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছেন। কুশদ্বীপের অধিবাসী জনগণ কুশস্তম্বের[২] ও শাল্মলী-দ্বীপস্থ ব্যক্তিরা শাল্মলীর[৩] অর্চনা করিয়া থাকে। ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিবাসী চারি বর্ণ নিরন্তর রত্ননিকর-পরিপূর্ণ মহাক্রৌঞ্চ-গিরির উপাসনা করিয়া থাকে।

হে মহারাজ! কুশদ্বীপের প্রথম পর্ব্বত গোমন্ত, ঐ গিরি সর্ব্বধাতুতে রঞ্জিত ও বিদ্রুমে সমাকীর্ণ; ঐ পর্ব্বতে কমললোচন প্রভু নারায়ণ মুক্ত ব্যক্তিগণের সহিত সঙ্গত হইয়া সতত বাস করেন। দ্বীপের দ্বিতীয় পর্ব্বত হেমময় হেমগিরি; তৃতীয় দ্যুতিমান্ কুমুদ-পর্ব্বত; চতুর্থ পুষ্পবান্; পঞ্চম কুশেশয়; ষষ্ঠ হরিপর্ব্বত। এই ছয়টি পর্ব্বতোত্তম কুশদ্বীপে অধিষ্ঠিত আছে; উহাদের পরস্পরের দূরত্ব উত্তরোত্তর দ্বিগুণ। কুশদ্বীপের প্রথম বর্ষের নাম ঔদ্ভিদ; দ্বিতীয় বর্ষ বেণুমণ্ডল; তৃতীয় সুরথাকার; চতুর্থ কম্বল; পঞ্চম ধৃতিমৎ; ষষ্ঠ প্রভাকর; সপ্তম কাপিল। এই সাতটি বর্ষ প্রধান। এই সমুদয় বর্ষে দেব, গন্ধর্ব্ব ও মানবগণ সতত আনন্দিত-চিত্তে বিহার করিয়া থাকেন। এই সকল স্থানের অধিবাসী অল্লায়ু হয় না; এই সকল স্থানে দস্যু বা ম্লেচ্ছজাতির সম্পর্ক নাই; ঐ বর্ষসমুদয়ের মানবগণ গৌরবর্ণ ও সুকুমার-কলেবর।

হে কুরুরাজ! এক্ষণে অন্যান্য দ্বীপের বৃত্তান্ত আমার জ্ঞানানুসারে কীর্ত্তন করিতেছি; স্থিরচিত্তে শ্রবণ করুন। ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামে মহাপর্ব্বত আছে। ক্রৌঞ্চের পর বামন, তাহার পর অন্ধকারক, তৎপরে মৈনাক, তদনন্তর গোবিন্দ, গোবিন্দের পর নিবিড়-পর্ব্বত বর্ত্তমান আছে। এই সমস্ত পর্ব্বতের পরস্পর দূরত্ব উত্তরোত্তর দ্বিগুণ। ঐ সকল পর্ব্বতে যে যে দেশ আছে, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন;—ক্রৌঞ্চপর্ব্বতে কুশল-দেশ ও বামন-পর্ব্বতে মনোনুগ-দেশ, তাহার পর উষ্ণ-দেশ, তাহার পর প্রাবরক-দেশ, তাহার পর অন্ধকারকদেশ, তাহার পর মুনি-দেশ, মুনিদেশের পর দুন্দুভি-স্বন-দেশ প্রতিষ্ঠিত আছে। দুন্দুভিস্বন-দেশ সিদ্ধ ও চারণগণে সমাকীর্ণ; তত্রত্য সমুদয় অধিবাসিগণ প্রায় শুক্লবর্ণ। হে মহারাজ! যে সকল দেশের উল্লেখ করিলাম, তৎসমুদয় দেব ও গন্ধর্ব্বগণের নিবাসভূমি।

পুষ্করদ্বীপে প্রভূত মণিরত্নসম্পন্ন পুষ্কর নামে এক পর্ব্বত আছে। ভগবান্ প্রজাপতি স্বয়ং তথায় বাস করেন; দেব ও মহর্ষিগণ স্তুতিবাক্য দ্বারা নিত্য তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। জম্বুদ্বীপে বিবিধ

১। হরিতাল। ২। খোঁটার মত দণ্ডায়মান মিলিত কুশরাশির। ৩। শিমুল বৃক্ষের।

রত্নজাত সমুৎপন্ন হয়। হে ভূপাল! যে সকল দ্বীপের নাম কীর্ত্তন করিলাম, ঐ সমুদয় দ্বীপস্থ প্রজাগণের ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, ইন্দ্রিয়-সংযম ও আরোগ্য প্রশংসনীয়; তাহাদের আয়ুঃপ্রমাণ উত্তরোত্তর দ্বিগুণ এবং কর্ম্মও এক প্রকার, কিছুমাত্র ভেদ নাই। এই সকল দ্বীপের মধ্যে এক জনপদ আছে। সর্ব্বলোকেশ্বর ভগবান প্রজাপতি স্বয়ং দণ্ডধারণ করিয়া উক্ত দ্বীপ-সমুদয় রক্ষা করিয়া তথায় অধিষ্ঠান করিতেছেন। তিনি মঙ্গলদায়ক রাজা, তিনি পিতা ও পিতামহ; তিনি কি জড়, কি পণ্ডিত, সমুদয় প্রজাগণকেই রক্ষা করিয়া থাকেন। সেই জনপদে প্রজাগণের সমীপে সুসিদ্ধ ভোজন-দ্রব্যজাত স্বয়ং সমুপস্থিত হয়; তাহারা তাহাই ভক্ষণ করিয়া কালযাপন করে।

শ্বেতদ্বীপের পর সম নামে চতুরস্র[1] ত্রয়স্ত্রিংশৎ[2] মণ্ডল[3] দৃষ্ট হয়; ঐ স্থানে বামন, ঐরাবত, সুপ্রতীক প্রভৃতি লোকবিখ্যাত দিগ্‌গজগণ[4] অবস্থিতি করে। দিগ্‌গজগণের পরিমাণ স্থির করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। হে মহারাজ! ঐ স্থানে দশদিক্ হইতে বায়ু বহিতে থাকে; দিগ্‌গজগণ প্রফুল্ল কমলসদৃশ স্ব স্ব শুণ্ড দ্বারা সেই বায়ু গ্রহণ করিয়া অনবরত নিক্ষেপ করিতেছে। সেই দিগ্‌গজমুক্ত বায়ু এ স্থানে আগমন করিয়া প্রজাগণের প্রাণ রক্ষা করিতেছে।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি দ্বীপ-সমুদয়ের বিষয় বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করিলে, এক্ষণে চন্দ্র, সূর্য্য ও রাহুর প্রমাণ কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! দ্বীপ-সমুদ্রের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি; এক্ষণে রাহুর পরিমাণ শ্রবণ করুন। রাহুগ্রহ মণ্ডলাকার; তাহার ব্যাস[5] দ্বাদশ সহস্র যোজন ও পরিধি[6] ষট্‌ত্রিংশৎ[7] সহস্র যোজন। অন্যান্য পুরাণবেত্তারা কহেন, রাহুর পরিমাণ ষট্‌সহস্র যোজন। চন্দ্রের ব্যাস একাদশ সহস্র যোজন ও পরিধি ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র যোজন; মতান্তরে তাহার পরিমাণ একোনষষ্টি[8] সহস্র যোজন। সূর্য্যের ব্যাস দশ সহস্র ও পরিধি ত্রিংশৎ[9] সহস্র যোজন; মতান্তরে তাহার পরিমাণ অষ্টশত[10] যোজন। শীঘ্রগামী ভগবান্ সূর্য্যের পরিমাণ এইরূপ স্থির হইয়াছে। হে রাজন্! রাহু যথাকালে চন্দ্র ও সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করে; চন্দ্র, সূর্য্য ও রাহুর এই বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। আপনি জ্ঞানচক্ষু; আমি আপনার আদেশানুসারে জগতের নির্ম্মাণ প্রভৃতি সমুদয় বৃত্তান্ত যথাযথ কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনি স্বয়ং শান্তিপক্ষ আশ্রয় করিয়া স্বীয় পুত্র দুর্য্যোধনকে আশ্বাস প্রদান করুন। যে ক্ষত্রিয় এই ভূমিপর্ব্ব শ্রবণ করে, তাহার শ্রীলাভ, অর্থসিদ্ধি এবং আয়ু, বল ও তেজের বৃদ্ধি হয়। যে মহীপাল পর্ব্বাহে[1] সংযত হইয়া ইহা শ্রবণ করেন, তাঁহার পিতা, পিতামহ প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন পুরুষগণের প্রীতিলাভ হয়। আমরা ভারতবর্ষে বাস করিতেছি, পূর্ব্বতন ব্যক্তিগণ ইহাতে বাস করিয়া যে প্রকার পুণ্যকর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয় আপনি শ্রুত হইয়াছেন।"

ভূমিপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভগবদ্গীতাপর্ব্বাধ্যায়—ভীষ্মের নিধনবার্ত্তা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানজ্ঞ, সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী সঞ্জয় রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত ও চিন্তাপরায়ণ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সহসা সমুপস্থিত হইয়া দীনবচনে কহিলেন, "মহারাজ! আমি সঞ্জয়, আপনাকে নমস্কার করি। ভরতগণের পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন*; যিনি যোদ্ধাগণের অগ্রগণ্য ও ধনুর্দ্ধরগণের আশ্রয়, আজি সেই কুরুপিতামহ ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন; আপনার পুত্র যাঁহার বীর্য্য-আশ্রয় করিয়া দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই ভীষ্ম শিখণ্ডীর হস্তে নিহত ও সমরশায়ী হইয়াছেন; যিনি কাশী নগরীর মহাযুদ্ধে সমবেত সমস্ত পৃথিবীপালকে

১। চতুষ্কোণ। ২। তেত্রিশ। ৩। রাজ্য। ৪। দিক্‌রক্ষক হস্তী। ৫। বৃত্তের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মধ্যস্থলের ব্যবধান। ৬। বৃত্তের বহির্ভাগের বেষ্টনীর পরিমাণ। ৭। ছত্রিশ। ৮। ঊনষাট্। ৯। ত্রিশ। ১০। আট শত।

১। পূর্ণিমাদি পুণ্যদিনে।

* পৃথিবীবিবরণ বলিতে বলিতে যুদ্ধের পূর্ব্বঘটনা সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া সঞ্জয় একবারে ভীষ্মের নিধনবার্ত্তা নিবেদন করিলেন। এ সম্বন্ধে প্রসঙ্গসঙ্গতি এই যে—ভীষ্মবধবার্ত্তায় বিস্মিত ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধের আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ বাসনায় গীতার প্রথমেই প্রশ্ন করিবেন—"ধর্ম্মক্ষেত্রে·····কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়।" ইত্যাদি। সেইখানেই সঞ্জয় অর্জ্জুনের বিষাদান্তে শঙ্খশব্দে যুদ্ধ ঘোষণা হইতে সমস্ত বীরবধাদি বৃত্তান্ত বর্ণন করিবেন।

একরথে পরাজিত করিয়াছিলেন, পরশুরাম যাঁহাকে সমরে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়েন নাই, আজি সেই ভীষ্ম শিখণ্ডীর হস্তে সংহারপ্রাপ্ত হইয়াছেন; যিনি শৌর্য্যে মহেন্দ্রের ন্যায়, স্থৈর্য্যে গিরীন্দ্রের[1] ন্যায়, সহিষ্ণুতায়[2] পৃথিবীর ন্যায়, ও গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের ন্যায়, আজি সেই ভীষ্ম বাণদন্ত[3], ধনুর্ব্বক্ত্র[4] খড়গজিহ্ব[5], দুরাসদ[6], নরসিংহ[7] পাঞ্চালপুত্রের হস্তে নিপাতিত হইলেন। পাণ্ডবগণের মহাসৈন্য যাঁহাকে সমরোদ্যত নিরীক্ষণ করিয়া সিংহভীত গোসমূহের ন্যায় ভয়ে ও উদ্বেগে কম্পমান হইয়াছিল, আজি সেই বীরঘাতী মহাবীর ভীষ্ম দশ রাত্র আপনার সেনাগণকে রক্ষা ও দুষ্কর কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করিয়া আদিত্যের ন্যায় অস্তপ্রাপ্ত হইয়াছেন; যিনি ইন্দ্রের ন্যায় অক্ষুব্ধ-চিত্তে সহস্র সহস্র শরবর্ষণ করিয়া দশ দিকে দশ কোটি যোদ্ধাকে নিঃশেষিত করিয়াছেন, আজি সেই ভীষ্ম দুর্য্যোধনের দুর্ম্মন্ত্রণায়[8] অযোগ্য ব্যক্তির ন্যায় নিহত হইয়া বাতভগ্ন[9] তরুর ন্যায় ধরাশায়ী হইয়াছেন।"

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ভীষ্মনিধন শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের ত্রাস

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "সঞ্জয়! বাসবসদৃশ[10] কুরুচূড়ামণি[11] ভীষ্ম কি প্রকারে শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়া রথ হইতে নিপতিত হইলেন? যে দেবকল্প বীর পিতার নিমিত্ত[12] ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমার পুত্রগণ সেই ভীষ্মের অভাবে কিরূপে অবস্থান করিতেছে? সেই মহাপ্রাজ্ঞ, মহোৎসাহ, মহাবল, মহাত্মা ভীষ্ম নিহত হওয়াতে তাহাদিগের মন কি প্রকার হইয়াছে? সেই কুরুকুলশ্রেষ্ঠ মহাবীরকে নিহত শ্রবণ করিয়া আমার মন নিতান্ত কাতর হইতেছে। হে সঞ্জয়! তিনি যুদ্ধযাত্রা করিলে কাহারা তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল, কাহারা পুরোবর্ত্তী[13] ছিল, কাহারা তাঁহার নিকটে অবস্থান করিয়াছিল, কাহারা তাঁহার নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল, কোন্ সকল[1] বীর তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিল এবং সেই মহারথ অরিসৈন্যে প্রবেশ করিলে কোন্ শৌর্য্যশালী পুরুষেরাই বা তাঁহার পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিয়াছিল? যেমন দিবাকর তমোরাশি[2] বিনষ্ট করেন, সেইরূপ যে মহাবীর পরসৈন্য[3] পরাহত[4] করিয়াছিলেন ও শত্রুগণের ভয় উৎপাদনপূর্ব্বক দুস্তর[5] কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়াছেন, কোন্ দুর্দ্ধর্ষ কৃতী[6] আজ সেই ভীষ্মকে নিবারিত করিয়াছে? তুমি কি নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলে?

হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ কি প্রকারে শান্তনুনন্দনকে সমরে নিবারিত করিল? যুধিষ্ঠির কি প্রকারে সেই সেনান্তক[7], বাণদন্ত, তরস্বী, বিস্তৃতানন, ভীষণমূর্ত্তি, শত্রুসৈন্যের গ্রাসকারী, খড়গজিহ্ব, দুর্দ্ধর্ষ, অসামান্য পুরুষবর, হ্রীমান্[8], অপরাজিত, উগ্রধন্বা[9], প্রধান রথারোহী, পরমস্তকচ্ছেদী[10] ভীষ্মকে নিবারিত করিল? পাণ্ডবগণের মহাসৈন্য যাঁহাকে সমরোদ্যত ও কালাগ্নির ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ দেখিয়া মৃত্যুগ্রস্তের ন্যায় হস্ত-পাদ বিক্ষেপ করিত; তিনি দশ রাত্র পরসৈন্যগণকে আক্রমণ ও দুষ্কর কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়া আদিত্যের ন্যায় অস্তপ্রাপ্ত হইয়াছেন! যে পুরুষ ইন্দ্রের ন্যায় অক্ষয় শরনিকর[11] বর্ষণপূর্ব্বক দশ দিনের যুদ্ধে দশ কোটি যোদ্ধা নিহত করিয়াছিলেন, তিনি আজি আমার দুষ্টমন্ত্রণায় অযোগ্যরূপে[12] নিহত হইয়া বাতভগ্ন তরুর ন্যায় ধরাশায়ী হইয়াছেন।

হে সঞ্জয়! পাঞ্চালদিগের সেনাগণ কি প্রকারে ভীষণপরাক্রম ভীষ্মকে প্রহার করিতে সমর্থ হইল, পাণ্ডবগণ কি প্রকারে ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিল, দ্রোণাচার্য্য জীবিত থাকিতে ভীষ্ম কি নিমিত্ত জয়ী হইতে পারিলেন না, ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্য সন্নিহিত[13] থাকিতে যোদ্ধৃপ্রধান ভীষ্ম কি নিমিত্ত নিধন প্রাপ্ত হইলেন এবং পাঞ্চালপুত্র শিখণ্ডী কি প্রকারে দেবগণের দুরাক্রম্য সেই অতিরথ ভীষ্মকে সমরে সংহার করিল?

১। হিমালয়ের। ২। সহ্যগুণে। ৩। যাঁহার দন্ত সুতীক্ষ্ণ বাণতুল্য। ৪। যাঁহার মুখের হাঁ ধনুকতুল্য প্রসারিত—ভয়াবহ। ৫। যাঁহার জিহ্বা তরবারীর মত লক্লকে। ৬। অন্যের অনাক্রমণীয়। ৭। পুরুষশ্রেষ্ঠ। ৮। দুষ্ট পরামর্শে। ৯। বায়ু দ্বারা ভগ্ন। ১০। ইন্দ্রতুল্য। ১১। কুরুকুলের মুকুটস্বরূপ। ১২। অভিপ্রায়ে। ১৩। অগ্রবর্ত্তী।

১। কোন্ কোন্। ২। অন্ধকার। ৩। বিপক্ষ সৈন্য—শত্রুসেনা। ৪। বিনাশ। ৫। দুঃসাধ্য। ৬। কার্য্যকুশল। ৭। সেনাগণের যমস্বরূপ—সৈন্য বিনাশক। ৮। লজ্জাশীল। ৯। ভীষণ যোদ্ধা। ১০। শত্রুর মস্তকচ্ছেদনকর্ত্তা। ১১। বাণসমূহ। ১২। অন্যায়ভাবে। ১৩। নিকটে বিদ্যমান।

যিনি সংগ্রামকালে প্রতিনিয়ত মহাবল পরশুরামের সমক্ষেও স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতেন, যিনি পরশুরাম কর্ত্তৃক অপরাজিত ও ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রান্ত, সেই ভীষ্ম কি প্রকারে নিহত হইলেন, বল; আমরা তাঁহার মৃত্যুতে যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়াছি। আমাদের কোন্ সকল মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্মকে পরিত্যাগ করেন নাই? কোন্ সকল বীর দুর্য্যোধনের আদেশ অনুসারে ভীষ্মকে পরিবৃত[1] করিয়াছিলেন? শিখণ্ডী প্রভৃতি সকলে যখন ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিয়াছিল, তখন কৌরবগণ কি ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিয়াছিল? আমার হৃদয় প্রস্তরময় ও নিতান্ত কঠিন, তাহাতে সন্দেহ নাই; এই নিমিত্তই পুরুষোত্তম ভীষ্মের মৃত্যু শ্রবণ করিয়াও তাহা বিদীর্ণ হইতেছে না। যে দুর্দ্ধর্ষ পুরুষ অপ্রমেয় সত্ত্ব, মেধা, অস্ত্র ও নীতির আশ্রয়, তিনি আজ কি প্রকারে নিহত হইলেন? ভীষ্মরূপ সমুন্নত মহামেঘ, মৌর্ব্বী-গর্জ্জন, ধনুর্ধ্বনিরূপ[2] পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণের উপর বাণরূপ বারিধারা বর্ষণপূর্ব্বক দানবান্তকারী দেবরাজের ন্যায় অরাতিরথ[3] সমুদয় নিপাতিত করিয়াছেন। অস্ত্র-সকল সাগর, শরনিকর জলজন্তু, কার্ম্মুক-সকল ঊর্ম্মি, গদা ও খড়্গসকল মকর, গজ ও তুরঙ্গ আবর্ত্ত, পদাতিসকল মৎস্য, শঙ্খদুন্দুভিধ্বনিসকল তরঙ্গশব্দ; এই সাগরের ক্ষয় নাই; ইহাতে দ্বীপ নাই ও ভেলাও নাই; যে পরবীরবিনাশী[4] ভীষ্ম তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পদাতি ও রথ-সমুদয় এই দুষ্পার সাগরে নিমগ্ন করিয়া থাকেন, যাঁহার কোপ অনলের ন্যায় ও যাঁহার তেজে শত্রুগণ পরিতাপিত[5] হয়, বেলাভূমির সাগররোধের[6] ন্যায় কোন্ সকল বীর তাঁহাকে অবরুদ্ধ[7] করিয়াছিল?

শত্রুবিনাশন ভীষ্ম যখন দুর্য্যোধনের হিতার্থ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন কাহারা তাঁহার পুরোবর্ত্তী হইয়াছিল, কাহারা তাঁহার দক্ষিণ দিক্ রক্ষা করিয়াছিল, কাহারা দৃঢ়ব্রত হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠভাগে শত্রুগণকে নিবারণ করিয়াছিল, কাহারা তাঁহার অগ্রভাগে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল, কাহারা তাঁহার উত্তর-চক্রে[1] রক্ষা করিয়াছিল, কাহারা তাঁহার বামচক্রে অবস্থান করিয়া সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ করিয়াছিল, কাহারা অতি দুর্গম পুরোবর্ত্তী সৈন্যগণের পুরোভাগ রক্ষা করিয়াছিল, কাহারা অতি দুর্গতি ভোগ করিয়া পার্শ্বদেশ রক্ষা করিয়াছিল এবং কাহারাই বা সৈন্যদলে অবস্থান করিয়া পর-বীরগণের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিয়াছিল? হে সঞ্জয়! বীরগণ ভীষ্মকে কি প্রকারে রক্ষা করিয়াছিল এবং বীরগণই বা ভীষ্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া কি নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সৈন্যগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই? পাণ্ডবগণ কিরূপে হিরণ্যগর্ভসদৃশ[2] ভীষ্মকে প্রহার করিতে সমর্থ হইয়াছিল?

কৌরবগণ যে দ্বীপের[3] আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন, তাহার নিমজ্জনসংবাদ[4] কহিতেছ; আমার প্রচুর বলসম্পন্ন পুত্র যাঁহার বীর্য্য আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণকে গণনা করিত না, শত্রুগণ কি প্রকারে তাঁহার প্রাণসংহার করিল? পূর্ব্বে দেবগণ দানবসংহারসময়ে[5] যে মহারথ যুদ্ধদুর্ম্মদ ভীষ্মের সাহায্য আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, যে পুত্রের জন্মগ্রহণে ভুবনবিখ্যাত শান্তনু শোক, দৈন্য ও দুঃখ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তুমি কি প্রকারে কহিতেছ, সেই ভুবনবিখ্যাত, প্রধান আশ্রয়, প্রাজ্ঞ, স্বধর্ম্মনিরত, শৌচাচারপরায়ণ[6], বেদবেদাঙ্গের[7] তত্ত্বজ্ঞ ভীষ্ম প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন? সর্ব্বাস্ত্রে সুশিক্ষিত, শান্ত, দান্ত, মনস্বী শান্তনুনন্দন প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া বোধ হইতেছে যে, অবশিষ্ট সমুদয় বলও নিহত হইয়াছে। যখন পাণ্ডবগণ বৃদ্ধ গুরুকে বিনষ্ট করিয়া রাজ্য ইচ্ছা করিতেছে, তখন বোধ হয়, ধর্ম্ম অপেক্ষা অধর্ম্মের বলই অধিক। পূর্ব্বে সর্ব্বাস্ত্রবিৎ[8] পরশুরাম অম্বার নিমিত্ত সমরোদ্যত হইয়া যাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, পুরন্দরের সমকক্ষ ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য সেই ভীষ্মের মৃত্যুসংবাদ কহিতেছ; ইহা অপেক্ষা দুঃখের

১। বেষ্টন। ২। ধনুকের টঙ্কার শব্দরূপ। ৩। শত্রুর পক্ষে প্রধান যোদ্ধা। ৪। শত্রুপক্ষীয় বীরগণের বধকারী। ৫। পরিতাপ প্রাপ্ত। ৬। তীর অতিক্রম করিয়া উপরে জল উঠিতে বাধাদানের। ৭। রুদ্ধগতি—আটক।

১। অগ্রভাগ। ২। ব্রহ্মার তুল্য। ৩। দুর্গম সমুদ্ররূপ ভীষ্মের। ৪। জলমগ্ন হওয়ার কথা। ৫। দৈত্যবধকালে। ৬। পবিত্র আচারনিষ্ঠ। ৭। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদের এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষশাস্ত্রের। ৮। সমগ্র অস্ত্রে অভিজ্ঞ।

বিষয় আর কি আছে? যিনি পরবীরঘাতী[1] ক্ষত্রিয়ান্তকারী[2] জামদগ্ন্যের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করেন নাই, সেই মহাবুদ্ধি ভীষ্ম আজি শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইলেন! অতএব দ্রুপদনন্দন শিখণ্ডী তেজ, বীর্য্য ও বলে মহাবীর্য্য পরশুরাম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। শিখণ্ডী যখন সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত ভীষ্মকে সংহার করে, তখন কোন্ সকল বীর অনুগমন করিয়াছিল?

হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণের সহিত ভীষ্মের কি প্রকার যুদ্ধ হইয়াছিল, কীর্ত্তন কর। আজি আমার পুত্রের সেনা অনাথা যোষার ন্যায়, গোপহীন গোকুলের[3] ন্যায় সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দেখ, সমরকালে সমুদয় লোকের পৌরুষ[4] যাঁহার উপর নির্ভর করে, সেই ভীষ্ম পরলোকগত হওয়াতে আমাদের মন কি প্রকার হইয়াছে! আর তিনি জীবিত থাকিতেই বা আমাদের কিরূপ সামর্থ্য ছিল! অগাধ সলিলে[5] নৌকা মগ্ন হইলে যেরূপ দুঃখ হয়, বোধ করি আমার পুত্রগণ মহাবীর্য্য ভীষ্মকে নিহত দেখিয়া সেইরূপ শোকাকুল হইতেছে। পুরুষোত্তম ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া যখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন উহা পাষাণময়, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহাতে অস্ত্র, ও নীতি ও মেধা অপ্রমেয়, আজি সেই ভীষ্ম রণক্ষেত্রে কিরূপে বিনষ্ট হইলেন? যখন শান্তনুতনয় ভীষ্ম কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন, তখন কালই মহাবীর্য্যসম্পন্ন ও সকল লোকের দুরতিক্রমণীয়! কেহই অস্ত্র, শৌর্য্য, তপ, মেধা, ধৃতি বা ত্যাগ দ্বারা মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে না; আমি পুত্রশোকে অভিভূত হইলেও দুঃখ চিন্তা না করিয়া ভীষ্ম হইতে পরিত্রাণ প্রত্যাশা করিয়াছিলাম।

হে সঞ্জয়! যখন দুর্য্যোধন ভীষ্মকে আদিত্যের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইতে দেখিলেন, তখন তিনি কিরূপ হইয়াছিলেন? আমি চিন্তা করিয়া দেখিতেছি যে, আত্মীয় ও পরকীয়[6] মহীপালগণের সৈন্য কিঞ্চিন্মাত্রও অবশিষ্ট থাকিবে না। ঋষিগণ অতি নিদারুণ ক্ষাত্রধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়াছেন, তন্নিমিত্তই[7] পাণ্ডবগণ ভীষ্মকে নিহত করিয়া রাজ্যাভিলাষ করিতেছেন; অথবা আমরাই তাঁহাকে নিপাতিত করিয়া রাজ্যলাভে ইচ্ছা করিতেছি। ক্ষাত্রধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণের কিছুমাত্র অপরাধ নাই; সাতিশয় কষ্টজনক আপৎকাল উপস্থিত হইলে আর্য্যগণের ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য।

হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ কি প্রকারে সেই মহাবলপরাক্রান্ত অপরাজিত[1] ভীষ্মকে প্রতিরুদ্ধ[2] করিয়াছিল, সেনা-সকল কি প্রকারে সংযোজিত[3] হইয়াছিল, মহাত্মাগণ[4] কি প্রকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কুরুকুলপিতামহ ভীষ্ম শত্রুহস্তে কি প্রকারে বিনাশিত হইলেন, তিনি নিহত হইলে দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও শাঠ্যপরায়ণ[5] দুঃশাসন কি কহিয়াছিল, যুদ্ধবিশারদ দুরাত্মা ধূর্ত্তগণ নর, বারণ[6] ও বাজি[7]গণের শরীরে আস্তীর্ণ[8], শর, শক্তি, মহাখড়্গ ও তোমরসঙ্কুল অতি ভীষণ সংগ্রামসভায়[9] প্রবেশ করিলে ভীষ্ম ভিন্ন আর কোন্ যোদ্ধারা সেই যুদ্ধরূপ প্রাণদ্যূতে[10] ক্রীড়া করিয়া থাকে এবং শরবিদ্ধ, নিপাতিত ও পরাজিত হইয়াও জয়যুক্ত হয়, বল! সংগ্রামভূষণ[11] ভীষণকর্ম্মা ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার আর শান্তি নাই। আমার হৃদয়ে পুত্রবিয়োগজনিত[12] যে শোকানল সমুত্থিত হইয়াছে, তুমি যেন তাহা ঘৃত দ্বারা উদ্দীপিত করিতেছ। সকললোকবিখ্যাত[13] যে পুরুষ মহদ্ভার[14] গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমার পুত্রগণ তাঁহাকে নিহত দেখিয়া যে প্রকার পরিতাপ করিতেছে, তাহা শ্রবণ করিব। অতএব সেই সংগ্রামে যাহা কিছু ঘটনা হইয়াছে, তৎসমুদয় বর্ণন কর। দুরাত্মা দুর্য্যোধনের বুদ্ধিতে নীতিযুক্ত বা নীতি-বহির্ভূত যাহা যাহা ঘটিয়াছে, জয়লাভসমুৎসুক[15] কৃতাস্ত্র ভীষ্ম সকল তেজোযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন, কুরু ও পাণ্ডবসৈন্যের যে ব্যক্তি যে সময়ে যাহার সহিত যে প্রকারে সংগ্রাম করিয়াছে, তৎসমুদয় নিঃশেষে কীর্ত্তন কর।"

১। শত্রুপক্ষীয় বীরনিহন্তা। ২। ক্ষত্রিয়গণের নিঃশেষে সংহারক। ৩। গোপগণের। ৪। পুরুষত্ব। ৫। গভীর জলে। ৬। পরপক্ষীয়। ৭। সেই জন্যই।

১। অজেয়। ২। নিবারিত। ৩। বিন্যস্ত। ৪। প্রবীণ বীরগণ। ৫। শঠতায় অভ্যস্ত। ৬। হস্তী। ৭। অশ্ব। ৮। বাহনার্থ সজ্জিত। ৯। যুদ্ধক্ষেত্রে। ১০। প্রাণপণে—জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া। ১১। যুদ্ধপ্রিয়—যুদ্ধনিপুণ। ১২। পুত্রবিয়োগ তুল্য। ১৩। সমস্ত লোকে প্রসিদ্ধ। ১৪। গুরুভার। ১৫। জয়লাভে উন্মুখ।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সঞ্জয়কর্ত্তৃক যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণন

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যে প্রশ্ন করিতেছেন, ইহা আপনার উপযুক্ত বটে, কিন্তু দুর্য্যোধনে দোষারোপ করা আপনার উচিত নয়; যে মনুষ্য আপনার দুশ্চরিত্র-নিবন্ধন[১] অশুভ ভোগ করে, অন্যের প্রতি সেই পাপের আশঙ্কা করা তাহার কর্ত্তব্য নহে। হে রাজন্! যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার নিন্দনীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে সকল লোকের বধ্য হয়। পাণ্ডব ও তাঁহাদের অমাত্যগণ আপনাদিগের অনুষ্ঠিত শঠতা বিলক্ষণ অনুভব করিয়াও কেবল আপনার মুখাপেক্ষায় অরণ্যমধ্যে দীর্ঘকাল উহা সহ্য করিয়াছেন।

মহারাজ! আমি প্রত্যক্ষ ও যোগবলে তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও অমিততেজাঃ ভূপতিগণের যাহা কিছু দর্শন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন; শোকে মনোনিবেশ করিবেন না, এক্ষণে যেরূপ ঘটিতেছে, তাহা পূর্ব্বেই দর্শন করিয়াছি। অতএব যাঁহার প্রসাদে আমি দিব্য জ্ঞান[২], অতীন্দ্রিয়[৩] দৃষ্টি, দূর হইতে শ্রবণ, পরচিত্ত-বিজ্ঞান[৪] উৎকৃষ্ট আকাশগতি, শাস্ত্রবহিষ্কৃত[৫] ব্যক্তি-দিগের উৎপত্তির কারণজ্ঞান, অতীত ও অনাগত[৬] বৃত্তান্তের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি এবং যে মহাত্মার বরদানে অস্ত্রসমূহের অস্পৃশ্য[৭] হইয়াছি, এক্ষণে আপনার পিতা সেই ধীমান্ পরাশরনন্দনকে নমস্কার করিয়া ভরতগণের সেই অদ্ভুত লোমহর্ষণ বিচিত্র যুদ্ধ সবিস্তারে[৮] কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

সেই সমুদয় সেনা বিধানানুসারে ব্যূহিত[৯] ও সযত্ন[১০] হইলে দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে কহিলেন, 'হে দুঃশাসন! তুমি শীঘ্র ভীষ্মের রক্ষাকারী রথসকল যোজনা করিতে ও সেনাগণকে সজ্জীভূত হইতে আদেশ কর। চিরাকাঙ্ক্ষিত সসৈন্য পাণ্ডব ও কৌরবগণের সমাগম[১১] সমুপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে ভীষ্মকে রক্ষা করা ব্যতিরেকে আর কার্য্য নাই; তিনি রক্ষিত হইলে পাণ্ডব, সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে সংহার করিবেন। সেই বিশুদ্ধাত্মা কহিয়াছেন যে, "আমি শিখণ্ডীকে বধ করিব না; শুনিয়াছি, শিখণ্ডী পূর্ব্বে স্ত্রী ছিল; অতএব সংগ্রামকালে আমি উহাকে পরিত্যাগ করিব।" সেই নিমিত্ত আমার মতে আমার পক্ষের সমুদয় বীর ভীষ্মকে বিশেষরূপে রক্ষা ও শিখণ্ডীর প্রাণসংহারে যত্নবান্ হউক এবং সর্ব্বাস্ত্র-কুশল প্রাচ্য[১], প্রতীচ্য[২], দাক্ষিণাত্য[৩] ও উদীচ্য[৪]-গণও পিতামহকে রক্ষা করুক; অরক্ষিত হইলে মহাবল সিংহও শৃগাল কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়; আমরা যেন সিংহরূপ ভীষ্মকে শৃগালরূপ শিখণ্ডীর হস্তে নিপাতিত না করি। হে দুঃশাসন! যুধামন্যু বামচক্রে ও উত্তমৌজা দক্ষিণচক্রে অবস্থান করিয়া অর্জ্জুনকে রক্ষা করিতেছে; আবার অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে রক্ষা করিতেছে, এইরূপ সুরক্ষিত ও ভীষ্মের পরিহার্য্য শিখণ্ডী যাহাতে ভীষ্মকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ না হয়, তাহাই কর'।"

ষোড়শ অধ্যায়

উভয়পক্ষের যুদ্ধসজ্জা

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! রজনী প্রভাত হইলে ভূপালগণের 'সাজ সাজ' শব্দে, শঙ্খ ও দুন্দুভির বাদ্যে, সেনাগণের সিংহনাদে, তুরঙ্গের হ্রেষারবে, রথনেমির ঘর্ঘর ঘোষে, মাতঙ্গের বৃংহিতে ও যোদ্ধাগণের বাহ্বাস্ফোটন[৫]শব্দে দশদিক্ আকুলিত হইয়া উঠিল। সূর্য্যোদয়ানন্তর উভয় পক্ষের সৈন্যগণ, দুর্দ্ধর্ষ অস্ত্র, শস্ত্র ও কবচ-সকল নয়ন-গোচর হইতে লাগিল। সুবর্ণমণ্ডিত হস্তি-সকল চপলাসনাথ[৬] জলধরের ন্যায়, সৈন্যগণ-পরিবৃত রথনিকর নানাবিধ নগরের ন্যায় ও পিতামহ ভীষ্ম পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, দেখিলাম। অনন্তর শরাসন, ঋষ্টি, খড়্গ, গদা, শক্তি, তোমর ও অন্যান্য শুভ্রবর্ণ প্রহরণ[৭]সমূহে শোভিত যোদ্ধা-সকল শত সহস্র গজ, পদাতি, রথী ও তুরঙ্গ বাগুরাকারে[৮] অবস্থান করিতেছে; উভয় পক্ষের

১। দুষ্টস্বভাব জন্ত। ২। দৈবলব্ধ বোধশক্তি। ৩। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অতীত। ৪। অন্যের মনোগত বিষয়ের বোধ। ৫। শাস্ত্র উল্লঙ্ঘনকারী। ৬। ভবিষ্যৎ। ৭। অবধ্য। ৮। সবিস্তর —বিস্তারপূর্ব্বক। ৯। যুদ্ধনীতি অনুযায়ী ব্যূহরচনায় রক্ষিত। ১০। যুদ্ধার্থ যত্নবান্। ১১। যুদ্ধের জন্ত উপস্থিত হইবার সময়।

১—৪। পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দেশীয়। ৫। স্পর্দ্ধা-পূর্ব্বক বাহুর উপর সশব্দ করতলের আঘাত। ৬। সবিদ্যুৎ। ৭। অস্ত্রশস্ত্র। ৮। জালের মত—যেন বিপক্ষেরা সেই সৈন্যরূপ পাশে আবদ্ধ হয়—এইরূপ ভাবে।

নানাবিধ দীপ্তিমান্ ধ্বজদণ্ড-সকল সমুত্থিত হইয়াছে; কাঞ্চন-মণিভূষিত সহস্র সহস্র ধ্বজপট-সকল জ্বলন্ত অনলের ন্যায়, অমরাবতীস্থ শুভ্রবর্ণ ইন্দ্রপতাকার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে; সমরাভিলাষী সন্নদ্ধ[১] বীরপুরুষেরা সমুৎসুকচিত্তে ঐ সকল পতাকা নিরীক্ষণ করিতেছেন। ঋষভাক্ষ[২] প্রধান যোদ্ধারা বিচিত্র কবচ, আয়ুধ, তল[৩] ও তূণীর ধারণ করিয়া সেনামুখে[৪] শোভা পাইতেছেন। সুবলনন্দন শকুনি, শল্য, অবন্তিরাজ, বিন্দ, অনুবিন্দ, কেকয়গণ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, কলিঙ্গরাজ, শ্রুতায়ুধ, রাজা জয়ৎসেন, বৃহদ্বল, কৌরব, সাত্বত, কৃতবর্ম্মা ও দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী অন্যান্য রাজা ও রাজপুত্রগণ স্ব স্ব সৈন্যে অবস্থান করিতেছেন; এই সকল অক্ষৌহিণীপতি মহারথগণ কৃষ্ণাজিন পরিধানপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের নিমিত্ত হৃষ্টচিত্তে ব্রহ্মলোকগমনে[৫] দীক্ষিত হইয়া দশ অক্ষৌহিণী পরিগ্রহ করিয়াছেন। সেনাপতি ভীষ্ম এক অক্ষৌহিণী মহাসেনা সমভিব্যাহারে সকলের অগ্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; তিনি শ্বেত উষ্ণীষ, শ্বেত ছত্র ও শ্বেত কবচ ধারণ করিয়া সমুদিত চন্দ্রের ন্যায় শোভামান হইলেন। কুরু ও পাণ্ডব রজতময়[৬] রথে অবস্থিত হেমনির্ম্মিত তাল-ধ্বজশোভিত[৭] ভীষ্মকে শ্বেতমেঘ-সমারূঢ় শীতাংশুর[৮] ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন; যেমন ক্ষুদ্র মৃগগণ জৃম্ভমাণ[৯] মহাসিংহকে সন্দর্শন করিয়া ভীত হয়, সেইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সৃঞ্জয়গণ ভীষ্মকে অবলোকন করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। আপনার এই শোভাশালী একাদশ ও পাণ্ডবগণের মহাপুরুষ পালিত[১০] সপ্ত অক্ষৌহিণী উন্মত্তমকরাবর্ত্তযুক্ত[১১], মহাগ্রহ[১২]-সমাকুল, যুগান্তকালীন সমবেত সাগরদ্বয়ের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। মহারাজ! যেরূপ কৌরবগণের সৈন্য-সকল একত্র সমবেত হইয়াছে, আমি ঈদৃশ সৈন্যসমবায়[১৩] কখন নয়ন বা শ্রবণগোচর করি নাই।"

১। উভয়ের সহিত সজ্জিত। ২। বৃষভনেত্র। ৩। দস্তানা। ৪। রণক্ষেত্রে—সৈন্যগণের সম্মুখে। ৫। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে যুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গযাত্রায়। ৬। রৌপ্যনির্ম্মিত। ৭। তালতরু পরিমাণ উচ্চ সুবর্ণধ্বজে শোভিত। ৮। শুভ্র মেঘমধ্যস্থ চন্দ্রের। ৯। হাইতোলার বিস্তৃত বদন। ১০। রণনিপুণ বীর দ্বারা চালিত। ১১। মত্ত মকরাকীর্ণ জলঘূর্ণীযুক্ত। ১২। ভীষণ কুম্ভীর। ১৩। সেনানিবেশ—সৈন্যসজ্জা।

সপ্তদশ অধ্যায়

বিঘ্ন সূচনা—কর্ণের ভীষ্ম-ঈর্ষা

"মহারাজ! ভগবান্ বেদব্যাস যে প্রকার কহিয়াছিলেন, ভূপালগণ সেই প্রকার একত্র হইয়া আগমন করিয়াছিলেন। ঐ দিন চন্দ্রমা মঘানক্ষত্রে[১] গমন করিয়াছিলেন। দীপ্যমান সপ্ত[২] মহাগ্রহ আকাশে[৩] পতিত হইয়াছিল এবং প্রজ্বলিত শিখাসমুপেত দিবাকর যেন দ্বিধাভূত[৪] হইয়া সমুদিত হইয়াছিলেন। মাংসশোণিতভোজী গোমায়ু ও বায়সগণ শরীর-ভক্ষণে লোলুপ হইয়া প্রদীপ্ত দিগ্বিভাগে[৫] শব্দ করিতে লাগিল। কুরুপিতামহ ভীষ্ম ও অরিনিসূদন দ্রোণ প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক সংযত হইয়া 'পাণ্ডবগণের জয় হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন এবং আপনার নিমিত্ত যে প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তদনুসারে যুদ্ধ করিয়া থাকেন।

ভীষ্ম প্রথমে সমুদয় মহীপালগণকে আনয়ন করিয়া কহিলেন, 'হে ক্ষত্রিয়গণ! সংগ্রামই স্বর্গ-গমনের অনাবৃত[৬] দ্বার; এই দ্বার আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রলোক ও ব্রহ্মলোকে গমন কর। নাভাগ, যযাতি, মান্ধাতা নহুষ ও নৃগ ঈদৃশ কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া পরমস্থানে গমন করিয়াছেন। ব্যাধি দ্বারা গৃহে প্রাণত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধর্ম্ম; শস্ত্র দ্বারা মৃত্যুই তাহাদিগের সনাতন ধর্ম্ম।'

মহীপালগণ ভীষ্মের বাক্যাবসানে রথারোহণ করিয়া স্ব স্ব সৈন্যসমভিব্যাহারে গমন করিলেন। কিন্তু হে নৃপ! বিকর্ত্তননন্দন কর্ণ তাঁহার অমাত্য ও বন্ধুগণকে ভীষ্মনিমিত্ত অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করাইলেন। কর্ণ ব্যতীত অন্যান্য ভূপাল ও আপনার পুত্রগণ সিংহনাদে দশদিক্ মুখরিত[৭] করিতে লাগিলেন; সৈন্য-সকল শ্বেতচ্ছত্র, পতাকা, ধ্বজ, গজ, বাজী, রথ ও পদাতি দ্বারা সাতিশয় শোভমান হইতে লাগিল। ভেরী, পণব, দুন্দুভি ও রথনেমির নিনাদে মেদিনীমণ্ডল

১। মঘা নক্ষত্রের অধিপতি পিতৃগণ; মৃত পিতৃগণের বাসস্থান চন্দ্রলোকে। চন্দ্রের মঘামিলন দিনে যুদ্ধারম্ভে ইহাই সূচিত হয় যে, বীরগণের পিতৃলোকে গতি হইবে—যুদ্ধে মৃত্যু ঘটিবে। ২—৩। গ্রহলোক হইতে অন্তরীক্ষে সাতটি মহাগ্রহ খলিত হইয়াছিল। রাহু ও কেতু দুইটি উপগ্রহ, মূল গ্রহ রবি আদি সপ্ত; উক্ত দুইটি উপগ্রহ লইয়া নবগ্রহ সংজ্ঞা। ৪। দুই ভাগে বিভক্ত—দুইটি সূর্য্য। ৫। চতুর্দ্দিকে। ৬। খোলা। ৭। ধ্বনিত।

আকুলিত হইয়া উঠিল। মহারথগণ কাঞ্চনময় অঙ্গদ ও কেয়ূর দ্বারা অগ্নিমান্[1] পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। বিমল আদিত্যসদৃশ কুরুচমূপতি[2] পিতামহ ভীষ্ম পঞ্চতারামণ্ডিত[3] তালকেতু[4] দ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন। আপনার মহাধনুর্দ্ধর ভূপালগণ ভীষ্মের চতুর্দ্দিকে যথাস্থানে অবস্থান করিলেন। গোবাসন-দেশীয় রাজা শৈব্য পতাকা-শোভিত করিরাজে আরোহণ করিয়া রাজগণ-সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। পদ্মবর্ণ অশ্বত্থামা সিংহলাঙ্গুলকেতু[5] রথে আরোহণপূর্ব্বক সকলের অগ্রসর হইয়া গমন করিলেন; শ্রুতায়ুধ, চিত্রসেন, পুরুমিত্র, বিবিংশতি, শল্য-ভূরিশ্রবা ও বিকর্ণ, এই সাত মহাধনুর্দ্ধর উৎকৃষ্ট বর্ম্ম ধারণ ও রথে আরোহণ করিয়া অশ্বত্থামার অনুসরণক্রমে ভীষ্মের পুরোবর্ত্তী হইলেন। তাঁহাদিগের অত্যুন্নত সুবর্ণময় ধ্বজসকল রথসমূহ অলঙ্কৃত করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। আচার্য্যপ্রধান দ্রোণের ধ্বজ, সুবর্ণময় বেদী ও কমণ্ডলুভূষিত এবং শরাসনযুক্ত পরিদৃশ্যমান হইল। অনেক শত-সহস্র সেনাসমবেত দুর্য্যোধনের মণিময় ধ্বজ নাগচিহ্নে[6] শোভিত হইতে লাগিল। কলিঙ্গদেশবাসী, পৌরব, কাম্বোজ ও সুদক্ষিণগণ এবং ক্ষেমধন্বা ও শল্য দুর্য্যোধনের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মগধরাজ বৃষভ-ধ্বজভূষিত মহামূল্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক শারদ-মেঘসদৃশ[7] পূর্ব্বদেশীয় সেনাগণের অগ্রগ[8] হইয়া শত্রুসমূহের অভিমুখে গমন করিলেন; অঙ্গপতি বৃষকেতু ও মহানুভব কৃপাচার্য্য সেই সৈন্যগণের রক্ষা করিতে লাগিলেন। অতি যশস্বী জয়দ্রথ রজতময় বরাহকেতু[9] দ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন; শত সহস্র রথ, অষ্ট সহস্র হস্তী ও ছয় অযুত অশ্বারোহী তাঁহার বশবর্ত্তী ছিল; তিনি অগ্রে অবস্থানপূর্ব্বক অনন্ত-রথনাগাশ্বসঙ্কুল[10] মহৎ সৈন্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। কলিঙ্গরাজ ষষ্টি সহস্র রথ এবং যন্ত্র, তোমর, তূণীর ও পতাকা-পরিশোভিত পর্ব্বতসঙ্কাশ অযুত নাগ, পাবকধ্বজ, শ্বেতচ্ছত্র উরোভূষণ[11], চামর ও ব্যজনে শোভমান হইয়া গমন করিলেন। মহাবীর কেতুমান্ বিচিত্র অঙ্কুশযুক্ত মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া মেঘারূঢ় ভানুমানের[1] ন্যায় তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। তেজস্বী ভগদত্তও মেঘরাজের ন্যায় সেই হস্তীতে আরোহণ করিলে তাঁহার সদৃশ ও কেতুমানের সমকক্ষ বিন্দ ও অনুবিন্দ গজস্কন্ধে সমারূঢ় হইলেন। আচার্য্য দ্রোণ, পিতামহ ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, বাহ্লীক ও কৃপাচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত ব্যূহ হস্তিরূপ অঙ্গ, ভূপালরূপ মস্তক ও অশ্বরূপ পক্ষে সুশোভিত হইয়া যেন হাস্য করিতে করিতে গমন করিতে[2] লাগিল।"

১। আগ্নেয়—প্রজ্বলিত অগ্নিযুক্ত। ২। কুরুসেনাপতি। ৩। পাঁচটি তারকাচিহ্নিত। ৪। পতাকাযুক্ত তালপ্রমাণ তরুর ন্যায় উচ্চ ধ্বজ। ৫। সিংহপুচ্ছে চিহ্নিত পতাকাযুক্ত। ৬। হস্তিচিহ্নে। ৭। শরৎকালের মেঘতুল্য। ৮। অগ্রগামী। ৯। শূকরচিহ্ন। ১০। অগণিত রথ, গজ ও অশ্বগণযুক্ত। ১১। বক্ষের অলঙ্কার।

১। সূর্য্যের। ২। পাখীর ন্যায় ঊর্দ্ধে উৎপতিত হইতে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

মুখ্যসেনাসজ্জা—ভীষ্মের পৃষ্ঠরক্ষা

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! মুহূর্ত্তকাল পরেই হৃদয়কম্পন[3] তুমুল শব্দ শ্রবণগোচর হইতে লাগিল; ক্ষণমাত্রেই শঙ্খ ও দুন্দুভির বাদ্য, মাতঙ্গের বৃংহিত, তুরঙ্গের হ্রেষিত, যুদ্ধার্থিগণের গর্জ্জিত, রথনেমির ঘর্ঘর-ঘোষে যেন ধরামণ্ডল বিদীর্ণ ও নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। উভয় পক্ষেরই সৈন্যগণ পরস্পর সমাগমে কম্পমান হইতে লাগিল। দেখিলাম, হিরণ্যভূষিত নাগ ও রথ-সকল চপলাবিলসিত[4] জলদজালের[5] ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। স্বীয় ও পরকীয়গণের কাঞ্চনময় অঙ্গদ-শোভিত জ্বলিতানলসদৃশ বহুবিধ ধ্বজ মহেন্দ্র-গৃহনিবেশিত[6] শুভ্র মহেন্দ্রকেতুর ন্যায় শোভমান হইল, বীরগণ অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন কবচে বিভূষিত হইয়া অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান হইলেন। কুরুযোদ্ধাগণ বিচিত্র আয়ুধ, কার্ম্মুক ও মৌর্ব্বীত্রাণ[7] ধারণ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ঋষভাক্ষগণ সেনামুখে গমন করিয়া সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। আপনার পুত্র দুর্ব্বিষহ, দুঃশাসন, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, বিবিংশতি, চিত্রসেন ও বিকর্ণ আর সত্যব্রত, পুরুমিত্র, জয়, ভূরিশ্রবা, শল ও তাঁহাদিগের অনুযায়ী বিংশতি সহস্র রথ ভীষ্মের পৃষ্ঠগোপ্তা[8] হইল; অভীষাহ, শূর, সেন, শিবি, শাল্ব, বসাতি, মৎস্য, অম্বষ্ঠ,

৩। হৃৎকম্পকারী। ৪। বিদ্যুৎযুক্ত। ৫। মেঘের। ৬। ইন্দ্রপুরে প্রতিষ্ঠিত। ৭। দস্তানা। ৮। পৃষ্ঠরক্ষক।

ত্রিগর্ত্ত, কৈকেয়, সৌবীর, কৈতব এবং পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ এই দ্বাদশ জনপদের বীরগণ জীবিতাশা পরিত্যাগ করিয়া রথপরম্পরায় পিতামহ ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন; মাগধ-ভূপতি দশ সহস্র তরস্বী কুঞ্জরসৈন্য লইয়া ভীষ্মের সমীপবর্ত্তী হইলেন; সেই সৈন্যের মধ্যে যষ্টি লক্ষ ব্যক্তি রথ-সমূহের চক্র ও হস্তিগণের পাদরক্ষা করিতে লাগিল এবং লক্ষ লক্ষ পদাতিক ধনু, চর্ম্ম, অসি, নখর[১] ও প্রাস হস্তে করিয়া অগ্রে গমন করিল। হে রাজন্! আপনার পুত্রের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যমুনা সহ সঙ্গত জাহ্নবীর ন্যায় নয়নগোচর হইতে লাগিল।"

ঊনবিংশতিতম অধ্যায়

পাণ্ডবপক্ষের সৈন্যসজ্জা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! এই একাদশ অক্ষৌহিণী ব্যূহিত হইয়াছে দেখিয়াও মানুষ, দৈব, গান্ধর্ব্ব ও আসুর ব্যূহবেত্তা যুধিষ্ঠির কি প্রকারে অল্পসৈন্য লইয়া ভীষ্মের বিপক্ষে ব্যূহরচনা করিলেন?"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে নরনাথ! ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির রাজা দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে ব্যূহিত দেখিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! বৃহস্পতি কহিয়াছেন, শত্রুসৈন্য অপেক্ষা আপনার সৈন্য অল্প হইলে তাহাদিগকে বিস্তারিত ও অধিক হইলে তাহাদিগকে সংহত করিয়া সংগ্রাম করিবে। অধিক সৈন্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হইলে অল্পসৈন্যদিগকে সূচীমুখাকারে[২] সন্নিবেশিত করিবে। আমাদিগের সৈন্য শত্রু অপেক্ষাও অল্প; অতএব বৃহস্পতির বাক্যানুসারে ব্যূহ রচনা কর।'

ধনঞ্জয় কহিলেন, 'মহারাজ! আপনার নিমিত্ত বজ্রপাণি-শিক্ষিত বজ্রাখ্য[৩] নামে অচল[৪] ও দুর্জ্জয় ব্যূহ রচনা করিতেছি। যিনি সমরে সমীরণের ন্যায় শত্রুগণের দুঃসহ, যুদ্ধোপায়বিচক্ষণ[১] যোদ্ধাদিগের অগ্রগণ্য, সেই ভীমসেন আমাদের অগ্রযোদ্ধা[২] হইয়া রিপুসৈন্যের তেজোরাশি বিনাশিত করিবেন। যেমন হীনবল মৃগ সকল সিংহ-সন্দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া নিবৃত্ত হইবে। যেমন দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তদ্রূপ আমরা সেই প্রাকার[৩]স্বরূপ যোধপ্রধান ভীমসেনকে আশ্রয় করিব। এই ভূমণ্ডলে এমন পুরুষ নাই যে, ভীমকর্ম্মা ভীমসেন রোষাবিষ্ট হইলে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয়।'

মহাবাহু ধনঞ্জয় এই কথা কহিয়া সৈন্যগণকে যথোক্ত প্রকারে ব্যূহিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। পরিপূর্ণ ও স্তিমিত[৪] ভাগীরথীর ন্যায় পাণ্ডবগণের মহতী সেনা কৌরবগণকে আগমন করিতে দেখিয়া মন্দ মন্দ গমন করিতে আরম্ভ করিল। যিনি বজ্রসারময়ী[৫] গদা গ্রহণ করিয়া মহাবেগে বিচরণ করিলে সমুদ্রও শুষ্ক হইয়া যায়, সেই ভীমসেন সেনাগণের অগ্রনেতা[৬] হইলেন এবং মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব ও রাজা ধৃষ্টকেতু ইঁহারাও অগ্রনেতা হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। বিরাট এবং অক্ষৌহিণীপরিবৃত রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার ভ্রাতা ও পুত্রগণ-সমভিব্যাহারে পৃষ্ঠগোপ্তা হইলেন। মহাদ্যুতি নকুল ও সহদেব ভীমসেনের চক্ররক্ষক[৭] হইলেন; অভিমন্যু ও দ্রৌপদেয়গণ তাঁহার পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভদ্রকগণ-সমভিব্যাহারে তাহাদিগের সকলকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত শিখণ্ডী ভীষ্মবধের নিমিত্ত সাতিশয় যত্নবান্ হইয়া তাঁহাদিগের পশ্চাৎ গমন করিলেন। মহাবল যুযুধান অর্জ্জুনের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন, পাঞ্চালনন্দন যুধামন্যু ও উত্তমৌজা এবং কৈকেয়, ধৃষ্টকেতু ও মহাবীর চেকিতান অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে তাঁহার চক্ররক্ষক হইলেন। ইঁহারা সকলেই আপনার সৈন্যগণকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! মহাবীর অর্জ্জুন, 'ঐ সকল ব্যক্তি ধৃতরাষ্ট্রের দায়াদ, উঁহারা আপনার অংশে

১। তীক্ষ্ণ নখাগ্রসদৃশ শর। ২। ইহার নাম সূচীব্যূহ। যে স্থলে বিপক্ষ সৈন্য অধিক তথায় এইরূপ কর্ত্তব্য। এই ব্যূহে পিপীলিকা-পংক্তির ন্যায় অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগ সংহত অর্থাৎ সম্মিলিত করিয়া সেনা-সংস্থান করিতে হয়। সম্মুখ ভাগে বিপক্ষ সৈন্য প্রবল হইলে এইরূপ ব্যূহরচনা করা উচিত। ৩। ইহার নাম 'বজ্র' ব্যূহ। কখনও সূচীব্যূহের ন্যায় সৈন্যগণকে সংহত করিতে হয়, কখনও বিপক্ষের সমক্ষে যাহাতে বেশী বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ ভাবে ছড়াইয়া সাজাইতে হয়, এবং প্রয়োজনবশে কখনও সূচীব্যূহের মত সৈন্য সাজাইতে হয়। বজ্রব্যূহে এই তিন প্রকার রচনা-রীতি অবলম্বনীয়। ৪। অটুট।

১। যুদ্ধকৌশলে অভিজ্ঞ। ২। সমরে সম্মুখবর্ত্তী। ৩। প্রাচীর—আবরণ। ৪। চাঞ্চল্যরহিত—স্থির। ৫। বজ্রবৎ দৃঢ়। ৬। অগ্রণী—প্রধান পরিচালক। ৭। সৈন্যের চারিদিকের রক্ষক।

রহিল', ইহা ভীমসেনকে কহিলে পর পাণ্ডবসৈন্যসকল অনুকূল-বাক্যে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিল।

রাজা যুধিষ্ঠির সচল অচলের ন্যায় বৃহত্তর মত্ত মাতঙ্গ-সমূহ সহকারে মধ্যম-সৈন্যে[১] অবস্থান করিলেন। মহানুভব পাঞ্চালনন্দন যজ্ঞসেন অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের নিমিত্ত পরাক্রান্ত বিরাটের অনুবর্ত্তী হইলেন; তাঁহাদিগের রথে আদিত্য ও চন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, স্বর্ণভূষিত, নানা চিহ্নশালী ধ্বজ-সকল শোভা পাইতে লাগিল। তৎপরে মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদিগকে উৎসারিত করিয়া[২] সভ্রাতৃক সপুত্র যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের রথে একমাত্র কপিধ্বজ কৌরব ও পাণ্ডবগণের অন্যান্য সমুদয় ধ্বজ অতিক্রম করিয়া শোভমান হইল। বহু সহস্র পদাতিক ভীমসেনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অসি, শক্তি ও ঋষ্টি হস্তে করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। মদস্রাবী, মহাবল, হেমজালজড়িত[৩] পদ্মগন্ধী[৪], দশ সহস্র বারণ[৫] বর্ষণকারী মেঘ ও গমনশীল ভূধরের ন্যায় রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুবর্ত্তী হইল।

মনস্বী ভীমসেন পরিঘোপম[৬] ভীষণ গদা গ্রহণ করিয়া মহাসৈন্য আকর্ষণপূর্ব্বক বিপক্ষসৈন্যের প্রতি গমনোন্মুখ হইলেন; তখন কোন যোদ্ধারই সাধ্য নাই যে, নিকটে গিয়া দিবাকরের ন্যায় দুষ্প্রেক্ষণীয়[৭] পরন্তপ ভীমসেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। যে ব্যূহে ভয়ের লেশ নাই, সকল দিকেই যাহার মুখ, চাপরূপ বিদ্যুৎ যাহার ধ্বজ, যাহা অতি ভীষণ ও মানবগণের অজেয়, গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন এবং অন্যান্য পাণ্ডবগণ কৌরবসেনার বিপক্ষে সেই বজ্রাখ্য ব্যূহ রচনা করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সূর্য্যোদয় হইলে সৈন্যগণ সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিল। আকাশে মেঘের লেশ নাই; তথাপি গর্জ্জনশীল সমীরণ জলবিন্দু সহকারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রবল বায়ু কর্কর বর্ষণপূর্ব্বক ধূলিপটল উৎক্ষিপ্ত করিল। সমুদয় জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। অতি বৃহৎ উল্কা পূর্ব্বাভিমুখে নিপতিত হইয়া সূর্য্যের প্রতি আস্ফালন করিয়া[৮] মহাশব্দে বিদীর্ণ হইয়া গেল।

১। মধ্যভাগস্থিত সৈন্যের রক্ষকরূপে। ২। সরাইয়া দিয়া। ৩। স্বর্ণনির্ম্মিত পৃষ্ঠাবরণবস্ত্রে আবৃত। ৪। পদ্মতুল্য সুগন্ধ। ৫। হস্তী। ৬। দীর্ঘ মুষলতুল্য। ৭। দুর্দ্দর্শ—অতি কষ্টে দর্শনযোগ্য। ৮। স্পর্দ্ধা করিয়া—আপন তেজের আধিক্য দেখাইয়া।

সৈন্যগণ সুসজ্জিত হইলে দিবাকর প্রভাশূন্য হইলেন; পৃথিবী ঘোরশব্দে কম্পিত ও বিশীর্ণ হইতে লাগিল; চতুর্দ্দিকে ভূরি ভূরি নির্ঘাত-শব্দ সমুৎপন্ন হইল এবং এরূপ দুর্ব্বিষহ ধূলিপটল প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠিল যে, আর কিছুই নয়নগোচর হইল না। কিঙ্কিণীজালজড়িত কাঞ্চনমালা, উৎকৃষ্ট বসন ও পতাকাপরিশোভিত আদিত্যের ন্যায় তেজোযুক্ত ধ্বজ সকল সহসা সমীরণভরে বিকম্পিত হইলে বায়ুতাড়িত তালবনের ন্যায় সমুদয় জগৎ ঝনঝনায়মান[১] হইয়া উঠিল। হে রাজন্! পুরুষশ্রেষ্ঠ সমরপ্রিয় পাণ্ডবগণ গদাপাণি ভীমসেনকে অগ্রস্থিত দেখিয়া আপনাদের সৈন্যের প্রতিপক্ষে ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক যেন তাহাদিগের মজ্জা গ্রাস করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

বিংশতিতম অধ্যায়

সৈন্যসজ্জায় সঞ্জয়ের মন্তব্য

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! সূর্য্যোদয় হইলে সেনাপতি ভীষ্মের অধীন কৌরবসেনা অথবা ভীমপরিপালিত পাণ্ডবসেনা—এই উভয় পক্ষের কোন্ পক্ষ প্রথমে প্রফুল্লচিত্তে যুদ্ধার্থী হইয়াছিল? চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু কাহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছিলেন? শ্বাপদগণ কাহার সেনাগণের প্রতি[২] গর্জ্জন[৩] করিয়াছিল এবং কোন্ পক্ষের যুবকগণ প্রসন্নবদন হইয়াছিল? এই সমুদয় যথাবৎ বর্ণন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! উভয় পক্ষই তুল্যরূপে পরস্পর সমীপবর্ত্তী হইয়াছে; উভয় পক্ষই হৃষ্টচিত্তে ব্যূহিত হইয়া বনরাজির ন্যায় বিচিত্র এবং হস্তী, রথ ও অশ্বে পরিপূর্ণ হইয়াছে;[৩] উভয় পক্ষের সেনাগণই অপরিমিত, ভীমরূপ ও দুর্ব্বিষহ এবং উভয় পক্ষই সৎপুরুষসমবেত[৪] ও স্বর্গলাভের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে। কৌরবগণ পশ্চিমাভিমুখে ও পাণ্ডবগণ পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থান করিতেছেন। কৌরবসেনা অসুরসেনার ন্যায় ও পাণ্ডবসেনা দেবসেনার ন্যায় শোভা পাইতেছে।

১। কাণ-ঝালাপালাকর কর্কশ শব্দ। ২। প্রতিকূলে। ৩। অনিষ্টসূচক লক্ষণ প্রকাশ। ৪। প্রধান প্রধান পুরুষপরম্পরামিলিত।

সমীরণ পাণ্ডবগণের পৃষ্ঠভাগে প্রবাহিত হইতেছে; শ্বাপদগণ ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের প্রতি গর্জ্জন করিতেছে। আপনার পুত্রের হস্তিগণ শত্রুপক্ষের গজেন্দ্র-সমূহের তীব্রতর মদগন্ধ সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছে না। দুর্য্যোধন পদ্মবর্ণ, সুবর্ণকক্ষ[১], জালমণ্ডিত, মদস্রাবী মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া কুরুগণের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছেন; বন্দী ও মাগধগণ তাঁহার স্তুতিবাদ করিতেছে। চন্দ্রের ন্যায় শ্বেতপ্রভ আতপত্র ও সুবর্ণমালা তাঁহার মস্তকে শোভা পাইতেছে। গান্ধাররাজ শকুনি পার্ব্বতীয় গান্ধারগণ-সমভিব্যাহারে[২] তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। পিতামহ ভীষ্ম শ্বেতচ্ছত্র, শ্বেত ধনু, শ্বেত উষ্ণীষ, শ্বেত ধ্বজ, কৈলাস সদৃশ[৩] শ্বেত অশ্ব ও খড়্গে সুশোভিত হইয়া সকল সৈন্যের অগ্রগামী হইলেন। কতিপয় বাহ্লীক অম্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয়, সৈন্ধব, সৌবীর ও মহাশূর পাঞ্চনদগণ[৪] এবং শল্য দুর্য্যোধনের সৈন্যদলের অন্তর্গত রহিলেন। অদীনসত্ত্ব মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য রক্তবর্ণ, তুরঙ্গসংযোজিত সুবর্ণময় রথে আরোহণ ও শরাসন ধারণপূর্ব্বক প্রায় সমুদয় ভূপালের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিয়া রাজার ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। বার্দ্ধক্ষত্রি, ভূরিশ্রবা, পুরুমিত্র ও জয়, ইঁহারা সকলে সৈন্যগণের মধ্যে এবং শাল্ব, মৎস্যদেশীয় ও কেকয়েরা পঞ্চ ভ্রাতা যুদ্ধাভিলাষী হইয়া গজ-সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিলেন। যাঁহার বাণের অগ্রভাগ উৎকৃষ্ট, সেই মহাধনুর্দ্ধর চিত্রযোধী কৃপাচার্য্য শক, কিরাত ও যবনগণ-সমভিব্যাহারে সেনার উত্তরভাগে গমন করিতে লাগিলেন। বিখ্যাত মহারথ অস্ত্রশস্ত্রধারী বৃষ্ণি ও ভোজগণ এবং সুরাষ্ট্রদেশীয় যোধগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত যে বৃহৎ সৈন্যদল—যাহা কৃতবর্ম্মা রক্ষা করিতেছিলেন, ঐ বৃহতীসেনা সৈন্যের দক্ষিণভাগে গমন করিল। যাহারা অর্জ্জুনের মৃত্যু বা তাঁহাকে জয় করিবার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে, সেই সংশপ্তকগণের অযুত রথী ও শৌর্য্যশালী ত্রিগর্ত্তগণও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যে স্থানে অর্জ্জুন অবস্থিত ছিলেন, সেই স্থানেই সৈন্যগণসমভিব্যাহারে গমন করিলেন।

১। স্বর্ণনির্ম্মিত সজ্জায় শোভিতপার্শ্ব। ২। গান্ধারদেশজ সৈন্যগণসহ। ৩। শ্বেতপর্ব্বত সদৃশ। ৪। পঞ্চনদদেশীয় সৈন্যসমূহ—বর্ত্তমান পাঞ্জাবী শিখ।

মহারাজ! অত্যুৎকৃষ্ট এক লক্ষ হস্তী; এক এক হস্তীর প্রতি, এক এক শত রথ; এক এক রথের প্রতি, এক এক শত অশ্ব; এক এক অশ্বের প্রতি, দশ দশ ধনুর্দ্ধর; এক এক ধনুর্দ্ধরের প্রতি, দশ দশ চর্ম্মী[১]; এইরূপে ব্যূহিত আপনার সেনাগণকে লইয়া সেনাপতি ভীষ্ম কোন দিন দৈব, কোন দিন গান্ধর্ব্ব ও কোন দিন আসুর ব্যূহ রচনা করেন। মহারথসঙ্কুল সাগরের ন্যায় গম্ভীরধ্বনিযুক্ত এই ব্যূহ সমরে পশ্চিমাভিমুখে অবস্থান করে। আপনার সেই সেনা যেরূপ অসংখ্য ও ভয়ানক, পাণ্ডবগণের সেনা সেরূপ নয়; কিন্তু কেশব ও ধনঞ্জয় যাহাদিগের নেতা, আমার মতে তাহারাই বৃহৎ ও দুর্জ্জয়।"

—

একবিংশতিতম অধ্যায়

পাণ্ডবপক্ষে সঞ্জয়ের জয়াশা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্! দুর্য্যোধনের বৃহতী সেনা সমুদ্যত হইয়াছে এবং ভীষ্ম অভেদ্য ব্যূহ প্রস্তুত করিয়াছেন দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির বিষণ্ণ ও বিবর্ণ হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'ধনঞ্জয়! পিতামহ ভীষ্ম যখন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের যোদ্ধা হইয়াছেন, তখন আমরা কি তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব? মহাতেজাঃ ভীষ্মের এই শাস্ত্রানু-সারে বিরচিত অক্ষোভ্য অভেদ্য ব্যূহ অবলোকন করিয়া আমি সসৈন্যে সংশয়াপন্ন হইয়াছি, এক্ষণে এই মহাব্যূহ হইতে কি প্রকারে পরিত্রাণ ও জয়লাভ করিব?'

হে রাজন! ধনঞ্জয় রাজা যুধিষ্ঠিরকে আপনার অনীকিনী অবলোকনে দুর্ম্মনায়মান দেখিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! যে কারণে অল্পসংখ্যক লোকেও সমধিক প্রজ্ঞা, শৌর্য্য ও গুণশালী বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে পরাজয় করিতে পারে, তাহা শ্রবণ করুন। দেবাসুরযুদ্ধে পিতামহ ব্রহ্মা মহেন্দ্র প্রভৃতি দেব-গণকে কহিয়াছিলেন যে, জিগীষুগণ সত্য, আনৃশংস্য, উদ্যম ও একমাত্র ধর্ম্ম দ্বারা যে প্রকার জয়লাভ করিয়া থাকেন, বলবীর্য্য দ্বারা সে প্রকার হয় না; মহর্ষি নারদ, ভীষ্ম ও দ্রোণও ইহা অবগত

১। ঢালওয়ালা।

আছেন; অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম ও লোভের বিষয় অবগত এবং নিরহঙ্কার হইয়া উত্তম সহকারে যুদ্ধ করুন; যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়। নারদ কহিয়াছেন যে, যে স্থানে কৃষ্ণ, সেই স্থানেই জয়। অতএব আমাদিগের যে জয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হে রাজন্! যেমন অন্যান্য গুণগ্রাম বাসুদেবের বশংবদ, জয়ও তদ্রূপ; ইনি যে স্থানে গমন করেন, জয়ও সেই স্থানে ইঁহার অনুগমন করিয়া থাকে; অতএব যে স্থানে অনন্ততেজাঃ[১], শত্রুগণের সমীপেও অব্যথিতচিত্ত[২], সনাতন পুরুষ কৃষ্ণ, সেই স্থানেই জয়। এই অপ্রতিহতসায়ক[৩] জনার্দ্দন পূর্ব্বে হরিরূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক দেবাসুরগণের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া, কে জয়লাভ করিবে জিজ্ঞাসা করিলে. তাঁহারা কহিলেন, আমরা কৃষ্ণের অনুগত, আমরাই জয়ী হইব; বস্তুতঃ তাঁহারাই জয়লাভ করিলেন। শক্রাদি সুরগণ তাঁহার প্রসাদে ত্রৈলোক্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই কৃষ্ণ যখন কহিতেছেন, আপনার জয়লাভ হইবে, তখন আপনার আর কোন চিন্তা বা দুঃখের কারণ দেখিতেছি না।"

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়

ভীমার্জ্জুনের যুদ্ধসজ্জা

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কুরুকুলতিলক পাণ্ডবগণ আপনাদিগের সেনাসমূহের ভীষ্ম-সেনার প্রতিপক্ষে ব্যূহ করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধ দ্বারা স্বর্গলাভের কামনা করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় সকলের মধ্যস্থিত শিখণ্ডীর সেনাগণকে, ভীমসেন অগ্রচারী[৪] ধৃষ্টদ্যুম্নকে এবং ইন্দ্রের ন্যায় ধনুর্দ্ধর সাত্বতপ্রধান যুযুধান দক্ষিণ[৫]-সেনাগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির হস্তিগণের মধ্যে ইন্দ্ররথসদৃশ, যুদ্ধোপকরণসম্পন্ন, হেমরত্নচিত্রিত, স্বর্ণময়-ভাণ্ড[৬] রথে আরোহণ করিলেন; তাঁহার মস্তকে সমুন্নত দন্তনির্ম্মিত শলাকাশালী[৭] শ্বেতবর্ণ আতপত্র শোভা পাইতে লাগিল। মহর্ষিগণ স্তুতিপাঠপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ, পুরোহিত-সকল শত্রুবধ ঘোষণা এবং ব্রহ্মর্ষি ও সিদ্ধগণ জপ, ও মহৌষধি দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির বস্ত্র গো, পুষ্প, ফল ও নিষ্ক-সমূহ ব্রাহ্মণসাৎ করিয়া ইন্দ্রের ন্যায় সমরক্ষেত্রে প্রস্থান করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন গাণ্ডীব ও বাণ হস্তে করিয়া সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল অগ্নির ন্যায় শিখাশালী, শত কিঙ্কিণীশোভিত, সুবর্ণখচিত, শ্বেততুরঙ্গযুক্ত, সুছত্র, কপিধ্বজ ও কেশবাধিষ্ঠিত রথে আরোহণ করিলেন। যাঁহার সমান ধনুর্দ্ধর এই পৃথিবীতে হয় নাই ও হইবেও না, যে মহাভুজ অস্ত্র-অস্ত্র পরিত্যক্ত ভুজযুগলেও নর ও নাগগণকে নিধন করেন, সেই অর্জ্জুন আপনার পুত্রের সেনাগণকে উচ্ছিন্ন[১] করিবার নিমিত্ত রৌদ্র[২] রূপ ধারণ করিলেন। যিনি ক্রীড়ায় মৃগরাজের ন্যায়, বিক্রমে দেবরাজের ন্যায় ও দর্পে বারণরাজের ন্যায়, সেই দুর্জ্জয় ভীমসেন নকুল ও সহদেবের সহিত বীর রথের[৩] পরিরক্ষক হইলেন; আপনার যোদ্ধ গণ তাঁহাকে সেনাগ্রভাগে আগমন করিতে দেখিয়া ভয়ে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পঙ্কনিমগ্ন হস্তীর ন্যায় ব্যথিত হইতে লাগিল।

অনন্তর ভগবান্ জনার্দ্দন সেনামধ্যে অবস্থিত রণদুর্ম্মদ রাজপুত্র ধনঞ্জয়কে কহিলেন 'হে অর্জ্জুন! যিনি সেনামধ্যে অবস্থান করিয়া রোষাবেগে সকলকে উত্তাপিত ও সিংহের ন্যায় আমাদের সেনাগণকে আকৃষ্ট করিতেছেন, ইনিই সেই ভীষ্ম; ইনি ত্রিশত অশ্বমেধ আহরণ[৪] করিয়াছেন। যেমন জলদজাল আদিত্যমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, সেইরূপ এই সম্মুখবর্ত্তী সেনাগণ তাঁহাকে আবৃত করিয়া রক্ষা করিতেছে; ইহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ কর'।"

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়

অর্জ্জুনকৃত দুর্গাস্তব

সঞ্জয় কহিলেন, "রাজন্! ভগবান্ বাসুদেব দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে সমরোদ্যত নিরীক্ষণ করিয়া অর্জ্জুনের হিতার্থ পুনরায় কহিলেন, 'হে মহাবাহো! শত্রুগণের পরাজয়ের নিমিত্ত পবিত্র ও সংগ্রামাভিমুখ হইয়া দুর্গার স্তব কর।'

১। অসীম শক্তিশালী। ২। উদ্বেগশূন্য। ৩। অমোঘ শর—যাঁহার বাণ অব্যর্থ। ৪। অগ্রগামী। ৫। দক্ষিণদিকের—ডাইনের। ৬। স্বর্ণকুম্ভ—সোণার কলসযুক্ত। ৭। শলাকাযুক্ত।

১। উৎসন্ন—বিনাশ। ২। ভীষণ। ৩। মহাবীর যোদ্ধার। ৪। অনুষ্ঠান।

অর্জ্জুন ধীমান্ বাসুদেবের বাক্যানুসারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তোত্র আরম্ভ করিলেন :—

"হে সিদ্ধসেনানি! আর্য্যে! মন্দরবাসিনি! কুমারি! কালি! কপালি! কপিলে! কৃষ্ণপিঙ্গলে! তোমাকে নমস্কার; হে ভদ্রকালি! তোমাকে নমস্কার; হে মহাকালি! তোমাকে নমস্কার! হে চণ্ডি! হে চণ্ডে! তোমাকে নমস্কার; হে তারিণি! বরবর্ণিনি! কাত্যায়নি! মহাভাগে! করালি! বিজয়ে! জয়ে! শিখিপিচ্ছধ্বজধরে! নানাভরণভূষিতে! অট্টশূলপ্রহরণে! খড়্গাখেটকধারিণি! গোপেন্দ্রানুজে! জ্যেষ্ঠে! নন্দগোপকুলসম্ভবে! মহিষরুধিরপ্রিয়ে! কৌশিকি! পীতবাসিনি! অট্টহাসে! কোকমুখে! রণপ্রিয়ে! তোমাকে নমস্কার; হে উমে! শাকম্ভরি! শ্বেতে! কৃষ্ণে! কৈটভনাশিনি! হিরণ্যাক্ষি! বিরূপাক্ষি! ধূম্রাক্ষি! তোমাকে নমস্কার। তুমি বেদশ্রবণজনিত মহাপুণ্যস্বরূপ, ব্রহ্মণ্যস্বরূপ এবং হুতাশনস্বরূপ; তুমি জম্বুকটক[১] ও চৈত্য[২] সন্নিধানে নিরন্তর অবস্থান কর; তুমি সমুদয় বিদ্যার মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা ও দেহিগণের মহানিদ্রা। হে স্কন্দজননি! ভগবতি! দুর্গে! কান্তারবাসিনি! তুমি স্বাহা, স্বধা, কলা, কাষ্ঠা, সরস্বতী, সাবিত্রী, বেদমাতা ও বেদান্ত। আমি বিশুদ্ধ অন্তরাত্মার সহিত তোমাকে স্তব করিতেছি; তোমার প্রসাদে রণক্ষেত্রে যেন জয়লাভ করিতে সমর্থ হই। তুমি ভক্তগণের রক্ষার নিমিত্ত দুর্গম পথে, ভয়ে, দুর্গম স্থানে ও পাতালে নিত্য বাস এবং দানবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া থাক। তুমি জৃম্ভণী, মোহিনী, মায়া, হ্রী, শ্রী, সন্ধ্যা, প্রভাবতী, সাবিত্রী, জননী, তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, চন্দ্রসূর্য্যবিবর্দ্ধিনী, দীপ্তি ও সম্পন্নদিগের সম্পত্তি। সিদ্ধচারণগণ সমরভূমিতে তোমাকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন।'

দুর্গার বরদান

মানববৎসলা[৩] বরদা ভগবতী কৌন্তেয়ের ভক্তি দেখিয়া অন্তরীক্ষে আগমন ও বাসুদেবের সম্মুখে অবস্থান করিয়া কহিলেন, 'হে বীর! তুমি অল্পকাল মধ্যেই অরাতিগণকে পরাজিত করিবে, তুমি নর; নারায়ণ তোমার সহায়; অন্য শত্রুর কথা কি, স্বয়ং

১। জম্বুদ্বীপের রাজধানী। ২। দেবালয়। ৩। মানুষপ্রিয়া—মানবের প্রতি স্নেহযুক্তা।

বজ্রধর ইন্দ্রও তোমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়েন না।' ইহা কহিয়া দেবী তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন।

পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় বরলাভপূর্ব্বক জয়লাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া রথে আরোহণ করিলেন এবং বাসুদেবের শঙ্খধ্বনির সহিত নিজ শঙ্খ ধ্বনিত করিতে লাগিলেন।

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করেন, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, শত্রু, সর্প প্রভৃতি এবং দংষ্ট্রী ও রাজকুল[১] হইতে তাঁহার ভয় থাকে না; তিনি বিবাদে ও সংগ্রামে জয়প্রাপ্ত, বন্ধন ও চৌর[২] হইতে বিমুক্ত, দুর্গ হইতে উত্তীর্ণ, লক্ষ্মীমান্ এবং আরোগ্য ও বলসম্পন্ন হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকেন। আমি ধীমান্ ব্যাসের প্রসাদে ঐ সকল ঘটনা দর্শন করিয়াছি। আপনার কোপনস্বভাব দুরাত্মা পুত্রগণ কালপাশে অবগুণ্ঠিত[৩] হইয়া মোহবশতঃ মহর্ষি নর ও নারায়ণকে জানিতে পারেন নাই! ব্যাস, নারদ, কণ্ব, পরশুরাম ও মহর্ষি নর দুর্য্যোধনকে বারণ করিয়াছিলেন; তিনি তাঁহাদিগের সেই সময়োচিত বাক্য গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানে দ্যুতি ও কান্তি; যেখানে হ্রী, সেই স্থানে শ্রী ও বুদ্ধি; যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই কৃষ্ণ ও যে স্থানে কৃষ্ণ, সেই স্থানেই জয়।"

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়

উভয়পক্ষীয় সৈন্যের অবস্থা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমার পুত্র ও পাণ্ডবগণের মধ্যে কোন্ পক্ষের যোদ্ধগণ এই রণক্ষেত্রে প্রথমে হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিল, কোন্ পক্ষ প্রফুল্ল ও কোন পক্ষ দুর্ম্মনায়মান হইয়াছিল এবং কাহারই বা প্রথমে হৃদয়কম্পন প্রহার করিয়াছিল, তাহা আমাকে বল। কাহাদিগের সেনা-সমূহে গন্ধের প্রাদুর্ভাব ও মাল্য অবিকৃত ছিল এবং কোন্ পক্ষের যোদ্ধগণের বাক্য সকল অনুকূল হইয়াছিল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! তৎকালে উভয় পক্ষের যোদ্ধারাই হৃষ্টচিত্ত হইয়াছিল; উভয় পক্ষেই গন্ধের প্রাদুর্ভাব ও মাল্য সমভাবসম্পন্ন ছিল। উভয় পক্ষের সমুদ্ধত ও ব্যূহিত সৈন্যগণের পরস্পর সংসর্গে সাতিশয় বিমর্দ্দ উপস্থিত হইল এবং উভয় পক্ষের-

১। রাজপুরুষগণ—সমরবিভাগীয় কোতোয়ালগণ। ২। চোর। ৩। আবৃত—বদ্ধ।

পরস্পর দর্শনকালে শূর ও রণশূর[১]গণের পরস্পর গর্জ্জন, আনন্দোৎফুল্ল সৈন্যগণের সিংহনাদ, কুঞ্জরগণের বৃংহিত, বাদিত্র-শব্দ এবং শঙ্খ ও ভেরীধ্বনি একত্র হইয়া তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল।"

—

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা প্রথম অধ্যায়—সৈন্যদর্শন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! কৌরব ও পাণ্ডবগণ সংগ্রামাভিলাষে ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কি করিয়াছিল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবসৈন্য ব্যূহিত অবলোকন করিয়া দ্রোণাচার্য্য-সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "আচার্য্য! ঐ দেখুন, আপনার শিষ্য ধীমান ধৃষ্টদ্যুম্ন মহতী পাণ্ডবসেনা ব্যূহিত করিয়াছে। যুযুধান, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্য্যবান্ কাশিরাজ, পুরুজিৎ কুন্তীভোজ, নরোত্তম শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর উত্তমৌজা, অভিমন্যু ও মহারথ দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, এই সকল শৌর্য্যশালী, মহারথ, ভীমার্জ্জুনের সমকক্ষ, মহাধনুর্দ্ধর বীরপুরুষগণ ঐ ব্যূহিত সেনামধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে। আমাদিগের যে সকল প্রধান সেনানায়ক আছেন, আপনাকে অবগত করাইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের নামও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা ও জয়দ্রথ এবং অন্যান্য নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র-সম্পন্ন যুদ্ধবিশারদ বীরপুরুষগণ আমার নিমিত্ত প্রাণদানে অধ্যবসায়ারূঢ়[২] হইয়াছেন। আমাদিগের এই ভীষ্মপালিত সৈন্য অপরিমিত[৩]; কিন্তু ভীমরক্ষিত পাণ্ডবসেনা পরিমিত[৪]। এক্ষণে আপনারা সকলে স্ব স্ব বিভাগানুসারে সমুদয় ব্যূহদ্বারে অবস্থানপূর্ব্বক পিতামহ ভীষ্মকে রক্ষা করুন।'

তখন প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম রাজা দুর্য্যোধনের হর্ষবর্দ্ধনার্থ সিংহনাদ সহকারে উচ্চস্বরে শঙ্খধ্বনি করিলেন। পরক্ষণেই শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক ও গোমুখ[৫]সকল আহত[৬] এবং তাহা হইতে তুমুল শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল।

এদিকে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে সমারূঢ় হইলেন এবং বাসুদেব পাঞ্চজন্য শঙ্খ, অর্জ্জুন দেবদত্ত শঙ্খ, ভীমকর্ম্মা ভীমসেন পৌণ্ড্রনামে মহাশঙ্খ, রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় শঙ্খ, নকুল সুঘোষ শঙ্খ, সহদেব মণিপুষ্পক শঙ্খ এবং কাশিরাজ শিখণ্ডী, মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদেয়গণ ও অভিমন্যু—ইঁহারা সকলে পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই তুমুল শব্দ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় বিদারিত করিল।

হে রাজন্! অনন্তর ধনঞ্জয় এই সমারব্ধ যুদ্ধে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে যথাযোগ্যরূপে অবস্থিত দেখিয়া নিজে শরাসন উত্তোলনপূর্ব্বক বাসুদেবকে কহিলেন, 'হে অচ্যুত! উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপন কর; দুর্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের প্রিয়াচরণবাসনায় যে সকল ব্যক্তি আগমন করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে কাহারা যুদ্ধ করিবেন, আমাকে কাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে এবং কে যোদ্ধুকাম[১] হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিব'।" সঞ্জয় কহিলেন, "হে ভারত! অর্জ্জুনের এই কথা শুনিয়া হৃষীকেশ উভয় সেনার মধ্যস্থলে ভীষ্ম, দ্রোণ ও সমস্ত নৃপতিগণের সম্মুখে রথস্থাপন করিয়া কহিলেন, 'হে পার্থ! ঐ সমস্ত কৌরবগণ সমবেত হইয়াছেন, অবলোকন কর।'

অর্জ্জুন বিষাদ

ধনঞ্জয় উভয় সেনার মধ্যে তাঁহার পিতৃব্য[২], পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা[৩] শ্বশুর ও মিত্রগণ অবস্থান করিতেছেন দেখিলেন। অর্জ্জুন সেই সমস্ত বন্ধুগণকে অবলোকন করিবামাত্র কারুণ্যরসবশংবদ[৪] ও বিষণ্ণ হইয়া বাসুদেবকে কহিলেন, 'হে মধুসূদন! এই সমস্ত আত্মীয়গণ যুদ্ধার্থী হইয়া আগমন করিয়াছেন দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন, কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে; মুখ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে; গাণ্ডীব হস্ত হইতে স্রস্ত[৫] হইয়া পতিত হইতেছে; সমুদয় ত্বক্ দগ্ধ হইতেছে; আমার আর অবস্থান

১। যুদ্ধলিপ্সু বীর। ২। উদ্যত। ৩। অধিক হইলেও অল্প কার্য্যক্ষম। ৪। অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও অধিক কার্য্যক্ষম। ৫। গোমুখাকৃতি শঙ্খসদৃশ বাদ্য। ৬। বাদিত।

১। যুদ্ধাভিলাষী। ২। পিতার সহোদর বা জ্ঞাতি ভ্রাতা—জ্যেঠা-খুড়া। ৩। গুরু—অগ্রজ। ৪। সহচর—মিত্র। ৫। করুণার বশবর্ত্তী। ৬। খলিত।

করিবার সামর্থ্য নাই; চিত্ত যেন উদ্‌ভ্রান্ত[1] হইতেছে; আমি কেবল দুর্নিমিত্তই নিরীক্ষণ করিতেছি। এই সমস্ত আত্মীয়গণকে নিহত করা শ্রেয়স্কর[2] বোধ হইতেছে না। হে কৃষ্ণ! আমি আর জয়, রাজ্য ও সুখের আকাঙ্ক্ষা করি না। যাঁহাদিগের নিমিত্ত রাজ্য, ভোগ ও সুখের কামনা করিতে হয়, সেই আচার্য্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও সম্বন্ধিগণ সকলেই এই যুদ্ধে জীবন ও ধন পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অবস্থান করিতেছেন; তবে আমাদিগের আর রাজ্য, ধন ও জীবনে প্রয়োজন কি? ইঁহারা আমাদিগকে বধ করিলেও আমি ইঁহাদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি না; পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, ত্রৈলোক্যরাজ্য লাভ হইলেও আমি ইঁহাদিগকে বধ করিতে বাসনা করি না। হে জনার্দ্দন! ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে নিহত করিলে আমাদিগের কি প্রীতি হইবে? এই আততায়ীদিগকে বিনাশ করিলে আমাদিগকেই পাপভাগী হইতে হইবে; অতএব সবান্ধবে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বধ করা কোনক্রমেই আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। হে মাধব! আত্মীয়গণকে বিনাশ করিয়া আমরা কি প্রকারে সুখী হইব? ইঁহাদিগের চিত্ত লোভ দ্বারা অভিভূত হইয়াছে বলিয়া ইঁহারাই যেন কুলক্ষয়জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহ[3]জনিত পাতক দেখিতেছে না; কিন্তু আমরা কুলক্ষয়ের দোষ দর্শন করিয়াও কি নিমিত্ত এই পাপবুদ্ধি হইতে নিবৃত্ত হইব না? কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হয়; কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে সমস্ত কুল অধর্ম্মে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে; কুল অধর্ম্মপূর্ণ হইলে কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচার-দোষে দূষিত হয়; কুলস্ত্রীগণ দূষিত হইলে বর্ণসঙ্কর[4] সমুৎপন্ন হয়; এই বর্ণসঙ্কর কুল ও কুলনাশকদিগকে নিরয়[5]গামী করে; কুলনাশকদিগের পিতৃগণের পিণ্ড ও উদকক্রিয়া[6] বিলুপ্ত হয়; সুতরাং তাঁহারা পতিত হইয়া থাকেন। কুলনাশক ব্যক্তিদিগের বর্ণসঙ্করের হেতুভূত এই সমস্ত দোষে জাতিধর্ম্ম ও সনাতন কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায়। শুনিয়াছি, কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে মনুষ্যগণকে চিরকাল নরকে বাস করিতে হয়। হা! কি কষ্ট! আমরা এই মহাপাপের অনুষ্ঠানে

১। অত্যন্ত বিচলিত। ২। মঙ্গলজনক। ৩। বান্ধবহিংসা। ৪। নীচজাতি। ৫। নরক। ৬। শ্রাদ্ধতর্পণাদি।

অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া রাজ্যসুখের লোভে আত্মীয়দিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমি প্রতীকার-পরাঙ্মুখ[1] ও শস্ত্রহীন হইলে যদি রাজ্য-সুখলোভে স্বজনবিনাশ-সমুদ্যত শস্ত্রপাণি[2] ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আমাকে যুদ্ধে বিনাশ করে, তাহাও আমার কল্যাণকর হইবে'।" সঞ্জয় কহিলেন, "ধনঞ্জয় এইরূপ কহিয়া শর ও শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক শোকাকুলিতচিত্তে রথে উপবেশন করিলেন।"

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়—বিষাদনাশক সাংখ্যযোগ

সঞ্জয় কহিলেন, "ভগবান্ বাসুদেব কৃপাবশংবদ, অশ্রুপূর্ণ-লোচন, বিষণ্ণবদন অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'অর্জ্জুন! ঈদৃশ বিষম সময়ে কি নিমিত্ত তোমার এই অনার্য্য-সেবিত, স্বর্গপ্রতিরোধক[3], অকীর্ত্তিকর মোহ উপস্থিত হইল? হে পার্থ! তুমি ক্লীবতা[4] অবলম্বন করিও না; ইহা তোমার উপযুক্ত নয়। হে পরন্তপ! অতিতুচ্ছ হৃদয়দৌর্ব্বল্য দূরীভূত করিয়া উত্থিত হও।'

অর্জ্জুন কহিলেন, 'ভগবন্! আমি কি প্রকারে পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত শরজাল দ্বারা প্রতি-যুদ্ধ করিব? মহানুভব গুরুজনদিগকে বধ না করিয়া যদি ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজন করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ; কিন্তু ইঁহাদিগকে বধ করিলে ইহকালেই রুধিরলিপ্ত অর্থ ও কাম উপভোগ করিতে হইবে। ফলতঃ এই যুদ্ধে জয় ও পরাজয়ের মধ্যে কোন্‌টির গৌরব অধিক, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না, কেন না, যাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া আমরা স্বয়ং জীবিত থাকিতে অভিলাষ করি না, সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণই সম্মুখে উপস্থিত। কাতরতা ও অবশ্যম্ভাবী কুলক্ষয়-জনিত দোষে আমার স্বাভাবিক শৌর্য্যাদি অভিভূত ও আমার চিত্ত ধর্ম্মান্ধ[5] হইয়াছে; এই নিমিত্ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর হয় বল, আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাকে উপদেশ প্রদান কর।

১। প্রতিবিধানে পশ্চাৎপদ। ২। শস্ত্রধারী। ৩। স্বর্গগমনে বাধাজনক। ৪। কাপুরুষতা—দৌর্ব্বল্য। ৫। ধর্ম্মানুরোধে বহির্দৃষ্টিরহিত।

শ্রীকৃষ্ণের গীতোপদেশ
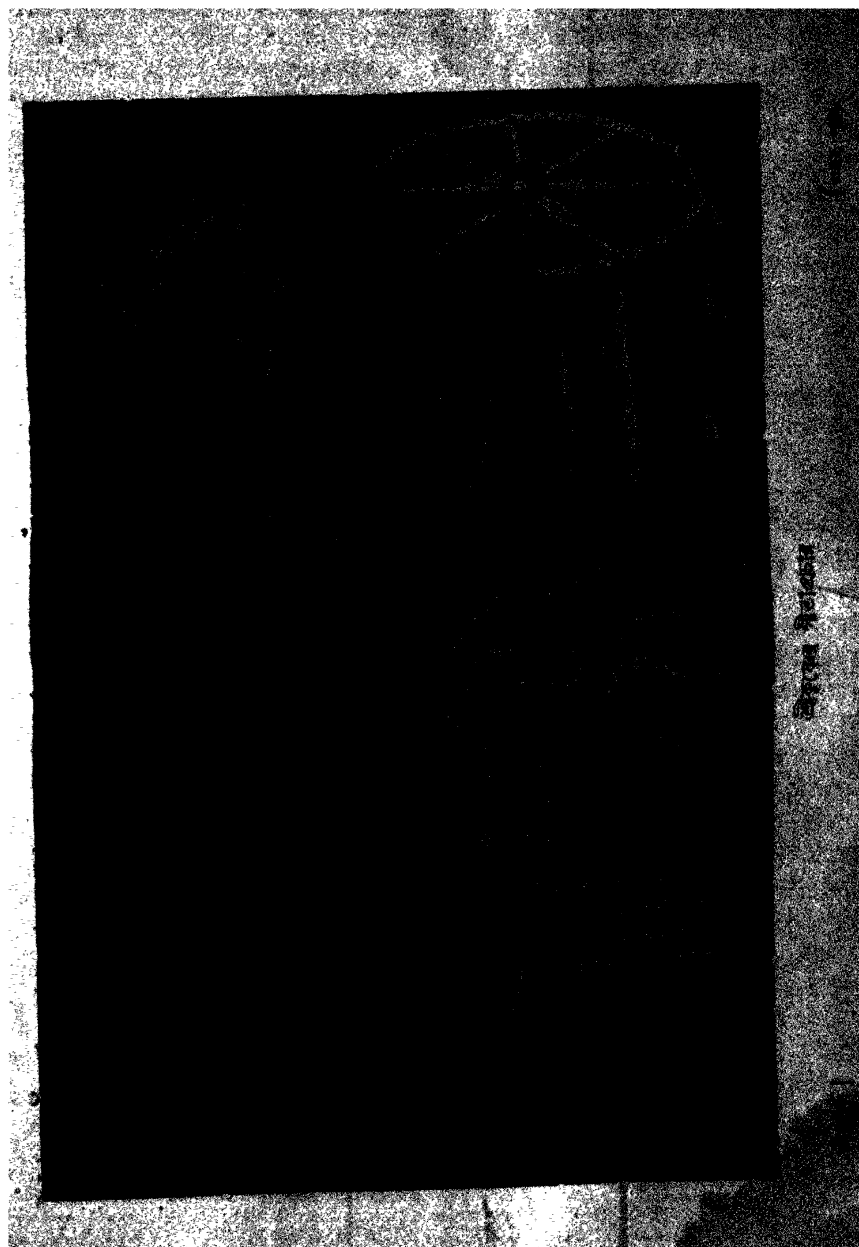
ভূমণ্ডলে অকণ্টক[1] সুসমৃদ্ধ রাজ্য ও সুরগণের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও আমার ইন্দ্রিয়গণ এই শোকে পরিশুষ্ক হইবে। অমি এমন কিছুই দেখিতেছি না, যাহাতে আমার শোকাপনোদন হইতে পারে[3]।" সঞ্জয় কহিলেন, "অতএব আমি যুদ্ধ করিব না' শত্রুতাপন গুড়াকেশ[2] অর্জ্জুন হৃষীকেশ-সম্মুখে এই বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

হে ভারত! তখন হৃষীকেশ সহাস্য-আস্যে উভয় সেনার মধ্যবর্ত্তী বিষণ্ণবদন অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তোমার মুখ হইতে পণ্ডিতগণের ন্যায় বাক্যসকল বিনির্গত হইতেছে; কিন্তু তুমি অশোচ্য[3] বন্ধুগণের নিমিত্ত শোক করিয়া মূর্খতা প্রকাশ করিতেছ। পণ্ডিতগণ কি মৃত, কি জীবিত, কাহারও নিমিত্ত অনুশোচনা[4] করেন না। আমি পূর্ব্বে যে কখনও ছিলাম না, এমন নহে; সেইরূপ তুমিও যে ছিলে না, এমন নহে; এই রাজগণও ছিলেন না, এমন নহে; অতঃপর আমরা সকলে থাকিব না, এমনও নহে। এই দেহ যেমন কৌমার, যৌবন ও জরা প্রাপ্ত হয়, জীবাত্মাও তদ্রূপ দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; ধীরব্যক্তি তদ্বিষয়ে মুগ্ধ হয়েন না। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের যে সম্বন্ধ, তাহাই শীত উষ্ণ ও সুখ-দুঃখের কারণ; সেই সম্বন্ধ কখন উৎপন্ন হয়, কখন বিনষ্ট হয়, অতএব তুমি এই অনিত্য সম্বন্ধ-সকল সহ্য কর। এই সম্বন্ধ-সকল যাঁহাকে ব্যথিত করিতে পারে না, সেই সমদুঃখসুখ[5] ধীর পুরুষ মোক্ষলাভের যোগ্য। যাহা কখন ছিল না, তাহা কখন হয় না এবং যাহা বিদ্যমান আছে, তাহারও কখন অভাব হয় না, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ ভাব ও অভাবের এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। যিনি এই দেহাদিতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তাঁহার বিনাশ নাই; কোন ব্যক্তি সেই অব্যয় পুরুষকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। হে ভারত! তত্ত্বদর্শীপণ্ডিতগণ কহিয়াছেন, এই সকল শরীর অনিত্য; কিন্তু শরীরী জীবাত্মা নিত্য, অবিনাশী[6] ও অপ্রমেয়; অতএব তুমি যুদ্ধ কর। যিনি মনে করেন, এই জীবাত্মা অন্যকে বিনাশ করে এবং যিনি মনে করেন, অন্যে এই জীবাত্মাকে বিনাশ করে, তাঁহারা উভয়েই অনভিজ্ঞ; কেন না, জীবাত্মা কাহাকেও বিনাশ করেন না এবং জীবাত্মাকেও কেহ বিনাশ করিতে পারে না। ইঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; ইনি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হয়েন না; ইনি অজ[1], নিত্য, শাশ্বত[2] ও পুরাণ; শরীর বিনষ্ট হইলে ইনি বিনষ্ট হয়েন না। যে পুরুষ ইঁহাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বলিয়া জানেন, তিনি কি কাহাকে বধ করেন, না বধ করিতে আদেশ করেন? যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী[3] জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অভিনব[4] দেহান্তর পরিগ্রহ করেন। ইনি শস্ত্রে ছেদিত[5], অগ্নিতে দগ্ধ, জলে ক্লেদিত[6] বা বায়ুতে শোষিত[7] হন না। ইনি নিত্য, সর্ব্বগত, স্থিরভাব, অচল ও অনাদি; অতএব অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য। ইনি চক্ষুরাদির অগোচর, মনের অবিষয়[8] ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। অতএব তুমি এই জীবাত্মাকে এবম্প্রকার[9] অবগত হইয়া অনুশোচনা পরিত্যাগ কর।

হে মহাবাহো! যদি জীবাত্মা সর্ব্বদা জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাকে জাত ও মৃত বোধ কর, তাহা হইলে ত ইহার নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্যই নহে; কেন না, জাত ব্যক্তির মৃত্যু ও মৃত ব্যক্তির জন্ম অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য; অতএব ঈদৃশ বিষয়ে শোকাকুল হওয়া তোমার উচিত নয়। ভূতসকল উৎপত্তির পূর্ব্বে অব্যক্ত[10] ছিল; ধ্বংসসময়েও অব্যক্ত হইয়া থাকে; কেবল জন্মমরণের অন্তরালসময়ে[11] প্রকাশিত হয়; অতএব তদ্বিষয়ে পরিবেদনা[12] কি? কেহ এই জীবাত্মাকে বিস্ময়ের সহিত বর্ণন করেন, কেহ বিস্ময়ের সহিত শ্রবণ করেন, কেহ শ্রবণ করিয়াও বুঝিতে পারে না। হে ভারত! জীবাত্মা সর্ব্বদা সকলের দেহে অবধ্যরূপে অবস্থান করেন, অতএব কোন প্রাণীর নিমিত্ত শোক করা উচিত নয়।

তুমি স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আর এ প্রকার বিকম্পিত[13] হইবে না; ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের আর শ্রেয়স্কর কর্ম্ম নাই। হে পার্থ! যে সকল ক্ষত্রিয় যদৃচ্ছাক্রমে[14] উপস্থিত অনাবৃত[15] স্বর্গদ্বারস্বরূপ ঈদৃশ যুদ্ধ লাভ করে, তাহারাই

১। বাধাবিহীন। ২। ইন্দ্রিয়জয়ী। ৩। শোকের অযোগ্য। ৪। শোক। ৫। সুখ-দুঃখে তুল্যজ্ঞানী। ৬। বিনাশহীন।

১। জন্মরহিত। ২। অক্ষয়। ৩। আত্মা। ৪। নূতন। ৫। ছিন্ন। ৬। ক্লিন্ন—ক্লেদযুক্ত। ৭। শুষ্ক। ৮। অনুভব। ৯। এইরূপ। ১০। অপ্রকাশ। ১১। মধ্যাবস্থায়—মধ্য সময়ে। ১২। শোক। ১৩। বিচলিত। ১৪। স্বেচ্ছায়। ১৫। মুক্ত।

সুখী। যদি তুমি এই ধর্ম্ম[১]যুদ্ধ না কর, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি হইতে পরিভ্রষ্ট ও পাপভাগী হইবে; লোকে চিরকাল তোমার অকীর্ত্তি কীর্ত্তন করিবে; সম্ভাবিত[২] ব্যক্তির অকীর্ত্তি মরণ অপেক্ষাও অধিকতর দুঃসহ। যে সকল মহারথ তোমাকে বহুমান[৩] করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিকট তোমার গৌরব থাকিবে না; তাঁহারা মনে করিবেন, তুমি ভয়প্রযুক্ত সংগ্রাম-পরাঙ্মুখ হইয়াছ। তাঁহারা তোমাকে কত অবক্তব্য কথা কহিবেন এবং তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবেন; ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ আর কি আছে? সমরে বিনষ্ট হইলে স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে; জয়লাভ করিলে পৃথিবী ভোগ করিবে; অতএব যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয়[৪] হইয়া উত্থান[৫] কর; সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ ও জয়-পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলে পাপভাগী হইবে না।

কর্ম্মযোগ প্রশংসা

হে পার্থ! যে জ্ঞান দ্বারা আত্মতত্ত্ব সম্যক্ প্রকাশিত হয়, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে কর্ম্মযোগবিষয়িণী[৬] বুদ্ধি অবগত হও; এই বুদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তুমি কর্ম্মরূপ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে। কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান বিফল হয় না। তাহাতে প্রত্যবায়[৭]ও নাই, ধর্ম্মের অত্যল্প অংশও মহদ্ভয় হইতে পরিত্রাণ করে। হে কুরুনন্দন! কর্ম্মযোগ-বিষয়ে সংশয়রহিত বুদ্ধি একমাত্র[৮] হইয়া থাকে; কিন্তু প্রমাণজনিত[৯] বিবেকরহিত ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি অনন্ত ও বহুশাখাবিশিষ্ট। যাহারা আপাত-মনোহর[১০] শ্রবণরমণীয় বাক্যে অনুরক্ত, বহুবিধ ফলপ্রকাশক বেদবাক্যই যাহাদিগের প্রীতিকর, যাহারা স্বর্গাদি ফলসাধন কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুই স্বীকার করে না, যাহারা কামনাপরায়ণ, স্বর্গই যাহাদিগের পরমপুরুষার্থ, জন্ম, কর্ম্ম ও ফল-প্রদ, ভোগ ও ঐশ্বর্য্যলাভের সাধনভূত নানাবিধ ক্রিয়াপ্রকাশক বাক্যে যাহাদিগের চিত্ত অপহৃত হইয়াছে এবং যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে একান্ত সংসক্ত[১], সেই বিবেকবিহীন মূঢ় ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি সমাধি বিষয়ে সংশয়শূন্য হয় না। হে অর্জ্জুন! বেদ-সকল সকাম ব্যক্তিদিগের কর্ম্মফল-প্রতিপাদক; অতএব তুমি শীতোষ্ণ ও সুখদুঃখাদি-দ্বন্দ্বসহিষ্ণু[২] ধৈর্য্য-শালী, যোগক্ষেমরহিত ও অপ্রমাদী হইয়া নিষ্কাম হও। যেমন কূপ, বাপী, তড়াগ প্রভৃতি জলাশয়ে যেমন প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, একমাত্র মহাহ্রদে সেই সকল প্রয়োজন সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ সমুদয় বেদে যে সকল কর্ম্মফল বর্ণিত আছে, সংশয়রহিত বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ একমাত্র ব্রহ্মে তৎসমুদয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কর্ম্মেই তোমার অধিকার হউক, কর্ম্মফলে যেন কামনা না হয়; কর্ম্মফল যেন তোমার প্রবৃত্তির হেতু না হয় এবং কর্ম্মপরিত্যাগে তোমার আসক্তি না হউক। হে ধনঞ্জয়! তুমি আসক্তি পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ[৩] হইয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়ই তুল্য জ্ঞান করিয়া কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান কর, পণ্ডিতেরা সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়ের তুল্যজ্ঞানই যোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংশয়রহিত বুদ্ধি দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ; কাম্যকর্ম্ম-সমুদয় সাতিশয় অপকৃষ্ট[৪], অতএব তুমি কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান কর; সকাম ব্যক্তিরা অতি দীন। যাঁহার কর্ম্মযোগ-বিষয়িণী বুদ্ধি উপস্থিত হয়, তিনি ইহজন্মেই পরমেশ্বর-প্রসাদে সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয় পরিত্যাগ করেন। অতএব তুমি কর্ম্মযোগের নিমিত্ত যত্ন কর। ঈশ্বরের আরাধনা দ্বারা বন্ধনহেতু কর্ম্মসকলের মোক্ষসাধনতা-সম্পাদক[৫] চাতুর্য্যই[৬] যোগ। কর্ম্মযোগবিশিষ্ট মনীষি-গণ[৭] কর্ম্মজনিত ফল পরিত্যাগ করেন; সুতরাং জন্মবন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া অনাময়[৮] পদ প্রাপ্ত হয়েন। যখন তোমার বুদ্ধি অতি গহন[৯] মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইবে, তখন তুমি শ্রোতব্য[১০] ও শ্রুত বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ করিবে; তৎসম্বন্ধে তোমার আর কিছুই জিজ্ঞাস্য থাকিবে না। তোমার বুদ্ধি নানাবিধ বৈদিক ও লৌকিক বিষয়-শ্রবণে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আছে; যখন উহা বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট না হইয়া স্থিরভাবে পরমেশ্বরে অবস্থান করিবে, তখনই তুমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে।'

১। ধর্ম্মসঙ্গত। ২। প্রথিতযশাঃ—সম্মানিত। ৩। যথেষ্ট সম্মান। ৪। কর্ত্তব্য-বিষয়ে স্থির। ৫। উত্তম। ৬। কর্ম্মযোগসম্পর্কিত। ৭। পাপ। ৮। একাগ্র—একরূপ। ৯। বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বিধিনিষেধের অধীন। ১০। বর্ত্তমান-রম্য—উপস্থিত উপাদেয়।

১। অত্যন্ত আসক্ত। ২। রাগ-বিরাগে সহনশীল। ৩। ঈশ্বরনিষ্ঠ। ৪। হীন। ৫। মুক্তি-সাধনশক্তি সংসাধক। ৬। নিপুণতাই। ৭। বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ। ৮। দুঃখাদি-রহিত। ৯। দুস্ত্যাজ্য। ১০। শ্রবণযোগ্য।

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে কেশব! সমাধিস্থ[১] স্থিতপ্রজ্ঞ[২] ব্যক্তির লক্ষণ কি? তাঁহার বাক্য, অবস্থান ও গতি কি প্রকার?'

কৃষ্ণ কহিলেন, 'হে পার্থ! যিনি সর্ব্বপ্রকার মনোগত কামনা পরিত্যাগ করেন, যাঁহার আত্মা আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। যিনি দুঃখে অক্ষুব্ধচিত্ত, সুখে স্পৃহাশূন্য এবং অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ-বিবর্জ্জিত, সেই মুনি স্থিতপ্রজ্ঞ। যিনি পুত্র, মিত্র প্রভৃতি সকলের প্রতি স্নেহশূন্য, যিনি অনুকূল বিষয়ে অভিনন্দন[৩] ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ করেন না, তাঁহারই প্রজ্ঞা নিশ্চলা ও তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। কূর্ম্ম[৪] যেমন আপন অঙ্গ-সকল সঙ্কোচন করে[৫], সেইরূপ যিনি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহরণ[৬] করেন, তাঁহারই প্রজ্ঞা নিশ্চলা ও তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। যিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ না করেন, বিষয়-সকল তাঁহার নিকট হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে; বিষয়াভিলাষ নিবৃত্ত হয় না; কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া বিষয়বাসনা হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া থাকেন। হে কৌন্তেয়! ক্ষোভজনক ইন্দ্রিয়গণ যত্নশীল বিবেকী পুরুষের চিত্তকেও বলপূর্ব্বক হরণ করে; এই নিমিত্ত যোগশীল ব্যক্তি তাহাদিগকে সংযমপূর্ব্বক মৎপরায়ণ[৭] হইয়া থাকিবেন। এইরূপে ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশীভূত থাকে, তাঁহারই প্রজ্ঞা নিশ্চলা ও তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। প্রথমে বিষয়চিন্তা, চিন্তা হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে অভিলাষ, অভিলাষ হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ উপস্থিত হয়। যিনি আত্মাকে বশীভূত করিয়াছেন, তিনি রাগ-দ্বেষবর্জ্জিত আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, আত্মপ্রসাদ থাকিলে সকল দুঃখ বিনষ্ট হয়। প্রসন্নাত্মার বুদ্ধিই আশু নিশ্চল হইয়া উঠে। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির বুদ্ধি নাই; সুতরাং সে চিন্তা করিতেও পারে না; চিন্তা করিতে না পারিলে শান্তি হয় না; শান্তিহীন ব্যক্তির সুখ কোথায়? যে চিত্ত স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হয়, সেই চিত্ত বায়ু কর্ত্তৃক সমুদ্রে ইতস্ততঃ-বিঘূর্ণিত নৌকার ন্যায় জীবাত্মার বুদ্ধিকে বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করে। অতএব হে মহাবাহো! যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে নিগৃহীত[১] হইয়াছে, সেই ব্যক্তিরই প্রজ্ঞা নিশ্চলা ও তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। অজ্ঞান-তিমিরাবৃতমতি[২] ব্যক্তিদিগের নিশাস্বরূপ[৩] ব্রহ্মনিষ্ঠাতে[৪] জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ জাগরিত[৫] থাকেন এবং প্রাণিগণ যে বিষয়নিষ্ঠাস্বরূপ দিবায় প্রবোধিত[৬] থাকে, আত্মতত্ত্বদর্শী যোগীদিগের সেই রাত্রি[৭]। যেমন নদী-সকল সর্ব্বদা পরিপূর্ণ স্থিরপ্রতিষ্ঠ[৮] সমুদ্রে প্রবেশ করে, ভোগ সকল সেইরূপে যাহাকে আশ্রয় করিয়া লীন হইয়া যায়, তিনিই মোক্ষ লাভ করেন; ভোগার্থী ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে না। যিনি কামনা-সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও মমতা-বিহীন হইয়া ভোগ্য বস্তু-সমুদয় উপভোগ করেন, তিনি মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। হে পার্থ! ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা এই প্রকার; ইহা প্রাপ্ত হইলে সংসারে আর মুগ্ধ হইতে হয় না। যিনি চরমসময়েও এই ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠায় অবস্থান করেন, তিনিও পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়েন।'

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়—কর্ম্মযোগ

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে কেশব! যদি তোমার মতে কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, তবে আমাকে এই মারাত্মক কর্ম্মে কি নিমিত্ত নিয়োজিত করিতেছ? তুমি কখন জ্ঞানের, কখন বা কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া আমার বুদ্ধিকে মুগ্ধপ্রায় করিতেছ; এক্ষণে যাহাতে আমার শ্রেয়োলাভ হয়, এমন এক পক্ষ নিশ্চয় করিয়া বল।'

কৃষ্ণ কহিলেন, 'হে পার্থ! আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে, ইহলোকে নিষ্ঠা দুই প্রকার;—এক, শুদ্ধচেতা[৯]দিগের জ্ঞানযোগ; দ্বিতীয়, কর্ম্মযোগীদিগের

১। পরমেশ্বরে নিবিষ্টচিত্ত। ২। স্থিরবুদ্ধি। ৩। অনুরাগ। ৪। কচ্ছপ। ৫। ভিতরের দিকে গুটাইয়া লয়। ৬। প্রত্যানয়ন। ৭। ভগবানে একান্ত নিষ্ঠ।

১। সংযমবলে বিমুখ। ২—৭। রাত্রিতে নিদ্রা ও দিনে জাগরণ, ইহা লোকের স্বাভাবিক। অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে যাহাদের বুদ্ধি আবৃত, ব্রহ্মনিষ্ঠা তাহাদের পক্ষে রাত্রি, তাহাতে তাহারা নিদ্রিত, সুতরাং দেখিতে পায় না। যোগিগণের তথাবিধ রাত্রি দিবাস্বরূপ হয়, তাহাতে তাঁহারা জাগরিত; সুতরাং দর্শনে সমর্থ। প্রাণিগণ বিষয়নিষ্ঠারূপ দিবাতে জাগরিত—বিষয়-ভোগে ব্যাপৃত থাকে; আর আত্মদর্শীরা তাহাতে নিদ্রিত, ভোগবিরত থাকেন। ৮। চাঞ্চল্য রহিত। ৯। নির্ম্মল হৃদয়।

কর্ম্মযোগ। পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না এবং জ্ঞান প্রাপ্ত না হইলে কেবল সন্ন্যাস দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। কেহ কখন কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্র অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না; পুরুষ ইচ্ছা না করিলেও প্রাকৃতিক[১] গুণ-সমুদয়ই তাহাকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়-সকলকে সংযম করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সকল স্মরণ করে, সেই মূঢ়াত্মা কপটাচারী বলিয়া কথিত হয়। হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি মনোদ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। অতএব তুমি নিয়ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর; কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ; কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে তোমার শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে না। যে কর্ম্ম বিষ্ণুর উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয়, লোকে তদ্দারাই বদ্ধ হইয়া থাকে; অতএব হে কৌন্তেয়! তুমি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান কর। পূর্ব্বে প্রজাপতি প্রজাগণকে যজ্ঞের সহিত সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন,—হে প্রজাগণ! তোমরা যজ্ঞ দ্বারা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হও; যজ্ঞ তোমাদিগের কামনা পরিপূর্ণ করুক। তোমরা যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে সংবর্দ্ধিত কর; দেবগণও তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুক; এইরূপ পরস্পর সংবর্দ্ধন করিলে তোমরা উভয়েই পরম কল্যাণ লাভ করিবে; দেবগণ যজ্ঞ দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া তোমাদিগকে অভিলষিত ভোগ্য-সকল প্রদান করিবেন। যে ব্যক্তি দেবগণপ্রদত্ত ভোগ্য-সকল তাঁহাদিগকে প্রদান না করিয়া উপভোগ করে, সে চোর। সাধুগণ যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করিয়া সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হয়েন; কিন্তু যাহারা কেবল আপনার নিমিত্ত পাক করে, সেই পাপাত্মগণ পাপই ভোজন করিয়া থাকে। প্রাণিগণ অন্ন হইতে, অন্ন পর্জ্জন্য[২] হইতে, পর্জ্জন্য যজ্ঞ হইতে, যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে, কর্ম্ম বেদ হইতে এবং বেদ ব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে; অতএব সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। যে ব্যক্তি ইহলোকে বিষয়াসক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রবর্ত্তিত কর্ম্মাদি চক্রের অনুবর্ত্তী না হয়, তাহার আয়ু পাপময় ও জীবন বৃথা।

১। স্বাভাবিক। ২। বারিবর্ষণকারী মেঘ—বৃষ্টি।

আত্মাতেই যাঁহার প্রীতি, আত্মাতেই যাঁহার আনন্দ এবং আত্মাতেই যাঁহার সন্তোষ, তাঁহাকে কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হয় না; কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাঁহার পুণ্য হয় না, কর্ম্ম না করিলেও তাঁহার পাপ হয় না এবং তাঁহাকে মোক্ষের নিমিত্ত ব্রহ্মা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। পুরুষ আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মোক্ষ লাভ করেন; অতএব তুমি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর; জনক প্রভৃতি মহাত্মগণ কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তিরা তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং যাহা মান্য[১] করেন, তাহারা তাহারই অনুবর্ত্তী হয়, অতএব তুমি লোকদিগের ধর্ম্মরক্ষণার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান কর। দেখ, ত্রিভুবনের মধ্যে আমার কিছুই অপ্রাপ্য নাই; সুতরাং আমার কোন প্রকার কর্ত্তব্যও নাই; তথাপি আমি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি। যদি আমি আলস্যহীন হইয়া কখন কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে সমুদয় লোকে আমার অনুবর্ত্তী হইবে; অতএব আমি কর্ম্ম না করিলে এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হইয়া যাইবে এবং আমিই বর্ণসঙ্কর ও প্রজাগণের মলিনতার হেতু হইব। অতএব মূর্খেরা যেমন ফলপ্রত্যাশী হইয়া কর্ম্ম করে, তদ্রূপ বিদ্বানেরা আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া লোকদিগের ধর্ম্মরক্ষণের নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন। বিদ্বান্ ব্যক্তি কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞদিগের বুদ্ধিভেদ উৎপন্ন না করিয়া স্বয়ং সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক তাহাদিগকে কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবেন। সকল প্রকার কর্ম্মই প্রকৃতির গুণস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইতেছে; কিন্তু অহঙ্কারবিমূঢ়মতি[২] ব্যক্তি আপনাকে ঐ সকল কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে জানিয়া গুণকর্ম্মবিভাগের তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি বিষয়ে আসক্ত হয়েন না। যাহারা প্রকৃতির সত্ত্ব প্রভৃতি গুণে সাতিশয় মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়[৩] ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে আসক্ত হয়, সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি তাদৃশ অল্পদর্শী মন্দমতিদিগকে বিচালিত করিবেন না।

তুমি আমাতে সমুদয় কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া, আমি অন্তর্য্যামী পুরুষের অধীন হইয়া কর্ম্ম করিতেছি, এইরূপ ভাবিয়া, কামনা, মমতা ও শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক

১। কর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও কর্ম্মনিবর্ত্তক যে শাস্ত্রকে প্রমাণরূপে গ্রহণ। ২। অহঙ্কারে মোহাপন্ন।

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। যাহারা শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া নিরন্তর আমার মতের অনুসরণ করে, তাহারা সকল কর্ম্ম হইতে মুক্ত হয়। যাহারা অসূয়াপরবশ হইয়া অনুষ্ঠান না করে, সেই সকল বিবেকশূন্য ব্যক্তি সমুদয় কর্ম্ম ও ব্রহ্মবিষয়ে মুগ্ধ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও স্বীয় স্বভাবের অনুরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন; অতএব যখন সকল প্রাণীই স্বভাবের অনুবর্ত্তী, তখন ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিলে কি হইতে পারে? প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ আছে; ঐ উভয়ই মুমুক্ষুর[১] প্রতিবন্ধক[২]; অতএব উহাদের বশবর্ত্তী হইবে না। সম্যক্ অনুষ্ঠিত পর-ধর্ম্ম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন স্বধর্ম্মও শ্রেষ্ঠ; পরধর্ম্ম অতি ভয়ানক; অতএব স্বধর্ম্মে মরণও শ্রেয়স্কর।'

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে বাসুদেব! পুরুষ ইচ্ছা না করিলেও কে তাহাকে বলপূর্ব্বক পাপাচরণে নিয়োজিত করে?'

বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! এই কামই ক্রোধরূপে পরিণত, রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন, দুষ্পূরণীয়[৩] ও অতিশয় উগ্র; ইহাকেই মুক্তিপথের বৈরী বলিয়া জানিবে। যেমন ধূম দ্বারা অগ্নি, মল দ্বারা দর্পণ[৪] ও জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেইরূপ জ্ঞানিগণের চির-বৈরী, দুষ্পূরণীয়, অনলস্বরূপ কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহার আবির্ভাব[৫]স্থান; এই কাম আশ্রয়ভূত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে; হে অর্জ্জুন! অতএব তুমি অগ্রে ইন্দ্রিয়গণকে দমন এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানবিনাশী পাপরূপ কামকে বিনাশ কর; দেহাদি বিষয় অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ; ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ; মন অপেক্ষা সংশয়রহিত বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; যিনি সেই বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনিই আত্মা। হে মহাবাহো! তুমি আত্মাকে এইরূপ অবগত হইয়া এবং মনকে সংশয়রহিত বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় করিয়া কামরূপ দুরাসদ[৬] শত্রুকে বিনাশ কর।'

১। মুক্তিকামীর। ২। বাধাসৃষ্টিকারক। ৩। অনায়াসে যাহার পূরণ হয় না—পর পর আশা আকাঙ্ক্ষা বাড়িতেই থাকে। অতি অধিক আহারী ব্যক্তির যেমন পেট কিছুতেই ভরে না। ৪। আয়না। ৫। উৎপত্তি। ৬। দুর্জ্জয়।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়—জ্ঞানযোগ

ভগবান্ বলিলেন, 'আমি পূর্ব্বে আদিত্যকে এই অব্যয়যোগ কহিয়াছিলাম; তৎপরে আদিত্য মনুকে ও মনু ইক্ষ্বাকুকে কহিয়াছিলেন এবং নিমি প্রভৃতি রাজর্ষিগণও পরম্পরাগত[১] এই যোগবৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন, অনন্তর কালক্রমে উহা বিলুপ্ত হইয়াছিল, আজি আমি তোমার নিকটে সেই পুরাতন যোগ-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম; তুমি আমার ভক্ত ও সখা; তন্নিমিত্ত আমি তোমাকে এই রহস্য কহিলাম।'

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে কেশব! আদিত্য জন্মগ্রহণ করিলে পর তোমার জন্ম হইয়াছিল; অতএব আমি কি প্রকারে অবগত হইব যে, তুমি অগ্রে তাঁহাকে এই যোগবৃত্তান্ত কহিয়াছিলে?'

কৃষ্ণ কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! আমি অনেকবার জন্মগ্রহণ করিয়াছি; তোমারও বহু জন্ম অতীত হইয়াছে; তুমি তাহার কিছুই জান না; কিন্তু আমি তৎসমুদয়ই অবগত আছি। আমি জন্মরহিত, অনশ্বর[২] স্বভাব ও সকলের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আত্মমায়ায় জন্ম-গ্রহণ করি। যে যে সময়ে ধর্ম্মের বিপ্লব[৩] ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি আত্মাকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমি সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ ও ধর্ম্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে-যুগে জন্মগ্রহণ করি। হে অর্জ্জুন! যিনি আমার এই অলৌকিক জন্ম ও অলৌকিক কর্ম্ম যথার্থ অবগত হইতে পারেন, তিনি শরীর পরিত্যাগ করিয়া আমাকে লাভ করেন; তাঁহাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। অনেকে আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্ত, একান্ত আশ্রিত এবং জ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার সাযুজ্য[৪] লাভ করিয়াছে। হে পার্থ! যাহারা যেরূপে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই প্রকারেই অনুগ্রহ করি। যে যাহা করুক, সকলেই আমার সেবাপথে আগমন করিতেছে। মনুষ্যলোকে অচিরকালেই কর্ম্ম-সকল সফল হয়; এই নিমিত্ত কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যেরা প্রায়ই ইহলোকে দেবতার অর্চ্চনা করিয়া

১। পূর্ব্বাপর ধারাবাহিকরূপে আগত। ২। বিনাশরহিত। ৩। বিরুদ্ধ ভাবের উদ্ভব। ৪। সংযোগ—সাম্য।

থাকে। আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে[১] ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি; তথাপি আমি সংসারবিহীন; আমাকে কর্ত্তা মনে করিও না। কর্ম্ম আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না; কর্ম্মফলেও আমার স্পৃহা নাই। যে ব্যক্তি আমাকে এইরূপ অবগত হইতে পারে, তাহাকে কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হইতে হয় না। পূর্ব্বতন মুমুক্ষুগণ আমাকে এই প্রকারে অবগত হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেন; অতএব তুমি প্রথমে পূর্ব্বতনদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর।

ইহলোকে বিবেকিগণও কর্ম্ম ও অকর্ম্ম-বিষয়ে মোহিত হইয়া আছেন; অতএব তুমি যাহা অবগত হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হইবে; আমি তোমাকে সেই কর্ম্মের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। কর্ম্মের গতি অতি দুরবগাহ, অতএব বিহিত কর্ম্ম, অবিহিত কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ এই তিনের তত্ত্ব অবগত হইতে হয়; যিনি কর্ম্ম বিদ্যমান থাকিতেও আপনাকে কর্ম্মশূন্য এবং কর্ম্মত্যাগ হইলেও কর্ম্মযুক্ত বলিয়া বোধ করেন, তিনিই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্, যোগী ও সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা। যাঁহার সমুদয় কর্ম্ম নিষ্কাম, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া থাকেন; তাঁহার কর্ম্ম-সমুদয় জ্ঞানানলে[২] দগ্ধ হইয়া যায়। যিনি কর্ম্ম-ফলে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক চিরতৃপ্ত হইয়া থাকেন এবং কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করেন না, তিনি কর্ম্মে সম্যক্ প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহার কিছুমাত্র কর্ম্ম করা হয় না। যিনি কামনা ও সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহ পরিত্যাগ করেন, যাঁহার মন ও আত্মা বিশুদ্ধ, তিনি কেবল শরীর দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও পাপভাগী হয়েন না। যিনি যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, শীত, উষ্ণ ও সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু ও বৈরবিহীন এবং যিনি সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করেন, তিনি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম-বন্ধনে বদ্ধ হয়েন না। যিনি কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, রাগাদি হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং যাঁহার চিত্ত জ্ঞানে অবস্থান করিতেছে, তিনি যজ্ঞার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কর্ম্ম-সকল বিলয় হইয়া যায়। স্রুক্স্রুবাদি পাত্র-সকল ব্রহ্ম; হবনীয়[১] ঘৃতাদি ব্রহ্ম, অগ্নিও ব্রহ্ম ও যিনি হোম করেন, তিনিও ব্রহ্ম; এই প্রকার কর্ম্ম-স্বরূপ ব্রহ্মে যাঁহার সমাধি হইয়াছে, তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। কতকগুলি যোগী সম্যক্‌রূপে দেবযজ্ঞই[২] অনুষ্ঠান করেন; কোন কোন যোগী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞরূপ উপায় দ্বারা যজ্ঞাদি কর্ম্ম-সকল[৩] আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন; কেহ কেহ সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে, আর কেহ কেহ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয় সকল আহুতি দিয়া থাকেন। কেহ কেহ ধ্যেয় বিষয়[৪] দ্বারা উদ্দীপিত আত্মধ্যানরূপ যোগাগ্নিতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম ও প্রাণবায়ুর কর্ম্ম-সকল আহুতি প্রদান করেন। দৃঢ়ব্রত যতিগণ দ্রব্যদান, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, সমাধি, বেদপাঠ ও বেদজ্ঞান, এই কয়েকটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ প্রাণবৃত্তিতে অপানবৃত্তিকে আহুতি প্রদান করিয়া পূরক[৫], অপান-বৃত্তিতে প্রাণবৃত্তিকে আহুতি প্রদান করিয়া রেচক[৬] এবং প্রাণ ও অপানের গতিরোধ করিয়া কুম্ভক[৭]রূপ প্রাণায়াম করেন; আর কেহ কেহ নিয়তাহার[৮] হইয়া প্রাণবৃত্তি সমুদয়কে প্রাণবৃত্তিতেই হোম করিয়া থাকেন। এই সকল যজ্ঞবেত্তা যজ্ঞ দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া যজ্ঞশেষ-রূপ অমৃত ভোজন করিয়া সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করেন, কিন্তু যজ্ঞহীন ব্যক্তির পরলোকের কথা দূরে থাকুক, ইহলোকও নাই। এবংবিধ ভূরি ভূরি[৯] যজ্ঞ বেদ দ্বারা বিস্তারিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন; তুমি ইহা অবগত হইয়া মুক্তিলাভ কর। ফলের সহিত সমুদয় কর্ম্ম জ্ঞানের অন্তর্ভূত আছে, অতএব দ্রব্যময় দৈবযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ।

হে ধনঞ্জয়! তুমি প্রণিপাত, প্রশ্ন ও সেবা দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা কর, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীরা তোমাকে তাহার উপদেশ প্রদান করিবেন। জ্ঞানলাভ করিলে তুমি আর এ প্রকার বন্ধুবধাদিজনিত মোহে অভিভূত হইবে না, তুমি আপনাতে সমুদয় ভূতকে অভিন্ন অবলোকন করিয়া পরিশেষে পরমাত্মাকে আত্মায় অভিন্ন দেখিবে। যদ্যপি তুমি সকল পাপী অপেক্ষা অধিক পাপী হও, তথাপি সেই জ্ঞানরূপ ভেলা দ্বারা

১। ব্রাহ্মণগণের সত্ত্বগুণ অধিক, তাঁহাদের কার্য্য ইন্দ্রিয়-দমনপূর্ব্বক যোগতপস্যাদি। রজোবহুল ক্ষত্রিয়গণের কার্য্য যুদ্ধাদি দ্বারা রাজ্যশাসন-পালন। বৈশ্যগণ রজোমিশ্রিত তমঃপ্রধান, তাঁহাদের কার্য্য বাণিজ্য ও কৃষি-গোরক্ষাদি। শূদ্র কেবল তমঃপ্রধান, ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের সেবা দ্বারা সাহায্যই তাহাদের কার্য্য। জাতি দেখিয়া গুণকর্ম্মের এইরূপ কল্যাণকর বিভাগ—গুণ দেখিয়া জাতিবিভাগ নহে। ২। জ্ঞানরূপ অগ্নিতে।

১। আহুতির নিমিত্ত প্রদত্ত। ২। দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞই। ৩। কর্ম্মত্যাগরূপ। ৪। পদার্থ। ৫। নাসিকাপথে অভ্যন্তরে বায়ুপূরণ। ৬। অভ্যন্তরে পূরিত বায়ুর নিঃসরণ। ৭। অভ্যন্তরে বায়ু নিরোধ। ৮। সংযত-আহার। ৯। বহু বহু।

সমস্ত পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইবে। হে অর্জ্জুন! যেমন প্রজ্বলিত হুতাশন কাষ্ঠ-সমুদয় ভস্মাবশেষ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমুদয় কর্ম্ম ভস্মীভূত করিয়া থাকে। ইহলোকে জ্ঞানের ন্যায় শুদ্ধিকর আর কিছুই নাই, মুমুক্ষু ব্যক্তি কর্ম্মযোগে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আপনা হইতেই আত্মজ্ঞান লাভ করে। যে ব্যক্তি গুরুর উপদেশে শ্রদ্ধাবান, গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয়, তিনিই জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরাৎ[১] মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু জ্ঞান ও শ্রদ্ধাবিহীন সংশয়াত্মা ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সংশয়াত্মার এই লোক ও পরলোক কিছুই নাই এবং সুখও নাই। হে ধনঞ্জয়! যিনি যোগ দ্বারা কর্ম্ম-সকল ঈশ্বরে সমর্পণ ও জ্ঞান দ্বারা সংশয়চ্ছেদ করিয়াছেন, কর্ম্মসকল সেই অপ্রমত্ত ব্যক্তিকে বদ্ধ করিতে পারে না। অতএব হে ভারত! আত্মজ্ঞানরূপ অসি দ্বারা হৃদয়নিহিত, অজ্ঞানসম্ভূত! সংশয় ছেদ করিয়া কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান কর এবং উত্থিত হও।'

ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়—সন্ন্যাসযোগ

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! তুমি কর্ম্মসন্ন্যাস[২] ও কর্ম্মযোগ[৩] উভয়ের কথাই কহিতেছ, এক্ষণে উভয়ের মধ্যে যাহা শ্রেয়স্কর, তাহা অবধারিত করিয়া বল।'

কৃষ্ণ কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মুক্তির কারণ, কিন্তু তন্মধ্যে কর্ম্মযোগেই শ্রেষ্ঠ। যাঁহার দ্বেষ নাই ও আকাঙ্ক্ষা নাই, তিনিই নিত্য-সন্ন্যাসী, কারণ, তাদৃশ নির্দ্বন্দ্ব পুরুষেরাই অনায়াসে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন। মূর্খেরাই সন্ন্যাস ও যোগ উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন ফল কহে; কিন্তু পণ্ডিতেরা এরূপ কহেন না; বাস্তবিকও যিনি সন্ন্যাস ও যোগ এই উভয়ের একটিমাত্র সম্যক্ অনুষ্ঠান করেন, তিনি উভয়েরই ফল প্রাপ্ত হয়েন। সন্ন্যাসীরা মোক্ষ নামক যে স্থান লাভ করেন, কর্ম্মযোগীরাও সেই স্থান প্রাপ্ত হয়েন; যিনি সন্ন্যাস ও যোগ উভয়ই একরূপ দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী কিন্তু কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস দুঃখপ্রাপ্তির কারণ; কর্ম্মযোগযুক্ত ব্যক্তি সন্ন্যাসী হইয়া অচিরাৎ ব্রহ্মলাভ করেন। যিনি যোগযুক্ত হইয়া বিশুদ্ধচিত্ত হয়েন, যাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত, যাঁহার আত্মা সকল ভূতের আত্মাস্বরূপ, তিনি লোকযাত্রা-নির্ব্বাহার্থ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলেও তাহাতে লিপ্ত হয়েন না। পরমার্থদর্শী[৪] কর্ম্মযোগী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, অশন[৫], গমন, শয়ন, আলাপ, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ[৬] ও নিমেষ[৬] করিয়াও মনে করেন, আমি কিছুই করিতেছি না, ইন্দ্রিয়গণই স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে। যিনি আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করেন, পদ্মপত্রে জলের ন্যায় তাঁহাতে পাপ লিপ্ত হয় না। কর্ম্মযোগিগণ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া শরীর, মন, বুদ্ধি ও মমত্ববুদ্ধি[৬] বর্জ্জিত ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। পরমেশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া কৈবল্য[৬] প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু ঈশ্বরনিষ্ঠাবিমুখ[৭] ব্যক্তি কামনা বশতঃ ফলপ্রত্যাশী[৮] হইয়া বদ্ধ হয়। জিতেন্দ্রিয় দেহী[৯] মনে মনে সমুদয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বারবিশিষ্ট দেহপুরে সুখে অবস্থান করেন। তিনি স্বয়ং কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন না ও অন্যকেও প্রবৃত্ত করেন না। বিশ্বকর্ত্তা[১০] ঈশ্বর জীবলোকের কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্ম-সকল সৃষ্টি করেন না এবং কাহাকেও কর্ম্মফলভাগী করেন না, স্বভাবই তৎসমুদয়ের প্রবর্ত্তক। ঈশ্বর কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না, জ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত হয় বলিয়া জীব-সকল মোহাবিষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা জ্ঞান দ্বারা আত্মার অজ্ঞানকে বিনাশিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ব্রহ্মজ্ঞান আদিত্যের ন্যায় প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরে যাঁহাদিগের সংশয়রহিত বুদ্ধি, ঈশ্বরেই যাঁহাদিগের আত্মা, ঈশ্বরেই যাঁহাদিগের নিষ্ঠা এবং ঈশ্বরই যাঁহাদিগের পরম আশ্রয়, তাঁহারা জ্ঞান দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া মোক্ষ লাভ করেন।

পণ্ডিতগণ বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী কুক্কুর ও চণ্ডালকে তুল্যরূপ দেখেন। এইরূপ যাঁহাদিগের মন সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থান করে, তাঁহারা জীবনাবস্থাতেই সংসার জয় করেন এবং

১। অবিলম্বে—শীঘ্র। ২। কর্ম্মত্যাগ। ৩। ফলত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মাচরণ।

১। ব্রহ্মদর্শনকারী। ২। ভোজন। ৩—৪। চক্ষুর পাতা খোলা ও বোজান। ৫। 'আমি' 'আমার' জ্ঞান। ৬। কেবল—একরূপতা। ৭। ঈশ্বরে বিশ্বাসবিহীন। ৮। ফলাকাঙ্ক্ষী। ৯। জীবাত্মা। ১০। বিশ্বের বিধাতা।

নির্দোষ ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই সমভাবে আছেন, সুতরাং সমদর্শী[1] ব্যক্তিরাও ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি ব্রহ্মবিৎ হইয়া ব্রহ্মে অবস্থান করেন, তিনি প্রিয়বস্তু প্রাপ্ত হইয়া হর্ষযুক্ত বা অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া উদ্বিগ্ন হয়েন না; কেন না, তিনি মোহ হইতে মুক্ত হইয়া স্থিরবুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। যাঁহার চিত্ত বাহ্য-বিষয়ে আসক্ত হয় না, তিনি অন্তঃকরণে শান্তিসুখ অনুভব করেন, পরিশেষে ব্রহ্মে সমাধি লাভ করিয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হয়েন। যে সকল সুখ বিষয় হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা দুঃখের কারণ ও বিনশ্বর; পণ্ডিতগণ তাহাতে আসক্ত হয়েন না। যিনি ইহলোকে শরীর পরিত্যাগের পূর্ব্বে কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারেন, তিনিই যোগী ও তিনিই সুখী। আত্মাতেই যাঁহার সুখ, আত্মাতেই যাঁহার আরাম ও আত্মাতেই যাঁহার দৃষ্টি, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগী ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয়েন। যাঁহারা পাপকে বিনাশ করিয়াছেন, সংশয়কে ছেদন করিয়াছেন, চিত্তকে বশীভূত করিয়াছেন এবং সকলের হিতানুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছেন, সেই তত্ত্বদর্শিগণই মোক্ষ লাভ করেন। যে সকল সন্ন্যাসী কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া চিত্তকে আয়ত্ত করিয়াছেন, এবং আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা ইহকাল ও পরকাল উভয়ত্রই মোক্ষ লাভ করেন। যে মোক্ষপরায়ণ মুনি মন হইতে বাহ্য-বিষয় সকল বহিষ্কৃত, নয়নদ্বয় ভ্রূযুগলের মধ্যে সংস্থাপিত, নাসার অভ্যন্তরচারী প্রাণ ও অপানবৃত্তিকে সমভাবাপন্ন করিয়া ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি বশীভূত এবং ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ দূরপরাহত[2] করিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত। মানবগণ আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা এবং সকল লোকের মহেশ্বর ও সুবৃহৎ জানিয়া শান্তি লাভ করেন।'

—

ত্রিংশত্তম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়—ধ্যানযোগ

'হে অর্জ্জুন! যিনি ফলে বিতৃষ্ণ[3] হইয়া কর্ত্তব্য-কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী; কিন্তু যিনি অগ্নিসাধ্য ইষ্ট[4] ও অনগ্নি পূর্ত্ত প্রভৃতি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসীও নহেন, যোগীও নহেন। পণ্ডিতেরা যাহা সন্ন্যাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই যোগ, অতএব কর্ম্মফল পরিত্যাগ না করিলে কেহ যোগী হইতে পারে না। যে মুনি জ্ঞানযোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন, কর্ম্মই তাঁহার সহায়, আর যিনি তাহাতে আরোহণ করিয়াছেন, কর্ম্মত্যাগই তাঁহার সহায়। যিনি সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য ও ভোগসাধন কর্ম্মে আসক্ত না হয়েন, তিনিই তখন যোগারূঢ় বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। আত্মা দ্বারা আত্মাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবে, তাহাকে অবসন্ন করিবে না, কারণ, আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার রিপু। যে আত্মা আত্মাকে জয় করিয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু, আর যে আত্মা আত্মাকে জয় করিতে অসমর্থ হইয়াছে, সেই আত্মাই শত্রুর ন্যায় আত্মার অপকারে প্রবৃত্ত হয়। শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান ও অপমান উপস্থিত হইলে কেবল জিতাত্মা প্রশান্ত ব্যক্তির আত্মাই সাক্ষাৎ আত্মভাব অবলম্বন করে। যাঁহার আত্মা জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়াছে, যিনি নির্ব্বিকার ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি লোষ্ট্র[1], প্রস্তর ও কাঞ্চন সমজ্ঞান করেন, সেই যোগীই যোগারূঢ় বলিয়া উল্লিখিত হয়েন। যিনি সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু, সকলকেই সমজ্ঞান করেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

যোগী ব্যক্তি নির্জ্জনে নিরন্তর অবস্থান এবং আশা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তঃকরণ ও দেহ বশীভূত করিয়া চিত্তকে সমাধান[2] করিবেন। জিতচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত একাগ্রমনে পবিত্র স্থানে ক্রমান্বয়ে কুশ, অজিন ও বস্ত্র দ্বারা প্রস্তুত, অনতি-উচ্চ, অনতি-নীচ, স্থিরতর আসন সংস্থাপন করিয়া তাহাতে উপবেশন; শরীর, মস্তক ও গ্রীবা সম ও সরলভাবে ধারণ এবং দৃষ্টিকে অন্যান্য দিক্ হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগে সন্নিবেশিত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে। যোগী ব্যক্তি প্রশান্তাত্মা[3], নির্ভয়, ব্রহ্মচারী, সংযতচিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া আমাতেই চিত্ত অর্পণপূর্ব্বক অবস্থান করিবে। সংযতচিত্ত যোগী এইরূপে অন্তঃকরণকে সমাহিত করিলে আমার সারূপ্য[4]রূপ মোক্ষপ্রধান

১। তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন। ২। একান্ত ত্যাগ। ৩। আকাঙ্ক্ষারহিত। ৪। যজ্ঞ।

১। মাটির ডেলা। ২। সমতাযুক্ত। ৩। স্থির। ৪। সমানরূপতা—রূপসাম্য।

শান্তি লাভ করে। হে অর্জ্জুন! অতিভোজনশীল বা একান্ত অনাহারী এবং অতিনিদ্রালু[১] বা একান্ত নিদ্রাহীন ব্যক্তির সমাধি হয় না। যাঁহার আহার, বিহার, কর্ম্মচেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, তিনিই দুঃখ-বিনাশক সমাধি লাভ করিতে পারেন। যখন বশীভূত চিত্ত সর্ব্বপ্রকার কাম্যবিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া আত্মাতেই অবস্থান করে, তখনই তাহা সমাহিত[২] বলিয়া উল্লিখিত হয়। জিতচিত্ত যোগী ব্যক্তির চিত্ত আত্মযোগানুষ্ঠানকালে নির্ব্বাত-নিষ্কম্প[৩] দীপের ন্যায় নিশ্চল হইয়া থাকে। যে অবস্থায় চিত্ত যোগানুষ্ঠান দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া উপরত হয়, যে অবস্থায় বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা আত্মাকেই অবলোকন করিয়া আত্মাতেই পরিতৃপ্ত হয়, যে অবস্থায় বুদ্ধিমাত্রলভ্য, অতীন্দ্রিয়, আত্যন্তিক সুখ উপলব্ধি হয়, যে অবস্থায় অবস্থান করিলে আত্মতত্ত্ব হইতে পরিচ্যুত হইতে হয় না, যে অবস্থা লাভ করিলে অন্য লাভকে অধিক বলিয়া বোধ হয় না এবং যে অবস্থা উপস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও বিচলিত করিতে পারে না, সেই অবস্থার নামই যোগ; যাহাতে দুঃখের সম্পর্কও নাই, তাহাই বিশেষরূপে অবগত হইবে এবং অধ্যবসায়সহকারে ও নির্ব্বেদশূন্যচিত্তে অভ্যাস করিবে। সঙ্কল্প-সমুৎপন্ন কামনা-সকল নিঃশেষিত ও অন্তঃকরণ দ্বারা ইন্দ্রিয়সমুদয় বিষয় হইতে নিগৃহীত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে। মনকে আত্মাতে নিহিত করিয়া স্থিরবুদ্ধি দ্বারা অল্পে অল্পে বিরতি অভ্যাস করিবে; অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না। চঞ্চল-স্বভাব মন যে যে বিষয়ে বিচরণ করিবে, সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মার বশীভূত করিবে। প্রশান্তচিত্ত, রজোবিহীন[৪], নিষ্পাপ, জীবন্মুক্ত[৫] যোগী নিরতিশয় সুখ লাভ করেন। নিষ্পাপ যোগী এই প্রকারে মনকে সর্ব্বদা বশীভূত করিয়া অনায়াসে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজনিত[৬] সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ প্রাপ্ত হয়েন। সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শী, সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি সকল ভূতে আত্মাকে ও আত্মাতে সকল ভূতকে অবলোকন করেন। যে ব্যক্তি আমাতে সকল বস্তু ও সকল বস্তুতে আমাকে দর্শন করে, আমি তাহার অদৃশ্য হই না; সে ব্যক্তিও আমার অদৃশ্য হয় না। যে ব্যক্তি আমার সহিত একীভূত[১] হইয়া আমাকে সর্ব্বভূতস্থ[২] মনে করিয়া ভজনা করে, সে যে কোন প্রকার বৃত্তি অবলম্বন করুক, আমাতেই অবস্থান করে। হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি আপনার সুখ-দুঃখের ন্যায় সকলের সুখ-দুঃখ দর্শন করে, সেই শ্রেষ্ঠ যোগী।'

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে মধুসূদন! তুমি আত্মার সমতারূপ যে যোগের কথা উল্লেখ করিলে, মনের চঞ্চলতানিবন্ধন আমি ইহার দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব দেখিতেছি না; মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, ইন্দ্রিয়গণের ক্ষোভকর, অজেয় ও দুর্ভেদ্য; যেমন বায়ুকে নিরুদ্ধ করা অতি কঠিন, মনকে নিগৃহীত করাও সেইরূপ দুষ্কর বোধ হইতেছে।'

কৃষ্ণ কহিলেন 'হে অর্জ্জুন! চঞ্চলস্বভাব মন যে দুর্নিগ্রহ[৩], তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাহাকে নিগৃহীত করিতে হয়। যাহার চিত্ত অবশীভূত, যোগ লাভ করা তাহার পক্ষে দুর্ঘট। যে যত্নশীল ব্যক্তি অন্তঃকরণকে বশীভূত করিয়াছে, সে ব্যক্তি যথোক্ত উপায় দ্বারা যোগলাভ করিতে সমর্থ।'

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ কিন্তু যত্নহীন ও যোগভ্রষ্টচেতাঃ[৪], সে যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়? হে মহাবাহো! সে কি যোগ ও কর্ম্ম উভয় হইতে ভ্রষ্ট, নিরাশ্রয় ও ব্রহ্মলাভের উপায়ে অনভিজ্ঞ হইয়া ছিন্ন-মেঘের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হয় না? হে কৃষ্ণ! তুমি আমার এই সংশয় ছেদন কর; তোমা ভিন্ন আর কেহ এই সংশয় ছেদন করিতে সমর্থ হইবে না।'

কৃষ্ণ কহিলেন, 'হে পার্থ! যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি কি ইহলোকে, কি পরলোকে কুত্রাপি বিনষ্ট হয় না; কোন শুভকর্ম্মকারীই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকারীদিগের প্রাপ্য লোকে বহু বৎসর অবস্থান করিয়া সদাচার ও ধনসম্পন্নদিগের গৃহে অথবা বুদ্ধিমান্ যোগীদিগেরই বংশে জন্মগ্রহণ করে; যোগীদিগের কুলে জন্ম অতি দুর্লভ। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সেই জন্মে পৌর্ব্বদেহিক[৫] বুদ্ধি লাভ করে এবং মুক্তিলাভবিষয়ে পূর্ব্বজন্ম অপেক্ষা অধিকতর যত্ন করিয়া

১। অত্যন্ত নিদ্রাসেবী। ২। সমাধিস্থ। ৩। বায়ুবিহীন স্থানস্থিত কম্পনরহিত। ৪। মলশূন্য। ৫। জীবিতাবস্থায় মুক্ত—কামনা-বাসনাবিহীন জীবিতাবস্থা। ৬। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে জাত।

১। এক। ২। সকল প্রাণীতে বিদ্যমান। ৩। বশে আনা দুঃসাধ্য। ৪। যোগ হইতে স্খলিত চিত্ত। ৫। পূর্ব্বজন্মলব্ধ।

থাকে। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি কোন অন্তরায়[১] বশতঃ ইচ্ছা না করিলেও পূর্ব্বজন্মকৃত অভ্যাসই তাঁহাকে ব্রহ্ম-নিষ্ঠ করে। তখন তিনি যোগজিজ্ঞাসু[২] হইয়াই বেদোক্ত কর্ম্মফল অপেক্ষা সমধিক ফল লাভ করেন। নিষ্পাপ যোগী অধিকতর যত্নসহকারে অনেক জন্মে সিদ্ধ হইয়া পরিশেষে পরম গতি প্রাপ্ত হয়েন। হে অর্জ্জুন! যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; অতএব তুমি যোগী হও। হে পার্থ! যে ব্যক্তি আমাতে অন্তঃকরণ সমর্পণ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করেন, তিনি আমার মতে সকল যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম।'

একত্রিংশত্তম অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়—জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ

ভগবান্ কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি আমার প্রতি অনুরক্ত ও আমার আশ্রিত হইয়া যোগাভ্যাসপূর্ব্বক যে প্রকারে আমাকে সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারিবে, তাহা শ্রবণ কর। আমি যে অনুভবসহকৃত[৩] জ্ঞান সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, ইহা বিদিত হইলে, শ্রেয়োবিষয়ে[৪] আর কিছুই জ্ঞাত হইতে অবশিষ্ট থাকে না। সহস্র সহস্র মনুষ্যমধ্যে কোন ব্যক্তি আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত যত্নবান্ হয়; আর যত্নশীল সিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রকৃতরূপে আমাকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়। আমার মায়ারূপ প্রকৃতি ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই আট প্রকারে বিভক্ত, এতদ্ভিন্ন আমার একটি জীবস্বরূপ পরা[৫] প্রকৃতি আছে, উহা এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। হে পার্থ! স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত-সমুদয় এই ক্ষেত্র[৬] ও ক্ষেত্রজ্ঞ[৭] স্বরূপ প্রকৃতিদ্বয় হইতে সমুৎপন্ন হইতেছে। অতএব আমিই এই সমস্ত বিশ্বের পরম কারণ ও আমিই ইহার প্রলয়কর্ত্তা[৮]; হে ধনঞ্জয়! আমা ভিন্ন ইহার সৃষ্টি-সংহারের[৯] আর শ্রেষ্ঠ স্বতন্ত্র কারণ নাই। যেমন সূত্রে মণি সকল গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতেই এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে। হে অর্জ্জুন! আমি সলিলে রসরূপে, চন্দ্র-সূর্য্যে প্রভাবরূপে, সমুদয় বেদে ওঁকাররূপে, আকাশে শব্দরূপে, মনুষ্য সকলে পৌরুষরূপে, পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধরূপে, অনলে তেজোরূপে, সর্ব্বভূতে জীবনরূপে ও তপস্বিগণে তপস্যারূপে অবস্থান করিতেছি। হে পার্থ! তুমি আমাকে সর্ব্বভূতের সনাতন[১] বীজ বলিয়া বিদিত হও। আমি বুদ্ধিমান্‌দিগের বুদ্ধি, তেজস্বীদিগের তেজ, বলবানের দুরাকাঙ্ক্ষাশূন্য বল ও সর্ব্বভূতের বল ও ধর্ম্মানুগত কাম। যে সমস্ত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব আছে, তাহা আমা হইতে উৎপন্ন এবং আমারই অধীন; কিন্তু আমি কদাচ ঐ সকলের বশীভূত নহি। জগতীস্থ[২] সমুদয় লোক এই ত্রিগুণাত্মক[৩] ভাবে বিমোহিত হইয়া আমাকে ইহাদের অতিরিক্ত অবিনাশী বলিয়া বিদিত হইতে সমর্থ হয় না।

অলৌকিক গুণময়ী নিতান্ত দুস্তরা আমার এক মায়া আছে; যাহারা আমাকে আশ্রয় করে, তাহারাই ঐ মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। ঐ মায়া কর্ত্তৃক যাহাদিগের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে এবং যাহারা অসুরভাব অবলম্বন করিয়াছে, সেই সমস্ত দুষ্কর্ম্মকারী নরাধম মূর্খ কদাচ আমাকে প্রাপ্ত হয় না। আর্ত্ত[৪], আত্মজ্ঞানাভিলাষী, অর্থাভিলাষী ও জ্ঞানী, হে অর্জ্জুন! এই চারি প্রকার পুণ্যবান্ লোক আমার আরাধনা করিয়া থাকে; তন্মধ্যে অতিমাত্র ভক্ত ও যোগযুক্ত জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ; আমি জ্ঞানবানের এবং জ্ঞানবান্ আমার একান্ত প্রিয়। পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার উপাসকই মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু আমার মতে জ্ঞানীই আত্মস্বরূপ; তিনি মদেকচিত্ত[৫] হইয়া আমাকে একমাত্র উত্তম গতি অবধারণ করিয়া আশ্রয় করিয়া থাকেন। বহুজন্ম অতিক্রান্ত হইলে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বাসুদেবই এই সচরাচর বিশ্ব, এইরূপ বিবেচনা করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু তাদৃশ মহাত্মা নিতান্ত দুর্ল্লভ। অন্য উপাসকেরা স্বীয় প্রকৃতির বশীভূত ও নানা প্রকার কামনা দ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া

১। বাধাবিঘ্ন। ২। যোগবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু। ৩। অনুভবের সহিত আচরিত। ৪। মুক্তিরূপ মঙ্গল সম্বন্ধে। ৫। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ৬। প্রকৃতি। ৭। জীবাত্মা। ৮। লয়কারক। ৯। উৎপত্তির উপসংহারের—প্রবাহনিবৃত্তির।

১। নিত্য—ক্ষয়রহিত। ২। ব্রহ্মাণ্ডস্থিত। ৩। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণগঠিত। ৪। পীড়িত—কাতর। ৫। একমাত্র ভগবানেই অর্পিতচিত্ত।

প্রসিদ্ধ[1] নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক ভূত, প্রেত প্রভৃতি ক্ষুদ্র দেবতাদিগের আরাধনা করিয়া থাকে। যে যে ভক্ত শ্রদ্ধাসহকারে যে কোন দেবতার অর্চ্চনা করিতে অভিলাষ করেন, আমিই তাঁহাদিগকে সেই অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করিয়া থাকি, তাঁহারা সেই শ্রদ্ধাসহকারে সেই সকল দেবতার আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হন; তৎপরে আমা হইতেই হিতকর অভিলষিত-সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু সেই সমস্ত অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের দেবতালব্ধ[2] ফল-সমুদয় ক্ষয় হইয়া যায়। দেবযাজী ব্যক্তিরা দেবতা প্রাপ্ত হয়, আর আমার ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমি অব্যক্ত; কিন্তু নির্ব্বোধ মনুষ্যেরা আমার অব্যয় ও অতি উৎকৃষ্ট স্বরূপ অবগত না হইয়া আমাকে মনুষ্য, মীন ও কূর্ম্মাদিভাবাপন্ন মনে করে। আমি যোগ-মায়ায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছি, সকলের সমক্ষে কদাচ প্রকাশমান হই না; এই নিমিত্ত মূঢ়েরা আমাকে জন্মহীন ও অব্যয় বলিয়া অবগত নহে। হে অর্জ্জুন! আমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন বিষয়ই বিদিত আছি, কিন্তু আমাকে কেহই জ্ঞাত নহে। হে অর্জ্জুন! জন্মগ্রহণ করিলে ভূতসকল ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থিত শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্ব নিমিত্ত মোহে বিমোহিত হইয়া থাকে; কিন্তু যে সমস্ত পুণ্যাত্মাদিগের পাপ বিনষ্ট ও শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-নিমিত্ত মোহ অপগত হইয়াছে, সেই সমস্ত কঠোর-ব্রতপরায়ণ মহাত্মারাই আমার আরাধনা করেন। যাঁহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া জরা-মৃত্যু হইতে বিনির্মুক্ত হইবার জন্য যত্ন করেন, তাঁহারাই সমগ্র অধ্যাত্মবিষয়, নিখিল কর্ম্ম ও সনাতন ব্রহ্ম অবগত হইতে সমর্থ হয়েন। যাহারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে সম্যক্ বিদিত হইয়াছেন, সেই সমস্ত সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি মৃত্যুকালেও আমাকে বিস্মৃত হয়েন না।'

—

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়—অক্ষরব্রহ্মযোগ

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে বাসুদেব! ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কর্ম্ম কাহাকে বলে? অধিভূত ও অধিদৈবই বা কি? মনুষ্যদেহে অধিযজ্ঞ কিরূপে অবস্থান করিতেছে? সংযতচিত্ত ব্যক্তিরা মৃত্যুকালে কি প্রকারে ব্রহ্মকে বিদিত হয়েন?"

বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! যিনি পরম, অক্ষয় ও জগতের মূল কারণ, তিনিই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মের অংশস্বরূপ জীব, দেহ অধিকার করিয়া অবস্থান করিলে তাহাকে অধ্যাত্ম বলা যায়। যাহাতে ভূতগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা যজ্ঞকর্ম্ম। বিনশ্বর[1] দেহাদি পদার্থ ভূত-সকলকে অধিকার করিয়া থাকে; এই নিমিত্ত উহাকে অধিভূত বলা যায়। সূর্য্যমণ্ডল-বর্ত্তী বৈরাজ পুরুষ দেবতাদিগের অধিপতি বলিয়া তাঁহাকে অধিদৈবত বলা যায়। আর আমিই এই দেহে যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে অবস্থান করিতেছি, এই নিমিত্ত অধিযজ্ঞ বলিয়া অভি-হিত হইয়া থাকি। যিনি অন্তকালে আমাকে স্মরণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রয়াণ করেন, তিনি নিঃসন্দেহ আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন। হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি একান্তমনে অন্তকালে যে যে বস্তু স্মরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করে, সে সেই সেই বস্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব তুমি সকল সময়ে আমাকে স্মরণ কর ও সমরে প্রবৃত্ত হও। আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে অর্জ্জুন! অভ্যাসরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া অনন্য-মনে সেই দিব্য পরমপুরুষকে চিন্তা করিলে তাঁহাতেই লীন হয়। যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে অবিচলিত-চিত্তে ভক্তি ও যোগবলে ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণবায়ু সমা-বেশিত করিয়া পুরাতন, বিশ্বনিয়ন্তা[2], সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, সকলের বিধাতা, অচিন্ত্যরূপ, আদিত্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ, অজ্ঞানান্ধকারের উপর[3] বর্ত্তমান, দিব্য পরমপুরুষকে চিন্তা করে, সে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। হে অর্জ্জুন! বেদবেত্তারা যাঁহাকে অক্ষয় বলিয়া থাকেন এবং বিষয়াসক্তিশূন্য যতিগণ যাঁহাতে প্রবেশ করেন ও যাঁহাকে বিদিত হইবার নিমিত্ত ব্রহ্ম-চর্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, আমি সেই প্রাপ্য বস্তুলাভের উপায় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর:—

১। গতানুগতিক—রুচিকর। ২। দেবতা হইতে প্রাপ্ত।

১। বিনাশশীল। ২। ব্রহ্মাণ্ডপরিচালক। ৩। অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের অতীত অবস্থায়।

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়দ্বার-সমুদয় সংযত, হৃদয়কমলে মনকে নিরুদ্ধ ও ভ্রূমধ্যে প্রাণবায়ু সন্নিবেশিত করিয়া যোগজনিত ধৈর্য্য অবলম্বন এবং ব্রহ্মের অভিধান[১] ওঁ এই একাক্ষর উচ্চারণ ও আমাকে স্মরণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রয়াণ করেন, তিনি পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি অনন্যমনে সতত আমাকে স্মরণ করেন, সেই সমাহিত যোগী আমাকে অনায়াসে লাভ করিতে সমর্থ হয়েন; মহাত্মারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়াও মোক্ষরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করিয়া দুঃখের আলয় অনিত্য পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয়েন না। প্রাণিগণ ব্রহ্মলোক অবধি সমুদয় লোক হইতেই পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হয়; কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। সহস্র দৈব যুগে ব্রহ্মার এক দিন এবং ঐরূপ সহস্র যুগে এক রাত্রি হয়। যাঁহারা ইহা বিদিত হইয়াছেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তিরাই অহোরাত্রবেত্তা[২]। ব্রহ্মার দিবস হইতে ব্যক্ত চরাচর ভূত-সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে; আর রাত্রি উপস্থিত হইলে সেই কারণরূপ অব্যক্ত পদার্থে সমস্ত বস্তু বিলীন হইয়া যায়। সেই ভূতসমূহ ব্রহ্মার দিবসাগমে বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া রাত্রিসমাগমে বিলীন হয় এবং পুনরায় দিবসাগমে কর্ম্মাদিপরতন্ত্র ও সমুৎপন্ন হইয়া পুনরায় রাত্রিসমাগমে বিলীন হইয়া থাকে। সেই চরাচরের কারণরূপ অব্যক্ত অপেক্ষাও পরতর[৩] অতিশয় অব্যক্ত সনাতন আর একটি ভাব আছে; উহা সমস্ত ভূত বিনষ্ট হইলেও কদাচ বিনষ্ট হয় না। অতীন্দ্রিয় ও অক্ষয় ভাবকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন; উহাই আমার স্বরূপ; উহা প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যের আর বিনিবর্ত্তন হয় না[৪]। হে অর্জ্জুন! সেই পরম-পুরুষকে একান্ত ভক্তি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়; ভূতসকল তাঁহার অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে এবং তিনিই এই বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। যোগীরা যে কালে গমন করিলে আবৃত্তি[৫] ও যে কালে গমন করিলে অনাবৃত্তি[৬] প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আমি সেই কালের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর;—যে স্থানে দিবস শুক্লবর্ণ[১] ও অগ্নির ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এবং ছয় মাস উত্তরায়ণ[২], ব্রহ্মবেত্তারা তথায় গমন করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর যে স্থানে রাত্রি[৩], ধূম[৪] ও কৃষ্ণ[৫]বর্ণ এবং ছয় মাস দক্ষিণায়ন[৬]; কর্ম্মযোগীরা তথায় চন্দ্রপ্রভাশালী স্বর্গ-লাভ[৭] করিয়া নিবৃত্ত হয়েন। জগতের শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ দুইটি শাশ্বত গতি আছে; তন্মধ্যে একতর দ্বারা অনাবৃত্তি ও অন্যতর দ্বারা আবৃত্তি হইয়া থাকে। হে পার্থ! যোগী ব্যক্তি এই দুইটি গতি অবগত হইয়া কদাচ বিমোহিত হয়েন না; অতএব তুমি সকল কালে যোগানুষ্ঠানপরায়ণ হও। শাস্ত্রে বেদ, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানে যে ফল নির্দ্দিষ্ট আছে, জ্ঞানীরা এই নির্ণীত তত্ত্ব অবগত হইয়া তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করেন এবং জগতের মূল বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।'

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

নবম অধ্যায়—রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ

ভগবান্ কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি অসূয়াশূন্য; অতএব যাহা অবগত হইলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে, আমি সেই গোপনীয় উপাসনাসহকৃত ঈশ্বরজ্ঞান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই উৎকৃষ্ট জ্ঞান বিদ্যাশ্রেষ্ঠ, রাজগণেরও গোপনীয়, অতি পবিত্র, প্রত্যক্ষফলদ ধর্ম্মানুগত ও অব্যয়; ইহা অনায়াসেই অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। যাহারা এই ধর্ম্মে বিশ্বাস না করে, তাহারা আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যুসমাকুল সংসারপথে নিয়ত পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। হে অর্জ্জুন! আমি অব্যক্তরূপে সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছি; আমাতে ভূত-সকল অবস্থান করিতেছে; কিন্তু আমি কিছুতেই অবস্থিত নহি, আর আমাতেও কোন ভূত অবস্থান করিতেছে না; আমার এই ঐশিকী[৮] অঘটঘটনাচাতুরী[৯] নিরীক্ষণ কর। আমার আত্মা ভূতসকল ধারণ ও পালন করিতেছে; কিন্তু কোন ভূতেই

১। নাম—পরিচায়কসংজ্ঞা। ২। দিবারাত্রির পরিমাণ বিষয়ে বিজ্ঞ। ৩। নিগূঢ়। ৪। ফিরিয়া আসে না—ব্রহ্মেই লীন হইয়া থাকে। ৫। জন্মবন্ধন। ৬। সংসারনিবৃত্তি—মোক্ষ।

১। সত্ত্বময়। ২। মাঘ মাস হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত। ৩—৫। রজঃ ও তমোময়। ৬। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত। ৭। পিতৃলোক। ৮। ঐশী—নিয়তি বিষয়িণী। ৯। অসম্ভব-সম্ভাবনাকারিণী নিপুণতা।

অবস্থান করিতেছে না। যেমন সমীরণ সর্ব্বত্রগামী ও মহৎ হইলেও প্রতিনিয়ত আকাশে অবস্থান করে, তদ্রূপ সকল ভূতই আমাতে অবস্থান করিয়া রহিয়াছে জানিবে। হে অর্জ্জুন! কল্পক্ষয়কালে[1] ভূতগণ আমার ত্রিগুণাত্মিকা মায়ায় লীন হয় এবং কল্পপ্রারম্ভে আমি পুনরায় উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমি স্বীয় মায়ায় অধিষ্ঠিত হইয়া জন্মান্তরীণ[2] কর্ম্মানুসারে প্রলয়কালবিলীন[3] কর্ম্মাদিপরবশ[4] ভূত-সমুদয় বারংবার সৃষ্টি করিতেছি; কিন্তু আমি সেই সকল সৃষ্টি প্রভৃতি কর্ম্মের আয়ত্ত[5] নহি; আমি সকল কর্ম্মেই অনাসক্ত হইয়া উদাসীনের ন্যায় নিরন্তর অবস্থান করিয়া থাকি। মায়া আমার অধিষ্ঠান[6] মাত্র লাভ করিয়া এই সচরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছে এবং আমার অধিষ্ঠান নিমিত্তই এই জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে। আমি সকল ভূতের ঈশ্বর; আমি মানুষ-বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছি বলিয়া বিফল আশাসম্পন্ন, বিফল কর্ম্মপরায়ণ, বিফল জ্ঞানযুক্ত বিচেতন, মূঢ় ব্যক্তিরা আমার পরম তত্ত্ব অবগত না হইয়া আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে; কারণ, তাহারা রাক্ষসী[7], আসুরী[8] ও মোহিনী[9] প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া আছে। কিন্তু মহাত্মগণ দৈবী প্রকৃতি আশ্রয়পূর্ব্বক আমাকে সকল ভূতের কারণ ও অব্যয়রূপ অবগত হইয়া অনন্যমনে আরাধনা করেন; সতত ভক্তিযুক্ত ও অবহিত হইয়া আমার নাম কীর্ত্তন করেন, যত্নবান্ ও দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে নমস্কার করিয়া থাকেন এবং প্রতিনিয়ত সাবধান হইয়া ভক্তিসহকারে আমার উপাসনা করেন। আর কেহ তত্ত্বজ্ঞানরূপ যজ্ঞ, কেহ অভেদ ভাবনা, কেহ পৃথক্ ভাবনা দ্বারা, কেহ বা সর্ব্বাত্মক বলিয়া ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপে আমাকে আরাধনা করিয়া থাকেন। দেখ, আমি যজ্ঞ, স্বধা, ঔষধ, মন্ত্র, আজ্য, অগ্নি ও হোম; আমি এই জগতের পিতা, পিতামহ, মাতা ও বিধাতা; আমি জ্ঞেয়, পবিত্র, ওঁকার, ঋক্, সাম ও যজু; আমি কর্ম্মফল, ভর্ত্তা[10], প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, প্রভব, প্রলয়, আধার, লয়স্থান ও অব্যয় বীজ। হে অর্জ্জুন! আমি তাপপ্রদান এবং বৃষ্টিরোধ ও বৃষ্টি প্রদান করি। আমিই অমৃত, মৃত্যু, সৎ ও অসৎ।

ত্রিবেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানপর[1], সোমপায়ী বিগতপাপ মহাত্মগণ যজ্ঞ দ্বারা আমার সংকার করিয়া সুরলোকলাভের অভিলাষ করেন, পরিশেষে অতি পবিত্র সুরলোক প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট দেবভোগ্যসকল উপভোগ করিয়া থাকেন। অনন্তর পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন। এইরূপে তাঁহারা বেদত্রয়বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানপর ও ভোগাভিলাষী হইয়া গমনাগমন[2] করিয়া থাকেন। যাহারা অনন্যমনে আমাকে চিন্তা ও আরাধনা করে, আমি সেই সকল মদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে যোগক্ষেম প্রদান করিয়া থাকি। যাহারা শ্রদ্ধা-ভক্তিসহকারে অন্য দেবতার আরাধনা করে, তাহারা অবিধিপূর্ব্বক আমাকেই পূজা করিয়া থাকে। আমি সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু; কিন্তু তাহারা আমাকে যথার্থতঃ বিদিত হইতে পারে না; এই নিমিত্ত স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া থাকে। দেবব্রতপরায়ণ[3] ব্যক্তিরা দেবগণ, পিতৃব্রতনিষ্ঠ ব্যক্তিরা পিতৃগণ ও ভূতসেবকেরা ভূত-সকলকে এবং আমার উপাসকেরা আমাকেই প্রাপ্ত হয়। যিনি ভক্তিসহকারে আমাকে ফল, পত্র, পুষ্প ও জল প্রদান করেন, আমি সেই মহাত্মা ব্যক্তির সেই সমুদয় দ্রব্য ভক্ষণ ও পান করিয়া থাকি। হে অর্জ্জুন! তুমি যে কিছু কর্ম্ম অনুষ্ঠান, যাহা ভক্ষণ, যাহা হোম, যে বস্তু দান ও যেরূপ তপঃসাধন করিয়া থাক, তৎসমুদয় আমাকে সমর্পণ করিও; তাহা হইলে কর্ম্মজনিত শুভাশুভ ফল হইতে বিমুক্ত হইবে এবং কর্ম্মার্পণরূপ[4] যোগযুক্ত হইয়া আমাকে লাভ করিবে। আমি সকল ভূতে একরূপ; কেহ আমার শত্রু বা মিত্র নাই। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমার আরাধনা করে, তাহারা আমাতেই অবস্থান করিয়া থাকে। যদি দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যমনে আমার উপাসনা করে, সে সাধু; তাহার অধ্যবসায় অতি সুন্দর; সে অবিলম্বে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া নিরন্তর শান্তি লাভ করে এবং তাহার বিনাশ নাই। অতি পবিত্র ব্রাহ্মণ ও ভক্তিপরায়ণ রাজর্ষিগণের কথা দূরে থাকুক, যাহারা নিতান্ত পাপাত্মা, যাহারা কৃষি প্রভৃতি কার্য্যে নিরত বৈশ্য ও যাহারা অধ্যয়নবিরহিত

১। ব্রহ্মার স্থিতিকালের অবসানে—মহাপ্রলয় সময়ে। ২। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের। ৩। প্রলয়কালে লয়প্রাপ্ত। ৪। স্ব স্ব কর্ম্মের অধীন। ৫। অধীন। ৬। আশ্রয়। ৭—৯। মোহকারিণী রাক্ষস ও অসুরসম্বন্ধীয়া। ১০। পালনকর্ত্তা।

১। কর্ম্মানুষ্ঠাননিরত। ২। জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারে আগমন—সংসার হইতে গমন। ৩। যজ্ঞাদিনিষ্ঠ। ৪। কর্ম্মফলত্যাগরূপ।

শূদ্র, তাহারা এবং স্ত্রীলোকেরাও আমাকে আশ্রয় করিলে অত্যুৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে। হে অর্জ্জুন! তুমি এই অনিত্য অসুখকর লোক প্রাপ্ত হইয়া আমাকে আরাধনা ও নমস্কার কর; আমাতে মন সমর্পণপূর্ব্বক আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হও এবং সর্ব্বদা আমার পূজা কর। তুমি এইরূপে আমাতে আত্মা সমাহিত করিলে আমাকে লাভ করিবে।'

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

দশম অধ্যায়—বিভূতিযোগ

ভগবান্ কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি আমার বাক্য-শ্রবণে নিতান্ত প্রীত হইতেছ; এক্ষণে আমি তোমার হিতবাসনায় পুনরায় যে সমস্ত উৎকৃষ্ট বাক্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর,—মহর্ষি ও সুরগণও আমার প্রভাব অবগত নহেন; আমি সকল বিষয়েই তাঁহাদিগের আদি। যিনি আমাকে অনাদি, জন্মবিহীন ও সকল লোকের ঈশ্বর বলিয়া জানেন, তিনি জীবলোকে মোহবিরত ও পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। আমি বুদ্ধি, জ্ঞান, ব্যাকুলতা, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপঃ, দান, যশঃ ও অযশ। আমা হইতেই প্রাণিগণের ভিন্ন ভিন্ন ভাব উৎপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বতন সনকাদি চারি জন ও ভৃগু প্রভৃতি সাত জন মহর্ষি এবং মনু-সকল[১] আমারই প্রভাবসম্পন্ন ও আমারই মন হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। তাঁহারা এই লোক ও প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি আমার এই বিভূতি ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ঐশ্বর্য্য[২] সম্যক্ বিদিত হইয়াছেন, তিনি সংশয়রহিত জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন, সন্দেহ নাই। পণ্ডিতেরা আমাকে সকলের কারণ ও আমা হইতে সমস্ত প্রবর্ত্তিত জানিয়া প্রীতমনে আমার অর্চ্চনা করেন। তাঁহারা আমাতে মনঃ ও প্রাণ সমর্পণ করিয়া আমাকে বিদিত হয়েন এবং আমার নাম কীর্ত্তন করিয়া একান্ত সন্তোষ ও পরম শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। আমি সেই সমস্ত প্রীতচিত্ত উপাসকদিগের বুদ্ধি প্রদান করি; তাঁহারা তদ্দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া দীপ্তিশীল জ্ঞানপ্রদীপ দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার নিরাকরণ[১] করিয়া থাকি।'

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে বাসুদেব! ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল ও ব্যাসদেব তোমাকে পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র, শাশ্বত পুরুষ, দিব্য, আদিদেব ও জন্মবিহীন বলিয়া থাকেন এবং তুমিও আপনাকে ঐরূপ নির্দ্দেশ করিলে। এক্ষণে তুমি যেরূপ কহিতেছ, আমি তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও[২] সন্দেহ করি না। দেব ও দানবগণ তোমাকে সম্যক্ অবগত নহেন; তুমি আপনিই আপনাকে বিদিত হইতেছ। হে দেবদেব! হে ভূতভাবন[৩]! তুমি যে সমস্ত বিভূতি দ্বারা এই লোক-সমুদয় ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ, এক্ষণে সেই সকল দিব্য বিভূতি সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন কর, আমি কিরূপে তোমাকে সতত চিন্তা করিয়া অবগত হইতে সমর্থ হইব এবং কোন্ কোন্ পদার্থেই বা তোমাকে চিন্তা করিব? এক্ষণে তুমি পুনরায় সবিস্তার আপনার ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি কীর্ত্তন কর; তোমার এই অমৃতোপম বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুতেই আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না।'

বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! আমার বিভূতির ইয়ত্তা নাই; অতএব এক্ষণে প্রধান প্রধান বিভূতি-সকল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে অর্জ্জুন! আমি আত্মা ও সকল প্রাণীর অন্তঃকরণে অবস্থান করিতেছি। আমি সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত; আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতির্ম্মণ্ডলীর মধ্যে সমুজ্জ্বল সূর্য্য, মরুদ্গণের মধ্যে মরীচি ও নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র। আমি বেদের মধ্যে সাম, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়-সমুদয়ের মধ্যে মন ও ভূতগণের মধ্যে চৈতন্য। আমি রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষরাক্ষসের মধ্যে কুবের, বসুগণের মধ্যে পাবক, পর্ব্বতের মধ্যে সুমেরু, পুরোহিতগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বৃহস্পতি, সেনানীদিগের মধ্যে কার্ত্তিকেয় ও জলাশয়-সকলের মধ্যে সাগর। আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, বাক্য-সকলের মধ্যে ওঁকার, যজ্ঞ-সমুদয়ের মধ্যে জপযজ্ঞ, স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয়, বৃক্ষসমূহের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ

১। স্বায়ম্ভুবপ্রমুখ ১৪ জন। ২। সমস্ত জানিবার শক্তি।

১। দূর। ২। অতি অল্প পরিমাণও। ৩। প্রাণিগণের উৎপাদনকারক।

ও সিদ্ধ-সমুদয়ের মধ্যে মহামুনি কপিল। আমি অশ্বগণমধ্যে অমৃতমন্থনোদ্ভূত[1] উচ্চৈঃশ্রবা, মাতঙ্গমধ্যে ঐরাবত, মনুষ্যমধ্যে রাজা, আয়ুধমধ্যে বজ্র ও ধেনুগণ-মধ্যে কামধেনু। আমি উৎপত্তিহেতু কন্দর্প[2], সবিষ ভুজঙ্গগণের মধ্যে বাসুকি, নির্বিষ ভুজঙ্গগণের মধ্যে অনন্ত, জলচরসকলের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা, নিয়ামক[3]দিগের মধ্যে যম ও দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ। আমি গণনাকারীদিগের কাল, মৃগগণের মধ্যে মৃগেন্দ্র[4], পক্ষিমধ্যে বৈনতেয়, বেগবান্‌দিগের মধ্যে পবন, শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে দাশরথি রাম, মৎস্যগণমধ্যে মকর ও স্রোতস্বতীর[5] মধ্যে জাহ্নবী। আমি সৃষ্টপদার্থ সকলের আদি, অন্ত ও মধ্য, বিদ্যা-সকলের মধ্যে আত্মবিদ্যা, বাদিগণের বাদ, অক্ষর-সকলের মধ্যে অকার ও সমাসমধ্যে দ্বন্দ্ব। আমি অনন্ত কাল, সর্ব্বতোমুখ[6] বিধাতা, সর্ব্ব-সংহারক মৃত্যু ও অভ্যুদয়লাভের যোগ্য প্রাণীদিগের অভ্যুদয়[7]। আমি নারীগণমধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্‌ (বাক্য), স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা। আমি সাম-বেদের মধ্যে বৃহৎ সাম, ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী, মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ[8], ঋতুর মধ্যে বসন্ত, প্রতারকদিগের দ্যূত ও তেজস্বীদিগের তেজঃ। আমি জয়, ব্যবসায় ও সত্ত্ববান্‌দিগের সত্ত্ব। আমি বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবমধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিদিগের মধ্যে ব্যাস ও কবিগণের মধ্যে শুক্র। আমি শাসনকর্ত্তাদিগের দণ্ড, জয়াভিলাষীদিগের নীতি, গোপ্য বিষয়ের মধ্যে মৌনভাব, জ্ঞানবান্‌দিগের জ্ঞান ও সকল ভূতের বীজ। হে অর্জ্জুন! এই চরাচর ভূত আমা হইতে স্বতন্ত্র নহে; সুতরাং আমার দিব্য বিভূতির ইয়ত্তা নাই। হে পার্থ! আমি সংক্ষেপে এই বিভূতিবিস্তার[9] কীর্ত্তন করিলাম; বস্তুতঃ যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্যযুক্ত ও প্রভাব বলসম্পন্ন, সেই সমস্তই আমার প্রভাবের অংশ দ্বারা সম্ভূত হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! আমি একাংশ দ্বারা বিশ্ব-সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি; অতএব এক্ষণে আমার বিভূতির বিষয় পৃথক্‌রূপে জানিবার প্রয়োজন নাই।

১। অমৃতমন্থনকালে সমুদ্র হইতে উত্থিত। ২। কাম।
৩। শাসন দ্বারা সৎপথে প্রবর্ত্তক। ৪। সিংহ। ৫। নদীর।
৬। সকল দিকেই মুখবিশিষ্ট—সর্ব্বত্র অস্তিত্বসম্পন্ন। ৭। মঙ্গল।
৮। অগ্রহায়ণ। ৯। ঐশ্বর্য্যের বিস্তৃত বিভাগ।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়—বিশ্বরূপদর্শন

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে বাসুদেব! তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া যে পরম গুহ্য আত্মা ও দেহ প্রভৃতির বিষয় কীর্ত্তন করিলে, তদ্দ্বারা আমার ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। হে পদ্মপলাশলোচন! আমি তোমার মুখে ভূতগণের উৎপত্তি, প্রলয় এবং তোমার অক্ষয়-মাহাত্ম্য সবিস্তর শ্রবণ করিলাম। হে পুরুষোত্তম! তুমি আপনার ঐশ্বর[1] রূপের বিষয় যেরূপ কীর্ত্তন করিলে, আমি তাহা দর্শন করিতে অভিলাষ করি; হে যোগেশ্বর! এক্ষণে তুমি যদি আমাকে তাহা দর্শন করিবার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া থাক, তাহা হইলে সেই অব্যয় রূপ প্রদর্শন কর।'

বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি আমার নানাবর্ণ ও নানাপ্রকার আকারবিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র রূপ প্রত্যক্ষ কর। অদ্য আমার কলেবরে আদিত্য, বসু, রুদ্র ও মরুদ্‌গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অদৃষ্টপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য বহুতর বস্তু-সকল দর্শন কর। হে অর্জ্জুন! সচরাচর বিশ্ব এবং অন্য যে কিছু অবলোকন করিবার অভিলাষ থাকে, তাহাও নিরীক্ষণ কর। কিন্তু তুমি এই চক্ষু দ্বারা আমার রূপ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইবে না; এক্ষণে আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি; তুমি তদ্দ্বারা আমার অসাধারণ যোগ অব-লোকন কর'।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহা-যোগেশ্বর হরি পার্থকে বহুমুখ ও বহুনয়নসম্পন্ন, দিব্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত, দিব্যায়ুধধারী, দিব্য মাল্য ও অম্বরে পরিশোভিত, দিব্যগন্ধচর্চ্চিত[2], সর্ব্বতোমুখ, অদ্ভুতদর্শন, পরম ঐশ্বর রূপ প্রদর্শন করিলেন। যদি নভোমণ্ডলে এককালে সহস্র সূর্য্য সমুদিত হয়, তাহা হইলে তাহার তৎকালীন তেজঃপুঞ্জের উপমা হইতে পারে। ধনঞ্জয় তখন তাঁহার দেহে বহু প্রকারে বিভক্ত, একস্থানস্থিত, সমগ্র বিশ্ব নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া

১। ঈশ্বরাত্মক—ঐশ্বর্য্যযুক্ত। ২। উত্তম গন্ধে অনুলিপ্ত।

কহিলেন, 'হে দেব! আমি তোমার দেহমধ্যে সমস্ত দেবতা, জরায়ুজ ও অণ্ডজ প্রভৃতি সমস্ত ভূত, পদ্মাসনস্থিত ভগবান্ ব্রহ্মা এবং দিব্য মহর্ষি ও উরগগণ অবলোকন করিতেছি। হে বিশ্বেশ্বর! আমি তোমার বহুতর বাহু, উদর, বক্ত্র ও নেত্রসম্পন্ন অনন্ত রূপ নিরীক্ষণ করিলাম; কিন্তু ইহার আদি, অন্ত ও মধ্য কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমি তোমাকে কিরীটধারী, গদাচক্রলাঞ্ছিত[১], প্রদীপ্ত হুতাশন ও সূর্য্যসঙ্কাশ, নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য এবং অপ্রমেয় নিরীক্ষণ করিতেছি। তুমি অক্ষয়, পরব্রহ্ম, জ্ঞাতব্য, বিশ্বের একমাত্র আশ্রয়, নিত্য, সনাতন-ধর্ম্মপ্রতিপালক পরমপুরুষ। তোমার আদি নাই, মধ্য নাই ও অন্ত নাই। তুমি অনন্তবীর্য্য ও অনন্তবাহু; হুতাশন তোমার মুখমণ্ডলে সতত প্রদীপ্ত হইতেছে; চন্দ্র ও সূর্য্য তোমার নেত্র; তুমি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে এই বিশ্বকে সন্তপ্ত করিতেছ এবং একাকী হইয়াও অন্তরীক্ষ ও সমস্ত দিগ্বলয় ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। তোমার এই ভীষণ অত্যদ্ভুত রূপ নিরীক্ষণ করিয়া এই লোকত্রয় ব্যথিত হইতেছে। সকল সুরগণ শঙ্কিত-মনে তোমার শরণাপন্ন হইতেছেন। কেহ কেহ বা 'আমাদিগকে রক্ষা কর' বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছেন; সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ 'স্বস্তি' বলিয়া তোমার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছেন। রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য, মরুৎ পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর, বিশ্বদেব ও সিদ্ধগণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় সাতিশয় বিস্মিত হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছেন। আমি এই সমস্ত লোক-সমভিব্যাহারে তোমার বহু নয়ন ও অনেক মুখসম্পন্ন, বহু বাহু, বহু উরু ও বহু চরণসংযুক্ত, অনেক উদরপরিশোভিত ও বহুদংষ্ট্রাকরাল[২] আকার নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইতেছি; আমি তোমার নভোমণ্ডলস্পর্শী, বহু-বর্ণসম্পন্ন, বিবৃতানন, বিশাললোচন ও অতি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া কোনক্রমেই ধৈর্য্য ও শান্তি অবলম্বন করিতে সমর্থ হইতেছি না। আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত বিচলিত হইয়াছে। হে জগন্নাথ! তুমি প্রসন্ন হও, তোমার কালাগ্নিসন্নিভ দংষ্ট্রাকরাল মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া আমার দিগ্‌ভ্রম জন্মিয়াছে; আমি কিছুতেই সুখলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

১। গদা ও চক্রচিহ্নে চিহ্নিত। ২। ভীষণ দন্তসমন্বিত।

মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা অন্যান্য মহীপালগণ ও আমাদিগের যোদ্ধৃবর্গ সমভিব্যাহারে সত্বর তোমার ভয়ঙ্কর আস্য বিবরে প্রবেশ করিতেছে; তন্মধ্যে কাহার উত্তমাঙ্গ চূর্ণীকৃত এবং কেহ বা তোমার বিশাল দশনসন্ধিতে[১] সংলগ্ন হইয়াছে। যেমন নদীপ্রবাহ সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই সকল বীরপুরুষেরা তোমার অতি প্রদীপ্ত মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। যেমন সমৃদ্ধ বেগশালী পতঙ্গসকল বিনাশের নিমিত্ত অতি প্রদীপ্ত হুতাশনমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ এই সমস্ত লোকেরা বিনষ্ট হইবার নিমিত্ত তোমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। তুমি প্রজ্বলিত মুখ বিস্তার করিয়া এই সমুদয় লোককে গ্রাস করিতেছ এবং তোমার প্রখর তেজ বিশ্বকে পরিপূর্ণ করিয়া লোক-সকলকে সন্তপ্ত করিতেছে। হে দেবাদিদেব! আমি তোমাকে নমস্কার করি; তুমি প্রসন্ন হও। আমি তোমার কোন বৃত্তান্তই অবগত নহি; এক্ষণে তুমি কে, তাহা কীর্ত্তন কর; আমি তোমাকে বিদিত হইতে অভিলাষী হইয়াছি।'

বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! আমি লোকক্ষয়কারী ভয়ঙ্কর সাক্ষাৎ কালরূপী হইয়া লোক-সকলকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে কেবল তোমা ব্যতিরেকে প্রতিপক্ষীয় বীরপুরুষ সকলেই বিনষ্ট হইবেন; অতএব তুমি যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হইয়া শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া যশোলাভ ও অতি সমৃদ্ধ রাজ্য উপভোগ কর। হে অর্জ্জুন! আমি পূর্ব্বেই ইহাদিগকে নিহত করিয়া রাখিয়াছি; এক্ষণে তুমি এই বিনাশের নিমিত্তমাত্র হও। হে অর্জ্জুন! আমি দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণকে বিনষ্ট করিয়া রাখিয়াছি; তুমি ইহাদিগকে সংহার কর; ব্যথিত হইও না; অনতিবিলম্বে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও; তুমি অবশ্যই শত্রুদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে'।" সঞ্জয় কহিলেন, "তখন অর্জ্জুন কম্পিতকলেবরে ও কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া ভীতমনে ও গদ্‌গদ্‌বচনে কহিলেন, 'বাসুদেব! তোমার নাম কীর্ত্তন করিলে সকলে যে নিতান্ত হৃষ্ট ও একান্ত অনুরক্ত হইয়া থাকে, সিদ্ধগণ যে তোমাকে নমস্কার করিয়া থাকেন এবং রাক্ষসেরা যে ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে

১। দাঁতের ফাঁকে।

পলায়ন করিয়া থাকে, তাহা যুক্তিযুক্ত। তুমি ভগবান্ ব্রহ্মা অপেক্ষা গুরুতর ও জগতের আদিকর্ত্তা এবং ব্যক্ত ও অব্যক্তের মূলকারণ অবিনাশী ব্রহ্ম; এই নিমিত্তই সকলে তোমাকে নমস্কার করিয়া থাকে। তুমি আদিদেব, পুরাতন পুরুষ ও বিশ্বের একমাত্র নিধান[১]; তুমি বেত্তা[২], বেদ্য[৩] ও পরম তেজ; হে অনন্তমূর্ত্তি! তুমি এই বিশ্বের সর্ব্বত্রই বিরাজমান আছ। তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক[৪], প্রজাপতি ও প্রপিতামহ[৫]। হে সর্ব্বেশ্বর! আমি তোমাকে সহস্র সহস্রবার নমস্কার করি; আমি তোমার সম্মুখে নমস্কার করি; আমি তোমার পশ্চাতে নমস্কার করি; আমি তোমার চতুর্দ্দিকেই নমস্কার করি। তুমি অনন্তবীর্য্য ও অমিতপরাক্রমসম্পন্ন; তুমি সমুদয় বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছ; এই নিমিত্ত সকলে তোমাকে সর্ব্বস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। আমি তোমাকে মিত্র বিবেচনা করিয়া 'হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখা!' বলিয়া যে সম্বোধন করিয়াছি এবং তুমি একাকীই থাক বা বন্ধুজনসমক্ষেই অবস্থান কর, বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজন সময়ে তোমাকে যে উপহাস করিবার নিমিত্ত তিরস্কার করিয়াছি, এক্ষণে তুমি সেই সকল ক্ষমা কর; আমি তোমার মহিমা অবগত না হইয়া প্রমাদ বা প্রণয়পূর্ব্বক ঐরূপ ব্যবহার করিতাম। তুমি স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের পিতা, পূজ্য ও গুরু, ত্রিলোকমধ্যে তোমা অপেক্ষা সমধিক বা তোমার তুল্য প্রভাবসম্পন্ন আর কেহই নাই; অতএব আমি দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তোমায় প্রণাম করিয়া প্রসন্ন করিতেছি; যেমন পিতা পুত্রের, মিত্র মিত্রের ও স্বামী প্রিয়তমার অপরাধ সহ্য করিয়া থাকেন, সেইরূপ তুমিও আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি তোমার অদৃষ্টপূর্ব্ব[৬] রূপ নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি; কিন্তু আমার অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইতেছে। হে কৃষ্ণ! তুমি প্রসন্ন হইয়া পূর্ব্বরূপ ধারণ ও আমাকে প্রদর্শন কর, আমি তোমার কিরীটসমলঙ্কৃত গদা-চক্রলাঞ্ছিত সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি অবলোকন করিতে ইচ্ছা করি।'

বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! আমি প্রসন্ন হইয়া যোগমায়া-প্রভাবে তোমাকে তেজোময় অনন্ত বিশ্বরূপ পরম রূপ প্রদর্শন করিয়াছি; তোমা ব্যতিরেকে আর কেহই ইহা পূর্ব্বে নিরীক্ষণ করে নাই। তোমা ব্যতিরেকে মনুষ্যলোকে আর কেহই বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, ক্রিয়াকলাপ ও অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা আমার ঈদৃশ রূপ অবলোকন করিতে সমর্থ হয়েন না। তুমি ইহা নয়নগোচর করিয়া ব্যথিত ও বিমোহিত হইও না; এক্ষণে ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রীতমনে পুনরায় আমার পূর্ব্বরূপ প্রত্যক্ষ কর'।" সঞ্জয় কহিলেন, "এই বলিয়া বাসুদেব নিতান্ত ভীত অর্জ্জুনকে পুনরায় স্বকীয় সৌম্যমূর্ত্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক আশ্বাস প্রদান করিলেন।

তখন অর্জ্জুন কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে জনার্দ্দন! আমি এক্ষণে তোমার প্রশান্ত মানুষ-মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলাম।'

কৃষ্ণ কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি আমার যে নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য মূর্ত্তি অবলোকন করিলে, দেবগণ উহা নেত্রগোচর করিবার নিমিত্ত নিয়ত অভিলাষ করিয়া থাকেন। কিন্তু কেহই বেদাধ্যয়ন, দান, তপঃ ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমার ঐ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না; অনন্যসাধারণ ভক্তিপ্রদর্শন করিলেই আমাকে এইরূপে জ্ঞাত হইতে পারে এবং আমাকে দর্শন ও আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি আমার কর্ম্মানুষ্ঠান করে, যে আমার ভক্ত ও একান্ত অনুরক্ত, যে পুত্র-কলত্র প্রভৃতি পরিবারের প্রতি আসক্তিরহিত, যাহার কাহারও সহিত বিরোধ নাই এবং আমিই যাহার পরমপুরুষার্থ, সেই ব্যক্তিই আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।'

—

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়—ভক্তিযোগ

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে বাসুদেব! যাহারা ত্বদ্গতচিত্তে[১] তোমার উপাসনা করে এবং যাহারা কেবল অক্ষয় ও অব্যক্ত ব্রহ্মের আরাধনা করিয়া থাকে, এই উভয়বিধ লোকের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়?'

বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! যাহারা আমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ও নিবিষ্টমনাঃ হইয়া

১। আধার। ২। সর্ব্বজ্ঞ। ৩। জ্ঞেয়। ৪। চন্দ্র। ৫। ব্রহ্মা।
৬। যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই, তদ্রূপ।

১। অনন্যমনে—একমাত্র ভগবানে মন রাখিয়া।

পরম ভক্তিসহকারে আমার উপাসনা করিয়া থাকে, তাহারাই আমার মতে প্রধান যোগী; আর যাহারা সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন, সর্ব্বভূতে হিতানুষ্ঠাননিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অক্ষয়, অনির্দ্দেশ্য[1], অব্যক্ত, অচিন্তনীয়, সর্ব্বব্যাপী, হ্রাসবৃদ্ধিহীন, কূটস্থ[2] এবং নিত্য পরব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়। দেহাভিমানীরা অতি কষ্টে অব্যক্ত গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়; অতএব যাহারা অব্যক্ত ব্রহ্মে আসক্তমনাঃ হয়, তাহারা অধিকতর দুঃখভোগ করিয়া থাকে; যাহারা মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে সমস্ত কার্য্য সমর্পণপূর্ব্বক একান্ত ভক্তিসহকারে আমাকেই ধ্যান ও উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে অচিরকালমধ্যে এই মৃত্যুর আকর সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

হে অর্জ্জুন! তুমি আমাতে স্থিরতর রূপে চিত্ত আহিত[3] ও বুদ্ধি সন্নিবেশিত কর; তাহা হইলে পরকালে আমাতেই বাস করিতে সমর্থ হইবে। যদি আমার প্রতি চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, তাহা হইলে আমার অনুস্মরণরূপ অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ কর। যদি তদ্বিষয়েও অসমর্থ হও, তাহা হইলে তুমি আমার প্রীতিসম্পাদনার্থ ব্রত, পূজা প্রভৃতি কার্য্য-সকল অনুষ্ঠান করিলেও মোক্ষলাভে সমর্থ হইবে। যদি ইহাতেও অশক্ত হও, তাহা হইলে একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হইয়া সংযত-চিত্তে সকল কর্ম্মফল পরিত্যাগ কর; কারণ, বিবেকশূন্য অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেয়স্কর; জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেয়স্কর; ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফলপরিত্যাগ শ্রেয়স্কর, কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিলে শান্তিলাভ হয়। যে ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি দ্বেষশূন্য, কৃপালু, মমতাবিহীন, নিরহঙ্কার, সমদুঃখ-সুখ, ক্ষমাবান্, সতত প্রসন্নচিত্ত, অপ্রমত্ত, জিতেন্দ্রিয় ও দৃঢ়নিশ্চয়, যিনি আমাতেই মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিয়াছেন এবং সুখ ও দুঃখ সমান জ্ঞান করেন, তিনিই আমার প্রিয়। লোক-সকল যাঁহা হইতে উদ্বিগ্ন হয় না, যিনি লোকদিগকে উদ্বিগ্ন করেন না এবং যিনি অনুচিত হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগশূন্য, তিনি আমার প্রিয়। যিনি নিস্পৃহ, শুচি, দক্ষ, পক্ষপাতরহিত ও আধিশূন্য এবং যিনি সকাম কর্ম্মসকল পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয়। যিনি শোক, হর্ষ, দ্বেষ, আকাঙ্ক্ষা ও পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিমান্ হয়েন, তিনিই আমার প্রিয়। যিনি সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক শত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ, নিন্দা ও প্রশংসা তুল্যরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন, যৎকিঞ্চিৎ লাভে সন্তুষ্ট হয়েন, কোন স্থলেই প্রতিনিয়ত বাস করেন না এবং স্থিরমতি ও স্থিরভক্তিসম্পন্ন হইয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয়। যিনি মৎপরায়ণ হইয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে উক্ত প্রকার ধর্ম্মরূপ অমৃত পান করেন, তিনিই আমার প্রিয়।'

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞযোগ

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে বাসুদেব! আমি প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই কয়েকটি বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।'

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে অর্জ্জুন! এই শরীরই ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হয়; যিনি ইহা বিদিত হইয়াছেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ; আমি সকল ক্ষেত্রেরই ক্ষেত্রজ্ঞ; ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে বৈলক্ষণ্য-জ্ঞান[1], তাহাই আমার অভিপ্রেত যথার্থ জ্ঞান। এক্ষণে ক্ষেত্র যে প্রকার ধর্ম্মবিশিষ্ট, যে সমস্ত ইন্দ্রিয়বিকারযুক্ত, যেরূপে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে উদ্ভূত হয়, যেরূপে স্থাবর-জঙ্গমাদি-ভেদ বিভিন্ন হয়, স্বরূপতঃ যেরূপ এবং যে প্রকার প্রভাবসম্পন্ন, তাহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ হেতুবিশিষ্ট নির্ণীতার্থ[2] বহুবিধ বেদ, তটস্থলক্ষণ[3] ও স্বরূপলক্ষণ[4] দ্বারা উহা নিরূপিত করিয়াছেন। পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মূল প্রকৃতি, একাদশ ইন্দ্রিয়, পাঁচ ইন্দ্রিয়বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি ও ধৈর্য্য—এই কয়েকটি ক্ষেত্রধর্ম্ম। হে অর্জ্জুন! উক্ত ধর্ম্মবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়াদি বিকারশালী ক্ষেত্র সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। অমানিতা, অদাম্ভিকতা, অহিংসা, ক্ষমা, আর্জ্জব, আচার্য্যোপাসনা, শৌচ, স্থৈর্য্য, আত্মসংযম, বিষয়বৈরাগ্য, নিরহঙ্কারিতা

১। নির্দ্দেশের অতীত—'ইহা এই' এই প্রকার পরিচয়ের বহির্ভূত। ২। হৃদয়স্থ—হৃদয়ের অন্তঃস্থরূপ। ৩। সংস্থ।

১। বিশেষ ধারণা। ২। যাহার অর্থ নির্ণীত হইয়াছে। ৩। কল্পিত নিদর্শনে প্রকৃত নির্ণয়। ৪। সহজ পরিচয়।

এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ ও দোষের বারংবার সমালোচন, প্রীতিত্যাগ এবং পুত্র, কলত্র ও গৃহাদির প্রতি অনাসক্তি এবং ইষ্ট ও অনিষ্টাপাতে সমচিত্ততা, আমার প্রতি অব্যভিচারিণী[১] ভক্তি, নির্জ্জনে অবস্থান, জনসমাজে বিরাগ, আত্মজ্ঞান-পরায়ণতা এবং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন[২], ইহাই জ্ঞান; ইহার বিপরীত অজ্ঞান।

এক্ষণে জ্ঞেয় বিষয় কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। উহা বিদিত হইলে লোকে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। অনাদি ও নির্ব্বিশেষস্বরূপ ব্রহ্মই জ্ঞেয়; তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন; সর্ব্বত্রই তাঁহার কর, চরণ, কর্ণ, চক্ষু, মস্তক ও মুখ বিরাজিত আছে। তিনি সকলকে আবৃত করিয়া[৩] অবস্থান করিতেছেন। তিনি ইন্দ্রিয়বিহীন, কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয় ও রূপ, রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গুণ সকল প্রকাশ করেন; তিনি আসক্তিশূন্য ও সকল বস্তুর আধার; তিনি নির্গুণ, কিন্তু সর্ব্বগুণপালক[৪]; তিনি চরাচর এবং সকল ভূতের অন্তরে ও বহির্ভাগে অবস্থান করিতেছেন। তিনি অতি সূক্ষ্ম প্রযুক্ত অবিজ্ঞেয়; তিনি অতি সন্নিকৃষ্ট ও দূরবর্ত্তী; তিনি ভূতমধ্যে অবিভক্ত থাকিয়া বিভক্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। তিনি ভূতদিগের ভর্ত্তা[৫], তিনি প্রলয়কালে সমুদয় গ্রাস করেন, সৃষ্টিকালে নানা রূপ পরিগ্রহ করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকেন। তিনি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর জ্যোতি ও অন্ধকারের অতীত; তিনি জ্ঞান, তিনি জ্ঞেয়, তিনি জ্ঞানপ্রাপ্য। তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। হে অর্জ্জুন! আমি তোমার নিকট ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই তিনটি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। আমার ভক্তগণ ইহা অবগত হইয়া আমার ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে সমর্থ হয়।

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি; দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি বিকার এবং সুখ-দুঃখাদি গুণ-সমুদয় প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের কর্তৃত্ব-বিষয়ে প্রকৃতি এবং সুখ-দুঃখ-ভোগ-বিষয়ে পুরুষই কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। পুরুষ দেহে অধিষ্ঠান করিয়া তজ্জনিত সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। ইন্দ্রিয়গণের সহিত তাঁহার সম্পর্কই সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণের একমাত্র কারণ। তিনি এই দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও দেহ হইতে ভিন্ন; কারণ, তিনি সাক্ষিস্বরূপ, অনুগ্রাহক, বিধানকর্ত্তা, প্রতিপালক, মহেশ্বর ও অন্তর্যামী। যে ব্যক্তি এইরূপে পুরুষ ও সমগ্র গুণের সহিত প্রকৃতিকে অবগত হয়েন, তিনি শাস্ত্রসম্মত পথ[১] অতিক্রম করিলেও মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ধ্যান ও মন দ্বারা দেহমধ্যে আত্মাকে সন্দর্শন করে; কেহ কেহ বা প্রকৃতি-পুরুষের বৈলক্ষণ্যরূপ যোগ দ্বারা, কেহ কেহ বা কর্ম্মযোগ দ্বারা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ; কেহ কেহ বা আত্মাকে বিদিত না হইয়া অন্যের নিকট উপদেশবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, সেই সমস্ত শ্রুতি-পরায়ণ ব্যক্তিরা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকে। হে অর্জ্জুন! ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থই উৎপন্ন হয়; সেই সমস্ত পদার্থ বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও ঈশ্বর কদাচ বিনষ্ট হয়েন না; তিনি সকল ভূতে নির্ব্বিশেষরূপে[২] অবস্থান করিতেছেন। যিনি পরমেশ্বরকে ঐরূপ দেখেন, তিনি যথার্থই দেখিয়া থাকেন। লোক-সকল সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে নিরীক্ষণ করিলে অবিদ্যা দ্বারা আত্মাকে বিনষ্ট করে না; এই নিমিত্ত মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি সর্ব্ব-প্রকার কর্ম্ম-সম্পাদন করেন, কিন্তু আত্মা স্বয়ং কোন কর্ম্ম করেন না; যিনি ইহা সন্দর্শন করিয়াছেন, তিনি সম্যগ্‌দর্শী। যখন লোকে একমাত্র প্রকৃতিতে অবস্থিত ভূতসকলের ভিন্ন ভাব প্রত্যক্ষ করে, তখন সেই প্রকৃতি হইতেই পূর্ণব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অব্যয় পরমাত্মা দেহে অবস্থান করিলেও অনাদিত্ব নির্গুণত্ব প্রযুক্ত কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করেন না এবং কোন প্রকার কর্ম্মফল দ্বারাও কদাচ লিপ্ত হয়েন না। যেমন আকাশ সকল পদার্থে অবস্থান করিলেও কোন পদার্থ দ্বারা উপলিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মা সকল দেহে অবস্থান করিলেও দৈহিক গুণ-দোষ দ্বারা কখনই লিপ্ত হয়েন না। হে অর্জ্জুন! যেমন সূর্য্য একমাত্র হইলেও সমস্ত বিশ্বকে সুপ্রকাশিত করেন, তদ্রূপ একমাত্র আত্মা সমস্ত দেহ প্রকাশিত করিয়া থাকেন। যাহারা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের অন্তর[৩] এবং ভৌতিক প্রকৃতি

১। অনন্যা। ২। যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানে দৃষ্টি। ৩। সমস্ত ব্যাপিয়া। ৪। সকল গুণের পোষক। ৫। প্রভু—পালক।

১। বিধিনিষেধ। ২। তুল্যভাবে। ৩। প্রভেদ।

হইতে মোক্ষোপায় বিদিত হয়েন, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।'

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়

চতুর্দ্দশ অধ্যায়—গুণত্রয়বিভাগযোগ

ভগবান্ বলিলেন, 'হে অর্জ্জুন! আমি পুনরায় উৎকৃষ্ট জ্ঞান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহর্ষিগণ ইহা অবগত হইয়া দেহান্তে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন এবং ইহা আশ্রয় করিলে আমার সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টিকালেও জন্মগ্রহণ করেন না ও প্রলয়কালেও ব্যথিত হয়েন না। হে অর্জ্জুন! মহাপ্রকৃতি আমার গর্ভাধানস্থান; আমি তাহাতে সমস্ত জগতের বীজ নিক্ষেপ করিয়া থাকি; তাহাতেই ভূতসকল উৎপন্ন হয়। সমস্ত যোনিতে যে সকল স্থাবরজঙ্গমাত্মক মূর্ত্তি সম্ভূত হয়, মহৎ প্রকৃতি সেই মূর্ত্তি-সমুদয়ের যোনি এবং আমি বীজপ্রদ পিতা। প্রকৃতি-সম্ভূত সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিনটি গুণ দেহের অভ্যন্তরে অব্যয় দেহীকে আশ্রয় করিয়া আছে। তন্মধ্যে সত্ত্ব-গুণ নির্ম্মলত্ব প্রযুক্ত নিতান্ত ভাস্বর[১] ও নিরুপদ্রব; এই নিমিত্ত উহা দেহীকে সুখী ও জ্ঞানসম্পন্ন করে। রজোগুণ অনুরাগাত্মক এবং অভিলাষ ও আসক্তি হইতে সমুদ্ভূত; উহা দেহীকে কর্ম্মে নিবদ্ধ করিয়া রাখে। তমোগুণ অজ্ঞানসমুৎপন্ন ও সকল দেহীর মোহজনক, উহা প্রাণিগণকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা অভিভূত করিয়া রাখে। সত্ত্বগুণ প্রাণিগণকে সুখে মগ্ন, রজোগুণ কর্ম্মে সংসক্ত এবং তমোগুণ জ্ঞানকে তিরোহিত করিয়া প্রমাদের বশীভূত করে। সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমকে, রজোগুণ সত্ত্ব ও তমকে, তমোগুণ রজঃ ও সত্ত্বকে অভিভূত করিয়া উদ্ভূত হইয়া থাকে। যখন সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হয়, তখন এই দেহে সমুদয় ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানরূপ প্রকাশ জন্মে। রজোগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মারম্ভ, স্পৃহা ও অশান্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। তমোগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ জন্মিয়া থাকে। সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে যদি কেহ কলেবর পরিত্যাগ করে, সে হিরণ্যগর্ভোপাসকদিগের[২] প্রকাশময় লোকসকল প্রাপ্ত হয়। রজোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যযোনিতে তাহার জন্ম হইয়া থাকে; আর যদি কেহ তমোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে দেহ ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার পশ্বাদিযোনিতে জন্ম হয়। সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল সুনির্ম্মল সাত্ত্বিক সুখ; রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখ এবং তামস কর্ম্মের ফল অজ্ঞান। সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, রজ হইতে লোভ এবং তম হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান সমুত্থিত হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক লোক ঊর্দ্ধে ও রাজসিক লোক মধ্যে অবস্থান করেন এবং জঘন্য-গুণসঞ্জাত[১] প্রমাদ-মোহাদির বশীভূত তামসিক লোক অধোগতি লাভ করিয়া থাকে। মানব বিবেকী হইয়া গুণসকলকে সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া নিরীক্ষণ করিলে এবং গুণ হইতে অতিরিক্ত আত্মাকে অবগত হইলে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দেহী দেহসমুদ্ভূত এই তিনটি গুণ অতিক্রম করিয়া জন্ম-মৃত্যু-জরা-জনিত দুঃখ-পরম্পরা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।'

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে বাসুদেব! মনুষ্য কোন্ সকল চিহ্ন ও কিরূপ আচারসম্পন্ন হইলে এই তিনটি গুণ অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়?'

বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! যিনি প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইলে দ্বেষ করেন না এবং ঐ সকল নিবৃত্ত হইলেও অভিলাষ করেন না, যিনি উদাসীনের ন্যায় আসীন[২] হইয়া সুখ-দুঃখাদি গুণকার্য্য দ্বারা বিচলিত হয়েন না, প্রত্যুত[৩] গুণসকল স্বকার্য্যেই ব্যাপৃত আছে, তৎসমুদয়ের সহিত আমার কোন সংস্রব নাই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন, যিনি সমদুঃখসুখ, আত্মনিষ্ঠ ও ধীমান্, যিনি লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চন সমদৃষ্টিতেই দর্শন করেন, যাঁহার প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়ই একরূপ, যিনি আত্মনিন্দা, আত্মপ্রশংসা, মান ও অপমান এবং শত্রু ও মিত্র তুল্যরূপই বিবেচনা করিয়া থাকেন আর যিনি সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী[৪], তিনিই গুণাতীত। যে ব্যক্তি অসাধারণ ভক্তিযোগ সহকারে আমাকে সেবা করেন, তিনি উক্ত সমস্ত গুণ অতিক্রম করিয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হয়েন। হে অর্জ্জুন! আমি ব্রহ্ম, নিত্য, মোক্ষ, শাশ্বত ধর্ম্ম ও অখণ্ড সুখের আস্পদ।'

১। উজ্জ্বল। ২। ব্রহ্মার উপাসকগণের।

১। নিন্দিত গুণ হইতে জাত। ২। স্থির। ৩। বাস্তবিক।
৪। দৃষ্ট ও অদৃষ্টফলজনক কর্ম্মবিষয়ে উদ্যমপরিত্যাগী।

ঊনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়—পুরুষোত্তমযোগ

ভগবান্ বলিলেন, 'হে অর্জ্জুন! সংসাররূপ এক অব্যয় অশ্বত্থ[1]-বৃক্ষ আছে, ঊর্দ্ধে উহাঁর মূল এবং অধোদিকে উহার শাখা; বেদ-সমুদয় উহার পত্র; যিনি এই অশ্বত্থ-বৃক্ষ বিদিত হইয়াছেন, তিনি বেদবেত্তা। ঐ বৃক্ষের শাখা অধঃ ও ঊর্দ্ধ-দেশে বিস্তীর্ণ হইয়াছে, উহা সত্ত্বাদি গুণ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে এবং রূপ, রস প্রভৃতি বিষয়-সকল উহার পত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ বৃক্ষের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মপ্রসূতি[2]-সকল অধঃপ্রদেশে জীবলোকে বিস্তীর্ণ হইয়াছে। এই বৃক্ষের রূপ নিরীক্ষিত[3] হয় না; ইহার আদি নাই, অন্ত নাই, এবং ইহা কিরূপে অবস্থান করিতেছে, তাহাও অবগত হওয়া যায় না। এই বদ্ধমূল অশ্বত্থ-বৃক্ষ সুদৃঢ় নির্ম্মমত্ব[4]রূপ শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া উহার মূলীভূত বস্তু অনুসন্ধান করিবে। উহা প্রাপ্ত হইলে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না। 'যাঁহা হইতে এই চিরন্তনী[5] সংসারপ্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে, আমি সেই আদিপুরুষের শরণাপন্ন হই' এই বলিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। যাঁহারা অভিমান, মোহ ও পুত্র-কলত্রাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং সুখ ও দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, সেই সমস্ত আত্মজ্ঞানপরায়ণ, নিষ্কাম, অবিদ্যাশূন্য মহাত্মারা অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাহা প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না; চন্দ্র, সূর্য্য ও হুতাশন যাঁহাকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হয়েন না; তাহাই আমার পরম পদ। এই জীবলোকে সনাতন জীব আমারই অংশ, ইনি প্রকৃতিবিলীন[6] পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনকে আকর্ষণ করেন। যেমন বায়ু কুসুমাদি হইতে গন্ধ গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ যখন জীব শরীর লাভ ও শরীর পরিত্যাগ করে, তখন পূর্ব্বদেহ হইতে ইন্দ্রিয়-সমুদয় গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে। এই জীব শ্রোত্র[1], চক্ষু, ত্বক্, রসনা, ঘ্রাণ ও মনোমধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া বিষয়-সমুদয় উপভোগ করে। বিমূঢ় ব্যক্তিরা দেহান্তরগামী, দেহাবস্থিত বা রূপাদি বিষয়ের উপভোগে লিপ্ত, ইন্দ্রিয়যুক্ত জীবকে কদাচ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না; জ্ঞান-চক্ষুঃসম্পন্ন মহাত্মারাই উহা অবলোকন করিয়া থাকেন। যোগী ব্যক্তিগণ যত্নবান্ হইয়া দেহে অবস্থিত জীবকে সন্দর্শন করেন; কিন্তু অবিশুদ্ধচিত্ত বিমূঢ় ব্যক্তিরা যত্ন করিলেও তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে পারে না। চন্দ্র, অনল ও নিখিল ভুবনবিকাশী[2] সূর্য্য আমারই তেজে তেজস্বী। আমি ওজঃ[3]প্রভাবে পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া ভূত-সকলকে ধারণ এবং রসাত্মক চন্দ্র হইয়া ওষধি[4]সমুদয়ের পুষ্টিসাধন করি। আমি জঠরাগ্নি[5] হইয়া প্রাণ ও অপান বায়ু সমভিব্যাহারে দেহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য পাক করিয়া থাকি।

আমি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আছি, আমা হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান ও উভয়ের অভাব জন্মিয়া থাকে। আমি চারিবেদ দ্বারা বিদিত হই এবং আমি বেদান্তকর্ত্তা ও বেদবেত্তা। ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটি পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে সমুদয় ভূতই ক্ষর ও কূটস্থ পুরুষ অক্ষর। ইহা ভিন্ন অন্য একটি উত্তম পুরুষ আছেন, তাঁহার নাম পরমাত্মা; সেই অব্যয় পরমাত্মা ত্রিলোকমধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত প্রতিপালন করিতেছেন। আমি ক্ষর ও অক্ষর, এই দুই প্রকার পুরুষ অপেক্ষা উত্তম, এই নিমিত্ত বেদ ও লোকমধ্যে পুরুষোত্তম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকি। যে ব্যক্তি মোহশূন্য হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া বিদিত হয়, সেই সর্ব্ববেত্তা, সর্ব্বপ্রকারে আমার আরাধনা করে। হে অর্জ্জুন! আমি এই পরম গুহ্য শাস্ত্র কীর্ত্তন করিলাম, ইহা বিদিত হইলে লোক বুদ্ধিমান্ ও কৃতকার্য্য হয়।'

১। সংসারকে অশ্বত্থবৃক্ষ রূপক করা হইয়াছে। 'শ্ব' শব্দের অর্থ—পরবর্ত্তী প্রভাতকাল। ইহার সহিত স্থিতিবোধক 'থ' শব্দযোগে সংসারের অল্পকালস্থায়িত্ব নির্ণীত হইয়াছে; তাহার সহিত আবার অভাবার্থ 'অ' যোগ হওয়ায় নিষ্কর্ষার্থ হইয়াছে—অতটুকু অল্পকালও যাহার স্থায়িত্ব নাই। বস্তুতঃ সংসার সেইরূপই ক্ষণভঙ্গুর। ২। কার্য্যপরম্পরা। ৩। উপলব্ধ—জ্ঞানের বিষয়ীভূত। ৪। মমতাশূন্য। ৫। অনন্তকালস্থায়ী। ৬। প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত।

১। কর্ণ। ২। বিশ্বের প্রকাশকর। ৩। তেজোযুক্ত শক্তি। ৪। বৃক্ষ-লতাদি। ৫। উদরস্থ পাকাগ্নি।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়—দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগযোগ

ভগবান্‌ বলিলেন, 'হে অর্জ্জুন! যাহারা দৈব-সম্পদ্‌ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারা অভয়, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞানোপায়ে[১] পরিনিষ্ঠা[২], দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপ, ঋজুতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অখলতা, প্রাণীর প্রতি দয়া, অলোলুপতা[৩], মৃদুতা, হ্রী, অপচলতা[৪], তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ ও অনভিমানিতা এই ষড়্‌বিংশতি গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা আসুরসম্পদ্‌ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারা দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞানে অভিভূত হয়। দৈব-সম্পদ্‌ মোক্ষের ও আসুরসম্পদ্‌ বন্ধের হেতু। তুমি দৈবসম্পদ্‌ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব শোক করিও না।

হে অর্জ্জুন! ইহলোকের দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার ভূত সৃষ্ট হইয়াছে; দৈব বিষয় বিস্তারিতরূপে কহিয়াছি, এক্ষণে আসুর বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আসুরস্বভাব লোক সকল ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির বিষয় অবগত নহে; তাহাদিগের শৌচ নাই, আচার নাই ও সত্য নাই; তাহারা জগৎকে সত্য ও ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যবস্থাবর্জ্জিত, ঈশ্বরশূন্য, ধর্ম্মাধর্ম্মবাসনাবশে অমুৎপন্ন কেবল কামহেতুক স্ত্রী-পুরুষ সম্ভূত কহে। সেই সকল অল্পবুদ্ধি লোক এইরূপ জ্ঞান আশ্রয় করিয়া মলিনচিত্ত, উগ্রকর্ম্মা ও অহিতকারী হইয়া জগতের ক্ষয়ের নিমিত্ত সমুদ্ভূত হয়; দম্ভ, অভিমান, মদ, অশুচিব্রত[৫] ও দুষ্পূরণীয় কামনা অবলম্বন এবং মোহবশতঃ অসৎ প্রতিগ্রহ করিয়া ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়; আমরণ অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া থাকে; কামোপভোগই পরম পুরুষার্থ বলিয়া নিশ্চয় করে; শত শত আশাপাশে বদ্ধ ও কামক্রোধের বশীভূত হইয়া কামভোগার্থ অন্যায়পূর্ব্বক অর্থসঞ্চয়ের চেষ্টা করে; আজি আমার এই মনোরথ পূর্ণ হইল ও এই মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে, আমি এই শত্রুকে বিনাশ করিয়াছি, অন্য শত্রুকেও বিনাশ করিব, আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান্‌, আমি সুখী, আমি যাগ করিব, দান করিব ও আমোদ করিব, এই প্রকার অজ্ঞানে বিমোহিত, অনেকবিধ চিত্তবিভ্রম ও মোহজালে আচ্ছন্ন এবং কামভোগে আসক্ত হইয়া অতি কুৎসিত নরকে নিপতিত হয়। অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও অসূয়া আশ্রয় করিয়া আপনার ও পরের দেহে আমার দ্বেষ করে এবং আপনা আপনি সম্মানিত, অহঙ্কৃত ও ধন-মান-মদে প্রমত্ত হইয়া দম্ভসহকারে অবিধিপূর্ব্বক নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। আমি সেই সমস্ত দ্বেষপরবশ, ক্রুর-স্বভাব, অশুভকারী নরাধমকে নিরন্তর সংসারে আসুরযোনিমধ্যে নিক্ষেপ করি। তাহারা আসুরযোনি প্রাপ্ত হইয়া আমাকে লাভ করিতে পারে না, সুতরাং অধম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কাম, ক্রোধ ও লোভ, নরকের এই ত্রিবিধি দ্বার। অতএব এই তিনটি পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি নরকের এই ত্রিবিধি দ্বার হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনি আপনার কল্যাণ আচরণ করেন এবং তৎপরে পরমগতি প্রাপ্ত হয়েন। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, সুখ প্রাপ্ত হয় না ও পরম গতি প্রাপ্ত হয় না। অতএব কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থা-বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। তুমি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম অবগত হইয়া তাহার অনুষ্ঠান কর।'

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়—শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ

অর্জ্জুন কহিলেন 'হে কৃষ্ণ! যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, তাহাদের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক, কি রাজসিক অথবা তামসিক?'

কৃষ্ণ কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! দেহিগণের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা তিন প্রকার;—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। তাহাদের বিবরণ শুন। সকলের শ্রদ্ধাই সত্ত্বগুণের অনুযায়িনী, পুরুষও সত্ত্বময়; তন্মধ্যে পূর্ব্বে যিনি যেরূপ শ্রদ্ধাবান্‌ ছিলেন, পরেও সেইরূপ শ্রদ্ধাবান্‌ হইবেন। সাত্ত্বিক লোক দেবগণের, রাজসিকেরা যক্ষ ও রক্ষোগণের এবং তামসিকগণ ভূত ও প্রেতসমূহের পূজা করিয়া থাকে।

১। আত্মজ্ঞানসাধনে। ২। ঐকান্তিকভাব। নিষ্ঠা। ৩। অচাঞ্চল্য। ৫। অপবিত্র কার্য্য।

যে সকল হীনচেতাঃ ব্যক্তি দম্ভ, অহঙ্কার, কাম, রাগ ও বলসম্পন্ন হইয়া শরীরস্থ ভূতগণকে ক্লেশিত করিয়া অশাস্ত্রবিহিত ঘোরতর তপস্যা করে, তাহারা আমাকেই ক্লেশিত করিয়া থাকে। তাহাদিগকে অতিশয় ক্রূরস্বভাব বলিয়া জানিবে। সকলের প্রীতিকর আহার তিন প্রকার, যজ্ঞ তিন প্রকার, তপ তিন প্রকার এবং দান তিন প্রকার; তাহাদের এই প্রভেদ শুন। আয়ুঃ, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, সুখ ও রুচিবর্দ্ধন, রস ও স্নেহযুক্ত, দীর্ঘকাল স্থায়ী, মনোহর আহার সাত্ত্বিকদিগের প্রীতিকর। অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অত্যুষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রুক্ষ, অতি দাহী এবং দুঃখ, শোক ও রোগপ্রদ আহার রাজসিকগণের অভিলষিত এবং বহুক্ষণে পক্ব, গতরস, দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট, অপবিত্র ভোজ্য তামসদিগের প্রীতিকর।

ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তিরা একাগ্রমনে কেবল কর্ত্তব্য জ্ঞানে যে অবশ্য-কর্ত্তব্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাই সাত্ত্বিক। হে অর্জ্জুন! ফললাভ বা মহত্ত্ব-প্রকাশের নিমিত্ত যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই রাজসিক। বিধি, অন্নদান, মন্ত্র, দক্ষিণা ও শ্রদ্ধাশূন্য যজ্ঞ তামসিক বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, শুচিতা, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা শারীরিক তপঃ; অভয়, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য এবং বেদাভ্যাস বাঙ্ময় তপ; চিত্তশুদ্ধি, অক্রূরতা, মৌন, আত্মনিগ্রহ[1] ও ভাবশুদ্ধি মানসিক তপ। ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে যে তপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সাত্ত্বিক; সৎকার, মান, পূজা, লাভ ও দম্ভ প্রকাশের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত তপ রাজসিক, এই তপস্যা অনিয়ত[2] ও ক্ষণিক। যে তপস্যা দুরাগ্রহ[3] ও আত্ম-পীড়া দ্বারা অথবা অন্যের উৎসাদনার্থ[4] অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই তামসিক।

কেবল দাতব্য জ্ঞানে দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া অনুপকারী ব্যক্তির প্রতি যে দান, তাহাই সাত্ত্বিক; প্রত্যুপকার বা স্বর্গাদির উদ্দেশে ক্লেশসহকারে যে দান অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই রাজসিক; অনুপযুক্ত স্থানে, অনুপযুক্ত কালে ও অনুপযুক্ত পাত্রে সৎকারবর্জ্জিত তিরস্কারসহকৃত যে দান, তাহাই তামসিক।

১। ইন্দ্রিয়সংযম। ২। নিয়মরহিত—বিধিনিষেধাদির অননুমোদিত। ৩। দুরভিসন্ধি-প্রণোদিত। ৪। উচ্ছেদের জন্য।

ব্রহ্মের নাম তিন প্রকার; ওঁ, তৎ ও সৎ; পূর্ব্বে এই ত্রিবিধ নাম দ্বারা ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছিল; এই নিমিত্ত ব্রহ্মবাদীদিগের বিধানোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপ ওঁকার উচ্চারণপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া 'তৎ' উচ্চারণপূর্ব্বক নানাবিধ যজ্ঞ, তপ ও দানক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। হে অর্জ্জুন! অস্তিত্ব, সাধুত্ব ও মঙ্গল-কর্ম্মে সৎ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যজ্ঞ, তপ ও দান এবং ঈশ্বরোদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্মও সৎ শব্দে অভিহিত হয়। অশ্রদ্ধাসহকৃত হোম, দান, তপস্যা ও অন্যান্য কর্ম্ম অসৎ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তৎসমুদয় ইহলোকে বা পরলোকে সফল হয় না।'

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়—মোক্ষযোগ

অর্জ্জুন কহিলেন, 'মহাবাহো! আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের প্রকৃত তত্ত্ব পৃথক্‌রূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, তুমি তাহা কীর্ত্তন কর।'

বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! পণ্ডিতেরা কাম্যকর্ম্মের ত্যাগকেই সন্ন্যাস এবং সকল প্রকার কর্ম্মফল ত্যাগকেই ত্যাগ কহিয়া থাকেন। কেহ কেহ কহেন, ক্রিয়াকলাপ দোষের ন্যায় পরিত্যাগ করা বিধেয়। অন্যেরা কহিয়া থাকেন, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এই কয়েকটি কার্য্য কোনরূপেই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে প্রকৃত ত্যাগ কিরূপ, তুমি তাহা শ্রবণ কর। তামসাদিভেদে ত্যাগ তিন প্রকার। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কদাচ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, ইহার অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়স্কর। এই কয়েকটি কার্য্য বিবেকীদিগের চিত্তশুদ্ধির কারণ। হে পার্থ! আমার নিশ্চিত মত এই যে, আসক্তি ও কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া এই সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়ঃ।

নিত্য-কর্ম্ম পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু মোহবশতঃ যে নিত্যকর্ম্মত্যাগ, তাহা তামস বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। নিতান্ত দুঃখজনক বলিয়া কায়-ক্লেশ ও ভয়প্রযুক্ত যে কর্ম্ম পরিত্যাগ করা, তাহা

রাজস ত্যাগ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। রাজস-ত্যাগী পুরুষ ত্যাগফললাভে সমর্থ হয় না। আসক্তি ও কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যবোধে যে কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহা সাত্ত্বিক ত্যাগ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণসম্পন্ন মেধাবী ও সংশয়রহিত ত্যাগী ব্যক্তি দুঃখাবহ বিষয়ে দ্বেষ ও সুখাবহ বিষয়ে অনুরাগ প্রদর্শন করেন না। দেহী নিঃশেষে সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু যিনি কর্ম্ম-ফলত্যাগী, তাঁহাকেই ত্যাগী বলা যাইতে পারে। কর্ম্মের ইষ্ট, অনিষ্ট, ইষ্টানিষ্ট এই ত্রিবিধ ফল অভিহিত হইয়া থাকে। যাঁহারা ত্যাগী নহেন, তাঁহারা পরলোক প্রাপ্ত হইলে ঐ সমস্ত ফল লাভ করেন। কিন্তু সন্ন্যাসীরা উহা লাভ করিতে কদাচ সমর্থ হয়েন না। হে অর্জ্জুন! সকল কর্ম্মের সিদ্ধি-বিষয়ে কর্ম্মবিধিশূন্য বেদান্তসিদ্ধান্তে শরীর, কর্ত্তা, পৃথক্-বিধকরণ[১], পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা ও দৈব এই পাঁচ প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে। ন্যায্য বা অন্যায্যই হউক, মনুষ্য কায়, মন ও বাক্য দ্বারা যে কার্য্য অনুষ্ঠান করে, এই পাঁচটিই তাহার কারণ; এই কারণ অবধারিত হইলে যে অসংস্কৃত বুদ্ধি বশতঃ নিরুপাধি আত্মার কর্ত্তৃত্ব নিরীক্ষণ করে, সেই দুর্ম্মতি কখন সাধুদর্শী নহে। যিনি আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করেন না, যাঁহার বুদ্ধি কার্য্যে আসক্ত হয় না, তিনি লোক-সমুদয়কে বিনষ্ট করিয়াও বিনাশ করেন না এবং তাঁহাকে বিনাশজনিত ফলভোগও করিতে হয় না। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা[২] কর্ম্মে প্রবৃত্তিসম্পাদনের হেতু; আর কারণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা ক্রিয়ার আশ্রয় হইয়া থাকে। সাঙ্খ্য শাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা প্রত্যেকে সত্ত্বাদি গুণভেদে তিন প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! আমি এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

লোকে যে জ্ঞান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভূতগণের মধ্যে অভিন্নরূপে অবস্থিত ও অব্যয় পরমাত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করে, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান। যে জ্ঞান দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ পৃথক্‌রূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা রাজসিক জ্ঞান আর একমাত্র প্রতিমাদিতে ঈশ্বর পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছেন, এইরূপ অবাস্তবিক[৩] অযৌক্তিক তুচ্ছ জ্ঞান তামসিক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

কর্ত্তৃত্বাভিমান বিরহিত নিষ্কাম ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুরাগ ও বিদ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত নিত্য কর্ম্মই সাত্ত্বিক; সকাম ও অহঙ্কারপরতন্ত্র ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বহুল আয়াসকর কর্ম্ম রাজসিক। আর ভাবী শুভাশুভ, বিত্তক্ষয়, হিংসা ও পৌরুষ পর্য্যালোচনা না করিয়া মোহবশতঃ যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই তামসিক।

অনাসক্ত, নিরহঙ্কার, ধৈর্য্য ও উৎসাহসম্পন্ন এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিবিষয়ে বিকারবিরহিত কর্ত্তাই সাত্ত্বিক; অনুরাগপরায়ণ, কর্ম্মফলপ্রার্থী, লুব্ধপ্রকৃতি, হিংস্রক, অশুচি ও হর্ষশোকসমন্বিত কর্ত্তাই রাজসিক। আর অনবহিত[১] বিবেকবিহীন, উদ্ধত, শঠ, পরাবমানী[২], অলস, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘসূত্রী[৩] কর্ত্তাই তামসিক।

হে অর্জ্জুন! গুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৈর্য্যের ত্রিবিধ ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; আমি উহা সম্যক্‌রূপে পৃথক্ পৃথক্ কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর। যে বুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কার্য্য, অকার্য্য, ভয়, অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ অবগত হওয়া যায়, তাহা সাত্ত্বিকী; যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য প্রকৃতরূপে অবগত হওয়া যায় না, তাহা রাজসী; আর যে বুদ্ধি অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন[৪] হইয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম ও সমস্ত পদার্থ বিপরীতরূপে প্রতিপন্ন করে, তাহা তামসী।

যে ধৃতি চিত্তের একাগ্রতা নিবন্ধন অন্য বিষয় ধারণ না করিয়া মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য-সমুদয় ধারণ করে, তাহা সাত্ত্বিকী। যে ধৃতি প্রসঙ্গতঃ ফল-লাভের অভিসন্ধি করিয়া থাকে, তাহা রাজসী। আর অবিবেচক পুরুষ যাহার প্রভাবে স্বপ্ন, ভয় শোক, বিষাদ ও গর্ব্ব পরিত্যাগ করিতে পারে না, তাহাই তামসী ধৃতি।

হে অর্জ্জুন! যে সুখে অভ্যাস বশতঃ আসক্ত হইতে হয় এবং যাহা লাভ করিলে দুঃখের অবসান হইয়া থাকে, এক্ষণে সেই ত্রিবিধ সুখের বিষয় কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। যাহা অগ্রে বিষের ন্যায় ও পরিণামে অমৃতের ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং যদ্দ্বারা

১। বিভিন্ন উপাদান—উপকরণ। ২। জ্ঞানের উদ্বোধক। ৩। কাল্পনিক—অপ্রকৃত।

১। অনভিনিবিষ্ট—অনবধান। ২। পরের অপমানকারী। ৩। চিরক্রিয়—আজ কাল করিয়া যে কার্য্যে বিলম্ব করে। ৪। অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত।

আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে, তাহা সাত্ত্বিক সুখ; বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির সংযোগ বশতঃ যাহা অগ্রে অমৃততুল্য, পরিশেষে বিষতুল্য প্রতীয়মান হয়, তাহা রাজস সুখ; আর যে সুখ অগ্রে এবং পশ্চাতে আত্মার মোহ সম্পাদন করে, যাহা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে সমুত্থিত হয়, তাহা তামসিক সুখ। পৃথিবী বা স্বর্গে এই স্বাভাবিক গুণত্রয়-বিরহিত কোন প্রাণী কদাচ দৃষ্টিগোচর হয় না। এই স্বভাবপ্রভব গুণত্রয় দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্ম্ম-সমুদয় বিভক্ত হইয়াছে। শম, দম, শৌচ, ক্ষমা, আর্জ্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য, এই কয়েকটি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম। শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, সমরে অপরাঙ্মুখতা, দান ও ঈশ্বরভাব এই কয়েকটি ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক কর্ম্ম। কৃষি, গোরক্ষণ ও বাণিজ্য এই কয়েকটি বৈশ্যের স্বাভাবিক কার্য্য এবং একমাত্র পরিচর্য্যাই শূদ্রজাতির স্বাভাবিক কার্য্য। মনুষ্য স্ব স্ব কর্ম্মনিরত হইয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। এক্ষণে স্বকর্ম্মনিরত ব্যক্তিদিগের যেরূপে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর। যাঁহা হইতে সকলের প্রবৃত্তি প্রাদুর্ভূত হইতেছে, যিনি এই বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, মনুষ্য স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। সম্যক্ অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ; কেন না, স্বভাববিহিত কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে দুঃখভোগ করিতে হয় না। হে অর্জ্জুন! যেমন ধূমরাশি দ্বারা হুতাশন সমাচ্ছন্ন থাকে, তদ্রূপ সমস্ত কার্য্যই দোষ দ্বারা সংস্পৃষ্ট আছে; অতএব স্বাভাবিক কার্য্য দোষযুক্ত হইলেও কদাচ পরিত্যাগ করিবে না। আসক্তিবিবর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয় ও স্পৃহাশূন্য মনুষ্য সন্ন্যাস দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম-নিবৃত্তিরূপ সত্ত্বশুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে পার্থ; সিদ্ধ পুরুষ যাহাতে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন, এক্ষণে সেই জ্ঞাননিষ্ঠার বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য বিশুদ্ধ বুদ্ধিসংযুক্ত হইয়া ধৈর্য্য দ্বারা বুদ্ধি সংযত করিবে; শব্দাদি বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিয়া রাগ ও দ্বেষ-বিরহিত হইবে; বাক্য, কায় ও মনোবৃদ্ধি সংযত করিয়া বৈরাগ্য আশ্রয়, ধ্যান ও যোগানুষ্ঠানপূর্ব্বক লঘু আহার ও নির্জ্জনে বাস করিবে; অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ[১] পরিত্যাগপূর্ব্বক মমতাশূন্য হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করিবে। এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে তিনি ব্রহ্মে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন। তিনি ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া শোক ও লোভের বশীভূত হয়েন না; সকল প্রাণীর প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হয়েন এবং আমার প্রতিও তাঁহার দৃঢ়-ভক্তি জন্মে। তিনি ভক্তিপ্রভাবে আমার স্বরূপ ও আমার সর্ব্বব্যাপিত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করেন। লোকে আমাকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্মসমুদয় অনুষ্ঠান করিয়া আমারই অনুকম্পায় অব্যয় শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে অর্জ্জুন! তুমি মনোবৃত্তি দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হও এবং বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিয়া সতত আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর; তাহা হইলে তুমি আমার অনুগ্রহে দুস্তর দুঃখ-সকল উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইবে; কিন্তু যদি অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ না কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। যদি তুমি অহঙ্কার-প্রযুক্ত 'যুদ্ধ করিব না', এইরূপ অধ্যবসায় করিয়া থাক, তাহা হইলে উহা নিতান্ত নিষ্ফল; কারণ, প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবে। হে অর্জ্জুন! তুমি মোহবশতঃ এক্ষণে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ না, তোমাকে ক্ষত্রিয়সুলভ শূরতার[১] বশীভূত হইয়া তাহা অবশ্যই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যেমন সূত্রধার দারুযন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম ভূতসকলকে ভ্রমণ করাইয়া থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বর ভূত-সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন। এক্ষণে তুমি সকল বিষয়ে তাঁহারই শরণাপন্ন হও; তাঁহার অনুকম্পায় পরম শান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে।

হে অর্জ্জুন! আমি এই পরম গুহ্যজ্ঞানের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে ইহা সম্যক্ আলোচনা করিয়া যেরূপ অভিলাষ হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর। তুমি আমার একান্ত প্রিয়; এই নিমিত্ত তোমাকে পুনরায় পরম গুহ্য হিতকর বাক্য কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি আমাতে চিত্ত সমর্পণ এবং আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া আমার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান ও আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার অতিশয় প্রিয়-পাত্র, এই নিমিত্ত অঙ্গীকার করিতেছি, তুমি আমাকে

১। পরিগ্রহ—অর্থাদি গ্রহণ।

১। শৌর্য্যের—বীরত্বের।

অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। তুমি সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও; আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত করিব। এক্ষণে তুমি আর শোকাকুল হইও না।

আমি তোমাকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিলাম, তুমি ইহা ধর্ম্মানুষ্ঠানশূন্য, ভক্তিবিহীন ও শুশ্রূষাবিরহিত ব্যক্তিকে বিশেষতঃ যে লোক আমার প্রতি অসূয়াপরবশ হইয়া থাকে, তাহাকে কদাচ শ্রবণ করাইও না। যে ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ হইয়া আমার ভক্তগণের নিকট এই পরম গুহ্য বিষয় কীর্ত্তন করিবেন, তিনি নিঃসন্দেহ আমাকে প্রাপ্ত হইবেন, এই নরলোকে তাঁহা অপেক্ষা আমার প্রিয়কারী ও প্রিয়তম আর হইবে না। যে ব্যক্তি আমাদিগের এই ধর্ম্মানুগত সংবাদ অধ্যয়ন করিবে, তাহার জ্ঞান-যজ্ঞ দ্বারা আমারই অর্চ্চনা করা হইবে। যে মনুষ্য অসূয়াপরবশ না হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে এই সংবাদ শ্রবণ করিবে, সে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্মাদিগের শুভলোকসকল প্রাপ্ত হইবে। হে ধনঞ্জয়! তুমি কি একাগ্রমনে এ সংবাদটি শ্রবণ করিলে? এবং ইহা দ্বারা কি তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ অপগত হইল?

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! তোমার অনুগ্রহে মোহান্ধকার নিরাকৃত[১] হওয়াতে আমি স্মৃতি লাভ করিয়াছি, আমার সকল সন্দেহই দূর হইয়াছে, এক্ষণে তুমি যাহা কহিলে, আমি অবশ্যই তাহার অনুষ্ঠান করিব'।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আমি বাসুদেব ও অর্জ্জুনের এইরূপ অদ্ভুত ও লোমহর্ষণ কথোপকথন শ্রবণ করিলাম। ব্যাসদেবের অনুগ্রহে সাক্ষাৎ যোগেশ্বর কৃষ্ণের মুখে এই পরম গুহ্য-যোগ শ্রবণ করিয়াছি। হে রাজন্! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের এই পবিত্র ও অদ্ভুত সংবাদ যতই স্মরণ করিতেছি, ততই পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইতেছি। আমি বাসুদেবের সেই অলৌকিক রূপ বারংবার স্মরণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বিস্ময় ও হর্ষসাগরে ভাসমান হইতেছি; এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, যে পক্ষে বাসুদেব ও অর্জ্জুন অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগেরই রাজ্যলক্ষ্মী, জয়, অভ্যুদয় ও নীতি লাভ হইবে।"

১। অপগত—দূরীকৃত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—পদ্মনাভ ভগবান্ বাসুদেবের নিজ মুখপদ্ম হইতে যাহা বিনিঃসৃত, একমাত্র সেই গীতাই উত্তমরূপে পাঠ করা কর্ত্তব্য; অন্যান্য শাস্ত্র পাঠের আর আবশ্যক কি? কারণ, গীতা সর্ব্বশাস্ত্রময়ী, হরি সর্ব্বদেবময়, গঙ্গা সর্ব্বতীর্থময়ী, মন্ত্র সমস্ত দেবতায় অধিষ্ঠিত। গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী এবং গোবিন্দ এই চারিটি গকারপূর্ব্ব পদার্থ যাঁহার হৃদয়ে বিদ্যমান, তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। গীতায় ছয় শত কুড়ি শ্লোকে ভগবান্ কৃষ্ণের উত্তর উক্তি, সাতান্ন শ্লোকে অর্জ্জুনের প্রশ্ন প্রকটন, সাতষট্টি শ্লোকে সঞ্জয়ের সংবাদ-বিবরণ এবং একটিমাত্র শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্রের গীতোক্ত বিষয়ের উপষ্টম্ভ সঙ্কলিত আছে। মহাভারতের সারসর্ব্বস্ব গীতারূপ অমৃত উদ্ধৃত করিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনের মুখে অর্পণ করিয়াছেন।

ভগবদ্গীতাপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

ভীষ্মবধপর্ব্বাধ্যায়—রণবাদ্য

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহারথগণ ধনঞ্জয়কে বাণ ও গাণ্ডীবধারী দেখিয়া পুনরায় ঘোরতর নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ এবং তাঁহাদের অনুযায়ী বীরসমুদয় সাগরসম্ভূত শঙ্খবাদ্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভেরী[১], পেশী[২], ক্রকচ[৩], গোবিষাণিক[৪] প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাদিত হওয়াতে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। দেব, গন্ধর্ব্ব, পিতৃলোক, সিদ্ধ, চারণ ও মহর্ষিগণ সুররাজকে অগ্রে লইয়া সেই সংগ্রামসন্দর্শনার্থ আগমন করিলেন।

যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মাভিগমনে অর্জ্জুনাদির বিস্ময়

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সাগরোপম উভয়-পক্ষীয় সৈন্যগণকে সংগ্রামে সমুদ্যত দেখিয়া কবচ ও আয়ুধ পরিত্যাগপূর্ব্বক রথ হইতে অবরোহণ করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি, যতবাক্ ও পূর্ব্বমুখীন হইয়া রিপুসৈন্যমধ্যস্থ পিতামহ ভীষ্মের সমীপে পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে রথ

১। বৃহৎ ঢাক। ২। বড় ঢোল। ৩। জয়মঙ্গল—করাত দিয়া কাঠ ফাড়ার শব্দের ন্যায় শব্দকারী। ৪। গো-শৃঙ্গের বাঁশী—শিঙ্গা।

হইতে অবতরণপূর্ব্বক গমন করিতে দেখিয়া সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য ভূপতিগণও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া প্রাধান্যানুসারে কৃষ্ণের অনুগমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহাবীর অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে ধর্ম্মরাজ! আপনি কি নিমিত্ত আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া রিপুসৈন্যাভিমুখে পাদচারে[1] গমন করিতেছেন?'

ভীমসেন কহিলেন, 'হে রাজন্! শত্রুসৈন্যগণ সুসজ্জিত হইয়াছে; এ সময়ে আপনি কবচ ও অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া ভ্রাতৃবর্গকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কোথায় চলিয়াছেন?'

নকুল কহিলেন, 'আপনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইয়া এইরূপ ব্যবহার করাতে আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইতেছে; অতএব বলুন, কোথায় গমন করিতেছেন?'

সহদেব কহিলেন, 'হে মহারাজ! এক্ষণে এই ভয়ঙ্কর সংগ্রামসময় সমুপস্থিত হইয়াছে; এ সময় আপনার যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য; আপনি তাহা না করিয়া শত্রুগণের অভিমুখে কোথায় যাইতেছেন?'

যতবাক্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক উক্ত প্রকার অভিহিত হইয়াও কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না; কেবল তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতই করিতে লাগিলেন। তখন মনস্বী জনার্দ্দন হাসিতে হাসিতে ভীমসেন প্রভৃতিকে কহিতে লাগিলেন, 'হে পাণ্ডবগণ! আমি যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় অবগত হইয়াছি; উনি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও শল্য প্রভৃতি গুরুজনদিগকে সম্মানিত করিয়া শত্রুগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন। পূর্ব্বপুরুষপরম্পরায় শ্রবণ করিয়াছি, যে ব্যক্তি বৃদ্ধ, গুরু ও বান্ধবগণের সম্মান করিয়া শাস্ত্রানুসারে বলবান্ শত্রুবর্গের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, অবশ্যই তাহার জয়লাভ হইয়া থাকে।'

পাণ্ডবদৌর্ব্বল্য-ধারণায় কৌরবগণের হর্ষ

মহাত্মা মধুসূদন কৌরব-সৈন্যগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই কথা কহিবামাত্র মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল এবং অনেকে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। দুর্য্যোধনের সৈন্যমধ্যস্থ বীরপুরুষগণ যুধিষ্ঠিরকে তদবস্থ দেখিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন, এই ক্ষত্রিয়কুলকলঙ্ক কাপুরুষ যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই ভীত হইয়া সহোদরগণ-সমভিব্যাহারে শরণগ্রহণার্থ[1] ভীষ্মের সমীপে গমন করিতেছে। আহা! মহাবীর ধনঞ্জয়, বৃকোদর, নকুল ও সহদেব সহায় থাকিতে নির্লজ্জ যুধিষ্ঠির কি প্রকারে ভীতের ন্যায় গমন করিতেছে? নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ঐ কাপুরুষ ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করে নাই; নচেৎ কি নিমিত্ত সংগ্রামসময় সমুপস্থিত হওয়াতে উহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল?'

বীরপুরুষগণের এই বাক্য শ্রবণে কৌরবপক্ষীয় সমুদয় সৈন্যগণ হৃষ্টচিত্তে কৌরবগণের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং যুধিষ্ঠির, তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ ও কেশবের নিন্দা করিয়া পতাকা কম্পিত করিতে লাগিল। কৌরবসৈন্যগণ এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল। ঐ সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির কি বলেন, ভীষ্ম বা কি প্রত্যুত্তর প্রদান করেন এবং সমরশ্লাঘী ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও বাসুদেবই বা কি কহেন, উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের মনে এই আশঙ্কা উপস্থিত হইল।

যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মাভিবাদন

তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত শর-শক্তিসকুল শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সংগ্রামার্থ সমুপস্থিত শান্তনুতনয়ের সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহার চরণদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'হে দুর্দ্ধর্ষ! আমি আপনাকে আমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছি; আপনার সহিত সংগ্রাম করিব; অনুগ্রহ করিয়া অনুমতি প্রদান ও আশীর্ব্বাদ করুন।'

ভীষ্ম কহিলেন, 'হে রাজন্! যদি তুমি অনুজ্ঞা গ্রহণার্থ আমার নিকট আগমন না করিতে, তাহা হইলে আমি 'পরাভব হউক' বলিয়া তোমাকে শাপ প্রদান করিতাম, কিন্তু এক্ষণে আমি তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি; আশীর্ব্বাদ করি, যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ কর। সংগ্রামে তোমার অন্যান্য যে সমুদয় অভিলাষ আছে, তাহাও সিদ্ধ হউক, তোমার কখনই পরাজয় হইবে না, এক্ষণে আমার নিকট স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। হে রাজন্! পুরুষ অর্থের

১। পায় হাঁটিয়া।

১। আশ্রয় লইবার জন্য।

দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে ; এ কথা যথার্থ। কৌরবগণ অর্থ দ্বারা আমাকে বদ্ধ করিয়াছে, অতএব আমি এক্ষণে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় তোমাকে কহিতেছি যে, কৌরবগণ আমাকে অর্থপ্রদান করিয়া বশীভূত করিয়াছে ; সুতরাং তাহাদের পক্ষ হইয়াই সংগ্রাম করিতে হইবে, তোমার পক্ষ হইয়া সংগ্রাম করিতে পারিব না ; অতএব ইহা ব্যতীত আমার নিকট তুমি কি প্রার্থনা কর ?'

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'পিতামহ ! আপনি আমার হিতার্থী হইয়া মন্ত্রণা ও কৌরবগণের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করুন, আমি এই বর প্রার্থনা করি।'

ভীষ্ম কহিলেন, 'হে রাজন্ ! তোমার বিপক্ষগণের পক্ষ হইয়া আমাকে অবশ্যই যুদ্ধ করিতে হইবে। যাহা হউক, এ বিষয়ে তোমার যাহা অভিলাষ থাকে, ব্যক্ত কর ; আমি তাহা সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইব না।'

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে পিতামহ ! আমি আপনাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি অপরাজেয়, অতএব আমি কিরূপে আপনাকে সংগ্রামে পরাজয় করিব ? হে মহাত্মন্ ! যদি আপনি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়েন, তবে উক্ত বিষয়ে সৎপরামর্শ প্রদান করুন।'

ভীষ্ম কহিলেন, 'হে রাজন্ ! আমাকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে পারে, এমন ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ পুরন্দরও আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারেন না।'

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে পিতামহ ! আমি আপনাকে প্রণতিপূর্ব্বক কহিতেছি, আপনি সংগ্রামে আপনার বধোপায় বলুন।'

ভীষ্ম কহিলেন, 'বৎস ! আমাকে সমরে পরাজয় করিতে পারে, এমন কেহই নাই ; এক্ষণে আমার মৃত্যুকালও উপস্থিত হয় নাই, অতএব তুমি পুনরায় আমার নিকট আগমন করিও।'

দ্রোণাভিবাদন

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতামহের বাক্য মস্তকে ধারণ ও তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক সর্ব্বসৈন্য-সমক্ষে ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে আচার্য্য দ্রোণের রথাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় সমুপস্থিত হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'হে দুর্দ্ধর্ষ ! আমি আপনাকে আমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছি, ন্যায়ানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব ; আপনার অনুজ্ঞাগ্রহণ ব্যতীত কিরূপে শত্রু-সমুদয় পরাজিত করিব ?'

দ্রোণ কহিলেন, 'হে রাজন্ ! তুমি যুদ্ধে কৃত-নিশ্চয় হইয়া যদি আমার অনুমতি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আগমন না করিতে, তাহা হইলে আমি 'পরাজয় হউক' বলিয়া তোমাকে শাপ প্রদান করিতাম। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি আমার পূজা করাতে তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি ; নির্ভয়ে যুদ্ধ কর। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার জয়লাভ হইবে। তুমি স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত কর, আমি তাহা সম্পাদন করিতে সম্মত আছি। হে রাজন্ ! পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নয় ; এ কথা যথার্থ। কৌরবগণ অর্থ দ্বারা আমাকে বদ্ধ করিয়াছে ; সুতরাং নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় তোমাকে কহিতেছি যে, আমি কৌরবগণের পক্ষ হইয়াই যুদ্ধ করিব, তোমার পক্ষ হইয়া সংগ্রাম করিতে পারিব না ; অতএব ইহা ব্যতীত তুমি আমার নিকট কি প্রার্থনা কর ?'

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্ ! আমাকে জয়লাভের আশীর্ব্বাদ ও আমার হিত-মন্ত্রণা এবং কৌরবগণের পক্ষ হইয়া সংগ্রাম করুন !'

দ্রোণ কহিলেন, 'হে রাজন্ ! যখন মহাত্মা মধুসূদন তোমার মন্ত্রী, তখন তোমার জয়লাভের সংশয় কি ? আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, তুমি সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজিত করিবে। হে ধর্ম্মরাজ ! যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই কৃষ্ণ এবং যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানেই জয় ; অতএব তুমি স্বচ্ছন্দে গমন করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। এক্ষণে আমাকে আর কি বলিতে হইবে বল।'

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'আর্য্য ! আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। আপনি নিতান্ত অপরাজেয়, আমি আপনাকে কিরূপে সংগ্রামে পরাজিত করিতে সমর্থ হইব ?'

দ্রোণ কহিলেন, "হে কৌন্তেয় ! আমি যতক্ষণ রণক্ষেত্রে সমুপস্থিত থাকিয়া যুদ্ধ করিব, ততক্ষণ তোমার জয়লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই ; অতএব ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে শীঘ্র আমাকে সংহার করিতে যত্নবান্ হও।'

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে আচার্য্য! আমি আপনাকে প্রণাম করিয়া কহিতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার বধোপায় বলুন।'

দ্রোণ কহিলেন, 'বৎস! আমি সমরক্ষেত্রে ক্রুদ্ধচিত্তে শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে আমাকে বধ করিতে পারে, এরূপ লোক দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু আমি সমরে অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক যখন অচেতনের ন্যায় অবস্থান করিব, সেই সময় আমাকে সংহার করিতে পারিলেই আমি নিহত হইব। সত্য-বাদী ব্যক্তির মুখে মহৎ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিলেই আমি অস্ত্র পরিত্যাগ করিব, যথার্থ কহিলাম।'

কৃপাচার্য্য-অভিবাদন

মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্রোণের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া কৃপের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার চরণবন্দন ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া কহিলেন, 'আর্য্য! আমি আপনাকে আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইতেছি, আজ্ঞা করুন, শত্রুগণকে পরাজয় করি।'

কৃপ কহিলেন, 'হে রাজন্! যদি তুমি সংগ্রামে কৃতনিশ্চয় হইয়া অনুজ্ঞা গ্রহণার্থ আমার নিকট আগমন না করিতে, তাহা হইলে আমি 'পরাজয় হউক' বলিয়া তোমাকে শাপ প্রদান করিতাম। হে মহারাজ! পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নয়, এ কথা যথার্থ। কৌরবগণ অর্থ দ্বারা আমাকে বদ্ধ করিয়াছে, সুতরাং তাহাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিব, তোমার পক্ষ হইয়া সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইব না; অতএব বল, ইহা ব্যতীত আমার নিকট তোমার আর কি প্রার্থনা আছে?'

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে আচার্য্য! আমি আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, শ্রবণ করুন', এইমাত্র বলিয়া ব্যথিত ও গতচেতন হইলেন।

কৃপাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'হে মহারাজ! আমি অবধ্য; যাহা হউক, তুমি যুদ্ধ কর, তোমার জয়লাভ হইবে। আমি তোমার আগমনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; সত্য কহিতেছি, সতত জয়াশীর্ব্বাদ করিব।'

শল্য-অভিবাদন

মহারাজ যুধিষ্ঠির আচার্য্য কৃপের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া মদ্ররাজ শল্যের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার চরণ-বন্দন ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া কহিলেন, 'মাতুল! আমি আপনাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছি; আজ্ঞা করুন, শত্রুগণকে পরাজয় করি।'

শল্য কহিলেন, 'হে মহারাজ! যদি তুমি যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া আমার অনুমতি গ্রহণ করিতে না আসিতে, তাহা হইলে আমি 'পরাভব হউক' বলিয়া তোমাকে অভিসম্পাত করিতাম। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি আমাকে পূজা করাতে আমি পরম পরিতুষ্ট হইলাম; তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হউক। আমি তোমাকে যুদ্ধ করিতে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি যুদ্ধ কর; জয়লাভ হইবে। এক্ষণে তোমার কি ইচ্ছা বল; আমি তোমাকে কি প্রদান করিব? হে রাজন্! পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে; এ কথা যথার্থ। কৌরবগণ অর্থ দ্বারা আমাকে বশীভূত করিয়াছে; সুতরাং আমি তাহাদের পক্ষ হইয়াই যুদ্ধ করিব; তোমার পক্ষ হইয়া সংগ্রাম করিতে পারিব না; অতএব আমি তোমাকে ক্লীবের ন্যায় কহিতেছি, তুমি ইহা ব্যতীত যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই করিব।'

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে মহারাজ! আপনি আমার হিতার্থী হইয়া মন্ত্রণা ও কৌরবগণের পক্ষ হইয়া সংগ্রাম করুন, আমার এই প্রার্থনা।'

শল্য কহিলেন, 'ভাগিনেয়! কৌরবগণ অর্থ দ্বারা আমাকে বদ্ধ করিয়াছে; সুতরাং তাহাদের পক্ষ হইয়া যথাশক্তি যুদ্ধ করিব। সেই সংগ্রামে তোমার কি হিতসাধন করিতে হইবে, বল।'

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে মাতুল! আমার এই প্রার্থনা যে, আপনি সংগ্রাম সময়ে সুতপুত্র কর্ণের তেজ হ্রাস করিবেন।'

শল্য কহিলেন, 'হে কুন্তীনন্দন! তোমার এই অভিলাষ পূর্ণ হইবে। এক্ষণে স্বচ্ছন্দে গমনপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, আমি কহিতেছি, তোমার জয় লাভ হইবে।'

কর্ণ কৃষ্ণকথোপকথন—কর্ণের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা

মহারাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে স্বীয় মাতুল মদ্র-রাজ শল্যকে সম্মানিত করিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সেই মহাসৈন্য হইতে বিনির্গত হইলেন। ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেব কর্ণের সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন,

'হে কর্ণ! শ্রুত হইলাম, তুমি ভীষ্মদ্বেষী, সংগ্রাম-স্থলে ভীষ্ম বর্ত্তমান থাকিতে তুমি যুদ্ধ করিবে না। অতএব যে পর্য্যন্ত ভীষ্ম নিহত না হয়েন, সেই পর্য্যন্ত আমাদের পক্ষ হইয়া সংগ্রাম কর। ভীষ্ম নিহত হইলে পুনরায় দুর্য্যোধনের পক্ষ হইবে।'

কর্ণ কহিলেন, 'হে কেশব! আমি কদাপি দুর্য্যোধনের বিপ্রিয়াচরণ করিতে পারিব না। নিশ্চয় জানিও, আমি দুর্য্যোধনের হিতার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিব।' মহাত্মা বাসুদেব কর্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইলেন।

কৌরববীর যুযুৎসুর পাণ্ডবপক্ষে যোগদান

অনন্তর পাণ্ডবাগ্রজ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সৈন্যগণ-মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, 'যিনি আমার হিতসাধন করিতে বাসনা করেন, আগমন করুন; আমি তাঁহাকে বরণ করিব।' তখন ধৃতরাষ্ট্রতনয় যুযুৎসু সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রীতমানসে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, 'মহারাজ! আমি তোমার পক্ষ হইয়া কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম করিব।'

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'ভ্রাতঃ! চল, সকলে একত্রিত হইয়া তোমার মূঢ় সহোদরগণের সহিত সংগ্রাম করি। এ বিষয়ে বাসুদেব, আমি ও আমার ভ্রাতৃগণ আমরা সকলে তোমাকে অনুরোধ করিতেছি। আমি তোমাকে যুদ্ধার্থ বরণ করিলাম। তুমি আমার নিমিত্ত যুদ্ধ কর। স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে, তুমি একাকী ধৃতরাষ্ট্রের বংশ ও পিণ্ড[১]রক্ষা করিবে। আমরা তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তুমি আমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ কর। অমর্ষপরায়ণ দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন অচিরাৎ নিহত হইবে।'

হে মহারাজ! অনন্তর যুযুৎসু সহোদরগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পাণ্ডবসেনাগণকে দুন্দুভি শ্রবণ করাইয়া পাণ্ডবপক্ষে গমন করিলেন। তখন মহাভুজ যুধিষ্ঠির সন্তুষ্টচিত্তে কনকোজ্জ্বল দেদীপ্যমান কবচ ধারণ করিলেন; যোদ্ধৃগণ সকলে স্ব স্ব রথে অধিরোহণ ও ব্যূহ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন; শত শত দুন্দুভি ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং বীরপুরুষগণ বিবিধ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পার্থিবগণ পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণকে রথস্থ দেখিয়া পুনরায় সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। পাণ্ডবগণ মান্য ব্যক্তিদিগের মান রক্ষা করিতেছেন দেখিয়া ভূপতিগণ আনন্দিতচিত্তে তাঁহাদিগকে পূজা ও তাঁহাদের সৌহার্দ্দ্য, দয়া ও জ্ঞাতিগণের প্রতি অনুগ্রহের বিষয় কথোপকথন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে পাণ্ডবগণের প্রতি সাধুবাদ ও স্তুতিবাদ হইতে লাগিল। কি ম্লেচ্ছ, কি আর্য্য, তত্রস্থ সমস্ত লোকই হৃষ্টচিত্তে সমুদয় দর্শন, শ্রবণ ও গদ্গদস্বরে পাণ্ডবগণের চরিত্র কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মনস্বিগণ মহাভেরী ও গোক্ষীরসদৃশ[১] শঙ্খের ধ্বনি করিতে লাগিলেন।"

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

কুরুক্ষেত্রের প্রথম-দিবসীয় যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! অস্মৎপক্ষীয়[২] ও পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্য সমুদয় এইরূপে ব্যূহিত হইলে পর কৌরব-পাণ্ডবগণের মধ্যে কাহারা অগ্রে প্রহার করিয়াছিল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্! উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ ব্যূহিত হইলে পর আপনার পুত্র দুঃশাসন ভ্রাতার বাক্যানুসারে ভীষ্মকে অগ্রসর করিয়া সেনাগণ-সমভিব্যাহারে সংগ্রামার্থ গমন করিতে লাগিলেন; ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণও ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিবার মানসে হৃষ্টচিত্ত হইয়া সমরে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়পক্ষীয় সেনাগণের সিংহনাদ ও কিলকিলা শব্দ, ক্রকচ, গোশৃঙ্গ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও মুরজের ধ্বনি এবং হস্তিগণের বৃংহিত ও অশ্বগণের হ্রেষা-রবে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সৈন্যগণ পরস্পর তর্জ্জন-গর্জ্জনপূর্ব্বক ধাবমান হইল। এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণের সমাগম হইলে সেই বিপুল সৈন্য-সমুদয় শঙ্খ ও মৃদঙ্গে[৩]র শব্দ-শ্রবণে বায়ুবেগে বিকম্পিত বনরাজির ন্যায় প্রচলিত হইতে লাগিল। ঐ অশিব মুহূর্ত্তে ভূপতি, হস্তী ও অশ্বে সমাকুল সৈন্যগণ বাতবেগে পরিচালিত সাগরের ন্যায় তুমুল নিনাদ করিতে লাগিল।

১। জলপিণ্ডদানের যোগ্য ব্যক্তি।

১। দুগ্ধধবল—দুধের মত সাদা। ২। আমাদের পক্ষের—দুর্য্যোধন পক্ষের। ৩। পাখোয়াজের।

ভীমের ভীষণ যুদ্ধে কৌরব-ভীতি

সেই সাগরোপম সৈন্য-সমুদয়ের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইলে মহাবল ভীমসেন বিপুল বলীবর্দ্দে[১]র ন্যায় গভীর নিনাদ করিতে লাগিলেন। ভীমসেনের ভীমরবে শঙ্খ ও দুন্দুভির নির্ঘোষ, করিকুলের বৃংহিত ও সৈন্যগণের সিংহনাদ আচ্ছাদিত হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! বৃকোদরের সেই অশনি-নির্ঘোষসদৃশ ভীষণ রব শ্রবণে আপনার সমুদয় সৈন্যগণ বিত্রাসিত[২] হইল। যেমন মৃগগণ সিংহের ভীষণ রব শ্রবণে বিষ্ঠা-মূত্র পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ বাহনগণ ভীমসেনের সিংহনাদ-শ্রবণে ভীত হইয়া বিষ্ঠা-মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ভীমপরাক্রম ভীমসেন এইরূপ মহামেঘের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিয়া আপনার পুত্রগণকে ভীত করিয়া সৈন্যমধ্যে গমন করিতে লাগিলেন।

কৌরবগণ সেই অসামান্য বলশালী বৃকোদরকে সৈন্যমধ্যে সমাগত দেখিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার উপর বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বৃকোদর মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় শরজালে লুক্কায়িত রহিলেন। দুর্য্যোধন, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, দুঃশাসন, অতিরথ, দুর্ম্মর্ষণ, বিবিংশতি, চিত্রসেন, বিকর্ণ, পুরুমিত্র, জয়, ভোজ ও সৌমদত্তি ইঁহারা সকলে মহাচাপ কম্পন এবং নির্ম্মোকত্যক্ত আশীবিষের ন্যায় নারাচ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পুরন্দর যেমন পর্ব্বতশৃঙ্গ-সমুদয়ের উপর বজ্র প্রহার করেন, তদ্রূপ অভিমন্যু, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ দুর্য্যোধনাদির উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! সেই প্রথম সংগ্রামে ভীষণ জ্যানিঃস্বন ও তলধ্বনি শ্রবণ করিয়া কি আপনার পক্ষীয়, কি শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণ কেহই রণে পরাঙ্মুখ হইল না। আমি স্বচক্ষে নিমিত্তবেধী[৩] দ্রোণ-শিষ্যগণের ক্ষিপ্রকারিতা দেখিলাম। তৎকালে শরাসনের জ্যানির্ঘোষ মুহূর্ত্তমাত্রও নিবৃত্ত হইল না; প্রদীপ্ত শরনিকর আকাশ হইতে নিপতিত জ্যোতিষ্ক-সমুদয়ের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। অন্যান্য ভূপতিগণ প্রেক্ষকে[৪]র ন্যায় সেই ভীষণ জ্ঞাতিযুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন।

১। বিশাল-দেহ বৃষ। ২। ভয়প্রাপ্ত—ভীতিগ্রস্ত। ৩। লক্ষ্যভেদী। ৪। নিরপেক্ষ দর্শকের।

অনন্তর সেই মহারথ সকল ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; তৎকালে সেই রণস্থলস্থিত হস্তী, অশ্ব, রথসমাকুল উভয়-পক্ষীয় সৈন্যগণকে চিত্রপটস্থ[১] বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং ভগবান্ ভাস্কর সৈন্যসমুত্থিত ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন হইলেন। শরাসনধারী ভূপতিগণ রাজা দুর্য্যোধনের শাসনানুসারে সৈন্যগণ-সমাচ্ছ্যাহারে বিপক্ষপক্ষে নিপতিত হইলেন। সেই গজ, অশ্ব, ভেরী ও শরাসনসমাকুল সংগ্রামস্থলে ভূপতিগণ ধাবমান হওয়াতে ক্ষুব্ধ সমুদ্রনিঃস্বন সদৃশ ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। এ দিকে পাণ্ডবপক্ষীয় বহুসংখ্যক নরপতি যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে সৈন্যসমূহ-সমভিব্যাহার দুর্য্যোধনের সৈন্য-সমুদয়ের উপর নিপতিত হইতে লাগিলেন। উভয়পক্ষীয় সেনাগণের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সৈন্যগণ কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত, কখনও ভগ্ন ও কখনও প্রত্যাবৃত্ত হওয়াতে আত্মীয় ও পর এই উভয়ের কিছুই ইতরবিশেষ বোধ হইল না। হে মহারাজ! সেই মহাভয়াবহ তুমুল সংগ্রামসময়ে মহাত্মা ভীষ্ম সমুদয় সৈন্যকে অতিক্রম করিয়া দেদীপ্যমান হইতে লাগিলেন।"

—

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

উভয়পক্ষের মিলিত যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন,"হে মহারাজ! ঐ দিন পূর্ব্বাহ্নে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উহাতে বহুসংখ্যক ভূপতিদেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়। কৌরব ও সৃঞ্জয়গণ পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া সিংহের ন্যায় ভীষণধ্বনি করিয়া সমুদয় পৃথ্বী ও আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণের কিলকিলা শব্দ, তল ও শঙ্খের গভীর নিঃস্বন, পরস্পর স্পর্দ্ধাশালী বীরগণের সিংহনাদ, তলত্রাভিহত[২] শরাসন-জ্যার ভীষণ ধ্বনি, পদাতিগণের ধ্বনি, আয়ুধসমূদয়ের নিঃস্বন, পরস্পর ধাবমান গজ-সমূদয়ের ঘণ্টানিনাদ এবং পর্জ্জন্যধ্বনি সদৃশ রথনির্ঘোষে এক অদ্ভুত তুমুল লোমহর্ষণ শব্দ সমুত্থিত হইল।

তখন কৌরবগণ নিষ্ঠুরচিত্ত হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

১। ছবিতে আঁকা মূর্ত্তি। ২। দস্তানায় আবৃত হওয়ায় আকর্ষিত।

শান্তনুতনয় ভীষ্ম স্বয়ং কালদণ্ড সদৃশ ঘোর-দর্শন শরাসন ধারণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের অভিমুখীন হইলে অর্জ্জুনও লোকবিশ্রুত গাণ্ডীব গ্রহণ করিয়া ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিতে ধাবমান হইলেন। পরস্পর বধাভিলাষী ঐ দুই কুরুবীরের মধ্যে কেহই কাহাকে শরপ্রহার দ্বারা বিকম্পিত করিতে সমর্থ হইলেন না। এদিকে মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকি কৃতবর্ম্মার প্রতি ধাবমান হইলেন, তাঁহাদের উভয়ের তুমুল সংগ্রাম আরব্ধ হইল। সাত্যকি কৃতবর্ম্মার প্রতি ও কৃতবর্ম্মা সাত্যকির প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া পরস্পর আক্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐ দুই পুরুষের কলেবর শরনিকরে সমাচিত[1] হওয়াতে উঁহারা বসন্তকালীন কুসুমিত কিংশুকবৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

মহাবীর অভিমন্যু বৃহদ্বলের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাবল বৃহদ্বল অভিমন্যুর ধ্বজ ছিন্ন ও সারথিকে নিহত করিলেন। ধ্বজ ও সারথি বিনষ্ট হওয়াতে মহাবীর সুভদ্রাতনয় ক্রোধান্বিতচিত্তে নয় বাণ দ্বারা বৃহদ্বলের গাত্র বিদ্ধ করিয়া দুই নিশিত ভল্ল নিক্ষেপপূর্ব্বক একটি দ্বারা ধ্বজ ও অপরটি দ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠ[2]-সারথিকে নিপাতিত করিলেন; সেই বীরপুরুষদ্বয় তীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

মহাবীর ভীমসেন, মহামানী সমরবিশারদ জাতবৈর[3] মহারথ দুর্য্যোধনসহ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। ঐ মহাবল-পরাক্রান্ত কুরুবংশীয় বীর-পুরুষদ্বয় পরস্পরের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই দুই মহাত্মার বিচিত্র সংগ্রাম-সন্দর্শনে সকল লোকের মনে বিস্ময় ভাবের আবির্ভাব হইল।

মহাবীর দুঃশাসন মহারথ নকুলের সম্মুখীন হইয়া নিশিত সায়কসমুদয় দ্বারা তাঁহার কলেবর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর মাদ্রীনন্দন হাস্য করিতে করিতে নিশিত বাণ দ্বারা দুঃশাসনের ধ্বজ ও সশর শরাসন ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার পুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া নকুলের প্রতি পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রক[4] নিক্ষেপ এবং তাঁহার তুরঙ্গসমুদয় ও ধ্বজ ছেদন করিলেন।

১। সমাচ্ছন্ন। ২। পার্শ্বরক্ষক। ৩। শত্রুতাপন্ন। ৪। বাণ।

মহাবীর দুর্ম্মুখ মহাবল-পরাক্রান্ত সমরে যত্নশীল সহদেবের সমীপবর্ত্তী হইয়া শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, তখন প্রভূত বলবীর্য্য-শালী সহদেব এক তীক্ষ্ণশর নিক্ষেপ করিয়া দুর্ম্মুখের সারথিকে নিপাতিত করিলেন। ঐ রণদুর্ম্মদ বীরপুরুষদ্বয় প্রহার ও প্রতিপ্রহার[1]-মানসে সায়কসমুদয় নিক্ষেপ করিয়া পরস্পর বিত্রাসিত করিতে লাগিলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং মদ্ররাজের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মদ্রপতি শর দ্বারা যুধিষ্ঠিরের শরাসন দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য এক সুদৃঢ় কোদণ্ড গ্রহণ করিলেন এবং সন্নতপর্ব্ব শরসমুদয় দ্বারা মদ্রপতিকে আচ্ছাদনপূর্ব্বক 'থাক্ থাক্' বলিয়া তর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। বীরবরাগ্রগণ্য দ্রোণ ক্রোধপরবশ হইয়া মহাত্মা দ্রুপদপুত্রের বিপুল শরাসন ছেদন করিলেন এবং মহাঘোর কালদণ্ডের ন্যায় এক শর তাঁহার শরীরে বিদ্ধ করিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্য ধনু ও চতুর্দ্দশ বাণ গ্রহণপূর্ব্বক দ্রোণের প্রতি শরাঘাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীর-পুরুষদ্বয় ক্রোধান্বিত হইয়া পরস্পর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন।

মহাবীর শঙ্খ সৌমদত্তির সহিত সংগ্রাম করিতে ধাবমান হইয়া 'থাক্ থাক্' বলিয়া তাঁহার প্রতি তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাবীর সৌমদত্তি বাণ দ্বারা শঙ্খের দক্ষিণভুজ বিদ্ধ করিয়া তাঁহার জত্রুদেশে বাণাঘাত করিতে লাগিলেন। দেব ও দানবের ন্যায় সেই বীরপুরুষদ্বয়ের সংগ্রাম অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। মহারথ ধৃষ্টকেতু ক্রোধনস্বভাব বাহ্লীকের সহিত সংগ্রাম করিতে ধাবমান হইলেন। মহাবল বাহ্লীক অমর্ষপরায়ণ ধৃষ্টকেতুর প্রতি বাণবৃষ্টি করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন চেদি-রাজ ধৃষ্টকেতু ক্রোধান্বিত হইয়া মত্তমাতঙ্গ তুল্য পরাক্রমশালী বাহ্লীকের প্রতি নয় বাণ পরিত্যাগ করিলেন। মঙ্গল[2] ও বুধের[3] তুল্য সেই বীরদ্বয়

১। আঘাত—প্রতিঘাত। ২। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে মঙ্গলগ্রহ বুধগ্রহের শত্রু।

সংগ্রামস্থলে মুহুর্মুহুঃ বীরনাদ করিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

ভীমনন্দন ক্রূরকর্ম্মা ঘটোৎকচ অলম্বুষ রাক্ষসের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া নবতি[1] বাণ নিক্ষেপ-পূর্ব্বক তাঁহার কলেবর ক্ষত-বিক্ষত করিল; মহাবল অলম্বুষও বারংবার শরনিক্ষেপপূর্ব্বক ভীমতনয়ের শরীর বিদীর্ণ করিতে লাগিল। বৃত্র ও বাসবতুল্য পরাক্রমশালী সেই বীরপুরুষদ্বয় শরবিদ্ধকলেবর হইয়া সংগ্রামস্থলে অধিকতর শোভা পাইতে লাগিল। বলবান্ শিখণ্ডী অশ্বত্থামার সহিত সংগ্রাম করিতে ধাবমান হইলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা সুতীক্ষ্ণ নারাচপ্রহার দ্বারা ক্রোধপরায়ণ শিখণ্ডীকে বিকম্পিত করিলেন; মহাবল-পরাক্রান্ত শিখণ্ডীও নিশিত সায়ক নিক্ষেপ পূর্ব্বক অশ্বত্থামাকে তাড়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা দুই জনে পরস্পরের প্রতি বিবিধ শর প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

বাহিনীপতি বিরাট ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইলেন, তাঁহাদের পরস্পর তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল; মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, মহাবীর বিরাট ক্রুদ্ধ হইয়া ভগদত্তের উপর তদ্রূপ বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঘনঘটা[2] যেরূপ সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করে, মহারাজ ভগদত্ত তদ্রূপ শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক বিরাটকে আচ্ছাদিত করিলেন; শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য কৈকেয়াধিপতি বৃহৎক্ষত্রের সমীপে গমনপূর্ব্বক শরবর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন; বৃহৎক্ষত্রও কৃপের উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পরে উভয়ে উভয়ের অশ্ব সংহার, ধনু ছেদন ও রথ ভগ্ন করিয়া অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই বীরপুরুষদ্বয়ের অসিযুদ্ধ ক্রমে অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল।

অরাতিতাপন মহারাজ দ্রুপদ ক্রুদ্ধ হইয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ জয়দ্রথ তিন বাণ দ্বারা দ্রুপদকে বিদ্ধ করাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সিন্ধুরাজের উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শুক্র[3] ও মঙ্গল[4] সদৃশ সেই দুই বীর-পুরুষের ঘোরতর যুদ্ধ দর্শন করিয়া দর্শকগণ পরম প্রীত হইলেন। আপনার পুত্র মহাবীর বিকর্ণ মহাবল-পরাক্রান্ত সুতসোমের প্রতি ধাবমান হইলেন; তাঁহাদের উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পর বাণ প্রহার করিয়া কেহই কাহাকেও কম্পিত করিতে পারিলেন না দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

মহারথ চেকিতান পাণ্ডবগণের হিতার্থী হইয়া ক্রোধান্ধচিত্তে সুশর্ম্মার প্রতি ধাবমান হইলেন। সুশর্ম্মা বহুবিধ সায়ক বর্ষণ করিয়া চেকিতানকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; মহাবীর চেকিতানও ক্রোধান্বিত হইয়া পর্ব্বতোপরি মহামেঘের বারিবর্ষণের ন্যায় সুশর্ম্মার উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সিংহ যেমন মত্তমাতঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া গমন করে, তদ্রূপ গান্ধাররাজ শকুনি মহাবল-পরাক্রান্ত যুধিষ্ঠিরাত্মজ প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। ইন্দ্র যেমন দানবকে বিদারিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ যুধিষ্ঠিরতনয় ক্রোধান্বিত হইয়া বাণবর্ষণ দ্বারা শকুনির কলেবর বিদারণ করিতে লাগিলেন; শকুনিও শর-নিকর বর্ষণপূর্ব্বক প্রতিবিন্ধ্যের দেহ বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহাবীর সহদেবতনয় শ্রুতকর্ম্মা কাম্বোজদেশীয় মহারথ সুদক্ষিণের প্রতি ধাবমান হইলেন। সুদক্ষিণ বিবিধ বাণ নিক্ষেপ করিয়াও মৈনাকাচলসন্নিভ মহারথ শ্রুতকর্ম্মাকে বিচালিত করিতে পারিলেন না। শ্রুতকর্ম্মা শরনিকর-প্রহার দ্বারা সুদক্ষিণের কলেবর ক্ষতবিক্ষত করিলেন। অরাতিনিপাতন মহাবীর অর্জ্জুনতনয় ইরাবান্ ক্রুদ্ধ হইয়া অমর্ষপরায়ণ শতায়ুর প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহার অশ্ব-সমুদয় বিনষ্ট করিয়া সিংহনাদ করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। তখন শতায়ু ক্রুদ্ধ হইয়া গদাগ্র দ্বারা অর্জ্জুননন্দনের অশ্ব-সমুদয় বিনষ্ট করিলেন। এইরূপে তাঁহাদের পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ সসৈন্য সপুত্র কুন্তিভোজের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। ঐ যুদ্ধে আমরা বিন্দ ও অনুবিন্দের ঘোর পরাক্রম দেখিলাম। তাঁহারা স্থিরচিত্তে সেই মহতী সেনার সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। অনুবিন্দ গদা দ্বারা কুন্তিভোজকে তাড়না করিতে লাগিলেন, কুন্তিভোজও তাঁহার উপর বাণবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কুন্তিভোজতনয় বিন্দের প্রতি শর প্রহার করিতে

১। নব্বই। ২। মেঘসমূহ—মেঘাড়ম্বর। ৩—৪। জ্যোতিষ মতে সমতুল্য বলশালী।

আরম্ভ করিলেন; বিন্দও কুন্তিভোজনন্দনকে বাণাঘাত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন। কৈকেয়দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতা স্বকীয় সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে সসৈন্য পাঁচ জন গান্ধারের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

আপনার পুত্র বীরবাহু রথিশ্রেষ্ঠ বিরাটতনয় উত্তরের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া নয় বাণ দ্বারা তাঁহার কলেবর বিদ্ধ করিলেন, মহাবীর উত্তরও তাঁহার গাত্রে নিশিত শর প্রোথিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর চেদিরাজ উলূকের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন, উলূকও তাঁহার প্রতি সলোম[1] নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই বীরযুগল পরস্পরের দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কেহ কাহাকে পরাজিত করিতে পারিলেন না।

হে মহারাজ! এইরূপে আপনার ও পাণ্ডবগণের সহস্র সহস্র রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণ ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে লাগিল। ঐ যুদ্ধ মুহূর্ত্তমাত্র মধুরদর্শন হইয়াছিল; পরে নিতান্ত সঙ্কুল[2] হইয়া উঠিল, তখন আর কিছুই নয়নগোচর হইল না। ঐ সময় গজ গজের সহিত, রথী রথীর সহিত, অশ্ব অশ্বের সহিত ও পদাতি পদাতির সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর শূরগণ পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। দেবর্ষি, সিদ্ধ ও চারণগণ তথায় সমুপস্থিত হইয়া সেই দেবাসুর-সংগ্রাম সদৃশ ভয়ঙ্কর সমর সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন সহস্র রথ, সহস্র হস্তী, অশ্ব ও পুরুষগণ বিপরীত দিকে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে ইতস্ততঃ বহু সহস্র রথী, গজ ও আরোহিগণকে পরস্পর মুহুর্মুহুঃ সংগ্রাম করিতে দৃষ্ট হইল।"

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

সঙ্কুলযুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে নরনাথ! ঐ যুদ্ধে বহু সহস্র পদাতি মর্য্যাদা অতিক্রমপূর্ব্বক সংগ্রাম করিয়াছিল, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ সময় পুত্র পিতাকে, পিতা ঔরস পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, ভাগিনেয় মাতুলকে, মাতুল ভাগিনেয়কে ও সখা সখাকে জানিতে পারে নাই। ফলতঃ পাণ্ডবগণ উন্মত্তপ্রায় হইয়া কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বহুসংখ্যক যুদ্ধবিশারদ বীর রথ লইয়া রথীদিগকে আক্রমণ করিলে রথ দ্বারা রথ, রথেষা দ্বারা রথেষা[1], রথকূবর দ্বারা রথকূবর[2] ভগ্ন হইতে লাগিল। কোন কোন বীরপুরুষ পরস্পর জিঘাংসা-পরবশ হইয়া তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, কতকগুলি রথ রথ-সন্নিপাতে[3] অচল হইয়া পড়িল। মদস্রাবী মহাকায় কুঞ্জরগণ তোরণপতাকাশোভিত বেগবান্ শত্রুপক্ষীয় মহাগজ-সমুদয়ের দন্তযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং পরস্পর পরস্পরের দন্ত দ্বারা ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া নিতান্ত ব্যথিতের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল। হস্তি-বিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত অপ্রভিন্ন[4] মাতঙ্গগণ অঙ্কুশাহত হইয়া মদস্রাবী বারণগণের সম্মুখীন হইল। বহুসংখ্যক মহাগজ মাতঙ্গসমুদয়ের সম্মুখীন হইয়া বৃকের ন্যায় ধ্বনি করিয়া ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল। সম্যক্ শিক্ষিত মদাক্তগণ্ড[5] মহাগজগণের ঋষ্টি, তোমর ও নারাচ দ্বারা নিরুদ্ধ ও মর্ম্মস্থলে আহত হইয়া কতকগুলি প্রাণত্যাগ করিয়া নিপতিত ও কতকগুলি ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল।

বিশালবক্ষ গজের পাদরক্ষকগণ পরস্পর হননেচ্ছায় ঋষ্টি, শরাসন, পরশু, গদা, মুষল, ভিন্দিপাল, তোমর, পরিঘ ও সুশাণিত খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্ব্বক মহাবেগে ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল। পরস্পরের প্রতি ধাবমান শূরগণের নর-শোণিতলিপ্ত খড়্গ-সমুদয় সমধিক শোভা ধারণ করিল। বীরবাহু ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত নিশিত অসিসমুদয় শত্রুগণের মর্ম্মে নিপতিত হইবার সময়ে তাহা হইতে তুমুল শব্দ বহির্গত হইল। গদামুষলরুগ্ন[6] খড়্গাহত হস্তিদন্তবিদীর্ণ-কলেবর[7] ও গজমর্দ্দিত মানব-গণ প্রেত-সমুদয়ের ন্যায় দারুণ স্বরে ইতস্ততঃ চীৎকার করিতে লাগিল। অশ্বারোহিগণ চামর-ভূষিত, মহাবেগসম্পন্ন, হংস-সদৃশ শোভমান অশ্বসমুদয় লইয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইল। সেই সমুদয়

১। পক্ষযুক্ত। ২। ঘোরতর।

১। রথের ঈষা—রথদণ্ড। ২। রথের চাকার খিল। ৩। ভগ্নরথস্তূপে। ৪। অক্ষত। ৫। মদসিক্ত-গণ্ডদেশ। ৬। গদা ও মুষলের আঘাতে পীড়িত। ৭। হাতীর দাঁতের আঘাতে ভিন্নদেহ।

মহাবীর কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সুবর্ণমণ্ডিত তীক্ষ্ণ শরসমুদয় সর্প-সমূহের ন্যায় নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল। কোন কোন অশ্বারোহী অশ্বের সহিত লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক বৃহৎ রথে উত্থান করিয়া রথিগণের শিরশ্ছেদন করিল; রথসমীপে সমুপস্থিত বহুসংখ্যক অশ্বারোহীকে নতপর্ব্ব ভল্লদ্বারা সংহার করিল। নবমেঘসন্নিভ, কনকভূষণমণ্ডিত, মত্ত মাতঙ্গগণ স্ব স্ব কুম্ভ ও পার্শ্বদেশ পাটিত[১] হইলেও অশ্ব-সকলকে নিপাতিত করিয়া পদ দ্বারা মর্দ্দন করিতে লাগিল। অনেকে প্রাসের আঘাতে নিতান্ত কাতর হইয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোন বীরপুরুষ আরোহিসহিত অশ্বগণকে ও কেহ কেহ বারণগণকে উন্মথিত করিয়া সহসা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। করিগণ দন্তাগ্র দ্বারা আরোহীর সহিত তুরঙ্গমগণকে উৎক্ষিপ্ত ও রথ-সমুদয় মর্দ্দিত করিয়া গমন করিতে লাগিল। কোন কোন প্রভূত-মদশালী মহাগজ শুণ্ড ও চরণ দ্বারা আরোহিসহিত অশ্বগণকে নিহত করিল। ভীষণ ভুজঙ্গসদৃশ তীক্ষ্ণ শর-সমুদয় হস্তিগণের দন্তদ্বয়ের মধ্যভাগ, গাত্র ও পার্শ্বদেশে নিপতিত হইতে লাগিল। বীরগণের বাহু-বিনির্ম্মুক্ত মহোল্কা-সদৃশ শক্তিসমুদয় নর ও অশ্বগণের গাত্র এবং লৌহময় কবচসকল ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে লাগিল। বীরগণ দ্বীপিচর্ম্ম ও ব্যাঘ্রচর্ম্মে নিবদ্ধ কোষনিষ্কাশিত নির্ম্মল খড়্গসমুদয় দ্বারা শত্রুগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। কোন কোন হস্তী শুণ্ড দ্বারা অশ্বের সহিত রথসমুদয় আকর্ষণ ও নিক্ষেপপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সংগ্রামে সহস্র সহস্র যোদ্ধৃগণ শক্তি-বিদারিত, পরশু-ছিন্ন, হস্তি-মর্দ্দিত, অশ্ব-পদাহত ও রথনেমি-সংছিন্ন হইয়া কেহ পুত্র, কেহ পিতা, কেহ ভ্রাতা, কেহ মাতুল, কেহ ভাগিনেয় ও কেহ কেহ অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদিগকে স্মরণপূর্ব্বক করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিল। অনেকের নাড়ী বিকীর্ণ[২] উরু ভগ্ন, বাহু ছিন্ন ও পার্শ্ব বিদীর্ণ হওয়াতে নিতান্ত কাতর হইয়া জীবিতলালসায়[৩] ঘোরতর চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ পিপাসায় নিতান্ত অধীর ও ভূতলে পতিত হইয়া জল যাচ্ঞা করিতে লাগিল। অনেকে রক্তাক্তকলেবর ও একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া আপনাদিগকে ও মহাশয়ের[১] পুত্রগণকে নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু সমরোৎসাহী শূরবর ক্ষত্রিয়গণ তৎকালে অস্ত্র পরিত্যাগ বা ক্রন্দন করিলেন না। তাঁহারা ক্রোধভরে দশন দ্বারা ওষ্ঠ দংশন ও ভ্রূকুটি বন্ধনপূর্ব্বক পরস্পর অবেক্ষণ[২] করিয়া হৃষ্টচিত্তে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য মহাবল-পরাক্রান্ত সত্ত্বশালী বীরগণ শরাঘাতে একান্ত জর্জ্জরিত হইয়া ও তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনেক বীরপুরুষ সংগ্রামে বিরথ হইয়া অন্যের রথগ্রহণেচ্ছায় নিপতিত হইবামাত্র শত্রুপক্ষীয় হস্তিগণের দন্তাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া কুসুমিত কিংশুক-বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীরক্ষয়কারী মহাসংগ্রাম ক্রমে তুমুল হইয়া উঠিলে সৈন্য-সমুদয়মধ্যে বহুতর ভীষণ শব্দ হইতে লাগিল। ঐ সময় পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, ভাগিনেয় মাতুলকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, সখা সখাকে ও বান্ধব বান্ধবকে নিধন করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে সেই নির্ম্মর্য্যাদ[৩] মহা ভয়ঙ্কর সমরে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইল। পাণ্ডব সৈন্যগণ এই দিবসের যুদ্ধে ভীষ্মের নিকট কম্পিত হইতে লাগিল; মহাবীর ভীষ্ম সমুচ্ছ্রিত, রজতময়, পঞ্চতারা-সুশোভিত, তালকেতু রথে আরোহণ করিয়া মেরুস্থিত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।"

—

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

অভিমন্যুর অভিযান

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্! এই দারুণ দিবসের পূর্ব্বাহ্ণ গতপ্রায় ও বহুসংখ্যক বীরপুরুষ নিহত হইতে আরম্ভ হইলে মহাবীর দুর্ম্মুখ, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, শল্য ও বিবিংশতি আপনার পুত্রের অনুমতিক্রমে ভীষ্মের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহারথ শান্তনুতনয় উক্ত পঞ্চ অতিরথ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া পাণ্ডবসৈন্যসাগরে অবগাহন করিলেন। চেদি, কাশী, পুরুষ ও পাঞ্চাল-দেশীয় সৈন্যগণমধ্যে ভীষ্মের তালধ্বজ বহুধা প্রচলিত হইতে লাগিল। মহাবীর গাঙ্গেয় সমরাঙ্গনে বহু সৈন্যের মস্তক, রথ, বাহন ও ধ্বজ সমুদয় ছেদন করিতে লাগিলেন। সমরক্ষেত্রে

১। ছিন্ন। ২। ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত। ৩। প্রাণের মমতায়।

১। ধৃতরাষ্ট্রের। ২। কুটিল নিরীক্ষণ। ৩। রণনীতি-লঙ্ঘনকারী।

ভ্রমমাণ মহাবীর ভীষ্মের রথমার্গস্থিত[1] কুঞ্জরগণ মর্ম্মে তাড়িত হইয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে লগিল।

এইরূপে মহাবীর শান্তনুতনয় সমরক্ষেত্রে সৈন্য সংহার করিতে আরম্ভ করিলে মহাবল-পরাক্রান্ত অভিমন্যু একান্ত ক্রোধপরবশ হইয়া পিঙ্গলবর্ণ তুরঙ্গ-সমুদয়ে যোজিত সুবর্ণ-মণ্ডিত কর্ণিকারকেতু-সুশোভিত রথে আরোহণপূর্ব্বক ভীষ্ম ও তাঁহার রক্ষক রথীদিগের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং ভীষ্মের কেতুকে তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার ও তাঁহার অনুরথগণের[2] সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু কৃতবর্ম্মাকে এক বাণ ও শল্যকে পাঁচ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া স্বীয় প্রপিতামহের উপর নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং মহাবেগে এক তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার সুবর্ণভূষিত ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে ক্রোধভরে সর্ব্বাবরণভেদী সন্নতপর্ব্ব ভল্লপ্রহারে দুর্ম্মুখের সারথির মস্তক, অপর নিশিত ভল্ল দ্বারা কৃপের সুবর্ণ-মণ্ডিত শরাসন এবং যেন নৃত্য করিতে করিতে তীক্ষ্ণ শর প্রয়োগপূর্ব্বক বিপক্ষ-নিক্ষিপ্ত শরসমুদয় ছেদন করিয়া গাণ্ডীবের ন্যায় শরাসনধ্বনি করিয়া চারিদিকে ধাবমান হইতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তলাঘব-দর্শনে দেবগণ পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। মহাবীর অভিমন্যুর লক্ষ্যের প্রতি শরনিক্ষেপ একবারও ব্যর্থ হয় না দেখিয়া ভীষ্মপ্রমুখ বীরগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ অর্জ্জুনের ন্যায় সত্ত্বসম্পন্ন ও হুতাশনের ন্যায় প্রভাবশালী জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

ভীষ্ম-অভিমন্যু যুদ্ধ

তখন মহাবীর ভীষ্ম মহাবেগে অভিমন্যুকে আক্রমণপূর্ব্বক নয় বাণ দ্বারা তাঁহার কলেবর বিদ্ধ করিলেন। পরে তিন ভল্ল দ্বারা উঁহার ধ্বজচ্ছেদন-পূর্ব্বক তিন বাণে সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য এবং শল্যও অর্জ্জুনতনয়ের প্রতি বিবিধ শর প্রহার করিলেন; কিন্তু মহাবীর অভিমন্যু কিছুতেই কম্পিত হইলেন না। তিনি দুর্য্যোধনপক্ষীয় বীরগণে পরিবৃত হইয়া পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ রথীর উপর শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং শরবৃষ্টি দ্বারা মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাদের মহাস্ত্র-সমুদয় নিরাকরণপূর্ব্বক ভীষ্মের উপর শরনিক্ষেপ করত সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সংগ্রামে ভীষ্মকে শরনিকর দ্বারা নিপীড়িত করায় মহাবীর অর্জ্জুন-তনয়ের অসাধারণ বাহুবল সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইল। মহাবীর ভীষ্ম অর্জ্জুনতনয়ের পরাক্রম-সন্দর্শনে তাঁহার উপর বিবিধ শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি অনায়াসে তৎসমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুনতনয় নয় বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক ভীষ্মের রথধ্বজ ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে সমুদয় লোক চীৎকার করিয়া উঠিল। মহাবীর ভীষ্মের রজতময় মণিবিভূষিত উচ্চতর তাল-ধ্বজ অভিমন্যুর সায়ক-প্রভাবে ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। সমরোৎসাহী ভীমসেন ভীষ্মের রথধ্বজ অর্জ্জুনতনয়ের শরে ছিন্ন ও ভূতলে নিপতিত দেখিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবল-পরাক্রান্ত ভীষ্ম সমরাঙ্গনে বিবিধ দিব্য মহাস্ত্র-সমুদয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি অভিমন্যুর প্রতি সহস্র শর নিক্ষেপ করিলেন দেখিয়া সমুদয় লোক চমৎকৃত হইল। তখন পাণ্ডব-পক্ষীয় দশ জন মহাধনুর্দ্ধর সপুত্র বিরাট, দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম, কৈকেয় ও সাত্যকি অভিমন্যুকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মহাবেগে তাঁহার নিকট ধাবমান হইলেন। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তাঁহাদিগকে সত্বরে আগমন করিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর তিন ও সাত্যকির উপর নয় বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক মহাবেগে এক ক্ষুরধার নিশিত সায়কে ভীমের সুবর্ণময় সিংহধ্বজ ছেদন করিয়া উহা ভূতলে নিপাতিত করিলেন।

বিরাটতনয় উত্তরের পতন

মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর তদ্দর্শনে অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মকে তিন, কৃপকে এক ও কৃতবর্ম্মাকে আট বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর উত্তর মহাগজে আরোহণপূর্ব্বক মদ্রাধিপতি শল্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর দ্রুপদতনয়ের মহাগজ মহাবেগে রথ আক্রমণ করিতেছে দেখিয়া মহাবল-পরাক্রান্ত মদ্ররাজ বলপূর্ব্বক তাহার বেগ নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই মহাগজ ক্রুদ্ধ হইয়া পদ দ্বারা শল্যের রথের যুগকাষ্ঠ আক্রমণপূর্ব্বক অশ্বচতুষ্টয় সংহার করিল। মহাবীর মদ্রাধিপতি সেই বাহনবিহীন

১। রথের পথমধ্যবর্ত্তী—রথপথে পতিত। ২। পশ্চাদ্‌গামী বীরদিগের।

স্যন্দনে অবস্থানপূর্ব্বক ভুজঙ্গসদৃশ ভীষণ লৌহময় শক্তি গ্রহণ করিয়া উত্তরের গাত্রে নিক্ষেপ করিলেন। শল্যনিক্ষিপ্ত শক্তি বর্ম্ম ভেদ করিয়া কলেবরে প্রবেশ করাতে বিরাটতনয় চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারময় অবলোকন করিয়া উত্তরীয়-বসন ও তোমর পরিত্যাগপূর্ব্বক গজস্কন্ধ হইতে নিপতিত হইলেন। তখন মদ্ররাজ শল্য খড়্গ গ্রহণ করিয়া রথ হইতে সহসা অবতরণপূর্ব্বক সেই মহাগজের শুণ্ড ছেদন করিলেন। হস্তী ইতিপূর্ব্বে শরনিকর-প্রহারে ভিন্নবর্ম্মা ও ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল, এক্ষণে ছিন্নশুণ্ড হওয়াতে নিতান্ত কাতর ও চীৎকার করিয়া নিপতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। মদ্ররাজ এইরূপে স্বকার্য্যসাধন করিয়া সত্বর কৃতবর্ম্মার রথে আরোহণ করিলেন।

ভ্রাতৃবধে ক্রুদ্ধ শ্বেতের সমরাভিযান

তখন বিরাটতনয় শ্বেত সমরে স্বীয় ভ্রাতা উত্তরকে নিহত ও সমস্ত মহাবীরকে বর্ত্তমান দেখিয়া ক্রোধভরে নতপর্ব্ব সায়ক-সমুদয় নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাদের শরাসন-সকল ছেদন করিলেন। মহাবীরগণ তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন-সমুদয় গ্রহণপূর্ব্বক সাত জনে এককালে শ্বেতের উপর সাত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শ্বেত সাত ভল্ল নিক্ষেপপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাদের ধনু ছেদন করিলেন। তখন মহাবীরগণ কোপে কম্পিত হইয়া শক্তিগ্রহণপূর্ব্বক সিংহনাদ করিয়া শ্বেতের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহোল্কাসদৃশ অশনিনিস্বন শক্তিসমুদয় প্রজ্বলিত হইয়া গমন করিতে লাগিল; কিন্তু মহাবীর শ্বেত অর্দ্ধপথে তৎসমুদয় ছেদন করিলেন। পরে এক সর্ব্বকায়বিদারণ সায়ক শ্বেতগাত্রে নিক্ষিপ্ত হইল। মহাবীর শ্বেত শরাঘাতে একান্ত ব্যথিত ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রথোপস্থে নিপতিত হইলেন। সারথি তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া সত্বরে রথ লইয়া প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল।

মহাবল-পরাক্রান্ত শ্বেত মুহূর্ত্তমধ্যে পুনরায় লব্ধসংজ্ঞ হইলেন। তখন তিনি সুবর্ণবিভূষিত অন্যান্য অশ্ব-সমুদয় লইয়া রণস্থলে গমনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত রথিগণের রথধ্বজ ছেদন করিলেন। পরে তাঁহাদের অশ্ব ও সারথিগণকে বাণবিদ্ধ করিয়া তাঁহাদের উপর শরবৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক শল্যের রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! সেনাপতি শ্বেত শল্যের রথের প্রতি গমন করিবামাত্র সৈন্যমধ্যে মহান্ হলাহলা শব্দ সমুত্থিত হইল। তখন আপনার পুত্র ভীষ্মকে অগ্রসর করিয়া বহুসংখ্যক শূর সমভিব্যাহারে শল্যের রথ সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে মৃত্যুগ্রাস হইতে বিমুক্ত করিলেন। অনন্তর তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। আপনার এবং শত্রুগণের রথী ও হস্তি-সমুদয় পরস্পর আক্রমণ করিতে লাগিল। ঐ সময় বৃদ্ধ কুরুপিতামহ ভীষ্ম অভিমন্যু, ভীমসেন, সাত্যকি, কৈকেয়, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং চেদিসৈন্যগণের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।"

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

শ্বেত-কৌরব-দ্বন্দ্বযুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! এইরূপে মহাধনুর্দ্ধর শ্বেত শল্যরথের প্রতি সমুপস্থিত হইলে পাণ্ডব ও কৌরবগণ, বিশেষতঃ শান্তনুতনয় ভীষ্ম কি করিয়াছিলেন, সবিস্তর কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ মহারথগণ সেনাপতি শ্বেতকে অগ্রসর করিয়া আপনার পুত্রকে বল-বিক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আত্মত্রাণার্থ শিখণ্ডীকে অগ্রে লইয়া ভীষ্মকে নিধন করিবার মানসে তাঁহার হেমভূষিত রথসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। হে রাজন্! ঐ সময়ে আপনাদিগের ও শত্রুপক্ষের সৈন্যগণ পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া বহুসংখ্যক লোক সংহার করিল; আমি উহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহাবীর শান্তনুতনয় শরাঘাতে বীরগণের মস্তকচ্ছেদন ও রথোপস্থসকল[১] শূন্য করিতে লাগিলেন। ঐ সূর্য্যসদৃশ প্রতাপশালী মহাবীর অনবরত শরবর্ষণ দ্বারা সূর্য্যকে সমাচ্ছাদিত করিলেন। রবি যেমন সমুদিত হইয়া তমোরাশি বিনাশ করেন, তদ্রূপ শান্তনুতনয় সমরমধ্যে অসংখ্য বীরপুরুষকে সংহার করিতে লাগিলেন; ঐ মহাবীর কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ক্ষত্রিয়ান্তক সহস্র সহস্র সায়ক মহাবেগে গমনপূর্ব্বক মহাবল-পরাক্রান্ত যোদ্ধৃগণের শিরশ্ছেদন করিতে লাগিল। বলবিক্রমশালী রথিগণ তীক্ষ্ণশরে

১। রথস্থ দ্রব্যসমূহ।

ছিন্নমস্তক হইয়া রোমাঞ্চিত-কলেবরে রথমধ্যে নিপতিত রহিলেন। রথ রথের উপর ও অশ্ব অশ্বের উপর নিপতিত হইল। কোন কোন অশ্ব পৃষ্ঠে লম্বমান রণনিহত স্বীয় আরোহীকে বহন করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। খড়্গ-তূণীরধারী বদ্ধপরিকর[১] শত শত বীরগণ ছিন্নকবচ ও নিহত হইয়া ধরাতলে বীরশয্যায় শয়ন করিলেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধকুশল বীরগণ পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া ভূতলে পতিত, পুনরুত্থিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরস্পর পীড়িত হইয়া রণস্থলে বিলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। মত্তগজ নিপাতিত হইল, শত শত রথিগণ শত্রুপক্ষীয়-রথীদিগকে মর্দ্দন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। কেহ কেহ শরাঘাতে নিহত হইয়া রথোপরি নিপতিত হইল। সারথি নিহত হইবামাত্র উচ্চ রথ-সমুদয় নিপতিত হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় ধূলিপটল মহাবেগে সমুত্থিত হওয়াতে সংগ্রামনিরস্ত[২] ব্যক্তিগণ কেবল শরাসনধ্বনিশ্রবণ করিতে লাগিল। তাহারা শত্রুর গাত্র স্পর্শ করিয়াও তাহাকে শত্রু বলিয়া বুঝিতে পারিল না। সৈন্যগণ সুসজ্জিত হইয়া পরস্পরের প্রতি আক্রমণ করিতে লাগিল। ঐ তুমুল সংগ্রামে কর্ণবিদারী পটহধ্বনি সমুত্থিত হওয়াতে বীরগণের বাণশব্দ এবং কোন্ বীর পৌরুষ প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহার নামও শ্রবণগোচর হইল না। ঐ সময় পিতা স্বীয় পুত্রকে চিনিতে না পারিয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঋজুগামী বাণ-সমূহ দ্বারা রথচক্র ও যুগ ভগ্ন, ভারবাহী অশ্ব নিহত ও যোদ্ধা সারথিসমভিব্যাহারে রথ হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। যোদ্ধৃগণ ভগ্নধুর[৩], ভিন্নচক্র রথমধ্যে দেখিল যে, স্বীয় বান্ধবগণ কেহ ছিন্নমস্তক, কেহ বা মর্ম্মাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ফলতঃ মহাবলপরাক্রান্ত মহাবীর শান্তনুতনয় শত্রু সংহার করিতে আরম্ভ করিলে বিপক্ষপক্ষের প্রায় কেহই অনাহত রহিল না।

শ্বেত-কৌরবের তুমুল যুদ্ধ

মহাবীর শ্বেতও কৌরবপক্ষীয় সহস্র সহস্র রাজপুত্রকে সংহার করিতে লাগিলেন। তিনি শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক রথিগণের মস্তক, অঙ্গদভূষিত বাহু, ধনু, ক্ষুদ্র ও বিশাল রথ, রথচক্র ও পতাকা-সমুদয় ছেদন করিলেন। সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব ও মানবগণ তাঁহার শরাঘাতে প্রাণত্যাগপূর্ব্বক ধরাতলশায়ী হইল। হে মহারাজ! আমরা সেই সময় শ্বেতের ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলাম। সমরার্থ সুসজ্জিত কৌরবগণ শ্বেতের শরপাত হইতে বিমুক্ত হইয়া শান্তনুতনয়ের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ সংগ্রাম-সময়ে একমাত্র ভীষ্ম মেরুপর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে রহিলেন। যেমন মরীচিমালী ভাস্কর গ্রীষ্মকালে স্বীয় কিরণজাল দ্বারা রস আকর্ষণ করেন, তদ্রূপ মহাবীর শান্তনুতনয় শরনিকর দ্বারা অরাতিকুলের প্রাণ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ চক্রপাণি যেমন অসুরগণকে নিহত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ভীষ্ম বাণবর্ষণপূর্ব্বক শত্রুগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অরাতিগণ ভীষ্মের শরে নিতান্ত কাতর হইয়া শ্বেতকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। দুর্য্যোধনপ্রিয়চিকীর্ষু মহাবলপরাক্রান্ত শান্তনুতনয় জীবিতাশা ও ভয় এককালে পরিত্যাগপূর্ব্বক পাণ্ডবসৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন।

শ্বেতসহ ভীষ্মের ভীষণ সমর

মহাবীর ভীষ্ম সেনাপতি শ্বেতকে কৌরবসৈন্য নিধন করিতে দেখিয়া এইরূপে পাণ্ডবসৈন্য সংহার করিয়া মহাবেগে তাঁহার সমীপে ধাবমান হইলেন। মহাবীর শ্বেত ভীষ্মের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভীষ্মও তাঁহার প্রতি বহুসংখ্যক শর সন্ধান করিলেন; তাঁহারা উভয়েই বৃষভদ্বয়ের ন্যায়, মত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায়, ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রদ্বয়ের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং পরস্পর বধাভিলাষী হইয়া অস্ত্র দ্বারা অস্ত্র নিবারণপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! মহাবল-পরাক্রান্ত শ্বেত যদি পাণ্ডবগণকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে অসামান্য বলবীর্য্যসম্পন্ন মহাবীর ভীষ্ম এক দিনেই তাঁহাদিগকে নিঃশেষিত করিতে পারিতেন।

হে মহারাজ! বহুক্ষণ এইরূপে সেই বীরদ্বয়ের সংগ্রাম হইলে, পরিশেষে মহাবীর শ্বেত ভীষ্মকে

১। দৃঢ়সজ্জ। ২। যুদ্ধনিবৃত্ত। ৩। যাহার রথের ধুরা ভগ্ন হইয়াছে এইরূপ।

সমরে পরাঙ্মুখ করিলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণের আহ্লাদ ও দুর্য্যোধনের বিষাদের আর পরিসীমা রহিল না। মহাবীর দুর্য্যোধন তৎক্ষণাৎক্রোধান্বিত-চিত্তে বহুসংখ্যক ভূপতি ও সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া পাণ্ডব-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বায়ুবেগ যেমন বৃক্ষগণকে বিনষ্ট করে, তদ্রূপ মহাবীর শ্বেত ভীষ্মকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের সৈন্য-সমুদয় সংহার করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপে অতি অল্পকালের মধ্যে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়া ক্রোধ-কম্পিতকলেবরে পুনরায় ভীষ্মসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। তখন বৃত্র ও বাসবের ন্যায় সেই বীরপুরুষদ্বয় পরস্পর বধাভিলাষী হইয়া পরস্পরের প্রতি শরনিক্ষেপপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্বেত ভীষ্মের উপর সাত বাণ নিক্ষেপ করিলেন; মত্তহস্তী যেমন মত্তহস্তীকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ পরাক্রমশালী ভীষ্ম বলপূর্ব্বক শ্বেতকে আক্রমণ করিয়া অভিভূত করিলেন। তখন মহাবীর শ্বেত পুনরায় ভীষ্মকে প্রহার করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীষ্ম শ্বেতের উপর দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বলবান্ শ্বেত ভীষ্মের শর সহ্য করিয়া পর্ব্বতের ন্যায় অকম্পিত রহিলেন এবং ভীষ্মের উপর সন্নতপর্ব্ব পঞ্চবিংশতি সায়ক নিক্ষেপ করিলেন; তদ্দর্শনে সমুদয় লোক চমৎকৃত হইল। পরে মহাবীর শ্বেত সহাস্য-বদনে সৃক্কণী লেহন করিতে করিতে দশ বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক ভীষ্মের শরাসন দশধা খণ্ড করিলেন। তদনন্তর লোমযুক্ত এক বাণ পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্মের তালকেতুর অগ্রভাগ ছেদন করিলেন। আপনার পুত্রগণ মহাবীর ভীষ্মের কেতু নিপতিত দেখিয়া তাঁহাকে শ্বেতের বশীভূত ও নিহত বলিয়া স্থির করিলেন এবং পাণ্ডবগণ হৃষ্টচিত্তে শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন।

শ্বেতসমরে দুর্য্যোধনের ভীষ্ম-সাহায্য

তখন দুর্য্যোধন ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া ভীষ্মের রক্ষার্থ আপনার সৈন্যগণকে প্রেরণ করিলেন; সৈন্যগণ অতি যত্নসহকারে ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিল। সমরোৎসাহী দুর্য্যোধন তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ কহিতে লাগিলেন, 'হে বীরগণ! শ্বেত অবশ্য বিনষ্ট হইবে; শান্তনুতনয় ভীষ্ম মহাবল-পরাক্রান্ত, তাঁহার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই।' মহারথগণ দুর্য্যোধনের এইরূপ উত্তেজনাবাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া সত্বর চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাবীর বাহ্লীক, কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য, শল্য, জরাসন্ধতনয়, বিকর্ণ, চিত্রসেন ও বিবিংশতি ইঁহারা সত্বরে চতুর্দ্দিক্ হইতে শ্বেতের উপর শর-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত শ্বেত স্বীয় হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক নিশিত সায়ক-সমুদয় দ্বারা সেই ক্রোধান্বিত বীরগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কেশরী যেমন কুঞ্জরগণকে নিবারণ করে, তদ্রূপ মহাবীর শ্বেত ক্রমে সেই সমুদয় বীরগণকে পরাঙ্মুখ করিয়া বহুসংখ্যক শরবর্ষণপূর্ব্বক ভীষ্মের শরাসন ছেদন করিলেন। তখন শান্তনুনন্দন অন্য এক ধনু গ্রহণপূর্ব্বক শ্বেতের উপর কঙ্কপক্ষযুক্ত শর সমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সেনাপতি শ্বেত ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া সর্ব্বলোকসমক্ষে প্রভূত সায়ক দ্বারা ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন এইরূপে সর্ব্ববীরপ্রধান ভীষ্মকে শ্বেত কর্ত্তৃক নিরাকৃত দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন, এবং ঐ সময় কৌরবপক্ষীয় বহুতর সৈন্যও বিনষ্ট হইতে লাগিল। তখন মহাবীর ভীষ্মকে শ্বেতের শরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ অবলোকন করিয়া সকলেই তাঁহাকে শ্বেতের বশীভূত ও তৎকর্ত্তৃক নিহত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম স্বীয় ধ্বজ উন্মথিত ও সৈন্যগণকে নিরাকৃত দেখিয়া একান্ত ক্রোধান্বিতচিত্তে শ্বেতের উপর বহুসংখ্যক শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রথিকুলশ্রেষ্ঠ মহাবীর শ্বেত ভীষ্মের সেই সমুদয় বাণ নিবারণ করিয়া ভল্ল দ্বারা পুনরায় তাঁহার বাণসমুদয় ছেদন করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীষ্ম তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া অন্য এক শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে সুতীক্ষ্ণ সাত ভল্ল যোজন-পূর্ব্বক চারিটি দ্বারা শ্বেতের চারি অশ্ব, দুইটি দ্বারা ধ্বজ ও একটি দ্বারা সারথির মস্তক ছেদন করিলেন। তখন মহারথ শ্বেত সেই অশ্বশূন্য রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া একান্ত ক্রোধপরবশ ও নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। মহাবীর ভীষ্ম রথিশ্রেষ্ঠ শ্বেতকে বিরথ দেখিয়া নিশিত

শর দ্বারা তাঁহাকে তাড়ন করিতে লাগিলেন। শ্বেত ভীষ্মের চাপচ্যুত শরনিকরে তাড়িত হইয়া স্বীয় রথে শরাসন সংস্থাপনপূর্ব্বক কালদণ্ডসদৃশ মহাভয়ঙ্কর কাঞ্চনবিনির্ম্মিত শক্তি গ্রহণ করিয়া ভীষ্মকে কহিলেন, 'হে পুরুষোত্তম শান্তনুতনয়! ক্ষণকাল অবস্থানপূর্ব্বক আমার পরাক্রম অবলোকন কর।' হে মহারাজ! পাণ্ডবগণের হিতার্থী ও আপনার অহিতচিকীর্ষু[১] মহাবীর শ্বেত এই বলিয়া ভীষ্মের প্রতি সেই শক্তি নিক্ষেপ করিলেন! আপনার পুত্রগণ সেই নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত ভীষণ ভুজঙ্গসদৃশ শ্বেত-নিক্ষিপ্ত শক্তি সন্দর্শন করিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। শক্তি নভস্তল হইতে নিপতিত মহোল্কার ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া অন্তরীক্ষে গমন করিতে লাগিল। শান্তনুতনয় তদ্দর্শনে একান্ত সংভ্রান্ত হইয়া আট বাণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সেই উৎকৃষ্ট হেমনির্ম্মিত শক্তি নয় খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে আপনার পুত্রগণের সমুদয় সৈন্য উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল।

কালোপহতচিত্ত[২] বিরাটতনয় শ্বেত শক্তি ব্যর্থ হইল দেখিয়া নিতান্ত ক্রোধান্বিত হইয়া ইতিকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন। তিনি একান্ত ক্রোধান্ধ হইয়া ভীষ্মকে সংহার করিবার মানসে গদা গ্রহণ করিলেন এবং ক্রোধসংরক্তলোচনে দ্বিতীয় যমের ন্যায় ধাবমান হইলেন। প্রতাপশালী ভীষ্ম সেই গদার বেগ অনিবার্য্য জানিতে পারিয়া আত্মরক্ষার্থ সহসা রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। মহাবীর শ্বেত নিতান্ত ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া সেই মহাগদা বিঘূর্ণনপূর্ব্বক ভীষ্মের রথোপরি নিক্ষেপ করিলে সেই ভীষণ গদাঘাতে ভীষ্মের রথ, ধ্বজ, সারথি, অশ্ব, ও যুগন্ধর চূর্ণীকৃত হইল।

এ দিকে শল্য প্রভৃতি রথিগণ রথিশ্রেষ্ঠ শ্বেতকে বিরথ দেখিয়া তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। তখন মহাবীর ভীষ্ম অন্য এক রথে আরোহণপূর্ব্বক শরাসন কম্পিত করিয়া মহারথ শ্বেতের সমীপে শনৈঃ শনৈঃ গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে স্বীয় হিতকারী এই দৈববাণী তাঁহার কর্ণগোচর হইল, 'হে মহাবাহো ভীষ্ম! শীঘ্র যত্ন কর, ভগবান্ বিশ্বযোনি শ্বেতের এই নিধনকাল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।' শান্তনুতনয় দেবদূতের এই বাক্য-শ্রবণে নিতান্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া শ্বেতবধে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কৈকেয়গণ, ধৃষ্টকেতু ও অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথ-সমুদয় রথিশ্রেষ্ঠ শ্বেতকে সমরাঙ্গনে পাদচারে সঞ্চরণ করিতে দেখিয়া সকলে একত্র হইয়া তাঁহার সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীষ্ম উক্ত মহারথগণকে আগমন করিতে দেখিয়া দ্রোণ, শল্য ও কৃপের সাহায্যে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্বেত পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে সন্নিরুদ্ধ দেখিয়া খড়্গ আকর্ষণপূর্ব্বক ভীষ্মের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ভীষ্ম দেবদূতের বাক্যে শ্বেতবধে প্রোৎসাহিত[১] হইয়াছিলেন; সুতরাং শ্বেত কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও সত্বরে সেই ছিন্নধনু পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য ধনু গ্রহণ ও ক্ষণকালমধ্যে তাহাতে জ্যারোপণ করিয়া ভীমসেন প্রভৃতি মহারথগণ কর্ত্তৃক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত মহাবীর শ্বেতের প্রতি ধাবমান হইলেন; প্রতাপশালী ভীমসেন ভীষ্মকে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার উপর ষষ্টি শর নিক্ষেপ করিলেন।

বিরাটতনয় শ্বেতের পতন

তখন মহাবীর শান্তনুতনয় ঘোরতর শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক অভিমন্যুকে ও তিন শর দ্বারা অন্যান্য মহারথগণকে নিবারিত করিয়া সাত্যকির প্রতি এক শত, ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি বিংশতি ও কৈকেয়ের প্রতি পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত দেবব্রত ভীষ্ম এইরূপে শরনিকর দ্বারা সেই মহারথগণকে নিবারিত করিয়া শ্বেতের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সাক্ষাৎ কালান্তক যমোপম এক ভীষণ সায়ক তূণীর হইতে নিষ্কাশিত করিয়া শ্বেতের প্রতি সন্ধান করিলেন। দেব, নাগ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ ও রাক্ষসগণ সেই ব্রহ্মাস্ত্র-সুসঙ্গত লোকযুক্ত শর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অস্তাচল-গমনোন্মুখ ভাস্কর সদৃশ প্রভাশালী সেই ভীষ্মনিক্ষিপ্ত শর মহাবীর শ্বেতের কবচ ভেদ-পূর্ব্বক প্রাণ লইয়া বহির্গত ও মহাশনির ন্যায়

১। অমঙ্গলাভিলাষী। ২। কালপ্রেরিত—আসন্নমৃত্যু।

১। অতিশয় উৎসাহান্বিত।

প্রজ্বলিত হইয়া ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর শ্বেত ভীষ্ম কর্ত্তৃক এইরূপে নিহত হইয়া গিরিশৃঙ্গের ন্যায় নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণ ও তৎপক্ষ ক্ষত্রিয়-সমুদয় শোক করিতে লাগিলেন এবং কৌরবগণ পরম পরিতুষ্ট হইলেন। দুঃশাসন শ্বেতকে নিহত হইতে দেখিয়া বাদিত্র সহকারে চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই মহাবলপরাক্রান্ত বীরবরাগ্রগণ্য বিরাটতনয় শ্বেত সংগ্রামে ভীষ্মশরে নিহত হইলে ধনুর্দ্ধর শিখণ্ডী প্রভৃতি মহারথগণ কম্পিত হইতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণ সেনাপতি নিহত হইল দেখিয়া সৈন্যগণকে বিশ্রাম করিতে আদেশ করিলেন। উভয়পক্ষীয় সেনাগণ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া মুহুর্মুহুঃ গর্জ্জন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। পার্থিবগণ বিমনাঃ হইয়া দ্বৈরথযুদ্ধে শ্বেতকে নিহত দেখিয়া চিন্তা করিতে করিতে শিবিরে প্রবেশ করিলেন।"

——

ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের পুনঃ যুদ্ধসংবাদশ্রবণেচ্ছা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! সেনাপতি শ্বেত সংগ্রামে নিহত হইলে মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ কি করিয়াছিলেন? সেনাপতি শ্বেত নিহত হইয়াছে, যাহারা তাহার রক্ষার্থে যত্ন করিয়াছিল, তাহারা পলায়ন করিয়াছে এবং আমাদের পক্ষ জয় লাভ করিয়াছে শুনিয়া আমার মন অত্যন্ত প্রীত হইয়াছে; প্রত্যবায় চিন্তা করিয়াও লজ্জিত হইতেছে না এবং সমরানুরাগী ক্রোধপরায়ণ কুরুরাজ দুর্য্যোধন সর্ব্বথা হৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সে পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত শত্রুতাচরণ করিয়া তাঁহারই ভয়ে পুনরায় তাঁহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল; পরে তাঁহাদিগেরই প্রতাপে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্গম দেশে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন সদাচারপরায়ণ যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনিষ্টাচরণ করিয়া তাঁহার নিতান্ত ভক্ত ও আশ্রয় বিরাট-পুত্র শ্বেতকে কি নিমিত্ত বিনাশ করিল? বোধ হয়, হীনমতি দুর্য্যোধন, শকুনি প্রভৃতি কতকগুলি পুরুষাধম কর্ত্তৃক অধঃপাতিত হইয়াছে। দেখ, কুরুকুলচূড়ামণি ভীষ্ম, মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য ও গান্ধারীর এবং আমার যুদ্ধপক্ষে অভিলাষ ছিল না এবং বৃষ্ণিবংশাবতংস বাসুদেব, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইঁহারাও সংগ্রামাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমি, গান্ধারী, বিদুর, পরশুরাম ও মহাত্মা ব্যাস—আমরা দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে বারণ করিয়াছিলাম; কিন্তু সে কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের মতানুসারে পাণ্ডবগণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিয়া এই ঘোরতর ব্যসনসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে বল, কৃষ্ণ-সমবেত অর্জ্জুন শ্বেতের বিনাশ ও ভীষ্মের জয়লাভ সন্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া কি করিয়াছিলেন? অর্জ্জুন হইতে আমার নিতান্ত শঙ্কা হইতেছে, উহা কোনমতেই নিবারিত হয় না। মহাবীর ধনঞ্জয় অত্যন্ত লঘুহস্ত; স্পষ্টই বোধ হইতেছে, সে শর দ্বারা শত্রুগণকে প্রমথিত করিবে। যে বীর সংগ্রামে অরিগণের উপর বজ্রসদৃশ শরনিকর প্রয়োগ করিয়া থাকে, তৎকালে সেই অমোঘক্রোধ, বেদবেত্তা, সূর্য্যাগ্নি-সদৃশ প্রতাপ-শালী, ঐন্দ্রাস্ত্রজ্ঞ, লঘুহস্ত, উপেন্দ্রসদৃশ ইন্দ্রসূনু[1] অর্জ্জুনকে সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া তোমাদের মন কিরূপ হইল? মহাবীর শ্বেতকে সংগ্রামে নিহত দেখিয়া মহাবল-পরাক্রান্ত মহাপ্রাজ্ঞ দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন কি করিয়াছিলেন? স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আমাদের পূর্ব্বতন অপরাধ ও সেনাপতি শ্বেতের বিনাশ-নিবন্ধন পাণ্ডবগণের মনে ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল। হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধনের অপরাধমূলক পাণ্ডুতনয়গণের ক্রোধচিন্তা করিয়া আমি কি দিবা, কি রজনী, কখনই শান্তিলাভ করিতে পারি না। যাহা হউক, কিরূপে সেই মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয়ের পুনঃ যুদ্ধবিবরণবর্ণন—শঙ্খ-শল্য-সমর

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! স্থিরচিত্তে শ্রবণ করুন। এক্ষণে যে বিপদ্ সমুপস্থিত হইয়াছে, কেবল আপনারই দোষ ইহার মূল; এ বিষয়ে দুর্য্যোধনের দোষ, ইহা আপনার বক্তব্য নহে। এক্ষণে আপনার যেরূপ বুদ্ধি হইয়াছে, জল বহির্গত হইলে সেতু-বন্ধন ও গৃহ প্রজ্বলিত হইলে কূপ-খননের

১। ইন্দ্রতনয়।

অভিপ্রায়ের অনুরূপ। যাহা হউক, এক্ষণে সংগ্রাম-বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। সেই দারুণ দিনের মধ্যাহ্ন-সময়ে সেনাপতি শ্বেত ভীষ্ম কর্ত্তৃক নিহত হইলে অরাতিকুলনিপাতন সমরশ্লাঘী বিরাটতনয় শঙ্খ শল্যকে কৃতবর্ম্মার সহিত অবস্থান করিতে দেখিয়া ঘৃতাহুত হব্যবাহের[১] ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি প্রভূত রথ-সমুদয়ে পরিবৃত হইয়া শক্রচাপসদৃশ মহাশরাসন বিস্ফারণ-পূর্ব্বক বাণবৃষ্টি করিতে করিতে শল্যকে নিধন করিবার মানসে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। আপনার পক্ষীয় সপ্ত মহারথ সেই মত্তবারণবিক্রান্ত বিরাটতনয়কে সমরে আগমন করিতে দেখিয়া শল্যকে মৃত্যু দংষ্ট্রা[২] হইতে বিমুক্ত করিবার মানসে চতুর্দ্দিক্ হইতে শঙ্খকে নিবারিত করিতে লাগিলেন।

তখন শান্তনুতনয় ভীষ্ম মেঘের ন্যায় সুগভীর গর্জ্জন করিয়া তালতরু সদৃশ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শঙ্খের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় সেনাগণ সেই মহাধনুর্দ্ধর মহারথকে সমরে সমুদ্যত দেখিয়া ভয়ে বাতবেগাহত নৌকার ন্যায় কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় শঙ্খকে ভীষ্ম হইতে রক্ষা করিবার মানসে সত্বর শঙ্খের দিকে অগ্রসর হইলেন। তদ্দর্শনে সমুদয় যোদ্ধগণ হাহাকার করিতে লাগিল। এক তেজ অন্য তেজসম্পৃক্ত হইলে যেরূপ হয়, ভীমার্জ্জুনসমাগমে তদ্রূপ হইয়াছে দেখিয়া সমুদয় লোক বিস্ময়ান্বিত হইল। অনন্তর শল্য ও শঙ্খে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে আরম্ভ হইলে, মহাবীর শল্য গদা-হস্তে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শঙ্খের চারি অশ্ব বিনষ্ট করিলেন। তখন বিরাট-তনয় শঙ্খ খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুতবেগে সেই হতাশ্ব রথ হইতে অর্জ্জুনের রথে গমন করিয়া সুস্থচিত্ত হইলেন। ঐ সময় ভীষ্মের রথ হইতে শরনিকর বহির্গত হইয়া অন্তরীক্ষ, ভূমি ও পর্ব্বত-সমুদয় সমাচ্ছন্ন করিল। মহাবীর ভীষ্ম বহুসংখ্যক পাঞ্চাল, মৎস্য, কেকয় ও প্রভদ্রকগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। তিনি সমরে অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া সেনাপরিবৃত প্রিয়-সম্বন্ধী দ্রুপদের সমীপে গমন-পূর্ব্বক শর-সমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মকালে অগ্নি যেমন বনরাজি দগ্ধ করে, ভীষ্মের শরনিকর দ্রুপদের সৈন্যগণকে তদ্রূপ দগ্ধ করিতে লাগিল। মহাবীর ভীষ্ম সমরে বিধূম পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ মধ্যাহ্নকালীন দিনকরের ন্যায় প্রতাপশালী ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিতে অসমর্থ হইলে, পাণ্ডবগণ ভয়-ব্যাকুলিতচিত্ত হইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন, কিন্তু রক্ষা করিতে পারে, এমন কাহাকেও অবলোকন করিলেন না।

এইরূপে সৈন্যগণ হত ও পলায়িত হওয়াতে পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যদিগের মধ্যে মহান্ হাহাকার সমুত্থিত হইল। তখন মহাবীর ভীষ্ম শরাসন মণ্ডলাকার করিয়া আশীবিষ-সদৃশ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং সায়ক দ্বারা চতুর্দ্দিক্ একাকার করিয়া একে একে পাণ্ডবপক্ষীয় রথিগণকে সংহার করিলেন। এইরূপে সেই সৈন্য-সমুদয় নিহত ও প্রমথিত হইলে, ভগবান্ মরীচিমালী অস্তগত হইলেন; তখন আর কিছুই নয়নগোচর হইল না। পাণ্ডবগণ ভীষ্মকে রণে নিতান্ত পরাক্রান্ত দেখিয়া সৈন্যগণকে অবহারার্থ[১] আদেশ করিলেন।"

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

ভীষ্মপরাক্রম দর্শনে যুধিষ্ঠিরের হতাশ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! সৈন্যগণ বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিলে দুর্য্যোধন হৃষ্টচিত্ত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মের ক্রোধ ও ভীষণ পরাক্রম দেখিয়া আপনার পরাজয়চিন্তায় নিতান্ত শোকার্ত্ত হইয়া সমুদয় ভ্রাতা ও ভূপতিগণ-সমভিব্যাহারে সত্বর কৃষ্ণের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'হে বাসুদেব! দেখ, অনল যেমন তৃণরাশি দগ্ধ করে, তদ্রূপ ভীষণপরাক্রম ভীষ্ম আমার সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতেছেন; আমরা কিরূপে উঁহার সম্মুখীন হইব? আমার সৈন্যগণ ধনুর্দ্ধর মহাবল-পরাক্রান্ত শান্তনু-নন্দনকে দেখিয়া ও তাঁহার বাণে আহত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। বরং ক্রুদ্ধ যম, বজ্রপাণি পুরন্দর, পাশহস্ত বরুণ ও গদাধারী কুবেরকে সংগ্রামে পরাজিত করা যায়, তথাপি মহাতেজাঃ মহারথ ভীষ্মকে কদাপি পরাজিত করা যায় না। অতএব আমি স্বীয় হীনবুদ্ধিপ্রভাবে[২]

১। ঘৃতনিক্ষিপ্ত অগ্নির। ২। যমের দাঁত—কালের গ্রাস।

১। বিশ্রামের জন্য। ২। অল্প জ্ঞানহেতু।

ভীষ্মরূপ অগাধ জলধি-জলে নিমগ্ন হইলাম। হে গোবিন্দ! এই সমুদয় ভূপালগণকে ভীষ্মরূপ মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করা অপেক্ষা বনে গমনপূর্ব্বক জীবন অতিবাহিত করা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, মহাবীর ভীষ্ম আমার সেনা-সমুদয় সংহার করিবেন। যেমন পতঙ্গ কালপ্রেরিত হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করে, তদ্রূপ আমার সৈন্যগণ আত্মবিনাশের নিমিত্ত ভীষ্মের সমীপে গমন করিতেছে। হে বৃষ্ণিবংশাবতংস! আমি এককালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলাম; আমার মহাবল-পরাক্রান্ত ভ্রাতারা বিপক্ষপক্ষের শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইতেছে। তাহারা অত্যন্ত সৌভ্রাত্রশালী; তন্নিমিত্তই আমার অপরাধে রাজ্যভ্রষ্ট ও সুখচ্যুত হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! সকলেই জীবনকে বহুজ্ঞান করিয়া থাকে; জীবন অতি দুর্লভ। আমি জীবিত-নির্ব্বিশেষে[1] তপশ্চরণ করিব, তথাপি সমুদয় মিত্রবর্গের প্রাণবিনাশে কদাপি প্রবৃত্ত হইব না।

মহাবল-পরাক্রান্ত ভীষ্ম একাকী দিব্যাস্ত্র দ্বারা আমার বহু সহস্র রথীকে সংহার করিবেন। অতএব হে মাধব! এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, সত্বর তাহা স্থির করিয়া বল। মহাবীর অর্জ্জুনকে সমরে উদাসীনের ন্যায় বোধ হইতেছে। কেবল মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অনুসরণপূর্ব্বক একাকী বাহুবীর্য্য প্রদর্শনপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বীরনাতিনী গদা দ্বারা গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতির মধ্যে অতি দুষ্কর কার্য্য করিতেছে। মহাবীর বৃকোদর অপকট যুদ্ধ করিয়া শত বৎসরে এই সমুদয় কৌরবসৈন্য নিঃশেষিত করিতে পারে। তোমার সখা ধনঞ্জয় অদ্বিতীয় অস্ত্রবেত্তা; কিন্তু সে আমাদিগকে ভীষ্ম ও দ্রোণের শরানলে দগ্ধ দেখিয়াও উপেক্ষা করিতেছে। বীরবরাগ্রগণ্য ভীষ্ম ও দ্রোণের দিব্যাস্ত্র-সমুদয় বারংবার প্রযুক্ত হইয়া সমুদয় ক্ষত্রিয়গণকে দগ্ধ করিবে। ভীষ্মের যেরূপ পরাক্রম, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অন্যান্য ভূপতি-সমভিব্যাহারে আমাদিগকে এককালে উৎসন্ন করিবেন। অতএব হে যোগেশ্বর জনার্দ্দন! মেঘ যেমন দাবাগ্নি প্রশমিত করে, তদ্রূপ ভীষ্মকে সংহার করিতে পারে, এমন কোন মহারথের যদি অনুসন্ধান করিতে পার, তাহা হইলে তোমার প্রসাদে পাণ্ডবগণ হতশত্রু ও স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া বন্ধুবান্ধবগণ-সমভিব্যাহারে পরমাহ্লাদে কালাতিপাত করে।'

যুধিষ্ঠিরের প্রতি কৃষ্ণের আশ্বস্তি

মহামনাঃ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া শোকোপহতচিত্তের ন্যায় বহুক্ষণ অন্তর্মনাঃ[1] হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ কৃষ্ণ ধর্ম্মরাজকে নিতান্ত শোকার্ত্ত ও দুঃখোপহতচিত্ত দেখিয়া আহ্লাদজনক বাক্যে কহিতে লাগিলেন, 'হে ভরতকুলপ্রদীপ! আপনি শোক করিবেন না; শোক করা আপনার উপযুক্ত নয়। আপনার ভ্রাতারা মহাবল-পরাক্রান্ত ও ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য; আমি, মহারথ সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনার প্রিয়কারী এবং সৈন্যসমেত অন্যান্য বহুসংখ্যক ভূপতিগণ আপনার প্রসাদাকাঙ্ক্ষী ও ভক্ত। আপনার হিতচিকীর্ষু ও প্রিয়ানুষ্ঠাননিরত মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সৈনাপত্যকার্য্যে[2] নিযুক্ত হইয়াছেন। মহাবাহু শিখণ্ডী নিশ্চয়ই ভীষ্মকে সংহার করিবেন।'

ধৃষ্টদ্যুম্নের উৎসাহদান—ব্যূহরচনা

মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহার সমক্ষে সভামধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, 'হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর, ক্রুদ্ধ হইও না। তুমি বাসুদেব-সদৃশ প্রভাব-সম্পন্ন; আমাদের সেনাপতিপদ গ্রহণ করিয়াছ। পূর্ব্বে কার্ত্তিকেয় যেমন দেবগণের সেনানায়ক হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি এক্ষণে পাণ্ডবগণের সেনানী হইয়াছ। অতএব এক্ষণে বলবিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক কৌরবগণকে সংহার কর। আমি, মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর, কৃষ্ণ, মাদ্রীনন্দনদ্বয়, দ্রৌপদীতনয়গণ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ভূপতিগণ, আমরা সকলেই তোমার অনুগমন করিব।'

তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তত্রস্থ সমস্ত লোককে হর্ষিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'ভগবান্ শম্ভু আমাকে দ্রোণান্তক করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আমি আজি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য ও জয়দ্রথ প্রভৃতি সমুদয় সমরদুর্ম্মদ বীরগণের সহিত সংগ্রাম করিব।' এইরূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সমুদ্যত হইলে পর, যুদ্ধ-দুর্ম্মদ পাণ্ডবগণ উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

১। আজীবন।

১। বিমনা—উদ্বিগ্নচিত্ত। ২। সেনাপতিপদে।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, 'হে পার্ষত[1] ক্রৌঞ্চারুণ[2]নামক ব্যূহ দ্বারা সমুদয় শত্রুকে নিবারণ করা যায়; পূর্ব্বে দেবাসুরযুদ্ধসময়ে মহামতি বৃহস্পতি পুরন্দরকে ঐ ব্যূহের কথা কহিয়াছিলেন। এক্ষণে আমরা সেই ব্যূহ নির্ম্মাণ করিব, কৌরবগণ ও অন্যান্য ভূপতিসমুদয় সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যূহ সন্দর্শন করিবেন।'

মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া প্রভাতে ধনঞ্জয়কে সর্ব্বসৈন্যের অগ্রে সন্নিবেশিত করিলেন। মহারথ অর্জ্জুনের কেতু ইন্দ্রের আদেশানুসারে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত ও ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ পতাকা-সমুদয়ে সমলঙ্কৃত হইয়াছিল। উহা আকাশগামী গন্ধর্ব্বপুরের ন্যায় নভোমণ্ডলে বিরাজিত হইতে লাগিল; দেখিলে বোধ হয়, যেন উহা নৃত্য করিতেছে। সূর্য্য-সমীপে থাকিলে ব্রহ্মার যেরূপ শোভা হয়, সেই কেতু-সমীপে থাকাতে অর্জ্জুনের ও অর্জ্জুন-সমীপে থাকাতে সেই কেতুর তদ্রূপ শোভা হইল। মহারাজ দ্রুপদ বহুতর সৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া পাণ্ডব-সেনাগণের মস্তক এবং মহারাজ কুন্তিভোজ ও শৈব্য তাহার চক্ষু হইলেন। দশার্ণাধিপতি এবং প্রয়াগ, দাশেরক, অনূপক ও কিরাতগণ গ্রীবাদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির পটচ্চর, হুণ্ড পৌরবক ও নিষাদগণের সহিত পৃষ্ঠ হইলেন। মহাবীর ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীতনয়গণ, অভিমন্যু, সাত্যকি এবং পিশাচ, দরদ, পৌণ্ড্র, কুণ্ডীবিষ, মড়ক, লড়ক, তঙ্গণ, পরতঙ্গণ, বাহ্লিক, তিত্তির, পাণ্ড্র, ওড্র, শবর, তুম্বুর, বৎস ও নাকুল[3] পক্ষদ্বয়ে এবং নকুল ও সহদেব বামপার্শ্বে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই ব্যূহের উভয় পক্ষে অযুত, মস্তকে নিযুত, পৃষ্ঠে এক অর্ব্বুদ বিংশতিসহস্র এবং গ্রীবায় এক নিযুত সপ্ততি সহস্র রথ সন্নিবেশিত হইল। ইহার চতুর্দ্দিকে পক্ষে[4] ও পক্ষান্তে জ্বলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় বারণগণ অবস্থান করিতে লাগিল। বিরাট কেকয়গণকে এবং কাশিরাজ ও শৈব্য তিন অযুত রথ লইয়া সেই ব্যূহের জঘন[1] পালন করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে সেই মহাব্যূহ নির্ম্মাণানন্তর সৈন্য-সমুদয়কে বর্ম্মিত[2] করিয়া যুদ্ধার্থ সূর্য্যোদয় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় বারণ ও রথ-সমুদয়ের উপর আদিত্য-সঙ্কাশ নির্ম্মল বিপুল শ্বেতচ্ছত্র-সকল শোভা পাইতে লাগিল।"

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

দুর্য্যোধনের প্রতিব্যূহরচনা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্! আপনার তনয় দুর্য্যোধন সেই পাণ্ডবপক্ষীয় অভেদ্য ক্রৌঞ্চারুণ-ব্যূহ অবলোকন করিয়া দ্রোণাচার্য্য, কৃপ, শল্য, সৌমদত্তি, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা, দুঃশাসন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ও যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত অন্যান্য বহুসংখ্যক শূরগণকে সমবেত করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে বীরগণ! তোমরা নানাস্ত্রবেত্তা ও শাস্ত্রার্থজ্ঞ; তোমাদের একত্র হইবার কথা দূরে থাকুক, তোমরা এক এক জন সৈন্য লইয়া পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিতে পার। আমাদের ভীষ্মাভিরক্ষিত সৈন্য অপর্য্যাপ্ত; পাণ্ডবগণের ভীমসেনাভিরক্ষিত সেনা পর্য্যাপ্ত। অতএব এক্ষণে সংস্থান, শূরসেন, বেত্রিক, কুক্কুর, রেচক, ত্রিগর্ত্ত, মদ্রক ও যবনগণ ইহারা শত্রুঞ্জয়, দুঃশাসন, বিকর্ণ, সুবীর, নন্দোপনন্দনগণ, মণিভদ্রকগণ ও চিত্রসেন সমভিব্যাহারে ভীষ্মকেই রক্ষা করুক।

এইরূপ যুক্তি স্থির হইলে ভীষ্ম, দ্রোণ ও আপনার পুত্রগণ পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করিবার অভিলাষে ব্যূহ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম অসংখ্য সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য গান্ধার, সিন্ধুসৌবীর, শিবি, বসাতি, কুন্তল, দশার্ণ, মাগধ, বিদর্ভ, মেলক ও কর্ণপ্রাবরণগণ সমভিব্যাহারে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। শকুনি সৈন্য-সমুদয় সমভিব্যাহারে দ্রোণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

১। পার্ষত—পারিষদ। ২। ক্রৌঞ্চ অর্থ—বক। বকেরা আকাশে যেরূপ পংক্তিবদ্ধ হইয়া গমন করে, তদ্রূপ সৈন্যসজ্জা। সৈন্য-সংখ্যানুসারে যথাসম্ভব পংক্তির অল্পতা বা আধিক্য হইবে। ৩। নকুলপুত্র। ৪। পার্শ্বে।

১। জঘনদেশ। ২। বর্ম্মদ্বারা আবৃত।

উভয়পক্ষে সিংহনাদ—রণবাদ্য

তখন মহারাজ দুর্য্যোধন সমুদয় সহোদর, অশ্বাতক, বিকর্ণ, অমষ্ঠকোশল, দরদ, বৃক ও ক্ষুদ্রকমালবগণ-সমভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে শকুনির সৈন্যগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভূরিশ্রবা, শল্য, ভগদত্ত এবং অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ সৈন্যগণের বামপার্শ্ব রক্ষা করিতে লাগিলেন। সৌমদত্তি, সুশর্ম্মা, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, শতায়ু, শ্রুতায়ু দক্ষিণপক্ষে[১] অবস্থান করিলেন। অশ্বত্থামা, কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও সাত্বত মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে সেনাপৃষ্ঠে[২] রহিলেন। কেতুমান, বসুদান ও কাশিরাজের পুত্র বিভু প্রভৃতি নানা জনপদেশ্বরগণ সৈন্য-সমূহের পৃষ্ঠগোপ্তা[৩] হইলেন। তখন আপনার পক্ষীয় সেনাগণ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে লাগিল। কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম সৈন্যগণের হর্ষজ্ঞাপক শব্দ শ্রবণ করিয়া সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ শঙ্খ, ভেরী, পেশী ও আনক ধ্বনিত করাতে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। মহাপ্রভাবসম্পন্ন কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় শ্বেতহয়-যোজিত মহারথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর বাসুদেব পাঞ্চজন্য, অর্জ্জুন দেবদত্ত, ভীমকর্ম্মা ভীমসেন পৌণ্ড্র, মহারাজ যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুঘোষ ও সহদেব মণিপুষ্পক নামক মহাশঙ্খ নিনাদ করিলেন। পরে কাশিরাজ শৈব্য, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, মহারথ সাত্যকি, মহাধনুর্দ্ধর দ্রুপদ ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। ঐ সমুদয় বীরগণের সেই তুমুল নিনাদে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণ হৃষ্টচিত্ত হইয়া পুনরায় পরস্পরকে সন্তাপিত করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।"

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

দ্বিতীয়-দিবসীয় যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ ব্যূহিত হইলে যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ যোদ্ধগণ কিরূপে সংগ্রাম করিয়াছিলেন?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! এইরূপে সেনাগণ ব্যূহিত হইলে রুচির ধ্বজ-সমুদয় সমুচ্ছ্রিত হইলে সেই মহান্ সৈন্যসাগর অপার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সেই অগাধ সৈন্য-সমুদ্রমধ্য হইতে আপনার পক্ষীয় সেনাগণকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। তখন সৈন্যগণ ধ্বজ সমুচ্ছ্রিত করিয়া জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রূরমনে পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইল। অনন্তর উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। রথিগণ কর্ত্তৃক বিমুক্ত সুশাণিত শরনিকর অকুণ্ঠিতভাবে হস্তী ও অশ্বগণের উপর নিপতিত হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই ঘোর-সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে ভীষণপরাক্রম ভীষ্ম বর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক শরাসন সমুদ্যত করিয়া অভিমন্যু, ভীমসেন, মহারথ অর্জ্জুন, কৈকেয়, বিরাট ও ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং চেদি ও মৎস্যদেশীয় যোদ্ধাদিগের উপর অসংখ্য বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীষ্মের সমাগমে সেই মহাব্যূহ কম্পিত হইতে লাগিল ও সৈন্যগণের ঘোরতর বিপদ্ সমুপস্থিত হইল। পাণ্ডবপক্ষীয় অসংখ্য আরোহী, ধ্বজধারী ও উৎকৃষ্ট অশ্বসমুদয় নিহত হইতে লাগিল; রথিগণ প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

মহাবীর অর্জ্জুন ভীষ্মের অসাধারণ বিক্রম-দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, 'হে বাসুদেব! সত্বর পিতামহের সমীপে গমন কর। মহাবীর শান্তনুতনয় দুর্য্যোধনের হিতসাধনে একান্ত তৎপর! উনি ক্রোধভরে আমার সমুদয় সৈন্য নিধন করিবেন। এই দ্রোণ, কৃপ, শল্য, বিকর্ণ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ সমবেত হইয়া পাঞ্চালগণকে সংহার করিবে; অতএব আমি সৈন্যরক্ষার নিমিত্ত ভীষ্মকে সংহার করি।'

তখন বৃষ্ণিবংশাবতংস বাসুদেব কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! এই আমি ভীষ্মের সমীপে গমন করিতেছি।' এই বলিয়া তিনি ভীষ্মের রথাভিমুখে অর্জ্জুনের রথচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন! ধনঞ্জয়ের লোকবিশ্রুত রথ বহু পতাকা-শোভিত, বলাকার ন্যায় মনোহর অশ্ব-সমুদয়ে যোজিত, ভীষণাকার

১। দক্ষিণদিকে। ২। সৈন্যের পিঠের দিকে। ৩। পৃষ্ঠরক্ষক।

বানরকেতু-সংযুক্ত, মেঘের ন্যায় গম্ভীর-ধ্বনিসম্পন্ন ও আদিত্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল এবং সুহৃজ্জনের আনন্দ-বর্দ্ধন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই মহারথে অবস্থান-পূর্ব্বক কৌরবসৈন্য ও শূরসেনগণকে সংহার করিয়া-সত্বর সমরক্ষেত্রে গমন করিতে লাগিলেন।

ভীষ্ম-অর্জ্জুন যুদ্ধ

মহাবীর ধনঞ্জয় বীরগণকে বিত্রাসিত ও পাতিত করিয়া সমরে আগমন করিতেছেন দেখিয়া প্রাচ্য, সৌবীর, কেকয় ও সৈন্ধব প্রভৃতি বীরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত শান্তনুতনয় সহসা তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। কুরুকুলপিতামহ ভীষণকর্ম্মা ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ ও মহাবীর কর্ণ ব্যতীত কাহার সাধ্য যে, সমরে ধনঞ্জয়ের অভিমুখীন হয়? মহাবীর ভীষ্ম অর্জ্জুনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার উপর সপ্তসপ্ততি[১] নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় দ্রোণ পঞ্চবিংশতি, কৃপ পঞ্চাশত, দুর্য্যোধন চতুঃষষ্টি, শল্য নয়, অশ্বত্থামা ষষ্টি ও বিকর্ণ তিন শর এবং আর্ত্তায়নি তিন ভল্ল দ্বারা ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। বীরবরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন সেই সকল মহাবীরগণের নিশিত শরনিকরে সমন্তাৎ বিদ্ধ হইয়াও ভিদ্যমান অচলের ন্যায় স্থির হইয়া রহিলেন এবং ভীষ্মের উপর পঞ্চবিংশতি, কৃপের উপর নয়, দ্রোণের উপর ষষ্টি, বিকর্ণের উপর তিন, আর্ত্তায়-নির উপর তিন ও দুর্য্যোধনের উপর পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন।

তখন সাত্যকি, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদেয়গণ ও অভিমন্যু ধনঞ্জয়ের রক্ষার্থ তাঁহার নিকট গমন করি-লেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সোমকগণ-সমভিব্যাহারে ভীষ্মের হিতসাধনতৎপর মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণের-সম্মুখীন হইলেন। রথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম সত্বর অর্জ্জুনের উপর অতি নিশিত অশীতি[২] বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে কৌরব-পক্ষীয় সেনাগণ পরম পরিতুষ্ট আহ্লাদ-সূচক ধ্বনি করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় তাহাদের নিনাদ-শ্রবণে ক্রোধান্বিত হইয়া বীরগণের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মহারথগণকে লক্ষ্য করিয়া অবলীলাক্রমে অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণকে পার্থশরে জর্জ্জরিত দেখিয়া ভীষ্মকে কহিতে লাগিলেন, 'হে পিতামহ! আপনি স্বয়ং ও মহাবীর দ্রোণাচার্য্য বর্ত্তমান থাকিতে এই পাণ্ডুতনয় কৃষ্ণ-সমভিব্যাহারে সমুদয় সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিয়া আমাদিগের সমূলে উন্মূলন করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। এই কর্ণ আমার একান্ত হিতচিকীর্ষু হইয়াও কেবল আপনার নিমিত্তই অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে যাহাতে অর্জ্জুন শীঘ্র নিহত হয়, এমন উপায় স্থির করুন।'

মহাবীর দেবব্রত দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপ অভি-হিত হইয়া 'ক্ষাত্রধর্ম্মে ধিক্!' বলিয়া পার্থের রথ-সমীপে গমন করিলেন। পার্থিবগণ সেই উভয় বীরপুরুষকেই শ্বেতাশ্বযোজিত রথে সংস্থিত দেখিয়া সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন ও বিকর্ণ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধার্থ ভীষ্মকে পরিবেষ্ঠন করিয়া রহিলেন। এ দিকে পাণ্ডবগণও কৌরবদিগের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিবার মানসে অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাবীর ভীষ্ম অর্জ্জুনের উপর নয় বাণ নিক্ষেপ করিলে বীরবর অর্জ্জুন মর্ম্মভেদী দশ বাণ দ্বারা ভীষ্মকে বিদ্ধ করিয়া সহস্র শর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার চারিদিক্ অবরোধ করিলেন। শান্তনুতনয় শরজাল প্রয়োগ করিয়া অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত শরসমূহ নিরাকৃত করিলেন। এইরূপে পরস্পর প্রতীকারাভিলাষী সমরপ্রিয় সেই বীরপুরুষদ্বয় সমভাবে সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন ভীষ্মচাপ-বিমুক্ত শরজাল স্বীয় শরনিকর দ্বারা নিরাকৃত করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত শান্তনুতনয় অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত শর-সমুদয় ছিন্ন করিয়া ভূতলে পাতিত করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন ভীষ্মের উপর পঞ্চবিংশতি শর নিক্ষেপ করিলেন; ভীষ্মও ধনঞ্জয়কে নয় বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।

হে মহারাজ! সেই মহাবীরদ্বয় পরস্পরের অশ্ব, ধ্বজ, রথেষা ও রথচক্র বিদ্ধ করিয়া সমরাঙ্গনে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুন-সারথি বাসুদেবের বক্ষঃস্থলে তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাত্মা মধুসূদন ভীষ্মচাপচ্যুত সায়কে বিদ্ধ হইয়া পুষ্পিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন; মহাবীর ধনঞ্জয় জনার্দ্দনকে শরবিদ্ধ দেখিয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে তিন বাণ নিক্ষেপ-পূর্ব্বক ভীষ্মের সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর

১। সাতাত্তর। ২। আশী।

তাঁহারা পরস্পরের রথে শরসন্ধান করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। উভয়েই স্ব স্ব সারথির সামর্থ্য-প্রভাবে বিবিধ মণ্ডল ও গতিপ্রত্যাগতি[1] প্রদর্শন এবং পরস্পরের রন্ধ্রান্বেষণ[2] ও বারংবার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া সিংহনাদ, শঙ্খধ্বনি ও চাপনির্ঘোষ করিতে লাগিলেন। ঐ দুই বীরপুরুষের শঙ্খধ্বনি ও রথনেমি-নির্ঘোষে মেদিনীমণ্ডল সহসা বিদীর্ণ, কম্পিত ও ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তৎকালে কেহই মহাবীর অর্জ্জুন ও ভীষ্মের বৈলক্ষণ্য[3] বুঝিতে পারিলেন না। কৌরবগণ ভীষ্মের ও পাণ্ডবগণ অর্জ্জুনের চিহ্নমাত্র সন্দর্শন করিয়া তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তত্রত্য সমুদয় লোকই সেই দুই বীরের পরাক্রম দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইল। ধার্ম্মিক লোকের পাপের ন্যায় কোন ব্যক্তিই সেই বীরদ্বয়ের অণুমাত্র ছিদ্র দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা একবার পরস্পর শরজালে আবৃত ও পুনরায় তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় দেব, গন্ধর্ব্ব, চারণ ও মহর্ষিগণ তাঁহাদের উভয়ের পরাক্রম দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেব, অসুর ও গন্ধর্ব্বগণও সমরে এই দুই বীরকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়েন না। অতি আশ্চর্য্য সংগ্রাম হইতেছে; এরূপ সমর আর কখনই হইবে না। মহাবীর পার্থ সধনু সরথ ভীষ্মকে কদাপি পরাজিত করিতে পারিবেন না! দুর্দ্ধর্ষ পার্থেরও ভীষ্মের নিকট পরাভূত হইবার সম্ভাবনা নাই। এতাদৃশ সংগ্রাম আর কখনই হইবে না।'

হে মহারাজ! ভীষ্ম ও অর্জ্জুনের সংগ্রাম সময়ে এইরূপ স্তবযুক্ত বাক্য বারংবার শ্রুত হইতে লাগিল। সেই সময়ে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ শিত[4]-ধার খড়্গ, নির্ম্মল পরশু ও নিশিত সায়ক প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা পরস্পর সংহার করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নেরও তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল।"

১। অগ্রগমন ও পশ্চাৎ অপসরণ। ২। ছিদ্রান্বেষণ—ত্রুটির অনুসন্ধান—দৌর্ব্বল্যের খোঁজ। ৩। পার্থক্য। ৪। তীক্ষ্ণ।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

দ্রোণ-ধৃষ্টদ্যুম্ন-যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়। মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কিরূপে সংগ্রাম করিয়াছিলেন? আমি অদৃষ্টকে পুরুষকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি। দেখ, মহাবীর শান্তনুতনয়ও অর্জ্জুনকে সংগ্রামে পরাজিত করিতে পারিলেন না। যে ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইলে সমরে সমুদয় লোক বিনষ্ট করিতে পারেন, তিনিই সংগ্রামে অর্জ্জুনের নিকট পরাভূত হইলেন। অদৃষ্ট ব্যতীত ইহার অন্য কারণ কি আছে?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ অতি দারুণ সংগ্রাম-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, স্থিরচিত্তে শ্রবণ করুন। ইন্দ্রসমবেত সমুদয় দেবগণ একত্রিত হইলেও মহাবীর অর্জ্জুনকে পরাজিত করিতে পারেন না। যাহা হউক, এক্ষণে দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সংগ্রাম-বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য বিবিধ শর দ্বারা ক্রোধপরায়ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার চারি অশ্বের উপর চারি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন নবতি বাণে দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিয়া 'থাক্ থাক্' বলিয়া দর্প করিতে লাগিলেন। অসামান্য বল-বিক্রমশালী দ্রোণাচার্য্য অমর্ষপরায়ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুনরায় শরনিকরে সমাচ্ছাদিত করিয়া সংহার করিবার মানসে ভীষণ অশনির ন্যায়, দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায় এক বাণ গ্রহণ করিলেন। অস্ত্রবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্যকে সেই শর-সন্ধান করিতে দেখিয়া সমুদয় সেনাগণ উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের অদ্ভুত পৌরুষ প্রকাশিত হইল, তিনি পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে অবস্থানপূর্ব্বক সেই সাক্ষাৎ মৃত্যুসদৃশ দ্রোণবিমুক্ত বাণ অর্দ্ধপথে ছেদন করিয়া ভারদ্বাজের উপর শরবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই সুদুষ্কর কর্ম্ম দেখিয়া হর্ষোৎফুল্লচিত্তে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণবধাভিলাষে স্বর্ণ ও বৈদূর্য্যে খচিত মহাবেগশালিনী শক্তি নিক্ষেপ করিলে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণ হাসিতে হাসিতে তাহা অর্দ্ধপথেই তিন খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। প্রতাপশালী

ধৃষ্টদ্যুম্ন শক্তি ব্যর্থ হইল দেখিয়া দ্রোণের উপর বাণবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলে মহারথ দ্রোণ ক্ষণকালমধ্যেই সেই শরনিকর নিরাকরণপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসন ছেদন করিলেন। মহাযশাঃ দ্রুপদতনয় কার্ম্মুক ছিন্ন হওয়াতে ক্রোধান্ধ হইয়া দ্রোণের বধাভিলাষে তাঁহার উপর দৃঢ় গদা নিক্ষেপ করিলে বলবিক্রমশালী আচার্য্য দ্রোণ স্বীয় পরাক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহা নিবারণ করিয়া স্বর্ণপুঙ্খ সুশাণিত ভল্লসকল ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভল্লসমুদয় দ্রুপদতনয়ের বর্ম্ম ভেদ করিয়া রুধির পান করিতে লাগিল ; তখন মহামনাঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক পাঁচ বাণ দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে তাঁহারা উভয়েই রুধিরাক্তকলেবর হইয়া বসন্তকালীন পুষ্পিত কিংশুক-তরুর ন্যায় শোভমান হইলেন।

মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে অধীর হইয়া পুনরায় দ্রুপদতনয়ের শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহার উপর সন্নতপর্ব্ব শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে ও চারি বাণে চারি অশ্ব সংহার করিয়া সিংহনাদ করিয়া অন্য এক ভল্ল দ্বারা শরাসন ছেদন করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে ছিন্নধন্বা, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া গদা গ্রহণপূর্ব্বক আপনার পৌরুষ প্রকাশ করিয়া রথ হইতে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ, দ্রুপদতনয় রথ হইতে অবরোহণ[১] না করিতে করিতেই শরনিকর দ্বারা তাঁহার গদা ছেদন করিয়া ফেলিলেন ; তদ্দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। আমিষাভিলাষী[২] সিংহ যেমন মত্ত-গজের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবাহু দ্রুপদনন্দন শতচন্দ্র-সংযুক্ত সুবিপুল চর্ম্ম ও দিব্য খড়্গ ধারণপূর্ব্বক দ্রোণ-বধের আকাঙ্ক্ষায় মহাবেগে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের পুরুষকার, অস্ত্রপ্রয়োগ-লাঘব ও অসাধারণ বাহুবল প্রকাশিত হইল। ঐ মহাবীর একাকী বাণবৃষ্টি করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। দ্রুপদতনয় অসামান্য বলশালী হইয়াও কোনক্রমে দ্রোণের সম্মুখীন হইতে পারিলেন না ; কেবল চর্ম্ম দ্বারা দ্রোণবিমুক্ত শরনিকর নিবারণ করিতে লাগিলেন।

সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর দ্রুপদ-তনয়ের সাহায্যার্থে সহসা তথায় সমুপস্থিত হইয়া দ্রোণের উপর সাত বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক সত্বর ধৃষ্ট-দ্যুম্নকে অন্য রথে আরোপিত করিলেন। তখন মহা-রাজ দুর্য্যোধন দ্রোণের রক্ষার্থ প্রভূত সৈন্যসমবেত কলিঙ্গদেশাধিপতিকে প্রেরণ করিলেন। সেই সমুদয় কলিঙ্গদেশীয় সৈন্য দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে ভীম-সেনের প্রতি ধাবমান হইল। রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণ তখন ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এককালে বৃদ্ধ বিরাট ও দ্রুপদ উভয়ের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন ; ধৃষ্টদ্যুম্নও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিত হইলেন। হে মহারাজ। কলিঙ্গদেশীয় সৈন্যগণের সহিত ভীম-সেন ঘোরতর লোমহর্ষণ সংগ্রাম করিতে লাগিল ; ঐ যুদ্ধ জগতের ক্ষয়কর বলিয়া প্রতীয়মান হইল।"

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

ভীম-কলিঙ্গরাজ-যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! সেনাপতি কলিঙ্গ আমার পুত্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সৈন্যসমভিব্যাহারে কিরূপে অদ্ভুতকর্ম্মা, মহাবল-পরাক্রান্ত, গদাপাণি, সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ভীমসেনের সহিত সংগ্রাম করিলেন।"

সঞ্জয় কহিলেন, "নরনাথ! মহাবল-পরাক্রান্ত কলিঙ্গ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে সেনাগণ-সমভি-ব্যাহারে ভীমসেনের রথসমীপে ধাবমান হইলেন। অসাধারণ বলবিক্রমশালী মহাবীর বৃকোদর প্রভৃত রথ, অশ্ব ও নাগসম্পন্ন অস্ত্রশস্ত্রসমবেত কলিঙ্গ-সেনাসমুদয়ের সহিত নিষাদতনয় কেতুমানকে আগমন করিতে দেখিয়া চেদিগণের সহিত তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন। তখন ক্রোধপরায়ণ শ্রুতায়ু ব্যূহিত সেনাগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ভূপতি-কেতুমানের সহিত ভীমসেনের সম্মুখীন হইলেন। নরপতি কলিঙ্গ বহু সহস্র রথ দ্বারা এবং মহাবীর কেতুমান্ নিষাদগণ-সমভিব্যাহারে অযুত গজ দ্বারা ভীমসেনকে পরিবৃত করিলেন। ঐ সময় ভীমসেনের অগ্রগামী চেদি, মৎস্য ও করূষগণ ভূপতি-সমূহ সমভিব্যাহারে সহসা নিষাদগণকে আক্রমণ করিল। এইরূপে যোদ্ধগণ পরস্পর নিধনেচ্ছায়

১। অবতরণ—নীচে নামা। ২। মাংসলোলুপ।

পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! সুররাজ ইন্দ্র যেমন দানবসেনাগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর ভীমসেন অরাতিসৈন্যগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। যুদ্ধকালে সেই প্রভূত সৈন্যের কোলাহলধ্বনি সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। যোদ্ধৃগণ পরস্পর ছেদন করাতে রণক্ষেত্র একবারে মাংসশোণিতময় হইয়া উঠিল। জিঘাংসাবৃত্তি প্রবল হওয়াতে বীরগণ কে আত্মীয়, কে পর, তাহা বুঝিতে সমর্থ হইল না; অনেকে আত্মীয়গণকেই সংহার করিতে লাগিল। চেদিসৈন্যগণ অল্পসংখ্যক হইয়াও বহুসংখ্যক কলিঙ্গ ও নিষাদসৈন্যগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিল। এবং প্রাণপণে স্বীয় পুরুষকার প্রকাশপূর্ব্বক পরিশেষে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হইল। মহাবীর বৃকোদর এইরূপে সমুদয় চেদিগণকে নিবৃত্ত দেখিয়াও আপনার বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া কলিঙ্গদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিলেন; তিনি মুহূর্ত্তমাত্রও রথ হইতে বিচলিত হইলেন না; প্রত্যুত কলিঙ্গসৈন্যগণকে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

কলিঙ্গতনয় শক্রদেব-বধ

এই সময়ে মহাবল-পরাক্রান্ত কলিঙ্গ ও তাঁহার পুত্র শক্রদেব উভয়ে ভীমসেনের উপর শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর আপনার বাহুবলে নির্ভর করিয়া শরাসন বিধূনিত করিয়া কলিঙ্গের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, কলিঙ্গের পুত্র শক্রদেব বহুসংখ্যক শর নিক্ষেপ করিয়া ভীমসেনের অশ্ব-সমুদয় বিনষ্ট করিলেন এবং তাঁহাকে বিরথ দেখিয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মেঘ যেমন বর্ষাকালে বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ মহাবল শক্রদেব ভীমের উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন সেই অশ্ববিহীন রথে থাকিয়া শক্রদেবের উপর এক দৃঢ় গদা নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কলিঙ্গতনয় ভীমসেনের সেই ভীষণ গদাঘাতে নিহত হইয়া ধ্বজ ও সারথির সহিত ভূতলে নিপতিত হইলেন।

মহারথ কলিঙ্গ পুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে বহু সহস্র রথ দ্বারা ভীমের চতুর্দ্দিক্ আবরণ করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর দারুণ কার্য্য করিবার নিমিত্ত গদা পরিত্যাগপূর্ব্বক খড়্গ এবং সুবর্ণময় নক্ষত্র ও অর্দ্ধচন্দ্রসমূহে সুশোভিত মৃদু বার্ষভ[1] চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। মহাবল কলিঙ্গ বৃকোদরকে তদবস্থ দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া শরাসনজ্যা মার্জ্জনপূর্ব্বক নিধন করিবার মানসে তাঁহার উপর আশীবিষ-সদৃশ এক শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর মহাবেগে সমাগত কলিঙ্গ-নিক্ষিপ্ত সেই নিশিত শর খড়্গ দ্বারা দ্বিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং কৌরবসৈন্যগণকে সন্ত্রাসিত করিয়া হৃষ্টচিত্তে চীৎকার করিতে লাগিলেন। মহাবল কলিঙ্গ ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনের উপর সুশাণিত চতুর্দ্দশ তোমর প্রয়োগ করিলেন। সেই সমুদয় তোমর শূন্যমার্গে সমুত্থিত হইবামাত্র মহাবীর ভীমসেন অসম্ভ্রান্তচিত্তে অসি দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

ভীমহস্তে ভানুমানের নিধন

মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর এইরূপে সেই কলিঙ্গ-নিক্ষিপ্ত তোমর-সমুদয় ছেদনপূর্ব্বক ভানুমানকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভানুমান্ ভীমসেনকে শরনিকর দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিয়া নভস্তল প্রতিধ্বনিত করিয়া ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিলেন। বৃকোদর সংগ্রামস্থলে ভানুমানের সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া ঘোরতর ধ্বনি করিতে লাগিলেন। কলিঙ্গসৈন্যগণ ভীমসেনের ভীষণ ধ্বনি-শ্রবণে অতিমাত্র বিত্রস্ত হইয়া তাঁহাকে অমানুষ[2] বলিয়া বোধ করিতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন গভীর গর্জ্জন ও অসিহস্তে মহাবেগে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ভানুমানের মহাগজের দন্ত ধারণ করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন মধ্যদেশে দণ্ডায়মান হওয়ায় গজরাজ সানুমান্[3] পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর বৃকোদর এইরূপে করিপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া খড়্গ দ্বারা ভানুমান্‌কে ছেদনপূর্ব্বক সেই হস্তীর স্কন্ধে খড়্গাঘাত করিলেন, করিরাজ ভীমের খড়্গাঘাতে ছিন্নস্কন্ধ হইয়া ঘোরতর নিনাদপূর্ব্বক ধরাতলে নিপতিত হইল। মহাবীর ভীমসেন হস্তী নিপতিত

১। বৃষসম্বন্ধীয়। ২। অলৌকিক বীর্য। ৩। সানুপ্রদেশযুক্ত।

না হইতে হইতেই লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক তাহা হইতে অবতীর্ণ হইয়া খড়্গহস্তে অদীনভাবে রণস্থলে অন্যান্য গজ-সমুদয় নিপাতিত করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; তখন তাঁহাকে অগ্নিচক্রের[১] ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ কালান্তক-যমোপম মহাবীর ভীম অশ্ব, গজ, রথসৈন্য ও পদাতি-সমুদয়কে নিধন করিয়া তাহাদের মধ্যে শ্যেনের ন্যায় ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভীম বহুসংখ্যক গজারূঢ় যোদ্ধগণের মস্তক ছেদন করিলেন এবং একাকী ক্রোধভরে পাদচারে ভ্রমণ করিয়া বীরপুরুষগণকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। বীরগণ মূঢ় হইয়া ঘোরতর নিনাদপূর্ব্বক মহাবীর বৃকোদরের প্রতি ধাবমান হইলেন। অরাতিনিপাতন মহাবীর ভীমসেন রথিগণের রথেষা ও যুগ-সমুদয় ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সংহার করিয়া ভ্রান্ত[২], উদ্‌ভ্রান্ত[৩], আবিদ্ধ[৪], আপ্লুত[৫], প্রসৃত[৬], প্লুত[৭], সম্পাত[৮] ও সমুদীর্ণ[৯] প্রভৃতি বিবিধ গতিপ্রদর্শন করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

করিগণ ভীমসেনের ভীষণ খড়্গাঘাতে মর্ম্মভেদ হওয়াতে ঘোরতর চীৎকার করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। কোন কোন হস্তী দন্ত, শুণ্ড ও কুম্ভ ছিন্ন হওয়াতে ভীষণ ধ্বনি করিয়া ভূতলে নিপতিত হইয়া স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকেও বিনষ্ট করিল। অসংখ্য তোমর মহাপাত্র[১০] মস্তক, চিত্রকম্বল, কনক-ভূষিত বন্ধনরজ্জু, গ্রীবাবন্ধনরজ্জু, শক্তি, পতাকা, তূণীর, যন্ত্র[১১], ধনু, অগ্নিদণ্ড[১২], তোত্র[১৩], অঙ্কুশ, ঘণ্টা ও সুবর্ণমণ্ডিত অসি ছিন্ন ও নিপতিত হইতে দেখিলাম। হস্তি-সমুদয় ছিন্নকলেবর ও ছিন্নশুণ্ড হইয়া পতিত হওয়াতে রণক্ষেত্র যেন পর্ব্বতাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

মহাবীর বৃকোদর মহানাগসকল সংহার করিয়া অশ্ব ও অশ্বারোহীদিগকে নিহত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে কৌরব-সৈন্যগণের সহিত ভীমসেনের ঘোরতর সংগ্রাম হইল। বল্‌গা, যোক্ত্র, বন্ধনরজ্জু, চিত্রকম্বল, প্রাস, ঋষ্টি, কবচ, চর্ম্ম ও বিচিত্র আভরণ-সমুদয় ইতস্ততঃ নিপতিত হওয়াতে রণস্থল যেন কুমুদাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক রথিগণকে আক্রমণ করিয়া খড়্গাঘাতে তাহাদিগকে ধ্বজের সহিত পাতিত করিতে লাগিলেন, বিচিত্র গতি প্রদর্শনপূর্ব্বক মহাবেগে ইতস্ততঃ ধাবমান ও উৎপতিত হইয়া তত্রত্য ব্যক্তিগণকে বিস্মিত করিলেন। কাহাকে পদাঘাতে নিহত, কাহাকে আকর্ষণপূর্ব্বক প্রোথিত, কাহাকে খড়্গাঘাতে ছেদিত, কাহাকে সিংহনাদে ভীষিত[১], কাহাকে বা উরুবেগে[২] পাতিত করিতে লাগিলেন। অনেকে সেই মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমমূর্ত্তি ভীমসেনকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিয়া ভীষ্মের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল।

কলিঙ্গরাজ-সত্য-সত্যদেব-কেতুমানাদি নিধন

অনন্তর সেই মহতী কলিঙ্গসেনা পুনরায় ভীম-সেনের প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। মহাবীর বৃকোদর কলিঙ্গসৈন্যের সম্মুখে কলিঙ্গাধিপতি শ্রুতায়ুকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কলিঙ্গ ভীমসেনকে ধাবমান দেখিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ুর শরাঘাতে অঙ্কুশাহত মহাগজের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ক্রমে তাঁহার ক্রোধাগ্নি আহুত হুতাশনের ন্যায় দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় রথিশ্রেষ্ঠ অশোক ভীমসেনের সমীপে হেমবিভূষিত রথ আনয়ন করিলেন। অরাতিনিসূদন মহাবীর ভীমসেন সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক 'থাক্ থাক্' বলিতে বলিতে কলিঙ্গের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ু ক্রোধভরে পাণিলাঘব প্রদর্শন-পূর্ব্বক ভীমের প্রতি অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বীরবরাগ্রগণ্য বৃকোদর কলিঙ্গের কার্ম্মুক-নিঃসৃত শরের আঘাতে দণ্ডাহত সর্পের ন্যায় যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক লৌহময় সাত বাণে কলিঙ্গাধিপতিকে, দুই শরে তাঁহার দুই চক্ররক্ষক সত্যদেব ও সত্যকে ও নিশিত নারাচ-সমূহে কেতুমানকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন।

তখন কলিঙ্গদেশীয় ক্ষত্রিয়-সমুদয় বহু সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে ভীমসেনের সহিত সংগ্রামে

১। চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত চক্রাকার অগ্নির। ২। মণ্ডলাকৃতি। ৩। ঊর্দ্ধে উৎপতন সহকৃত ভ্রান্ত। ৪। মণ্ডলাকারে দ্রুতধাবন। ৫। সর্ব্বদিকে কেবল উল্লম্ফন। ৬। সকল দিকে প্রসারণ। ৭। একটিমাত্র দিকে উল্লম্ফন। ৮। বেগযুক্ত। ৯। সকল সৈন্যের বিরুদ্ধে এককালীন যুদ্ধোদ্যম। ১০। মাহুত। ১১। পাশ—রজ্জু-শিকল প্রভৃতি। ১২। বৃহৎ ও স্থূল মশাল। ১৩। হস্তীর কর্ণ-প্রদেশে ব্যথাজনক অঙ্কুশাকার অস্ত্র।

১। ভয়বিহ্বল। ২। অত্যন্ত বেগে।

প্রবৃত্ত হইয়া অসংখ্য শক্তি, গদা, খড়্গ, তোমর, ঋষ্টি ও পরশু প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন মুহূর্ত্তমধ্যে সেই অস্ত্র-বৃষ্টি নিরাকৃত করিয়া গদাহস্তে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমে সপ্ত শত, তৎপরে দ্বিসহস্র কলিঙ্গসৈন্যকে কালকবলে নিক্ষিপ্ত করি-লেন। তদ্দর্শনে তত্রত্য সমুদয় লোক বিস্ময়ান্বিত হইল। মহাবীর বৃকোদর এইরূপে পুনঃ পুনঃ কলিঙ্গসৈন্য বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। অসংখ্য গজারোহী সৈন্য ভীমের হস্তে নিহত হইল। আরোহিবিহীন বাণাহত মাতঙ্গগণ সৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বাতাহত ঘনঘটার ন্যায় গর্জ্জন করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকেই বিনষ্ট করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর ভীম-সেন খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। গ্রাহ যেমন বৃহৎ সরোবর আলো-ড়িত করিয়া কম্পিত করে, তদ্রূপ কলিঙ্গসৈন্য-সমুদয় ও বাহনগণ ভীমের ভীষণ শঙ্খনাদে কম্পান্বিত ও মোহাবিষ্ট হইতে লাগিল। অনন্তর মত্তবারণবিক্রম মহাবাহু বৃকোদরকে বিবিধ গতি প্রদর্শনপূর্ব্বক বিচরণ ও লম্ফপ্রদান করিতে দেখিয়া সমুদয় কলিঙ্গ-সৈন্য পুনরায় বিমুগ্ধ হইয়া উঠিল।

এইরূপে ভীমকর্ম্মা ভীমসেনের প্রভাবে সমু-দয় কলিঙ্গদেশীয় বীরগণ ভীত ও ইতস্ততঃ বিদ্রুত হইলে পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় সৈন্যগণকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। শিখণ্ডীপ্রমুখ যোদ্ধৃগণ সেনাপতির বাক্যানুসারে অসংখ্য রথিগণ-সমভিব্যাহারে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মেঘবর্ণ বিপুল করিসৈন্য-সমভিব্যাহারে তাঁহাদের পশ্চাৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপ সমুদয় সৈন্য সংগ্রামে প্রেরিত হইলে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনের পার্ষ্ণি গ্রহণ করিলেন। ভীম ও সাত্যকি ভিন্ন ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় আর কেহই নাই। মহা-বল পাঞ্চালতনয় অরাতিনিপাতন মহাবল বৃকোদরকে কলিঙ্গসৈন্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন ধৃষ্টদ্যুম্নের পারাবতবর্ণ অশ্বযুক্ত রথের রক্তকাঞ্চনধ্বজ অবলোকন করিয়া আশ্বাস-যুক্ত হইলেন। কলিঙ্গসৈন্যগণ ভীমের প্রতি ধাবমান হইয়াছে দেখিয়া মহাবীর দ্রুপদতনয় তাঁহার পরিত্রাণের নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। মহাবীর সাত্যকি দূর হইতে ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে কলিঙ্গসৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিতে দেখিয়া সত্বর তথায় গমনপূর্ব্বক তাঁহাদের দুই জনের পার্ষ্ণি গ্রহণ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অসংখ্য কলিঙ্গসৈন্য সংহার করিয়া রুধিরময়ী নদী প্রবাহিত করিলে, কলিঙ্গদেশীয় ও পাণ্ডবসৈন্যগণ সেই নদীতে সন্তরণ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ ভীমসেনকে অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিল, 'ঐ সাক্ষাৎ কাল ভীমরূপে কলিঙ্গ-সৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন।'

ভীমসহ ভীষ্মের যুদ্ধ

ঐ সময় মহাবীর শান্তনুতনয় সংগ্রামস্থলে সৈন্যগণের সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া সৈন্য-সমুদয় ব্যূহিত করিয়া ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীষ্মের রথসমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পরি-বেষ্টনপূর্ব্বক প্রত্যেকে তাঁহার উপর তিন তিন বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম যত্নশীল বীরত্রয়কে তিন তিন বাণ দ্বারা বিদ্ধ ও সহস্র শর দ্বারা মহারথ-গণকে নিবারিত করিয়া তীক্ষ্ণ বাণে ভীমের অশ্ব-সমুদয় বিনষ্ট করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীম-সেন সেই অশ্ব-বিহীন রথে অবস্থানপূর্ব্বক মহা-বেগে ভীষ্মের রথাভিমুখে শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহু শান্তনুতনয় সেই শক্তি দ্বিধা ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিলেন। তখন ভীমসেন অয়ো-ময়[1] মহাগদা গ্রহণপূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইলে পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে স্বীয় রথে আরো-পিত করিয়া সর্ব্বসৈন্যগণসমক্ষে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি ভীমের প্রিয়ানুষ্ঠানবাসনায় তীক্ষ্ণ সায়কে কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মের সারথিকে বিনষ্ট করিলেন। ভীষ্মের সারথি নিহত হইবামাত্র অশ্বগণ বায়ুবেগে তাঁহাকে সংগ্রামস্থল হইতে অপ-নীত করিল।

মহারথ ভীষ্ম রণস্থল হইতে অপসৃত হইলে মহাবীর ভীমসেন কক্ষদাহক[2] বহ্নির ন্যায়

১। লৌহময়। ২। তৃণদাহী।

প্রজ্বলিত হইয়া সমুদয় কলিঙ্গসৈন্য সংহারপূর্ব্বক সেনামধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আপনার সৈন্যগণের মধ্যে কেহই তাঁহার প্রতাপ সহ্য করিতে পারিল না। তখন সেই মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুতনয় পাঞ্চাল ও মৎস্যগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সাত্যকির সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। যদুশ্রেষ্ঠ সত্যবিক্রম সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের সমক্ষে ভীমসেনকে হৃষ্ট করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে বৃকোদর! তুমি আমাদের সৌভাগ্যক্রমে কলিঙ্গরাজ, তাহার পুত্র কেতুমান, শক্রদেব এবং কলিঙ্গসৈন্য-সমুদয়কে সংহার ও স্বীয় ভুজবলে কলিঙ্গদিগের নাগাশ্বরথসঙ্কুল মহাপুরুষভূয়িষ্ঠ ও বীরগণে অভিব্যাপ্ত মহাব্যূহ মর্দ্দন করিয়াছ।' মহাবীর সাত্যকি ভীমকে এই কথা বলিয়া দ্রুতবেগে আপনার রথ হইতে তাঁহার রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে পুনরায় আপনার রথে আরোহণপূর্ব্বক ভীমের সৈন্য লইয়া ক্রোধভরে কৌরবসৈন্যকে সংহার করিতে লাগিলেন।"

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

দুর্য্যোধনতনয় লক্ষ্মণসহ অভিমন্যুর যুদ্ধ

সঞ্জয় বলিলেন, "হে মহারাজ! ঐ দিবসের পূর্ব্বাহ্ন বিগত হইতে হইতেই অসংখ্য রথ, নাগ, অশ্ব, পদাতি ও আরোহিগণ বিনষ্ট হইল। পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামা, শল্য ও কৃপ এই তিন মহারথের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সুশাণিত সায়কে দ্রোণপুত্রের লোকবিশ্রুত অশ্বসমুদয় বিনষ্ট করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা অশ্বগণ নিহত হইবামাত্র সত্বর শল্যের রথে আরোহণপূর্ব্বক পাঞ্চালতনয়ের প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু ধৃষ্টদ্যুম্নকে অশ্বত্থামার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া নিশিত সায়কসমুদয় নিক্ষেপ করিতে করিতে সত্বর তথায় আগমনপূর্ব্বক শল্যের উপর পঞ্চবিংশতি, কৃপের উপর নয় ও অশ্বত্থামার উপর আট বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন অশ্বত্থামা এক, শল্য দ্বাদশ ও কৃপ তিন বাণ দ্বারা এককালে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে দুর্য্যোধনতনয় লক্ষ্মণ অভিমন্যুকে সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধভরে সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইলে তাঁহাদিগের উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। লক্ষ্মণ ক্রোধভরে নিশিত শরনিকর দ্বারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে তত্রস্থ সমুদয় লোক চমৎকৃত হইল। মহাবীর অভিমন্যু লক্ষ্মণের শরাঘাতে নিতান্ত ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে পঞ্চশত বাণে সত্বর বিদ্ধ করিলেন। তখন লক্ষ্মণ নিশিত সায়কে অভিমন্যুর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সমুদয় লোক চীৎকার করিতে লাগিল। মহাবীর সুভদ্রানন্দন সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য এক বিচিত্র ধনুর্গ্রহণ করিলেন। পরে সেই মহাবীরদ্বয় প্রহার ও প্রতিপ্রহারে অভিলাষী হইয়া পরস্পরের উপর তীক্ষ্ণ শরসমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ দুর্য্যোধন স্বীয় পুত্রকে অভিমন্যুশরে পীড়িত দেখিয়া তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। দুর্য্যোধন তথায় সমুপস্থিত হইলে যোদ্ধৃগণ রথ লইয়া অভিমন্যুকে সমন্তাৎ[১] পরিবেষ্টন করিল। কৃষ্ণতুল্য-পরাক্রমশালী মহাবীর অভিমন্যু সংগ্রামস্থলে সেই সমুদয় শূরগণে পরিবৃত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না।

অর্জ্জুনের অভিমন্যুসাহায্য—ঘোর যুদ্ধ

এ দিকে মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় পুত্রকে বহুসংখ্যক যোদ্ধৃগণে পরিবৃত দেখিয়া তাঁহাকে পরিত্রাণ করিবার মানসে তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি বীরগণ রথ, অশ্ব ও হস্তী লইয়া অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। পদাতি, অশ্ব ও রথ-সমুদয়ের গমনে ধূলিপটল সমুত্থিত হইয়া সূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করিল; সমুদয় নাগ ও নরপতিগণ অর্জ্জুনের শরসন্ধানের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল; তত্রস্থ সমুদয় লোকই চীৎকার করিয়া উঠিল; চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় হইল এবং কৌরবগণের ঘোরতর বিপদ্ উপস্থিত হইল। মহাবীর কিরীটীর[২] শরসমূহে রণস্থল সমাচ্ছন্ন হওয়াতে কি অন্তরীক্ষ, কি দিক্, কি ভূমি, কি ভাস্কর, কিছুই দৃষ্ট হইল না। অতঃপর রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক

১। সর্ব্বদিকে। ২। অর্জ্জুনের।

আরোহী, ধ্বজবাহী নাগ, অশ্ববিহীন, আয়ুধহস্ত রথী ও রথরক্ষকগণ অর্জ্জুনের ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয়ের শরে একান্ত আহত হইয়া কেহ কেহ রথ হইতে, কেহ কেহ গজ হইতে, কেহ কেহ বা অশ্ব হইতে নিপতিত হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় গদা, খড়্গ, প্রাস, তূণীর, শর, শরাসন, অঙ্কুশ ও পতাকাযুক্ত অসংখ্য বাহু ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিলেন। রাশি রাশি পরিঘ, মুদ্গর প্রাস, ভিন্দিপাল, খড়্গ, পরশু, তোমর, সুবর্ণময় বর্ম্ম, ধ্বজ, চর্ম্ম, ব্যজন, হেমদণ্ড ছত্র, প্রতোদ, কশা ও যোক্ত্র অর্জ্জুনশরে ছিন্ন হইয়া রণস্থলে বিকীর্ণ রহিল। হে মহারাজ! তৎকালে মহাবীর ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইয়া সংগ্রাম করিতে পারে, আপনার পক্ষীয় এমন কোন যোদ্ধাই দৃষ্টিগোচর হইল না। ফলতঃ ঐ সময়ে যে যে ব্যক্তি অর্জ্জুনের অভিমুখীন হইল, মহাবীর ধনঞ্জয় সুতীক্ষ্ণ সায়কে তাহাদের সকলকে পরলোকে প্রেরণ করিলেন। হে রাজন্! সেই দারুণ সময়ে আপনার পক্ষীয় যোদ্ধগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব হৃষ্টচিত্তে শঙ্খ-ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে কুরুবংশাবতংস মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্ম স্বীয় সৈন্যগণকে ভগ্ন দেখিয়া বিস্মিতের ন্যায় দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, 'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ঐ দেখ, মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরব-সৈন্যমধ্যে আপনার উপযুক্ত কার্য্য করিতেছে। উহার রূপ কালান্তক যমের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে; অদ্য কখনই উহাকে পরাজয় করা যাইবে না; এই বিপুল সৈন্যগণকেও নিবারণ করা দুঃসাধ্য! আমাদের সৈন্যগণ নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়াছে। আরও দেখ, ভগবান্ ভাস্কর সর্ব্বলোকের চক্ষুষ্মত্তা[1] অপহরণ করিয়াই যেন অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইতেছেন। অতএব এক্ষণে আমার মতে সৈন্যগণকে অবহার করিতে অনুমতি করাই কর্ত্তব্য; যোদ্ধৃগণ শ্রান্ত ও ভীত হইয়াছে, কদাপি যুদ্ধ করিবে না।' কুরুকুল-প্রদীপ ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্যকে এই বলিয়া সৈন্যগণকে অবহার করিতে আদেশ করিলেন। তখন উভয়-পক্ষীয় সৈন্যগণই অবহার করিতে লাগিল। এ দিকে ভগবান্ কমলিনীনায়ক অস্তাচলে গমন করিলেন। সন্ধ্যা সমুপস্থিত হইল।"

১। দৃষ্টিশক্তি।

ষট্ পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

তৃতীয়-দিবসীয় যুদ্ধ—ব্যূহ-প্রতিব্যূহ রচনা

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! সেই রজনী প্রভাত হইবামাত্র আপনার পুত্রগণের জয়াকাঙ্ক্ষী কুরুকুল-পিতামহ ভীষ্ম সেনাগণকে সমরগমনে আদেশ করিয়া গারুড়ব্যূহ[1] রচনা করিলেন। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম স্বয়ং ঐ গারুড়-ব্যূহের মুখে; মহাবীর দ্রোণ ও কৃতবর্ম্মা উহার চক্ষুর্দ্বয়ে; অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য ত্রিগর্ত্ত, মৎস্য, কৈকেয় ও বাটধানগণ-সমভিব্যাহারে উহার মস্তকে; মহাবল ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, ভগদত্ত, জয়দ্রথ এবং মদ্রক, সিন্ধু, সৌবীর ও পঞ্চনদগণ উহার গ্রীবাতে; মহারাজ দুর্য্যোধন সোদর ও অনুচরগণ-সমভিব্যাহারে উহার পৃষ্ঠে; অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং কাম্বোজ, শক ও শূরসেনগণ উহার পুচ্ছে; মাগধ ও কলিঙ্গগণ দাসেরকগণ-সমভিব্যাহারে উহার দক্ষিণপক্ষে এবং কারূষ, বিকুঞ্জ, মুণ্ড ও কৌন্তিবৃষগণ বৃহদ্বল সমভি-ব্যাহারে উহার বামপার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এ দিকে অরাতিনিপাতন সব্যসাচী ধনঞ্জয় কৌরব-সৈন্যগণকে ব্যূহিত দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন-সমভি-ব্যাহারে স্বকীয় সৈন্যগণকে অর্দ্ধচন্দ্র-ব্যূহে প্রতি-ব্যূহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্যূহের দক্ষিণ শৃঙ্গে মহাবীর বৃকোদর নানা শস্ত্রসম্পন্ন নানাদেশীয়গণে পরিবৃত হইয়া রহিলেন। ভীমের পশ্চাৎ বিরাট ও দ্রুপদ, তৎপশ্চাৎ নীলায়ুধ-সমবেত নীল এবং তৎপশ্চাৎ চেদি, কাশী, করূষ ও পৌরবগণ-সমভিব্যাহারে মহারথ ধৃষ্টকেতু অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, পাঞ্চালগণ ও প্রভদ্রকগণ প্রভৃত সৈন্য লইয়া ঐ ব্যূহের মধ্যভাগে অবস্থান করিলেন। মহারাজ ধর্ম্মরাজও করিসৈন্য লইয়া সেই স্থানে রহিলেন; তাঁহার পশ্চাৎ সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, তৎপরে ইরাবান্, তৎপরে ভীমসেনের পুত্র ও মহারথ কৈকেয়গণ এবং তৎপরে সেই ব্যূহের বামপার্শ্বে সর্ব্বজগতের রক্ষক জনার্দ্দন কর্ত্তৃক রক্ষিত মানবশ্রেষ্ঠ মহাবীর অর্জ্জুন অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ মহাশয়ের পুত্র ও তৎপক্ষ বীরগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত

১। এই ব্যূহে সারি দিয়া সাজান সৈন্যের অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগ সূক্ষ্ম এবং মধ্যভাগ অতিশয় স্থূল হইবে।

এইরূপে প্রতিব্যূহ রচনা করিলেন। পরে কৌরব ও পাণ্ডবগণের পক্ষীয় সৈন্যগণ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া পরস্পর সংহার করিতে লাগিল। উভয়-পক্ষীয় হস্তী ও রথিসমুদয় পরস্পরের প্রহারে নিহত হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। হে রাজন্! রথ-সমুদয়ের ঘর্ঘরধ্বনি ও পরস্পর সংহারকারী বীরগণের সিংহনাদ দুন্দুভি-শব্দে বিমিশ্রিত হওয়াতে রণস্থলে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইয়া আকাশমার্গ পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ করিল।"

—

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

উভয়পক্ষের বহু সৈন্যবিনাশ

সঞ্জয় বলিলেন, "হে রাজন্! এইরূপে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ ব্যূহিত হইলে কালান্তকযমোপম অতিরথ ধনঞ্জয় শরনিকরে কৌরবপক্ষীয় রথরক্ষকগণকে সংহার করিয়া রথীদিগকে নিধন করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ তদ্দর্শনে উৎকৃষ্ট যশোলাভাভি-লাষে প্রাণপণে পাণ্ডবপক্ষীয়গণের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা একাগ্রচিত্ত হইয়া অনেক-বার পাণ্ডবসৈন্যগণের শ্রেণী ভঙ্গ করিলেন; পাণ্ডব-গণও বারংবার কৌরব-সৈন্যগণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন। তৎকালে কৌরব ও পাণ্ডবগণের সৈন্য-সমুদয় ইতস্ততঃ ধাবমান, ভগ্ন ও পরিবর্ত্তমান[1] হওয়াতে পরস্পরের ইতর বিশেষ বোধগম্য হইল না। রণসমুত্থিত ধূলিপটলে দিনকর ও সমুদয় দিগ্‌বিদিক্ সমাচ্ছন্ন হইল; কেবল অনুমান ও নামগোত্রোল্লেখ দ্বারাই সংগ্রাম হইতে লাগিল। কৌরবগণের মহাব্যূহ দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক রক্ষিত ও পাণ্ডবগণের মহাব্যূহ ভীম ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়াতে কেহই ঐ উভয় ব্যূহের অভ্যন্তর ভেদ করিতে পারিলেন না। সৈন্যগণ সেনামুখ হইতে বহির্গত হইয়া সংগ্রাম করিতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় রথ ও হস্তী সমুদয় পরস্পর মিলিত হইল। হয়ারোহিগণ নিশিত ঋষ্টি, প্রাস, নারাচ, শর ও তোমর দ্বারা বিপক্ষপক্ষীয় গজারোহীদিগকে, রথীরা কনকভূষণ বাণ দ্বারা রথীদিগকে, পদাতিগণ ভিন্দিপাল ও পরশু দ্বারা পদাতিগণকে এবং রথী গজের সহিত গজারোহীকে, গজারোহী ও অশ্বারোহী রথীকে, রথী রথীকে, পদাতি রথীকে, রথী পদাতিকে, গজা-রোহী অশ্বারোহীকে, অশ্বারোহী গজারোহীকে, গজারোহীরা পদাতিদিগকে, পদাতিগণ গজারোহী-গণকে প্রাস, তোমর শর প্রভৃতি বিবিধ শাণিত অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা নিপাতিত করিতে লাগিল। রাশি রাশি ধ্বজ, কার্ম্মুক, তোমর, চিত্রকম্বল, মহার্ঘ কম্বল, প্রাস, গদা, পরিঘ, কম্পন, শক্তি, কবচ, কণপ[1], অঙ্কুশ, নির্ম্মল খড়্গ ও সুবর্ণপুঙ্খ বাণ-সমুদয় ইতস্ততঃ নিপতিত হওয়াতে রণক্ষেত্র যেন মাল্যদামভূষিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। নর, অশ্ব ও হস্তিগণের কলেবর, মাংস ও রুধিরধারায় সমরভূমি অগম্য ও কর্দ্দমিত হইয়া উঠিল। যুদ্ধক্ষেত্র নরশোণিতে সমুক্ষিত[2] হওয়াতে রজোরাশি প্রশমিত ও চতুর্দ্দিক্ নির্ম্মল হইল। জগদ্বিনাশের চিহ্নস্বরূপ অসংখ্য কবন্ধ চতুর্দ্দিকে সমুত্থিত হইতে লাগিল এবং রথিগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

তখন ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ, পুরুমিত্র, বিকর্ণ ও শকুনি প্রভৃতি সিংহতুল্য পরাক্রমশালী, সমর-দুর্দ্ধর্ষ মহাবীরগণ সমরে পাণ্ডবগণের সৈন্যগণকে ভগ্ন করিতে লাগিলেন। দেবগণ যেমন দানবগণকে বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভীমসেন, ঘটোৎ-কচ, সাত্যকি, চেকিতান ও দ্রৌপদীতনয়গণ অন্যান্য ভূপতিগণে সমবেত হইয়া আপনার তনয়গণকেও তাড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই সমুদয় নৃপতিগণ পরস্পরের আঘাতে রক্তোক্ষিত[3] হইয়া কুসুমিত কিংশুক-তরুর ন্যায় বিরাজিত হইতে লাগিলেন। শক্রবিজয়ী উভয়পক্ষীয় বৃহৎ বৃহৎ হস্তিসকল নভোমণ্ডলস্থিত গৃহসমুদয়ের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। হে মহারাজ! ঐ সময় দুর্য্যোধন সহস্র রথ লইয়া পাণ্ডবগণ ও রাক্ষস ঘটোৎকচের সহিত সংগ্রাম করিতে আগমন করিলেন। পাণ্ডবগণও মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে অরাতিনিপাতন ভীষ্ম ও দ্রোণের সম্মুখীন হইলেন; মহাবীর অর্জ্জুন ক্রোধান্বিতচিত্তে পার্থিব-সমুদয়কে এবং অভিমন্যু ও সাত্যকি সুবলনন্দন শকুনির সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। হে রাজন্! পরে আপনার ও পাণ্ডবগণের পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর জিগীষু হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল।"

১। ঘূর্ণ্যমান।

১। শূলয়। ২। সিক্ত। ৩। রক্তাক্ত।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

ভীম-তাড়িত দুর্য্যোধনের পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! তখন সেই ভূপতি-সমুদয় মহাবলপরাক্রান্ত ধনঞ্জয়কে সংগ্রাম-ক্ষেত্রে দেখিয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে বহু সহস্র রথ লইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক তাঁহার রথের উপর অসংখ্য শর, নিশিত শক্তি, গদা, পরিঘ, প্রাস, পরশু, মুদ্গর ও মুষল সমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন কনকভূষণ শরনিকর দ্বারা মুহূর্ত্তমধ্যে ভূপতিগণের সেই শরবৃষ্টি নিরাকৃত করিলেন। সমর-দর্শনার্থ সমাগত দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ, রাক্ষসগণ অর্জ্জুনের অসাধারণ হস্তলাঘবদর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। এ দিকে গান্ধার ও সৌবলগণ মহতী সেনার সহিত সাত্যকি ও অভিমন্যুকে অবরোধ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত সৌবলগণ ক্রোধভরে নানাবিধ অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক সাত্যকির রথ তিল তিল করিয়া ছেদন করিলে মহাবীর সাত্যকি সত্বর অভিমন্যুর রথে আরোহণ করিলেন। এইরূপে সেই বীরপুরুষদ্বয় এক রথে অবস্থানপূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা সুবলনন্দনের সৈন্য-সমুদয় ছেদন করিতে লাগিলেন। এ দিকে ভীষ্ম ও দ্রোণ কঙ্কপত্রবিভূষিত সুতীক্ষ্ণ সায়ক সমুদয় দ্বারা পরম যত্ন সহকারে ধর্ম্মরাজের সেনাগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে, মহারাজ ধর্ম্মরাজ ও মাদ্রীনন্দনদ্বয় দ্রোণাচার্য্যের সৈন্য-গণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন দেবাসুরযুদ্ধের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। মহাবীর ভীম ও ঘটোৎকচ মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন তাঁহাদের উভয়ের অভিমুখীন হইলে মহাবল-পরাক্রান্ত হিড়িম্বা-তনয় ঘটোৎকচ ভীমসেন অপেক্ষা অধিকতর সংগ্রাম করিয়া অদ্ভুত বলবিক্রম প্রদর্শন করিলেন। মহাবীর ভীমসেন ক্রোধভরে হাসিতে হাসিতে দুর্য্যোধনের হৃদয়ে নিশিত সায়ক বিদ্ধ করিলে, মহারাজ দুর্য্যোধন সেই শরাঘাতে একান্ত নিপীড়িত হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন ও রথে নিপতিত হইলেন। সারথি তাঁহাকে সংজ্ঞাশূন্য দেখিয়া সত্বর রথ লইয়া পলায়ন করিল।

এইরূপে মহারাজ দুর্য্যোধন মূর্চ্ছাপন্ন ও সংগ্রাম হইতে অপনীত হইলে কৌরব-সৈন্যগণ ভয় হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ভীমসেন তাহাদের উপর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ভীষ্ম ও দ্রোণের সমক্ষেই সুতীক্ষ্ণ সায়কসমুদয় দ্বারা তাঁহাদের সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল; ভীষ্ম ও দ্রোণ তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না, উঁহারা বারংবার তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন, কিন্তু তাহারা নিতান্ত ভীত হইয়াছিল, তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাদের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল। এইরূপে সহস্র সহস্র রথী পলায়নপরায়ণ হইলে একরথস্থ মহাপ্রভাব সাত্যকি ও অভিমন্যু সুবলনন্দনের সেনা-সমুদয় সংহার করিতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ মহাবল-পরাক্রান্ত বীরপুরুষদ্বয়ের অমাবস্যাগত সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইল।

ঐ সময়ে মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধভরে নীরদের[১] বারিবর্ষণের ন্যায় কৌরব-সৈন্যগণের উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ অর্জ্জুনের শরে একান্ত ব্যথিত হইয়া মহাবেগে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। দুর্য্যোধনহিতৈষী মহাবল ভীষ্ম ও দ্রোণ কৌরবসৈন্যগণকে পলায়নপরায়ণ অবলোকন করিয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাযুদ্ধে দুর্য্যোধনও লব্ধসংজ্ঞ হইয়া সেই সমন্তাৎ পলায়মান সৈন্যগণকে নিবৃত্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে যে যে মহারথ দুর্য্যোধনকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহারা সকলেই নিবৃত্ত হইলেন। অন্যান্য লোক-সমুদয় তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত হইতে দেখিয়া কেহ কেহ পরস্পর স্পর্দ্ধা, কেহ কেহ বা লজ্জা বশতঃ পলায়নে পরাঙ্মুখ হইয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কৌরবসৈন্যগণ পুনরাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলে তাহাদের বেগ চন্দ্রোদয়কালীন পরিপূর্য্যমাণ[২] সাগরবেগের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল।

পরাজিত দুর্য্যোধনের ভীষ্মের প্রতি কটূক্তি

মহারাজ দুর্য্যোধন সেই সমুদয় সৈন্যগণকে প্রতিনিবৃত্ত নিরীক্ষণ করিয়া সত্বর শান্তনুতনয়ের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'হে পিতামহ! আমি

১। মেঘের। ২। সহসা পরিপূর্ণ।

যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি, সপুত্র সবান্ধব মহাস্ত্রবিৎ দ্রোণ এবং মহাধনুর্দ্ধর কৃপ জীবিত থাকিতে যে কৌরব-সৈন্যগণ পলায়ন করিতেছে, ইহা নিতান্ত বিসদৃশ বোধ হইতেছে ; পাণ্ডবগণকে সামান্য প্রতিপক্ষ বলিয়া উপেক্ষা করা উচিত নয়। হে পিতামহ! আপনি, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃপ এই কৌরব-সৈন্যগণকে নিহন্যমান দেখিয়াও যখন উপেক্ষা করিতেছেন, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পাণ্ডবগণকে অনুগ্রহ করাই আপনার উদ্দেশ্য। যদি আপনার এইরূপ অভিপ্রায় ছিল, তাহা হইলে আপনি কি নিমিত্ত আমাকে পূর্ব্বে বলেন নাই? তাহা হইলে আমি কদাপি পাণ্ডবগণ, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতাম না। আমি কেবল আপনার ও দ্রোণাচার্য্যের বাক্যানুসারে কর্ণসমভিব্যাহারে কার্য্যচিন্তা করিয়া সমরে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে যদি আমি সংগ্রামে আপনার ও দ্রোণাচার্য্যের পরিত্যাজ্য না হই, তাহা হইলে আপনারা স্ব স্ব বিক্রমানুরূপ যুদ্ধ করুন।'

মহাবীর ভীষ্ম দুর্য্যোধনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বারংবার হাস্য করিয়া ক্রোধভরে নয়নদ্বয় বিঘূর্ণনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, 'হে রাজন্!, পাণ্ডবগণ ইন্দ্রাদি সুর-সমুদয়েরও অজেয় ; এই হিতকর বাক্য আমি পূর্ব্বে তোমাকে বারংবার কহিয়াছি। যাহা হউক, আমি বৃদ্ধ; এক্ষণে আপনার সাধ্যানুসারে সমরকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছি ; তুমি সবান্ধবে অবলোকন কর। আমি অদ্য সসৈন্য সবান্ধব পাণ্ডবগণকে সর্ব্বলোকসমক্ষে নিবারণ করিব।' হে মহারাজ! মহাবীর ভীষ্ম এই কথা কহিলে আপনার পুত্র শঙ্খধ্বনি ও ভেরীবাদন করিতে আদেশ করিলেন। পাণ্ডবগণও সেই সুমহৎ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শঙ্খ, ভেরী ও মুরজ বাদন করিতে লাগিলেন।"

—

একোনষষ্টিতম অধ্যায়

পাণ্ডব-জয়ার্থ ভীষ্মের অভিযান

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাত্মা শান্তনুতনয় আমার পুত্রের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত ও পাঞ্চালগণই বা তাঁহার সহিত কিরূপ সংগ্রাম করিয়াছিল, তৎসমুদয় কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! ঐ দিবসের পূর্ব্বাহ্ণ গতপ্রায় ও দিনকর পশ্চিমদিকে কিঞ্চিৎ অবনত হইলে মহাত্মা পাণ্ডবগণ জয় লাভ করিলেন। তখন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ মহাবীর দেবব্রত মহাবেগশালী অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে পাণ্ডব-সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবগণের ঘোরতর লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ধনুঃকূজিত[১] ও তলাভিঘাত দ্বারা গিরিবিদারণ শব্দের ন্যায় তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। চতুর্দ্দিকে কেবল 'থাক, আমি রহিয়াছি, ইহাকে জান, নিবৃত্ত হও, স্থির হও, প্রহার কর', এই শব্দই শ্রুত হইতে লাগিল। কাঞ্চনময় বর্ম্ম, কিরীট ও ধ্বজে শরনিকর নিপতিত হওয়াতে শৈলনিপতিত শিলার ন্যায় শব্দ সমুত্থিত হইল। দিব্যাভরণভূষিত সহস্র সহস্র মস্তক ও বাহু ভূতলে নিপতিত ও বিলুণ্ঠিত হইল ; কোন যোদ্ধা মস্তক ছিন্ন হইলেও পূর্ব্বের ন্যায় ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া রহিল ; নর, অশ্ব ও গজের শোণিতে মহাবেগশালিনী তরঙ্গিণী প্রবাহিত হইতে লাগিল ; মাতঙ্গকলেবর উহার শিলা, মাংস ও মেদ কর্দ্দমস্বরূপ হইল। সেই শোণিতস্রোতস্বতী[২] সন্দর্শনে গৃধ্র ও গোমায়ুগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না।

হে মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডবগণের যেমন সংগ্রাম দেখিলাম, এরূপ সংগ্রাম পূর্ব্বে কখন দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই। নর ও গিরিশৃঙ্গসদৃশ নীলগজ-সমুদয়ের কলেবরে রণস্থল আবৃত হওয়াতে তথায় রথচালনের পথ রহিল না। বিচিত্র কবচ ও শিরস্ত্রাণ সকল বিকীর্ণ হওয়াতে সংগ্রামস্থল শরৎকালীন আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইল। কোন কোন যোদ্ধা শ্রেণী[৩] হইতে বহির্গত ও দর্পসহকারে অদীনভাবে শত্রুগণের প্রতি ধাবমান হইয়া তাহাদের মর্ম্মপীড়ন করিতে লাগিল। রণে নিপতিত ব্যক্তিগণ 'হা ভ্রাতঃ! হা বন্ধো! হা বয়স্য! হা মাতুল! আমাকে পরিত্যাগ করিও না', বলিয়া উচ্চস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। 'আগমন কর, কেন ভীত হইয়াছ? কোথায় যাইতেছ? আমি যুদ্ধে রহিয়াছি,

১। ধনুকের টঙ্কার। ২। রক্তের নদী। ৩। নিজ দল।

ভয় নাই', বলিয়া অন্যান্য যোদ্ধারা চীৎকার করিতে লাগিল।

ভীষ্ম কর্ত্তৃক বহু পাণ্ডবসৈন্য বধ

হে মহারাজ। সেই ভীষণ সংগ্রামস্থলে মহাবীর শান্তনুতনয় শরাসন মণ্ডলীকৃত করিয়া আশীবিষসদৃশ দীপ্তাগ্র[1] শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, শর দ্বারা দশদিক্ একাকার করিয়া পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণের নামোল্লেখপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন এবং পাণিলাঘব[2] প্রদর্শন করিয়া রথমার্গে ইতস্ততঃ অলাতচক্রের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ ঐ মহাবীরের অসাধারণ লাঘববশতঃ সংগ্রামস্থলে সহস্র সহস্র ভীষ্মকে দেখিয়া তাঁহাকে মায়াবী বলিয়া বোধ করিলেন। সেই সমরাঙ্গনস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে এই পূর্ব্বদিকে, তৎক্ষণাৎ পশ্চিমদিকে, পরে উত্তরদিকে এবং মুহূর্ত্তমধ্যে দক্ষিণদিকে সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ কেবল ভীষ্মের শরাসন-নির্ম্মুক্ত শর-সমুদয়ই দেখিতে লাগিলেন, তাঁহাকে কেহই দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা শান্তনুতনয়কে অমানুষকর্ম্ম-সম্পাদনপূর্ব্বক সৈন্যগণকে নিহত করিয়া সংগ্রামস্থলে সঞ্চরণ করিতে দেখিয়া বহুবিধ চীৎকার করিতে লাগিলেন। শলভস্বরূপ ভূপতিগণ বিমোহিত হইয়া আত্মবিনাশের নিমিত্ত ভীষ্মরূপ অগ্নিতে নিপতিত হইতে লাগিলেন। ভীষ্মের শর নর, হস্তী ও অশ্বের মধ্যে কাহারও গাত্রে নিপতিত হইয়া ব্যর্থ হইল না। যেমন বজ্র দ্বারা পর্ব্বত বিদীর্ণ হয়, তদ্রূপ ভীষ্মের এক এক বাণে এক এক হস্তী বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি এক এক নারাচ নিক্ষেপ করিয়া দুই তিন গজারোহীকে নিধন করিতে আরম্ভ করিলেন। ফলতঃ যে যে ব্যক্তি সংগ্রামে ভীষ্মের সম্মুখীন হইলেন, তাঁহাদের সকলকেই মুহূর্ত্তমধ্যে ভূতলে নিপতিত হইতে হইল।

হে মহারাজ। এইরূপে মহাবীর ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে, হতাবশিষ্ট সেনাসমুদয় ভীষ্মের শরে নিপীড়িত ও কম্পিত হইয়া প্রাণভয়ে বাসুদেব ও অর্জ্জুনের সমক্ষেই ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। মহারথগণ সেই পলায়মান সৈন্যসমুদয়কে নিবারণ করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; তাহারা ভীষ্মশরে নিতান্ত ব্যথিত ও এরূপ ভগ্ন হইয়া নানা দিকে ধাবমান হইল যে, দুইজনকে একত্র গমন করিতে দেখা গেল না। রথ, নাগ ও অশ্বসমুদয় বিদ্ধ হইল; রথকূবর নিপতিত হইল ও যোধগণ হাহাকার করিয়া অচেতন হইতে লাগিল। পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে ও প্রিয়সখা সখাকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল, অনেকে কবচ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেশকলাপ বিকিরণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে পাণ্ডব-সৈন্যগণকে গো-সমুদয়ের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আর্ত্তস্বর করিতে দৃষ্ট হইল।

অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের উৎসাহ

যদুবংশাবতংস মহামতি বাসুদেব সেই পাণ্ডব-সৈন্যকে ভগ্ন দেখিয়া রথ স্থগিত করিয়া অর্জ্জুনকে কহিতে লাগিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে তোমার অভিলষিত কাল সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব যদি মুগ্ধ না হইয়া থাক, ভীষ্মকে প্রহার কর। তুমি পূর্ব্বে ভূপতিগণের সমক্ষে কহিয়াছিলে যে, কৌরব-পক্ষীয় ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি যে কেহ আমার সহিত সংগ্রামে অগ্রসর হইবে, তাহাকে সমূলে উন্মূলন করিব; অতএব এক্ষণে সেই বাক্য সত্য কর। ঐ দেখ, তোমাদের সৈন্যগণ ভগ্ন হইতেছে, ভূপতিগণ পলায়ন করিতেছেন, ক্ষুদ্র মৃগেরা যেমন সিংহকে দেখিয়া বিদ্রুত হয়, তদ্রূপ বীরগণ ভীষ্মকে দেখিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে।'

মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য-শ্রবণে তাঁহাকে কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! সত্বর এই সৈন্য-সাগরের মধ্য দিয়া রথচালনপূর্ব্বক ভীষ্মসমীপে গমন কর, আজি আমি রণদুর্ম্মদ বৃদ্ধ কুরুকুলপিতামহ ভীষ্মকে সংহার করিব।' মহাত্মা মাধব অর্জ্জুনের বচনানুসারে সূর্য্যসদৃশ দুর্নিরীক্ষ্য ভীষ্মের রথাভিমুখে রজতবর্ণ অশ্বসমুদয় চালনা করিলেন, পাণ্ডব-সৈন্যগণ অর্জ্জুনকে ভীষ্মের প্রতি সমুদ্যত দেখিয়া পুনরায় সংগ্রামে সমাগত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর ভীষ্ম অর্জ্জুনকে সম্মুখীন দেখিয়া বারংবার সিংহনাদ করিয়া সত্বর শরনিকর

১। যাহার অগ্রভাগ উজ্জ্বল। ২। হস্ত-কৌশল।

দ্বারা অর্জ্জুনের রথ সমাচ্ছাদিত করিলেন। ভীষ্মের শরজাল-প্রভাবে মুহূর্ত্তমধ্যে অর্জ্জুনের রথ, ধ্বজ ও সারথির সহিত অদৃশ্য হইল। ঐ সময়ে মহাত্মা বাসুদেব ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে সেই ভীষ্ম-সায়ক-নিমগ্ন অশ্বসমুদয় চালিত করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় জলদগম্ভীরনিঃস্বন দিব্য চাপ গ্রহণপূর্ব্বক বাণনিক্ষেপ করিয়া ভীষ্মের শরাসন ছেদন করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম স্বীয় শরাসন ছিন্ন অবলোকন করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্য ধনু গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে জ্যা-রোপন করিলেন। ধনঞ্জয়ও নিমেষমধ্যে শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক ভীষ্মের সেই শরাসন ছেদন করিলে, মহাত্মা শান্তনুতনয় অর্জ্জুনের হস্তলাঘবের প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'সাধু পার্থ! সাধু। তুমি যে কার্য্য করিলে, ইহা তোমারই উপযুক্ত। আমি তোমার প্রতি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছি; তুমি আমার সহিত স্বচ্ছন্দে যুদ্ধ কর।'

মহাবীর ভীষ্ম অর্জ্জুনকে এরূপে প্রশংসা করিয়া মহাশরাসন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার রথে বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভাব-সম্পন্ন বাসুদেব এই সময় সত্বর মণ্ডলচারে[1] রথচালন-পূর্ব্বক অশ্বচালনে স্বীয় অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিলেন। তখন মহাবীর্য্য-সম্পন্ন ভীষ্ম কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের সর্ব্বাঙ্গে নিশিত শরনিকর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; নরোত্তম কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ভীষ্মের শরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া বিষাণবিক্ষতদেহ[2] গর্জ্জমান বৃষভদ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। মহাত্মা ভীষ্ম পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া শরনিকরে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের দশদিক্ আবৃত করিয়া তীক্ষ্ণ বাণ-সমুদয় দ্বারা কৃষ্ণকে কম্পিত করিয়া অট্ট অট্ট হাস্য করিতে লাগিলেন।

ভীষ্মসমরে অসহমান সৈন্যের পলায়ন

মহাত্মা মধুসূদন সমরে অর্জ্জুনকে মৃদুভাব অবলম্বন ও ভীষণপরাক্রম ভীষ্মকে সূর্য্যের ন্যায় পাণ্ডবসেনাগণের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষদিগের সংহার করিতে দেখিয়া পাণ্ডব-সৈন্যগণ সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে স্থির করিলেন এবং ভাবিলেন, 'মহাবীর ভীষ্ম এক দিনেই সসৈন্য সানুচর পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, সমুদয় দৈত্যদানবগণকে বিনষ্ট করিতে পারেন। পাণ্ডবসৈন্যগণ ভগ্ন হইয়া সমরভূমি হইতে পলায়ন করিতেছে; কৌরবগণ সোমকদিগকে ভগ্ন দেখিয়া ভীষ্মের হর্ষবর্দ্ধনপূর্ব্বক রণস্থলে ধাবমান হইয়াছে। অতএব আমিই অদ্য পাণ্ডবগণের নিমিত্ত ভীষ্মকে সমরে নিহত করিয়া উহাদের ভার লাঘব করিব। অর্জ্জুন তীক্ষ্ণ শরে একান্ত আহত হইয়াও ভীষ্মের গৌরবানুরোধে[1] আপনার কর্ত্তব্য বিষয়ে মনোযোগ করিতেছেন না।'

মহাত্মা মধুসূদন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে মহাবল-পরাক্রান্ত ভীষ্ম ক্রোধভরে পার্থের রথে শরনিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। শান্তনুতনয়ের শরনিকরে দশদিক্ সমাচ্ছন্ন হওয়াতে অন্তরীক্ষ, দিক্, বিদিক্, ভূমি বা ভাস্কর কিছুই লক্ষিত হইল না। সধূম বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, দিক্-সমুদয় ক্ষুভিত হইল। মহাত্মা ভীষ্মের নিদেশানুসারে দ্রোণ, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, অম্বষ্ঠপতি, শ্রুতায়ু, বিন্দ, অনুবিন্দ, সুদক্ষিণ এবং প্রাচ্য, সৌবীর, বসাতি, ক্ষুদ্রক ও মালবগণ সত্বর কিরীটীর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুন বহু সহস্র অশ্ব, পদাতি ও রথে পরিবেষ্টিত হইয়াছেন এবং অসংখ্য পদাতি, হস্তী, অশ্ব ও রথি-সমুদয় কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইতেছে দেখিয়া সাত্যকি সত্বর সেই সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বিষ্ণু যেমন ইন্দ্রের সহায়তা করেন, তদ্রূপ অর্জ্জুনের সাহায্য করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীষ্মের শরাঘাতে পাণ্ডবপক্ষীয় হস্তী, অশ্ব, ধ্বজ ও রথ-সমুদয় বিনষ্ট এবং যোদ্ধৃগণ বিত্রাসিত হইল। মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে নির্ভয়চিত্তে বীরসমুদয়কে কহিতে লাগিলেন, 'হে ক্ষত্রিয়গণ! তোমরা কোথায় পলায়ন করিতেছ? ইহা কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম? হে বীরগণ! আপনাদিগের প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিও না; স্বীয় ধর্ম্ম প্রতিপালন কর।'

তখন মহাত্মা মধুসূদন ভূপতিগণের পলায়নবার্ত্তা শ্রবণ এবং সংগ্রামে অর্জ্জুনের মৃদুতা, ভীষ্মের পরাক্রমাধিক্য ও কৌরবগণের দর্প সহকারে সমাগমদর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া সাত্যকিকে কহিতে

১। মণ্ডলাকার গতিতে। ২। শৃঙ্গবিক্ষতকলেবর—শিঙের আঘাতে ছিন্নকলেবর।

১। [illegible]।

লাগিলেন, 'হে শিনিবংশাবতংস! সৈন্যগণের মধ্যে যাহারা পলাইয়াছে, তাহাদের ত কথাই নাই; যাহারা আছে, তাহারাও পলায়ন করুক; আমি একাকী ভীষ্ম ও দ্রোণকে তাহাদের অনুগামিগণের সহিত সংহার করিব। আমি সংগ্রামস্থলে ক্রুদ্ধ হইলে কৌরবপক্ষীয় কাহারও নিস্তার নাই। এক্ষণে আমি চক্র গ্রহণপূর্ব্বক অগ্রে ভীষ্মের প্রাণবিনাশ ও তৎপরে সসৈন্য দ্রোণকে সংহার করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের প্রীতিসাধন করিব। আমি অদ্যই সমুদয় ধৃতরাষ্ট্রনন্দন ও তৎপক্ষীয় প্রধান প্রধান ভূপতিগণকে সংহার করিয়া হৃষ্টচিত্তে অজাতশত্রু ধর্ম্মরাজকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব, সন্দেহ নাই।'

ভীষ্মবধার্থ চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের অভিযান

ভগবান্ বাসুদেব এই বলিয়া সুনাভি[1]সম্পন্ন, সূর্য্যসমপ্রভ, সহস্র বজ্রতুল্য, ক্ষুরধার চক্র উদ্‌ভ্রামণপূর্ব্বক[2] অশ্ব-সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং পদভরে ধরাতল কম্পিত করিয়া মদান্ধ বারণ-সংহারে সমুদ্যত সিংহের ন্যায় ভীষ্মকে বধ করিবার নিমিত্ত সৈন্যমধ্যে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহার গাত্রে বিলম্বিত পীতাম্বরখণ্ড আকাশমণ্ডলে চিরসংলগ্ন মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। কৃষ্ণের কোপরূপ সূর্য্য-কিরণে প্রস্ফুটিত, ক্ষুরসদৃশ তীক্ষ্ণ অগ্রভাগরূপ পত্রসম্পন্ন, বাসুদেবের দেহরূপ সরোবরে সঞ্জাত, বাহুরূপ নালে অধিষ্ঠিত, সুদর্শনরূপ পদ্ম, নারায়ণ-নাভিজাত, তরুণার্কবর্ণ আদিপদ্মের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তত্রস্থ সমুদয় মানবগণ কৃষ্ণকে ক্রুদ্ধচিত্তে চক্র গ্রহণপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে দেখিয়া কুরুকুল ধ্বংস হইল মনে করিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। মহাপ্রভাব বাসুদেব সমুদয় জীবলোক ধ্বংস করিবার নিমিত্তই যেন সুদর্শন গ্রহণপূর্ব্বক ধাবমান হইয়া জীবধ্বংসকারী ধূমকেতুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

মহাত্মা শান্তনুতনয় নরশ্রেষ্ঠ বাসুদেবকে চক্র গ্রহণপূর্ব্বক আগমন করিতে দেখিয়া ধনুর্ব্বাণ-হস্তে অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে কহিতে লাগিলেন, 'হে জগন্নিবাস! হে দেবেশ! আগমন কর। হে খড়্গধারিন্! হে শার্ঙ্গপাণে! হে গদাধর! তোমাকে নমস্কার! হে ভূতশরণ্য! হে লোকনাথ! আমাকে অবিলম্বে রথ হইতে পাতিত কর। হে কৃষ্ণ! তুমি আমাকে সংহার করিলে আমার ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই শ্রেয়োলাভ ও ত্রিলোকমধ্যে প্রভাব প্রথিত হইবে।' মহাত্মা মধুসূদন ভীষ্মের বাক্য শ্রবণানন্তর মহাবেগে তাঁহার অভিমুখে গমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে ভীষ্ম! তুমিই এই মহাক্ষয়ের মূলীভূত; তোমার নিমিত্তই আজি দুর্য্যোধন বিনষ্ট হইবে। হে শান্তনুতনয়! দ্যূতাসক্ত নৃপতিকে নিবারণ করাই ধর্ম্মপথাবলম্বী মন্ত্রীর অবশ্যকর্ত্তব্য; যদি রাজা কালবিপাকবশতঃ উপদেশে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক ধর্ম্মানপেত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করা উচিত।' মহাত্মা ভীষ্ম যদুবংশাবতংস বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'হে জনার্দ্দন! দৈবই বলবান্; যদুগণ হিতার্থ কংসকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; আমি এই কথা ধৃতরাষ্ট্রকে বারংবার বলিয়াছিলাম; কিন্তু দৈবদুর্বিপাকবশতঃ আমার সেই হিতবাক্যে প্রতিবোধিত হইলেন না।'

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কৃষ্ণের ক্রোধ-প্রশমন

ভীষ্ম ও বাসুদেবের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় মহাবাহু ধনঞ্জয় সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পাদচারে কৃষ্ণের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার লম্বমান পীন-বাহুযুগল ধারণ করিলেন। মহাবায়ু যেমন বৃক্ষ লইয়া গমন করে, তদ্রূপ মহাত্মা বাসুদেব সমধিক ক্রোধাম্বিতচিত্তে অর্জ্জুনকে লইয়া ভীষ্মাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন অর্জ্জুন প্রাণপণে কৃষ্ণের চরণদ্বয় ধারণ করিয়া তাঁহার দশম পাদ-নিক্ষেপসময়ে গতিরোধ করিলেন এবং প্রণতিপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'হে কেশব! ক্রোধ পরিত্যাগ কর, তুমি পাণ্ডবদিগের একমাত্র গতি; আমি পুত্র ও ভ্রাতৃগণের শপথ করিয়া কহিতেছি, স্বীয় প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিব না; তোমার নিদেশানুসারে অবশ্যই কুরুকুল সমূলে উন্মূলন করিব।'

মহাপ্রভাব জনার্দ্দন অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা-শ্রবণে প্রীত হইয়া চক্রহস্তে পুনরায় রথে আরোহণ ও অশ্বরশ্মি গ্রহণপূর্ব্বক পাঞ্চজন্য-নিনাদে আকাশ ও দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন।

১। মধ্যভাগস্থ ছিদ্র। ২। ঘূর্ণন করিয়া—ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া।

কৌরবপক্ষীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ নিক, অঙ্গদ ও কুণ্ডলবিভূষিত, রজোবিকীর্ণপক্ষ্ম[1], বিশুদ্ধদন্ত, পাঞ্চজন্যধারী বাসুদেবকে অবলোকন করিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় কুরুসৈন্যমধ্যে মৃদঙ্গ, ভেরী, পটহ ও দুন্দুভির ধ্বনি এবং রথনেমির শব্দ বীরগণের সিংহনাদের সহিত মিলিত হওয়াতে তুমুল হইয়া উঠিল।

কৃষ্ণসন্তোষার্থ অর্জ্জুনের অধিকতর যুদ্ধোদ্যম

এদিকে অর্জ্জুনের ঘন-নির্ঘোষসদৃশ গাণ্ডীবশব্দে দিক্‌সকল ও গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল ও নির্ম্মল শর-সমুদয় চারিদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন কৌরবাধিরাজ দুর্য্যোধন ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক ভীষ্ম ও ভূরিশ্রবা সমভিব্যাহারে সৈন্যসমুদয়ে পরিবৃত হইয়া কক্ষদহনোদ্যত পাবকের ন্যায় অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইলেন। ভূরিশ্রবা সুবর্ণপুঙ্খ সাত ভল্ল, দুর্য্যোধন উগ্র তোমর, শল্য গদা ও ভীষ্ম ভীষণ শক্তি অর্জ্জুনের উপর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অবিলম্বে সাত বাণ দ্বারা ভূরিশ্রবার সাত ভল্ল ও শাণিত ক্ষুরাস্ত্রে দুর্য্যোধনের তোমর নিরাকৃত করিয়া, দুই বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক ভীষ্মপ্রযুক্ত বিদ্যুৎসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন শক্তি ও শল্যের গদা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অসামান্য বলবিক্রমশালী মহাবীর পার্থ এইরূপে সেই বীরগণের অস্ত্র-সমুদয় ছেদন করিয়া বিচিত্র গাণ্ডীব-শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক অন্তরীক্ষে অদ্ভুত মাহেন্দ্র অস্ত্র প্রাদুর্ভূত[2] করিলেন এবং সেই উত্তমাস্ত্র ও বিমলাগ্নিবর্ণ অন্যান্য বিবিধ শরনিকর দ্বারা সমুদয় কৌরব-সৈন্যগণকে নিবারণ করিলেন। অর্জ্জুন-শরাসন-বিমুক্ত শরসমুদয় রথ, ধ্বজাগ্র, ধনু ও বাহু ছেদন করিয়া নরেন্দ্র, নাগেন্দ্র ও তুরঙ্গমগণের দেহে প্রবেশ করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে নিশিত ঘোর শরনিকর দ্বারা সমুদয় দিগ্‌বিদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া গাণ্ডীবশব্দে বিপক্ষ-সৈন্যগণের মন ব্যথিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই তুমুল সংগ্রামে ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীবশব্দ-প্রভাবে শঙ্খনিনাদ ও দুন্দুভি-নিঃস্বন অন্তর্হিত হইল। ঐ সময় অতি ভীষণ রথশব্দ হইতে লাগিল। তখন পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ ও বিরাটরাজপ্রমুখ বীরগণ গাণ্ডীবধন্বার গাণ্ডীবনিঃস্বন বুঝিতে পারিয়া অদীনচিত্তে সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় যাবতীয় কৌরব-সৈন্যগণ গাণ্ডীব-শব্দানুসারে অর্জ্জুনের সমীপে গমন করিল; কিন্তু সেই মহাশরাসনের ভীষণ শব্দে ভীত হইয়া কেহই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারিল না। সেই নৃপতিকুলকালান্তক[1] ঘোরতর সংগ্রামে অসংখ্য বীর, রথী, সারথি, মহাপতাকাযুক্ত সুবর্ণরজ্জু-সুশোভিত গজ, অশ্ব ও পদাতি সমুদয় অর্জ্জুনের ঐন্দ্র অস্ত্র, নিশিত নারাচ, ভল্ল শরনিকরে দৃঢ়াহত ও ভিন্নদেহ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সহসা ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। ভূপতিগণের ধ্বজসমুদয় মহাবীর ধনঞ্জয়বিমুক্ত ঐন্দ্র অস্ত্রে ছিন্নযন্ত্র[2] ও নিহতেন্দ্রজাল[3] হইয়া সেনামুখে পতিত হইল। মহাবীর কিরীটির শরে যোদ্ধৃগণের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া রুধিরধারা নিপতিত হওয়াতে রণস্থলে মহা বৈতরণী সদৃশ শোণিতনদী প্রবাহিত হইল; নরগণের মেদ উহার ফেনস্বরূপ, মৃত নাগ ও অশ্বগণের শরীর তীরস্বরূপ, নরদিগের মজ্জা ও মাংস কর্দ্দমস্বরূপ, অসংখ্য রাক্ষসগণ তীরস্থ বৃক্ষস্বরূপ এবং মনুষ্যগণের কেশকলাপ শাদ্বল স্বরূপ, বিকীর্ণ কবচ সমুদয় তরঙ্গস্বরূপ, নর, নাগ ও অশ্ব-সমুদয়ের অস্থি-সকল কর্কর[4]স্বরূপ হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। ঐ নদীতে সহস্র সহস্র নরকলেবর প্রবমান হইতে এবং গোমায়ু, শালাবৃক, তরক্ষু ও ক্রব্যাদগণ ঐ নদীর কূলে অবস্থান করিতে লাগিল।

বহু কৌরবসৈন্য হতাহত—যুদ্ধের বিশ্রাম

অর্জ্জুন-বাণ-প্রভাবে মেদ, বসা ও রুধিরবাহিনী নদী সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং অরাতিকুলভয়াবহ মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরব-সৈন্য-সমূহের মধ্যে বীরপুরুষসকলকে নিহত করিয়াছেন দেখিয়া চেদি, পাঞ্চাল, করূষ, মৎস্য ও পাণ্ডবগণ একত্র হইয়া জয়প্রগল্‌ভচিত্তে কৌরব-পক্ষীয় যোদ্ধৃগণকে সন্ত্রাসিত করিয়া বীরনাদ করিতে লাগিলেন। সিংহ যেমন মৃগগণকে

১। ধূলিলিপ্ত অক্ষিপল্লব—ধূলিপূর্ণ চক্ষুর পাতা। ২। রক্তে লোহিত।

১। কৌরবগণের ক্ষয়কর। ২। সমর-সঙ্কেতজ্ঞাপক ধ্বজাদি চিহ্ন। ৩। মায়াজাল বিযুক্ত—শত্রুসৈন্যের মোহ জন্মাইবার জন্য নিযুক্ত কুহক পরিত্যক্ত। ৪। কাঁকর।

ত্রাসিত করে, তদ্রূপ গাণ্ডীবধারী ধনঞ্জয় ও মহাত্মা বাসুদেব কৌরব-সেনাগণকে বিত্রাসিত করিয়া হৃষ্ট-চিত্তে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় শস্ত্রবিক্ষতাঙ্গ ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন ও বাহ্লীক প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় বীরগণ সূর্য্যকে সংবৃতরশ্মি[1] সন্ধ্যা সমাগত ও অর্জ্জুন-নির্ম্মুক্ত ভীষণ ঐন্দ্রাস্ত্র বিতত[2] দেখিয়া সংগ্রামে ক্ষান্ত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও অরাতিকুল বিমর্দ্দনপূর্ব্বক অসাধারণ যশ ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে শিবিরে গমন করিলেন।

ঐ সময় কৌরবগণের শিবিরে ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। 'হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় সংগ্রামে অযুত রথ ও সপ্তশত গজ এবং প্রাচ্য, সৌবীর ও ক্ষুদ্রক মানবগণকে সংহার করিয়াছেন, উনি যেরূপ মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, উহা অন্যের অসাধ্য। ঐ মহারথ স্বীয় বাহুবল-প্রভাবে অম্বষ্ঠ-পতি, শ্রুতায়ু, দুর্ম্মর্ষণ, চিত্রসেন, দ্রোণ, কৃপ, সৈন্ধব, বাহ্লীক, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য ও ভীষ্ম প্রভৃতি অন্যান্য সহস্র সহস্র বীরপুরুষগণকে পরাজিত করিয়াছেন।' কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ এই বলিতে বলিতে রণস্থল হইতে সহস্র সহস্র উল্কা ও প্রদীপে সমুজ্জ্বল শিবিরমধ্যে গমনপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন।"

ষষ্টিতম অধ্যায়

চতুর্থ-দিবসীয় যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্! রজনী প্রভাত হইবামাত্র মহাবল-পরাক্রান্ত শান্তনুতনয় কৌরব-সৈন্যের অগ্রগামী হইয়া ক্রোধান্বিত-চিত্তে শত্রুগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর দ্রোণ, দুর্য্যোধন, বাহ্লীক, দুর্ম্মর্ষণ, চিত্রসেন ও মহাবল-পরাক্রান্ত জয়দ্রথ এবং অন্যান্য ভূপতিগণ প্রভৃত সৈন্য-সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর শান্তনুনন্দন সেই সমুদয় মহাবল, তেজস্বী, বীর্য্যবান্, মহারথ ভূপতিগণে পরিবৃত হইয়া সুরমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী সুররাজ পুরন্দরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। সেনামুখে মহাগজের স্কন্ধে রক্ত, পীত, কৃষ্ণ, পাণ্ডুর প্রভৃতি নানাবর্ণের পতাকাসমুদয় দোধূয়মান[3] হইতে লাগিল। কৌরবসৈন্যগণ মহাবীর ভীষ্ম, অন্যান্য মহারথগণ ও প্রভূত গজবাজি দ্বারা বর্ষাকালীন সবিদ্যুৎ সজল-জলদপটল-পরিশোভিত গগনমণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইল। সেই ভীষ্মাদি রক্ষিত প্রভূত কৌরব-সৈন্য ভীষণ নদীবেগের ন্যায় অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইল।

কপিকেতন মহাবীর ধনঞ্জয় বহুসংখ্যক প্রধান যোদ্ধা, গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতিতে পরিপূর্ণ, মহা-মেঘসদৃশ কৌরবব্যূহ দূর হইতে অবলোকন করিয়া শ্বেত-হয়-যুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক অসংখ্য সৈন্য-সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! আপনার পুত্র ও অন্যান্য কৌরব-পক্ষীয় বীরগণ কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং অদ্বিতীয় মহারথ, উদ্যতায়ুধ, মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক রক্ষিত পাণ্ডব-ব্যূহ অবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ ব্যূহে সহস্র হস্তী চারি চারিটিতে দলবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছিল। ধর্ম্মরাজ পূর্ব্বদিনে যে অদৃষ্টচর[1] অভূতপূর্ব্ব ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, অদ্যও সেইরূপ ব্যূহ রচনা করিলেন।

উভয়পক্ষের ভীষণ সংঘর্ষ—সৈন্য হতাহত

হে মহারাজ! তৎপরে সংগ্রামস্থলে সহস্র সহস্র ভেরীনাদ, শঙ্খনিনাদ তূর্য্যধ্বনি, সিংহনাদ ও বীরগণ কর্ত্তৃক বিকার্য্যমাণ[2] সবাণ শরাসনের নিঃস্বন সমুত্থিত হইল। ক্ষণমধ্যেই সুগভীর শঙ্খনির্ঘোষে ভেরী ও পণবের ধ্বনি অন্তর্হিত ও গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অন্তরীক্ষে ধূলিপটল সমুত্থিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, গগনমণ্ডলে মহ-বিতান লম্বমান রহিয়াছে। বীরগণ সেই বিতানাকার ভূরেণুনিচয়[3] সন্দর্শন ও শঙ্খনাদ শ্রবণ করিয়া সহসা নিপতিত হইতে লাগিলেন। রথী, রথী কর্ত্তৃক আহত হইয়া সারথি, অশ্ব, রথ ও কেতুর সহিত নিপতিত হইল এবং গজারোহী, গজারোহী কর্ত্তৃক ও পদাতি, পদাতি কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী অদ্ভুতাকার ঘোরদর্শন্ অশ্বারোহিগণ বিপক্ষ অশ্বারোহীদিগের খড়্গ ও প্রাস-প্রহারে নিহত হইল। সুবর্ণময় তারাপুঞ্জে বিভূষিত, সূর্য্যসদৃশ প্রভাসম্পন্ন ভূরি-সমুদয় খড়্গ, প্রাস ও

১। অস্তগমনোন্মুখ। ২। সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। ৩। পুনঃ পুনঃ কম্পমান।

১। অদৃষ্টপূর্ব্ববিশিষ্ট। ২। আকর্ণ আকর্ষিত। ৩। ধূলিসমূহ

পাদতর আঘাতে বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। কোন কোন রথী গজের দন্তাঘাতে ও কেহ কেহ শুণ্ডাঘাতে অশ্ব, রথ ও কেতুর সহিত ধরাশায়ী হইল। অনেক রথী রথিগণের বাণে আহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অন্যান্য মানবগণ গজসমূহের বেগে আহত, নিপতিত, দন্ত ও গাত্রাঘরণে তাড়িত অশ্বারোহী ও পদাতিদিগের আর্তনাদ শ্রবণে ধরাতলে পতিত হইল।

ভীষ্মের অর্জ্জুনসমীপে গমন—দ্বৈরথ যুদ্ধ

হে মহারাজ! এইরূপে গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথিগণ উদ্‌ভ্রান্ত এবং পদাতি ও অন্যান্য বীরগণ নিহত হইতেছে, এমন সময়ে মহারথগণে পরিবৃত পঞ্চতালকেতু মহাবীর ভীষ্ম মহাস্ত্রবেগ-প্রভাবে দীপ্ত কপিরাজকেতু অর্জ্জুনকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃপ, শল্য, বিবিংশতি, দুর্য্যোধন, ভূরিশ্রবা ও দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণও সেই ইন্দ্রসদৃশ তেজস্বী ইন্দ্রতনয়, ধনঞ্জয়ের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সর্ব্ব-শস্ত্রকোবিদ, বিচিত্র কাঞ্চনবর্ম্মধারী, অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু সেই সমুদয় বীরদিগকে পিতার অভিমুখীন অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে মহাবেগে সেনামুখ হইতে তাঁহাদের সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাদের মহাস্ত্র-সমুদয় ছেদন করিয়া জ্বালাকরাল[১] মহামন্ত্রাহুত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীষ্ম রণস্থলে রিপুগণের রুধিরনদী প্রবাহিত করিয়া অভিমন্যুকে অতিক্রমপূর্ব্বক অদীনচিত্তে মহারথ পার্থের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মহাবীর কিরীটী গাণ্ডীবধ্বনি করিয়া অদ্ভুত-দর্শন অস্ত্রজালে অরাতিগণের অস্ত্র-সমুদয় নিবারণপূর্ব্বক সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর সর্ব্বধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য শান্তনুতনয়ের প্রতি নিশিত শরনিকর ও বিমল ভল্লনিচয় নিক্ষেপ করিলে, মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম তৎসমুদয় মুহূর্ত্তমধ্যে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ভীষ্ম ও ধনঞ্জয় পরস্পর শরাসনধ্বনি করিয়া অদীনচিত্তে ঘোরতর দ্বৈরথ-সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। কুরু ও সৃঞ্জয় প্রভৃতি সমুদয় লোক বিস্মিতচিত্তে তাঁহাদের সেই সমর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।"

একষষ্টিতম অধ্যায়

দমনকসহ শল্যপুত্র সাংযমনি বধ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, শল্য, চিত্রসেন ও সাংযমনির পুত্র অভিমন্যুর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। অর্জ্জুন-তনয় সেই অতিতেজস্বী পঞ্চ যোদ্ধার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া পঞ্চ গজের সহিত যুধ্যমান সিংহশিশুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ পাঁচ জনের মধ্যে কেহই কি লক্ষ্যবিষয়ে, কি শৌর্য্যে, কি পরাক্রমে, কি অস্ত্রসন্ধানে, কি হস্তলাঘবে কিছুতেই অভিমন্যুর সদৃশ হইতে পারিলেন না। মহাবীর অর্জ্জুন স্বীয় তনয়কে সংগ্রামে তাদৃশ পরাক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া আহ্লাদিতচিত্তে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! আপনার পক্ষীয় বীরগণ সৈন্য-গণকে অভিমন্যু কর্ত্তৃক নিতান্ত পীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুননন্দন অদীনচিত্তে সেই সমুদয় যোদ্ধাদিগের সম্মুখীন হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার শরাসন সূর্য্যসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মহাবীর অভিমন্যু অশ্বত্থামাকে এক ও শল্যকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া আট বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক সাংযমনির ধ্বজচ্ছেদন করিলেন। অনন্তর সৌমদত্তি তাঁহার উপর সুবর্ণদণ্ড ভীষণ ভুজঙ্গসদৃশ মহাশক্তি নিক্ষেপ করিলে মহাবীর অভিমন্যু নিশিত বাণ দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর শল্য তাঁহার উপর শত শত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; তিনিও অনায়াসে তৎসমুদয় নিবারণ ও তাঁহার চারি অশ্ব বিনষ্ট করিলেন। ফলতঃ তৎকালে ভূরিশ্রবা, শল্য, অশ্বত্থামা, সাংযমনি ও শল্য ইঁহারা কেহই অভিমন্যুর বাহুবল অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না।

তখন শত্রুগণের অজেয় ধনুর্ব্বেদবিৎ ত্রিগর্ত্ত, মদ্র ও কৈকয় দেশীয় পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্য দুর্য্যোধনের নির্দ্দেশানুসারে সপুত্র অর্জ্জুনকে বিনাশ করিবার মানসে চতুর্দ্দিক্ হইতে বেষ্টন করিলেন। পাণ্ডব-গণের সেনাপতি অরাতিনিপাতন ধৃষ্টদ্যুম্ন বিপক্ষ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক অর্জ্জুন ও তাঁহার তনয়ের রথ পরিবেষ্টিত দেখিয়া, বহু সহস্র বারণ, রথ, অশ্ব ও

[১] ভীষণ অনলযুক্ত।

পদাতিসমভিব্যাহারে ক্রুদ্ধচিত্তে ধনুর্বিস্ফারণ ও সৈন্য প্রেরণপূর্ব্বক মদ্র ও কৈকেয়-সৈন্যগণের সম্মুখীন হইলেন। কীর্ত্তিমান্ দৃঢ়ধন্বা মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক রক্ষিত প্রভূত রথ, হস্তী ও অশ্বশালী পাণ্ডব-সৈন্য যুদ্ধের নিমিত্ত অধিকতর শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর পাঞ্চালনন্দন ক্রমে অর্জ্জুনের সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রথমে তিন বাণে কৃপের জত্রুদেশ বিদ্ধ, পরে দশ বাণে মদ্রকগণের শরীর ভেদ, অনন্তর শাণিত ভল্ল দ্বারা কৃতবর্ম্মার পৃষ্ঠরক্ষককে বিনাশ করিয়া বিপুল নারাচে মহাত্মা পৌরবের পুত্র দমনককে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন।

তখন সাংযমনির পুত্র যুদ্ধদুর্ম্মদ দ্রুপদতনয় ও তাঁহার সারথিকে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে বাণবিদ্ধ হইয়া সৃক্কণী লেহনপূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ ভল্লাস্ত্রে সাংযমনিতনয়ের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর সত্বর পঞ্চবিংশতি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার অশ্বসমুদয়, পার্ষ্ণি ও সারথিকে সংহার করিলেন। সাংযমনিনন্দন সেই অশ্ববিহীন রথে অবস্থানপূর্ব্বক রথস্থ যশস্বী পাঞ্চালনন্দনকে অবলোকন করিয়া অবিলম্বে মহাঘোর অয়োময় খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক পাদচারে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবগণ ও মহাবীর দ্রুপদতনয় সেই খড়্গধারী মত্তবারণ-বিক্রম সাংযমনিতনয়কে সাগরতরঙ্গের ন্যায়, আকাশ হইতে নিপতিত আশীবিষের ন্যায়, কালপ্রেরিত অন্তকের ন্যায়, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন। তূণীরধারী মহাবল-পরাক্রান্ত সাংযমনিতনয় অসামান্য ক্ষমতাপ্রভাবে পাণ্ডব-সৈন্যগণের বাণবেগ নিবারণ করিয়া শাণিত কৃপাণ-হস্তে ধৃষ্টদ্যুম্নের রথসমীপে সমুপস্থিত হইবামাত্র পাঞ্চালতনয় ক্রুদ্ধচিত্তে গদাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সাংযমনিতনয় গদাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধরাতলে পতনোন্মুখ হইবামাত্র তাঁহার হস্ত হইতে প্রভাশালী খড়্গ ও শরাসন নিপতিত হইল। ভীমবিক্রম মহাত্মা পাঞ্চালতনয় এইরূপে গদাঘাতে সাংযমনিতনয়কে সংহার করিয়া অসামান্য যশোলাভ করিলেন। হে মহারাজ! সেই রাজপুত্র নিহত হইবামাত্র আপনার সৈন্যমধ্যে মহান্ হাহাকার সমুত্থিত হইল।

মহাবীর সাংযমনি পুত্রকে নিহত দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে মহাবেগে রণদুর্ম্মদ পাঞ্চালরাজতনয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় সমুদয় ভূপতি পরস্পর মিলিত সেই বীরদ্বয়কে অবলোকন করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত সাংযমনি ক্রুদ্ধচিত্তে মহাহস্তীর উপর অঙ্কুশাঘাতের ন্যায় ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর তিন বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সমররসপরায়ণ[১] শল্যও দ্রুপদতনয়ের বক্ষঃস্থলে বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাকোলাহল সমুত্থিত হইল।"

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

ধৃষ্টদ্যুম্ন-শল্য যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমি দৈবকে পুরুষকার অপেক্ষা প্রধান বলিয়া গণনা করি, কেন না, পাণ্ডুনন্দনদিগের সৈন্যেরা আমার পুত্রের সৈন্যগণকে অনায়াসেই সংহার করিতেছে। তুমি সতত্তই আমাদিগের সেনাগণের বিনাশ এবং পাণ্ডবসৈন্যগণের অবিনাশ ও হর্ষের বিষয় কীর্ত্তন কর। আমাদের সৈন্যগণ জয়প্রত্যাশায় পুরুষকার সহকারে যথাশক্তি সংগ্রাম করিয়া থাকে, কিন্তু পাণ্ডবেরা অনায়াসে তাহাদিগকে পরাভব করে। আমি দুর্য্যোধনের নিমিত্ত সতত তীব্রতর দুঃসহ দুঃখজনক বহুবিধ বাক্য শ্রবণ করি। এক্ষণে এমন কোন উপায়ই দেখিতেছি না, যদ্দ্বারা সমরে পাণ্ডবগণের পরাজয় ও আমাদের জয়লাভ হয়।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! এক্ষণে আপনার পক্ষীয় অসংখ্য মনুষ্য, গজ, অশ্ব ও রথের ক্ষয়বার্ত্তা শ্রবণ করুন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শল্যের নয় বাণে বিদ্ধ হইয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে তাঁহার উপর লৌহময় শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্বর সমরদুর্ম্মদ শল্যকে নিবারণ করিয়া আমাদিগকে স্বীয় অদ্ভুত পরাক্রম প্রদর্শন করিলেন। যুদ্ধকালে ঐ দুই বীরপুরুষের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল না। সেই ঘোরতর যুদ্ধ মুহূর্ত্তমাত্র হইলে মহারাজ শল্য নিশিত ভল্ল দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসন ছেদন করিয়া বর্ষাকালীন সজল জলধরের পর্ব্বতাচ্ছাদনের ন্যায় শরসমূহে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

১। বীররসে অনুরাগী।

এইরূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শল্যের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইলে অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু ক্রুদ্ধচিত্তে শল্যের রথাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তথায় সমুপস্থিত হইয়া নিশিত তিন শরে শল্যকে বিদ্ধ করিলেন। কৌরব-পক্ষীয় সেনাগণ অভিমন্যুকে পরাজিত করিবার মানসে সত্বর গমনপূর্ব্বক মদ্রাধিপতির রথের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিল। দুর্য্যোধন, বিকর্ণ, দুঃশাসন, বিবিংশতি, দুর্ম্মর্ষণ, দুঃসহ, চিত্রসেন, দুর্ম্মুখ, সত্যব্রত ও পুরুমিত্রও শল্যের রক্ষার্থে ব্যাপৃত হইলেন। মহাবীর ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, অভিমন্যু ও মাদ্রীনন্দনদ্বয় পাণ্ডবপক্ষীয় এই দশ রথী নানারূপ অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া পূর্ব্বোক্ত কৌরবপক্ষীয় দশ জন রথীকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন পূর্ব্বোক্ত উভয়পক্ষীয় রথিগণ পরস্পরের নিধনমানসে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য সমুদয় রথীরা যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া তাঁহাদের সমর অবলোকন করিতে লাগিলেন।

উক্ত বিংশতি মহাবীর ক্রুদ্ধচিত্তে পরস্পরকে নিধন করিবার মানসে পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক সিংহনাদ ও নানারূপ অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর নিশিত চারি বাণ নিক্ষেপ করিলে মহাবল-পরাক্রান্ত দুর্ম্মর্ষণ বিংশতি, চিত্রসেন পাঁচ, দুর্ম্মুখ নয়, দুঃসহ সাত, বিবিংশতি পাঁচ ও দুঃশাসন তিন বাণ দ্বারা দ্রুপদ-তনয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন অরাতিতাপন ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পঁচিশ পঁচিশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু সত্যব্রত ও পুরুমিত্রের উপর দশ দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মাদ্রীতনয়দ্বয় স্বীয় মাতুল মদ্রাধিপতিকে তীক্ষ্ণ শরনিকরে আচ্ছাদন করিতে লাগিলেন। মহারাজ শল্যও রথিশ্রেষ্ঠ প্রতীকারেচ্ছু স্বস্রীয়[1]দ্বয়কে তীক্ষ্ণ শরনিকরে সমাচ্ছাদিত করিলেন। মহাবীর মাদ্রীনন্দনদ্বয় শল্যের শরপ্রহারে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবল-পরাক্রান্ত মহাবীর বৃকোদর দুর্য্যোধনকে অবলোকন করিয়া বিবাদ শেষ[2] করিবার বাসনায় গদা গ্রহণ করিলেন। আপনার অন্যান্য পুত্রগণ ভীমপরাক্রম ভীমসেনকে গদা সমুদ্যত করিয়া কৈলাস-পর্ব্বতের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মহাবীর দুর্য্যোধন ক্রোধ-ভরে দশ সহস্র গজারোহী সৈন্য-সমভিব্যাহারে মগধরাজকে অগ্রসর করিয়া ভীমসেনের অভিমুখীন হইলেন। মহাবীর বৃকোদর সেই সমুদয় করিসৈন্য সমাগত দেখিয়া সিংহের ন্যায় ধ্বনি করিয়া সেই অয়োময় মহাগদা লইয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক ব্যাদিতবদন[1] যমরাজের ন্যায় তাহাদের সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকালে বাসব যেমন দানব-গণকে নিধন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর বৃকোদর গদা দ্বারা সেই করিসৈন্যগণকে সংহার করিয়া সমর-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্যগণ ভীমসেনের ভীষণ গর্জ্জনে মন ও হৃদয় কম্পিত হওয়াতে ভয়বিহ্বল হইয়া উঠিল।

তখন দ্রৌপদীতনয়গণ, অভিমন্যু, নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনের পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ কৌরব সৈন্য-গণের উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবীর পাণ্ডবগণ নিশিত ক্ষুর ও ক্ষুরপ্রসমূহে গজ-সৈন্যগণের মস্তকচ্ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্যগণের মস্তক, কর ও অঙ্কুশ-সমবেত বাহু-সমুদয় নিপতিত হইতে আরম্ভ হইলে সংগ্রামস্থলে যেন প্রস্তরবৃষ্টি হইতে লাগিল। গজারোহিগণ ছিন্নমস্তক হইয়া গজের উপর অবস্থানপূর্ব্বক পর্ব্বতাগ্রস্থিত ছিন্নাগ্র বৃক্ষ-সমুদয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও সেই সময় অসংখ্য মহাগজ সংহার করিয়া পাতিত করিয়াছিলেন।

মগধরাজ অভিমন্যুর রথাভিমুখে ঐরাবত সদৃশ স্বীয় গজ সঞ্চালিত করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু মগধরাজের হস্তীকে আগমন করিতে দেখিয়া, এক তীক্ষ্ণ শরপ্রহারে তাহাকে সংহার করিয়া রজতপুঙ্খ ভল্লনিক্ষেপে মগধেশ্বরের শিরশ্ছেদন করিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর ভীমসেনও সেই বিপুল গজসৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ইন্দ্রের গিরিবিমর্দ্দনের[2] ন্যায় করিসমুদয় সংহারপূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি এক এক গদাঘাতে এক এক হস্তীকে নিহত করিয়া

১। ভাগিনেয়। ২। যুদ্ধের মূলীভূত দুর্য্যোধন-বধে যুদ্ধ-সমাপ্তি।

১। লোকগ্রাসার্থ সদা উন্মুক্তমুখ। ২। পর্ব্বত-দলিত-মথিত করিবার।

ধরাশায়ী করিলেন। পর্ব্বতাকার হস্তিগণ ভীমসেনের ভীষণ গদাঘাতে ভগ্নদন্ত, ভগ্নগণ্ড, ভগ্নোরু, ভগ্নপৃষ্ঠ ও ভগ্নকুম্ভ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক রণস্থলে পতিত হইল; কতকগুলি রুধির বমনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিল, কতকগুলি বিহ্বল হইয়া মহাশৈলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত রহিল। মহাবীর বৃকোদর করিকুলের মেদ, রুধির, বসা ও মজ্জাতে লিপ্তকলেবর হইয়া গজরুধিরচর্চ্চিত গদা ধারণপূর্ব্বক দণ্ডপাণি যমের ন্যায়, পিনাক[১]পাণি পিনাকীর[২] ন্যায় সাতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিলেন।

হে মহারাজ! হতাবশিষ্ট করিগণ বৃকোদরের গদাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত ও সহসা ধাবমান হইয়া আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণকেই সংহার করিতে আরম্ভ করিল। অমরগণ যেমন ইন্দ্রকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ অভিমন্যু প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর রথিগণ সেই যুদ্ধ্যমান মহাবীর বৃকোদরকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন গজশোণিতলিপ্ত গদা ঘূর্ণনপূর্ব্বক কৃতান্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইলে, বোধ হইল যেন ভগবান্ শূলপাণি নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার করাস্থিত যমদণ্ড সদৃশ, ইন্দ্রের অশনি তুল্য, কেশ-মজ্জারুধির-চর্চ্চিত ভীষণ গদা জীবসংহারকর্ত্তা ক্রুদ্ধ রুদ্রের পিনাকের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পশুপালক যেমন যষ্টি দ্বারা পশুগণকে তাড়িত করে, তদ্রূপ ভীমসেন গদা দ্বারা গজ-সমূহকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। কুঞ্জরগণ বাণ ও গদাঘাতে তাড়িত হইয়া আত্মপক্ষীয় স্যন্দন-সমুদয় বিমর্দ্দনপূর্ব্বক দ্রুতবেগে ধাবমান হইল। মহাবায়ু যেমন মেঘমণ্ডল সঞ্চালিত করে, তদ্রূপ ভীমসেন গজসমুদয়কে সংগ্রাম হইতে দূরীকৃত করিয়া শ্মশানবাসী মহাদেবের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

ভীমভয়ে কৌরবসৈন্যের পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! এইরূপে করিসৈন্য নিহত হইলে দুর্য্যোধন 'ভীমসেনকে সংহার কর' বলিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন তখন সংগ্রামস্থলে ভীষণ সিংহনাদ করিতেছিলেন; কৌরব-সৈন্যগণ দুর্য্যোধনের নিয়োগানুসারে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। যেমন বেলাভূমি পর্ব্বকালে[১] দুষ্পার পয়োনিধিকে নিবারিত করে, তদ্রূপ মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর সেই রথ, হস্তী ও অশ্বসঙ্কুল, অসংখ্য পদাতি-সংযুক্ত, তৎকাল-সমুত্থিত ধূলিপটলে সংবৃত, দেবগণেরও দুঃসহ, প্রবৃত্ত কৌরব-সৈন্য অনায়াসে নিবারিত করিলেন। আমরা এই সংগ্রামে মহাত্মা বৃকোদরের অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক কর্ম্মসকল অবলোকন করিলাম। ঐ মহাবল-পরাক্রান্ত মহাবীর সেই সমুদয় ভূপতি, অশ্ব, রথ ও কুঞ্জরগণকে অবলীলাক্রমে গদা দ্বারা নিপাতিত করিয়া মেরুর ন্যায় অচল হইয়া রহিলেন। সেই ভয়ঙ্কর তুমুল সংগ্রামসময়ে ভীমসেনের পুত্র ও ভ্রাতৃগণ, পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, দ্রৌপদীতনয়গণ শিখণ্ডী ও ভীমকে পরিত্যাগ করিলেন না।

তখন মহাবীর বৃকোদর অয়োময় মহাগদা গ্রহণপূর্ব্বক দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় কৌরব-সৈন্যাভিমুখে ধাবমান্ হইলেন এবং যুগান্তকালীন পাবকের ন্যায় বিচরণ করিয়া রথ ও বাজি-সমুদয় প্রোথিত করিয়া সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায়, নলবনপ্রমাথী[২] কুঞ্জরের ন্যায় যোদ্ধৃদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার উরুবেগে রথ-সকল বিঘট্টিত হইল। বায়ু যেমন বৃক্ষ-সমুদয়কে বলপূর্ব্বক পাতিত করে, তদ্রূপ ভীমপরাক্রম ভীমসেন গদাঘাতে রথ হইতে রথিগণকে, গজ হইতে গজারোহিগণকে, অশ্ব হইতে অশ্বারোহিগণকে ও ভূপৃষ্ঠে পদাতিগণকে পাতিত করিয়া সংহার করিলেন। তখন তাঁহার সেই নাগাশ্বঘাতিনী মহতী গদা মেদ, মজ্জা, বসা ও মাংসে লিপ্ত হইয়া সাতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে নিহত মনুষ্য ও গজ-সমুদয় নিপতিত থাকাতে সেই রণস্থল যমালয় সদৃশ দৃষ্ট হইতে লাগিল। তত্রত্য সমুদয় লোকই ভীমসেনের সেই জীবসংহারিণী মহতী গদাকে জীবঘাতী পিনাকীর পিনাকের ন্যায়, যমদণ্ডের ন্যায়, পুরন্দরের অশনির ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিল। মহাবীর বৃকোদর সেই বিশাল গদা ধারণপূর্ব্বক বিচরণ করিয়া প্রলয়কালীন কালের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন সেই প্রবৃত্ত সৈন্যগণকে বারংবার তাড়িত করিয়া আগমন করিতেছেন দেখিয়া রণস্থলস্থিত

১। বজ্র। ২। মহাদেব।

১। অমাবস্যা-পূর্ণিমাতে। ২। নলতৃণযুক্ত বনের বিমর্দ্দনকারী।

সমুদয় লোকই বিমনা[১] হইল; ঐ মহাবীর গদা সমুদ্যত করিয়া যে যে দিক্‌ অবলোকন করিতে লাগিলেন, সেই সেই দিকের সৈন্যগণ প্রাণভয়ে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

ভীম-ভীষ্ম যুদ্ধ—সাত্যকির ভীমসাহায্য

এইরূপে সৈন্যগ্রাসকারী, বিবৃতানন[২] কৃতান্তসদৃশ ভীমকর্ম্মা ভীমসেন গদা দ্বারা সমুদয় সৈন্যগণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতেছেন দেখিয়া মহাবীর ভীষ্ম মেঘগম্ভীরনিঃস্বন আদিত্যসম তেজঃসম্পন্ন রথে আরোহণপূর্ব্বক বর্ষণশীল মেঘের ন্যায় শরজাল বর্ষণ করিয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবাহু ভীমসেন ভীষ্মকে ব্যাদিতবদন[৩] শমনের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে সহসা তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। ঐ সময় সত্যপ্রতিজ্ঞ শিনি-বংশাবতংস মহাবীর সাত্যকি দৃঢ় শরাসন ধারণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের সেনাগণকে বিনষ্ট ও কম্পিত করিয়া শান্তনুতনয়ের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় কোন ব্যক্তিই সেই রজতসদৃশ-অশ্বসংযোজিত স্যন্দনে সমারূঢ় নিশিত শরনিকরবর্ষী শিনিপ্রবীরকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। কেবল নিশাচর অলম্বুষ তাঁহার উপর দশ বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিল। মহাবীর সাত্যকি তাহাকে চারি বাণে বিদ্ধ করিয়া অবলীলাক্রমে রথারোহণপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় যোদ্ধৃগণ সেই বৃষ্ণিকুলপ্রবীর সাত্যকিকে বিপক্ষপক্ষে বিচরণপূর্ব্বক কৌরবগণকে নিবারণ ও মুহুর্মুহুঃ সিংহনাদ করিতে দেখিয়া পর্ব্বতোপরি বর্ষণশীল জলধরপটলের ন্যায় তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু কোন মতেই তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিল না। তখন সোমদত্তের তনয় মহাবীর ভূরিশ্রবা ব্যতীত আর সকলেই বিষণ্ন হইয়াছিলেন; ঐ মহাবীরই আপনার পক্ষীয় রথিগণকে সাত্যকি কর্ত্তৃক তাড়িত দেখিয়া সংগ্রাম করিবার বাসনায় উগ্রবেগ[৪] শরাসন ধারণপূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখীন হইলেন।"

১। উদ্বিগ্ন। ২। লোকগ্রাসকারী ব্যাদিত মুখ। ৩। বিবৃতানন। ৪। অত্যন্ত বেগশালী।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

ভীম-দুর্য্যোধন যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! হস্তিপক যেমন অঙ্কুশ দ্বারা মহাগজকে বিদ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবীর ভূরিশ্রবা সাত্যকির সম্মুখীন হইয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত সাত্যকিও সমুদয় লোকের সমক্ষে সন্নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন স্বীয় সোদরগণ-সমভিব্যাহারে সমরে যত্নশীল মহাবীর সোমদত্ত-তনয়ের চতুর্দ্দিক্‌ পরিবেষ্টন করিলেন; মহাতেজাঃ পাণ্ডবগণও সাত্যকিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। ঐ সময় মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর ক্রোধভরে গদা সমুদ্যত করিয়া দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে তাড়ন করিতে আরম্ভ করিলে, আপনার পুত্র নন্দক ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক সহস্র রথ-সমভিব্যাহারে মহাবল ভীমসেনকে শিলাশিত কঙ্কপত্র-সমন্বিত শরনিকর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং মহারাজ দুর্য্যোধনও ভীমের বক্ষঃস্থলে নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন।

তখন মহাবাহু ভীমসেন স্বীয় মহারথে আরোহণপূর্ব্বক সারথি বিশোককে কহিলেন, 'হে সারথে! এই সমুদয় মহাবল-পরাক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্রতনয় একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকেই নিধন করিতে সমুদ্যত হইয়াছে; কিন্তু আমি নিশ্চয়ই তোমার সমক্ষে উহাদিগকে সংহার করিব; অতএব তুমি অশ্বগণকে স্থগিত কর।' মহাবীর ভীমসেন এই কথা বলিয়া কনকভূষণ সুতীক্ষ্ণ দশ বাণ দ্বারা দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিয়া নন্দকের বক্ষঃস্থলে তিন বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন ষষ্টি বাণ দ্বারা ভীমকে ও তিন বাণ দ্বারা সারথি বিশোককে বিদ্ধ করিয়া সহাস্যবদনে তীক্ষ্ণ তিন শরে ভীমের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ভীমসেন স্বীয় সারথি বিশোককে দুর্য্যোধনের তীক্ষ্ণ শরে নিতান্ত পীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে সংহার করিবার মানসে দিব্য শরাসন গ্রহণ করিলেন এবং ক্রোধভরে ক্ষুরপ্র নিক্ষেপ করিয়া দুর্য্যোধনের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন আপনার পুত্র ক্রোধান্বিত হইয়া সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিহারপূর্ব্বক

সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া তাহাতে কালতুল্য ঘোর শরসন্ধান করিয়া ভীমের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন দুর্য্যোধনের সেই ভীষণ শরে গাঢ় বিদ্ধ ও একান্ত ব্যথিত হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন ও রথমধ্যে নিপতিত হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্রতনয় জলসন্ধাদি বধ

তখন অভিমন্যুপ্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ ভীমসেনকে তাদৃশ ব্যথিত দেখিয়া ক্রোধভরে অব্যগ্রচিত্তে চতুর্দ্দিক্ হইতে দুর্য্যোধনের মস্তকে বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে প্রথমে তিন, পরে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ পঞ্চবিংশতি বাণ দ্বারা শল্যকে বিদ্ধ করিলে মহাবল শল্য ভীমের শরাঘাতে কাতর হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। তখন সেনানী, সুষেণ, জলসন্ধ, সুলোচন, উগ্র, ভীমরথ, ভীম, বীরবাহু, অলোলুপ, দুর্ম্মুখ, দুষ্প্রধর্ষ, বিবিৎসু, বিকট ও সম আপনার এই চতুর্দ্দশ পুত্র ভীমসেনের অভিমুখীন হইয়া সকলে এককালে তাঁহার উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন তাঁহাদিগকে সন্দর্শন করিয়া পশুগণ-মধ্যস্থিত বৃকের ন্যায় ক্রোধে সৃক্কণী লেহন করিয়া তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন এবং ক্ষুরপ্র দ্বারা সেনানীর শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে নিশিত তিন বাণে জলসন্ধকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। পরে সুষেণকে সংহার করিয়া ভল্ল দ্বারা উগ্রের শিরস্ত্রাণ-মণ্ডিত, কুণ্ডলবিভূষিত, চন্দ্রসদৃশ মস্তক ছেদন এবং সপ্ততি বাণ দ্বারা অশ্ব, কেতু ও সারথি-সমবেত বীরবাহুকে পরলোকে প্রেরণপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে ভীম ও ভীমরথকে শমনসদনে নীত করিয়া সর্ব্বসৈন্য-গণসমক্ষে ক্ষুরপ্র দ্বারা সুলোচনকে সংহার করিলেন। হে মহারাজ! আপনার অবশিষ্ট পুত্রগণ সেই মহাবল ভীমসেনের ভীমপরাক্রম দর্শনে ভীত হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

ভীম-ভগদত্ত যুদ্ধ

তখন মহাত্মা শান্তনুতনয় কৌরবপক্ষীয় মহারথ-গণকে কহিতে লাগিলেন, 'হে মহারথগণ! ঐ দেখ, মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবলপরাক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগকে অপ্রাজ্ঞ[১] ও শৌর্য্যবীর্য্যবিহীন জ্ঞান করিয়া এককালে সংহার করিতেছে; তোমরা অবিলম্বে উহাকে আক্রমণ কর।' কৌরব-সেনাগণ ভীষ্মের এইরূপ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া মহাবল ভীমসেনের অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর ভগদত্ত মদস্রাবী কুঞ্জরে আরোহণপূর্ব্বক ভীমের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক শিলানিশিত[২] শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন। মহারথ অভিমন্যু প্রভৃতি বীরগণ মহাবল ভীমসেনকে প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্তের শরে সমাচ্ছাদিত দেখিয়া একান্ত ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার ও তাঁহার গজের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ভগদত্তের মহাগজ সেই মহারথগণের শরনিকরপ্রহারে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও রুধিরার্দ্র-কলেবর হইয়া সূর্য্যকিরণ-রঞ্জিত জলধর-পটলের ন্যায় শোভমান হইল।

তখন মহাবীর ভগদত্ত ক্রোধভরে সেই মহাগজকে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। করিবর পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণবেগে ধরণীতল কম্পিত করিয়া পাণ্ডব-পক্ষীয় বীরগণের প্রতি ধাবমান হইল। তখন মহারথগণ সেই মহাগজের ভীষণ রূপ নিতান্ত অসহ্য জ্ঞান করিয়া বিষণ্ণমনাঃ হইলে ভূপতি ভগদত্ত শরাসনে আনত-পর্ব্ব সায়ক সন্ধান করিয়া ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন ভগদত্তের শরাঘাতে ব্যথিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন-পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রতাপশালী ভগদত্ত ভীমসেনকে মূর্চ্ছিত ও অন্যান্য মহারথগণকে ভীত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন রাক্ষসাগ্রগণ্য ঘটোৎকচ ভীমসেনকে মূর্চ্ছিত অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে ভয়বর্দ্ধিনী দারুণ মায়া-প্রভাবে ঘোররূপ ধারণপূর্ব্বক মায়াময় ঐরাবতে আরোহণ করিয়া সংগ্রামস্থলে আগমন করিল। উহার মায়া-প্রভাবে অঞ্জন, বামন ও মহাপদ্ম এই তিন চতুর্দ্দন্ত দিগ্‌গজ সৃষ্ট হইয়াছিল; উহারা ঐরাবতের অনুগামী হইল। ঐ মহাকায়, মদস্রাবী, বলবীর্য্য-সমন্বিত, মহাবেগশালী দিগ্‌গজত্রয় রাক্ষসগণে অধিষ্ঠিত ছিল। মহাবীর ঘটোৎকচ গজ দ্বারা ভগদত্তকে বিনাশ করিবার অভিলাষে তাঁহার অভিমুখে আপনার গজ

১। বুদ্ধিহীন। ২। তীক্ষ্ণীকৃত—শাণ দেওয়া।

সঞ্চালিত করিতে লাগিল; অন্য তিন গজও সেই সমুদয় রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া দন্ত দ্বারা ভগদত্তের হস্তীকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে আরম্ভ করিল। ভগদত্তের হস্তী সেই সমুদয় দিগ্‌গজ কর্ত্তৃক একান্ত পীড়িত ও বেদনার্ত্ত[1] হইয়া বজ্রনির্ঘোষের[2] ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! মহাবল-পরাক্রান্ত মহাত্মা শান্তনু-তনয় সেই মহাগজের ঘোরতর চীৎকার শ্রবণ করিয়া দ্রোণ ও দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, 'হে বীরগণ! ঘটোৎকচ মহাবীর এবং ভূপতি ভগদত্তও অতি কোপনস্বভাব; সংগ্রামে প্রবৃত্ত এই মহাবীরদ্বয় পরস্পরের মৃত্যুস্বরূপ হইবেন; বোধ হয় মহাধনুর্দ্ধর ভগদত্ত দুরাত্মা হিড়িম্বাতনয়ের সংগ্রামে সাতিশয় বিপন্ন হইয়া থাকিবেন। ঐ দেখ, পরমাহ্লাদিত পাণ্ডবগণের হর্ষধ্বনি ও প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরের ভীত হস্তীর ভীষণ চীৎকার শ্রুত হইতেছে। এক্ষণে মহারাজ ভগদত্তের রক্ষার্থ সমরে গমন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য; নচেৎ তিনি অবিলম্বেই রাক্ষসহস্তে নিহত হইবেন। অতএব হে মহাবীর্য্যসম্পন্ন বীর-পুরুষগণ! সত্বর হও, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই; ভগদত্ত ও ঘটোৎকচের লোমহর্ষণ মহাসংগ্রাম ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে; ভগদত্ত আমাদের ভক্ত, কুলীন, শৌর্য্যশালী ও সেনাপতি, তাঁহার পরিত্রাণ করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।'

পরাজিত কৌরবসৈন্যের প্রত্যাবর্ত্তন

তখন মহাবীর দ্রোণ ও তত্রত্য ভূপতিগণ ভীষ্মের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর একত্র হইয়া ভগদত্তকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সত্বর তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলেন। এ দিকে পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সেই সমুদয় বীরগণকে সংগ্রামে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ সেই সমুদয় সৈন্য সন্দর্শন করিয়া অশনি-বিস্ফোটের[১] ন্যায় ঘোরতর ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন শান্তনুতনয় ভীষ্ম ঘটোৎকচের ভীষণ ধ্বনি শ্রবণ ও দিগ্‌গজগণের যুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া পুনরায় দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, 'হে ভারদ্বাজ! আমার মতে দুরাত্মা ঘটোৎকচের সহিত সংগ্রাম করা কর্ত্তব্য নয়। ঐ দুরাত্মা মহাবল-পরাক্রান্ত; বিশেষতঃ সহায়সম্পন্ন হইয়াছে; এক্ষণে স্বয়ং ইন্দ্রও উহাকে পরাজিত করিতে পারেন না। হিড়িম্বা তনয় লক্ষ্যে[1] শর প্রহার করিতেছে, আমরা শ্রান্তবাহন[2] এবং পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি। অতএব আমার মতে জয়শীল পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করা নিতান্ত অনুচিত। আজি অবহার করাই কর্ত্তব্য। কালি শত্রুদিগের সহিত সংগ্রাম করা যাইবে।' ঘটোৎকচ-ভয়ার্দ্দিত বীরগণ ভীষ্মের বাক্য-শ্রবণানন্তর তদুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কৌরবপক্ষীয়েরা রণে নিবৃত্ত হইলে জয়শীল পাণ্ডবগণ শঙ্খবেণুনিঃস্বন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ দিবস পাণ্ডবগণ মহাবীর ঘটোৎকচের সাহায্যে কৌরবদিগের সহিত এইরূপে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। কৌরবগণ পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া যৎপরোনাস্তি ব্রীড়ান্বিত[3]-চিত্তে নিশাকালে স্বীয় শিবিরে গমন করিলেন। শর-বিক্ষতকলেবর মহারথ পাণ্ডুতনয়গণ জয়লাভজনিত হর্ষে হৃষ্ট হইয়া মহাবীর ভীমসেন ও ঘটোৎকচকে প্রশংসা করিয়া তূর্য্যধ্বনি, শঙ্খনিঃস্বন ও বিবিধ সিংহনাদে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত ও দুর্য্যোধনের মর্ম্ম বিঘট্টিত[4] করিয়া স্বীয় শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে মহারাজ দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবধ-জনিত শোকে আকুল হইয়া বাষ্পজল বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন। অনন্তর বিধানানুসারে শিবিরের ব্যবস্থা করিয়া পুনরায় ভ্রাতৃনিধনশোকে অভিভূত ও চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।"

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের সবিলাপ যুদ্ধপ্রশ্ন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! দেবদুষ্করকর্ম্মা[5] পাণ্ডবদিগের কার্য্য শ্রবণগোচর করিয়া আমার অন্তঃকরণে মহা ভয় ও বিস্ময় উৎপন্ন হইয়াছে

১। বেদনাপীড়িত—ব্যথিত। ২। বজ্রপতন শব্দে।

১। স্বীয় লক্ষ্য ব্যাক্তকে। ২। পরিশ্রান্ত গজাশ্বাদি। ৩। লজ্জিত। ৪। আলোড়িত—উদ্বেলিত। ৫। দেবগণেরও দুঃসাধ্য কর্ম্মসাধনক্ষম।

এবং পুত্রগণের পরাভব-সংবাদ শ্রবণ করিয়া কিরূপ অবস্থা হইবে, এই বলবতী চিন্তা আমার হৃদয়ে নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে। মহাত্মা বিদুরের বাক্য স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় দগ্ধপ্রায় হইতেছে; তিনি যেরূপ কহিয়াছিলেন, এক্ষণে দৈবযোগে তৎসমুদয়ই সেইরূপ দৃষ্ট হইতেছে। পাণ্ডুতনয়েরা সৈন্য-সমভিব্যহারে ভীষ্ম প্রভৃতি মহাবল-পরাক্রান্ত প্রহরণধারী[১] বীর পুরুষের সহিত যুদ্ধ করিয়া নভোমণ্ডলে তারাগণের ন্যায় অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। জানি না, তাহারা কিরূপ তপস্যা করিয়াছে এবং কিরূপ বর ও কি প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়াছে; পাণ্ডবেরা যে বারংবার আমাদের সৈন্য সংহার করিতেছে, আমি তাহা কোনক্রমেই সহ্য করিতে পারিতেছি না। পাণ্ডবেরা যেরূপ বধার্হ[২], আমার পুত্রেরাও সেইরূপ; কিন্তু দৈববশতঃ আমাতেই সেই নিদারুণ দণ্ড নিপতিত হইতেছে। হে সঞ্জয়! তুমি এই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন কর। যেমন মনুষ্য ভুজবলে সন্তরণ করিয়া মহাসাগরের পার প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ আমি এই দুঃখের সীমা অবলোকন করিতেছি না। এক্ষণে বোধ হইতেছে, পুত্রগণের অতি দারুণ বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে; মহাবীর ভীম তাহাদিগকে নিঃসন্দেহ বিনাশ করিবে; এক্ষণে আমার পুত্রগণকে রক্ষা করে, এমন কাহাকেও নিরীক্ষণ করিতেছি না। তাহারা নিশ্চয়ই রণস্থলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে; অতএব তুমি ইহার উপযুক্ত কারণ কীর্ত্তন কর। দুর্য্যোধন স্বপক্ষদিগকে রণপরাঙ্মুখ নিরীক্ষণ করিয়া যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিল এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সুবলনন্দন শকুনি, জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ আমার পুত্রগণ সমরপরাঙ্মুখ হইলে কিরূপ কর্ত্তব্যাবধারণ করিলেন, তাহাও আনুপূর্ব্বিক বর্ণন কর।

পাণ্ডবদিগের জয়কারণ কথন

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আমি যাহা কহিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। পাণ্ডবগণ কোন মন্ত্রকৃত[৩] বিষয়ের অনুষ্ঠান, মায়াজাল বিস্তার বা বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছেন না। তাঁহারা পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিতেছেন এবং যশোবাসনাপরবশ[১] হইয়া জীবিকা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যেও ধর্ম্মানুসারে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীসম্পন্ন মহাবল পাণ্ডবগণ সমর হইতে নিবৃত্ত হইবেন না। হে রাজন! যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়; অতএব কেহই তাঁহাদিগকে বধ করিতে পারিবে না, প্রত্যুত তাঁহারাই জয়যুক্ত হইবেন। আপনার পুত্রেরা সতত পাপকর্ম্মনিরত, দুরাত্মা, নিষ্ঠুর ও নীচকর্ম্মা; এই নিমিত্তই তাঁহারা যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। আপনার পুত্রেরা নিতান্ত নীচের ন্যায় বারংবার পাণ্ডবগণকে পরাভব ও তাঁহাদিগের প্রতি ক্রূরাচরণ করিয়াছেন, পাণ্ডবেরা আপনার পুত্রগণের সেই সকল পাপানুষ্ঠানবিষয়ে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক সহ্য করিয়াছিলেন; তথাচ আপনার পুত্রেরা তাঁহাদিগকে সমুচিত সমাদর করেন নাই। হে মহারাজ! সেই সতত অনুষ্ঠিত পাপের মহাকালফল[২] সদৃশ ভয়ানক ফল সমুপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আপনি পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত উহা ভোগ করুন। বিদুর, ভীষ্ম ও মহাত্মা দ্রোণ প্রভৃতি বান্ধবগণ এবং আমি—আমরা আপনাকে বারংবার নিবারণ করিয়াছি, তথাপি মন্দ ব্যক্তি যেমন হিতকর ঔষধ অগ্রাহ্য করে, তদ্রূপ আপনি আমাদিগের হিতকর বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন না, প্রত্যুত আপনি পুত্রগণের ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া পাণ্ডবদিগকে জিতপ্রায়[৩] বিবেচনা করিতেছেন।

হে মহারাজ! পাণ্ডবগণ যে কারণে জয়লাভ করিয়া থাকেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। একদিন মহারাজ দুর্য্যোধন মহারথ ভ্রাতৃগণকে রণস্থলে পরাজিত দেখিয়া নিশাকালে শোকাকুলিতমনে পিতামহ-সন্নিধানে গমন করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, 'হে পিতামহ! আপনি, দ্রোণ, শল্য, কৃপ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, হার্দ্দিক্য, সুদক্ষিণ, ভূরিশ্রবা, বিকর্ণ, ভগদত্ত এবং অন্যান্য সুবিখ্যাত জীবিতনিরপেক্ষ কুলতনয়েরা ত্রিলোক সংহার করিতে সমর্থ হইয়াও কি নিমিত্ত পাণ্ডবগণের বলবীর্য্য সহ্য করিতে পারিতেছেন না, এই বিষয়ে আমার সাতিশয় সংশয় জন্মিয়াছে এবং পাণ্ডবগণ কাহাকে আশ্রয়

১। অস্ত্রশস্ত্রধারী। ২। মরণশীল। ৩। অভিচার।

১। একান্ত যশোলিপ্সু। ২। অনিবার্য্য মৃত্যু। ৩। প্রায় পরাজিত।

করিয়া পদে পদে আমাদিগকে পরাজিত করিতেছে, এই সকল বিষয় কীর্ত্তন করুন।'

ভীষ্ম কহিলেন 'হে মহারাজ! আমি তোমাকে বারংবার বলিয়াছি, তথাপি তুমি তাহা কর নাই; কিন্তু এক্ষণে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করা উচিত হইতেছে। তাহা হইলেই তোমার ও পৃথিবীর মঙ্গললাভ হইবে এবং তুমিও সুহৃদ্‌গণকে পরিতৃপ্ত ও বন্ধুদিগকে আনন্দিত করিয়া ভ্রাতৃবর্গ-সমভিব্যাহারে পরম সুখে পৃথিবী ভোগ করিতে পারিবে। আমি পূর্ব্বে তোমাকে নির্ব্বন্ধাতিশয়-সহকারে যাহা কহিয়াছিলাম, তুমি তাহা শ্রবণ না করিয়া পাণ্ডবগণের অবমাননা করিয়াছ, এক্ষণে তাহারই প্রতিফল সমুপস্থিত হইয়াছে। আর তাহারা কি নিমিত্ত অবধ্য হইয়াছে, তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান্ বাসুদেব সতত পাণ্ডবগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন; সুতরাং তাহাদিগকে পরাজয় করে, এমন লোক ত্রিলোকমধ্যে নয়ন-গোচর হয় না, হইবে না ও হয় নাই। মহর্ষি-গণ আমার নিকট একটি পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে তুমি তাহা শ্রবণ কর।

পাণ্ডবসহায় কৃষ্ণের বিভূতিবর্ণন

পূর্ব্বকালে মহর্ষি ও সুরগণ সমবেত হইয়া গন্ধমাদনপর্ব্বতে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহাদিগের মধ্যে পরমসুখে উপবেশন করিয়া নভোমণ্ডলে অতি ভাস্বর রমণীয় এক বিমান নিরীক্ষণ করিলেন এবং ধ্যান দ্বারা সমস্ত বিদিত হইয়া হৃষ্টমনে কৃতাঞ্জলিপুটে পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে নমস্কার করিলে মহর্ষি এবং সুরগণও গগনমণ্ডলে সমুত্থিত বিমান অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান হইয়া সেই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা ত্রিলোকীনাথ বিষ্ণুকে বিধানানুসারে অর্চ্চনা করিয়া স্তব করিলেন,—'হে বাসুদেব! তুমি বিশ্বাবসু, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বমূর্ত্তি ও বিশ্বক্‌সেন; আমি তোমাকে পরমদেবতা বলিয়া স্বীকার করি। হে মহাদেব! তুমি বিশ্ব, তুমি লোকের হিতানুষ্ঠানে নিরত, তুমি যোগেশ্বর, তুমি সকলের প্রভু, তুমি যোগপরায়ণ; হে অনঘ! হে পদ্মনাভ! হে বিশ্বলোচন! তুমি ঈশ্বরের ঈশ্বর, তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের প্রভু, হে প্রিয়দর্শন! তুমি আত্মজের আত্মজ, তুমি অসংখ্য গুণের আধার, তুমি লোকসকলের পরমগতি। হে নারায়ণ! হে শার্ঙ্গধর! তোমার মহিমার পরিসীমা নাই, তুমি নিরাময়, তুমি লোকের কার্য্যসাধনে তৎপর, তুমি মহোরগ ও মহাবরাহের আদি; হে পিঙ্গলকেশ! হে পীতাম্বর! তুমি দিক্‌ সকলের ঈশ্বর, তুমি বিশ্বনিকেতন[১], তুমি অমিত ও অব্যয়, তুমি ব্যক্ত ও অব্যক্ত, তুমি সর্ব্বব্যাপী, তুমি জিতেন্দ্রিয়, তুমি অসংখ্যেয়[২], তুমি আত্মভাবজ্ঞ, তুমি গম্ভীর, তুমি কামদ, তুমি সতত সৎকার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাক; হে অনন্ত! তুমি ব্রহ্মবিৎ, তুমি ভূতভাবন[৩], তুমি কৃতকর্ম্মা[৪], তুমি প্রজ্ঞাবান্, ধর্ম্মজ্ঞ, তুমি বিজয়, তুমি গূঢ়াত্মা[৫], তুমি সর্ব্বযোগাত্মা, হে লোকেশ! তুমি জগতের কারণ, তুমি সকলভূত-স্বরূপ, তুমি আত্মতত্ত্ব[৬], তুমি স্বয়ম্ভূ[৭], হে মহাভাগ! তুমি প্রলয়কর্ত্তা, উৎপত্তির কারণ, মনোভাব ও ব্রাহ্মণের প্রিয়, তুমি সৃষ্টিসংহারনিরত; হে কালেশ[৮]! তুমি অমৃতসম্ভূত, তুমি সৎস্বভাবসম্পন্ন, তুমি সর্ব্বদাতা, তুমি জয়যুক্ত হও। ভগবতী বসুন্ধরা তোমার চরণদ্বয়, দিক্‌সমুদয় বাহু, গগনমণ্ডল মস্তক, আমি[৯] মূর্ত্তি, দেবগণ দেহ, চন্দ্রসূর্য্য চক্ষু; তপ, সত্য, বল, ধর্ম্মকর্ম্ম আত্মজ, অগ্নি তেজ এবং সমীরণ নিশ্বাস। সলিলরাশি তোমার স্বেদ হইতে সম্ভূত হইয়াছে; অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমার শ্রবণযুগল, দেবী সরস্বতী জিহ্বা এবং বেদ-সকল তোমারই সংস্কারনিষ্ঠ। তুমি জগতের আশ্রয়, তোমার কি পরিমাণ, কি তেজ, কি পরাক্রম, কি বল, কিছুরই ইয়ত্তা নাই; আমরা তোমার জন্ম অবগত নহি, আমরা তোমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিয়ম দ্বারা তোমাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি। তুমি পরমেশ্বর ও মহেশ্বর। আমরা তোমাকে সতত অর্চ্চনা করি। আমি তোমারই প্রসাদে দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, পিশাচ, মনুষ্য, মৃগ, পক্ষী ও সরীসৃপ প্রভৃতি সমস্ত জীব জন্তু সৃষ্টি করিয়াছি। তুমি দুঃখের অবসান করিয়া থাক, তুমি সর্ব্বভূতের গতি, তুমি সকলের নেতা

১। বিশ্বের আধার। ২। অসীম। ৩। প্রাণিপ্রসবকর্ত্তা। ৪। সত্যসঙ্কল্প। ৫। দুর্জ্ঞেয়। ৬। আপনি আপনার বিদিত। ৭। স্বপ্রকাশ। ৮। কালনিয়ন্তা—মহাবল। ৯। ব্রহ্মা।

এবং তুমিই জগতের আদি, দেবগণ তোমারই অনুগ্রহে সতত সুখে অবস্থান করিতেছেন। তোমারই অনুগ্রহে পৃথিবী নির্ভয় হইয়াছে। এক্ষণে তুমি ধর্ম্মসংস্থাপন, দানবদলন ও পৃথিবীধারণের নিমিত্ত যদুবংশে অবতীর্ণ হও। হে বিভো! আমি যাহা নিবেদন করিলাম, তাহার অনুষ্ঠান কর; আমি তোমারই অনুগ্রহে পরম গুহ্যবিষয় সমুদয় কীর্ত্তন করিয়াছি, তুমিই আত্মার সাক্ষী, তুমি আত্মস্বরূপ সঙ্কর্ষণ, আত্মজস্বরূপ প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধকে সৃষ্টি করিয়াছ; সকলে এই অনিরুদ্ধকে অব্যয় বিষ্ণুস্বরূপ বলিয়া অবগত আছেন; এই অনিরুদ্ধই আমাকে লোকধারী ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব আমিও তোমার বিনির্ম্মিত বাসুদেবস্বরূপ; এক্ষণে তুমি আপনাকে ঐরূপ ভাগে বিভক্ত করিয়া মানুষকলেবর পরিগ্রহ কর। তুমি মনুষ্যলোকে সকলের সুখ-সম্পাদনার্থ অসুরবধ, ধর্ম্মসংস্থাপন ও যশোলাভ করিয়া পুনরায় স্বস্থানে গমন করিবে। হে অমিতবিক্রম! দেবতা ও ব্রহ্মর্ষিগণ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া তোমার সেই সকল নাম দ্বারা তোমাকেই পরমাদ্ভুত বলিয়া গান করিয়া থাকেন। ভূতসকল তোমাতে অবস্থান করিতেছে; ব্রাহ্মণগণ তোমার আশ্রয় লাভ করিয়া তোমাকেই অনাদি, অনন্ত, অবধ্য, অসীম ও সংসারের সেতু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।'

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়

ভগবানের নর-নারায়ণ-বিগ্রহ

ভীষ্ম বলিলেন, 'হে রাজন্! অনন্তর ত্রিলোক-পতি ভগবান বিষ্ণু স্নিগ্ধগম্ভীরস্বরে ব্রহ্মাকে কহিলেন,—হে তাত! আমি যোগবলে তোমার অভিলষিত সকল বিষয়ই অবগত হইয়াছি; তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। এই বলিয়া তিনি তথায় অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট ও একান্ত কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! আপনি যাঁহাকে বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া উৎকৃষ্ট বাক্যে স্তব করিলেন, উনি কে? আমরা উহা শ্রবণ করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি।

তখন ভগবান্ ব্রহ্মা মধুরবাক্যে তাঁহাদিগকে কহিলেন,—হে দেবর্ষিগন্ধর্ব্বগণ! যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান; যিনি সকলের পর[১], যিনি প্রভু, ব্রহ্ম ও পরমপদ; তিনি প্রসন্ন হইয়া আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছিলেন, আমি জগতের হিতার্থ তাঁহাকে প্রার্থনা করিয়া কহিলাম, হে বিশ্বেশ! তুমি বাসুদেব নামে বিখ্যাত হইয়া মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ কর এবং অসুর-সংহার করিবার নিমিত্ত অবনীতলে অবতীর্ণ হও। যে সমস্ত ঘোররূপ মহাবল-পরাক্রান্ত দৈত্য, দানব ও রাক্ষস সমরক্ষেত্রে নিহত হইয়াছিল, তাহারাই মনুষ্যযোনিতে উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি তাহাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত নরের সহিত মানব-বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে সঞ্চরণ করিবে। অমরগণও পুরাতন ঋষি নর-নারায়ণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়েন না, তাঁহারা একত্র হইয়া নরলোকে জন্মগ্রহণ করিলে কিন্তু মূঢ় লোকেরা তাঁহাদিগকে জানিতে পারিবে না। আমি তাঁহারই আত্মজ ও জগতের পতি। সেই সর্ব্বলোকেশ্বর বাসুদেব তোমাদিগের অনুনেয়[২]। তোমরা শঙ্খচক্র-গদাধর বাসুদেবকে মনুষ্য বলিয়া কদাচ অবজ্ঞা করিও না; তিনি পরম গুহ্য, পরমপদ, পরমব্রহ্ম ও পরম-যশ। তিনি অক্ষয়, অব্যক্ত ও শাশ্বত; লোকে তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে, কিন্তু কেহ তাঁহাকে জানে না; বিশ্বকর্ম্মা ইঁহাকে পরম তেজ, পরম-সুখ ও পরম-সত্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, অতএব কি ইন্দ্রাদি দেবতা, কি অসুরগণ, কাহারই বাসুদেবকে মনুষ্য বলিয়া অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নয়। যে ব্যক্তি অবজ্ঞা করিয়া হৃষীকেশকে মনুষ্য বলে, সে মূঢ়মতি পুরুষাধম। যে ব্যক্তি সেই পরমকারণ পরমাত্মাকে মনুষ্য-কলেবর পরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া অবজ্ঞা করে, মানবগণ তাহাকে তামস পুরুষ বলিয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি সেই স্থাবরজঙ্গমাত্মক শ্রীবৎস-লাঞ্ছিত বাসুদেবকে বিদিত নয়, লোকে তাহাকেও তামস পুরুষ বলিয়া থাকে। সেই কিরীটকৌস্তুভধারী, মিত্রগণের অভয়প্রদ, মহাত্মা বাসুদেবকে অবজ্ঞা করিলে ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হইতে হয়। সকল লোকেই এইরূপ তত্ত্বার্থ অবগত হইয়া সকল লোকেই ঈশ্বর কৃষ্ণকে নমস্কার করিবে।

১। অতীত। ২। পূজ্য।

ভগবান্ কমলযোনি দেবর্ষিগণকে এইরূপ কহিয়া সকলকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বভবনে গমন করিলেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মহর্ষি ও অসুর-সকল ব্রহ্মার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে সুরলোকে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

যেখানে কৃষ্ণ সেইখানেই জয়

মহর্ষিগণ সমবেত হইয়া এইরূপে বাসুদেবের গুণগান করিতেছিলেন। আমি তাঁহাদিগেরই মুখে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়াছি এবং জামদগ্ন্য, মার্কণ্ডেয়, ব্যাস এবং নারদও আমাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন। সকল জগতের পিতা ব্রহ্মা তাঁহার আত্মজ, সেই ত্রিলোকীনাথ অব্যয় বাসুদেবের গুণগ্রাম অবগত হইয়া এবং তাঁহার বিষয় সমস্ত শ্রবণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে সৎকার না করিবে? হে বৎস! মহাত্মা মহর্ষিগণ তোমাকে 'ধন্বী বাসুদেব ও পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না' বলিয়া বারংবার নিবারণ করিয়াছেন, কিন্তু তুমি মোহপরতন্ত্র হইয়া অনুধাবন করিতেছ না, এক্ষণে তোমাকে ক্রুররাক্ষস বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমি অজ্ঞানান্ধকারে একান্ত সমাচ্ছন্ন হইয়া আছ বলিয়া বাসুদেব ও অর্জ্জুনের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছ। দেখ, কোন্ মনুষ্য নর ও নারায়ণের দ্বেষী হইতে সমর্থ হয়? তিনি নিত্য, অব্যয়, সর্ব্বলোকময়, শাস্তা, বিধাতা, লোকপাল ও নিশ্চল। সেই চরাচরগুরু হরি এই ত্রিলোক ধারণ করিতেছেন; তিনি যোদ্ধা, জয়, জেতা, প্রকৃতি ও ঈশ্বর। তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ-বিবর্জ্জিত; অতএব যে স্থানে কৃষ্ণ, সেই স্থানেই ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়। তাঁহার মাহাত্ম্য ও আত্মযোগ দ্বারা পাণ্ডবেরা রক্ষিত হইতেছেন; সুতরাং তাঁহাদিগেরই জয়লাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যিনি পাণ্ডবগণকে সৎপরামর্শ ও সাহায্য প্রদান করেন, তিনি সতত নির্ভয়ে কালযাপন করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! তুমি যাঁহার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই শাশ্বত সর্ব্বভূতময় দেবতাই বাসুদেব নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন। স্ব স্ব লক্ষণোপেত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠিত স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা তাঁহারই সেবা ও সৎকার করিয়া থাকেন। ভগবান্ বলদেব দ্বাপরের অন্তে ও কলিযুগের আদিতে সাত্বত-বিধি[1] অবলম্বনপূর্ব্বক যাঁহাকে গান করিয়াছিলেন, সেই বিশ্বস্রষ্টা প্রতিযুগে সমস্ত সুরলোক, সত্যলোক, সমুদ্রগর্ভস্থিত পুরী[2] এবং মনুষ্যের আবাসস্থান বারংবার সৃষ্টি করিতেছেন।'

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

কৃষ্ণমাহাত্ম্য

দুর্য্যোধন কহিলেন, 'হে পিতামহ! সকল লোকে যাঁহাকে মহাভূত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে, এক্ষণে সেই বাসুদেব কোন্ স্থান হইতে পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন এবং কোথায় বা অবস্থান করিতেছেন, তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।'

ভীষ্ম কহিলেন, 'রাজন্! বাসুদেব মহাভূত ও সকল দেবতার দেবতা; তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নিরীক্ষিত হয় না। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তাঁহাকে মহৎ ও অদ্ভুত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; তিনি সমুদয় ভূত, ভূতাত্মা, মহাত্মা ও পুরুষোত্তম। সেই মহাত্মা পুরুষোত্তম পৃথিবী, জল, বায়ু ও তেজ এই সকল পদার্থ সৃষ্টি করিয়া সলিলে শয়ন করিয়াছিলেন। সেই সর্ব্বতেজোময় পুরুষ যোগবলে সলিলে শয়ন করিয়া মুখ হইতে অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু এবং মন হইতে সরস্বতী ও বেদসমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি অগ্রে দেবতা, ঋষি ও লোকসকল সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের উৎপত্তি, প্রলয় ও সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্ম, ধর্ম্মজ্ঞ, বরদ ও সর্ব্বকামদাতা, তিনি কর্ত্তা ও কার্য্য। তিনি প্রথমতঃ জগতের স্রষ্টাকে সৃষ্টি করিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয় কল্পনা করিয়াছেন; তিনি সকল ভূতের অগ্রজ সঙ্কর্ষণ ও শেষ নাগকে সৃষ্টি করিয়াছেন; সকলে এই শেষনাগকে অনন্ত বলিয়া বিদিত আছেন, উনিই পর্ব্বত ও প্রাণিগণ-সমাকীর্ণ ধরা ধারণ করিতেছেন। জ্ঞানিগণ ধ্যানযোগে ইঁহাকে অবগত হইয়া মহাতেজাঃ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বাসুদেব ও ব্রহ্মাকে[3] বিনাশ করিতে উদ্যত, স্বীয় কর্ণেন্দ্রিয়-সমুদ্ভব[4], ভয়ঙ্কর, ভীমকর্ম্মা, উগ্রবুদ্ধি-সম্পন্ন, মধু[5]

১। ভক্তিমার্গ। ২। দ্বারকা। ৩—৫। অনন্তশয্যাশায়ী বিষ্ণুর কর্ণমলজাত মধু ও কৈটভ তদীয় নাভিকমলস্থিত ব্রহ্মার বধে উদ্যত হইলে তিনি উঁহাদিগকে বিনাশ করেন। (মার্কণ্ডেয়পুরাণ)।

নামক অসুরকে সংহার করিয়াছিলেন। দেব, দানব, ও মনুষ্যেরা মধু নামক অসুরকে বিনাশ করিয়াছেন বলিয়া বাসুদেবকে মধুসূদন ও মহর্ষিরা তাঁহাকে জনার্দ্দন বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকেন। তিনি বরাহ, নৃসিংহ ও বামন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তিনি প্রাণিগণের পিতা, মাতা ও দুঃখহর; তাঁহা ভিন্ন সর্ব্বদুঃখসংহারক আর কেহ হয় নাই এবং হইবেও না। তিনি মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুযুগল হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য এবং চরণযুগল হইতে শূদ্র উৎপাদন করিয়াছেন। তপোনুষ্ঠানে নিরত হইয়া সকল দেহীর বিধাতা, ব্রহ্ম ও যোগ-স্বরূপ কেশবকে অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে অর্চ্চনা করিলে অবশ্যই মহৎফল প্রাপ্ত হয়। মহর্ষিগণ তাঁহাকে পরম তেজ ও সর্ব্বলোকপিতামহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; তাঁহাকে আচার্য্য, পিতা ও গুরু বলিয়া অবগত হইবে। কৃষ্ণ যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন, তিনি অক্ষয় লোক-সকল জয় করিয়া থাকেন। যিনি শঙ্কা উপস্থিত হইলে কেশবের শরণাপন্ন হয়েন এবং যিনি এই বিষয় পাঠ করেন, তাঁহার মঙ্গল ও সুখলাভ হয়। কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলে মানবগণ কদাচ মুগ্ধ হয় না। হে মহারাজ! কেশব ভীত ব্যক্তিদিগকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করিয়া থাকেন, ইহা সম্যক্ অবগত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন।'

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়

ব্রহ্মা-কৃত বাসুদেব-স্তব

ভীষ্ম কহিলেন, 'হে রাজন্! এক্ষণে ভগবান্ কমলযোনি যেরূপে বাসুদেবের স্তব করিয়াছিলেন এবং যাহা ভূমণ্ডলে ব্রহ্মর্ষি ও দেবগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। ভগবান্ নারদ বাসুদেবকে সাধ্য ও দেবগণের প্রভু, দেবদেবেশ্বর, লোকভাবন ও ভাবজ্ঞ[১] বলিয়া কীর্ত্তন করেন। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তাঁহাকে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, যজ্ঞের যজ্ঞ[২] ও নারায়ণের চক্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহামুনি বাদরায়ণি কহিয়াছেন, 'হে ভগবন্! তুমি ভূতগণের দেবদেব। পূর্ব্বপণ্ডিতেরা প্রজাসৃষ্টিবিষয়ে তোমাকে প্রজাপতি দক্ষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। মহর্ষি অঙ্গিরা তাঁহাকে সর্ব্বভূতস্রষ্টা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মহর্ষি দেবল কহিয়াছেন, হে দেব! অব্যক্ত বিষয়[১] তোমার শরীর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে; ব্যক্ত বিষয়[২] তোমার মনে অবস্থান করিতেছে। দেবগণ তোমার বাক্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। হে নাথ! তোমার মস্তক দ্বারা নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়াছে; বাহুযুগল ধরাতল ধারণ করিতেছে এবং জঠরমধ্যে ভুবনত্রয় অবস্থিত আছে। তুমি সনাতন পুরুষ; মনুষ্যেরা তপঃপ্রভাবে তোমাকে দেবতা বলিয়া বিদিত হইয়া থাকে। তুমি আত্মদর্শনতৃপ্ত মহর্ষি ও উদার-প্রকৃতি-সম্পন্ন সমরে অপরাঙ্মুখ রাজর্ষিগণের একমাত্র গতি। এই বলিয়া সনৎকুমার প্রভৃতি যোগীরা প্রতিনিয়ত তোমার অর্চ্চনা ও স্তব করিয়া থাকেন।

হে বৎস! আমি সংক্ষেপে ও সবিস্তর ভগবান্ বাসুদেবের বিষয় স্বরূপতঃ কীর্ত্তন করিলাম; তুমি এক্ষণে তাঁহার প্রতি প্রীত[৩] হও'।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্! রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মের নিকট এই পবিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া মনে মনে কেশব ও পাণ্ডবদিগকে বহুমান[৪] করিলেন। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, 'বৎস! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি অর্জ্জুন ও কেশবের সেই মাহাত্ম্য এবং যে নিমিত্ত তাঁহারা মনুষ্যমধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন ও যে কারণে কেহ তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিলাম; আর মহাত্মা পাণ্ডবগণ যে নিমিত্ত অবধ্য হইয়াছেন, তাহাও শ্রবণ করিলে। হে মহারাজ! বাসুদেব পাণ্ডবগণের প্রতি একান্ত প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন; অতএব আমি তোমাকে বারংবার কহিতেছি, তুমি এক্ষণে তাঁহাদের সহিত শান্তিসংস্থাপন করিয়া মহাবলপরাক্রান্ত ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে রাজ্য ভোগ কর। তুমি নর ও নারায়ণকে অবজ্ঞা করিলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।'

এই বলিয়া ভীষ্ম তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে বিদায় করিলেন। দুর্য্যোধনও তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক শিবিরে প্রবেশ ও দুগ্ধফেননিভ ধবল শয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রিকাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।"

১। অন্তর্য্যামী। ২। পূজ্য—যজ্ঞেশ্বর।

১। ত্রিগুণান্বিত ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব। ২। গুণাতীত নারায়ণ। ৩। অনুরাগযুক্ত হও। ৪। বহু সম্মান—মনে মনে পূজা।

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়

পঞ্চম-দিবসীয় যুদ্ধ—ব্যূহরচনা

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর শর্ব্বরী প্রভাত ও দিবাকর উদিত হইলে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ সমরক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইল। পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা সমবেত, নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও জিগীষাপরবশ হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকনপূর্ব্বক যুদ্ধে ধাবমান হইলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আপনার কুমন্ত্রণানুসারে মকরব্যূহ[১] রচনা করিয়া প্রহৃষ্টমনে নানাপ্রকার অস্ত্র ও বর্ম্ম ধারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীষ্ম সেই মকরব্যূহের চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পাণ্ডবেরাও নিয়মানুসারে ব্যূহ রচনা করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ধ্বজসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া নির্গত হইলে রথী, পদাতি, হস্তী ও হস্তিপক সকল যথাস্থানে অবস্থিত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগকে সংগ্রামে উদ্যত নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত দুর্ভেদ্য শ্যেনব্যূহ[২] রচনা করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন সেই ব্যূহের মুখে, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন নেত্রদ্বয়ে, সত্যবিক্রম সাত্যকি শিরোভাগে এবং পার্থ গম্ভীর শরাসন বিকম্পিত করিয়া গ্রীবাদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাত্মা দ্রুপদ আত্মজের সহিত এবং অক্ষৌহিণী সেনাসমভিব্যাহারে উহার বামপক্ষ, কৈকেয় তাহার দক্ষিণপক্ষ এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, অভিমন্যু ও স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, নকুল এবং সহদেবের সহিত উহার পৃষ্ঠ রক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ভীম সম্মুখ দ্বার দিয়া মকরব্যূহে প্রবেশপূর্ব্বক ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া শরজালে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ভীষ্ম পাণ্ডবগণের ব্যূহিত সৈন্য বিমোহিত করিয়া মহাস্ত্রজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন স্বীয় সৈন্যগণকে বিমোহিত দেখিয়া সত্বর শর দ্বারা ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন এবং ভীষ্মপ্রযুক্ত অস্ত্র নিরস্ত করিয়া হৃষ্টচিত্তে স্বীয় সৈন্যগণের সহিত রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন ভয়ঙ্কর সৈন্য সংহার ও ভ্রাতৃবধ চিন্তা করিয়া অবিলম্বে দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, 'হে আচার্য্য! আপনি নিরন্তর আমার হিতাভিলাষ করিয়া থাকেন। হীনবল পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, আমরা পিতামহ ভীষ্ম ও আপনাকে আশ্রয় করিয়া অমরগণকে পরাজয় করিতে বাসনা করি; এক্ষণে যাহাতে পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হয়, তাহার চেষ্টা করুন; আপনার মঙ্গল হইবে।' তখন দ্রোণাচার্য্য সাত্যকির সমক্ষে পাণ্ডবগণের সৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন; সাত্যকিও দ্রোণাচার্য্যকে তৎক্ষণাৎ নিবারণ করিলেন। এইরূপে উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল; প্রবলপ্রতাপশালী দ্রোণ দশটি বাণ দ্বারা সাত্যকির জত্রুদেশ অনায়াসে বিদ্ধ করিলেন। ইত্যবসরে ভীমসেন ক্রোধভরে তাঁহার হস্ত হইতে সাত্যকিকে রক্ষা করিয়া শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন আচার্য্য দ্রোণ, ভীষ্ম ও শল্য নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরজাল দ্বারা ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর আত্মজগণ নিশিত শরনিকর দ্বারা ঐ সমস্ত উদ্যতায়ুধ বীরদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে শিখণ্ডী মহাবল-পরাক্রান্ত ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যকে রোষকষায়িতলোচনে আগমন করিতে দেখিয়া প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং জলধরের ন্যায় গভীরনিস্বন সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ করিয়া দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করিয়া অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন ভরতপিতামহ ভীষ্ম শিখণ্ডীকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার স্ত্রীত্ব স্মরণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। ইত্যবসরে দ্রোণাচার্য্য মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত শিখণ্ডীর প্রতি ধাবমান হইলেন। শিখণ্ডী যুগান্তকালীন অনলের ন্যায় নিতান্ত সমুজ্জ্বল দ্রোণাচার্য্যকে প্রাপ্ত হইয়া ভীত-মনে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন যশোলাভ-বাসনায় বিপুল বল-সমুদয়ের সহিত ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন, পাণ্ডবগণও জয়লাভার্থ একান্ত অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া—ধনঞ্জয়কে পুরস্কৃত করিয়া ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিলেন। যেমন দানবদিগের সহিত দেবগণের যুদ্ধ হইয়াছিল,

১। মকরব্যূহে সৈন্যগণের অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগ বিপুল এবং মধ্যভাগ সূক্ষ্মরূপে রচনা করিবে। অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগে ভয় উপস্থিত হইলে এই ব্যূহ রচনা করিতে হয়। ২। শ্যেন অর্থাৎ বাজ পাখীর যেরূপ আকৃতি, তদনুসারে এই ব্যূহের সম্মুখভাগ সূক্ষ্ম, শেষভাগ অপেক্ষাকৃত কিছু স্থূল এবং দুই পার্শ্বদেশ বিস্তীর্ণ হইবে।

তদ্রূপ অসীম যশ ও জয়লাভার্থী কৌরব এবং পাণ্ডবগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।"

সপ্ততিতম অধ্যায়

উভয়পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ভীমসেন হইতে দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দিবসের পূর্ব্বাহ্ণে কৌরব ও পাণ্ডবগণের অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রণস্থল হইতে গগনতলস্পর্শী তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণের বৃংহিতধ্বনি, অশ্বের হ্রেষারব এবং ভেরী ও শঙ্খের শব্দে রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিল। মহাবল-পরাক্রান্ত সমরাভিলাষী বীরপুরুষেরা বিজয়লাভার্থী হইয়া গোষ্ঠে বৃষভের ন্যায় পরস্পরের প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নিশিত শরপ্রহারে বীরগণের মস্তকসকল অনবরত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল; বোধ হইল যেন, নভোমণ্ডল হইতে প্রস্তর-বৃষ্টি হইতেছে। পরে কনকোজ্জ্বল কুণ্ডলালঙ্কৃত উষ্ণীষধারী মস্তকসকল রণক্ষেত্রে নিপতিত রহিয়াছে নিরীক্ষিত হইতে লাগিল এবং কাহার উত্তমাঙ্গ ছিন্ন, কাহার কবচমণ্ডিত দেহ, কাহার কুণ্ডল-বিভূষিত মস্তক, কাহার অলঙ্কৃত বাহুদণ্ড এবং কাহারও বা রক্তপ্রান্তলোচনসনাথ[1] শশিসঙ্কাশ মুখমণ্ডল দ্বারা ক্ষণকালমধ্যে বসুন্ধরা পরিপূর্ণ হইল। বহুসংখ্যক গজবাজীর ছিন্নভিন্ন কলেবরে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন উভয়পক্ষীয় বীরগণের যুদ্ধ সুরাসুর যুদ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল; ধূলিজাল ঘনমণ্ডলীর ন্যায় সমুত্থিত হইল, শস্ত্র-সকল বিদ্যুতের ন্যায় স্ফুরিত হইতে লাগিল, আয়ুধধ্বনি মেঘনির্ঘোষের ন্যায় অনুভূত হইল এবং রুধিরপ্রবাহ বারিধারার ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল।

যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়গণ সেই ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রামকালে অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয়পক্ষীয় কুঞ্জরগণ বাণবৃষ্টি দ্বারা নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া চীৎকার করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইল। অতি তেজস্বী রোষাবিষ্ট ধীরপ্রকৃতি-সম্পন্ন বীরগণের তলধ্বনিপ্রভাবে কিছুই শ্রুতিগোচর হইল না; চতুর্দ্দিক্ শোণিতসমাচ্ছন্ন ও কবন্ধ-সকল সমুত্থিত হইলে অন্যান্য ভূপালগণ শত্রুবধে উদ্যত হইয়া ধাবমান হইলেন। অর্গলতুল্য ভুজযুগলসম্পন্ন বীরগণ শর, শক্তি, গদা ও খড়্গ-প্রহারে পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিলেন। কুঞ্জর-সকল শরবিদ্ধ ও নিরঙ্কুশ হইয়া ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। উভয়পক্ষীয় অশ্বগণ আরোহী বিনষ্ট হইলে দশদিকে ধাবমান হইতে লাগিল এবং কোন কোন অশ্ব এক একবার উত্থিত ও পরক্ষণেই শরাহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। হে মহারাজ! ভীষ্মের সহিত ভীমের সংগ্রাম উপস্থিত হইলে চতুর্দ্দিকে মস্তক, বাহু, কার্ম্মুক, গদা, পরিঘ, উরু, চরণ ও কেয়ূর প্রভৃতি ভূষণের রাশি পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। কোন কোন স্থলে ধাবমান অশ্ব ও বিনিবৃত্ত[1] মাতঙ্গসমূহ দৃষ্টিগোচর হইল। ক্ষত্রিয়গণ কালপ্রেরিত হইয়া গদা, অসি, প্রাস ও সন্নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। কোন কোন সমরনিপুণ বীর লৌহময় অর্গলসদৃশ বাহুযুগল দ্বারা যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় বীরগণ পাণ্ডবদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া মুষ্টি, জানু, তল ও কফোণি[2] দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ কখন পতিত, কখন পীড়িত, কখন ভূপৃষ্ঠে বিচেষ্টমান[3] হইতে লাগিলেন। এইরূপে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে আরব্ধ হইলে রথি-সকল রথচ্যুত হইয়া খড়্গ ধারণপূর্ব্বক পরস্পরকে বধ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইল। অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন বহুসংখ্যক কলিঙ্গদেশীয় বীরপুরুষে পরি-বেষ্টিত হইয়া ভীষ্মকে পুরস্কৃত করিয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি গমন করিলেন। পাণ্ডবেরাও বেগগামী যানে আরূঢ় হইয়া মহাবীর বৃকোদরকে বেষ্টন করিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন।"

১। নয়নপ্রান্ত রক্তবর্ণসমাবৃত।

১। পলায়মান। ২। কনুই। ৩। হস্তপদসঞ্চালন—ছটফট্ করা।

একসপ্ততিতম অধ্যায়

ভীষ্ম-অর্জ্জুন যুদ্ধ—বহুসৈন্য হত

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর ধনঞ্জয় ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য পার্থিবদিগকে ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিতে দেখিয়া অস্ত্র উদ্যত করিয়া ধাবমান হইলেন। তাঁহার পাঞ্চজন্যের[১] নির্ঘোষ ও তাঁহার গাণ্ডীবের টঙ্কার শ্রবণ এবং ধ্বজদণ্ড সন্দর্শন করিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইল। আমরা সিংহলাঙ্গুল-ভূষিত, বহুবর্ণ-চিত্রিত, বানর-লাঞ্ছিত, আকাশে প্রজ্বলিত পর্ব্বতের ন্যায় উত্থিত ধূমকেতুর সদৃশ তাঁহার দিব্য ধ্বজ নিরীক্ষণ করিলাম, উহা কদাচ বৃক্ষে সংলগ্ন হয় না। যোদ্ধগণ নভোমণ্ডলে মেঘমধ্যস্থ বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন সুবর্ণপৃষ্ঠ গাণ্ডীব-শরাসন সন্দর্শন করিতে লাগিল। তিনি কৌরব-সৈন্য-সংহারে প্রবৃত্ত হইলে আমরা দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহার অতি গভীর গর্জ্জন ও ঘোরতর তলশব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলাম। যেমন প্রচণ্ড বায়ু-প্রেরিত ঘোর গর্জ্জনশীল সৌদামিনীমণ্ডিত ঘনমণ্ডলী চারিদিকে বারিবর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুন চারিদিকে শরবর্ষণ করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন; কিন্তু তিনি পূর্ব্ব কি পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলেন, তাহা আমরা অস্ত্রবিমোহিত[২] হইয়া কিছুই অনুভব করিতে পারিলাম না। শ্রান্তবাহন, হতাশ্ব, হতচেতন যোদ্ধৃগণ পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া দুর্য্যোধনাদির সহিত পলায়ন করিয়া ভীষ্মের শরণাপন্ন হইলে তিনি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রথিসকল ভীত হইয়া রথ হইতে ও অশ্বারোহি-সকল অশ্ব হইতে নিপতিত হইতে লাগিল এবং পদাতিগণ ভূতলে পতিত হইল। সৈন্য-সকল অশনি-নির্ঘোষ সদৃশ গাণ্ডীবশব্দ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কলিঙ্গাধিপতি শীঘ্রগামী কাম্বোজ-দেশীয় অশ্বগণে, রক্ষাকুশল বহুসহস্র গোপবলে[৩] এবং মদ্র, সৌবীর, গান্ধার, ত্রৈগর্ত্ত ও প্রধান প্রধান কলিঙ্গদেশীয় ব্যক্তিসমূহে পরিবৃত হইলেন। মহারাজ জয়দ্রথ বহুসংখ্যক মনুষ্য ও ভূপালগণের সহিত সমবেত হইয়া দুঃশাসনকে অগ্রে করিয়া রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দশ সহস্র উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী মহারাজ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে সৌবলকে বেষ্টন করিয়া রহিল।

হে মহারাজ! অনন্তর পাণ্ডবগণ সমবেত হইয়া রথ ও বাহন-সকল বিভাগপূর্ব্বক আপনার পক্ষীয় বীরগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন সেই রণস্থলে রথ, বারণ, অশ্ব ও পদাতি দ্বারা ধূলিজাল নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়া মহামেঘের ন্যায় প্রতিভাত হইল। মহাবীর ভীষ্ম তোমর, প্রাস, নারাচ, গজ, অশ্ব ও রথভূয়িষ্ঠ[১] বলসমুদয়ে পরিবৃত হইয়া অর্জ্জুনের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। অবন্তিরাজ কাশিরাজের সহিত, সিন্ধুরাজ ভীমসেনের সহিত, অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির পুত্র ও অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে মদ্রাধিপতি শল্যের সহিত, বিকর্ণ সহদেবের সহিত ও চিত্রসেন শিখণ্ডীর সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত মিলিত হইলেন। মৎস্যগণ মহারাজ দুর্য্যোধন ও শকুনির প্রতি গমন করিল। দ্রুপদ, চেকিতান ও সাত্যকি দ্রোণাচার্য্য ও অশ্বত্থামার সহিত সমাগত হইলেন। কৃপ ও কৃতবর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন। এইরূপে চতুর্দ্দিকে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে রথ, অশ্ব ও হস্তিসকল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। মেঘশূন্য নভোমণ্ডলে বিদ্যুৎ ও সুগভীর নির্ঘোষ সহকারে উল্কা-সকল প্রাদুর্ভূত হইল। দিঙ্মণ্ডল ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত ও অনবরত কর্কর বর্ষিত হইতে লাগিল। দিবাকর সৈন্যসমুত্থিত রেণু দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া নভোমণ্ডলে অন্তর্দ্ধান হইলেন। সমরোত্থিত ধূলিজাল দ্বারা প্রাণিসকল বিমোহিত হইল। বীরবাহু-বিসৃষ্ট[২] বর্ম্মভেদী শরসমূহের শব্দ অতি তুমুল হইয়া উঠিল। নক্ষত্রমণ্ডলের ন্যায় শস্ত্রসকল বিমল-প্রভাসম্পন্ন বীরগণের বাহুদণ্ড দ্বারা উত্তোলিত হইয়া গগনতল সুপ্রকাশিত করিল। সুবর্ণজালসমলঙ্কৃত বিচিত্র গোচর্ম্ম-সকল চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতে লাগিল। শরীর ও মস্তক-সকল দিবাকরের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য, খড়্গ দ্বারা নিকৃত্ত[৩] ও চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইয়া পরিদৃশ্যমান হইল। রথের চক্র ভগ্ন, হস্ত-সমুদয় ছিন্ন ও অশ্ব-সকল বিনষ্ট হইলে মহারথ-সকল ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা ক্ষতবিক্ষত-কলেবর হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল; কোন স্থলে রথিসকল বিনষ্ট হইলে

১। শঙ্খের। ২। বহু অস্ত্রপাতে বিমূঢ়। ৩। গোপসৈন্যে।

১। রথবহুল। ২। বীরগণের হস্তক্ষিপ্ত। ৩। ছিন্ন।

রথসমূদয় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। কোন স্থলে বদ্ধযোক্ত[১] অশ্বগণ শরাহত ও ভিন্নদেহ হইয়া যুগকাষ্ঠ সকল আকর্ষণ করিতে লাগিল। কোন স্থানে মহাবেগসম্পন্ন একমাত্র শর দ্বারা রথী, সারথি ও অশ্ব বিনষ্ট হইল। উভয় সৈন্য পরস্পর মিলিত হইলে করিগণ অন্য হস্তীদিগের মদগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া নাসিকা দ্বারা সমীরণ গ্রহণ করিতে লাগিল; নারাচ-নিহত গজ-সমুদয় তোরণ ও মহামাত্রের সহিত নিপতিত হইয়া রণস্থল সমাচ্ছন্ন করিল; হস্তিপক দ্বারা পরিচালিত কতকগুলি হস্তী অন্য উৎকৃষ্ট হস্তী দ্বারা পরাজিত হইয়া আরোহীর সহিত নিপতিত হইল। কোন স্থলে করিগণ নাগরাজ সদৃশ শুণ্ড দ্বারা রথের যুগন্ধর-সকল ভগ্ন করিল এবং রথীদিগকে বৃক্ষশাখার ন্যায় কেশাকর্ষণ করিয়া চূর্ণ করিতে লাগিল। করিযূথ পরস্পর সংযুক্ত রথসমূহ আকর্ষণ করিয়া চতুর্দ্দিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। যেমন অন্যান্য করিকুল সরোবরে পরস্পর সংযুক্ত নলিনীজাল আকর্ষণ করিয়া শোভা পায়, তখন সেই সকল করিবর তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে ঐ সংগ্রামভূমি সাদী, পদাতি ও সমুন্নতধ্বজ মহারথগণ দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।"

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

ভীষ্মযুদ্ধে পাণ্ডব-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর শিখণ্ডী মৎস্যরাজ বিরাটের সহিত সমবেত হইয়া দুর্জ্জয় ভীষ্মের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ ও মহাবলপরাক্রান্ত অন্যান্য ভূপালগণের অভিমুখে গমন করিলেন। ভীমসেন অমাত্য ও বন্ধুবর্গ-সমবেত সৈন্ধব[২], মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধন, দুঃসহ ও অন্যান্য প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্য ভূপালগণের সন্নিহিত হইলেন। দুর্জ্জয় শকুনি ও তাঁহার পুত্র উলূকের নিকট গমন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া নাগবলে[৩] গমন করিলেন। যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য মাদ্রীতনয় নকুল ত্রিগর্ত্তগণের মহারথদিগের সহিত মিলিত হইলেন। সাত্যকি, চেকিতান ও অভিমন্যু শাম্ব ও কৈকয়দিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টকেতু ও রাক্ষস ঘটোৎকচ দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণের রথসৈন্যসন্নিধানে উপনীত হইলেন। সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন উগ্রকর্ম্মা দ্রোণের নিকট গমন করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে আপনার পক্ষীয় বীরগণ পাণ্ডবদিগের সহিত সমবেত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ মরীচিমালী নভোমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া অতিশয় তাপিত করিলে কৌরব ও পাণ্ডবেরা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। হেমচিত্রিত, ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিবৃত, পতাকা-সম্পন্ন রথসকল রণস্থলে সঞ্চরণ করিতে লাগিল, জিগীষাপরবশ সমবেত বীরপুরুষেরা গর্জ্জনশীল সিংহের ন্যায় তুমুল ধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন আমরা সেই নিদারুণ কুরু-সৃঞ্জয়গণের সমর সন্দর্শন করিতে লাগিলাম; চতুর্দ্দিক্ শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলে দিক্, কি বিদিক্, কি আকাশ, কি সূর্য্য, কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। বিমলাগ্রভাগ[১] শক্তির, নিক্ষিপ্ত তোমরের ও নিশিত খড়্গের নীলোৎপল তুল্য প্রভায় এবং বিচিত্র কবচের ও ভূষণের কান্তিতে আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত হইল। ভূপালগণের চন্দ্রসূর্য্যসমপ্রভাসম্পন্ন দেহে রণস্থল সুশোভিত হইয়া উঠিল। রথারূঢ় প্রধান প্রধান বীরসকল রণস্থলে উপস্থিত হইয়া নভোমণ্ডলস্থ গ্রহের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

মহাবীর ভীষ্ম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সৈন্যগণসমক্ষে ভীমসেনকে নিবারণপূর্ব্বক রুক্মপুঙ্খ, শিলাশিত[২], তৈলধৌত, সুতীক্ষ্ণ শরজাল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীম ক্রুদ্ধ আশীবিষসঙ্কাশ মহাবেগসম্পন্ন এক শক্তি ভীষ্মের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে সেই সুবর্ণদণ্ডমণ্ডিত নিতান্ত দুরাসদ শক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং নিশিত ভল্ল দ্বারা ভীমসেনের কার্ম্মুক দুই খণ্ড করিলেন। তখন সাত্যকি ভীষ্মের সন্নিহিত হইয়া আকর্ণ-সমাকৃষ্ট, সুতীক্ষ্ণ, অতি বেগশালী, বহুসংখ্যক শর দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম পরম দারুণ সুতীক্ষ্ণ শরসন্ধান করিয়া সাত্যকির রথ হইতে সারথিকে নিপাতিত করিলেন। সারথি

১। বাম দ্বারা আবদ্ধ। ২। জয়দ্রথ। ৩। গজারোহী সৈন্যমধ্যে।

১। তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ। ২। তীক্ষ্ণীকৃত—শাণ দেওয়া।

নিহত হইলে মনোমারুতগামী তুরঙ্গসমূহ ইতস্ততঃ ধাবমান হইল ; তখন সৈন্তেরা কোলাহল করিতে লাগিল ; পাণ্ডবেরা হাহাকার করিয়া উঠিলেন। 'তোমরা ধাবমান হও, অশ্বদিগকে গ্রহণ কর, বন্ধন কর', যুযুধানের রথের প্রতি এইরূপ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। এই অবসরে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম পাণ্ডবসেনা সংহার করিলেন, সোমক ও পাঞ্চাল সেনা-সকল দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল এবং পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি ভূপালবর্গের সহিত দুর্য্যোধন-সেনা বিনাশ করিবার নিমিত্ত ভীষ্মের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় বীরেরাও তাঁহাদিগের প্রতি বেগে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।"

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

অশ্বত্থামার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্। অনন্তর বিরাট তিনটি বাণ দ্বারা ভীষ্মকে এবং আর তিনটি বাণ দ্বারা তাঁহার অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলে ক্ষিপ্রহস্ত মহাবল-পরাক্রান্ত ভীষ্ম সুবর্ণপুঙ্খসম্পন্ন দশ শরে বিরাটকে বিদ্ধ করিলেন। দৃঢ়হস্ত অশ্বত্থামা দশ বাণে অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলে অর্জ্জুন তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া সুতীক্ষ্ণ পাঁচ বাণে তাঁহাকে আহত করিলেন। অশ্বত্থামা অর্জ্জুনকৃত কার্ম্মুকচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক নবতি শরে অর্জ্জুনকে ও সপ্ততি শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিলে অর্জ্জুন ক্রোধে রক্তলোচন হইয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস সহকারে বারংবার চিন্তা করিয়া বাম-কর দ্বারা গাণ্ডীব-শরাসন ধারণপূর্ব্বক শাণিত জীবান্তকর অতি ভয়ঙ্কর শরসমূহে অশ্বত্থামাকে অনবরত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের শরজাল অশ্বত্থামার বর্ম্ম ভেদ করিয়া শোণিত পান করিল ; কিন্তু তিনি কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিহ্বল না হইয়াই অর্জ্জুনের প্রতি শর পরিত্যাগ ও ভীষ্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সমরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি যে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কৌরবগণ তাঁহার এই মহৎকার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দ্রোণাচার্য্য হইতে প্রয়োগ-সংহারের সহিত দুর্লভ অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন ; এক্ষণে লোকের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চারপূর্ব্বক প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 'ইনি আমার আচার্য্যের প্রিয়পুত্র ও আমার পূজনীয়, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ', শত্রুতাপন অর্জ্জুন এইরূপ বিবেচনা করিয়া অশ্বত্থামাকে কৃপাপ্রদর্শনপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া সত্বর কৌরব-সেনা সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভীম-দুর্য্যোধন যুদ্ধ

মহারাজ দুর্য্যোধন সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশিত দশ শরে মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনকে নিতান্ত ব্যথিত করিলেন। ভীমও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রাণান্তকর বিচিত্র কার্ম্মুক ও নিশিত শর-সকল গ্রহণ করিলেন এবং অবিচলিতচিত্তে মহাবেগশালী ও তেজঃসম্পন্ন শরনিকরে কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। তখন তাঁহার বক্ষঃস্থলে কাঞ্চনসূত্রগ্রথিত[১] মণি শরজালে পরিবৃত হইয়া গ্রহগণপরিবেষ্টিত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যেমন মাতঙ্গ তলশব্দ সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ দুর্য্যোধন মাতঙ্গের ন্যায় ভীমসেনের তলশব্দ সহ্য করিতে অসমর্থ ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্যগণকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত শিলাশিত শরজাল দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে সেই দেবতুল্য বীরদ্বয় পরস্পর ক্ষতবিক্ষতকলেবর হইয়া শোভমান হইতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবরাজতুল্য অভিমন্যু নিশিত শরজালে চিত্রসেনকে, সাত বাণে পুরুমিত্রকে এবং অন্য সাত শরে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিয়া যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে আমাদের মনে সাতিশয় ক্লেশসঞ্চার হইল। পরে চিত্রসেন দশ শরে, সত্যব্রত নয় শরে এবং পুরুমিত্র সাত শরে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলে তাঁহার কলেবর হইতে রুধিরক্ষরণ হইতে লাগিল। তখন তিনি চিত্রসেনের শত্রুবারণ বিচিত্র শরাসন ছেদন এবং তাঁহার বর্ম্ম ভেদ করিয়া বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। আপনার পক্ষীয় বীর ও মহারথ রাজকুমার সকল রোষাবিষ্ট

১। সরু সোণার হার।

ও সমবেত হইয়া শাণিত শর-নিকর দ্বারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরমাস্ত্র-বেত্তা অভিমন্যুও তাঁহাদিগকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অভিমন্যু-লক্ষ্মণ যুদ্ধ

অনন্তর দুর্য্যোধন প্রভৃতি মহাবীর সকল অভিমন্যুর এই অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিলেন। যেমন গ্রীষ্মকালে প্রবল হুতাশন তৃণ সকল দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ, অভিমন্যু কৌরব-সেনা বিনাশ করিয়া শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ অভিমন্যুর এইরূপ কার্য্য নয়নগোচর করিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন; অভিমন্যু নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ছয় বাণে শুভলক্ষণসম্পন্ন তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন; লক্ষ্মণও শাণিত শরনিকর দ্বারা সৌভদ্রকে[১] বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের যুদ্ধ অতি অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অভিমন্যু লক্ষ্মণের চারি অশ্ব ও সারথিকে সংহার করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। লক্ষ্মণ সেই হতাশ্ব[২] রথে অবস্থান করিয়াই অভিমন্যু-রথোপরি এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। অভিমন্যু তীক্ষ্ণ শর দ্বারা সেই ঘোররূপ অজগরসদৃশ দুরাসদ শক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন কৃপাচার্য্য সর্ব্বসৈন্য সমক্ষে লক্ষ্মণকে স্বরথে আরোপিত করিয়া রণস্থল হইতে লইয়া গেলেন। এইরূপে সেই সমর ভীষণ হইয়া উঠিলে বীরপুরুষেরা পরস্পর সংহারে উদ্যত হইয়া ধাবমান হইলেন। আপনার পক্ষীয় মহারথ-সকল জীবিতাশা বিসর্জ্জন করিয়া পরস্পরের প্রাণনাশ করিতে লাগিলেন। সৃঞ্জয়গণ বিমুক্ত-কেশপাশ[৩], শূন্যকবচ, ছিন্নকার্ম্মুক[৪] ও বিরথ হইয়া কৌরবদিগের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত ভীষ্ম দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করিয়া ক্রোধভরে পাণ্ডবদিগের সৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন। তখন নিহত আরোহী, গজ, অশ্ব, মনুষ্য, রথী ও সাদিসকল নিপতিত হইলে সমরভূমি সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল।"

১। অভিমন্যুকে। ২। বিনষ্ট অশ্ব। ৩। আলুলায়িত কেশ। ৪। ছিন্ন ধনু।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়

সাত্যকি-ভূরিশ্রবার যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর সমর-প্রিয় সাত্যকি ভারসহ[১] শরাসন আকর্ষণ করিয়া পাণিলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক পুঙ্খসংযুক্ত আশীবিষসদৃশ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি কখন কার্ম্মুক আস্ফালন, কখন শরপ্রয়োগ, কখন অন্য শরগ্রহণ ও সন্ধান, কখন বা উহা নিক্ষেপ করিয়া শত্রু বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার রূপ বর্ষণশীল জলধরের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন সাত্যকিকে স্বীয় সৈন্য-সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার অভিমুখে দশ সহস্র রথী প্রেরণ করিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি দিব্যাস্ত্রজাল প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি দারুণ কার্য্য সমাধান করিয়া ভূরিশ্রবাকে আক্রমণ করিলেন। ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে কৌরব-সেনাগণ নিহত করিতে দেখিয়া ইতিপূর্ব্বে ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া-ছিলেন, এক্ষণে ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ কার্ম্মুক আস্ফালন করিয়া পাণিলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক আশীবিষসদৃশ বজ্রসঙ্কাশ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকির অনুযায়ী বীর সকল সেই মৃত্যুসম-স্পর্শ[২] শরনিকর সহ্য করিতে না পারিয়া সাত্যকিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সমন্তাৎ ধাবমান হইল।

অনন্তর সাত্যকির মহারথ দশ পুত্র বিচিত্র বর্ম্ম, ধ্বজ ও আয়ুধে শোভিত হইয়া মহারথ ভূরিশ্রবার নিকট গমনপূর্ব্বক ক্রোধভরে কহিলেন, 'হে কৌরব-দায়াদ! এস, তুমি আমাদের এক এক জন বা এককালে সকলের সহিত যুদ্ধ কর। হয় তুমি আমা-দিগকে পরাজিত করিয়া যশস্বী হইবে, না হয়, আমরা তোমাকে পরাজিত করিয়া প্রীতি লাভ করিব।' তখন ভূরিশ্রবা কহিলেন, 'হে বীরগণ! তোমরা আস্ফালন করিয়া যে কথা কহিতেছ, তাহা উত্তম; এক্ষণে তোমরা সমবেত হইয়া পরম যত্নসহকারে যুদ্ধ কর, আমি তোমাদিগকে বিনাশ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।' অনন্তর বীরগণ ভূরিশ্রবার প্রতি অনবরত শরপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ভূরিশ্রবা

১। আকর্ষণসহিষ্ণু—পূর্ণ আকর্ষণেও যাহা ভগ্ন হয় না। ২। যমসদৃশ।

একাকী হইয়াও সমবেত বহু বীরের সহিত অপরাহ্ণে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। যেমন বর্ষাকালীন জলদজাল মহাশৈলের উপর বারিবর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বীরগণ সেই একমাত্র ভূরিশ্রবার উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ভূরিশ্রবা যমদণ্ড তুল্য অশনি-নির্ঘোষ সদৃশ শব্দায়মান শর-সকল উপস্থিত হইতে না হইতেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বীরগণ তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া বিনাশ করিবার উপক্রম করিবামাত্র ভূরিশ্রবা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বহুবিধ শর দ্বারা শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিনাশ করিলেন। তখন তাঁহারা বজ্রভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। বীরবর সাত্যকি পুত্রগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূরিশ্রবার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন উভয়ে রথ দ্বারা উভয়ের রথ নিপীড়িত, ভগ্ন ও অশ্ব-সকল বিনষ্ট করিতে লাগিলেন; পরে বিরথ হইয়া খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তাঁহাদিগের এক অনির্ব্বচনীয় শোভা সমুদ্ভূত হইল। এই অবসরে ভীমসেন সত্বর তথায় আগমন করিয়া নিস্ত্রিংশধারী সাত্যকিকে স্বরথে আরোপিত করিলেন। এ দিকে মহারাজ দুর্য্যোধনও সকল ধনুর্দ্ধারীদিগের সমক্ষে ভূরিশ্রবাকে আপনার রথে আরোহণ করাইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহারথ ভীষ্মের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ মরীচিমালী লোহিতবর্ণ ধারণ করিলেও অর্জ্জুন সত্বর হইয়া পঞ্চবিংশতি সহস্র মহারথকে বিনষ্ট করিলেন। যেমন পতঙ্গেরা অনলশয্যায় নিপতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ ঐ সমস্ত মহারথগণ অর্জ্জুন-বিনাশার্থ রাজা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনসন্নিধানে গমন করিবামাত্র বিনষ্ট হইলেন। তখন মৎস্য ও কেকয়গণ সপুত্র মহারথ পার্থকে বেষ্টন করিয়া রহিলেন। এ দিকে দিবাকর তিরোহিত হইলেন; সৈন্য-সকল অন্ধকারে আবৃত হইয়া ভ্রান্ত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর ভীষ্ম অবহার করিলেন। বাহন-সকল একান্ত ভীত হইয়া স্ব স্ব আবাসে গমন করিল। পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও কৌরবগণ স্ব স্ব শিবিরে প্রতিগমন করিলেন।”

—

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়

ষষ্ঠ-দিবসীয় যুদ্ধ—ব্যূহরচনা

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর কৌরব ও পাণ্ডবগণ রজনী প্রভাত হইবামাত্র পুনরায় যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। রথসমুদয় যোজিত, হস্তি-সকল সুসজ্জিত এবং পদাতি ও অশ্ব-সমুদয় বর্ম্মিত ও উভয় পক্ষে ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল এবং চতুর্দ্দিকে শঙ্খ ও দুন্দুভির ধ্বনি হইতে লাগিল। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, ‘হে মহাবাহো! অবিলম্বে অরাতিকুল-হৃদয়-তাপন মকর-ব্যূহ প্রস্তুত কর।’

মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া সমুদয় রথিগণকে উক্ত ব্যূহের যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইতে আদেশ করিলেন। মহারাজ দ্রুপদ ও ধনঞ্জয় ঐ ব্যূহের মস্তক, নকুল ও সহদেব উহার চক্ষু ও মহাবল ভীমসেন উহার মুখ হইলেন। মহাবীর অভিমন্যু, দ্রৌপদীতনয়গণ, রাক্ষস ঘটোৎকচ, সাত্যকি ও ধর্ম্মরাজ ঐ ব্যূহের গ্রীবায়, বাহিনীপতি বিরাট ও ধৃষ্টদ্যুম্ন বহুসংখ্যক সৈন্য-সমভিব্যাহারে উহার পৃষ্ঠে, কেকয়েরা পঞ্চ ভ্রাতা উহার বামপার্শ্বে, নরশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টকেতু ও চেকিতান উহার দক্ষিণ-পার্শ্বে, মহারথ কুন্তিরাজ শতানীক অসংখ্য সৈন্য-সমভিব্যাহারে উহার পাদদ্বয়ে এবং সোমক-সমবেত শিখণ্ডী ও ইরাবান্ উহার পুচ্ছে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! যুদ্ধার্থী বর্ম্মিতকলেবর পাণ্ডবগণ সূর্য্যোদয়সময়ে সেই মহাব্যূহ ব্যূহিত এবং ধ্বজ, ছত্র ও নির্ম্মল নিশিত শস্ত্র-সমুদয় উন্নত করিয়া প্রভূত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণের সহিত কৌরবগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর শান্তনুতনয় পাণ্ডবসৈন্যগণকে ব্যূহিত দেখিয়া কৌরব-সৈন্যগণকে ক্রৌঞ্চ-ব্যূহে ব্যূহিত করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য সেই ব্যূহের তুণ্ডে, অশ্বত্থামা উহার নয়নদ্বয়ে, সর্ব্বধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর কৃতবর্ম্মা কম্বোজ ও বাহ্লীকগণ-সমভিব্যাহারে উহার মস্তকে, মহাবীর শূরসেন ও দুর্য্যোধন বহুসংখ্যক ভূপতি সমভিব্যাহারে উহার গ্রীবায়, প্রাগ্‌-জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত মদ্র, সৌবীর ও কেকয়দেশীয় অসংখ্য সেনা-সমভিব্যাহারে উহার বক্ষঃস্থলে,

প্রস্থলাধিপতি সুষেণ স্বীয় সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে উহার বামপক্ষে; তুষার, যবন, শক ও চুলিকগণ উহার দক্ষিণপক্ষে এবং শ্রুতায়ু ও সোমদত্তি পরস্পরকে রক্ষা করিয়া উহার জঘনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পরে পাণ্ডবগণ কৌরবদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, উভয় পক্ষে ঘোরতর সমর হইতে লাগিল। নাগ-সমুদয় রথীদিগের প্রতি, রথিগণ নাগসকলের প্রতি ও গজারোহীদিগের প্রতি, অশ্বগণ অশ্বারোহিগণের প্রতি, অশ্বারোহিগণ রথি-সকলের, অশ্বসকলের ও হস্তি-সকলের প্রতি এবং গজারোহিগণ অশ্বারোহীদিগের প্রতি ধাবমান হইল। পদাতিগণ-সমবেত রথী ও অশ্বারোহিগণ পরস্পর আক্রমণ করিতে লাগিল। পাণ্ডবসেনা ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়া নক্ষত্রমণ্ডলবিভূষিত যামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কৌরবসেনাও ভীষ্ম, দ্রোণ, শল্য এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া গ্রহমণ্ডলাবৃত আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

দ্রোণ-ভীম যুদ্ধ

তখন পরাক্রমশালী বৃকোদর দ্রোণাচার্য্যকে অবলোকন করিয়া মহাবেগগামী অশ্বসংযুক্ত রথে আরো-হরণপূর্ব্বক তাঁহার সেনাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর দ্রোণ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমের মর্ম্মস্থল লক্ষ্য করিয়া নয় বাণ নিক্ষেপ করিলে মহাবল ভীমসেন নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার সারথিকে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য স্বয়ং অশ্বগণকে ধারণ করিয়া পাবকের তুলারাশি-দহনের ন্যায় পাণ্ডবসৈন্যগণকে নিধন করিতে লাগিলেন। সৃঞ্জয় ও কেকয়গণ দ্রোণ ও ভীষ্ম কর্ত্তৃক দৃঢ়তর আহত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কৌরব-সৈন্যগণও ভীমার্জ্জুনবাণে পরিক্ষীণ হইয়া মদমত্ত বারাঙ্গনার ন্যায় মোহ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই উভয়পক্ষীয় সৈন্য-গণকেই একস্থানে অবস্থান করিয়া সংগ্রাম করিতে দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল। হে! মহারাজ! এইরূপে পাণ্ডব ও কৌরবগণ পরস্পরের প্রতি অস্ত্রসন্ধানপূর্ব্বক ঘোরতর সমর করিতে লাগিলেন।"

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়

স্বপক্ষ-সৈন্যনাশে ধৃতরাষ্ট্রের ক্ষোভ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমাদের সৈন্য বহুসংখ্যক, বহুগুণান্বিত ও উৎকৃষ্ট ব্যূহও যথাশাস্ত্র বিনির্ম্মিত ও অভেদ্য। আমাদিগের সৈন্যগণ প্রগল্‌ভ, আমাদের প্রতি অনুরক্ত, ব্যসনশূন্য ও দৃঢ়বিক্রম। উহাদের মধ্যে কেহই অতিবৃদ্ধ বা বালক, অতিকৃশ ও অতিপীবর[১] নহে; সকলেই দৃঢ়গাত্র, বর্ম্মিত, বহুশস্ত্রজ্ঞ, অসিযুদ্ধে ও গদাযুদ্ধে পারদর্শী; প্রাস, ঋষ্টি, তোমর, পরিঘ, ভিন্দিপাল, শক্তি ও মুষলে সুশিক্ষিত; সমুদয় শস্ত্রগ্রহণ-বিদ্যায় সুনিপুণ এবং আরোহণ[২], সরণ[৩], বিরল[৪], প্লুত, সম্যক্ প্রহার, যান ও ব্যাপযানে[৫] বিশেষ পারগ। আমরা উহাদের নাগ, অশ্ব ও রথগমনে পরীক্ষা করিয়াই বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়াছি; তাহারা গোষ্ঠী[৬], উপকার, সম্বন্ধ, সৌহার্দ্দ বা কুলমর্য্যাদা নিবন্ধন নিযুক্ত হয় নাই। উহারা আর্য্যবংশোদ্ভব ও সমৃদ্ধ; উহারা সতত পরিতোষিত ও সৎকৃত হইয়া থাকে। উহারা সকলেই সাতিশয় উপকারী, যশস্বী, মুখ্য কর্ম্মা, সজ্ব, লোকপালসদৃশ, লোকবিশ্রুত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পালিত, লোকসম্মত, স্বেচ্ছানুসারে আমাদের সমীপে সমাগত এবং সানুচর সকল ক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত। ঐ পরিপূর্ণ মহোদধি-তুল্য প্রভূত সৈন্য রথ, রাজমাতঙ্গসদৃশ মাতঙ্গগণে সংবৃত; গদা, শক্তি, প্রাস প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও ধাবমান বাহনগণে সমাকুল; বিবিধ ধ্বজ, ভূষণ ও রত্নে সুশোভিত; সাগরসদৃশ গর্জ্জমান এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, দুঃশাসন, জয়দ্রথ, ভগদত্ত, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা, শকুনি, বাহ্লীক প্রভৃতি মহাত্মা বলবান্ বীরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত।

হে সঞ্জয়! আমাদের পক্ষীয় সৈন্যগণ ঈদৃশ হইয়াও পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইল, ইহা কেবল জন্মান্তরীণ অদৃষ্টের ফল। কি মহাভাগ পুরাতন ঋষিগণ, কি মানবগণ, কেহই ঈদৃশ উদ্‌যোগ দর্শন করেন নাই। আমাদের এতাদৃশ বল-সমুদয় যে সংগ্রামে অনায়াসে নিহত হইতেছে, কেবল অদৃষ্টই

১। অতিস্থূল। ২। হস্তী-অশ্বাদিতে উঠা ও তাহা হইতে নামা। ৩। নিঃসরণ—বাহির হইয়া আসা। ৪। সৈন্যমধ্যে গা-ঢাকা দেওয়া। ৫। যানের বিপরীত গতি সম্পাদনে। ৬। সামাজিক সম্পর্ক।

তাহার কারণ। হে সঞ্জয়! এক্ষণে আমার সমুদয় বিষয় বিপরীত বলিয়া বোধ হইতেছে। মহাত্মা বিদুর পূর্ব্বে এই বিপদের কথা বলিয়াছিলেন; দুরাত্মা দুর্য্যোধন তাঁহার বাক্য গ্রহণ করে নাই। সেই সর্ব্বজ্ঞ ক্ষত্তা পূর্ব্বে যাহা বুঝিতে পারিয়া আমাদিগকে কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তৎসমুদয়ই ঘটিতেছে; অথবা বিধাতা যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, কদাপি তাহার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই।"

—

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়

ভীমের কৌরব-আক্রমণ—বহু বীর বিনাশ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনি আপনার দোষেই এই মহাবিপদে নিপতিত হইয়াছেন। আপনি যে সমুদয় ধর্ম্মসঙ্কট[১] বুঝিতে পারিয়াছিলেন, দুর্য্যোধন তাহা অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই। হে ভূপাল! পূর্ব্বে আপনার দোষে দ্যূতক্রীড়া হইয়াছিল; এক্ষণেও আপনার দোষে এই সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনিই অধুনা স্বীয় পাপানুষ্ঠানের ফলভোগ করুন। লোকে স্বয়ং কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ইহলোকে হউক আর পরলোকেই হউক, স্বয়ংই তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে। যাহা হউক, আপনি এই ব্যসনসময়ে স্থিরচিত্ত হইয়া যুদ্ধের বিষয় আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করুন।

মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন নিশিত শরনিকর দ্বারা ভীষ্মরক্ষিত মহাসৈন্য ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দুঃশাসন, দুর্বিসহ, দুঃসহ, দুর্ম্মদ, জয়, জয়ৎসেন, বিকর্ণ, চিত্রসেন, সুদর্শন, চারুচিত্র, সুবর্ম্মা, দুষ্কর্ণ ও কর্ণ প্রভৃতি মহারথ দুর্য্যোধনানুজগণকে অবলোকন করিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। দুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণ ভীমসেনকে অবলোকন করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃগণ! আমরা সকলে ইহার জীবন সংহার করিব।" দুর্য্যোধনের অনুজগণ এইরূপ স্থির করিয়া ভীমসেনকে পরিবৃত করিলে মহাবীর বৃকোদর ক্রূর মহাগ্রহসমুদয়ে পরিবৃত প্রলয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় শোভমান হইলেন। ঐ মহাবীর ব্যূহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেবাসুরযুদ্ধে দানবদলসম্মুখীন পুরন্দরের ন্যায় নির্ভীক্ চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তখন সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিত সহস্র রথী ঘোরতর শরনিকর সমুদ্যত করিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক্ আবৃত করিল। মহাবীর ভীমসেন মহারাজের পুত্রগণকে লক্ষ্য না করিয়া কৌরবদিগের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। পরিশেষে আপনার পুত্রগণ তাঁহাকে রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন বুঝিতে পারিয়া তত্রত্য সমস্ত যোদ্ধৃগণকে সংহার করিবার বাসনায় গদাহস্তে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক কৌরবসৈন্যকে নিধন করিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্নের ভীম-সাহায্য

এইরূপে মহাবীর বৃকোদর কৌরব-সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন সহসা দ্রোণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক শকুনির অভিমুখে এবং মহতী কৌরব-সেনা নিবারণপূর্ব্বক ভীমসেনের শূন্যরথসমীপে গমন করিয়া তাঁহার সারথি বিশোককে অবলোকন করিয়া দুঃখিতচিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বাষ্পগদ্গদবচনে কহিলেন, 'সূত! আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর ভীমসেন কোথায়?' তখন ভীমসারথি বিশোক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, 'মহাশয়! মহাবল-পরাক্রান্ত মহাবাহু আমাকে এই স্থানে রাখিয়া একাকী কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। গমনকালে আমাকে কহিয়া গিয়াছেন,—'হে বিশোক! তুমি অশ্বগণকে স্থগিত করিয়া ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক আমার আগমন প্রতীক্ষা কর; কৌরবগণ আমাকে নিধন করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে; অতএব আমি মুহূর্ত্তমধ্যেই উহাদিগকে সংহার করিয়া আসিতেছি।' হে মহাশয়! ভীমসেন এই কথা বলিয়া গদা-হস্তে কৌরব-সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলে তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া কোলাহল করিতে লাগিল। তখন মহাবীর বৃকোদর সেই কৌরবগণের মহাব্যূহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।'

দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন বিশোকের বাক্যশ্রবণানন্তর তাহাকে বলিলেন, 'হে সূত! রণস্থলে ভীমসেনকে পরিত্যাগ ও পাণ্ডবগণের সহিত স্নেহভাব পরিহার করিয়া আমার জীবনধারণের প্রয়োজন কি? ভীম ও

১। ধর্ম্মসম্পর্কিত বিপদ।

আমি একত্র কৌরবগণ-সমভিব্যাহারে সংগ্রাম করিতেছিলাম ; এক্ষণে যদি আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করি, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়গণ আমাকে কি বলিবেন? দেখ, যে ব্যক্তি আপনার সহায়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে গৃহে গমন করে, ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার অমঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন আমার সখা, আত্মীয় ও ভক্ত ; আমিও তাঁহাকে অসাধারণ ভক্তি করিয়া থাকি ; অতএব মহাবীর বৃকোদর যে স্থানে গমন করিয়াছেন, আমিও অবিলম্বে তথায় গমন করিয়া, সুররাজ পুরন্দর যেমন দানবগণকে নিধন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণকে তোমার সমক্ষে সংহার করিব।'

হে মহারাজ! মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এই বলিয়া গদা-প্রমথিত[1] গজযূথে চিহ্নিত পথ অবলম্বনপূর্ব্বক ভীম-সেনের সমীপে গমন করিয়া দেখিলেন, মহাবীর বৃকোদর শত্রুসৈন্যগণকে নিধনপূর্ব্বক ভূপগণকে বৃক্ষ-সমুদয়ের ন্যায় ভগ্ন করিতেছেন। এ দিকে রথী, অশ্বারোহী, পদাতি ও হস্তিপগণ বিচিত্রযোধী ভীমসেনের ভীষণ আঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল ; এইরূপে কৌরব সৈন্য-মধ্যে হাহাকার সমুত্থিত হইল। তখন অস্ত্রবিদ্যায় সুনিপুণ বীরগণ নির্ভয়চিত্তে ভীমসেনকে পরিবেষ্টিত করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার উপর শরনিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভয়ঙ্কর সৈন্য সমুদয় একত্র হইয়া অস্ত্রবিদ্গণের অগ্রগণ্য মহাবীর ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইয়াছে দেখিয়া মহাবল-পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্বর সেই শর-বিক্ষতাঙ্গ[2] পদাতি, ক্রোধবিষোদ্গারী[3] পাণ্ডুতনয়কে সমাশ্বাসিত করিয়া তাঁহার মধ্যবর্ত্তী হইলেন এবং তাঁহাকে স্বীয় রথে আরোপণপূর্ব্বক নিঃশল্য[4] করিয়া শত্রুগণ সমক্ষে গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন সহসা সেই সংগ্রামস্থলে স্বীয় ভ্রাতৃগণ-সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'হে কৌরবগণ! এই দুরাত্মা দ্রুপদতনয় ভীমসেনের সহিত সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইয়াছে ; চল, আমরা সকলে একত্র গমন করিয়া উহাকে সংহার করি।'

১। গদা দ্বারা বিমর্দ্দিত। ২। বাণ দ্বারা ক্ষতকলেবর।
৩। রোষ-বিষ উদ্গিরণকারী। ৪। অস্ত্রাঘাত-বেদনাশূন্য।

দুর্য্যোধন-ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ

হে মহারাজ! তখন আপনার তনয়গণ জ্যেষ্ঠের অনুজ্ঞা শ্রবণমাত্র কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনা না করিয়া দ্রুপদতনয়কে সংহার করিবার মানসে বিচিত্র শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক জ্যানির্ঘোষে মেদিনী কম্পিত করিয়া যুগ-ক্ষয়কালীন কেতুগণের ন্যায় তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ দ্রুপদতনয়ের প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। চিত্রযোধী মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ধার্ত্তরাষ্ট্র-গণের শরে সমন্তাৎ আহত হইয়াও তাঁহাদিগকে চতুর্দ্দিকে অবস্থিত দেখিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না ; বরং ক্রোধান্বিত-চিত্তে সংহার করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর সম্মোহনবাণ নিক্ষেপ করিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ মহাবীর দ্রুপদতনয়ের সম্মোহন-শর-প্রভাবে হতবুদ্ধি ও বিমোহিত হইতে লাগিলেন। অন্যান্য কৌরবগণ তাঁহাদিগকে কালপ্রাপ্তের ন্যায় বিসংজ্ঞ[1] ও বিমোহিত দেখিয়া রথ, অশ্ব ও নাগ-সমুদয় সমভিব্যাহারে লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন-দ্রোণ যুদ্ধ

হে মহারাজ! ঐ সময় অস্ত্রবিদ্গণের অগ্রগণ্য দ্রোণ দ্রুপদের সম্মুখীন হইয়া অতি দারুণ তিন শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ দ্রুপদ দ্রোণের শরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পূর্ব্বতন বৈর স্মরণপূর্ব্বক রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য এইরূপে দ্রুপদকে পরাজিত করিয়া হৃষ্টচিত্তে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। সোমকগণ তাঁহার শঙ্খধ্বনিশ্রবণে নিতান্ত ভীত হইয়া উঠিল। এমন সময় মহাবীর ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সম্মোহনাস্ত্র-প্রভাবে বিমোহিত হইয়াছেন শ্রবণ করিবামাত্র দ্রোণাচার্য্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া তাঁহাদের সমীপে গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন অবলীলাক্রমে সংগ্রামস্থলে বিচরণ করিতেছেন, আর ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ বিমোহিত হইয়া রহিয়াছেন। তখন তিনি প্রজ্ঞাস্ত্র[2] নিক্ষেপপূর্ব্বক দ্রুপদতনয়-নিক্ষিপ্ত প্রমোহনাস্ত্র বিনাশ করিলেন। অস্ত্র বিনষ্ট হইবামাত্র ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সংজ্ঞালাভ করিয়া পুনরায় ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

১। অচেতন। ২। চৈতন্যসম্পাদক।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনার সৈন্যগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'হে বীরগণ! তোমরা অবিলম্বে ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সমীপে গমন কর; সৌভদ্র প্রভৃতি দ্বাদশ বীর উঁহাদের সমাচার আনয়ন করুন; ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সংবাদ অবগত না হইলে আমার মন স্থির হইতেছে না।' তখন সেই পৌরুষাভিমানী বিক্রমশালী বীরগণ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা শ্রবণমাত্র 'যে আজ্ঞা' বলিয়া মধ্যাহ্নসময়ে সংগ্রামার্থ গমন করিতে লাগিলেন। মহতী সেনাসমবেত কৈকেয়-সমুদয়, দ্রৌপদীতনয়গণ ও মহাবীর ধৃষ্টকেতু অভিমন্যুকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সূচীমুখ ব্যূহ নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক কৌরবদিগের রথসৈন্য ভেদ করিতে লাগিলেন। ভীমভয়াবিষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্ন-শরবিমোহিত কৌরবসৈন্যগণ সেই অভিমন্যুপ্রমুখ মহাধনুর্দ্ধরগণের বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া পথিস্থিত প্রমদার ন্যায়[১] মূর্চ্ছাপন্ন হইল।

ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমন্যু-সাহায্য

অভিমন্যুপ্রমুখ মহাধনুর্দ্ধরগণ সুবর্ণবিনির্ম্মিত ধ্বজ সমুচ্ছ্রিত করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেনের সমীপে ধাবমান হইলেন; তৎকালে তাঁহারা শত্রুসৈন্য ক্ষয় করিতেছিলেন; অভিমন্যু প্রভৃতি ধনুর্দ্ধরগণকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। ঐ সময় মহাবীর পাঞ্চালতনয় সহসা দ্রোণাচার্য্যকে আগমন করিতে দেখিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের বিনাশে ক্ষান্ত হইলেন এবং সত্বর ভীমসেনকে কেকয়রাজের রথে সমারোপিত করিয়া স্বয়ং ক্রুদ্ধচিত্তে দ্রোণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনহিতার্থী কৃতজ্ঞ প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদতনয়কে ধাবমান দেখিয়া ক্রোধভরে ভল্ল দ্বারা তদীয় শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহার উপর শত শর নিক্ষেপ করিলেন। অরাতিকুলনিপাতন মহাবলপরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্ষণকাল মধ্যে অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশিত সপ্ততি সায়কে[২] দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য পুনরায় দ্রুপদতনয়ের শরাসন ছেদনপূর্ব্বক চারি শরে তাঁহার চারি অশ্ব ও নিশিত ভল্ল দ্বারা সারথিকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই অশ্ববিহীন রথ হইতে সত্বর অবরোহণ[১] করিয়া অভিমন্যুর রথে আরোহণ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় পাণ্ডবসৈন্যগণ দ্রোণের শরে আহত হইয়া ভীম ও দ্রুপদতনয়ের সমক্ষেই কম্পিত হইতে লাগিল। পাণ্ডবপক্ষীয় সমুদয় মহারথগণ সেই অমিততেজাঃ দ্রোণ কর্ত্তৃক ভগ্ন সৈন্যগণকে কোনক্রমেই নিবারণ করিতে পারিলেন না। উহারা দ্রোণের শরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। কৌরবসৈন্যগণ পাণ্ডবসৈন্যগণকে তদবস্থ ও দ্রোণাচার্য্যকে ক্রুদ্ধচিত্তে শত্রুসৈন্য-বিনাশে প্রবৃত্ত দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইল; যোদ্ধৃগণ সাধু সাধু বলিয়া দ্রোণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।"

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

ভীমযুদ্ধে কৌরব-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন মোহবিমুক্ত হইয়া পুনরায় সংগ্রামস্থলে আগমন-পূর্ব্বক ভীমের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে সমুদয় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ একত্র হইয়া ভীমের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন আপনার রথ প্রাপ্ত হইয়া সত্বর তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনাভিমুখে ধাবমান হইলেন। পরে নরান্তকারী[২] বিচিত্র শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে নিশিত শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন সুতীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা ভীমসেনের মর্ম্মে আঘাত করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন এইরূপে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক দৃঢ় আহত হইয়া ক্রোধসংরক্তনয়নে মহাবেগে স্বীয় কার্ম্মুক আকর্ষণপূর্ব্বক তিন বাণে দুর্য্যোধনের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। দুর্য্যোধন ভীমসেনের শরে তাদৃশ আহত হইয়াও গিরিরাজের ন্যায় অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধনের অনুজগণ ভীম ও দুর্য্যোধনকে পরস্পর প্রহার করিতে দেখিয়া আপনাদের পূর্ব্বমন্ত্রণা স্মরণ করিয়া ভীমসেনকে নিগ্রহ করিবার মানসে জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে অবরোধ করিতে

১। অসহায়া নারীর ন্যায়। ২। বাণে।

১। অবতরণ। ২। লোকক্ষয়কারক।

উপক্রম করিলেন। মহাবীর ভীমসেন সেই সমুদয় বীরকে সমাগত দেখিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী গজকুলের প্রতি ধাবমান মহাগজের ন্যায় তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং ক্রোধভরে নারাচ দ্বারা চিত্রসেনকে বিদ্ধ করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ মহাবেগগামী বহুবিধ শরে অন্যান্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে তাড়িত করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় যুধিষ্ঠিরপ্রেরিত ভীমসেনের অনুগামী অভিমন্যুপ্রমুখ দ্বাদশ মহারথ আপনাদিগের সৈন্যগণকে সংস্থাপিত করিয়া মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! আপনার পুত্রগণ সেই সূর্য্যাগ্নিসদৃশ তেজঃসম্পন্ন, সুবর্ণসদৃশ সমুজ্জ্বল রথস্থ শূরগণকে অবলোকন করিয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল, ইহাও ভীমসেনের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল।"

ঊনাশীতিতম অধ্যায়

অভিমন্যুসহ দুর্য্যোধনপ্রমুখ বিকর্ণাদির যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহাবীর অভিমন্যু ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন সমভিব্যাহারে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমীপে গমনপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাদিগকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধনপ্রমুখ মহারথগণ আপনাদের সৈন্যের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া শরাসন গ্রহণ ও বায়ুবেগগামী অশ্ব-সমুদয়ে সংযোজিত রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। হে মহারাজ! ঐ দিন অপরাহ্ণে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ মহাসমর আরম্ভ করিল। মহাবীর অভিমন্যু বিকর্ণের সমুদয় অশ্ব বিনষ্ট করিয়া তাঁহার উপর পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রক নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ বিকর্ণ সেই হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ করিয়া চিত্রসেনের বিচিত্র রথে আরোহণ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা দুই ভ্রাতা একরথস্থ হইলে মহাবীর অভিমন্যু তাঁহাদের উভয়কেই শরজালে সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। তখন দুর্জ্জয় ও বিকর্ণ অয়োময় পাঁচ বাণ দ্বারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন; কিন্তু সুমেরুসদৃশ মহাবীর অর্জ্জুনকুমার তাহাতে কিছুমাত্র বিকম্পিত হইলেন না।

এ দিকে মহাবল দুঃশাসন কেকয়দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতার সহিত অদ্ভুত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদীতনয়গণ ক্রোধান্বিত-চিত্তে দুর্য্যোধনের উপর তিন তিন বাণ নিক্ষেপ করিলে দুর্দ্ধর্ষ দুর্য্যোধনও তাঁহাদের প্রত্যেককে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর দ্রৌপদীতনয়গণের শরে ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরসিক্ত-কলেবর হইয়া গৈরিকধাতু-বিমিশ্রিত প্রস্রবণযুক্ত গিরির ন্যায় শোভমান হইলেন।

এ দিকে পশুপালক যেমন পশুগণকে তাড়িত করে, তদ্রূপ মহাবীর ভীষ্ম পাণ্ডব-সৈন্যগণকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। এমন সময় দক্ষিণদিকের সৈন্য হইতে শত্রুনিধনপ্রবৃত্ত পার্থের গাণ্ডীবনির্ঘোষ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। ঐ সংগ্রামে কৌরব ও পাণ্ডব-সৈন্যমধ্যে সহস্র সহস্র কবন্ধ সমুত্থিত হইল। যোধগণ-রথরূপ নৌকায় আরোহণ করিয়া রণনিহত নর, হস্তী ও অশ্বগণের রুধির-জলে পরিপূর্ণ, শরনিকররূপ আবর্ত্তে আকুল, গজদ্বীপে আকীর্ণ ও অশ্বরূপ উর্ম্মিসমূহে তরঙ্গিত, দুস্তর সেনাসাগর পার হইতে লাগিলেন। ঐ যুদ্ধে সহস্র সহস্র বীরপুরুষ ছিন্নহস্ত, হীনকবচ ও ছিন্নগাত্র হইয়া ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন নয়নগোচর হইতে লাগিল। শোণিতপরিপ্লুত নিহত মত্তমাতঙ্গসমুদয় নিপতিত হওয়াতে রণস্থল পর্ব্বতাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অসংখ্য বীরবিনাশকারী ঘোর সমরে কি কৌরব কি পাণ্ডব কোন পক্ষের কোন যোদ্ধাই পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। হে মহারাজ! এইরূপে আপনার পক্ষীয় বীরপুরুষেরা যুদ্ধে জয়-মহদ্‌যশোলাভের প্রত্যাশায় পাণ্ডবদিগের বীরগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিলেন।"

অশীতিতম অধ্যায়

ভীম-দুর্য্যোধন যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর ভগবান্ ভাস্কর লোহিতবর্ণ ধারণ করিলে রণদুর্ম্মদ মহাবীর দুর্য্যোধন ভীমসেনকে নিহত করিবার বাসনায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবলপরাক্রান্ত

ভীমসেন সেই প্রধান শত্রু দুর্য্যোধনকে সমাগত দেখিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে কহিতে লাগিলেন, 'হে গান্ধারীতনয়! আমি বহু দিন অবধি যে সময় প্রতীক্ষা করিয়া আছি, অদ্য সেই সময় সমুপস্থিত হইয়াছে ; যদি তুমি রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন না কর, তবে নিশ্চয়ই আজি তোমাকে সংহার করিয়া কুন্তীর দুঃখ. আমাদের বনবাস-ক্লেশ ও দ্রৌপদীর দুঃসহ যন্ত্রণা প্রশমিত করিব। তুমি পূর্ব্বে দর্পসহকারে পাণ্ডবগণের যে অবমাননা করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই পাপের ফলভোগের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। তুমি পূর্ব্বে কর্ণ ও শকুনির মতানুসারে পাণ্ডবগণের বল-বিক্রম চিন্তা না করিয়া যে যথেচ্ছাচার করিয়াছিলে, বাসুদেব সন্ধি প্রার্থনা করিলে তাঁহার যে অপমান করিয়াছিলে এবং হৃষ্টচিত্তে উলুক-দূত দ্বারা আমাদিগের নিকট যে সংগ্রামাভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলে, সেই অপরাধে আজি তোমাকে সবান্ধবে সংহার করিব ; আর তুমি পূর্ব্বে অন্যান্য যে সকল অনিষ্ট করিয়াছ, তাহারও প্রতিবিধান করিব।'

মহাবীর ভীমসেন এই বলিয়া শরাসন আকর্ষণ এবং মহাশনি ও প্রজ্বলিত হুতাশনতুল্য অজিহ্মগ ঘোরতর ষট্‌ত্রিংশৎ বাণ গ্রহণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের উপর নিক্ষেপ করিলেন ; পরে দুই শরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া দুই শরে তাঁহার সারথিকে ও চারি শরে অশ্বগণকে শমনসদনে প্রেরণপূর্ব্বক অন্য শরদ্বয়ে তাঁহার ছত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর নিশিত শরত্রয় নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার ধ্বজচ্ছেদন করিয়া তাঁহার সমক্ষে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধনের নানা-রত্নভূষিত ধ্বজ ভীমশরে ছিন্ন হইয়া বারিদবিনিঃসৃত[1] বিদ্যুতের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইল ; সমুদয় ভূপতিগণ সেই সূর্য্যসদৃশ প্রজ্বলিত, ছিন্ন, মণিময় নাগধ্বজ[2] অবলোকন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন এইরূপে কুরুরাজের ধ্বজচ্ছেদন করিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার উপর দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন।

জয়দ্রথের দুর্য্যোধন-সাহায্য

তখন রথিশ্রেষ্ঠ মহাবল-পরাক্রান্ত সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ বহুসংখ্যক বীরসমভিব্যাহারে দুর্য্যোধনের পাষ্ণিগ্রহণে[1] প্রবৃত্ত হইলেন এবং মহাবীর কৃপাচার্য্য অমর্ষপরায়ণ অমিততেজাঃ দুর্য্যোধনকে স্বীয় রথে আরোপিত করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন ভীমসেনের ভীষণ শরে সাতিশয় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর জয়দ্রথ ভীমসেনকে নিধন করিবার বাসনায় অনেক সহস্র রথ দ্বারা তাঁহার চতুর্দ্দিক্ অবরোধ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ধৃষ্টকেতু, অভিমন্যু এবং কৈকেয় ও দ্রৌপদীতনয়গণ ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাবল অভিমন্যু বজ্রসদৃশ সাক্ষাৎ কালতুল্য সন্নতপর্ব্ব বিচিত্র পাঁচ পাঁচ বাণে প্রত্যেক ধার্ত্তরাষ্ট্রকে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা অভিমন্যুর শরাঘাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মেঘের মেরুগিরির উপর বারিবর্ষণের ন্যায় তাঁহার উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রণদুর্ম্মদ, শিক্ষিতাস্ত্র, মহাবীর অর্জ্জুন-তনয় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের শরে বিদ্ধ হইয়া, দেবাসুর-যুদ্ধে বজ্রপাণি বাসব যেমন মহাসুরগণকে কম্পিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৌরবসেনা-সমুদয়কে বিকম্পিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ মহাবীর বিকর্ণের রথ লক্ষ্য করিয়া ভীষণ ভুজঙ্গসদৃশ ভল্ল নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার ধ্বজ, সারথি ও অশ্ব-সমুদয়কে নিপাতিত করিয়া তাঁহার উপর শাণিত অকুণ্ঠিতাগ্র[2] অজিহ্মগতি শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। সেই কঙ্কপত্রযুক্ত সায়ক-নিচয় নিশ্বসন্ত[3] ভুজঙ্গের ন্যায় বিকর্ণের দেহ ভেদপূর্ব্বক রুধিরাক্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন উহারা রক্তবমন করিতেছে।

বিকর্ণাদির সহিত অভিমন্যুর যুদ্ধ

তখন বিকর্ণের অন্যান্য সহোদরগণ তাঁহাকে শর-নির্ভিন্নগাত্র[4] দেখিয়া সত্বর অভিমন্যু প্রভৃতি বীর-গণের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষীয় বীরগণ পরস্পরের প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্ম্মুখ পাঁচ বাণে শ্রুতকর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজচ্ছেদন, সাত বাণে সারথিকে নিধন ও ছয় বাণে স্বর্ণজাল-সমাচ্ছাদিত বায়ুবেগগামী অশ্বগণকে সংহার

১। মেঘ হইতে নির্গত। ২। গজচিহ্নিত ধ্বজ।

১। পার্শ্বরক্ষায়। ২। অকুণ্ঠাগ্র—যাহার অগ্রভাগ ক্ষয় হয় নাই। ৩। গর্জ্জমান—ক্রোধে দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ। ৪। বাণাঘাতে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ।

করিলেন। মহারথ শ্রুতকর্ম্মা সেই হতাশ্ব রথে অবস্থান করিয়া ক্রোধভরে দুর্ম্মুখের উপর জ্বলিত মহোল্কার ন্যায় এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, শক্তি যশস্বী দুর্ম্মুখের বর্ম্ম ভেদ ও গাত্র বিদারণপূর্ব্বক ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর সুতসোমও শ্রুতকীর্ত্তিকে বিরথ দেখিয়া সর্ব্বসৈন্যগণ-সমক্ষে তাঁহাকে স্বরথে আরোপিত করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুষ্কর্ণের পতন

মহাবীর শ্রুতকীর্ত্তি যশস্বী জয়ৎসেনকে নিধন করিবার মানসে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। মহাবীর জয়ৎসেন শ্রুতকীর্ত্তির শরনিক্ষেপসময়ে তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন তেজস্বী শতানীক স্বীয় সোদরকে শরাসনবিহীন দেখিয়া সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া সংগ্রামে সমুপস্থিত হইলেন এবং শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক দশ বাণে জয়ৎসেনকে বিদ্ধ করিয়া মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর পুনরায় এক সর্ব্বাবরণভেদী সায়ক গ্রহণ করিয়া জয়ৎসেনের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে নকুলতনয় শতানীক জয়ৎসেনকে দৃঢ় প্রহার করিলে দুষ্কর্ণ ক্রোধভরে জয়ৎসেনের সমক্ষে নকুলনন্দনের সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর শতানীক অন্য দৃঢ় শরাসন ও শরনিকর গ্রহণপূর্ব্বক 'থাক্ থাক্' বলিয়া দুষ্কর্ণকে তাঁহার ভ্রাতার সমক্ষে তর্জ্জন করিয়া প্রজ্বলিত পন্নগসদৃশ নিশিত সায়ক সমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর এক বাণে জয়ৎসেনের ধনু ও দুই বাণে তাঁহার সারথিকে ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ ও তীক্ষ্ণ দ্বাদশ শরে তাঁহার সমুদয় অশ্ব নিহত করিয়া ক্রোধভরে শাণিত ভল্ল দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুষ্কর্ণ শতানীকের ভল্লে দৃঢ়তর সমাহত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক বজ্রাহত পাদপের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

শতানীকের সহিত দুর্ম্মুখাদির দারুণ যুদ্ধ

হে মহারাজ! দুর্ম্মুখ, দুর্জ্জয়, দুর্ম্মর্ষণ, শত্রুঞ্জয় ও শত্রুসহ, আপনার এই মহারথ পাঁচ পুত্র দুষ্কর্ণকে নিহত দেখিয়া শতানীককে সংহার করিবার বাসনায় শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার সমীপে আগমন করিতে লাগিলেন। তখন কেকয়দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতা সেই পঞ্চ মহারথের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া বিচিত্র কবচ ও শরাসন ধারণ এবং বিচিত্র ভূষণে ভূষিত হয়-সমুদয় যোজিত, নানাবর্ণ ধ্বজ পতাকায় শোভিত রথে আরোহণপূর্ব্বক মহাগজ সমুদয়ের মহাগজ আক্রমণের ন্যায় কেকয়দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতাকে আক্রমণ করিয়া সিংহের বনপ্রবেশের ন্যায় শত্রুসৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের ঘোরতর যমরাষ্ট্র-বিবর্দ্ধন[১] সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে বীরগণ পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন এবং রথে রথে ও গজে গজে দারুণ সংঘর্ষ হইয়া উঠিল। এমন সময় ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। রথী ও অশ্বারোহিগণ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িল। তখন মহাবীর শান্তনুতনয় ভীষ্ম ক্রোধান্বিত হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে কেকয় ও পাঞ্চাল-সৈন্যগণকে সংহারপূর্ব্বক স্বীয় সেনাগণের অবহার করিয়া শিবিরে গমন করিলেন। এ দিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বৃকোদরকে দেখিয়া তাঁহাদের মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে শিবিরে গমন করিলেন।"

একাশীতিতম অধ্যায়

যুদ্ধভীত-দুর্য্যোধনের ভীষ্মসহ গুপ্তমন্ত্রণা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত পরস্পর কৃতাপরাধ বীরপুরুষেরা শোণিতলিপ্ত-কলেবরে স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পরে পরস্পর বিধানানুসারে সৎকার করিয়া যুদ্ধ করিবার অভিলাষে পুনরায় কবচ ধারণ করিলেন। শোণিতসিক্তকলেবরে মহারাজ দুর্য্যোধন একান্ত চিন্তিত হইয়া বিশ্বস্তমনে পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে পিতামহ! পাণ্ডবপক্ষীয় রথিসকল সত্বর আমাদিগের ধ্বজদণ্ডধারী ভয়ঙ্কর বিপুল বল-সমুদয়কে বিদারিত, নিপীড়িত, নিহত এবং বিমোহিত করিয়া মহীয়সী কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। আমি বজ্রের ন্যায় নিতান্ত দুর্ভেদ্য মকর-ব্যূহে প্রবেশ

১। অধিক মৃত্যুসমন্বিত—অনেক লোক মরিলে যমরাজের প্রজাবৃদ্ধি হওয়ায় যমপুরী ভরিয়া যায়।

করিয়াও ভীমসেন কর্তৃক যমদণ্ড-তুল্য ভয়ঙ্কর শরজালে তাড়িত এবং তাহাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ভয়ে নিতান্ত বিহ্বল হইয়াছিলাম ; এখনও শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না ; কিন্তু কেবল আপনার অনুকম্পায় জয়লাভ ও পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিতে অভিলাষ করিতেছি।'

তখন মহাত্মা ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে জাতক্রোধ[১] বিবেচনা করিয়া সহাস্যমুখে কহিলেন, 'মহারাজ! আমি পরম যত্ন সহকারে সেনামধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমাকে বিজয় ও সুখ প্রদান করিবার অভিলাষ করি ; তোমার কার্য্যসংসাধনার্থ কোন বিষয়েই অধ্যবসায়শূন্য হই না। যে সমস্ত মহাবল-পরাক্রান্ত মহারথ বীরপুরুষেরা রণস্থলে পাণ্ডবগণের সাহায্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা গতক্লম হইয়া রোষবিষ উদ্গার করিতেছেন ; তুমি তাঁহাদিগের সহিত শত্রুতা করিয়াছ। এক্ষণে সেই সমস্ত সমধিকবীর্যসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে সহসা পরাজিত করিতে কেহই সমর্থ হইবে না। অতএব আমি জীবিত-নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্বপ্রকারে ইঁহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। হে মহানুভব! পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণপণে তোমার প্রিয়কার্য্য সংসাধন করিব। বিপক্ষের কথা দূরে থাকুক, তোমার নিমিত্ত দেব, দৈত্য ও লোকসমুদয়কে দগ্ধ করিয়া ফেলিব।'

মহারাজ দুর্য্যোধন এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র প্রীত হইয়া সমস্ত সৈন্য ও মহীপালগণকে যুদ্ধার্থ নির্গত হইতে আদেশ করিলেন। তখন রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতিসঙ্কুল নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রধারী বল সমুদয় পরম কুতূহলে নির্গত হইল এবং রণস্থলে উপস্থিত হইয়া সাতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণ চতুর্দ্দিকে দলবদ্ধ ও প্রণালীক্রমে চালিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সৈন্য-সকল অস্ত্র-শস্ত্রবিৎ ভূপালগণ-সমভিব্যাহারে সুশোভিত হইতে লাগিল। বালার্কসঙ্কাশ[২] ধূলিজাল নিয়মানুসারে পরিচালিত রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতি-সমূহ দ্বারা উদ্ধত হইয়া সূর্য্যকিরণ সমাচ্ছন্ন করিল। যেমন নীরদমধ্যগত ও বায়ুপ্রেরিত বিদ্যুৎ নভোমণ্ডলে শোভা পাইয়া থাকে, তদ্রূপ নানাবর্ণ-সম্পন্ন রথ, হস্তী ও পদাতি-সকল ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া শোভা প্রাপ্ত হইল। যেমন সত্যযুগে মন্থনকালে সমুদ্রের অতি গভীর শব্দ সমুত্থিত হইয়াছিল, মহীপালগণের শরাসন আকর্ষণসময়ে তদ্রূপ ঘোরতর ধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! তখন রাজা দুর্য্যোধনের শত্রুসৈন্য-সংহারকারী, নানাবর্ণসম্পন্ন, অত্যুগ্রনিনাদসংযুক্ত সৈন্যগণ প্রলয়কালীন মেঘের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।"

১। পূর্ব্বদিবসযুদ্ধে উদ্দীপ্তরোষ। ২। প্রভাতসৌরের আভায় লোহিত।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়

সপ্তম-দিবসীয় যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর মহাবীর ভীষ্ম চিন্তাপরায়ণ রাজা দুর্য্যোধনকে পুনরায় আহ্লাদজনক বাক্যে কহিতে লাগিলেন, 'হে রাজন্! আমার বোধ হইতেছে যে, আমি, দ্রোণ, শল্য, কৃতবর্ম্মা, সাত্বত, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সৈন্ধবগণ সহ সোমদত্ত, অবন্তিদেশীয় বিন্দ অনুবিন্দ, বাহ্লীকদেশীয় সৈন্যসহিত মহারাজ বাহ্লীক, ত্রিগর্ত্তরাজ, দুর্জ্জয় মাগধ, কৌশল্য, বৃহদ্বল, চিত্রসেন ও বিবিংশতি,—আমরা সকলেই তোমার নিমিত্ত জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক সমরে সমুদ্যত হইয়া অমরগণকেও পরাজয় করিতে পারি। অধিক কি, ধ্বজপটমণ্ডিত[১] সহস্র সহস্র রথ, আরোহি-সনাথ দেশজাত অশ্ব, মদমত্ত প্রভিন্নগণ্ড[২] গজেন্দ্র, নানাদেশসমুৎপন্ন বিবিধ আয়ুধধারী, মহাবল-পরাক্রান্ত রথী, পদাতি ও অন্যান্য বহুসংখ্যক লোক, ইহারাও জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার নিমিত্ত সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়া অমরগণকে জয় করিতে পারে। হে মহারাজ! তোমাকে হিতকর বাক্য বলা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইন্দ্রাদি দেবগণও বাসুদেব-সহায় মহেন্দ্রসম-বিক্রম পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন না। তথাপি আমি তোমার বাক্য রক্ষা করিব ; হয় পাণ্ডবেরা আমাকে জয় করিবে, না হয় আমি তাহাদিগকে পরাজয় করিব।' এই বলিয়া পিতামহ ভীষ্ম তাঁহাকে অতি তেজস্বিনী বিশল্যকরণী[৩] ওষধি প্রদান করিলেন ; তদ্দ্বারা দুর্য্যোধনের শল্য অপনীত হইল।

১। পতাকাযুক্ত ধ্বজশোভিত। ২। মদস্রাবী—মদস্রাবের পূর্ব্বে গলার একদেশ সহসা ভগ্ন হয়। ৩। বেদনানাশক।

কৌরবপক্ষে ব্যূহরচনা

অনন্তর ব্যূহবিশারদ[1] ভীষ্ম বিমল প্রভাতকাল সমুপস্থিত হইলে অনেক সহস্র রথপরিবারিত[2], করি-পদাতিসমাকুল-যোদ্ধগণ-পরিবৃত, ঋষ্টি-তোমরধারি-পুরুষ-রক্ষিত, তুরগগণ-পরিপূর্ণ, অস্ত্র-শস্ত্র-সম্পন্ন মণ্ডলব্যূহ রচনা করিলেন। প্রত্যেক হস্তীর প্রতি সাত সাত রথী, প্রত্যেক রথের প্রতি সাত সাত অশ্ব, প্রত্যেক অশ্বের প্রতি দশ দশ ধনুর্দ্ধারী, প্রত্যেক ধনুর্দ্ধারীর প্রতি সাত সাত পদাতি নিযুক্ত হইল। বীরবর ভীষ্ম এইরূপে মহাব্যূহ রচনা করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। দশ সহস্র অশ্ব, দশ সহস্র হস্তী, দশ সহস্র রথ ও চিত্রসেন প্রভৃতি বীরগণ বর্ম্ম ধারণ করিয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন; ভীষ্মও তাঁহাদিগের রক্ষাবিধানার্থ নিযুক্ত রহিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভূপালগণ বর্ম্ম ধারণ করিলে রাজা দুর্য্যোধন বর্ম্ম ধারণ ও রথারোহণ করিয়া দেবলোকস্থিত দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর আপনার পুত্রেরা তুমুলধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রথের বিপুল ঘর্ঘর-রব ও অনবরত বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। পরে শত্রু-গণের একান্ত দুরধিগম্য, নিতান্ত দুর্ভেদ্য, মণ্ডলাকার ভীষ্মবিরচিত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের মহাব্যূহ পরম শোভা-সম্পন্ন হইয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

পাণ্ডবপক্ষীয় ব্যূহরচনা

মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই পরম দারুণ মণ্ডলব্যূহ নিরীক্ষণ করিয়া বজ্রব্যূহ রচনা করিলেন। তখন রথী ও নিষাদি[3] সকল স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় বীরসকল নানাপ্রকার অস্ত্রধারণপূর্ব্বক সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে সমরাভিলাষী ও ব্যূহভেদার্থী হইয়া নির্গত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য মৎস্যের প্রতি, অশ্বত্থামা শিখণ্ডীর প্রতি, রাজা দুর্য্যোধন দ্রুপদের প্রতি, নকুল ও সহদেব মদ্ররাজ শল্যের প্রতি, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ ইরাবানের প্রতি ধাবমান হইলেন। আর অন্যান্য সমস্ত ভূপাল অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন যত্ন সহকারে হার্দ্দিক্যকে আক্রমণ করিলেন। অভিমন্যু চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্ম্মর্ষণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন মত্ত মাতঙ্গ অন্য মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ রাক্ষস ঘটোৎকচ মহাবেগে প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইলেন।

সঙ্কুলযুদ্ধে কৌরব-পরাজয়

অনন্তর রাক্ষস অলম্বুষ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সসৈন্য যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইল। ভূরিশ্রবা যত্নবান্ হইয়া ধৃষ্টকেতুর সহিত, ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুর সহিত এবং চেকিতান কৃপের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশিষ্ট বীরসকল যত্নসহকারে ভীমসেনের প্রতি গমন করিলে সহস্র সহস্র ভূপাল শক্তি, তোমর, নারাচ, গদা ও পরিঘ-হস্তে অর্জ্জুনকে বেষ্টন করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, মহাত্মা ভীষ্ম দুর্য্যোধনের ব্যূহ রচনা করিয়াছেন। ঐ দেখ, সমরাভিলাষী অসংখ্য মহাবীর; ঐ দেখ, ত্রিগর্ত্তরাজ ভ্রাতৃবর্গের সহিত অবস্থান করিতেছেন। এক্ষণে যাহারা আমার সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষ করিতেছে, আজি তাহাদিগকে তোমার সমক্ষে সংহার করিব।' এই বলিয়া বীরবর অর্জ্জুন শরাসন আস্ফালনপূর্ব্বক ভূপালগণের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। জলদজাল যেমন বর্ষাকালে জলধারা দ্বারা তড়াগাদি পরিপূর্ণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই সমস্ত ভূপালগণ শরবৃষ্টি দ্বারা অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন আপনার সৈন্যগণ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে শরাচ্ছন্ন দেখিয়া সাতিশয় কোলাহল করিতে লাগিল। দেব, দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও উরগগণ সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐন্দ্র-অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। আমরা তাঁহার অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিতে লাগিলাম। তিনি অস্ত্রজাল দ্বারা শত্রুপ্রযুক্ত অস্ত্র নিরাকৃত করিয়া সহস্র ভূপাল, হস্তী ও অন্যান্য লোকদিগকে দুই তিন শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেম, সকলেই তাঁহার শরজালে ভিন্নকলেবর হইয়া ভীষ্ম-সন্নিধানে গমন করিল। তিনি তাহাদিগকে অগাধ বিপদ্-সাগরে নিমগ্ন নিরীক্ষণ করিয়া রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবেরা আপনার বলমধ্যে নিপতিত হইলে

১। ব্যূহরচনানিপুণ। ২। রথপরিবৃত। ৩। গজারোহী সৈন্য।

তাহারা অনিলক্ষুভিত[1] মহার্ণবের ন্যায় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া উঠিল।"

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়

ভীষ্মের অভিযান

সঞ্জয় কহিলেন, "হে নরনাথ! সংগ্রাম-প্রবৃত্ত সুশর্ম্মা বিনিবৃত্ত হইলেন। মহাত্মা অর্জ্জুন কর্তৃক কৌরবপক্ষীয় বীরপুরুষেরা ছিন্নভিন্ন হইলে সাগরসদৃশ সৈন্যসমুদয় নিতান্ত ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। ভীষ্ম অবিলম্বে অর্জ্জুনের প্রতি গমন করিবার উপক্রম করিলে মহারাজ দুর্য্যোধন পার্থের বিক্রম নিরীক্ষণ করিয়া সত্বর ভূপালগণসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক সৈন্য-সমক্ষে মহাবল-পরাক্রান্ত সুশর্ম্মাকে একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট করিয়া কহিলেন, 'হে মহাভাগ! পিতামহ ভীষ্ম জীবিত-নিরপেক্ষ ও পার্থের সহিত সংগ্রামপ্রার্থী হইয়া সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে শত্রুসৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন; এক্ষণে আপনারা যত্নবান্ হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করুন।' তখন ভূপালদিগের সৈন্যগণ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া মহাবীর ভীষ্মের নিকট সমুপস্থিত হইল।

পিতামহ ভীষ্ম রণক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া সহসা তাঁহার সহিত সমাগত হইলেন। সৈন্যগণ শ্বেতাশ্বসংযুক্ত বানরকেতুসম্পন্ন পরম সুশোভিত রথে ধনঞ্জয়কে মেঘের ন্যায় ঘর্ঘর-শব্দে আগমন করিতে দেখিয়া ভয়বিহ্বল-চিত্তে তুমুল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং বাসুদেবকে মধ্যাহ্নকালীন দিনকরের ন্যায় প্রগ্রহ[2]-হস্তে রণস্থলে আগমন করিতে দেখিয়া নিরীক্ষণ করিতে অসমর্থ হইল। পাণ্ডবেরাও সেই শ্বেতাশ্ব-শোভিত, শ্বেত-কার্ম্মুকধারী, নভোমণ্ডলে সমুদিত শ্বেতগ্রহের[3] ন্যায় ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তৎকালে ত্রিগর্ত্তেরা পুত্র, ভ্রাতা ও অন্যান্য মহারথগণ-সমভিব্যাহারে ভীষ্মকে পরিবৃত করিয়াছিলেন।

দ্রোণ-বিরাট যুদ্ধ—বিরাটপুত্র শঙ্খসংহার

দ্রোণাচার্য্য এক শরে বিরাটকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার কার্ম্মুক ও ধ্বজ ছেদন করিলেন। বিরাট সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ করিয়া সত্বর সুদৃঢ় ভারসহ[1] অন্য এক শরাসন ও প্রজ্বলিতমুখ ভুজঙ্গের ন্যায় শরনিকর গ্রহণপূর্ব্বক তিন শরে দ্রোণাচার্য্যকে, চারি শরে তাঁহার অশ্বগণকে, এক শরে তাঁহার ধ্বজ ও পাঁচ শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার ধনুশ্ছেদন করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আট বাণে বিরাটের অশ্বগণকে ও তাঁহার সারথিকে বিনাশ করিলেন। বিরাট অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ ও শঙ্খের রথে আরূঢ় হইয়া পিতা-পুত্রে অনবরত শরবর্ষণ দ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে বলপূর্ব্বক নিবৃত্ত করিলেন। অনন্তর দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া শঙ্খের প্রতি আশীবিষসদৃশ এক শর নিক্ষেপ করিলে তাঁহার হৃদয় ভেদ ও রুধির পান করিয়া শোণিতসিক্ত হইয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। শঙ্খ দ্রোণ-শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক অনতিবিলম্বে রথ হইতে পিতার সম্মুখে নিপতিত হইলেন। তখন বিরাট আপনার পুত্র শঙ্খকে বিনষ্ট দেখিয়া ব্যাদিতানন কৃতান্ত-সদৃশ দ্রোণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভীতমনে পলায়ন করিলেন।

অশ্বত্থামার সহিত শিখণ্ডীর যুদ্ধ

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য শত শত ও সহস্র সহস্র পাণ্ডবসৈন্যদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন শিখণ্ডী অশ্বত্থামাকে প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্রগামী তিন বাণে তাঁহার ভ্রূযুগলের মধ্যে আঘাত করিলেন। দ্রোণপুত্র ললাটদেশস্থিত তিন শরে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গত্রয়বিভূষিত কাঞ্চনময় সুমেরুর ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শিখণ্ডীর সারথি, ধ্বজ ও বেগগামী তুরঙ্গ-সকল লক্ষ্য করিয়া অর্দ্ধনিমেষমধ্যে শরজাল দ্বারা ভূতলে পাতিত করিলেন। শিখণ্ডী রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া নিশিত অসি ও বিমল চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক রোষপূরিত-মনে শ্যেন-পক্ষীর ন্যায় সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। অশ্বত্থামা তাঁহাকে প্রহার করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন না। তখন উহা অতি অদ্ভুতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া

১। বায়ুচালিত। ২। কশা—চাবুক। ৩। শ্বেতবর্ণ গ্রহ—শুক্রাদি।

১। আকর্ষণসহিষ্ণু—পূর্ণরূপে আকর্ষণেও যাহা ভাঙ্গিয়া যায় না।

শিখণ্ডীর প্রতি বহু সহস্র শর প্রয়োগ করিলে মহাবল-পরাক্রান্ত শিখণ্ডী সুতীক্ষ্ণ অসি দ্বারা সেই নিদারুণ শরজাল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন অশ্বত্থামা শর দ্বারা তাঁহার সুনির্ম্মল, মনোরম, শতচন্দ্র-সুশোভিত চর্ম্ম ও অসি ছেদন করিয়া বারংবার তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। শিখণ্ডী বিষোদগারী অনন্ত পন্নগের ন্যায় সেই খণ্ডিত খড়্গ অশ্বত্থামার প্রতি নিক্ষেপ করিলে অশ্বত্থামা পাণি-লাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রলয়কালীন অনলপ্রভাসদৃশ দীপ্তিসম্পন্ন সেই খড়গ তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং শিখণ্ডীকে বহুসংখ্যক শরে বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী নিশিত শরজালে তাড়িত হইয়া অবিলম্বে মহাত্মা সাত্যকির রথে আরূঢ় হইলেন।

সাত্যকি-অলম্বুষ-যুদ্ধে কৌরবসৈন্য-পলায়ন

সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ক্রুরস্বভাব অলম্বুষকে ঘোরতর শরনিকর দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিলে রাক্ষস-রাজ অলম্বুষ অর্দ্ধচন্দ্র-বাণে সাত্যকির কার্ম্মুক-ছেদন করিয়া তাঁহাকে শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং রাক্ষসী মায়া বিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিক্ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। আমরা সাত্যকির অদ্ভুত পরাক্রম নিরীক্ষণ করিলাম; তিনি নিশিত শরপ্রহারে বিচলিত না হইয়া অবিলম্বে অর্জ্জুন হইতে লব্ধ ঐন্দ্রাস্ত্রে রাক্ষসী মায়া অপনীত করিয়া, যেমন বর্ষাকালে ধারাধর[১] বারিধারা দ্বারা পর্ব্বতকে অভিষিক্ত করে, তদ্রূপ সাত্যকি শরনিকরে অলম্বুষকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। অলম্বুষ শরাঘাতে নিপীড়িত হইয়া সাত্যকিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ে ধাবমান[২] হইল। সাত্যকি ইন্দ্রের অজেয় সেই রাক্ষসেন্দ্রকে পরাজিত করিয়া প্রতিপক্ষদিগের সমক্ষে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং কৌরববীরগণের প্রতি শরবৃষ্টি আরম্ভ করিলে তাঁহারাও নিতান্ত ভয়বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন-দুর্য্যোধন যুদ্ধ—কৌরব-পরাজয়

ইত্যবসরে মহাবল-পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন মহারাজ দুর্য্যোধনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন কোনরূপেই ব্যথিত বা ভীত না হইয়া অতি সত্বর নবতি শরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে উহা অতি অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন রোষপরবশ হইয়া দুর্য্যোধনের কার্ম্মুকচ্ছেদন ও চারি অশ্ব বিনাশ করিয়া শাণিত সাত শরে সত্বর তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন দুর্য্যোধন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া খড়্গ উদ্যত করিয়া পাদচারে ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন। এমন সময় রাজহিতৈষী শকুনি তথায় সমুপস্থিত হইয়া মহারাজ দুর্য্যোধনকে স্বরথে আরোপিত করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্য্যোধনকে পরাজয় করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যেমন নিবিড় জলধর দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ কৃতবর্ম্মা মহারথ ভীমসেনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ভীমসেন ক্রোধ-ভরে হাস্য করিয়া কৃতবর্ম্মার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত কৃতবর্ম্মা কিছুতেই বিচলিত না হইয়া ভীমের প্রতি নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিলেন। ভীমসেন তাহার চারি অশ্ব বিনাশ করিয়া সুপরিচ্ছন্ন ধ্বজ ও সারথিকে ভূতলে নিপাতিত করিয়া বহুবিধ শর দ্বারা তাহাকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সর্ব্বাঙ্গ ছিন্নভিন্ন হইলে কৃতবর্ম্মা অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহারাজ দুর্য্যোধনের সমক্ষেই আপনার শ্যালক বৃষভের রথে আরোহণ করিলেন। ভীমসেনও ক্রোধাবেশে কৌরব-সৈন্য-গণের প্রতি ধাবমান হইয়া দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন।"

চতুরশীতিতম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের সখেদ সমরপ্রশ্ন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমি তোমার মুখে আমার পক্ষীয় বীরগণের সহিত পাণ্ডবদিগের বহুবিধ বিচিত্র দ্বৈরথ-যুদ্ধ শ্রবণ করিলাম, কিন্তু তুমি আমার পক্ষীয়দিগকে হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ না; কেবল পাণ্ডবদিগকেই প্রতি-নিয়ত হৃষ্ট ও অপরাজিত বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছ।

১ মেঘ। ২। পলায়নপর।

যাহা হউক, এক্ষণে পরাজিত, হীনতেজাঃ ও বিমনায়মান আত্মজগণের বিষয় কীর্ত্তন কর। আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি, এ সকল অদৃষ্টের কর্ম্ম।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনার পক্ষীয় বীরগণ অদ্ভুত পৌরুষ প্রদর্শনপূর্ব্বক শক্তি ও উৎসাহ অনুসারে যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু যেমন সুরনদী ভাগীরথীর সুস্বাদু সলিল মহাসাগর সংসর্গে লবণতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কৌরবগণের পৌরুষ পাণ্ডবগণকে প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত ব্যর্থ হইয়া থাকে। আপনি সেই সমস্ত দুষ্করকর্ম্মা যত্নশীল বীরগণের প্রতি দোষারোপ করিবেন না। আপনার ও আপনার পুত্রগণের অপরাধেই যমরাজ্যবিবর্দ্ধন এই বসুন্ধরার ঘোরতর ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। যখন আপনার অপরাধে ইহা উৎপন্ন হইতেছে, তখন এ বিষয়ে শোক করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। এই সংগ্রামে ভূপালগণ কোনক্রমেই প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবেন না। তাঁহারা পুণ্যকর্ম্মাদিগের "সলোকতা[১]" লাভে লোলুপ হইয়া প্রতিনিয়ত সৈন্যসাগরে অবগাহনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বাহ্ণে যুদ্ধ উপস্থিত হইল, আপনি একমনাঃ হইয়া সেই দেবাসুর সদৃশ সংগ্রামের বিষয় শ্রবণ করুন।

পাণ্ডবসৈন্য কর্ত্তৃক কৌরবসৈন্য নিধন

যুদ্ধদুর্ম্মদ অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ মহাবীর ইরাবানের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন তাঁহাদিগের তুমুল লোমহর্ষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ইরাবান্ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই দেবরূপী ভ্রাতৃদ্বয়কে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিলে তাঁহারাও ইরাবান্কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয়পক্ষই শত্রুবিনাশে উদ্যত ও প্রতীকারনিরত, তৎকালে তাঁহাদিগের কিছুমাত্র ইতরবিশেষ লক্ষিত হইল না। অনন্তর ইরাবান্ চারি শরে অনুবিন্দের চারি অশ্বকে বিনাশ করিয়া সুতীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা তাঁহার কার্ম্মুক ও ধ্বজ ছেদন করিলেন; তখন উহা অতি অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনুবিন্দ স্বীয় রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিন্দের রথে আরোহণ করিয়া সুদৃঢ় ভারসহ এক শরাসন গ্রহণ করিলেন এবং উভয়ে সমবেত হইয়া ইরাবানের উপর অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত কাঞ্চনভূষিত মহাবেগশালী শরনিকর আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। তখন ইরাবান্ রোষাবিষ্ট হইয়া বিন্দ ও অনুবিন্দের প্রতি শরবৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের সারথিকে নিপাতিত করিলেন। সারথি ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলে অশ্ব-সকল রথ লইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। এইরূপে ইরাবান্ বিন্দ ও অনুবিন্দকে পরাজয় করিয়া আপনার পৌরুষ প্রকাশপূর্ব্বক কৌরবসেনাগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। মনুষ্য যেমন বিষ পান করিয়া নানাবিধ অঙ্গবিক্ষেপ করিয়া থাকে, কৌরবসেনা-সকল অস্ত্র-শস্ত্র-প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া তাদৃশ অবস্থা প্রকাশ করিতে লাগিল।

ঘটোৎকচ-ভগদত্ত যুদ্ধ—ঘটোৎকচের পলায়ন

অনন্তর হিড়িম্বা-তনয় ধ্বজপটমণ্ডিত আদিত্য-সঙ্কাশ রথে আরোহণ করিয়া নৃপতি ভগদত্তের প্রতিগমন করিলেন। যেমন দেবরাজ ইন্দ্র তারকাময় সংগ্রামে নাগরাজোপরি অবস্থান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত নাগরাজোপরি অবস্থান করিতেছিলেন। সমাগত দেবতা, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ উভয়ের কিছুমাত্র ইতরবিশেষ অবগত হইতে সমর্থ হইলেন না। যেমন সুররাজ ইন্দ্র ক্রোধে অধীর হইয়া দানবদিগকে ইতস্ততঃ বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ভগদত্ত পাণ্ডব-সেনাগণকে চারিদিকে বিদ্রাবিত করিলেন। তখন পাণ্ডব-সৈন্যগণ আপনাদের মধ্যে কাহারও আশ্রয় লাভ করিতে অসমর্থ ও নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কেবল ভীমতনয় ঘটোৎকচকে রথারূঢ় নিরীক্ষণ করিলাম। কৌরব-সেনাসকল পাণ্ডব-সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া তুমুল কোলাহল করিতে লাগিল। পরে রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ ভগদত্তকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলে বোধ হইল যেন, জলধারায় সুমেরু গিরিকে সমাচ্ছন্ন করিতেছে। ভূপতি ভগদত্ত সেই সমস্ত শরনিকর অপসারিত করিয়া অবিলম্বে ঘটোৎকচের মর্ম্মস্থলে প্রহার করিলেন। ঘটোৎকচ ভিদ্যমান্ অচলের ন্যায় শরতাড়িত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। অনন্তর প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চতুর্দ্দশ তোমর প্রয়োগ করিলে

১। সালোক্য—সমানলোক।

ঘটোৎকচ নিক্ষিপ্ত শর দ্বারা তদ্দণ্ডে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া অশনিসঙ্কাশ সপ্তটি শরে ভগদত্তকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর ভগদত্ত তাঁহার চারি অশ্ব বিনষ্ট করিলেও তিনি সেই রথে অবস্থান করিয়া তাহার হস্তীর প্রতি মহাবেগে হেমদণ্ডমণ্ডিত ভীষণ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর তৎক্ষণাৎ উহা তিন খণ্ড করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। যেমন দানবরাজ নমুচি ইন্দ্রের ভয়ে রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ঘটোৎকচ নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া পলায়ন করিলেন। অনন্তর কুঞ্জরাধিষ্ঠিত ভূপতি ভগদত্ত যমরাজ ও বরুণের অজেয়, প্রখ্যাত মহাবল-পরাক্রান্ত, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচকে এইরূপে পরাজয় করিয়া পাণ্ডব-সেনা সংহার করিতে লাগিলেন, বোধ হইল যেন, অরণ্যহস্তী পদ্মিনীকে বিমর্দ্দিত করিয়া ইতস্তত: সঞ্চরণ করিতেছে।

নকুল-সহদেবসহ শল্যযুদ্ধ—শল্যপরাজয়

অনন্তর মদ্ররাজ শল্য ভাগিনেয় যমজ নকুল-সহদেবের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে শরজাল-সমাচ্ছন্ন করিলেন। মেঘ যেমন দিবাকরকে আবরণ করে, তদ্রূপ সহদেব মাতুল শল্যকে সমুপস্থিত দেখিয়া শরসমূহে তাঁহাকে আবৃত করিতে লাগিলেন। মদ্ররাজ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়াও নিতান্ত হৃষ্ট ও একান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহাদেরও জননী মাদ্রীর সম্পর্ক নিবন্ধন মাতুলের প্রতি অতুল প্রীতি সমুৎপন্ন হইল। শল্য সহাস্যমুখে চারি শরে নকুলের চারি অশ্ব বিনষ্ট করিলে নকুল সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সহদেবের রথে অধিরূঢ় হইলেন এবং উভয়ে মিলিত হইয়া ক্রোধভরে সুদৃঢ় শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক শল্যের প্রতি বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন: কিন্তু মদ্ররাজ অচলের ন্যায় কিছুতেই বিচলিত না হইয়া অবলীলাক্রমে বাণ-সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর সহদেব রোষ-কলুষিত-মনে শল্যকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শর পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় বেগে ধাবমান হইয়া মদ্ররাজকে বিদ্ধ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তিনি তখন নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে নিষণ্ণ ও মূর্চ্ছিত হইলেন। সারথি তাঁহাকে নিপতিত ও বিচেতন নিরীক্ষণ করিয়া রণস্থল হইতে অপসারিত করিল। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ মদ্ররাজ শল্যের রথ প্রতিনিবৃত্ত অবলোকন করিয়া বিমনায়মান হইয়া তাঁহার বিনাশ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। এ দিকে নকুল ও সহদেব মদ্ররাজকে পরাজয় করিয়া প্রফুল্লাননে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ও উপেন্দ্র যেমন দৈত্য-সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ইঁহারাও কৌরব-সেনাদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়

শ্রুতায়ু-যুধিষ্ঠির যুদ্ধ—শ্রুতায়ুর পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর দিবাকর নভোমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুকে লক্ষ্য করিয়া অশ্বসকল চালনাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সুতীক্ষ্ণ নয় শর নিক্ষেপ করিলেন। শ্রুতায়ু ঐ সমস্ত শর নিবারণ করিয়া তাঁহার প্রতি সাত বাণ প্রয়োগ করিলে শরসকল রাজা যুধিষ্ঠিরের বর্ম্ম ভেদ করিয়া শোণিত পান করিতে লাগিল; বোধ হইল যেন, দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রাণ অনুসন্ধান করিতেছে। রাজা শ্রুতায়ুর শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া বরাহকর্ণ অস্ত্রে তাঁহার হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিলেন এবং ভল্লাস্ত্রে তাঁহার কেতু ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে শ্রুতায়ু নিশিত সপ্ত সায়কে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। যেমন যুগান্তকালীন হুতাশন লোক-সকলকে ভস্মসাৎ করিবার নিমিত্ত প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোষানলে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণ তাঁহাকে ক্রোধাবিষ্ট নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন এবং সমস্ত জগৎ আকুল হইয়া উঠিল। তখন সকলেই মনে করিলেন, অদ্য রাজা যুধিষ্ঠির ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ত্রিলোক দগ্ধ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহর্ষিগণ লোকদিগের শান্তিলাভার্থ স্বস্ত্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্ম্মরাজ রোষকষায়িতলোচনে বারংবার সৃক্কণী লেহন করিতে লাগিলেন, তাঁহার মূর্ত্তি যুগান্ত-কালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে কৌরব-সেনাসকল এককালে জীবিতাশা

পরিত্যাগ করিল। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ধৈর্য্য সহকারে ক্রোধ সংবরণপূর্ব্বক শ্রুতায়ুর মুষ্টিদেশে কার্ম্মুক ছেদন ও সকল সৈন্য-সমক্ষে নারাচ দ্বারা বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া সত্বর তাঁহার অশ্ব ও সারথিকে বিনাশ করিলেন। শ্রুতায়ু রাজা যুধিষ্ঠিরের পুরুষকার অবলোকন করিয়া রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ শ্রুতায়ুকে পরাজিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সত্বর পরাঙ্মুখ হইল। রাজা যুধিষ্ঠির ব্যাদিতবদন কৃতান্তের ন্যায় কৌরবসৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন।

চেকিতান-কৃপাচার্য্য যুদ্ধ

অনন্তর বৃষ্ণিবংশীয় চেকিতান সর্ব্বসৈন্য সমক্ষে কৃপাচার্য্যকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। কৃপাচার্য্য সেই সমস্ত শরনিকর নিবারণ করিয়া সমরপ্রিয় চেকিতানকে সায়কসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; পরে এক ভল্লাস্ত্রে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন ও অন্য ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথিকে ভূতলে নিপাতিত করিয়া অশ্ব-সকল ও দুইটি পার্ষ্ণি-সারথিকে[১] বিনাশ করিলে চেকিতান সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বীরঘাতিনী গদা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার অশ্বগণকে বিনাশ ও সারথিকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর কৃপাচার্য্য ভূতলে অবস্থান করিয়া ষোড়শ শর নিক্ষেপ করিলে উহা চেকিতানের দেহ ভেদ করিয়া ধরণীতলে প্রবেশ করিল। যেমন পুরন্দর বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, তদ্রূপ চেকিতান ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সংহার করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার গদা নিক্ষেপ করিলে কৃপাচার্য্য সেই পাষাণগর্ভ[২] বিপুল মহাগদা বহু সহস্র শরে নিবারণ করিলেন। অনন্তর চেকিতান লঘুহস্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত করিয়া কৃপের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৃপাচার্য্যও কার্ম্মুক পরিত্যাগপূর্ব্বক সুসংস্কৃত[৩] অসি গ্রহণ করিয়া চেকিতানের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। পরে উভয়ে সুতীক্ষ্ণ অসি দ্বারা পরস্পর আঘাত করিলেন। তাঁহারা ব্যায়ামে পরিশ্রান্ত, নিস্ত্রিংশবেগে অভিহত ও মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া ভূতধাত্রী[৪] ধরিত্রীতে নিপতিত হইলেন। এই অবসরে চেকিতানের প্রিয়সুহৃৎ করকর্ষ মহাবেগে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া সর্ব্বসৈন্য-সমক্ষে স্বরথে আরোহণ করাইলেন। এ দিকে শকুনিও কৃপাচার্য্যকে সত্বর রথে আরোপিত করিলেন।

অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত ধৃষ্টকেতু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নবতি সায়কে সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। যেমন মার্ত্তণ্ডমণ্ডল মধ্যাহ্নকালে রশ্মিজালে সুশোভিত হয়, তদ্রূপ সৌমদত্তি শরনিকরে অলঙ্কৃত হইয়া সায়ক-সমূহে ধৃষ্টকেতুর রথ, সারথি ও অশ্বকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহাকেও সমাচ্ছন্ন করিলেন। ধৃষ্টকেতু রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক শতানীকের রথে আরূঢ় হইলেন। সুবর্ণকবচে অলঙ্কৃত রথী চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্ম্মর্ষণ অভিমন্যুর অভিমুখে গমন করিলে যেমন বাত, পিত্ত ও কফের সহিত শরীরের যুদ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহাদিগের সহিত অভিমন্যুর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অভিমন্যু তাঁহাদিগকে রথচ্যুত করিলেন, কেবল ভীমের বাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রাণনাশ করিলেন না।

ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ

ইত্যবসরে দেবগণেরও নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ ভীষ্ম দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত একমাত্র বালক অভিমন্যুকে লক্ষ্য করিয়া গমন করিতেছেন দেখিয়া অর্জ্জুন বাসুদেবকে কহিলেন, 'হে বাসুদেব! যে স্থানে ঐ বহুসংখ্যক রথ রহিয়াছে, সেই দিকে শীঘ্র অশ্ব চালনা কর। ঐ দেখ, যুদ্ধদুর্ম্মদ বীরগণ আমাদের সেনা-সকল বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।' তখন বাসুদেব, শ্বেতাশ্বযুক্ত রথ ঘর্ঘর-শব্দে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৌরবদিগের প্রতি গমন করিতেছেন দেখিয়া কৌরবসৈন্যগণ অতিশয় কোলাহল করিতে লাগিল। মহাবীর অর্জ্জুন ভীষ্মরক্ষ[১] ক্ষিতিপালগণ-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া সুশর্ম্মাকে কহিলেন, 'হে সুশর্ম্মন্! তুমি আমার পূর্ব্ববৈরী এবং যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ পদবী লাভ করিয়াছ দেখিতেছি; কিন্তু আজি তোমাকে দুর্নীতির অতি দারুণ ফল প্রাপ্ত হইতে হইবে; আমি

১। সারথির পার্শ্বরক্ষককে। ২। প্রস্তরতুল্য সারবান্—কঠিন। সুশাণিত। ৪। প্রাণীদিগের আশ্রয়স্থল।

১। ভীষ্ম দ্বারা রক্ষিত।

েই তোমাকে মৃত পিতামহদিগকে দর্শন ইব।' সুশর্ম্মা অর্জ্জুনের এইরূপ অতি কঠোর য শ্রবণগোচর করিয়া ভাল-মন্দ কিছুই বলিলেন পরে যেমন ঘনমণ্ডলী দিবাকরকে পরিবৃত , তদ্রূপ সুশর্ম্মা দুর্য্যোধন প্রভৃতি বহুসংখ্যক লগণে পরিবৃত হইয়া অর্জ্জুনকে বেষ্টনপূর্ব্বক দিক্ হইতে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। রূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণের শোণিতময় ঘোরতর ইতে লাগিল।"

ষড়শীতিতম অধ্যায়

সুশর্ম্মার পৃষ্ঠরক্ষক বীরগণের বিনাশ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাবীর য় শরনিকর দ্বারা ছিন্নভিন্ন হইয়া পদাহত ঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বাণে বাণে রথগণের কার্ম্মুক ছেদন করিলেন এবং াদিগকে নিঃশেষে বিনাশ করিবার অভিলাষ য়া এককালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহা- ার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, বর্ম্ম-সকল ছিন্ন-ভিন্ন স্তকসকল ছেদিত হইল; তাঁহারা শোণিতলিপ্ত- বরে এককালে ভূতলশায়ী হইলেন। অনন্তর র্ত্তরাজ সুশর্ম্মা তাঁহাদিগকে গতাসু দেখিয়া নের অভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহাদিগের াক্ষক দ্বাত্রিংশৎ মহাবীর অর্জ্জুন-সন্নিধানে সমুপস্থিত া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক র্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন শরনিকরে ান্ত নিপীড়িত ও ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া মার্জ্জিত[১] ষষ্টি শরে পৃষ্ঠরক্ষকদিগকে বিনাশ লেন। তিনি এইরূপে ষষ্টিসংখ্যক রথীদিগকে জয় করিয়া ভূপালগণের বলসমুদয় বিনাশ করিয়া বধার্থ প্রীতমনে সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। র্ত্তরাজ স্বীয় বন্ধুবান্ধবদিগকে নিহত দর্শন য়া অন্যান্য ভূপালগণকে পুরস্কৃত করিয়া অর্জ্জুন- র্থ ধাবমান হইলেন। তখন শিখণ্ডী প্রভৃতি সকল অর্জ্জুনকে সত্বর গমন করিতে দেখিয়া তাঁহার রক্ষা করিবার নিমিত্ত শাণিত শস্ত্র গ্রহণ করিয়া াৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মার সহিত ভূপালগণকে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া গাণ্ডীবমুক্ত নিশিত সায়ক দ্বারা তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইয়া দুর্য্যোধন ও জয়দ্রথ প্রভৃতি নৃপতিগণকে নিরীক্ষণ করিলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে বিদারণ করিবার নিমিত্ত মুহূর্ত্তমাত্র শক্তিসহকারে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভীষ্ম- সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর মহাবল- পরাক্রান্ত রাজা যুধিষ্ঠির ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী শল্যকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভীমসেন ও মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবের সহিত ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীম সমস্ত পাণ্ডবগণের সহিত সমাগত ও দারুণ শরসমূহে বিদ্ধ হইয়াও ব্যথিত হইলেন না।

যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক শিখণ্ডীর উত্তেজনা

অনন্তর সত্যসন্ধ জয়দ্রথ তথায় আগমন করিয়া শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক সহসা পাণ্ডবগণের কার্ম্মুক ছেদন করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অনলসঙ্কাশ শরনিকরে তাঁহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। যেমন দেবগণ সমবেত অসুরগণের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবেরা কৃপ, শল্য, শল ও চিত্রসেনের বিচিত্র সায়কে বিদ্ধ হইয়া সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মশরে শিখণ্ডীর কার্ম্মুক খণ্ড খণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, 'হে বীর! তুমি তোমার পিতার অগ্রে আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলে যে, আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, বিমল সূর্য্যসঙ্কাশ শরনিকরে মহাব্রত ভীষ্মকে সংহার করিব; তুমি কি নিমিত্ত আপনার প্রতিজ্ঞা সফল করিতেছ না? এক্ষণে তাঁহাকে বিনাশ করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন এবং ধর্ম্ম, কুল ও যশ রক্ষা কর। দেখ, যেমন কৃতান্ত ক্ষণকালমধ্যে জগৎ সন্তপ্ত করে, তদ্রূপ ভীষ্ম সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহে আমার সৈন্যগণকে নিরন্তর পরিতপ্ত করিতেছেন। এক্ষণে তুমি ছিন্নধনু, সমরপরাঙ্মুখ ও ভীষ্মের নিকট পরাজিত হইয়া সহোদর ও বন্ধুবান্ধব- দিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কোথায় গমন করিবে? ইহা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বোধ হয়, তুমি অনন্তবীর্য্য ভীষ্ম এবং ছিন্নভিন্ন পলায়নপর সৈন্যগণকে নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চয়ই ভীত হইয়াছ, এই নিমিত্ত

১। তৈল দ্বারা বিদূরিত মল—চকচকে।

তোমার মুখমণ্ডলের প্রফুল্লতা নাই। তুমি আজি আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী মহাবীর ধনঞ্জয়ের সহিত মিলিত ও পৃথিবীতে প্রখ্যাত হইয়া কি নিমিত্ত ভীষ্ম হইতে ভয় প্রাপ্ত হইতেছ ?'

শিখণ্ডী-ভীমসেন সমরে কৌরব-পলায়ন

তখন শিখণ্ডী পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠিরের অতি কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া তিরস্কারবোধে ভীষ্মবধে যত্নবান্ হইলেন। মহাবীর শল্য তাঁহাকে ভীষ্ম-বিনাশার্থ ধাবমান দেখিয়া অনিবার্য্য অস্ত্রে নিবারণ করিলেন। দেবরাজসদৃশ প্রভাবশালী শিখণ্ডী সেই যুগান্তানল-কল্প[১] শল্যপ্রেরিত অস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া কিছুমাত্র বিমোহিত হইলেন না, প্রত্যুত শরনিকরে তাঁহার অস্ত্র নিবারণ করিয়া সেই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত পুনরায় এক বারুণাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। পার্থিবগণ ও দেবলোক-স্থিত দেবতা সকল অস্ত্র দ্বারা অস্ত্র-নিবারণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভীষ্ম রাজা যুধিষ্ঠিরের বিচিত্র ধ্বজ ও কার্ম্মুক ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে ভয়ে একান্ত অভিভূত দেখিয়া শর ও শরাসন পরিত্যাগ এবং গদা গ্রহণপূর্ব্বক পাদচারে জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর জয়দ্রথ গদাধারী ভীমকে মহাবেগে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া ভীষণ যমদণ্ডসদৃশ শাণিত পঞ্চশত শরে তাঁহার চারি পার্শ্ব বিদ্ধ করিলেন। বৃকোদর সেই সকল শরজাল লক্ষ্য না করিয়াই রোষকষায়িতলোচনে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অশ্বগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুররাজসদৃশ রাজকুমার চিত্রসেন ভীমসেনকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত অস্ত্র উদ্যত করিয়া তথায় আগমন করিলেন; ভীমও সহসা সিংহনাদ পরিত্যাগ ও গদা প্রদর্শনপূর্ব্বক তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া প্রতিগমন করিতে লাগিলেন। তখন কৌরবগণ সেই যমদণ্ডকল্প ভীষণ গদা উদ্যত অবলোকন করিয়া চিত্রসেনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গদা-পাত-পরিহার[২] বাসনায় পলায়ন করিলেন। চিত্রসেন সেই গদাপাতের পূর্ব্বেই বিমল অসি ও চর্ম্ম গ্রহণ-পূর্ব্বক অচল-শিখর[৩] হইতে সিংহের ন্যায় নির্ভয়ে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সমতল ভূতলে গমন করিলেন; দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলেই চিত্রসেনের সেই বিচিত্র ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। ভীমনির্ম্মুক্ত গদা চিত্রসেনের রথ, অশ্ব ও সারথিকে বিনষ্ট করিয়া গগনমণ্ডল হইতে নিপতিত প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় ভূতলে পতিত হইল।"

১। প্রলয়বহ্নিতুল্য।২। গদা হইতে গাত্র রক্ষা।৩। পর্ব্বতচূড়া।

—

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির সমর

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! আপনার পুত্র বিকর্ণ ভগ্নরথ মনস্বী চিত্রসেনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রথে আরোপিত করিলেন। তুমুল সঙ্কুল সংগ্রামে শান্তনুতনয় ভীষ্ম সত্বর যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলে বহুল-নাগাশ্বরথসমবেত[১] সৃঞ্জয়গণ তদ্দর্শনে কম্পিত হইয়া উঠিল এবং মনে মনে স্থির করিল যে, 'ধর্ম্মরাজ কৃতান্তের মুখে নিপতিত হইয়াছেন।' এ দিকে মহারাজ যুধিষ্ঠির মাদ্রীনন্দনদ্বয়-সমভি-ব্যাহারে মহাধনুর্দ্ধর শান্তনুতনয়ের অভিমুখীন হইলেন এবং মেঘ যেমন দিবাকরকে আচ্ছাদিত করে, তদ্রূপ শরনিকর দ্বারা ভীষ্মকে আচ্ছাদিত করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম সেই যুধিষ্ঠিরপ্রমুক্ত সহস্র সহস্র শর অনায়াসে সহ্য করিয়া অসংখ্য শর-সন্ধান করিতে লাগিলেন। ভীষ্মনিক্ষিপ্ত শরনিকর আকাশমণ্ডলে পক্ষিকুলের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহাবীর শান্তনুতনয় নিমেষমধ্যে যুধিষ্ঠিরকে শর-নিকরে সমাচ্ছন্ন ও অদৃশ্য করিলেন[২]।

তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ক্রোধভরে ভীষ্মের প্রতি আশীবিষসদৃশ এক নারাচ নিক্ষেপ করিলে মহারথ শান্তনুতনয় সেই যুধিষ্ঠিরনিক্ষিপ্ত কালসদৃশ নারাচ অর্দ্ধপথে ছেদনপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের কাঞ্চনভূষণ-বিভূষিত অশ্ব-সমুদয় নিহত করিলেন। ধর্ম্মনন্দন সেই হতাশ্ব রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর মহাত্মা নকুলের রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন অরাতিকুল-নিপাতন শান্তনুতনয় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মাদ্রী-নন্দনদ্বয়ের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে

১। বহু অশ্ব-গজ-রথযুক্ত। ২। বাণে বাণে ঢাকিয়া ফেলিলেন।

লে সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। মহারাজ
র সেই যমজ ভ্রাতৃদ্বয়কে ভীষ্মের শরে নিতান্ত
ড়িত দেখিয়া তাঁহাকে নিধন করিবার নিমিত্ত
রোনাস্থি চিন্তিত হইলেন; পরে স্বীয় সুহৃৎ
গণকে শান্তনুতনয়ের নিধনার্থ আদেশ
লন।

ভীষ্মের বিরুদ্ধে বহু ভূপতির অভিযান

ভূপতিগণ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র
মুদয় লইয়া ভীষ্মকে বেষ্টন করিলেন। মহাবীর
নুতনয় এইরূপে সেই ভূপতিগণ কর্ত্তৃক
কে পরিবৃত হইয়া ক্রোধভরে শরাসন সঞ্চালন-
সেই মহারথগণকে নিপাতিত করিয়া সঞ্চরণ
ত লাগিলেন। তখন পাণ্ডবগণ অরণ্যে
মধ্যস্থ[1] মৃগরাজ-শিশুর[2] ন্যায় তাঁহাকে
াকন করিতে লাগিলেন এবং মৃগযূথ যেমন
তকে নিরীক্ষণ করিয়া ভীত হয়, তদ্রূপ মহাবীর
সমরে শূরগণকে তর্জ্জিত[3] ও সায়ক দ্বারা
সিত করিতেছেন দেখিয়া সাতিশয় ভীত
ন। ক্ষত্রিয়গণ কক্ষদহনাভিলাষী পবনসহায়
নের গতির ন্যায় শান্তনুতনয়ের গতি অবলোকন
ত লাগিলেন। যেমন সুনিপুণ ব্যক্তি
রু হইতে পরিপক্ক ফল সমুদয় পাতিত করে,
মহাবীর ভীষ্ম রথিগণের মস্তক নিপাতিত
ন। বীরগণের মস্তক ভীষ্মের শরে ছিন্ন হইয়া
লে নিপতিত হওয়াতে প্রস্তরপতনশব্দের ন্যায়
শব্দ সমুত্থিত হইল।

হ মহারাজ! সেই দারুণ সংগ্রাম ক্রমে ক্রমে
হইয়া উঠিলে সমুদয় সৈন্যগণ পরস্পর মিলিত
সেনাগণের পরস্পর মিলনে ব্যূহ ছিন্ন-ভিন্ন
ক্ষত্রিয়গণ এক এক জন এক এক জনকে
নপূর্ব্বক সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।
তনয় শিখণ্ডী ভীষ্মকে লক্ষ্য করিয়া 'থাক
বলিয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলে
শান্তনুতনয় শিখণ্ডীর স্ত্রীত্ব চিন্তা করিয়া
প্রতি অনাদর প্রকাশপূর্ব্বক সৃঞ্জয়গণের
গমন করিতে লাগিলেন। সৃঞ্জয়গণ ভীষ্মকে
দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি
আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় ভগবান্

হরিণদলমধ্যস্থিত। ২। সিংহশাবক। ৩। বীরদর্পে দুর্ব্বল।

ভাস্কর পশ্চিমদিক্ অবলম্বন করিলেন। উভয়পক্ষীয়
সৈন্যগণের ঘোর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল।

মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মহারথ সাত্যকি অসংখ্য
শক্তি, তোমর ও সায়ক দ্বারা কৌরব-সৈন্যগণকে
পীড়ন করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ তাঁহাদের শরে
নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও বীরজনোচিত বুদ্ধিপ্রভাবে
সমর পরিত্যাগ না করিয়া উৎসাহসহকারে শত্রুসংহারে
প্রবৃত্ত হইল।

কৌরব-পাণ্ডব পরস্পর যুদ্ধ—কৌরব পলায়ন

অনন্তর তাহারা মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের শরে একান্ত
আহত হইয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিল।
তখন অবন্তীদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ সেই সৈন্য-
গণের চীৎকারধ্বনি শ্রবণ করিয়া সত্বর ধৃষ্টদ্যুম্নের
অভিমুখীন হইলেন এবং অবিলম্বে অশ্বসমুদয় বিনষ্ট
করিয়া তাঁহাকে শরজালে সমাচ্ছাদিত করিলেন।
তখন মহাবীর পাঞ্চালরাজতনয় অবিলম্বে সেই অশ্ব-
শূন্য রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক মহাত্মা সাত্যকির
রথে সমারূঢ় হইলেন। ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ক্রোধভরে
মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে বিন্দ ও অনুবিন্দের
সমীপে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে মহারাজ
দুর্য্যোধন সসৈন্যে বিন্দ ও অনুবিন্দের রক্ষার্থ
তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক অবস্থান করিতে
লাগিলেন।

এ দিকে মহাবীর ধনঞ্জয় দানবদলন-সমুদ্যত
পুরন্দরের ন্যায় ক্রোধভরে ক্ষত্রিয়গণকে সংহার
করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্য্যোধনের প্রিয়-
চিকীর্ষু দ্রোণাচার্য্যও ক্রোধান্বিতচিত্তে অনলের
তুলারাশি-দহনের ন্যায় পাঞ্চালগণকে সংহার করিতে
লাগিলেন। দুর্য্যোধনপ্রমুখ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ভীষ্মকে
পরিবেষ্টনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করিতে
আরম্ভ করিলেন।

মরীচিমালী ভগবান্ ভাস্কর ক্রমে ক্রমে লোহিতবর্ণ
হইয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে মহারাজ দুর্য্যোধন
কৌরবসৈন্যগণকে সত্বর হইতে আদেশ করিলেন।
সৈন্যগণ তদনুসারে সংগ্রামস্থলে অসাধারণ বল-বিক্রম
প্রকাশপূর্ব্বক দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে
অতি ভীষণ তরঙ্গসমাকুল রুধিরনদী প্রবাহিত
হইতে লাগিল; অশিব শিবাকুল[1] ভৈরব রব করিয়া

১। অমঙ্গলসূচক শৃগালদল।

উহার তীরে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষস, পিশাচ প্রভৃতি বিবিধ অসংখ্য পিশিতাশন[1] ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে ভূতসমূহসমাকুল সেই সমর অতি ভীষণ হইয়া উঠিল।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় সুশর্ম্মা প্রভৃতি সসৈন্য ভূপতিগণকে এবং ভীমসেন দুর্য্যোধন প্রভৃতি রথিগণকে পরাজয় করিয়া শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন। কুরুকুলচূড়ামণি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া এবং সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন যোদ্ধগণের সহিত মিলিত হইয়া স্কন্ধাবারে[2] গমন করিতে লাগিলেন। এ দিকে রাজা দুর্য্যোধন শান্তনুতনয় এবং দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, শল্য ও কৃতবর্ম্মা সৈন্যগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণ নিশাকালে প্রথমে একত্র মিলিত হইয়া পরে স্ব স্ব শিবিরে প্রতিগমনপূর্ব্বক পরস্পর যথাবিহিত সম্মান-প্রদর্শন, শূরগণের রক্ষা, যথাবিধি গুল্ম[3]সংস্থাপন, গাত্রের শল্য অপনয়ন ও বিভিন্ন জলে স্নান করিয়া গীতবাদ্যাদি দ্বারা আমোদ-প্রমোদ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের স্বস্ত্যয়ন ও বন্দিগণ স্তব করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে কৌরব ও পাণ্ডবগণের শিবির স্বর্গসদৃশ বোধ হইতে লাগিল। বীরপুরুষগণ কেহ যুদ্ধবিষয়ক কোন কথাই উত্থাপন করিলেন না। যোদ্ধৃগণ এইরূপে ক্ষণকাল আমোদ-প্রমোদ করিয়া নিদ্রিত এবং হস্তী ও অশ্ব সকল প্রসুপ্ত হইলে সেই সমরশ্রান্ত উভয় সৈন্য অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।"

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

অষ্টম-দিবসীয় যুদ্ধ—কৌরব-ব্যূহরচনা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে নরনাথ! এইরূপে সেই উভয়পক্ষীয় বীরপুরুষগণ নিদ্রাসুখ অনুভব ও রজনী অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে পুনরায় যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের যুদ্ধযাত্রাকালে সাগরধ্বনিসদৃশ তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন, চিত্রসেন, বিবিংশতি, রথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ও মহাবল-পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য একত্র মিলিত হইয়া ব্যূহরচনা করিতে লাগিলেন। কৌরবশ্রেষ্ঠ শান্তনুতনয় সাগর সদৃশ মহাব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক স্বয়ং মালব, আবন্ত্য ও দাক্ষিণাত্যগণ-সমভিব্যাহারে সর্ব্বসৈন্যের অগ্রবর্ত্তী হইয়া গমন করিলেন। তৎপশ্চাৎ প্রতাপশালী দ্রোণ পুলিন্দ, পারদ ও ক্ষুদ্রক মালবগণসমভিব্যাহারে; তৎপশ্চাৎ প্রবল ভগদত্ত মাগধ, কলিঙ্গ ও পিশাচগণসমভিব্যাহারে; তৎপশ্চাৎ কোশলাধিপতি বৃহদ্বল মেনক, ত্রৈপুর ও চিচ্ছিলগণ-সমভিব্যাহারে; তৎপশ্চাৎ প্রস্থলাধিপতি ত্রৈগর্ত্ত বহুতর কাম্বোজ ও যবন-সমভিব্যাহারে; তৎপশ্চাৎ অশ্বত্থামা সিংহনাদে ধরাতল নিনাদিত করিয়া; তৎপশ্চাৎ মহারাজ দুর্য্যোধন সর্ব্বসৈন্য ও সোদরগণে পরিবৃত হইয়া এবং তৎপশ্চাৎ কৃপ গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই সাগরসদৃশ মহাব্যূহ গমন করিতে আরম্ভ করিলে, তন্মধ্যে সমুদয় পতাকা, শ্বেতচ্ছত্র, বিচিত্র অঙ্গদ ও মহার্হ শরাসন শোভা পাইতে লাগিল।

পাণ্ডব-ব্যূহরচনা

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই কৌরবপক্ষীয় মহাব্যূহ অবলোকন করিয়া সত্বর স্বীয় পৃতনাপতি[1] ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, 'হে মহাধনুর্দ্ধর! ঐ দেখ, কৌরবেরা সাগরসদৃশ ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছে; অতএব তুমিও অচিরাৎ প্রতিব্যূহ প্রস্তুত কর।' পাঞ্চালতনয় যুধিষ্ঠিরের নির্দেশানুসারে পরব্যূহবিনাশন মহান্ শৃঙ্গাটক[2]-ব্যূহ রচনা করিলেন। ঐ ব্যূহের শৃঙ্গদ্বারে অনেক সহস্র রথ, অশ্ব ও পদাতিসমবেত মহারথ ভীম ও সাত্যকি, নাভিদেশে শ্বেতাশ্ব বানরকেতু ধনঞ্জয় এবং মধ্যস্থলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীনন্দনদ্বয় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্যূহশাস্ত্রবিশারদ মহাধনুর্দ্ধর অন্যান্য ভূপতিগণ সৈন্যগণসমভিব্যাহারে সেই ব্যূহ পরিপূরিত করিলেন। ব্যূহের পশ্চাদ্ভাগে মহারথ অভিমন্যু, বিরাট, দ্রৌপদীতনয়গণ ও হিড়িম্বাতনয় ঘটোৎকচ অবস্থিত হইলেন। জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণ এইরূপে মহাব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। চতুর্দ্দিকে তুমুল ভেরীশব্দ,

১। মাংসাশী। ২। শিবিরে। ৩। সৈন্যগণের ঘাঁটি বা থানা।

১। সেনাপতি। ২। চতুষ্পথাকার—চারিটি পথসমন্বিত।

শঙ্খনিঃস্বন, সিংহনাদ, আস্ফোটন[১] ও উৎক্রোশ[২] হইতে লাগিল।

উভয়পক্ষীয় বীরগণের পরস্পর সংঘর্ষ

তখন মহাবীরগণ পরস্পর মিলিত হইয়া পরস্পরের প্রতি অনিমেষলোচনে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রথমে মনে মনে যুদ্ধ-কল্পনা করিয়া পশ্চাৎ পরস্পরকে আহ্বানপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ব্যাদিত-বদন[৩] অতি ভীষণ ভুজঙ্গ-সদৃশ নিশিত নারাচ নিকর, ঘনঘটাবিনিঃসৃত[৪] দেদীপ্যমান বিদ্যুৎসদৃশ তৈলধৌত সুশাণিত শক্তি-সমুদয় ও গিরিশৃঙ্গসদৃশ বিমল পট্ট[৫]-সমাচ্ছাদিত স্বর্ণভূষিত গদা-সকল চতুর্দ্দিক্ হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। নির্ম্মল নভোমণ্ডলসন্নিভ নিস্ত্রিংশ-সমুদয় ও ঋষভচর্ম্মবিনিন্দিত[৬] শতচন্দ্র-শোভিত চর্ম্ম[৭]-সকল ইতস্ততঃ পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেবাসুর সৈন্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রথি ভূপতিগণ যুগ দ্বারা বিপক্ষ রথিগণের যুগ আক্রমণপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। যুধ্যমান দন্তিগণের দন্তসংঘর্ষসঞ্জাত সধূম হুতাশন চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল। কোন কোন গজারোহী প্রাস দ্বারা অভিহত ও ভূতলে নিপতিত হইয়া গিরিশৃঙ্গ হইতে পতিত বৃক্ষনিচয়ের ন্যায় শোভিত হইল। বিচিত্ররূপধারী পদাতিগণ নখর[৮] ও প্রাস দ্বারা বিপক্ষপক্ষীয় পদাতিদিগকে নিহত করিতে লাগিল। এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় সেনাগণ পরস্পর মিলিত হইয়া নানাবিধ শরে পরস্পর সংহার করিতে আরম্ভ করিল।

তখন মহাবীর শান্তনুতনয় রথঘোষে[৯] রণস্থল প্রতিধ্বনিত ও শরাসনশব্দে পাণ্ডবগণকে বিমোহিত করিয়া সমুপস্থিত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় রথিগণও ভীষণ ধ্বনি করিয়া যুদ্ধে গমন করিলেন। পরে উভয়পক্ষীয় নর, অশ্ব ও হস্তি-সমুদয় পরস্পর মিলিত হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল।”

১। বীরদর্পসহকারে স্বশরীরে করতলাঘাতে শব্দকরণ। ২। উচ্চ চীৎকার। ৩। মুখ হাঁ করা। ৪। মেঘ গর্জ্জন হইতে নির্গত। ৫। বস্ত্রনির্ম্মিত আবেষ্টন। ৬। বৃষচর্ম্ম হইতেও শক্ত। ৭। ঢাল। ৮। নখের মত তীক্ষ্ণ শর। ৯। রথশব্দে।

ঊননবতিতম অধ্যায়

ভীম-ভীষ্ম যুদ্ধ—ধৃতরাষ্ট্রতনয় সুনাভবধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! প্রতাপশালী ভাস্করসদৃশ প্রভাসম্পন্ন, মহাবীর শান্তনুতনয় সমরে সমাগত হইলে পাণ্ডবগণ তাঁহাকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্ষণকাল পরে পাণ্ডব সৈন্যগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিয়োগানুসারে ভীষ্মের উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া সংগ্রামে ধাবমান হইল। তখন সমরশ্লাঘী শান্তনুনন্দন অসংখ্য সায়ক বর্ষণ করিয়া মহাধনুর্দ্ধর সোমক, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণকে পাতিত করিতে লাগিলেন। রণোৎসাহী পাঞ্চাল ও সোমকগণ ভীষ্মের শরে দৃঢ়তর সমাহত হইয়াও মৃত্যুভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর শান্তনুতনয় তাঁহাদের কাহার হস্ত ও কাহার মস্তকচ্ছেদন এবং রথিগণের রথ ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ভীষ্মের ভীষণ শর-প্রভাবে সমরক্ষেত্রে চতুর্দ্দিকে অশ্ব হইতে নিপতিত অশ্বারোহিগণের মস্তক ও আরোহিশূন্য, ভূতলে শয়ান, পর্ব্বতোপম গজ-সমুদয় দৃষ্ট হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষে রথিশ্রেষ্ঠ ভীমসেন ব্যতীত আর কেহই সমরে বিক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হইল না। ঐ মহাবীর ভীষ্মকে আক্রমণপূর্ব্বক তাড়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভীষ্ম ও ভীমসেনের সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে, উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণমধ্যে ঘোরতর কোলাহল আরম্ভ হইল। পাণ্ডবগণ হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ করিতে লাগি-লেন। মহারাজ দুর্য্যোধন সোদরগণ সমভিব্যাহারে ভীষ্মকে রক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন। মহাবীর ভীমসেন ভীষ্মের সারথিকে সংহার করিলে অশ্বগণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ভীষ্মের রথ লইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন ঐ অবসরে সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা সুনাভের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। হে রাজন্! এইরূপে আপনার পুত্র সুনাভ নিহত হইলে মহাবীর আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, কুণ্ডধার, মহোদর, অপরাজিত, পণ্ডিত ও বিশালাক্ষ আপনার এই সাত পুত্র সোদর-বিনাশ সহ্য করিতে না পারিয়া বিচিত্র কবচ ও আয়ুধ-সমুদয় গ্রহণপূর্ব্বক ভীমসেনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্বে

ইন্দ্র যেমন বৃত্রকে বাণবিদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর মহোদর বজ্রসদৃশ নয় বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন আদিত্যকেতু সপ্ততি, বহ্বাশী পাঁচ, কুণ্ডধার নবতি, বিশালাক্ষ সাত, পণ্ডিত তিন ও মহারথ অপরাজিত অসংখ্য সায়ক দ্বারা ভীমসেনকে তাড়িত করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের অপরাজিত-প্রমুখ সপ্তপুত্র বধ

মহাবীর বৃকোদর সমরে শত্রুগণের প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া বামহস্ত দ্বারা শরাসন নিপীড়ন করিয়া আনতপর্ব্ব শরপ্রহারে অপরাজিতের মস্তকচ্ছেদন করিলেন; পরে ভল্ল দ্বারা সর্ব্বসৈন্যসমক্ষে মহারথ কুণ্ডধারকে শমনসদনে প্রেরণপূর্ব্বক রণপণ্ডিত পণ্ডিতের প্রতি এক সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলেন। ভীমনিক্ষিপ্ত ভীষণ সায়ক কালপ্রেরিত ভুজঙ্গের ন্যায় পণ্ডিতকে বিনষ্ট করিয়া ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর বৃকোদর পূর্ব্বতন ক্লেশ স্মরণপূর্ব্বক তিন শরে বিশালাক্ষের মস্তকচ্ছেদন করিয়া মহোদরের বক্ষঃস্থলে সুতীক্ষ্ণ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহোদর ভীমের ভীমপ্রহারে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলে মহাবীর ভীমসেন তীক্ষ্ণ বাণে আদিত্যকেতুর ছত্র ও নিশিত ভল্ল প্রহারে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া আনতপর্ব্ব শর দ্বারা বহ্বাশীকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। হে রাজন্! সেই মহাবীরসমুদয় বিনষ্ট হইলে আপনার অন্যান্য তনয়গণ ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা সত্য বোধ করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজা দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবিনাশে নিতান্ত কাতর হইয়া কৌরবসৈন্যগণকে কহিলেন, 'হে সৈন্যগণ! এই দুরাত্মা ভীমকে তোমরা সত্বর সংহার কর।"

দীনতাপন্ন দুর্য্যোধন প্রতি ভীষ্মের তিরস্কার

হে মহারাজ! আপনার পুত্রগণ এইরূপে সোদরগণকে বিনষ্ট দেখিয়া ভীমসেনের পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! সত্যবাদী মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে সত্য হইল। আপনি লোভ, মোহ ও পুত্রপ্রীতিনিবন্ধন পূর্ব্বে বিদুরের হিতবাক্য বুঝিতে পারেন নাই। মহাবাহু বৃকোদর মহাশয়ের পুত্রগণকে বিনষ্ট করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যুদ্ধবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।

মহারাজ দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবধে কাতর হইয়া ভীষ্মের সমীপে গমনপূর্ব্বক বাষ্পগদ্‌গদস্বরে কহিতে লাগিলেন, 'হে পিতামহ! ভীমসেন সংগ্রামে আমার ভ্রাতাদিগকে সংহার করিয়াছে। আমরা বহু যত্ন সহকারে সংগ্রাম করিতেছি, তথাপি আমাদের সৈন্যগণ নিহত হইতেছে। আপনি উদাসীন হইয়া সতত আমাদিগের উপেক্ষা করিতেছেন। আমি সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নিতান্ত কুকর্ম্ম করিয়াছি।'

মহাত্মা ভীষ্ম দুর্য্যোধনের বাক্যশ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, 'হে দুর্য্যোধন! আমি, দ্রোণ, বিদুর ও যশস্বিনী গান্ধারী, আমরা পূর্ব্বে তোমাকে এই কথা কহিয়াছিলাম, তুমি তৎকালে আমাদের বাক্যে উপেক্ষা করিয়াছিলে। যাহা হউক, আমি পূর্ব্বে তোমাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে সমর পরিত্যাগ করিব না; দ্রোণাচার্য্যও রণে ক্ষান্ত হইবেন না, কিন্তু আমি সত্য কহিতেছি যে, মহাবীর ভীমসেন সমরে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের মধ্যে যাহাকে যাহাকে দেখিবে, তাহাকে তাহাকে অবশ্যই সংহার করিবে। অতএব তুমি স্থির হইয়া দৃঢ়বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ কর। পাণ্ডবগণকে পরাজয় করা ইন্দ্রাদি দেবগণেরও দুঃসাধ্য'।"

নবতিতম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের সখেদোক্তি—সঞ্জয়ের কটাক্ষ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ আমার এই সকল পুত্রকে একমাত্র ভীমসেনের হস্তে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিলেন? আমারই পুত্রগণ প্রতিদিন পরাজিত ও বিনষ্ট হইতেছে, এক্ষণে বোধ হয়, দৈব তাহাদের প্রতিকূল হইয়াছে। দেখ, আমার পুত্রেরা সকলেই পরাজিত হইতেছে, কোন প্রকারেই তাহাদের জয় হইতেছে না; বিশেষতঃ যখন তাহারা মহাবীর দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ, ভূরিশ্রবা, ভগদত্ত, অশ্বত্থামা ও অন্যান্য

মহাবীরগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়াও বিনষ্ট হইতেছে, তখন দুরদৃষ্ট ভিন্ন আর অন্য কারণ কিছুই নাই। পূর্ব্বে আমি, ভীষ্ম, বিদুর ও গান্ধারী, আমরা সকলেই হিতবাসনাপরবশ হইয়া মূঢ়মতি দুর্য্যোধনকে বারংবার নিবারণ করিয়াছিলাম; কিন্তু সে অজ্ঞানতা-প্রভাবে তখন কিছুই অবধারণ করে নাই। এক্ষণে তাহারই ফলভোগ করিতেছে; ভীমসেন রোষাবিষ্ট হইয়া প্রতিদিনই আমার পুত্রগণকে বিনাশ করিয়া থাকে।'

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! বিদুর আপনাকে কহিয়াছিলেন, আপনি পুত্রগণকে দ্যূতক্রীড়া হইতে নিবারণ করুন; পাণ্ডবগণের কদাচ অপকার করিবেন না; কিন্তু তৎকালে আপনি সেই হিতকর বাক্য হৃদয়ঙ্গম করেন নাই, এক্ষণে তাঁহারই কথা সপ্রমাণ হইতেছে। যেমন মনুষ্য হিতজনক ঔষধে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে, তদ্রূপ আপনিও প্রিয়কারী বন্ধুবান্ধবগণের বাক্যে কর্ণপাত করেন নাই। এক্ষণে সেই সমস্ত হিতজনকবাক্য আপনার পক্ষে ঘটিতেছে। কৌরবগণ বিদুর, দ্রোণ, ভীষ্ম ও অন্যান্য হিতাভিলাষী ব্যক্তিদিগের বাক্য শ্রবণ না করিয়াই বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছে। এক্ষণে যেরূপে যুদ্ধ হইতেছে, তাহা শ্রবণ করুন।

সঙ্কুলযুদ্ধে উভয়পক্ষীয় বহু সৈন্যসংহার

মধ্যাহ্নকালে লোকক্ষয়কর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, সৈন্যগণ ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে ভীষ্মবিনাশার্থ ক্রোধভরে ধাবমান হইল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে; বিরাট ও দ্রুপদ সোমকদিগের সহিত এবং কুন্তিভোজ, ধৃষ্টকেতু ও কৈকেয়গণ ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন; অর্জ্জুন, চেকিতান ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র দুর্য্যোধনের আজ্ঞানুবর্ত্তী পার্থিবদিগের প্রতি এবং অভিমন্যু, হৈড়ম্ব ও ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৌরব-দিগের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন; এইরূপে পাণ্ডবেরা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া কৌরবগণকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কৌরবেরাও তাঁহাদিগকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারথ দ্রোণ রোষ-পরবশ হইয়া সৃঞ্জয়দিগের সহিত সোমক-দিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। কৌরবেরা 'মার মার' বলিয়া সৃঞ্জয়দিগকে বধ করিতে আরম্ভ করিলে তাহাদিগের মধ্যে সাতিশয় কোলাহল সমুপস্থিত হইল। অনন্তর দ্রোণশরনিহত বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় ব্যাধিনিপীড়িত ব্যক্তির ন্যায় ইতস্ততঃ বিচেষ্টমান দৃষ্ট হইল। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ন্যায় তাহাদের আর্ত্তনাদ শ্রুতি-গোচর হইতে লাগিল।

এ দিকে মহাবল-পরাক্রান্ত ভীম দ্বিতীয় অন্তকের ন্যায় ক্রোধে অধীর হইয়া কৌরবগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরস্পর নিহত সৈন্যগণের রুধিরবাহিনী ভীষণদর্শনা নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন কৌরব ও পাণ্ডবগণের যমরাজ্যবিবর্দ্ধন সংগ্রাম অতিশয় ঘোরতর হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবীর ভীম রোষাবিষ্ট হইয়া মহাবেগে গজসৈন্য আক্রমণ করিয়া শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ভীমসেনের নারাচ দ্বারা অভিহত করিনিকর ভূতলে নিপতিত, বিষণ্ণ ও চারিদিকে ধাবমান হইল এবং কতকগুলি আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কতকগুলি হস্তী ছিন্নশুণ্ড ও ছিন্নকলেবর হইয়া ক্রৌঞ্চের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ধরাতলে শয়ন করিল। মহাবীর নকুল এবং সহদেবও করিসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইয়া কাঞ্চনশিরোভূষণসম্পন্ন কাঞ্চন-অলঙ্কারে অলঙ্কৃত শত সহস্র মাতঙ্গ নিহত করিতে লাগিলেন। কতকগুলির জিহ্বা ছিন্ন হইয়াছে; কতক-গুলির নিশ্বাস অতিকষ্টে নির্গত হইতেছে; কতকগুলি এককালে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে এবং কতক-গুলি আর্ত্তনাদ করিতেছে। সমরভূমি এইরূপে নানা রূপধারী করিনিকরে ও অর্জ্জুনশরে নিহত ভূপাল-গণে পরিপূর্ণ হইয়া পরম শোভা ধারণ করিল। বসন্তকালীন কুসুমের ন্যায় ভগ্ন রথ, ছিন্ন ধ্বজদণ্ড, ছিন্ন চামর, মহাপ্রভ ছত্র, খণ্ড খণ্ড আয়ুধ, হার, নিষ্ক, কেয়ূর কুণ্ডলাকৃত মুণ্ড, স্খলিত উষ্ণীষ, পতাকা, অনুকর্ষ[1] ও রশ্মিসহকৃত যোক্ত্র[2] দ্বারা সমর-ভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া সাতিশয় শোভমান হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অন্যান্য বীরপুরুষেরা ক্রোধাবিষ্ট হইলে পাণ্ডবগণেরও এইরূপ ক্ষয় হইতে লাগিল।"

১। রথচক্রের উপরিস্থিত কাষ্ঠ। ২। যোতাল।

একনবতিতম অধ্যায়

অর্জ্জুনতনয় ইরাবানের সমরাভিযান

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্! এইরূপ ভয়ঙ্কর বীরক্ষয়কর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সুবলনন্দন শকুনি পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর হার্দ্দিক্য বায়ুবেগগামী বহুসংখ্যক কাম্বোজ দেশীয়, দেশজ, নদীজ, অরট্টজ[১], মহীজ, সিন্ধুজ, বনায়ুজ[২], ও তিত্তিরজ[৩] গিরিজ অশ্ব দ্বারা পাণ্ডবসৈন্যকে আক্রমণ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত অর্জ্জুনাত্মজ শ্রীমান্ ইরাবান্ সুবর্ণালঙ্কৃত বর্ম্মাচ্ছন্ন, প্রণালীক্রমে অবস্থাপিত, বেগগামী তুরঙ্গমগণের সহিত হৃষ্টমনে হার্দ্দিক্যের সৈন্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

ইনি পার্থের ঔরসে নাগরাজকন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। নাগরাজ ঐরাবত পক্ষিরাজ বৈনতেয় কর্ত্তৃক জামাতার লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে অর্জ্জুনকে সন্তানবিহীনা দীনমনা স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন, অর্জ্জুনও কামবশবর্ত্তিনী সেই কামিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে অর্জ্জুনতনয় ইরাবান্ পরক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার দুরাত্মা পিতৃব্য অর্জ্জুনের প্রতি বিদ্বেষপরতন্ত্র হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলে তিনি জননী কর্ত্তৃক নাগলোকেই পরিপালিত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর পার্থ সুরলোকে গমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, রূপবান্ গুণসম্পন্ন সত্যপরাক্রম ইরাবান অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে পিতাকে অভিবাদন করিয়া নিবেদন করিলেন, 'হে তাত! আমি আপনার পুত্র; আমার নাম ইরাবান্।' এই বলিয়া তিনি পার্থের সহিত তাঁহার জননীর যেরূপে সমাগম হইয়াছিল, তাহা আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন। তখন অর্জ্জুন পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া আপনার অনুরূপ গুণসম্পন্ন পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং প্রসন্ন-মনে তাঁহাকে আদেশ করিলেন, 'বৎস! তুমি সংগ্রামকালে আমাদিগকে সাহায্য প্রদান করিবে।' ইরাবান্ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বিদায়গ্রহণ করিলেন। এক্ষণে যুদ্ধ উপস্থিত দেখিয়া বহুসংখ্যক অশ্বের সহিত এই স্থানে আগমন করিয়াছেন।

গজ-গবাক্ষাদি শকুনি-ভ্রাতৃগণ-বধ

অনন্তর তাঁহার অশ্ব-সকল মহাসাগরে হংসের ন্যায় সহসা রণস্থলে উপস্থিত হইয়া কৌরবদিগের মহাবেগ-সম্পন্ন অশ্বগণকে আক্রমণ করিল এবং পরস্পর অতিবেগে বক্ষ দ্বারা বক্ষে ও নাসিকা দ্বারা নাসিকায় আঘাত করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। যেমন বিহঙ্গরাজ গরুড়ের পতনকালে ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হয়, তদ্রূপ উহাদিগের পতনসময়ে অতি দারুণ শব্দ সমুত্থিত হইয়াছিল। পরে অশ্বারোহিগণ মিলিত হইয়া পরস্পরের সংহারে প্রবৃত্ত হইল। তখন এইরূপ তুমুল সঙ্কুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে উভয়পক্ষীয় অশ্বসকল সাতিশয় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। বীরগণ অশ্ব বিনষ্ট ও সায়কসকল নিঃশেষিত হইলে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পরস্পর আঘাত করিয়া বিনষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে অশ্বসৈন্য-সকল বিনষ্ট ও অল্পমাত্র অবশিষ্ট হইলে গজ, গবাক্ষ, বৃষভ, চর্ম্মবান, আর্জব ও শুক, শকুনির এই ছয়টি অনুজ বায়ুবেগগামী বয়স্থ সৎস্বভাব অশ্বে আরোহণ করিয়া সেই মহৎ বল হইতে নির্গত হইলেন। তখন শকুনি ও অন্যান্য মহাবল-পরাক্রান্ত যোদ্ধৃগণ তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তথাপি সেই সমস্ত ভীষণাকার সমরনিপুণ গান্ধারগণ স্বর্গ বা জয়াভিলাষী হইয়া হৃষ্ট-মনে সৈন্যগণসমভিব্যাহারে নিতান্ত দুর্জ্জয় ইরাবানের সৈন্য ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইরাবান্ তাঁহাদিগকে নিতান্ত সন্তুষ্ট দেখিয়া স্বীয় যোদ্ধৃগণকে কহিলেন, 'হে যোদ্ধৃগণ! এই সকল ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের বীরপুরুষেরা যেরূপে বিনষ্ট হয়, তাহার উপায়বিধান কর।' তখন তাহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সেই সমস্ত নিতান্ত দুর্জ্জয় সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। অনন্তর সুবলাত্মজগণ স্বীয় সৈন্যদিগকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া পরস্পর ত্বরা প্রদর্শনপূর্ব্বক রণস্থল একান্ত ব্যাকুল ও দ্রুতগমনে ইরাবান্‌কে বেষ্টন করিয়া প্রাস-প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ইরাবান প্রাসবিদ্ধ হইয়া তোদনদণ্ডাহত[১] মাতঙ্গের ন্যায় নিরন্তর নিপতিত রুধিরধারায়

১। অরট্টদেশীয়। ২। বনায়ু-দেশজ। ৩। তিত্তির দেশজাত।

১। করিকুম্ভভেদী অঙ্কুশাকার বেদনাদায়ক লৌহদণ্ড।

অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন; বহুসংখ্যক বীরগণ কর্ত্তৃক বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠ ও উভয় পার্শ্বে সাতিশয় আহত হইয়াও ধৈর্য্যবলে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না; বরং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশিত শরে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ ও বিমোহিত করিলেন এবং আপনার শরীর হইতে প্রাস সমুদয় উৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারাই সুবলনন্দনদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবার বাসনায় সত্বর নশিত অসি নিষ্কাশিত ও চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পাদচারে ধাবমান হইলেন। সৌবলেরা পূর্ব্ববৎ বল লাভ করিয়া ক্রোধভরে ইরাবানের প্রতি গমন করিলেন। বলদৃপ্ত মহাবীর ইরাবান্‌ও খড়্গ দ্বারা পাণিলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইলেন। অশ্বারূঢ় সুবলনন্দনগণ মহাবেগে সঞ্চরণ করিয়াও লাঘবচারী[১] ইরাবান্‌কে আহত করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন না। পরিশেষে তাঁহাকে অনেকবার লক্ষ্য করিয়া বেষ্টনপূর্ব্বক গ্রহণ[২] করিবার উপক্রম করিলেন। তাঁহারা সন্নিহিত হইলে ইরাবান্ অসি-প্রহারে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন বহুবিধ ভূষণে বিভূষিত আয়ুধধারী করনিকর[৩] অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল এবং সৌবলেরাও অবিলম্বে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন। কেবল শকুনি বারংবার পরিরক্ষিত হইয়া এই ভয়ঙ্কর বীর-বিনাশ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেন।

কৌরবপক্ষীয় আর্য্যশৃঙ্গসহ ইরাবানের যুদ্ধ

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন রোষপরবশ হইয়া বকবধনিবন্ধন ভীমসেনের সহিত জাতবৈর ঘোররূপ মায়াবী রাক্ষস আর্য্যশৃঙ্গকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'হে বীর! দেখ, অর্জ্জুনের আত্মজ মহাবল-পরাক্রান্ত মায়াবী ইরাবান্ আমার বলক্ষয়রূপ ঘোরতর অনিষ্ট করিয়াছে। তুমিও কামচারী ও মায়াস্ত্র-বিশারদ; ভীমসেনের সহিত তোমার শত্রুভাব বদ্ধমূল রহিয়াছে; অতএব তুমি এক্ষণে ইহাকে সংহার কর।' তখন আর্য্যশৃঙ্গ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সমরনিপুণ প্রহরণধারী সৈন্যগণ ও অবশিষ্ট দুই সহস্র অশ্বে পরিবৃত হইয়া ইরাবান্‌কে বিনাশ করিবার অভিলাষে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিল। ইরাবান্‌ও রোষপরবশ হইয়া রাক্ষসকে বধ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। রাক্ষস তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া সত্বর মায়া-প্রকাশের উপক্রম করিতে লাগিল এবং শূলপট্টিশধারী ভয়ঙ্কর রাক্ষসে অধিষ্ঠিত[১] দুই সহস্র মায়াময় অশ্ব সৃষ্টি করিল। সেই মায়া-সৈন্য রোষাবিষ্ট ও শত্রুগণের সহিত মিলিত হইয়া অচিরে পরস্পর বিনষ্ট হইল। তখন আর্য্যশৃঙ্গ ও ইরাবান্ উভয়ে রণস্থলে বৃত্র ও বাসবের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

আর্য্যশৃঙ্গ কর্ত্তৃক ইরাবান্ বধ

অনন্তর ইরাবান্ যুদ্ধ-দুর্ম্মদ রাক্ষসকে ধাবমান দেখিয়া রোষকষায়িত-লোচনে নিবারণ করিলেন এবং তাহাকে সন্নিহিত নিরীক্ষণ করিয়া খড়্গ দ্বারা তাহার কার্ম্মুকচ্ছেদ ও শর-সকল পাঁচ খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন রাক্ষস মায়াবলে ইরাবান্‌কে বিমোহিত করিয়া মহাবেগে নভোমণ্ডলে সমুত্থিত হইল। কামরূপী ইরাবান্‌ও অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া মায়া-প্রভাবে রাক্ষসকে বিমুগ্ধ করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসদিগের মায়া স্বাভাবিক এবং বয়ঃক্রম ও রূপ স্বেচ্ছাধীন। এই কারণ ছিন্নভিন্নাঙ্গ আর্য্যশৃঙ্গ পুনরায় যৌবন-সম্পন্ন হইয়া শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। মহাবীর ইরাবান্ রোষপরবশ হইয়া সুতীক্ষ্ণ পরশু দ্বারা তাহাকে বারংবার ছেদন করিতে লাগিলেন। আর্য্যশৃঙ্গ ছিদ্যমান[২] বৃক্ষের ন্যায় ঘোরতর শব্দ ও পরশুক্ষত[৩] হইয়া অনবরত রুধির-ধারা বর্ষণ করিতে লাগিল; পরে শত্রুর বৃদ্ধি নিরীক্ষণপূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সাতিশয় বেগ-প্রদর্শন ও ভয়ঙ্কর আকার স্বীকার করিয়া সর্ব্বসমক্ষে ইরাবান্‌কে ধারণ করিবার উপক্রম করিল। ইরাবান্‌ও রোষাভিভূত সমরানুরাগী রাক্ষসকে মায়া পরিগ্রহ করিতে দেখিয়া রোষভরে মায়া সৃষ্টি করিবার উদ্যোগ করিলে, তাঁহার মাতৃবংশীয় নাগগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তিনি তখন বহুসংখ্যক নাগে পরিবৃত হইয়া বেগবান্ অনন্তের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর বহুবিধ নাগে রাক্ষসকে সমাচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিলে রাক্ষস কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া

১। দ্রুত বিচরণশীল। ২। বন্দী। ৩। ছিন্নহস্ত সকল।

১। রাক্ষস অশ্বারোহিসহ। ২। ছিন্ন। ৩। কুঠার দ্বারা আহত।

সৌপর্ণ[১] রূপ পরিগ্রহ করিয়া পন্নগদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে ইরাবান্ মোহাবিষ্ট হইলেন। রাক্ষস আর্য্যশৃঙ্গ তৎক্ষণাৎ সুতীক্ষ্ণ অসি দ্বারা তাঁহার কুণ্ডলযুগলালঙ্কৃত, কিরীট-পরিশোভিত, পদ্মেন্দু-সুন্দর[২] বদনমণ্ডল ভূতলে নিপাতিত করিল। তখন ধার্ত্তরাষ্ট্র ও ভূপালগণ একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

কৌরব-পরাক্রমে পাণ্ডবগণের ভয়সঞ্চার

অনন্তর উভয়পক্ষীয় সেনাগণ পরস্পর মিশ্রিত হইয়া গেল। এই সঙ্কুল-যুদ্ধে গজ, অশ্ব ও পদাতিগণ পরস্পর মিশ্রিত হইয়া গজগণ অশ্ব, হস্তী ও পদাতি-সকলকে, পদাতি সকল রথ, অশ্ব ও হস্তীদিগকে এবং রথিগণ পদাতি, রথ ও অশ্বদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। অর্জ্জুন আত্মজের বিনাশ-সংবাদ অবগত না হইয়াই ভীষ্মরক্ষক[৩] ক্ষিতিপালগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। সৃঞ্জয় ও কৌরবগণ পরস্পর বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়া সমরানলে জীবনকে আহুতি প্রদান করিলেন। ছিন্নবাহু, ছিন্নখড়্গ, ছিন্নকার্ম্মুক ও মুক্তকেশ রথিসকল পরস্পর সমবেত হইয়া মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ভীষ্ম পাণ্ডবসেনা বিকম্পিত করিয়া মর্ম্মভেদী শরনিকরে মহারথগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব-দিগের বহুসংখ্যক মনুষ্য, রথী, হস্তী ও গজারোহী বিনষ্ট হইল। মহাবীর ভীষ্ম, ভীমসেন, দ্রুপদ ও সাত্যকির পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া সকলের অন্তঃকরণে সাতিশয় ভয়সঞ্চার হইল। যুদ্ধ অতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিল।

দ্রোণের পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া পাণ্ডবদিগের অন্তঃকরণ ভয়বিহ্বল হইল এবং তাঁহারা দ্রোণের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে বীরগণ। দ্রোণাচার্য্য মহাবল-পরাক্রান্ত বহুসংখ্যক বীরগণে পরিবৃত না হইয়াও একাকীই সসৈন্যে আমাদিগকে বিনাশ করিতে পারেন।' হে মহারাজ! এইরূপে অতি ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে উভয়পক্ষীয় বীরগণ নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া ক্রোধভরে রাক্ষসাবিষ্ট ও ভূতাবিষ্টের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল। সেই দৈত্যসমর-সঙ্কাশ[৪] বীর-ক্ষয়কর সংগ্রামে প্রাণরক্ষা করিতে কাহাকেও নিরীক্ষণ করিলাম না।"

দ্বিনবতিতম অধ্যায়

দুর্য্যোধন-ঘটোৎকচ যুদ্ধ—কৌরব-হতাশ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবল-পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ সংগ্রামে ইরাবান্‌কে নিহত দেখিয়া কি করিলেন?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! ভীমসেনতনয় ঘটোৎকচ ইরাবান্‌কে রণে নিহত দেখিয়া ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিলেন। ভীমতনয়ের ভীষণ নাদে পর্ব্বতসনাথ সকাননা মেদিনী, অন্তরীক্ষ ও সমুদয় দিক্‌বিদিক্ বিচলিত হইতে লাগিল; সৈন্যগণের উরুস্তম্ভ[১], স্বেদ ও বেপথু হইল এবং বীরগণ দীনচিত্ত সিংহভীত গজের ন্যায় ভীত হইয়া সঙ্কুচিত ও কুণ্ডলিত[২] হইতে আরম্ভ করিল। মহাবীর ঘটোৎকচ এইরূপে নির্ঘাত সদৃশ মহানাদ করিয়া ভীষণ রূপ ধারণপূর্ব্বক জ্বলিত শূল সমুদ্যত করিয়া নানা প্রহরণধারী রাক্ষসসমূহে পরিবৃত হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় ক্রোধান্বিত-চিত্তে আগমন করিতে লাগিলেন। সেই ভীমদর্শন ভীমতনয়কে ক্রুদ্ধচিত্তে সমাগত দেখিয়া কৌরবপক্ষীয় সেনারা ভীত ও সমরে বিমুখপ্রায় হইয়া উঠিল।

তখন মহারাজ দুর্য্যোধন সশর শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক সিংহের ন্যায় ধ্বনি করিয়া ঘটোৎকচের প্রতি ধাবমান হইলেন। বঙ্গাধিপতি মদস্রাবী পর্ব্বতসদৃশ দশ সহস্র কুঞ্জর-সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ঘটোৎকচ দুর্য্যোধনকে গজসৈন্য পরিবৃত হইয়া আগমন করিতে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন রাক্ষসগণ ও দুর্য্যোধনসৈন্যগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। শস্ত্রপাণি নিশাচরগণ সেই মেঘবৃন্দ-সদৃশ গজসৈন্য সন্দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে সবিদ্যুৎ জলধরের ন্যায় বিবিধ প্রকার শব্দ করিয়া ধাবমান হইয়া শর, শক্তি, নারাচ, ভিন্দিপাল, শূল, মুদ্গর ও পরশু দ্বারা গজযোধিগণকে এবং পর্ব্বতশৃঙ্গ ও

১। গরুড়। ২। কমল ও চন্দ্রতুল্য। ৩। ভীষ্মের পৃষ্ঠপোষক। ৪। দৈত্যসমর সদৃশ।

১। ভীতিবশতঃ উরুর গতিশক্তিরোধ। ২। জড়সড় হইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া একত্র অবস্থিত।

বৃক্ষ-সমুদয় দ্বারা মহাগজদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল। সংগ্রামস্থলে নিশাচরগণ কর্তৃক নিহন্যমান[1], ভিন্নকুম্ভ[2], ভিন্নগাত্র, রক্তাক্তকলেবর অসংখ্য মাতঙ্গ দৃষ্ট হইতে লাগিল।

পাণ্ডবপক্ষীয় বিদ্যুজ্জিহ্ব বধ

এইরূপে সেই গজযোধিগণ ভগ্ন হইলে মহারাজ দুর্য্যোধন ক্রোধভরে জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই রাক্ষসগণের প্রতি ধাবমান হইয়া তাহাদের উপর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন; ঐ মহাবীর নিশিত চারি বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক মহাবেগগামী বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক রাক্ষসকে সংহার করিয়া পুনরায় রাক্ষস সৈন্যমধ্যে শরবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহাবীর ঘটোৎকচ দুর্য্যোধনের সেই মহৎ কার্য্য সন্দর্শনে ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া বজ্রসদৃশ শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন সেই ভীমপ্রতাপ ভীমতনয়কে কালোৎসৃষ্ট[3] অন্তকের ন্যায় ধাবমান দেখিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। ঘটোৎকচ দুর্য্যোধনের সমীপে গমনপূর্ব্বক ক্রোধসংরক্তলোচনে কহিতে লাগিলেন, 'হে নৃশংস দুর্য্যোধন! তুমি দ্যূতক্রীড়ায় জয়লাভ করিয়া বহুদিন আমার মাতা ও পিতা এবং তাঁহার ভ্রাতাদিগকে প্রবাসিত[4] করিয়াছিলে, আজি তোমায় নিধন করিয়া তাঁহাদের নিকট আনৃণ্য[5] লাভ করিব। তুমি যে পাণ্ডবগণকে দ্যূতে পরাজয় ও একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রুপদতনয়াকে সভামধ্যে আনয়ন করিয়া অশেষ ক্লেশ প্রদান করিয়াছ, তোমার প্রিয়চিকীর্ষায় দুরাত্মা সিন্ধুরাজ যে পাণ্ডবগণকে অপমান করিয়া দ্রৌপদীকে বনমধ্যে ক্লেশিত করিয়াছিল, আজ সেই সমুদয় অপমানের পরিশোধ করিব, তুমি রণস্থল পরিত্যাগ করিও না।' মহাবীর হিড়িম্বানন্দন এই বলিয়া মহাশরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক ওষ্ঠ দংশন ও সৃক্কণী লেহন করিয়া বর্ষাকালীন মেঘের পর্ব্বতোপরি বারিবর্ষণের ন্যায় দুর্য্যোধনের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।"

১। নিহত। ২। বিদীর্ণ কম্বর্ —তা তালুদেশ। ৩। কালপ্রেরিত। ৪। রাজ্যভ্রষ্ট—রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বন-প্রবাসী। ৫। ঋণমুক্তি।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়

ঘটোৎকচের সহিত দুর্য্যোধনের পুনর্যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্! মহাবীর দুর্য্যোধন সেই ঘটোৎকচনিক্ষিপ্ত, দানবগণেরও দুঃসহ শরজাল অনায়াসে সহ্য করিয়া ক্রোধকম্পিত-কলেবর সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার উপরে সুতীক্ষ্ণ পঞ্চবিংশতি নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। যেমন ক্রুদ্ধ আশীবিষগণ গন্ধমাদনপর্ব্বতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ দুর্য্যোধননিক্ষিপ্ত নারাচনিচয় ঘটোৎকচের উপর নিপতিত হইল। মহাবীর ঘটোৎকচ দুর্য্যোধনের নারাচে দৃঢ়বিদ্ধ হইয়া মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় রক্তমোক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে দুর্য্যোধনকে সংহার করিবার মানসে প্রজ্বলিত উল্কাসদৃশ, মহাশনির ন্যায়, পর্ব্বতবিদারণক্ষম মহাশক্তি সমুদ্যত করিলেন।

মহাবীর বঙ্গাধিপতি সেই মহাশক্তি সমুদ্যত দেখিয়া সত্বর শীঘ্রগামী পর্ব্বতসদৃশ কুঞ্জরে আরোহণপূর্ব্বক ঘটোৎকচের অভিমুখে দুর্য্যোধনের রথপথে উপস্থিত হইয়া রথ আবরণ করিলেন। মহাবল ঘটোৎকচ তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া সেই সমুদ্যত-শক্তি বঙ্গাধিপতির গজের উপর নিক্ষেপ করিলেন। করিবর ঘটোৎকচের শক্তি-প্রহারে আহত ও রুধির-ধারায় অভিষিক্ত হইয়া ধরণীতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। বঙ্গাধিপতি সত্বর গজ হইতে ধরণীতলে অবতরণ করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন সেই মহাবারণকে নিপতিত ও কৌরব-সৈন্যগণকে ভগ্ন দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইলেন; কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও স্বীয় অসাধারণ অভিমানিতা স্মরণ করিয়া সেই পলায়নযোগ্য সময়েও পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে অবস্থান করিয়া এক কালাগ্নিসদৃশ সুশাণিত শর শরাসনে সন্ধানপূর্ব্বক ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ সেই ইন্দ্রের অশনিসদৃশ শর সমাগত দেখিয়া স্বীয় লাঘব-প্রভাবে অনায়াসে উহা অতিক্রম করিলেন এবং পুনরায় ক্রোধসংরক্তলোচনে সমুদয় সৈন্যগণকে বিত্রাসিত করিয়া যুগান্তকালীন জলধরের ন্যায় গভীরস্বনে ঘোর নিনাদ করিতে লাগিলেন।

শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সেই ভীমপরাক্রম ভীমতনয়ের ভীষণ নিনাদশ্রবণে দ্রোণের সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে আচার্য্য! আজি ঘোরতর রাক্ষসনিনাদ

শ্রুত হইতেছে; বোধ হয়, মহাবীর ঘটোৎকচ রাজা দুর্য্যোধনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে; মহাবলপরাক্রান্ত ঘটোৎকচকে পরাজয় করা কোন প্রাণীরই সাধ্য নহে; মহারাজ দুর্য্যোধন মহাবল রাক্ষস কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন; অতএব সত্বর গমন করিয়া নিশাচর-হস্ত হইতে তাঁহাকে বিমুক্ত করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।'

দ্রোণপ্রমুখ মহারথগণের দুর্য্যোধন-সাহায্য

তখন মহাবীর দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, জয়দ্রথ, কৃপ, ভূরিশ্রবা, শল্য, অবন্তিরাজ, বৃহদ্বল অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, চিত্রসেন ও বিবিংশতি তাঁহাদের অনুযায়ী বহু সহস্র রথ-সমভিব্যাহারে ভীষ্মের বাক্য শ্রবণে দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সত্বর তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। সেই মহারথগণ-সংরক্ষিত অপরিভবনীয় মহাসৈন্য তাঁহাকে নিধন করিতে সমুদ্যত হইয়াছে দেখিয়া, রাক্ষসসত্তম ঘটোৎকচ মৈনাক-পর্ব্বতের ন্যায় কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না; প্রত্যুত শূল, মুদ্গর প্রভৃতি নানা-প্রহরণধারী জ্ঞাতিবর্গে পরিবৃত হইয়া বিপুল শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অরাতিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধন-সৈন্যগণের সহিত রাক্ষস-দিগের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে বীরগণের ভীষণ ধনুষ্টঙ্কার দহ্যমান বংশধ্বনির ন্যায় ও বর্ম্মে নিপতিত শরসমুদয়ের শব্দ ভিদ্যমান পর্ব্বতধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল। বীরগণবিসৃষ্ট আকাশ-গামী তোমরসমুদয় ভুজঙ্গকুলের ন্যায় বোধ হইল। রাক্ষসেন্দ্র মহাবাহু ঘটোৎকচ ক্রোধভরে ভীষণ ধ্বনি করিয়া মহাশরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক অর্দ্ধচন্দ্রবাণে দ্রোণের কার্ম্মুক ও সুনিশিত ভল্লে সোমদত্তের ধ্বজচ্ছেদন করিয়া বীরনাদ করিতে লাগিলেন। পরে বাহ্লীকের বক্ষঃস্থলে তিন বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক কৃপকে এক বাণে ও চিত্রসেনকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণরূপে শরাসন আকর্ষণ করিয়া বিকর্ণের জত্রুদেশে আঘাত করিলেন। মহাবীর বিকর্ণ ঘটোৎকচের শরাঘাতে রুধিরাক্তকলেবর হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর মহাবীর ঘটোৎকচ ক্রোধভরে ভূরিশ্রবার উপর পঞ্চদশ নারাচ নিক্ষেপ করিলে সেই নিক্ষিপ্ত নারাচসকল ভূরিশ্রবার বর্ম্ম ভেদপূর্ব্বক ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাত্মা বৃকোদরতনয় বিবিং-শতির ও অশ্বত্থামার সারথিকে বাণবিদ্ধ করিলেন, সারথিদ্বয় শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া অশ্ব-রশ্মি পরিত্যাগপূর্ব্বক রথোপস্থে নিপতিত হইল। পরে মহাবীর হিড়িম্বানন্দন অর্দ্ধচন্দ্রবাণে সিন্ধুরাজের সুবর্ণবিভূষিত বরাহধ্বজ ও অপর বাণে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ক্রোধসংরক্ত-নয়নে নারাচ নিক্ষেপপূর্ব্বক অবন্তিরাজের চারি অশ্ব সংহার ও আকর্ণাকৃষ্ট শরাসনে সুতীক্ষ্ণ শরসন্ধান করিয়া রাজপুত্র বৃহদ্বলকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল বৃহদ্বল ঘটোৎকচের বাণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রথস্থ রাক্ষসেন্দ্র হিড়িম্বাতনয় ক্রোধকম্পিতকলেবরে আশীবিষসদৃশ নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধবিশারদ শল্যের কলেবর ভেদ করিলেন।"

চতুর্নবতিতম অধ্যায়

ভীমপ্রমুখ বীরগণের ঘটোৎকচ-সাহায্য

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ এইরূপে কৌরবসৈন্যকে সমরে বিমুখ করিয়া দুর্য্যোধনকে নিধন করিবার বাসনায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ সেই দুর্জ্জয় হিড়িম্বাতনয়কে মহাবেগে দুর্য্যোধনাভি-মুখে ধাবমান দেখিয়া তালপ্রমাণ শরাসন-সমুদয় আকর্ষণ ও সিংহের ন্যায় ধ্বনি করিয়া তাঁহার অভিমুখে গমনপূর্ব্বক শরৎকালে মেঘবৃন্দের পর্ব্বতোপরি বারিবর্ষণের ন্যায় তাঁহার উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম-তনয় সৈন্যগণের শরনিকরে অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় ব্যথিত হইয়া গরুড়ের ন্যায় ঝটিতি আকাশ-মার্গে সমুত্থিত হইলেন এবং শরৎকালীন জীমূতের ন্যায় দিগ্বিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া ঘোরতর নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির হিড়িম্বানন্দনের চীৎকার শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে বৃকোদর! ঘটোৎকচের ভীষণ ধ্বনি শ্রুত হইতেছে; অতএব নিশ্চয়ই ঐ বীর মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সহিত সংগ্রাম করি-তেছে। মহাবীর হিড়িম্বানন্দন অতিভারে আক্রান্ত

হইয়াছে ; এ দিকে পিতামহ ভীষ্ম ক্রোধভরে পাঞ্চালগণকে সংহার করিতে গমন করিয়াছেন। হে ভীম! এক্ষণে এই কার্য্যদ্বয় সমুপস্থিত হইয়াছে। ধনঞ্জয় পাঞ্চালগণের রক্ষার্থ অরাতিকুলের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন, তুমি সত্বর গমন করিয়া সংশয়াপন্ন হিড়িম্বাতনয়কে রক্ষা কর।'

মহাবীর বৃকোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে সিংহনাদে সমুদয় ভূপতিগণকে বিত্রাসিত করিয়া পার্ব্বণ[১]-সমুদ্রের ন্যায় মহাবেগে ধাবমান হইলেন। রণদুর্ম্মদ সত্যধৃতি, সৌচিত্তি, শ্রেণীমান, বসুদান, কাশীরাজের পুত্র বিভু, দ্রৌপদীতনয়গণ, অভিমন্যু, বিক্রমশালী ক্ষত্রদেব, ক্ষত্রধর্ম্মা ও অনূপাধিপতি নীল ষট্‌সহস্র মাতঙ্গ ও অসংখ্য সৈন্যসমভিব্যাহারে ভীমসেনের অনুসরণক্রমে ঘটোৎকচের সমীপে গমন করিয়া শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক ঘটোৎকচকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রথনেমি-নির্ঘোষ ও বীরগণের সিংহনাদে বসুন্ধরা কম্পিত হইয়া উঠিল। কৌরবসৈন্যগণ সেই সমাগত পাণ্ডবসৈন্যের কোলাহল-শ্রবণে এবং ভীমসেনের ভয়ে উদ্বিগ্ন ও বিবর্ণমুখ হইয়া ঘটোৎকচকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইল।

অনন্তর উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। ঐ ভীরুজন-ভয়াবহ[২] সমরে মহারথগণ পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া নানাবিধ অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। উভয়পক্ষীয় অশ্বারোহী, গজারোহী, রথী ও পদাতিগণ পরস্পরকে আহ্বানপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল। ঐ সময়ে রথনেমি এবং পদাতি, গজ ও অশ্বসমুদয়ের পদের সংঘর্ষণে ধূম-সদৃশ ধূলিপটল সমুত্থিত হইল। কে আত্মীয়, কে পর, কিছুই বোধগম্য হইল না ; পিতা পুত্রকে বা পুত্র পিতাকে অবগত হইতে পারিলেন না। মনুষ্য ও অস্ত্র-সমুদয়ের ভীষণ গর্জ্জন প্রেতশব্দের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অশ্ব, গজ ও মনুষ্যগণের শোণিতে নদী প্রবাহিত হইল ; মৃত মনুষ্যগণের কেশকলাপ উহার শৈবাল ও শাদ্বলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল ; মনুষ্যগণের মস্তকসমুদয় দেহ হইতে নিপতিত হওয়াতে প্রস্তরপতন শব্দের ন্যায় ঘোরতর শব্দ হইল। ফলতঃ তৎকালে বসুন্ধরা কেবল মস্তকবিহীন নরকলেবর, ছিন্নগাত্র মাতঙ্গ ও ভিন্নদেহ অশ্বসমুদয়ে সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল।

১। পূর্ণিমা-অমাবস্যাকালীন। ২। স্বাভাবিক ভীতজনের ভয়জনক।

কৌরব-সৈন্যগণের পশ্চাৎ অপসরণ

অশ্বগণ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া বিপক্ষপক্ষীয় হয়ের সহিত মিলিত হইল এবং পরিশেষে উভয়েই পরস্পরের আঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। নরগণ পরস্পরকে আক্রমণপূর্ব্বক ক্রোধসংরক্তলোচনে পরস্পর আলিঙ্গনপূর্ব্বক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। মহামাত্র-প্রেরিত মাতঙ্গগণ, বিপক্ষপক্ষীয় পতাকা-সুশোভিত মাতঙ্গসমূহের অভিমুখীন হইয়া তাহাদিগের উপর দন্তাঘাত করিতে লাগিল। আহত মাতঙ্গগণ রুধিরচর্চ্চিত হইয়া সবিদ্যুৎ জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কোন কোন বারণ বিপক্ষপক্ষীয় বারণের দন্তাগ্রে ভিন্নগাত্র ও তোমরাঘাতে ভিন্নকুম্ভ হইয়া মেঘের ন্যায় ধ্বনি করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। কোন কোন ছিন্নশুণ্ড ও ভিন্নদেহ গজ ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। কোন কোন বিদারিতপার্শ্ব[১] মত্ত-মাতঙ্গ ধাতুস্রাবী ধরাধরের[২] ন্যায় রুধিরমোক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোন হস্তী নারাচাহত ও কোন কোন হস্তী তোমরবিদ্ধ হইয়া শৃঙ্গযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় ধাবমান হইল। কোন কোন মদান্ধ মাতঙ্গ ক্রোধভরে রথ, অশ্ব ও পদাতিগণকে মর্দ্দন করিতে লাগিল। অশ্বগণ বিপক্ষপক্ষীয় অশ্বারোহীদিগের প্রাস ও তোমরনিচয়ে তাড়িত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়নপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ ব্যাকুলিত করিল। মহাকুলপ্রসূত রথিগণ জীবিতবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক অসাধারণ শক্তি প্রকাশ করিয়া ভয়-বিহীনের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। যেমন রাজগণ স্বয়ংবরে পরস্পর প্রহার করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সমররসপরায়ণ বীরগণ স্বর্গ বা যশোলাভ প্রত্যাশায় পরস্পর প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে কৌরব-সৈন্যগণের মধ্যে প্রায় সকলেই সমরবিমুখ হইল।"

১। বিদীর্ণ পার্শ্বযুগল। ২। পর্ব্বতের।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়

স্ব স্ব সৈন্যের উৎসাহার্থ উভয়পক্ষের অভিযান

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অশনি-সমপ্রভ কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পরে লোমভূষিত সুতীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্রবাণ সন্ধানপূর্ব্বক ভীমের কার্ম্মুকচ্ছেদন করিয়া পর্ব্বতবিদারণ[1] অতি তীক্ষ্ণ শরে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর গাঢ় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া সৃক্কণী লেহন করিয়া হেম-চিত্রিত বিচিত্র-ধ্বজ অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঘটোৎকচ ভীমকে নিতান্ত বিমনায়মান নিরীক্ষণ করিয়া দহনোন্মুখ হুতাশনের ন্যায় রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথগণ সত্বর চীৎকার করিয়া দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হই-লেন। ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ তাঁহাদিগকে ক্রোধভরে আগমন করিতে দেখিয়া মহারথগণকে কহিলেন, 'হে বীরগণ! তোমরা শীঘ্র গমন করিয়া মহারাজ দুর্য্যোধনকে রক্ষা কর; ইনি বিপদার্ণবে নিমগ্ন হইয়া সংশয়দশা[2] প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ দেখ, পাণ্ডব-পক্ষীয় মহারথ-সকল ভীমসেনকে পুরস্কৃত করিয়া জয়লাভাভিলাষে ক্রোধভরে নানাবিধ শস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পৃথিবীস্থ সমস্ত লোককে বিত্রাসিত ও প্রচণ্ড সিংহনাদ করিয়া দুর্য্যোধনের প্রতি আগ-মন করিতেছে।' তখন কৃপ, ভূরিশ্রবা, শল্য, অশ্বত্থামা, বিবিংশতি, চিত্রসেন, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, বৃহদ্বল, অবন্তীদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ ধাবমান হইয়া রাজা দুর্য্যোধনকে বেষ্টন করিলেন।

অনন্তর কৌরব ও পাণ্ডবেরা বিংশতি পদ গমনপূর্ব্বক পরস্পর জিঘাংসাপরবশ হইয়া ঘোর-তর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য কার্ম্মুক আস্ফালনপূর্ব্বক ষড়্‌বিংশতি শরে ভীমকে প্রহার করিয়া, বর্ষাকালীন বলাহকের জলধারা দ্বারা পর্ব্বতাচ্ছাদনের ন্যায় শরনিকরে পুনরায় তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন সত্বর দশ শরে তাঁহার বামপার্শ্ব বিদ্ধ করিলেন। বয়োবৃদ্ধ দ্রোণ ভীমশরে সাতিশয় বিদ্ধ ও হত-চেতন হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। তদ্দর্শনে রাজা দুর্য্যোধন ও অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। ভীমসেন সেই কালান্তক যমোপম উভয় বীরকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া, সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কালদণ্ডসদৃশী গরীয়সী গদা গ্রহণপূর্ব্বক অচলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগি-লেন। রাজা দুর্য্যোধন ও অশ্বত্থামা গদাধারী ভীমকে উত্তুঙ্গ-শৃঙ্গধারী গিরিবর কৈলাসের ন্যায় অবলোকন করিয়া সত্বর ধাবমান হইলেন; মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমও মহাবেগে তাঁহাদের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণ ভীমকে বিনাশ করিবার বাসনায় সত্বর ধাবমান হইয়া তাঁহাকে একান্ত নিপীড়িত করিয়া বক্ষঃস্থলে নানাবিধ শস্ত্র প্রহার করিলেন।

পাণ্ডবদিগের অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথগণ ভীমসেনকে নিতান্ত পীড়িত ও সংশয়াপন্ন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার সাহায্য করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। ভীমের প্রিয়সখা অনূপাধিপতি নীরদনিভ নীল ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অশ্বত্থামার প্রতি দ্রুতবেগে গমন করিলেন। মহারাজ নীল অশ্বত্থামার সহিত প্রতিনিয়ত স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। যেমন দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের দুষ্প্রধর্ষ, তেজস্বী, লোক-ত্রয়বিত্রাসী[1] অতি ভয়ঙ্কর বিপ্রচিত্তিকে[2] বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বীরবর নীল শরাসন আকর্ষণ করিয়া অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা নীলশরে রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়া ক্রোধভরে নীলবিনাশে অধ্যবসায়ারূঢ় হইলেন এবং অশনিসম নির্ঘোষ, বিচিত্র কার্ম্মুক আস্ফালন ও কর্ম্মার[3]-চিত্রিত সাত ভল্লাস্ত্র সন্ধানপূর্ব্বক ছয় ভল্লে নীলের চারি অশ্ব বিনষ্ট এবং ধ্বজদণ্ড নিপাতিত করিয়া সপ্তম ভল্ল দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন নীল সাতিশয় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। ইত্যবসরে ঘটোৎকচ নীলকে বিমোহিত দেখিয়া ক্রোধভরে জ্ঞাতিবর্গ-সমভি-ব্যাহারে মহাবেগে অশ্বত্থামার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অন্যান্য রাক্ষসেরাও দ্রুতবেগে গমন করিতে

১। পর্ব্বতবিদারণে সমর্থ। ২। জীবনমরণাবস্থা।

১। স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালবাসীর ভয়োৎপাদক। ২। স্বনাম-প্রসিদ্ধ অসুর। ৩। কামরাজা কলের গাছ।

লাগিল। মহাবীর অশ্বত্থামা সেই ঘোরদর্শন রাক্ষস ঘটোৎকচকে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া সত্বর ধাবমান হইয়া রোষাবিষ্টচিত্তে ভীমরূপী[1] রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। মহাকায় ঘটোৎকচ অগ্রবর্ত্তী বীরদিগকে অশ্বত্থামার শরে সমরে পরাঙ্মুখ দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং অশ্বত্থামাকে বিমোহিত করিয়া ভয়ঙ্কর মায়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কৌরব-পরাজয়—প্রত্যাবর্ত্তন

কৌরবগণ রাক্ষসের মায়াপ্রভাবে যুদ্ধে একান্ত পরাঙ্মুখ হইলেন এবং তাহার শরনিকর ছিন্ন-ভিন্ন, শোণিতাক্ত ও ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া দীনভাবে পরস্পরকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। দ্রোণ, দুর্য্যোধন, শল্য ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি প্রধান প্রধান কৌরবগণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত, রথি-সকল নিহত ও ভূপালগণ নিপতিত হইলেন; শত সহস্র অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ নিকৃত্ত[2] হইল। অনন্তর আমি ও ভীষ্ম আমরা উভয়ে সেনাগণকে শিবিরাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া আক্ষেপ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলাম, 'হে সৈন্যগণ! তোমরা যুদ্ধ কর, পলায়ন করিও না; রাক্ষস ঘটোৎকচ এই মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে।' কিন্তু সকলেই এরূপ বিমোহিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, কেহই তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না এবং আমাদের বাক্যে সমুচিত শ্রদ্ধা-প্রদর্শনও করিল না। তখন পাণ্ডবগণ জয়লাভ করিয়া ঘটোৎকচের সহিত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন; শঙ্খ ও দুন্দুভিশব্দে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! সূর্য্যাস্ত-কালে দুরাত্মা ঘটোৎকচ কর্ত্তৃক আপনার সেনাগণ এইরূপে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল।"

—

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়

দুর্য্যোধনের ঘটোৎকচ-বিনাশের প্রার্থনা

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্ম-সন্নিধানে সমুপস্থিত ও বিনয়াবনত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ঘটোৎকচের বিজয় ও আপনার পরাজয়-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন;— 'হে পিতামহ! যেমন পাণ্ডবেরা বাসুদেবের আশ্রয় লইয়াছে, তদ্রূপ আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমার একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা আমার সহিত আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে; তথাচ ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবেরা ঘটোৎকচকে আশ্রয় করিয়া আমাকে সমরে পরাজয় করিল। যেমন নীরস বৃক্ষ অনলসংযোগে দগ্ধ হয়, তদ্রূপ আমার সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। আমি আপনার প্রসাদে ও আশ্রয়ে সেই রাক্ষসাধমকে বিনাশ করিতে অভিলাষ করি; অতএব আপনি তাহার উপায়বিধান করুন।'

তখন মহাবীর ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে রাজন্! আমি তোমাকে যাহা যাহা কহিব এবং তুমি যেরূপ অনুষ্ঠান করিবে, তাহা শ্রবণ কর। তুমি সকল অবস্থায় আত্মরক্ষায় সাবধান হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবে। রাজধর্ম্মানুসারে রাজার রাজার সহিতই যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। আমি, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, শল্য, ভূরিশ্রবা, বিকর্ণ ও দুঃশাসন প্রভৃতি তোমার ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে তোমারই কার্য্যসাধনোদ্দেশে রাক্ষস ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধ করিব। অথবা যদি রাক্ষস ঘটোৎকচ একান্তই তোমার হৃদয়তাপস্বরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সংগ্রামে পুরন্দরতুল্য ভূপতি ভগদত্ত তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত রণস্থলে গমন করুন।' এই বলিয়া ভীষ্ম সর্ব্বসমক্ষে মহাবীর ভগদত্তকে কহিলেন, 'হে মহারাজ! পূর্ব্বে যেমন দেবরাজ তারকাসুরকে নিবারণ করিয়া-ছিলেন, তদ্রূপ তুমি শীঘ্র গমন করিয়া সকল-ধনুর্দ্ধরদিগের সমক্ষে যত্ন সহকারে সেই যুদ্ধদুর্ম্মদ রাক্ষসাধমকে নিবারণ কর। তোমার অস্ত্রজাল দিব্য ও তোমার পরাক্রম অতি অদ্ভুত এবং পূর্ব্বে তুমি অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলে; সুতরাং রাক্ষস ঘটোৎকচ তোমারই প্রতিযোদ্ধা। এক্ষণে তুমি সেই বলদৃপ্ত রাক্ষসকে অবিলম্বে বিনাশ কর।'

১। ভয়ঙ্কর আকারবিশিষ্ট। ২। কৃত্তিত—ছিন্ন।

ভীষ্মাদেশে ঘটোৎকচসহ যুদ্ধার্থ ভগদত্তের যাত্রা

মহারাজ ভগদত্ত পৃতনাপতি ভীষ্মের বাক্য শ্রবণানন্তর সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সুপ্রতীক নামে এক হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া শত্রুগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ভীম, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, সত্যধৃতি, ক্ষত্রদেব, চেদিপতি বসুদান ও দশার্ণাধিপতি গভীরনিঃস্বন ঘনমণ্ডলের ন্যায় তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া রোষভরে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণের সহিত ভগদত্তের যমরাষ্ট্র-বিবর্দ্ধন ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রথিগণমুক্ত শরনিকর মহাবেগে হস্তী ও রথের উপর নিপতিত হইতে লাগিল। আরোহীদিগের প্রযত্নে সুশিক্ষিত করিকুল ভিন্নগাত্র হইয়াও নির্ভীকের ন্যায় পরস্পরের উপর নিপতিত হইল এবং মদান্ধ ও ক্রোধসন্ধুক্ষিত হইয়া বিশাল দশনাগ্র দ্বারা পরস্পরকে ভেদ করিতে লাগিল। চামরে অলঙ্কৃত প্রাসধারী পুরুষে সমারূঢ় অশ্বসকল আরোহী কর্ত্তৃক চালিত হইয়া নির্ভীকের ন্যায় সত্বর সমুপস্থিত হইল; শত শত সহস্র সহস্র পদাতি-সৈন্য কর্ত্তৃক শক্তি ও তোমর-সমূহে আহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। রথিসকল কর্ণি, নালীক, সায়ক ও রথ দ্বারা বীরগণকে বিনাশ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

ভীমাদি বীরসহায় ঘটোৎকচের ভগদত্তসহ যুদ্ধ

তখন ভগদত্ত প্রস্রবণশালী[১] পর্ব্বত সদৃশ মদস্রাবী কুঞ্জরে আরোহণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে শরবর্ষণ করিতে করিতে ঐরাবত-সমারূঢ় দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইয়া শরধারা দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন, বর্ষাকালে জলদজাল পর্ব্বতে জলধারা বর্ষণ করিতেছে। ভীমসেন রোষপরবশ হইয়া তাঁহার শতাধিক পাদরক্ষককে সায়ক দ্বারা বিনাশ করিলেন। তদ্দর্শনে ভগদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমের রথাভিমুখে হস্তী চালন করিলেন। করিবর ভগদত্ত কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া জ্যাবিনির্মুক্ত সায়কের ন্যায় মহাবেগে ভীমের প্রতি ধাবমান হইল। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ ভীমসেনকে অগ্রে লইয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, দশার্ণাধিপতি ক্ষত্রদেব, চেদিপতি চিত্রকেতু ও কেকয়গণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করিয়া সেই একমাত্র কুঞ্জরকে বেষ্টন করিলেন। তখন সেই হস্তী শরবিদ্ধ হইয়া রুধিরধারা বর্ষণ করিয়া গৈরিক-চিত্রিত হিমাচলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর দশার্ণাধিপতি পর্ব্বতসদৃশ এক গজে আরোহণ করিয়া ভগদত্তের হস্তীর প্রতি ধাবমান হইলেন। যেমন তীরভূমি মহাসাগরকে[১] নিবারণ করে, তদ্রূপ ভগদত্তের সুপ্রতীক[২] সেই প্রতিহস্তীকে[৩] নিবারণ করিলে দশার্ণাধিপতির হস্তীও সুপ্রতীককে নিবারণ করিল; তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের সৈন্য-সকল সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া বিপক্ষ নাগের প্রতি চতুর্দ্দশ তোমর প্রয়োগ করিলে উহা তাহার সুবর্ণখচিত বর্ম্ম ভেদ করিয়া, বল্মীক-মধ্যে ভুজঙ্গের প্রবেশের ন্যায় শরীরে প্রবেশ করিল। দশার্ণাধিপতির হস্তী গাঢ় বিদ্ধ ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া মদক্ষরণ ও প্রচণ্ড রব পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া মহাবেগে ধাবমান হইল; বোধ হইল যেন, বায়ু বেগবলে পাদপদল বিমর্দ্দিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

ভগদত্ত-চালিত গজভয়ে পাণ্ডব-বিমর্দ

দশার্ণাধিপতির হস্তী পরাজিত হইলে পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া ভীমসেনকে পুরস্কৃত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ ও অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করিতে করিতে ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ ভগদত্ত সেই সকল রোষপরবশ বীরগণের ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া অমর্ষভরে ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সুপ্রতীককে প্রেরণ করিলেন। করিবর অঙ্কুশে আহত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ সম্বর্ত্তক অনলের ন্যায় রোষভরে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং রথ, হস্তী, অশ্ব, আরোহী ও শত সহস্র পদাতিসৈন্য বিমর্দ্দিত করিয়া ধাবমান হইল। তখন হুতাশনসন্তপ্ত চর্ম্মের ন্যায় পাণ্ডবসৈন্য নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

১। ঝরনাযুক্ত।

১। সাগরের উচ্ছলিত জলবেগ। ২। দিগ্‌গজ। ৩। বিপক্ষ হস্তীকে।

ঘটোৎকচের যুদ্ধ-দর্শনে পাণ্ডব-হর্ষ

ইত্যবসরে দীপ্তাস্য[১], দীপ্তলোচন[২], মহাবীর ঘটোৎকচ অতি বিকট আকার পরিগ্রহ করিয়া রোষভরে প্রজ্বলিত পর্ব্বত-বিদারণ স্ফুলিঙ্গমালাকরাল[৩] এক শূল গ্রহণপূর্ব্বক ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহার হস্তীকে সংহার করিবার নিমিত্ত শূল নিক্ষেপ করিলে ভগদত্ত অতি দারুণ সুতীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্রবাণ নিক্ষেপ করিয়া উহা ছেদন করিলেন। শূল দুই খণ্ডে ছিন্ন হইবামাত্র দেবরাজ-বিনির্মুক্ত অশনির ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। পরে তিনি অনলশিখা সদৃশ সুবর্ণদণ্ড শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক 'থাক্ থাক্' বলিয়া রাক্ষসের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ঘটোৎকচ নভোমণ্ডলগত বজ্রের ন্যায় শক্তি নিরীক্ষণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া উহা গ্রহণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং ভগদত্তের সমক্ষেই জানুদ্বারা উহা ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। উহা নিতান্ত অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। দেবলোকে দেবতা, ও মহর্ষিগণ রাক্ষসের এই অদ্ভুত কার্য্য অবলোকন করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। ভীমসেন-পুরঃসর পাণ্ডবগণ সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক সিংহনাদে রণক্ষেত্র প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। ভগদত্ত একান্ত হৃষ্ট পাণ্ডবদিগের সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন এবং অশনিসমপ্রভ শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের মহারথদিগের প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া অনলসঙ্কাশ সুতীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষণ করিয়া এক বাণে ভীম, নয় শরে ঘটোৎকচ, তিন বাণে অভিমন্যু ও পাঁচ শরে কেকয়গণকে বিদ্ধ করিলেন। পরে আকর্ণাকৃষ্ট শরাসন-বিনির্ম্মুক্ত শরে ক্ষত্রদেবের দক্ষিণবাহু ভেদ করিলে তাঁহার হস্ত হইতে তৎক্ষণাৎ শর ও কার্ম্মুক নিপতিত হইল। পরিশেষে ভগদত্ত পঞ্চ শরে দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে প্রহার করিয়া ক্রোধভরে ভীমের অশ্বগণকে বিনাশপূর্ব্বক তিন বাণে তাঁহার সিংহলাঞ্ছিত ধ্বজ ছেদন ও অন্য বাণে সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসারথি বিশোক গাঢ়বিদ্ধ ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে উপবেশন করিল।

১—২। নির্গত শিখাসমন্বিত মুখ-নয়ন। ৩। অগ্নিকণা বিনির্গত হওয়ার ভীষণ দৃশ্য।

অর্জ্জুনের ভীমমুখে ইরাবানের মৃত্যুশ্রবণ

অনন্তর মহাবীর ভীমসেন গদা গ্রহণপূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তখন কৌরবগণ সশৃঙ্গ শৈলের ন্যায় তাঁহাকে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। যে স্থানে পিতা-পুত্র ভীমসেন ও ঘটোৎকচ প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্তের সহিত সমর করিতেছেন, মহাবীর অর্জ্জুন চতুর্দ্দিকে শত্রুগণকে বিনাশ করিতে করিতে তথায় আগমন করিলেন এবং ভ্রাতৃগণকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাজা দুর্য্যোধন সত্বর রথমাতঙ্গ সমাকীর্ণ সৈন্যগণকে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই সকল কৌরবসৈন্যের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। মহারাজ ভগদত্ত স্বীয় হস্তী দ্বারা পাণ্ডবসৈন্যকে বিমর্দ্দিত করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। তখন উদ্যতায়ুধ পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও কেকয়গণের সহিত ভগদত্তের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই অবসরে ভীমসেন, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন-সন্নিধানে ইরাবানের বধবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন।"

সপ্তনবতিতম অধ্যায়

ইরাবানের বধে পার্থের খেদ—সক্রোধ যুদ্ধযাত্রা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় পুত্র ইরাবানের নিধন-বার্ত্তাশ্রবণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায়, নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বাসুদেবকে কহিতে লাগিলেন, 'হে মধুসূদন! মহামতি বিদুর পূর্ব্বেই কৌরব ও পাণ্ডবগণের এই মহাভয়ের বিষয় অবগত হইয়া আমাদিগকে ও ধৃতরাষ্ট্রকে নিবারণ করিয়াছিলেন। দেখ, কৌরবগণ আমাদের পক্ষীয় বহুসংখ্যক বীরকে ও আমরা কৌরবদিগকে সংহার করিয়াছি; সংসারে অর্থের নিমিত্তই লোকে দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকে; আমরাও সেই অর্থের নিমিত্ত এই জ্ঞাতিবধরূপ অতি কুৎসিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি; অর্থে ধিক্! ধনহীন ব্যক্তির জ্ঞাতিবধ দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা অপেক্ষা মৃত্যুই

শ্রেয়ঃ। হে কৃষ্ণ! এই সমাগত জ্ঞাতি-সমুদয়কে সংহার করিয়া আমাদের কি লাভ হইবে? দুরাত্মা দুর্য্যোধন ও শকুনির অপরাধে এবং কর্ণের কুমন্ত্রণায় ক্ষত্রিয়গণ নিহত হইতেছেন। এক্ষণে বুঝিলাম, মহারাজ যুধিষ্ঠির পূর্ব্বে দুর্য্যোধনের নিকট রাজ্যার্দ্ধ বা পঞ্চগ্রাম প্রার্থনা করিয়া উত্তম কার্য্য করিয়াছিলেন; কিন্তু দুরাত্মা দুর্য্যোধন তৎকালে যুধিষ্ঠিরের সেই প্রার্থনায় সম্মত হয় নাই। এক্ষণে এই ক্ষত্রিয়গণকে ধরণীতলে নিপতিত দেখিয়া আপনাকে সাতিশয় নিন্দা করিতেছি; ক্ষত্রিয়-বৃত্তিতে ধিক্! আমার জ্ঞাতিবর্গের সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনা নাই; কিন্তু আমি যুদ্ধে নিরস্ত হইলে ক্ষত্রিয়গণ আমাকে অসমর্থ জ্ঞান করিবেন, এই হেতু অগত্যা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছি। অতএব হে কৃষ্ণ! তুমি সত্বর ধৃতরাষ্ট্রসৈন্যাভিমুখে অশ্ব-সঞ্চালন কর; আমি ভুজ দ্বারা সমর-সাগর উত্তীর্ণ হইব। আর ক্লীবের ন্যায় বৃথা কালপেক্ষ করা কর্ত্তব্য নহে।'

অরাতিনিপাতন মহাত্মা মধুসূদন অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া বায়ুবেগগামী শ্বেতবর্ণ অশ্বগণকে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব-সৈন্য মধ্যে বায়ুবেগোদ্ধূত পার্ব্বণ-পয়োনিধির[1] শব্দের ন্যায় মহাকোলাহল সমুত্থিত হইল। অপরাহ্ণে পাণ্ডবগণের সহিত ভীষ্মের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। বসুগণ যেমন বাসবকে পরিবেষ্টন করেন, তদ্রূপ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ দ্রোণাচার্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম, কৃপ, ভগদত্ত ও সুশর্ম্মা অর্জ্জুনের অভিমুখে; হার্দ্দিক্য ও বাহ্লীক সাত্যকির অভি-মুখে, ভূপতি অম্বষ্ঠক অভিমন্যুর অভিমুখে এবং অন্যান্য মহারথগণ অন্যান্য মহারথগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

ভীম কর্ত্তৃক ব্যূঢ়োরস্কাদি ধৃতরাষ্ট্রতনয় বধ

অনন্তর উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধে হুত-হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। বর্ষাকালীন মেঘমণ্ডল যেমন বারিধারায় পর্ব্বত আচ্ছাদন করে, তদ্রূপ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ শরনিকরে ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। শার্দ্দূলের ন্যায় বেগবান্ মহাবীর বৃকোদর ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের শরনিকরে সামাচ্ছাদিত হইয়া সৃক্কণী লেহন করিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র নিক্ষেপপূর্ব্বক ব্যূঢ়োরস্ককে নিপাতিত করিবামাত্র তিনি গতজীবিত হইলেন। পরে এক কৃতপান[1] সুশাণিত ভল্ল দ্বারা কুণ্ডলীকে সংহার করিয়া সত্বর অন্যান্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের উপর সুশাণিত কৃতপান শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন-প্রেরিত ভীষণ সায়কনিচয় আপনার পুত্র অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বৈরাট, বিশালাক্ষ, দীর্ঘবাহু, সুবাহু ও কনকধ্বজকে রথ হইতে নিপাতিত করিল। উহারা ভীমের শরে ভূতলশায়ী হইয়া ধরানিপতিত পুষ্পিত সহকার[2]-তরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ভীমসেনকে সাক্ষাৎ কৃতান্ত জ্ঞান করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

উভয় পক্ষের ভীষণ সমরে বহুলোক বিনাশ

ভীমসেন ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে সংহার করিতেছেন দেখিয়া মহাবীর দ্রোণাচার্য্য তাঁহার উপর অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর দ্রোণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে সংহার করিয়া অদ্ভুত পৌরুষ প্রকাশ করিলেন। বৃষ যেমন গগন হইতে নিপতিত বারিধারা অনায়াসে সহ্য করে, তদ্রূপ মহাবীর ভীমসেন অক্লেশে দ্রোণবিমুক্ত শর-নিকর সহ্য করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর এক-কালে দ্রোণকে নিবারণ ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে সমুদয় লোক বিস্ময়ান্বিত হইল। মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর মৃগমধ্যচারী ব্যাঘ্রের ন্যায় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের মধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন এবং পশুগণ-মধ্যস্থ বৃক যেমন পশুগণকে তাড়িত করে, তদ্রূপ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বিদ্রাবিত করিলেন। মহারথ ভীষ্ম, ভাগদত্ত ও কৃপ ভীম-সেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন বাণ দ্বারা উক্ত বীরগণের বাণ নিরাকৃত করিয়া কৌরবপক্ষীয় প্রধান প্রধান সৈন্যগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

১। সমুদ্রের।

১। পুনঃ পুনঃ অগ্নি ও জল সংযোগে সুদৃঢ়। ২। মুকুলিত আম্রবৃক্ষের।

মহাবল-পরাক্রান্ত অভিমন্যু অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিয়া লোকবিশ্রুত অম্বষ্ঠকের রথ ভগ্ন করিলেন। মহাবীর অম্বষ্ঠক মহাত্মা অভিমন্যুর শরে ভগ্নরথ ও নিতান্ত আহত হইয়া অবিলম্বে রথ হইতে ভূতলে অবতরণপূর্ব্বক সব্রীড়-চিত্তে[1] অর্জ্জুন-তনয়ের উপর অসি নিক্ষেপ করিয়া হার্দ্দিক্যের রথে সমারূঢ় হইলেন। অরাতিকুলনিপাতন সমরকুশল মহাবীর অভিমন্যু অনায়াসে সেই অম্বষ্ঠক-বিমুক্ত খড়্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সৈন্যগণ তাঁহাকে 'সাধু সাধু' বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ কৌরব-সৈন্যগণকে ও কৌরবপক্ষীয় বীরগণ পাণ্ডব-সৈন্যগণকে দৃঢ়তর প্রহার করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। উভয়পক্ষীয় যোদ্ধৃগণ পরস্পর কেশাকর্ষণ এবং নখ, দন্ত, মুষ্টি, জানু, তল, নিস্ত্রিংশ ও বাহু-প্রহারে পরস্পর যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিল। রণমদে মত্ত হইয়া পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে সংহার করিলেন। বিপক্ষ-পক্ষের শরনিকরে যোদ্ধৃগণের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠিল। রণনিহত ব্যক্তিদিগের ভূতলে নিপতিত হেমপৃষ্ঠ[2] শরাসন, মহার্হ তূণীর ও তৈলমার্জ্জিত রজত-পুঙ্খ সায়ক-নিচয় নির্ম্মোক-নির্ম্মুক্ত ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সমরাঙ্গণে অসংখ্য হস্তিদন্তবিনির্ম্মিত মুষ্টি[3] দ্বারা বিভূষিত সুবর্ণমণ্ডিত খড়্গ, সুবর্ণচিত্রিত চর্ম্ম, সুবর্ণময় প্রাস, সুবর্ণ-বিভূষিত পট্টিশ, সুবর্ণময় ঋষ্টি, সুবর্ণসমুজ্জ্বল শক্তি, অত্যুৎকৃষ্ট বর্ম্ম, গুরুতর মুষল, পরিঘ, ভিন্দিপাল, হেমপরিষ্কৃত বিবিধ চাপ, বহুবিধ বিচিত্র কম্বল, চামর ও ব্যজন-সমুদয় নিপতিত হইল। সমর-নিহত মহারথগণ নানাবিধ শস্ত্র-হস্তে[4] ভূতলে পতনোন্মুখ হইয়াও জীবিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিলেন। বহুসংখ্যক সৈন্য গদামথিতগাত্র[5], মুষলনির্ভিন্ন-মস্তক[6] এবং গজ, বাজী ও রথের সংঘর্ষণে নিহত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। অসংখ্য অশ্ব, মনুষ্য ও গজ নিপতিত থাকাতে সমরাঙ্গন পর্ব্বতাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ঐ সময় রাশি রাশি শক্তি, ঋষ্টি, তোমর, শর, খড়্গ, পট্টিশ, প্রাস, লৌহময় কুন্ত, পরশু, পরিঘ, ভিন্দিপাল, শতঘ্নী ও শস্ত্রনিহত নরকলেবরে ভূতল সমাচ্ছন্ন হইল। নিঃশব্দ, অল্প-শব্দ ও শোণিত-পরিপ্লুত, গতাসু প্রাণিগণের সকেয়ূর চন্দন-সমুক্ষিত বাহু-সকল, হস্তি-হস্তোপম[1] ঊরু-সমুদয় এবং চূড়ামণিবিভূষিত কুণ্ডল-সুশোভিত মস্তক-সকল নিপতিত থাকাতে সমরক্ষেত্র অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। শোণিতলিপ্ত কাঞ্চনময় কবচ সকল ইতস্ততঃ নিপতিত হওয়াতে সমরাঙ্গন হুতাশন-সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সুবর্ণপুঙ্খ শর, শরাসন, তূণীর, কিঙ্কিণীজালজড়িত ভগ্ন রথ, সশোণিত স্রস্তজিহ্ব[2] নিহত অশ্ব, অনুকর্ষ পতাকা, পাণ্ডুরবর্ণ ধ্বজ ও স্রস্তহস্ত[3] শয়ান মাতঙ্গ-সমুদয় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ থাকাতে রণভূমি নানালঙ্কারভূষিত প্রমদার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। প্রাসবিদ্ধ মাতঙ্গগণ গাঢ়বেদনাভিভূত হইয়া চীৎকার ও শুণ্ডাস্ফালন করাতে সংগ্রামস্থল স্পন্দমান[4] পর্ব্বতে সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নানাবর্ণ কম্বল, করিগণের চিত্রকম্বল, বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিত দণ্ড, অঙ্কুশ, গজঘণ্টা, রাঙ্কব, বিপাটিত চিত্রকম্বল, বিচিত্র গ্রৈবেয়[5], সুবর্ণ-নির্ম্মিত কক্ষা, বহুধা বিচ্ছিন্ন যন্ত্র, কাঞ্চনময় তোমর, অশ্বখুরোত্থিত ধূলি-সরিৎ[6] বৃহৎ ছত্র, বর্ম্ম, সাদিগণের অঙ্গদসনাথ ছিন্ন ভুজ[7], বিমল সুতীক্ষ্ণ প্রাস, যষ্টি, বিচিত্র উষ্ণীষ, সুবর্ণময় অর্দ্ধচন্দ্র, অশ্বগণের মর্দ্দিত চিত্রকম্বল ও রাঙ্কব, ভূপতিগণের বিচিত্র চূড়ামণি, চামর ও বীরগণের চারুচন্দ্রদ্যুতি, দিব্যকুণ্ডল-বিভূষিত, শ্মশ্রুসমবেত মস্তক-সমুদয় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ থাকাতে রণস্থল গ্রহনক্ষত্র-সুশোভিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

হে মহারাজ! সেই উভয়পক্ষীয় সেনাগণ পরস্পর সংগ্রাম করিয়া এইরূপে নিহত হইয়াছিল। হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ শ্রান্ত ও ভগ্ন হইতে লাগিল। ঘোরতর রজনী সমুপস্থিত হইল; রণস্থল অদৃশ্য হইয়া উঠিল; তখন কৌরব ও পাণ্ডবগণ অবহার করিয়া স্ব স্ব শিবিরে গমনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।"

১। লজ্জিত-হৃদয়ে। ২। সোণা দিয়া মোড়া। ৩ বাঁট। ৪। অস্ত্রযুক্ত হস্তে। ৫। গদা দ্বারা ভগ্নদেহ। ৬। মুষল দ্বারা ভগ্নমস্তক।

১। হাতশুঁড় তুল্য। ২। স্রস্তজিহ্ব—জিভ বাহির হইয়া পড়া। ৩। শুণ্ডহীন। ৪। স্পন্দিত—নড়াচড়াযুক্ত। ৫। কণ্ঠভূষণ—গলায় লম্বমান অলঙ্কার। ৬। নদীস্রোতের মত ধূলিপ্রবাহ। ৭। অশ্বারোহিগণের অঙ্গদযুক্ত ছিন্ন হস্ত।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়

পাণ্ডববধার্থ কর্ণ-শকুনি প্রভৃতির কুমন্ত্রণা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্! অনন্তর শিবিরমধ্যে মহারাজ দুর্য্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও কর্ণ একত্র হইয়া কিরূপে সসৈন্য পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবেন, তাহার মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন কর্ণ ও শকুনিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে বীরগণ। দ্রোণ, ভূরিশ্রবা, ভীষ্ম, কৃপ ও শল্য সংগ্রামে পাণ্ডবগণকে নিহত করিতে সমর্থ হইতেছেন না; ইহার কারণ কি, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। পাণ্ডবগণ জীবিত থাকিয়া অনায়াসে আমাদের সৈন্যগণকে সংহার করিতেছে। আমি বলহীন, শস্ত্রবিহীন ও পরাভূত হইতেছি। বোধ হয়, পাণ্ডবগণ দেবগণেরও অবধ্য; অতএব তাহাদিগকে কিরূপে সংগ্রামে পরাজয় করিব, আমার এই মহাসংশয় সমুপস্থিত হইয়াছে।'

মহাবীর কর্ণ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিতে লাগিলেন, 'হে ভরতবংশাবতংস! শোক করিবেন না, আমি আপনার প্রিয়ানুষ্ঠান করিব। শান্তনুতনয় ভীষ্ম সত্বর এই মহাসমর হইতে অপসৃত হউন। আমি শপথ করিতেছি যে, শান্তনুতনয় শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক সমরে নিবৃত্ত হইলে আমি তাঁহার সমক্ষে সমুদয় পাণ্ডব ও সোমকগণকে সংহার করিব। ভীষ্ম সতত পাণ্ডবগণের প্রতি দয়া করিয়া থাকেন; তিনি ঐ মহারথগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। শান্তনুতনয় কেবল রণাভিমানী ও রণপ্রিয়; তাঁহার তাদৃশ ক্ষমতা নাই; সুতরাং তিনি কিরূপে পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবেন? অতএব আপনি সত্বর ভীষ্মের শিবিরে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করুন। তিনি অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে আপনি অতি শীঘ্রই সুহৃদ্বান্ধবগণ-সমবেত পাণ্ডুপুত্রদিগকে মৎকর্ত্তৃক নিহত দেখিবেন।'

হে মহারাজ! কুরুরাজ দুর্য্যোধন কর্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিভূত হইয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, 'ভ্রাতঃ! সত্বর অনুগামিগণকে সুসজ্জীভূত হইতে আদেশ কর; যেন বিলম্ব না হয়।' পরে কর্ণকে কহিলেন, 'হে অরাতিনিপাতন! আমি শীঘ্রই ভীষ্মকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়া তোমার নিকট প্রত্যাগমন করিতেছি। ভীষ্ম সংগ্রাম পরিত্যাগ করিলে তুমি অনায়াসে সংগ্রামে পাণ্ডবগণকে সংহার করিবে।'

ভীষ্মকে অস্ত্রত্যাগে অনুরোধ

মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণকে এই বলিয়া দেবগণ-পরিবৃত শতক্রতুর ন্যায় ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া সত্বর বহির্গত হইলেন। মহাবীর দুঃশাসন অবিলম্বে তাঁহাকে অশ্বে আরোপিত করিলেন। তখন সিংহগামী মহাবীর দুর্য্যোধন অঙ্গদ, মুকুট ও ভাণ্ডীর পুষ্প[1]বর্ণ হস্তাভরণে ভূষিত ও সুবর্ণপ্রভ সুগন্ধি চন্দনে অনুলিপ্ত ও নির্ম্মল বসনে সংবীত হইয়া বিমলকিরণ দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণপূর্ব্বক ভীষ্মের শিবিরাভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্বলোকধনুর্দ্ধর মহাবীর-গণ তাঁহার অনুগামী হইলেন। দেবগণ যেমন বাসবের চতুর্দ্দিকে গমন করেন, তদ্রূপ দুর্য্যোধনের ভ্রাতৃগণ কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ বা রথে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। সুহৃদ্গণ রক্ষার্থ অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত গমন করিলেন।

মহাবীর দুর্য্যোধন কৌরবগণ কর্ত্তৃক পূজিত, সোদরগণে পরিবৃত এবং মাগধ ও সূতগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া হস্তিহস্তোপম, সর্ব্বশত্রুনিবর্হণ পীন দক্ষিণবাহু সংবরণ, অনুগতগণের অঞ্জলিগ্রহণ, নানা-দেশবাসী লোকদিগের বাক্য-শ্রবণ ও স্তাবকদিগের[2] পুরস্কার করিয়া শান্তনুতনয়ের শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। ভৃত্যগণ গন্ধতৈল-পরিপূরিত প্রজ্বলিত কাঞ্চনময় প্রদীপ-সকল লইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। মহারাজ দুর্য্যোধন সেই সমুদয় কাঞ্চনময় প্রদীপে পরিবৃত হইয়া প্রদীপ্ত মহাগ্রহ-পরিবেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। কাঞ্চনোষ্ণীষভূষিত[3] বেত্রধারী পুরুষগণ হস্তস্থিত ঝর্ঝরশব্দে জনতা নিবারণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিল।

মহারাজ দুর্য্যোধন ক্রমে ক্রমে ভীষ্মের শিবিরে সমুপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক

১। ভাঁটি ফুল। ২। তোষামোদকারীদিগের। ৩। সোনার পাগড়ীতে ভূষিত মস্তক।

সর্ব্বতোভদ্র[১], মহার্হ আস্তরণ-সমাস্তীর্ণ[২], কাঞ্চনময় আসনে[৩] উপবেশন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সাশ্রুলোচনে বাষ্পগদগদস্বরে কহিতে লাগিলেন, 'হে অরাতি-নিপাতন! আমরা আপনাকে আশ্রয় করিয়া, সবান্ধব পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেব ও দানবগণকেও সমরে পরাজয় করিতে সাহস করি। অতএব হে গাঙ্গেয়! মহেন্দ্র যেমন দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনি কৃপা করিয়া পাণ্ডবগণকে পরাভব করুন। আমি সমুদয় সোমক, পাঞ্চাল, কেকয় ও করূষগণকে সংহার করিব। আপনি সমরে পাণ্ডব ও সোমকগণকে নিধন করিয়া আপনার সত্য প্রতিপালন করুন। হে মহাত্মন্! যদি আপনি পাণ্ডবগণের প্রতি দয়া করিয়া বা আমার প্রতি দ্বেষভাব বশতঃ অথবা আমার মন্দভাগ্য-প্রযুক্ত পাণ্ডবগণকে নিধন করিতে পরাঙ্মুখ হন, তবে সমরদুর্ম্মদ কর্ণকে অনুজ্ঞা করুন; তিনি সমরে সবান্ধব পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবেন।' কুরুরাজ দুর্য্যোধন ভীষণপরাক্রম ভীষ্মকে এইমাত্র বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।"

একোনশততম অধ্যায়

দুর্য্যোধনবাক্যে দুঃখিত ভীষ্মের ক্রোধ

সঞ্জয় কহিলেন, "এইরূপে মহাত্মা ভীষ্ম মন্ত্রশলাকা-বিদ্ধ[৪] নিশ্বসন্ত অজগরের ন্যায় রাজা দুর্য্যোধন কর্তৃক বাক্যশলাকা দ্বারা সাতিশয় বিদ্ধ ও দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া দুর্য্যোধনকে কিছুমাত্র প্রিয়কথা কহিলেন না; কিন্তু রোষাবেশপ্রভাবে নিমীলিত-নেত্রে বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া সুরাসুরগন্ধর্ব্বসহকৃত[৫] দেবলোককে কোপানলে দগ্ধ করিয়াই যেন লোচনদ্বয় উন্মীলনপূর্ব্বক শান্তভাবে কহিতে লাগিলেন, 'হে দুর্য্যোধন! আমি যথাশক্তি যত্নবান্ ও প্রাণরক্ষায় নিরপেক্ষ হইয়া তোমারই প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছি, তথাচ তুমি আমার প্রতি কি নিমিত্ত কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতেছ? পাণ্ডবগণ খাণ্ডবদাহে শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়া অগ্নির তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন, তখন তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। গন্ধর্ব্বেরা বলপূর্ব্বক তোমাকে হরণ এবং সূতপুত্র কর্ণ ও তোমার সহোদরগণ পলায়ন করিলে যখন কেবল ভীমসেন তোমাকে মোচন করিয়াছেন, তখন তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। যখন বিরাটনগরে মহাবীর অর্জ্জুন একাকী আমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, তখন তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। যখন তিনি ক্রোধাবিষ্ট দ্রোণ ও আমাকে পরাজয় করিয়া বস্ত্র[১] গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। যখন তিনি গোধন অপহরণ-সময়ে অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যকে পরাজয় করিয়াছেন এবং পুরুষাভিমানী কর্ণকে জয় করিয়া উত্তরাকে বস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তখন তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। তিনি যখন দেবরাজ ইন্দ্রেরও নিতান্ত দুর্জ্জয় নিবাতকবচগণকে পরাজয় করিয়াছেন, তখন তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। শঙ্খ-চক্রগদাধারী বিশ্বগোপ্তা[২] বাসুদেব যাঁহার রক্ষক, কে সেই অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়? নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ বারংবার কহিয়াছেন, বাসুদেব অনন্তশক্তি, সৃষ্টিসংহারকারী, সর্ব্বেশ্বর, দেবদেব, পরমাত্মা ও সনাতন।

ভীষ্মের নিঃশেষে শত্রুসৈন্যবধে সঙ্কল্প

হে রাজন্! মোহপ্রভাবে তুমি বাচ্যাবাচ্যজ্ঞান-রহিত[৩] হইয়া গিয়াছ। যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তি-সকল বৃক্ষকে সুবর্ণময় নিরীক্ষণ করে, তদ্রূপ তুমিও সমস্ত বিপরীত দেখিতেছ। তুমি স্বয়ংই পূর্ব্বে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত মহা শত্রুতা সমুৎপাদন করিয়াছ, এক্ষণে তুমি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া পৌরুষ প্রকাশ কর, আমরা অবলোকন করি। আমি শিখণ্ডীকে পরিত্যাগ করিয়া সমাগত সমস্ত পাঞ্চাল ও সোমকদিগকে বিনাশ করিব। হয় আমি তাহাদিগের শরনিকরে নিহত হইয়া শমনসদনে গমন করিব, না হয় তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া তোমার প্রীতিবর্দ্ধন করিব। শিখণ্ডী প্রথমে রাজগৃহে স্ত্রীরূপে

২—৩। নীচে পাতিত মহামূল্য আস্তরণের উপর বিস্তৃত প্রসিদ্ধ সর্ব্বতোভাবহ স্বর্ণের "সর্ব্বতোভদ্র" নামক আসনে। ৪। সর্প-বিষস্তম্ভনকারী মন্ত্ররূপ শলাকায় বিদ্ধ। ৫। সুর-অসুর-গন্ধর্ব্ব লোকসহ।

১। উত্তরা-প্রার্থিত বসন। ২। বিশ্বপালক। ৩। 'কি বলা উচিত' 'কি বলা অনুচিত' তাদৃশ জ্ঞানশূন্য।

উৎপন্ন হইয়াছিল; পরে বরপ্রভাবে পুরুষত্ব লাভ করিয়াছে। বিধাতা যখন তাহাকে সর্ব্বপ্রথমে স্ত্রীরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তাহাকে স্ত্রী বলিয়াই অঙ্গীকার করিতে হইবে; অতএব আমি প্রাণান্তেও তাহাকে বধ করিব না। এক্ষণে তুমি সুখে নিদ্রা যাও; আমি কল্য মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। হে মহারাজ! যত দিন এই পৃথিবী থাকিবে, তত দিন লোকে আমার এই মহাযুদ্ধ কীর্ত্তন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।'

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন ভীষ্মকে অভিবাদন ও বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্বশিবিরে প্রবেশ করিয়া রজনী অতিবাহিত করিলেন। প্রভাত হইবামাত্র শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভূপালগণকে সেনা সুসজ্জিত করিতে আদেশ করিয়া কহিলেন, 'ভূপালগণ! আজি মহাবীর ভীষ্ম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমুদয় সোমকদিগকে বিনষ্ট করিবেন।'

ভীষ্ম-পৃষ্ঠরক্ষায় কৌরব-মন্ত্রণা

ভীষ্ম দুর্য্যোধনের নিশাকালীন বহুবিধ বিলাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া উহা আপনার ভর্ৎসনাস্বরূপ বিবেচনা করিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং পরাধীনতার বিবিধ নিন্দা করিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে বহুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন, ভীষ্ম যাহা চিন্তা করিতেছেন, তাহা ইঙ্গিতে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, 'হে দুঃশাসন! তুমি ভীষ্মরক্ষক রথ-সকল অবিলম্বে সুসজ্জিত এবং দ্বাবিংশতি অনীক[1] প্রেরণ কর। আমরা যে সসৈন্য পাণ্ডবগণের বধ ও রাজ্যপ্রাপ্তি এই দুইটি বিষয় বহু বৎসরাবধি চিন্তা করিতেছি, তাহাই উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে মহাবীর ভীষ্মকে রক্ষা করাই আমাদের প্রধান কার্য্য; ইনি সুরক্ষিত হইয়া আমাদিগের সাহায্য ও পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবেন। ইনি কহিয়াছেন,—আমি শিখণ্ডীকে কদাচ বধ করিব না। সে প্রথমে স্ত্রীরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল; এই নিমিত্ত আমি সমরক্ষেত্রে উহাকে পরিত্যাগ করিব; ইহা প্রসিদ্ধিই আছে যে, আমি পূর্ব্বে পিতার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিবার বাসনায় প্রবৃদ্ধ[2] রাজ্য ও মহিলা[3]-সকল পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। সত্যই কহিতেছি, আমি স্ত্রী বা স্ত্রীপূর্ব্ব

১। প্রধান সৈনিক। ২। অতি বিস্তৃত। ৩। বিবাহার্থ প্রস্তাবিত কন্যা।

পুরুষকে কদাচ বিনাশ করিব না। আমি তোমাকে উদ্যোগসময়ে[1] কহিয়াছি, শিখণ্ডী স্ত্রীপূর্ব্ব পুরুষ; সে অগ্রে কন্যারূপে উৎপন্ন হইয়া পশ্চাৎ পুরুষত্ব লাভ করিয়াছে। এক্ষণে সে আমার সহিত যুদ্ধ করিলে আমি তাহার সম্মুখে কখনই শরনিক্ষেপ করিব না; কিন্তু পাণ্ডবপক্ষীয় অন্যান্য জয়াভিলাষী ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে দুঃশাসন! মহাবীর ভীষ্ম আমাকে এইরূপ কহিয়াছেন; অতএব সর্ব্বপ্রকারে ইঁহাকে রক্ষা করাই আমাদের প্রধান কার্য্য। বৃকও অরণ্যানী-মধ্যে অরক্ষিত সিংহকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয়; অতএব এক্ষণে বৃকস্বরূপ শিখণ্ডী যেন পিতামহকে সংহার করিতে না পারে। মাতুল শকুনি, শল্য, কৃপ, দ্রোণ ও বিবিংশতি, ইঁহারা সাবধানে ভীষ্মকে রক্ষা করুন; ইনি সুরক্ষিত হইলে আমাদের জয়লাভ হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।'

অনন্তর সকলে রথ-সমূহে ভীষ্মের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টিত করিলেন। আপনার আত্মজগণ ভূলোক ও দ্যুলোক বিকম্পিত এবং পাণ্ডবগণকে ক্ষোভিত করিয়া ভীষ্মকে বেষ্টনপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। রথিসকল সুনিয়মে পরিচালিত করি-সৈন্যের সহিত ভীষ্মকে পরিবৃত করিয়া অবস্থান করিলেন। যেমন সুরাসুর সংগ্রামকালে দেবগণ ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহারা সকলে ভীষ্মকে রক্ষা করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন পুনরায় দুঃশাসনকে কহিলেন, 'হে দুঃশাসন! যুধামন্যু অর্জ্জুনের বামচক্র ও উত্তমৌজা দক্ষিণচক্র রক্ষা করিতেছেন, ইঁহারা অর্জ্জুনের রক্ষক; অর্জ্জুন শিখণ্ডীর রক্ষক। এক্ষণে শিখণ্ডী অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া আমাদের অবস্থানকালে ভীষ্মকে যাহাতে বিনাশ করিতে না পারে, তাহার উপায় বিধান কর।' তখন দুঃশাসন ভীষ্মকে অগ্রে লইয়া সেনাগণ-সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন।

পাণ্ডব কর্ত্তৃক ভীষ্মসম্মুখে শিখণ্ডি-স্থাপন

অনন্তর অর্জ্জুন ভীষ্মকে রথিগণে পরিবেষ্টিত নিরীক্ষণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, 'হে পাঞ্চাল-তনয়! তুমি আজি শিখণ্ডীকে ভীষ্মের সম্মুখে স্থাপন কর; আমি স্বয়ং তাঁহাকে রক্ষা করিব'।"

১। যুদ্ধ আয়োজনের আরম্ভে।

শততম অধ্যায়

স্বয়ং ভীষ্ম কর্ত্তৃক ব্যূহরচনা

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর মহাবীর শান্তনুতনয় সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইয়া স্বয়ং সর্ব্বতোভদ্র[1] ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত কৃপ, কৃতবর্ম্মা, শৈব, শকুনি, সিন্ধুরাজ, কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ, ভীষ্ম ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ঐ ব্যূহের মুখে, মহাবীর দ্রোণ, ভূরিশ্রবা, শল্য ও ভগদত্ত কবচ ধারণপূর্ব্বক ঐ ব্যূহের দক্ষিণপক্ষে, মহারথ অশ্বত্থামা, সোমদত্ত, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ মহতী সেনা সমভিব্যাহারে উহার বামপক্ষে, মহারাজ দুর্য্যোধন ত্রিগর্ত্তগণ-সমভিব্যাহারে উহার মধ্যভাগে এবং রথিশ্রেষ্ঠ অলম্বুষ ও মহারথ শ্রুতায়ু কবচ পরিধানপূর্ব্বক ঐ ব্যূহের পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় বর্ম্মধারী বীরগণ এইরূপে সেই মহাব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া তপনশীল হুতাশনের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন।

এ দিকে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব আপনাদের মহাব্যূহস্থ সর্ব্বসৈন্যের অগ্রভাগে এবং মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, সাত্যকি, শিখণ্ডী, অর্জ্জুন, রাক্ষস ঘটোৎকচ, মহাবাহু চেকিতান, বীর্য্যবান্ কুন্তিভোজ, মহাধনুর্দ্ধর অভিমন্যু, মহাবল দ্রুপদ ও কেকয়দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতা যুদ্ধার্থ বর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক ঐ ব্যূহের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাণ্ডবগণ দুর্জ্জয় মহাব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

তখন সমরোৎসাহী কৌরব-পক্ষীয় ভূপালগণ ভীষ্মকে অগ্রসর করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। যুদ্ধাভিলাষী ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবেরাও বিজয়াভিলাষে ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে সিংহনাদ, কিলকিলা শব্দ, করিকুলের চীৎকার এবং ক্রকচ, গোবিষাণিক, ভেরী, মৃদঙ্গ ও পণবের ধ্বনি আরম্ভ হইল। পাণ্ডবগণ সিংহনাদ, বীরনাদ এবং ভেরী, মৃদঙ্গ, শঙ্খ ও দুন্দুভি-ধ্বনি করিয়া যুদ্ধার্থ কৌরবগণের প্রতি আগমন করিতে লাগিলেন; কৌরবগণও ক্রুদ্ধচিত্তে প্রতিনাদ করিয়া সহসা পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। এইরূপে উভয়পক্ষীয় সৈন্য সমবেত হইয়া পরস্পর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল।

অমঙ্গলসূচক বিবিধ উৎপাত

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাশব্দে মেদিনীমণ্ডল কম্পান্বিত হইল; পক্ষিগণ ঘোর নিনাদ করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল; বিমলোদিত[1] সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত হইল; মহাভয়সূচক তুমুল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল; অশিবসূচক শিবাগণ ঘোর-রবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল; চতুর্দ্দিক্ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; পাংশুবৃষ্টি ও রুধিরমিশ্রিত অস্থিবৃষ্টি হইতে লাগিল; বাহনগণ চিন্তান্বিত-মনে বাষ্পমোক্ষণ ও বারংবার মূত্র পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল; অকস্মাৎ অন্তর্হিত পুরুষাদ[2] রাক্ষসগণের ভীষণ ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল; গোমায়ু ও কাক-সকল চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল; কুকুরগণ বিবিধ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল এবং মহাভয়সূচক প্রজ্বলিত মহোল্কা-সকল সূর্য্যের সহিত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! সেই ভয়ঙ্কর অশিবসময়ে নরেন্দ্র-নাগ-অশ্ব-সমাকুল কৌরব ও পাণ্ডব-সৈন্যগণ বায়ুবেগে কম্পিত বনরাজির ন্যায় শঙ্খ ও মৃদঙ্গ-শব্দে-কম্পিত হইয়া বাতোদ্ধত সাগরের ন্যায় তুমুল নির্ঘোষ করিতে আরম্ভ করিল।"

একাধিকশততম অধ্যায়

নবম-দিবসীয় যুদ্ধ—অভিমন্যুর কৌরবাক্রমণ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্! তখন মহাবল-পরাক্রান্ত অভিমন্যু পিঙ্গলবর্ণ অশ্ব-সংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া বারিধারাবর্ষী বারিদপটলের ন্যায় শরনিকর বর্ষণ করিয়া দুর্য্যোধনের সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ সেই অক্ষয় সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট অরাতিনিসূদন, অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যুকে কোন ক্রমেই নিবারণ করিতে পারিলেন না। অভিমন্যু-বিমুক্ত শত্রুবিনাশন শর-সমুদয় কৌরব-পক্ষীয় বহু সংখ্যক বীরগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিল।

১। নানাবর্ণ-রঞ্জিত সুরক্ষিত বহুদ্বারবিশিষ্ট সর্ব্বতোভদ্র-মণ্ডলবৎ ব্যূহবেষ্ট।

১। মেঘাদি আবরণহীন নির্ম্মল আকাশে উদিত উজ্জ্বল।
২। নরভোজী।

সমরবিশারদ অর্জ্জুননন্দন ক্রোধভরে যমদণ্ডোপম প্রজ্বলিত আশীবিষসদৃশ শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক রথ-সমবেত রথী, হয়-সমবেত হয়ারোহী ও গজসমেত গজারোহিগণকে বিদারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহীপালগণ তাঁহার সেই অদ্ভুত কর্ম্মের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। বায়ু যেমন আকাশে তূলারাশি পরিচালিত করে, মহাবীর অর্জ্জুনতনয় তদ্রূপ কৌরব-সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কোন ব্যক্তিই মহাপঙ্কে নিমগ্ন[১] করিকুলসদৃশ অভিমন্যু-বিদ্রাবিত কৌরব-সৈন্যগণকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইল না। মহাবীর অর্জ্জুনতনয় অনায়াসে সেই সমুদয় সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়া প্রজ্বলিত বিধূম হুতাশনের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। কালপ্রেরিত পতঙ্গকুল যেমন অগ্নির প্রভাব সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ কৌরব-সৈন্যগণ অভিমন্যুর প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্থ হইল না। মহারথ অর্জ্জুনতনয় শত্রুগণকে প্রহার করিয়া সবজ্র বাসবের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তাঁহার হেমপৃষ্ঠ শরাসন বারিদপটলে বিরাজিত বিদ্যুতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। নিশিত কৃতপান শর-সমুদয় প্রফুল্ল পাদপরাজি হইতে নিপতিত ভ্রমর-পংক্তির ন্যায় ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল। মহাবীর সুভদ্রানন্দন কাঞ্চনময় রথে আরোহণ-পূর্ব্বক মহাবেগে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে কেহই তাঁহার গতিবিচ্ছেদ[২] বোধ করিতে পারিল না। ঐ মহাবীর কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও সিন্ধুরাজকে বিমোহিত করিয়া দ্রুতবেগে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মণ্ডলাকার শরাসন সূর্য্যমণ্ডল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

বীরগণ মহাবীর অভিমন্যুর অদ্ভুত কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া, এই সংসারে দুই জন অর্জ্জুন আছেন বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! সেই মহতী কৌরব-সেনা মহাবীর অভিমন্যুর শরে নিপীড়িত হইয়া মদমত্ত কামিনীর ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। রণদুর্ম্মদ অর্জ্জুনপুত্র সেই সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত ও মহারথদিগকে বিকম্পিত করিয়া ময়বিজয়ী সুররাজ পুরন্দরের ন্যায় সুহৃদ্গণকে আনন্দিত করিলেন। কৌরব-সৈন্যগণ অর্জ্জুনতনয় কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া পর্জ্জন্যনিনাদসম গম্ভীর স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

কুরুরাজ দুর্য্যোধন বায়ুবেগে পরিচালিত সাগর-গর্জ্জন সদৃশ কৌরবসৈন্যনির্ঘোষ শ্রবণে ঋষ্যশৃঙ্গ-তনয় রাক্ষস অলম্বুষকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ রাক্ষসসত্তম! মহাবীর অর্জ্জুন-তনয় দ্বিতীয় অর্জ্জুনের ন্যায়, দেবসৈন্যবিদ্রাবী[১] বৃত্রাসুরের ন্যায় একাকী কৌরবসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতেছে। তুমি ব্যতীত উহাকে নিবারণ করিবার উপায়ান্তর নাই; অতএব তুমি সত্বর গমন করিয়া অর্জ্জুনতনয়কে পরাজিত কর। আমরা ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত সমবেত হইয়া অর্জ্জুনকে সংহার করিব।'

অভিমন্যু-অলম্বুষ সমর

রাক্ষসরাজ অলম্বুষ দুর্য্যোধনের আজ্ঞানুসারে বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় গম্ভীর ধ্বনি করিতে করিতে অভিমন্যুর অভিমুখে ধাবমান হইল। পাণ্ডব-সৈন্যগণ অলম্বুষের ভীষণ ধ্বনি শ্রবণে ভীত হইয়া বাতোদ্ধূত সমুদ্রের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিচলিত হইতে লাগিল। অনেকে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধরণীতলে নিপতিত হইল। ঐ সময় রথস্থ মহাবীর অর্জ্জুন-তনয় সশর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক যেন নৃত্য করিতে করিতে সেই রাক্ষসের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

মহাবীর অলম্বুষ অর্জ্জুনতনয়কে সন্দর্শনপূর্ব্বক ক্রোধান্বিত-চিত্তে তাঁহার অনতিদূরস্থিত সৈন্যগণকে দ্রাবিত করিয়া, বলাসুর যেমন দেবসেনার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিল, তদ্রূপ পাণ্ডবসৈন্যগণের উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। এইরূপে সেই ঘোররূপী রাক্ষস পরাক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করিয়া পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত ও বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। সৈন্যগণ তাহার শরে নিতান্ত আহত হইয়া ভীতচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষসাগ্র্য[২] অলম্বুষ পদ্মবনপ্রমাথী[৩] কুঞ্জরের ন্যায় পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিনষ্ট করিয়া মহাবল-পরাক্রান্ত দ্রৌপদীতনয়দিগের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর দ্রৌপদেয়গণ রাক্ষস-সন্দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ-চিত্তে সূর্য্যের প্রতি ধাবমান পঞ্চ গ্রহের ন্যায় অলম্বুষের প্রতি ধাবমান হইয়া, যুগক্ষয়সময়ে পাঁচ

১। গভীর কর্দ্দমে নিমজ্জিত। ২। বিরাম।

১। দেবসৈন্যতাড়নকারী। ২। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ। ৩। পদ্মবনভঙ্গকারী।

গ্রহ যেমন চন্দ্রকে নিপীড়িত করে, তদ্রূপ তাহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য অলম্বুষের উপর অকুণ্ঠিতাগ্র লৌহময় শস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিলেন। অলম্বুষ সেই সমুদয় তীক্ষ্ণ শস্ত্রে ছিন্নকবচ হইয়া সূর্য্যকিরণরঞ্জিত জলধরপটলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। দ্রৌপদীনন্দননির্ম্মুক্ত সুবর্ণ-বিভূষিত শরজাল গাত্রে বিদ্ধ হওয়াতে অলম্বুষ দীপ্তশৃঙ্গ অচলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র সমবেত হইয়া সুবর্ণবিভূষিত সায়ক-সমুদয় দ্বারা অলম্বুষকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অলম্বুষ ক্রুদ্ধ আশী-বিষসদৃশ সেই সমুদয় ঘোর সায়কে বিদ্ধ হইয়া সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট ও অবিলম্বে মূর্চ্ছিত হইল। পরে ক্ষণকালমধ্যে পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ক্রোধান্বিত হইয়া দ্রৌপদীতনয়গণের বাণ, ধ্বজ ও শরাসনসমুদয় ছেদনপূর্ব্বক যেন রথমধ্যে নৃত্য করিতে করিতেই তাঁহাদের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিল এবং তাঁহাদের অশ্ব ও সারথিদিগকে সংহার করিয়া বহুবিধ নিশিত শরে পুনরায় তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। মহাবল-পরাক্রান্ত নিশাচর এইরূপে দ্রৌপদীতনয়গণকে বিরথ করিয়া তাঁহাদিগের নিধনেচ্ছায় মহাবেগে ধাবমান হইল।

ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুননন্দন অভিমন্যু দুরাত্মা রাক্ষস দ্রৌপদীতনয়গণকে নিপীড়িত করিতেছে দেখিয়া সত্বর তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর অভিমন্যুর সহিত অলম্বুষের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ বৃত্র-বাসব-সদৃশ সেই বীরদ্বয়ের অদ্ভুত সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ কালানলসদৃশ মহাবীরদ্বয় ক্রোধ-সংরক্তলোচনে পরস্পর আবেক্ষণ করিলেন। পূর্ব্বে দেবাসুরসংগ্রামে শক্র ও সম্বরের যুদ্ধ যেরূপ ভয়ঙ্কর হইয়াছিল, এই দুই মহাবীরের সমরও সেইরূপ হইয়া উঠিল।"

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়

অলম্বুষ-পরাজয়—পলায়ন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর অভিমন্যু মহারথ-সকলকে বিনষ্ট করিতেছেন দেখিয়া অলম্বুষ কিরূপ যুদ্ধ করিল? অভিমন্যু অলম্বুষের সহিত কি প্রকারে যুদ্ধ করিলেন? ভীম, রাক্ষস ঘটোৎকচ, নকুল, সহদেব ও সাত্যকি কি প্রকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং অর্জ্জুনই বা আমার সৈন্যগণের কি করিলেন? তুমি তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! অলম্বুষ ও অভিমন্যুর যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব যেরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি আপনার পক্ষীয় মহাবীরগণ নির্ভীকের ন্যায় যেরূপ অদ্ভুত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা শ্রবণ করুন। মহাবল-পরাক্রান্ত অলম্বুষ সিংহনাদ পরিত্যাগ ও বারংবার তর্জ্জন-গর্জ্জনপূর্ব্বক 'থাক্ থাক্' বলিয়া মহাবেগে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইল; অভিমন্যুও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া পিতৃবৈরী রাক্ষস অলম্বুষের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। পরে দিব্যাস্ত্রবেত্তা রথিশ্রেষ্ঠ অভিমন্যু ও মায়াবী রথিপ্রধান রাক্ষস উভয়ে দেবদানবের ন্যায় সত্বর সমাগত হইলেন। অনন্তর অভিমন্যু শাণিত তিন সায়কে রাক্ষসকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। যেমন তোদনদণ্ডে মাতঙ্গকে প্রহার করে, তদ্রূপ ক্ষিপ্রকারী অলম্বুষও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নয় শরে অভিমন্যুর হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিয়া সহস্র শরে তাহাকে নিপীড়িত করিল। অভিমন্যু রোষপরবশ হইয়া শাণিত নয় শরে রাক্ষসের হৃদয় বিদ্ধ করিলে ঐ সমস্ত শর মর্ম্ম ভেদ করিয়া তাহার শরীরে প্রবিষ্ট হইল। রাক্ষস শরনিকরে ভিন্নকলেবর হইয়া কুসুমসুশোভিত কিংশুক-বৃক্ষ-সংস্তীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় অধিকতর শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং সেই সুবর্ণপুঙ্খ শর-সমুদয় ধারণ করিয়া জ্বালাসনাথ[১] শৈলের ন্যায় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল।

অনন্তর অলম্বুষ রোষাবিষ্ট হইয়া মহেন্দ্রপ্রতিম অভিমন্যুকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল।

১। কিরণযুক্ত।

রাক্ষস-নিক্ষিপ্ত যমদণ্ড সদৃশ বাণ-সকল অভিমন্যুর দেহ ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল এবং অভিমন্যুবিনির্ম্মুক্ত কনক-ভূষিত শরনিকরও অলম্বুষের শরীর ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। যেমন দেবরাজ ময়দানবকে রণে পরাঙ্মুখ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অভিমন্যু শরজালে রাক্ষসকে বিমুখ করিলেন। অনন্তর রাক্ষস মহীয়সী তামসী মায়া আবিষ্কৃত করিলে সকলেই ঘোরতর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলেন; কি অভিমন্যু, কি আত্মীয়, কি পর, কেহই কাহাকেও নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। মহাবীর অভিমন্যু সেই ঘোরতর অন্ধকার অবলোকন করিয়া অতিভাস্বর সৌর-অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তখন রাক্ষসের মায়া তিরোহিত ও সমুদয় জগৎ পুনরায় প্রকাশিত হইল। পরে অভিমন্যু ক্রোধপরবশ হইয়া শরনিকরে রাক্ষসকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তৎপ্রযুক্ত বহুবিধ মায়া নিবারণ করিলেন। রাক্ষস অলম্বুষ মায়াশূন্য ও শরজালে একান্ত আহত হইয়া ভয়ে রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল। এইরূপে সেই কূটযোধী অলম্বুষ পরাজিত হইলে অভিমন্যু কৌরব-সেনাদিগকে বিমর্দ্দিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন বোধ হইল যেন, মদান্ধ বন্য মাতঙ্গ কমলদল মর্দ্দন করিতেছে।

কৌরব-পাণ্ডবের পরস্পর যুদ্ধ

অনন্তর মহাবীর ভীষ্ম সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া শরনিকরে অভিমন্যুকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ একমাত্র অভিমন্যুকে বেষ্টন করিয়া চারিদিক্ হইতে শর প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন পরাক্রমে অর্জ্জুনতুল্য, বীর্য্যে বাসুদেবসদৃশ, মহাবীর অভিমন্যু পিতা ও মাতুলের অনুরূপ বহুবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর্য্য অর্জ্জুন কৌরব-সেনা বিনাশ করিতে অভিমন্যুর নিকট গমন করিলেন। তখন রাহু যেমন দিবাকরকে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ভীষ্ম অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইলেন। হে মহারাজ! আপনার আত্মজগণ রথ, হস্তী ও অশ্বগণ-সমভিব্যাহারে ভীষ্মকে বেষ্টন করিয়া সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন; এদিকে পাণ্ডবেরাও ধনঞ্জয়কে পরিবৃত করিয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর কৃপাচার্য্য ভীষ্মের সম্মুখবর্ত্তী পার্থকে পঞ্চবিংশতি সায়কে সমাচ্ছন্ন করিলেন। যেমন শার্দ্দুল কুঞ্জরের প্রতি গমন করে, তদ্রূপ সাত্যকি পাণ্ডবদিগের প্রিয়কার্য্যসাধনার্থ কৃপের প্রতি গমন করিয়া নিশিত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। আচার্য্য কোপপরতন্ত্র হইয়া সত্বর নয় শরে সাত্যকির হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিলে সাত্যকিও ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবেগে শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক গৌতমান্তকর[1] এক ভয়ঙ্কর শর নিক্ষেপ করিলেন। অশ্বত্থামা সেই শক্রাশনিসম শরকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

তখন যেমন নভোমণ্ডলে রাহু শশাঙ্কের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ সাত্যকি কৃপাচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া অশ্বত্থামার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা তাঁহার কার্ম্মুকচ্ছেদন করিয়া শর প্রহার করিতে লাগিলেন। সাত্যকি শত্রুনিপাতন ভারসহ অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া যষ্টি শরে অশ্বত্থামার বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। অশ্বত্থামা গাঢ়তর শরবিদ্ধ, নিতান্ত ব্যথিত ও মুহূর্ত্তকাল বিমোহিত হইয়া ধ্বজদণ্ড অবলম্বনপূর্ব্বক রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন, পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া ক্রোধভরে পুনরায় সাত্যকিকে শর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। যেমন বসন্তকালে বলবান্ সর্পশিশু বিলমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ঐ শর সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া ধরণীতলে প্রবেশ করিল। পরে তিনি ভল্লাস্ত্রে ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং যেমন বর্ষাকালে জলদাবলি দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ শরনিকরে সাত্যকিকে সমাচ্ছন্ন করিলেন; সাত্যকিও শরজাল নিরাকরণ করিয়া শরনিকর দ্বারা অশ্বত্থামাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া মেঘমণ্ডলীবিনির্ম্মুক্ত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তাঁহাকে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। পরে পুনরায় উদ্যত হইয়া শরসহস্রে অশ্বত্থামাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

দ্রোণাচার্য্য পুত্রকে রাহুগ্রস্ত নিশাকরের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া সাত্যকির প্রতি মহাবেগে গমন করিলেন এবং শরনিপীড়িত আত্মজ অশ্বত্থামাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সুতীক্ষ্ণ সায়কে সাত্যকিকে

১। কৃপাচার্য্য-বিনাশকর।

বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, সাত্যকিও গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে পরিত্যাগ করিয়া লৌহময় শরজালে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন; অনন্তর শত্রুতাপন অর্জ্জুন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। এইরূপে তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া নভোমণ্ডলস্থ বুধ ও শুক্র গ্রহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।"

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়

দ্রোণ-অর্জ্জুন—যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ও অর্জ্জুন কি প্রকারে যত্নসহকারে রণস্থলে সমাগত হইলেন? অর্জ্জুন ধীমান্ দ্রোণের একান্ত প্রিয়পাত্র এবং দ্রোণও অর্জ্জুনের নিতান্ত প্রীতিভাজন, অতএব মদোৎকট[1] সিংহদ্বয়ের ন্যায় ঐ দুই মহাবীর কি প্রকারে পরস্পর সমাগত হইলেন?"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ। দ্রোণাচার্য্য রণস্থলে অর্জ্জুনকে প্রীতিভাজন বলিয়া বিবেচনা করেন না এবং অর্জ্জুনও ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে তাঁহাকে গুরু বলিয়া সম্মান করেন না। ক্ষত্রিয়গণ কেহই কাহাকে পরিত্যাগ করেন না; প্রত্যুত মর্য্যাদাশূন্য[2] হইয়া পিতা ও ভ্রাতাদিগের সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করিয়া থাকেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের তিন শরে বিদ্ধ হইলেন; কিন্তু তাহা অর্জ্জুন শরাসনবিনির্ম্মুক্ত বলিয়া পরিগণিত না করিয়া গহনবনে অতিপ্রবৃদ্ধ হুতাশনের ন্যায় রোষে প্রজ্বলিত হইয়া অর্জ্জুনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের পার্ষ্ণি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সুশর্ম্মাকে প্রেরণ করিলেন। সপুত্র ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক সায়ক-সমূহে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শরনিকর শরৎকালে গগনচারী হংসনিচয়ের ন্যায় নভোমণ্ডলে শোভমান হইতে লাগিল। যেমন বিহঙ্গমগণ সুস্বাদু ফলভারাবনত পাদপে প্রবেশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই সকল শরজাল পার্থ-শরীরে প্রবেশ করিল। অর্জ্জুন সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া সপুত্র ত্রিগর্ত্তরাজকে বাণে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারাও প্রলয়কালীন অন্তকসদৃশ অর্জ্জুনের শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া প্রাণপণে অর্জ্জুনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি অনবরত শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যেমন অচলসকল সলিল বর্ষণ গ্রহণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ পার্থ শরসমূহ দ্বারা শরবর্ষণ গ্রহণ[1] করিলেন। তখন আমরা তাঁহার হস্তলাঘব অবলোকন করিতে লাগিলাম। যেমন সমীরণ মেঘমণ্ডল অপসারিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি একাকী হইয়াও বহুযোধ-বিনির্ম্মুক্ত দুর্নিবার শরবৃষ্টি অনায়াসে নিবারণ করিলেন। তখন দেবদানবগণ তাঁহার এই অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

ভীম-সুশর্ম্মাদির যুদ্ধ—কৌরব-পলায়ন

অনন্তর অর্জ্জুন রোষপরবশ হইয়া সেনামুখে বায়ব্য অস্ত্র প্রয়োগ করিলে প্রবল সমীরণ প্রাদুর্ভূত হইয়া অন্তরীক্ষ ক্ষুভিত, পাদপদল নিপাতিত ও সৈন্যগণ বিনষ্ট করিতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্য নিদারুণ বায়ব্য অস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ঙ্কর শৈলাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, তখন বায়ু প্রশান্ত ও দশদিক্ প্রসন্ন হইল। পরে অর্জ্জুন ত্রিগর্ত্তরাজের রথীদিগকে নিরুৎসাহ, সমর-পরাঙ্মুখ ও হীনবীর্য্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন, কৃপ, অশ্বত্থামা, শল্য, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং বাহ্লীকদিগের সহিত মহারাজ বাহ্লীক রথসমূহে পার্থের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিলেন। ভীমসেন ভগদত্ত ও শ্রুতায়ু কর্ত্তৃক গজসৈন্য দ্বারা চতুর্দ্দিকে আক্রান্ত হইলেন। ভূরিশ্রবা, শল ও সৌবল শরজালে নকুল ও সহদেবকে নিবারণ করিলেন। ভীষ্ম সসৈন্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমভিব্যাহারে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইলেন।

মহাবীর ভীমসেন গজসৈন্য আগমন করিতে দেখিয়া গদা গ্রহণ ও বনমধ্যস্থ মৃগরাজ সিংহের ন্যায় সৃক্কণী লেহনপূর্ব্বক সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইলে সেই সেনাদিগের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইল। তখন গজারোহিসকল তাঁহাকে গদাহস্ত নিরীক্ষণ

১। ক্রোধমত্ত। ২। সম্বন্ধবন্ধন বিবেচনায় উদাসীন।

১। বাণে বাণে শত্রুনিক্ষিপ্ত শরনিরোধ।

করিয়া সাবধানে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিল। ভীমসেন মেঘমণ্ডল-মধ্যগত সূর্য্যের ন্যায় সেই গজসৈন্যে শোভমান হইলেন। অনন্তর যেমন সমীরণ জলদ-জাল চালিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি গদা দ্বারা গজসৈন্যদিগকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন করিকুল গর্জ্জমান মেঘমণ্ডলের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন মাতঙ্গগণের দশন দ্বারা বিদারিত হইয়া পুষ্পিত অশোকবৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। পরে তিনি তাহাদিগকে ধারণপূর্ব্বক তাহাদিগের দশন ভগ্ন করিয়া সেই সমস্ত দশন দ্বারা দণ্ডধারী সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় করিকুলের কুম্ভমণ্ডলে প্রহারপূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিতে লাগিলেন এবং শোণিতচর্চ্চিত ও মেদমজ্জায় অবলিপ্ত-কলেবর হইয়া রুধিররঞ্জিত গদা ধারণপূর্ব্বক রুদ্রদেবের ন্যায় নিরীক্ষিত হইলেন। অনন্তর হতাবশিষ্ট করি-সৈন্যগণ স্বীয় বল-সমুদয়কে বিমর্দ্দিত করিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলে কৌরব-সেনা-সকল পরাঙ্মুখ হইল।"

চতুরধিকশততম অধ্যায়

ভীষণ সঙ্কুলযুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মধ্যাহ্ন-কালে সোমকদিগের সহিত ভীষ্মের লোকক্ষয়কর ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ভীষ্ম শত সহস্র নিশিত শরে পাণ্ডব-সৈন্যগণকে তাড়িত করিলেন এবং যেমন গোগণ ছিন্ন ধান্যসমূহ বিমর্দ্দিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাহাদিগকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। পরে শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট ও দ্রুপদ শরনিকরে ভীষ্মকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীষ্ম ধৃষ্টদ্যুম্নকে বাণবিদ্ধ করিয়া তিন শরে বিরাটকে প্রহার করিয়া দ্রুপদের প্রতি নারাচ পরিত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহারা পাদস্পৃষ্ট[১] ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। শিখণ্ডী ভীষ্মকে প্রহার করিলে ভীষ্ম তাঁহার স্ত্রীরূপ মনে করিয়া শরাঘাত করিলেন না। ধৃষ্টদ্যুম্ন হুতাশনের ন্যায় রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া ভীষ্মের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলে দ্রুপদ পঞ্চবিংশতি, বিরাট দশ ও শিখণ্ডী পঞ্চবিংশতি-সায়কে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম রুধিরধারায় অবলিপ্ত হইয়া বসন্তকালীন পুষ্পস্তবকমণ্ডিত রক্তাশোকের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইলেন। পরে তিনি তিন বাণে তাহাদিগকে বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্রে দ্রুপদের কার্ম্মুকচ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন। দ্রুপদ অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া ভীষ্মকে বিদ্ধ করিয়া তিন বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। পরে ভীম, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, কেকয়-দেশীয় পঞ্চ-ভ্রাতা ও সাত্যকি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে লইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন-পুরঃসর পাঞ্চাল-সৈন্যদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। এ দিকে কৌরবগণ ভীষ্মরক্ষার্থ যত্নবান্ হইয়া সসৈন্যে পাণ্ডব-সেনাগণের প্রতি গমন করিলে উভয়পক্ষীয় নর, অশ্ব, রথ ও মাতঙ্গগণের সঙ্কুলযুদ্ধ আরম্ভ হইল। রথী রথীদিগকে, গজারোহী গজারোহীদিগকে, অশ্বারোহী অশ্বারোহীদিগকে শমন-সদনে প্রেরণ করিতে লাগিল। রথ-সকল রথী ও সারথিশূন্য হইয়া মনুষ্য ও অশ্বদিগকে বিমর্দ্দিত করিয়া বায়ুপ্রেরিত গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। কুণ্ডলোষ্ণীষধারী, নিষ্কাঙ্গদ-সুশোভিত, শৌর্য্যে দেবকুমারসদৃশ, যুদ্ধে দেবরাজ-তুল্য, ধনে ধনপতিসদৃশ ও নীতিবিষয়ে বৃহস্পতিতুল্য, মহাবল-পরাক্রান্ত রথিসকল সামান্য মনুষ্যের ন্যায় ধাবমান হইয়া বিনষ্ট হইতে লাগিলেন। করিকুল আরোহিশূন্য হইয়া স্বীয় সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া নিপতিত হইল। কতকগুলি নবীন জলদের ন্যায় গভীরনিস্বন হস্তী চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। উহাদের চর্ম্ম, বিচিত্র হেমদণ্ডমণ্ডিত চামর, পতাকা ও শ্বেতচ্ছত্র সকল ইতস্ততঃ স্খলিত হইতে লাগিল। আরোহিসকলই গজপরিভ্রষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। নানাদেশসম্ভূত সুবর্ণালঙ্কৃত বায়ুগামী শত সহস্র তুরঙ্গম ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল। খড়্গহস্ত আরোহীসকল আহত অশ্বের সহিত তাড়িত ও পলায়িত হইল; করি-সকল পলায়মান গজের সহিত মিলিত হইয়া বেগে অশ্ব ও পদাতিসকলকে বিমর্দ্দিত করিয়া গমন করিতে লাগিল। অবশিষ্ট করি-সকল অশ্ব, রথ ও মানব-সকলকে মর্দ্দিত করিল। এইরূপে উহারা পরস্পর বিমর্দ্দিত হইতে লাগিল।

১। পাদদ্বারা মর্দ্দিত।

তখন যমরাজ্যবিবর্দ্ধন, মর্ত্ত্যকুলবিনাশন[১], কঙ্কাল-সঙ্কুলসন্নাধ[২], শরাবর্ত্তসম্পন্ন[৩], নিতান্ত দুরবগাহ শোণিতাম্র-তরঙ্গিণী[৪] প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইহা শীর্ষোপল[৫] সমাকীর্ণ, হস্তিগ্রাহ[৬] সঙ্কুল, কেশ, শৈবাল ও শাদ্বল-বহুল[৭], রথহ্রদ[৮]-পরিশোভিত, অশ্বমীন-পরিপ্লুত[৯], কবচোষ্ণীষ-ফেন[১০] সমাচ্ছন্ন, কার্ম্মুক-শ্রোতো-বিশিষ্ট[১১], অসি-কচ্ছপ[১২]-ভূয়িষ্ঠ, পতাকা-ধ্বজ-বৃক্ষ[১৩]-সঙ্কীর্ণ ও ক্রব্যাদহংস[১৪]-সমলঙ্কৃত। ক্ষত্রিয়গণ নির্ভীক হইয়া রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গরূপ ভেলা অবলম্বনপূর্ব্বক সেই ভয়ানক শোণিত-নদী উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। যেমন বৈতরণী[১৫] মৃত ব্যক্তি-দিগকে যমালয়ে নীত করে, তদ্রূপ ঐ শোণিত-নদী নিতান্ত ভীত ও বিমোহিত ব্যক্তি-দিগকে বহন করিতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ এই ভয়ানক বধব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, 'হে বীরগণ! ক্ষত্রিয়গণ রাজা দুর্য্যোধনের অপরাধেই বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র লোভপরতন্ত্র হইয়া গুণবান্ পাণ্ডব-দিগের প্রতি কি নিমিত্ত বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে-ছেন?' হে মহারাজ! এইরূপ পাণ্ডবগণের প্রশংসা-সহকৃত আপনার পুত্রদিগের পক্ষে নিদারুণ বহুবিধ বাক্য শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্ম, দ্রোণ ও শল্যকে কহিলেন, 'হে বীরগণ! আপনারা কি নিমিত্ত বিলম্ব করিতেছেন? অহঙ্কারশূন্য হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন।' তখন উভয় পক্ষই অক্ষদ্যূতজনিত অতি ভয়ঙ্কর নরবিনাশ-সহকৃত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! মহাত্মগণ আপনাকে বারংবার নিবারণ করিয়া-ছিলেন, কিন্তু আপনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই, এক্ষণে তাহারই নিদারুণ ফলভোগ করিতে-ছেন। সসৈন্য পাণ্ডবগণ ও কৌরবেরা কেহই কাহার প্রাণরক্ষা করিতেছেন না। এই নিমিত্ত এবং আপনার দুর্নীতি ও দৈবের প্রতিকূলতা বশতঃ এক্ষণে এই ঘোরতর স্বজনক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে।"

১—১৪। নিহত লোকগণের স্তূপাকার অস্থি সৈকতরূপ মহা-নদীর বেলাভূমি, বাণনিবহ আবর্ত্ত, রক্ত ও নাড়ীনিচয় তরঙ্গ, মস্তকসমস্ত পাথরের নুড়ি, করিনিকর কুম্ভীর, কেশসমূহ শেওলা ও ঘাস, রথসমূহ হ্রদ, অশ্বসকল মৎস্য, কবচ ও উষ্ণীষসমূহ ফেন, ধনুকসকল স্রোত, অস্ত্রসমস্ত কচ্ছপ, ধ্বজ-পতাকাসমূহ তীরস্থ বৃক্ষ, মাংসাশী শৃগালগণ হংস। ১৫। যমদ্বারস্থিত তপ্তজলা নদী।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়

কৌরব-পাণ্ডব সঙ্কুল-যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহাবীর ধনঞ্জয় সেই সময়ে সুশর্ম্মার অনুচর ভূপতিগণকে নিশিত সায়ক দ্বারা শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সুশর্ম্মা বাসুদেবকে সপ্ততি ও অর্জ্জুনকে নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ অর্জ্জুন শরনিকর দ্বারা সুশর্ম্মার শরজাল নিবারণ করিয়া তাঁহার সহচর যোদ্ধগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। যোদ্ধৃগণ যুগান্তকালীন কৃতান্তসদৃশ প্রভাবশালী পার্থের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভয়ব্যাকুলিত-চিত্তে কেহ অশ্ব, কেহ রথ ও কেহ গজ পরিত্যাপূর্ব্বক দশদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অনেকে রথ, অশ্ব ও গজ-সমুদয় লইয়া সত্বর প্রস্থান করিতে লাগিল। পদাতিগণ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক সমরে নিরপেক্ষ হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল।

এইরূপে কৌরব-সৈন্যগণ ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা ও অন্যান্য ভূপতি কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে কুরুরাজ দুর্য্যোধন ত্রিগর্ত্তেয় জীবিতরক্ষার্থ মহারথ ভীষ্মকে অগ্রসর করিয়া অসংখ্য সৈন্যসমভিব্যাহারে ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎকালে কেবল মহাবীর দুর্য্যোধনই ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে বহুবিধ শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন; আর সকলেই পলায়ন করিল। এ দিকে পাণ্ডবগণও সর্ব্বোদ্যোগ সহকারে বর্ম্ম ও বহুবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রভাব অবগত ও শত্রুগণের হাহাকারে উত্তেজিত হইয়া শান্তনুতনয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ভীষ্ম সন্নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা পাণ্ডবসৈন্যগণকে সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মধ্যাহ্নসময়ে কৌরবগণ পাণ্ডবদিগের সহিত ঘোরতর সমর আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি পাঁচ বাণে কৃতবর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া সহস্র সহস্র শরবর্ষণপূর্ব্বক সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ দ্রুপদ প্রথমতঃ দ্রোণকে বহুসংখ্যক সুশাণিত শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে সপ্ততি ও তাঁহার সারথিকে পাঁচ

বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন মহারাজ বাহ্লীককে শরনিকরে বিদ্ধ করিয়া কাননস্থ শার্দ্দূলের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত অভিমন্যু চিত্রসেনের বহুসংখ্যক শরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে তিন বাণ বিদ্ধ করিলেন। এই ধনুর্দ্ধরদ্বয় সংগ্রামে সমাগত হইয়া আকাশমণ্ডলস্থ বুধ ও শনৈশ্চরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অরাতিনিপাতন অর্জ্জুনতনয় নয় বাণে চিত্রসেনের অশ্বচতুষ্টয় ও সারথিকে সংহার করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহারথ চিত্রসেন সেই অশ্ববিহীন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সত্বর দুর্ম্মুখের রথে সমারূঢ় হইলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে দ্রুপদের দেহ ভেদ করিয়া সত্বর তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ দ্রুপদ এইরূপে দ্রোণ কর্ত্তৃক দৃঢ়তর নিপীড়িত হইয়া পূর্ব্ব-বৈর স্মরণপূর্ব্বক বায়ু-বেগগামী অশ্ব-সমুদয় সঞ্চালনপূর্ব্বক সমরস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন সর্ব্বসৈন্য-সমক্ষে মুহূর্ত্তমধ্যে বাহ্লীকের অশ্বসমুদয় ও সারথিকে বিনষ্ট করিলে পুরুষোত্তম বাহ্লীক যৎপরোনাস্তি সম্ভ্রান্ত ও সংশয়াপন্ন হইয়া স্বীয় রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সত্বর লক্ষ্মণের রথে সমারূঢ় হইলেন।

এ দিকে মহাবীর সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে সমরে নিরাকৃত করিয়া শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক ভীষ্মের সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে নিশিত লোমসনাথ ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া শরাসন বিধূননপূর্ব্বক যেন নৃত্য করিতে করিতে রথোপস্থে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর শান্তনুতনয় সাত্যকির উপর সুবর্ণচিত্রিতা মহাবেগশালিনী নাগকন্যাসদৃশী মহাশক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাযশাঃ সাত্যকি সেই মৃত্যুসদৃশ দুর্জ্জয় শক্তি অর্দ্ধপথে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহা তৎক্ষণাৎ মহাপ্রভা-সম্পন্ন মহোল্কার ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। মহাবীর সাত্যকি ভীষ্মের শক্তিচ্ছেদন করিয়া কনক-সমুজ্জ্বল স্বীয় শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক শান্তনুতনয়ের রথাভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। সাত্যকি-নির্ম্মুক্ত মহাশক্তি কালরাত্রির ন্যায় মহাবেগে আগমন করিতেছে দেখিয়া, শান্তনুতনয় নিশিত ক্ষুরপ্রদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া সেই ভীষণ শক্তিকে সহসা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর শান্তনুতনয় এইরূপে সাত্যকির শক্তি ছেদন করিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার বক্ষঃস্থলে নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহারথ পাণ্ডুতনয়গণ সাত্যকির পরিত্রাণ নিমিত্ত অসংখ্য রথ, নাগ ও অশ্ব লইয়া ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিলেন। পরে পরস্পর বিজয়াকাঙ্ক্ষী কৌরব ও পাণ্ডবগণের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল।”

ষড়ধিকশততম অধ্যায়

কৌরব কর্ত্তৃক ভীষ্মের পার্শ্বরক্ষা

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! দুর্য্যোধন ক্রোধ-পরায়ণ শান্তনুতনয়কে বর্ষাকালীন জলধরপটলে সংবৃত সূর্য্যের ন্যায় পাণ্ডবগণে পরিবৃত দেখিয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, ‘ভ্রাতঃ! ঐ দেখ, অরিনিসূদন পিতামহ মহাবীর পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক সমন্তাৎ পরিবৃত হইয়াছেন। উঁহাকে রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। পিতামহ আমাদের রক্ষক; তিনি রক্ষিত হইলে নিশ্চয়ই সমরে সমুদয় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে সংহার করিবেন। ঐ মহাবীর সংগ্রামে লোকদুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন; অতএব তুমি অবিলম্বে সমুদয় সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে পিতামহকে পরিবেষ্টন করিয়া রক্ষা কর।’

হে রাজন্! আপনার তনয় দুঃশাসন দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অসংখ্য সৈন্য লইয়া ভীষ্মকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক অবস্থান করিলেন। তখন সুবলনন্দন শকুনি বিমল, প্রাস, ঋষ্টি ও তোমরধারী, সুশিক্ষিত, যুদ্ধকুশল বীরগণ কর্ত্তৃক সমারূঢ়, বেগসম্পন্ন, পতাকাসুশোভিত শত-সহস্র অশ্ব লইয়া নকুল, সহদেব ও ধর্ম্মরাজের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের নিবারণার্থ অযুত অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। অশ্বগণ গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে রণস্থলে প্রবেশ করিবামাত্র ধরাতল তাহাদের খুরে আহত হইয়া কম্পিত ও ধ্বনিত হইতে লাগিল। অশ্বগণের খুরশব্দ পর্ব্বতস্থ দহ্যমান বংশবনের ধ্বনির ন্যায় শ্রবণগোচর হইল। তাহাদের খুরসমুদ্ভূত ধূলিপটল গগনতলে সমুত্থিত হইয়া সূর্য্যমণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিল। যেমন মহাবেগশালী

হংসকুল পতিত হইলে মহাসরোবর ক্ষোভিত হয়, তদ্রূপ সেই অশ্বগণ পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলে সেনাগণ ক্ষোভিত হইয়া উঠিল। তুরঙ্গমগণের হ্রেষারবে আর কোন শব্দই শ্রুতিগোচর হইল না।

কৌরব পরাজয়ে শল্যের সক্রোধ সমর

বেলা যেমন বর্ষাকালীন পৌর্ণমাসীতে অতি পরিপূরিত সমুদ্ধত[1] সাগরের বেগ রোধ করে, তদ্রূপ মহারাজ যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীতনয়দ্বয় সেই অশ্বারোহিগণের বেগ নিবারণ করিয়া সন্নতপর্ব্ব শরনিকর ও প্রাসসমূহ নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাদের মস্তকচ্ছেদন করিতে লাগিলেন। অশ্বারোহিগণ পাণ্ডবদিগের শরে নিহত হইয়া গিরিগহ্বরস্থিত নাগনিহত মহানাগের ন্যায় নিপতিত হইল; তাহাদের মস্তক বৃক্ষ হইতে তালফলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অনেক অশ্ব আরোহি-সমভিব্যাহারে নিহত হইয়া চতুর্দ্দিকে পতিত হইতেছে দৃষ্ট হইল। অশ্বগণ পাণ্ডবগণের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সিংহ-সমাক্রান্ত মৃগযূথের ন্যায় প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। এইরূপে পাণ্ডবগণ সমরে শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া ভেরীধ্বনি ও শঙ্খনিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহারাজ দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে পরাজিত দেখিয়া দীনচিত্তে মদ্ররাজ শল্যকে কহিলেন, 'হে মহাবাহো! পাণ্ডুতনয় যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেব সমভিব্যাহারে আমাদের সমক্ষে সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতেছে। আপনি স্বীয় অসাধারণ বলবিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক তাহাকে নিবারণ করুন।' প্রতাপশালী শল্য দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর অসংখ্য রথ-সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই সমাগত মদ্ররাজের সৈন্যগণকে অনায়াসে নিবারণ করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন; মাদ্রীনন্দনদ্বয়ও শল্যকে সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর শল্য তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি তিন তিন বাণ নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে ষষ্টি ও মাদ্রীতনয়দ্বয়ের প্রত্যেককে দুই শরে বিদ্ধ করিলেন।

হে মহারাজ! অরাতিকুলনিসূদন মহাবাহু ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে মদ্রাধিপতির রথের সমীপবর্ত্তী দেখিয়া তাঁহাকে কৃতান্তের করাল-কবলস্থ জ্ঞান করিয়া সত্বর তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় ভগবান্ ভাস্কর পশ্চিমদিক্ অবলম্বন করিয়া তাপ প্রদান করিতে লাগিলেন; কৌরব এবং পাণ্ডবগণেরও তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল।"

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়

ভীষ্মের ভীষণ সমরে পাণ্ডব-বিমর্ষ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! অনন্তর মহাবাহু ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত সায়কনিকরে পাণ্ডব ও তাঁহাদিগের সেনাগণকে আহত করিতে লাগিলেন। তিনি দ্বাদশ শরে ভীমসেনকে, নয় শরে সাত্যকিকে, তিন শরে নকুলকে, সাত শরে সহদেবকে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের বাহুযুগলে ও বক্ষঃস্থলে দ্বাদশ শর নিক্ষেপ করিলেন; পরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন নকুল দ্বাদশ, সাত্যকি তিন, ধৃষ্টদ্যুম্ন সপ্ততি, ভীমসেন সপ্ত ও যুধিষ্ঠির দ্বাদশ শরে ভীষ্মকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। আচার্য্য দ্রোণ যমদণ্ডোপম নিশিত পাঁচ শরে সাত্যকি ও ভীমসেনকে আহত করিলেন। যেমন মহাগজ তোদনদণ্ডে বিদ্ধ হয়, সেইরূপ দ্রোণও উঁহাদের তিন তিন শরে প্রতিবিদ্ধ হইলেন। সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভিষাহ, শূরসেন, শিবি ও বসাতিগণ নিশিত শরনিকরাহত ভীষ্মকে পরিত্যাগ করেন নাই। নানাদেশ-সমাগত অন্যান্য মহীপালগণ বিবিধ আয়ুধ-হস্তে পাণ্ডবগণের অভিমুখীন হইলেন। পাণ্ডবগণ পিতামহকে বেষ্টন করিলেন।

চতুর্দ্দিকে রথসমূহে পরিবৃত অপরাজিত ভীষ্ম দাবানলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া শত্রুগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন; রথ সেই অগ্নির গৃহ, শরাসন শিখা, অসি, শক্তি ও গদা ইন্ধন এবং শরজাল স্ফুলিঙ্গস্বরূপ হইল। তিনি গৃধ্রপক্ষশোভিত, সুবর্ণ-পুঙ্খ, সুতীক্ষ্ণ ইষু, কর্ণী, নালীক ও নারাচ-সমূহে পাণ্ডব-সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া নিশিত শরনিকরে রথের ধ্বজ-সকল পাতিত করিয়া রথ-সমুদয় মুণ্ডিত তালফলের ন্যায় করিলেন এবং রথ, গজ ও অশ্বগণকে আরোহিবিহীন করিয়া ফেলিলেন। বজ্রনির্ঘোষতুল্য তাঁহার জ্যাতলধ্বনি-শ্রবণে সমুদয় প্রাণী কম্পিত

১। উচ্ছলিত।

হইয়া উঠিল। হে ভারতশ্রেষ্ঠ! ভীষ্মের শরনিকর ব্যর্থ হইবার নহে; যে সকল শর তাঁহার শরাসন হইতে বিনির্গত হয়, তাহা বিপক্ষের তনুত্রাণে[১] প্রতিহত হয় না। অনন্তর বেগবান্ তুরঙ্গমেরা রথিশূন্য রথ-সকল আকর্ষণ করিতেছে অবলোকন করিলাম। বিখ্যাত মহারথ, তনুত্যাগে কৃতনিশ্চয়, সমরে অপরাঙ্মুখ, সুবর্ণধ্বজ-শোভিত, চতুর্দ্দশ সহস্র চেদি, কাশী ও করূষেরা ব্যাদিতবদন কৃতান্তসদৃশ ভীষ্মের সহিত সমাগত হইবামাত্র অশ্ব-গজ-সমভিব্যাহারে পরলোকে প্রস্থান করিলেন। এমন শত-শত ও সহস্র-সহস্র ব্যক্তিকে দর্শন করিলাম, যাহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির রথের যুগকাষ্ঠ ও উপকরণ এবং কোন কোন ব্যক্তির চক্র-সকল ভগ্ন হইয়াছে। ভগ্ন রথ ও বরূথ, ছিন্ন শর, কবচ, পট্টিশ, গদা ও ভিন্দিপাল, ভগ্ন তূণীর, চক্র ও খড়্গ, সকুণ্ডল মুখ, তলত্রাণ, অঙ্গুলিত্রাণ এবং নিপাতিত ধ্বজসমূহে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। শত-শত ও সহস্র-সহস্র গজ ও অশ্ব আরোহীর সহিত নিহত হইল। মহারথগণ ভীষ্মের বাণে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন; পাণ্ডবগণ বহু যত্নসহকারেও তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। মহেন্দ্রসদৃশ মহাবীর ভীষ্মের শরাঘাতে পাণ্ডবসৈন্য এরূপ ভগ্ন হইয়া উঠিল যে, দুই জন একত্রে পলায়ন করিতে পারিল না। রথ, হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও ধ্বজ-সমাকুল পাণ্ডব-সেনা অচেতনপ্রায় হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। দৈবদুর্বিপাক বশতঃ পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে ও সখা প্রিয়সখাকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। যুধিষ্ঠিরের অন্যান্য সেনা কবচ পরিত্যাগ করিয়া আলুলায়িত-কেশে ধাবমান হইতেছে; রথের যুগন্ধরসকল অযথারূপ সংযুক্ত হইয়াছে এবং রণভূমিস্থ সৈন্যগণ আর্ত্তনাদ করিতেছে, নয়নগোচর হইল।

বাসুদেব সৈন্যগণকে ভগ্ন হইতে দেখিয়া রথ স্থগিত করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'পার্থ! এই তোমার অভিলষিত অবসর উপস্থিত হইয়াছে, মোহাবিষ্ট হইও না। হে বীর! সেই বিরাট-নগরে রাজ-সমাজে সঞ্জয়ের নিকট কহিয়াছিলে যে, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি ধার্ত্তরাষ্ট্রের সৈনিকগণ আমার সহিত যুদ্ধ করিলে আমি তাহাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিব; এক্ষণে সেই বাক্য সার্থক কর; ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম স্মরণ-পূর্ব্বক সন্তাপ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর।'

ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তির্য্যগ্[১]দৃষ্টি ও অধোমুখ হইয়া অনিচ্ছাপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে হৃষীকেশ! অবধ্যদিগকে বধ করিয়া যদি সেই নরক-হেতু রাজ্য গ্রহণ করিতে হইল, তাহা হইলে বনবাসে দুঃখভোগ করার কি প্রয়োজন ছিল? যাহা হউক, অশ্ব চালনা কর; তোমার বাক্য রক্ষা করিতে হইবে; কুরুপিতামহ দুর্দ্ধর্ষ ভীষ্মকে নিপাতিত করিব।'

তখন বাসুদেব সূর্য্যের ন্যায় দুষ্প্রেক্ষ্য ভীষ্মের সমীপে রজতপ্রভ অশ্বগণকে চালনা করিলেন। যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ ধনঞ্জয়কে ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিতে সমুদ্যত দেখিয়া পুনরাবৃত্ত হইল। অনন্তর ভীষ্ম মুহুর্ম্মুহুঃ সিংহনাদ করিয়া শরজালে ধনঞ্জয়ের রথ আচ্ছাদিত করিলেন। ক্ষণমাত্রেই রথ, অশ্ব ও সারথি শরজালে এরূপ আচ্ছন্ন হইল যে, আর কিছুই অবগত হইতে পারা গেল না। নির্ভয়স্বভাব বাসুদেব সত্বর হইয়া ধৈর্য্যসহকারে ভীষ্মশরাহত অশ্বগণকে চালনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর পার্থ জলদ-নিস্বন দিব্য শরাসন গ্রহণ করিয়া নিশিত শরনিকরে ভীষ্মের ধনুশ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন। পিতামহ ভীষ্ম নিমেষমধ্যেই অন্য এক বৃহৎ কার্ম্মুকে গুণ-যোজনা করিলে ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাও ছেদন করিলেন। ভীষ্ম 'সাধু মহাবাহো ধনঞ্জয়! সাধু সাধু!' বলিয়া তাঁহার লাঘবের প্রশংসা করিয়া পুনর্ব্বার রুচির শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার রথের উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বাসুদেব মণ্ডল প্রদর্শনপূর্ব্বক[২] ভীষ্মের শরজাল বিফল করিয়া অশ্ব-পরিচালনে যৎপরোনাস্তি বল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বাসুদেব ও ধনঞ্জয় ভীষ্মশরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া বিষাণবিক্ষত বৃষভদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

পাণ্ডব-পরাজয়ে কৃষ্ণের যুদ্ধার্থ অবতরণ

ধনঞ্জয় মৃদুভাবে যুদ্ধ করিতেছেন আর ভীষ্ম নিরন্তর শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক উভয় সেনার মধ্যস্থলে আগমন করিয়া আদিত্যের ন্যায় সন্তাপিত করিতেছেন এবং প্রধান-প্রধান বীরগণকে সংহার করিয়া যেন প্রলয়কাল উপস্থিত করিয়াছেন দেখিয়া, মহাবাহু

১। বর্ম্মে।

১। বক্র। ২। ঘূর্ণপাক খাইয়া।

বাসুদেব সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না ; সুতরাং ক্রুদ্ধ হইয়া পার্থের রজতসন্নিভ অশ্বগণকে পরিত্যাগ ও মহারথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক কশা-হস্তে সিংহনাদ করিতে করিতে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই রোষকষায়িতলোচন, অমিতদ্যুতি, মহাযোগী জগদীশ্বরের পদভরে জগতীতল বিদীর্ণ হইতে লাগিল এবং আপনার সৈন্যগণের হৃদয়ে যেন সাতিশয় ভয়সঞ্চার হইয়া উঠিল। বাসুদেব ভীষ্মের প্রতি সমরোদ্যত হইলে কেবল 'ভীষ্ম হত হইলেন, ভীষ্ম হত হইলেন' এই বাক্যই শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। পীতকৌষেয়বসন মরকতকান্তি[১] বাসুদেব সিংহনাদ সহকারে মাতঙ্গের অভিমুখীন সিংহের ন্যায় ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইয়া বিদ্যুন্মালাবিলসিত জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

বীরবর ভীষ্ম বাসুদেবকে যুদ্ধে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া সসম্ভ্রমে বৃহৎ শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক অভ্রান্তচিত্তে কহিলেন, 'হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে দেবদেব! তোমাকে নমস্কার ; এস, আজি এই মহাযুদ্ধে আমাকে নিপাতিত কর, আমি তোমার হস্তে নিহত হইলে অবশ্যই শ্রেয়োলাভ করিব। আমি ত্রৈলোক্যে সম্মানিত হইয়াছি ; অদ্য যুদ্ধে তুমি আমাকে যথেচ্ছ প্রহার কর ; আমি তোমার দাস।'

অর্জ্জুন-অনুরোধে কৃষ্ণের প্রত্যাবর্ত্তন

এ দিকে মহাবাহু ধনঞ্জয় কৃষ্ণের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া তাঁহার বাহুযুগল ধারণ করিলেন। রাজীবলোচন কৃষ্ণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইলেও তাঁহাকে লইয়াই বেগে গমন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু দশ পদ গমন করিলে পর মহাবল অর্জ্জুন হস্ত দ্বারা চরণদ্বয় আবেষ্টনপূর্ব্বক অতিকষ্টে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় রোষে আকুলিত হইয়াছে ; তিনি আশীবিষের ন্যায় নিশ্বাস বিসর্জ্জন করিতেছেন। তখন অর্জ্জুন প্রণয়পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, 'হে মহাবাহো! নিবৃত্ত হও ; তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছিলে যে, আমি যুদ্ধ করিব না, এক্ষণে সেই বাক্য মিথ্যা করা উচিত নহে ; তাহা হইলে লোকে তোমাকে মিথ্যাবাদী কহিবে। আমার উপরেই সকল ভার সমর্পিত আছে ; আমিই পিতামহকে বিনাশ করিব ; শস্ত্র, সত্য ও সুকৃত দ্বারা শপথ করিতেছি যে, আমি শত্রুগণকে নিঃশেষিত করিব ; দুর্জ্জয় মহারথ ভীষ্মকে অদ্যই প্রলয়কালীন অসম্পূর্ণ শশধরের ন্যায় নিপাতিত করিব, তুমি তাহা অবলোকন করিবে।'

মাধব মহাত্মা অর্জ্জুনের বাক্য-শ্রবণানন্তর কোন কথা না কহিয়া সক্রোধচিত্তে পুনরায় রথারোহণ করিলেন। এইরূপে কেশব ও অর্জ্জুন রথারূঢ় হইলে, যেমন জলধর বারিধারায় ধরাধরকে আচ্ছন্ন করে, ভীষ্মও সেইরূপ পুনর্ব্বার শরনিকরে তাঁহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। যেমন আদিত্য বসন্তকালে কিরণজাল দ্বারা তেজ হরণ করেন, সেইরূপ তিনি যোধগণের প্রাণ হরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা যেমন কুরুসৈন্যগণকে ভগ্ন করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ পাণ্ডবসৈন্যগণকে ভগ্ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে পলায়িত, নিরুৎসাহ, দুর্ম্মনায়মান শত শত ও সহস্র সহস্র পাণ্ডব-সেনা ভীষ্ম কর্ত্তৃক আহত হইয়া নভোমণ্ডলমধ্যগত মরীচিমালীর ন্যায় স্বতেজে সমুজ্জ্বলিত, অপ্রতিম, অলৌকিকবিক্রম, দুষ্করকর্ম্মা ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। পাণ্ডবগণ ভয়বিহ্বল হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণের পলায়মান সৈন্যগণ পঙ্কপতিত গোসমূহের ন্যায়, উৎপীড়িত পিপীলিকার ন্যায়, বলবানের সংগ্রামে দুর্ব্বলের ন্যায় অশরণ হইয়া উঠিল ; দুর্জ্জয় মহারথ ভীষ্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইল না। তিনি শররূপ ময়ূখ দ্বারা সূর্য্যের ন্যায় নরেন্দ্রগণকে উত্তাপিত করিতে লাগিলেন। পিতামহ ভীষ্ম এইরূপে পাণ্ডবসেনা বিমর্দ্দিত করিতেছেন, এমন সময় সহস্ররশ্মি অস্তমিত হইলেন। সৈন্যগণ সাতিশয় শ্রমকাতর হইয়াছিল ; সুতরাং তাহাদিগের মন অবহারের নিমিত্ত উৎসুক হইয়া উঠিল।"

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়

ভীষ্মবধার্থ মন্ত্রণা—যুধিষ্ঠির-বিষাদ

সঞ্জয় কহিলেন, "দিবাকর অস্তগত ও ঘোর সন্ধ্যা প্রাদুর্ভূত হইলে যুদ্ধ আর নয়নগোচর হইল না। সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইয়াছে, সেনাগণ ভীষ্মের

১। মরকতমণি-সমুজ্জ্বল।

হস্তে আহত হইয়া ভয়বিহ্বলতায় অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছে, মহারথ ভীষ্ম রোষসহকারে তাহাদিগকে নিপীড়িত করিতেছেন এবং মহারথ সোমকগণ পরাজিত ও নিরুৎসাহ হইয়াছেন অবলোকন করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চিন্তাপূর্ব্বক অবহার করিতে অনুমতি করিলেন। অনন্তর তাঁহার ও আপনার সৈন্যগণের অবহার হইল। সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত মহারথগণ সৈন্যগণের অবহার করিয়া সেনানিবেশে প্রবেশ করিলেন। ভীষ্ম-বাণপীড়িত পাণ্ডবগণ ভীষ্মের সমরকৃত্য চিন্তা করিয়া নিতান্ত আকুলিত হইতে লাগিলেন। ভীষ্মও পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে পরাজিত করিয়া হৃষ্টচিত্তে কুরুগণের মধ্যে উপবেশন করিলেন। আপনার পুত্রগণ তাঁহার পূজা ও স্তব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সর্ব্বজীব-সম্মোহিনী[১] শর্ব্বরী সমুপস্থিত হইল। তখন পাণ্ডব, বৃষ্ণি ও সৃঞ্জয়গণ মন্ত্রণা করিতে বসিলেন, মন্ত্রণায় নিশ্চয়জ্ঞ মহাবলগণ সকলেই আপন আপন মঙ্গলকর মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির বহুক্ষণ মন্ত্রণা করিয়া কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে বাসুদেব! দেখ, উগ্রপরাক্রম মহাত্মা ভীষ্ম মাতঙ্গের নলবন-দলনের ন্যায় আমার সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত ও প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় সৈন্যগণকে সন্তাপিত করিতেছেন। আমাদিগের এমন সামর্থ্য নাই যে, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করি। তীক্ষ্ণশস্ত্র প্রতাপবান্ ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইলে মহানাগের ন্যায়, বিষপূর্ণ তক্ষকের ন্যায়, ভয়ানক হইয়া উঠেন। যদি যমরাজ শরাসন ধারণপূর্ব্বক শরনিকর বর্ষণ করেন, যদি দেবরাজ বজ্র-হস্তে, বরুণ পাশহস্তে বা ধনেশ্বর গদা-হস্তে যুদ্ধে আগমন করেন, তাঁহাদিগকেও পরাজয় করিতে পারি; কিন্তু ভীষ্ম মহাযুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহাকে জয় করিতে সমর্থ হইব না; এক্ষণে আমি বুদ্ধির দুর্ব্বলতা নিবন্ধন ভীষ্মের যুদ্ধে শোকসাগরে নিমগ্ন হইলাম। ভীষ্ম প্রতিদিনই আমাদিগের সৈন্য নিহত করিতেছেন; অতএব যুদ্ধে আমার আর স্পৃহা নাই; অরণ্যে গমন করাই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। যেমন পতঙ্গ-গণ প্রজ্বলিত পাবকের প্রতি ধাবমান হইয়া একেবারে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ পরাক্রম সত্ত্বেও আমি ভীষ্মের সহিত মিলিত হইয়া দিন দিন ক্ষীণ হইতেছি এবং শৌর্য্যশালী ভ্রাতৃগণও নিতান্ত শরপীড়িত হইতেছেন। সৌভ্রাত্রশালী ভ্রাতৃগণ আমার নিমিত্তই রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন। দ্রুপদনন্দিনী আমার নিমিত্তই পরিক্লেশিত হইয়াছেন। আজি জীবনকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও দুর্ল্লভ বোধ হইতেছে; অতএব অদ্য জীবন থাকিতে থাকিতে উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব। আমি যদি তোমার ও ভ্রাতৃগণের অনুগ্রহের যোগ্য হই, তাহা হইলে স্বধর্ম্মের অবিরোধী হিতকর উপদেশ প্রদান কর।'

কৃষ্ণ কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠির-সান্ত্বনা

বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের করুণ-রস-পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ধর্ম্মরাজ! আপনার ভ্রাতা বায়ু ও অগ্নি-সম তেজস্বী দুর্জ্জয় ভীমার্জ্জুন এবং ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রান্ত নকুল-সহদেব থাকিতে বিষাদ করিবেন না। আমাকে আদেশ করুন, আমিও সেই সৌহার্দ্দ-নিবন্ধন ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিব। আপনি নিয়োগ করিলে আমি মহাযুদ্ধে কি না করিতে সমর্থ হই? যদি অর্জ্জুনের যুদ্ধে ইচ্ছা না হয়, তবে আমিই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমক্ষে পুরুষবর ভীষ্মকে আহ্বান করিয়া সংহার করিব। যদি মনে করেন, ভীষ্ম হত হইলেই জয়-লাভ হইবে, তাহা হইলে আমি একরথে কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মের প্রাণ নাশ করিব। আপনি এই যুদ্ধে মহেন্দ্রের বিক্রম তুল্য আমার বিক্রম অবলোকন করুন, আমি মহাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে রথ হইতে নিপাতিত করিব। আপনাদিগের শত্রুই আমার শত্রু, আপনাদিগের প্রয়োজনই আমার প্রয়োজন, আর আমার প্রয়োজনই আপনাদিগের প্রয়োজন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনার ভ্রাতা ধনঞ্জয় আমার সখা, সম্বন্ধী ও শিষ্য। আমি তাঁহার নিমিত্ত নিজ মাংস কর্ত্তন করিয়া প্রদান করিব; ইনিও আমার নিমিত্ত প্রাণ দান করিবেন; এইরূপে আমরা পরস্পরকে উদ্ধার করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম অতএব আপনি আমাকে যোদ্ধৃপদে নিযুক্ত করুন; পূর্ব্বে পার্থ উপপ্লব্য নগরে লোক-সমক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি গাঙ্গেয়কে নিহত করিব, এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞা দূরে নিক্ষেপ করুন; আমিই পার্থের প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন

১। নিদ্রাপ্রয়োগে মোহকারিণী।

করিব ; অথবা এই ভার পার্থের পক্ষেই পর্য্যাপ্ত হইবে ; অতএব ধনঞ্জয়ই পরপুরঞ্জয় ভীষ্মকে সংহার করিবেন ; ইনি সমুদ্যত হইলে অশক্য[1] কার্য্যও সম্পাদন করিতে পারেন। ভীষ্মের কথা দূরে থাকুক, দেবগণ, দৈত্য ও দানবদলের সহিত যুদ্ধে সমুদ্যত হইলে ইনি তাঁহাদিগকেও বিনষ্ট করিতে পারেন। মহাবীর ভীষ্ম ত বিপরীতমতি[2], সত্ত্বহীন ও অল্পচেতন হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছেন।'

ভীষ্ম-বধোপায় পরিজ্ঞানার্থ তৎসমীপে গমন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে মহাবাহো! তুমি যথার্থ ই কহিতেছ ; কৌরবেরা সকলে একত্র হইয়াও তোমার বেগ-ধারণে সমর্থ হয় না। তুমি যখন আমার পক্ষে অবস্থান করিতেছ, তখন প্রতিনিয়তই আমার সমুদয় অভিলাষ পরিপূর্ণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তুমি রক্ষা করিলে মহারথ ভীষ্মের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকেও পরাজয় করিতে পারি। কিন্তু আত্মগৌরবের নিমিত্ত তোমাকে মিথ্যাবাদী করিতে আমার উৎসাহ হয় না ; তুমি অযোধ্যমান[3] থাকিয়াই ঐরূপে সাহায্য কর। পিতামহ ভীষ্ম আমার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবেন না ; দুর্য্যোধনের নিমিত্তই যুদ্ধ করিবেন ; কিন্তু আমার হিতার্থ মন্ত্রণা প্রদান করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। তিনিই আমাদিগকে রাজ্য ও মন্ত্রণা প্রদান করিবেন ; অতএব চল, সকলে একত্র হইয়া তাঁহার বধের নিমিত্ত তাঁহারই নিকট গমন করিয়া মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করি, তিনি অবশ্যই সত্য ও হিতবাক্য কহিবেন, আমরা যুদ্ধকালে তাঁহার বাক্যানুসারেই কার্য্য করিব। সেই দৃঢ়ব্রত আমাদিগকে জয় ও মন্ত্রণা প্রদান করিবেন। ক্ষাত্র[4] জীবিকায় ধিক্! আমরা বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়া যাঁহার হস্তে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি, এক্ষণে সেই পিতামহকে সংহার করিবার অভিলাষ করিতেছি!'

বাসুদেব কহিলেন, 'মহারাজ! আপনার বাক্য আমার মনোমত হইয়াছে ; দেবব্রত কৃতী ভীষ্ম দর্শনমাত্র সকলকে দগ্ধ করিতে পারেন ; অতএব তাঁহার বধোপায় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটই গমন করুন ; বিশেষতঃ আপনি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হিতবাক্য কহিতে পারেন। এক্ষণে চলুন, শান্তনবের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করি ; তিনি আমাদিগকে যেরূপ মন্ত্রণা প্রদান করিবেন, আমরা তদনুসারে অরাতিগণের সহিত যুদ্ধ করিব।'

বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া পিতামহের নিকট গমন করিলেন এবং অস্ত্র ও কবচ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার গৃহে প্রবেশ ও পূজা সহকারে প্রণাম করিয়া শরণাপন্ন হইলেন। মহাবাহু ভীষ্ম তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'হে কেশব! ধনঞ্জয়! ধর্ম্মরাজ! ভীমসেন! নকুল! সহদেব! তোমাদের স্বাগত! তোমাদের প্রীতিবর্দ্ধনের জন্য কি কার্য্য করিতে হইবে? যদি তাহা অত্যন্ত দুষ্কর হয়, তাহা হইলেও সর্ব্বপ্রযত্নে সম্পাদন করিব।'

কুরুপিতামহ ভীষ্ম প্রীতিসহকারে পুনঃ পুনঃ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে দীনাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির প্রণয়পূর্ব্বক কহিলেন, 'পিতামহ! আমরা কি প্রকারে জয় বা রাজ্য লাভ করি এবং কি প্রকারেই বা প্রজাগণের রক্ষা হয়? অতএব আপনি আমাদিগকে আপনার বধোপায় বলুন। আমরা কোন প্রকারে আপনার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ নহি ; সংগ্রামসময়ে আপনার বিন্দুমাত্র ছিদ্রও নয়নগোচর হয় না ; আমরা যুদ্ধকালে দেখি, আপনি প্রতিনিয়ত মণ্ডলাকার শরাসন ধারণ করিয়া আছেন। আপনি কখন শর গ্রহণ করেন, কখন সন্ধান করেন, আর কখনই বা ধনু আকর্ষণ করেন, কিছুই দৃষ্ট হয় না। আপনি রথারূঢ় হইলে আপনাকে অপর সূর্য্য এবং রথ, অশ্ব, মনুষ্য ও হস্তিগণের সংহারকর্ত্তা বলিয়া বোধ হয়। কোন্ পুরুষ আপনাকে জয় করিতে সমর্থ হয়? আপনি শরজাল বর্ষণ করিয়া নিয়তই শত্রু বধ করিতেছেন ; আমার বিপুলতর সৈন্য ক্ষীণ করিয়াছেন। অতএব যাহাতে আপনাকে জয় করিতে সমর্থ হই, যাহাতে আমার রাজ্যলাভ হয়, যাহাতে মদীয় সৈন্যগণ কল্যাণ লাভ করিতে পারে, তাহাই বলুন।'

তখন ভীষ্ম কহিলেন, 'হে পাণ্ডবগণ! সত্য কহিতেছি, আমি জীবিত থাকিতে কোন প্রকারে তোমাদিগের জয়লাভ হইবে না ; আমি পরাজিত হইলে পর তোমরা জয়লাভ করিবে। অতএব যদি জয়লাভের ইচ্ছা থাকে, আমি অনুমতি

১। অসাধ্য। ২। বুদ্ধিভ্রংশ। ৩। যুদ্ধে নির্লিপ্ত। ৪। ক্ষত্রিয়োচিত।

করিতেছি, পরমসুখে আমাকে প্রহার কর ; তোমরা যে আমাকে বিদিত হইয়াছ, ইহাই সুকৃত বলিয়া বিবেচনা হইতেছে। আমি নিহত হইলে সকলেই নিহত হইবে ; অতএব ইহাই কর।'

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে পিতামহ! আপনি সমরে ক্রুদ্ধ হইলে, বোধ হয় যেন যমরাজ দণ্ডহস্তে আগমন করিয়াছেন ; অতএব কি উপায়ে আপনাকে পরাজিত করিতে পারি, তাহাই বলুন। দেবরাজ, যমরাজ ও বরুণকেও পরাজয় করিতে পারা যায়, তথাপি আপনাকে পরাজয় করিতে পারি না, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ এবং অসুরগণও আপনাকে জয় করিতে সমর্থ হয়েন না।'

ভীষ্মের স্বকীয় বধোপায় কথন

ভীষ্ম কহিলেন, হে মহাবাহো। আমি কার্ম্মুক ও অস্ত্র গ্রহণ করিলে ইন্দ্র প্রভৃতি সুর ও অসুরগণ যে আমাকে পরাজয় করিতে অসমর্থ হয়েন, তাহা অযথার্থ নহে ; আমি অস্ত্র ত্যাগ করিলে তাঁহারা আমাকে বধ করিতে পারেন। হে যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি শস্ত্র, কবচ বা ধ্বজহীন, পতিত, পলায়মান, ভীত, স্ত্রীজাতি, স্ত্রীনামা, বিকলাঙ্গ, পিতার একমাত্র পুত্র, অপ্রশস্ত বা 'আমি তোমার' বলিয়া শরণাপন্ন হয়, তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আমার অভিরুচি হয় না। আর পূর্ব্বে এরূপ সঙ্কল্পও করিয়াছিলাম যে, অমঙ্গললক্ষণযুক্ত ধ্বজ অবলোকন করিলে কখনই যুদ্ধ করিব না। তোমার সৈন্যের মধ্যে শিখণ্ডী নামে যে মহারথ দ্রুপদতনয় আছেন, উনি যেরূপ স্ত্রীরূপ হইতে পুরুষ-বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তোমরা সকলেই অবগত আছ ; বর্ম্মিতাঙ্গ ধনঞ্জয় তাঁহাকে অগ্রে করিয়া নিশিত বিশিখজালে আমাকে প্রহার করুন। শিখণ্ডী অমঙ্গলযুক্ত-ধ্বজ বিশেষতঃ স্ত্রীপূর্ব্ব, অতএব উঁহাকে শস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে ইচ্ছা করি না। ধনঞ্জয় এইরূপ অবসর প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র শর দ্বারা আমার সর্ব্বাঙ্গে আঘাত করুন। আমি সংগ্রামে সমুদ্যত হইলে মহাভাগ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় ব্যতীত এই ভূমণ্ডলে কেহই আমাকে বধ করিতে পারিবে না ; অতএব ধনঞ্জয় যত্নসহকারে শর-শরাসন ধারণ-পূর্ব্বক, শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া আমাকে পাতিত করুন ; তাহা হইলেই তোমার জয় হইবে সন্দেহ নাই। হে সুব্রত! আমি যেরূপ কহিলাম, তদনুসারে কার্য্য করিয়া সংগ্রামে সমাগত সমস্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রকে সংহার কর।'

ভীষ্মবধে অর্জ্জুনের অনভিপ্রায়

কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ এইরূপ উপায় অবগত হইয়া কুরুপিতামহ মহাত্মা ভীষ্মকে অভিবাদনপূর্ব্বক স্বশিবিরে আগমন করিলেন। কিন্তু ধনঞ্জয় প্রাণ-পরিত্যাগে সমুদ্যত পিতামহের বাক্য-শ্রবণে- দুঃখসন্তপ্ত ও লজ্জিত হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, 'মাধব! বাল্য-কালে ক্রীড়া করিতে করিতে ধূলিধূসরিত-কলেবরে যাঁহাকে ধূলিধূসরিত করিতাম, অঙ্কে আরোহণ করিয়া পিতা বলিয়া সম্বোধন করিলে যিনি কহিতেন, 'আমি তোমার পিতা নহি, তোমার পিতার পিতা, সেই বৃদ্ধ পিতামহের সহিত কি প্রকারে যুদ্ধ করিব, কি প্রকারেই বা তাঁহাকে বধ করিব। অতএব তিনি আমার সৈন্যগণকেই বধ করুন আর আমার জয় কিংবা নিধনই হউক, মাহাত্মা ভীষ্মের সহিত কদাচ যুদ্ধ করিব না ; অথবা তুমি কিরূপ বিবেচনা কর?

বাসুদেব কহিলেন, 'ধনঞ্জয়! তুমি ভীষ্মকে বধ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে ; ক্ষত্রিয় হইয়া এক্ষণে কিরূপে তাহার অন্যথা করিবে? অতএব এই যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়কে রথ হইতে পাতিত কর ; ভীষ্মকে বধ না করিলে তোমার জয়লাভ হইবে না। দেবগণ পূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন, ভীষ্ম মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইবেন ; এক্ষণে তাহাই সফল হউক, তুমি তাহার অন্যথা করিও না। তোমা ভিন্ন আর কেহই তাঁহাক সংহার করিতে সমর্থ হইবে না ; অধিক কি, স্বয়ং বজ্রধরও ব্যাদিতবদন অন্তকসদৃশ দুর্দ্ধর্ষ ভীষ্মকে সংহার করিতে পারিবেন না, অতএব স্থির হইয়া ভীষ্মকে বধ কর। পূর্ব্বে মহাবুদ্ধি বৃহস্পতি দেবরাজকে কহিয়াছেন যে, হে দেবরাজ! জ্যেষ্ঠ, বৃদ্ধ অথবা গুণবান্ ব্যক্তি আততায়ী হইলে, তাহাকে সম্মুখীন দেখিবামাত্র বধ করিবে। হে ধনঞ্জয়! ক্ষত্রিয়দিগের এই সনাতন ধর্ম্ম যে, অসূয়াশূন্য হইয়া যুদ্ধ করিবে, রক্ষা করিবে ও সকল বিষয় জানিতে অভিলাষ করিবে।'

ধনঞ্জয় কহিলেন, 'হে বাসুদেব! ভীষ্ম শিখণ্ডীকে অবলোকন করিলেই যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইবেন ; অতএব

শিখণ্ডী ভীষ্মের মৃত্যু, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহাকে অগ্রে করিয়া গাঙ্গেয়কে নিপাতিত করিব, এই উপায়ই আমার মনোমত। আমি শর-শরাসন দ্বারা অন্যান্য সকলকে নিবারণ করিব আর শিখণ্ডী কেবল যোদ্ধপ্রধান ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিবেন। আমি ভীষ্মের মুখে শুনিয়াছি, শিখণ্ডী অগ্রে কামিনী ছিলেন, পশ্চাৎ পুরুষ হইয়াছেন; এই নিমিত্ত পিতামহ, তাঁহার সহিত সমর করিবেন না।' বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব স্থানে উপস্থিত হইলেন।"

নবাধিকশততম অধ্যায়

দশম-দিবসীয় যুদ্ধ—উভয়পক্ষের সৈন্যসমাবেশ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! শিখণ্ডী ভীষ্মের সহিত ও ভীষ্ম পাণ্ডবগণের সহিত কি প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিলেন, বল।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! সূর্য্যোদয় হইলে ভেরী, মৃদঙ্গ, আনক ও দধিবর্ণ শঙ্খ-সকল ধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন পাণ্ডবগণ শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া বহির্গত হইলেন। শিখণ্ডী অতি দুর্ভেদ্য ব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক সকল সৈন্যের অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভীম ও ধনঞ্জয় তাঁহার চক্র-রক্ষক এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও বীর্য্যবান্ অভিমন্যু তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষক হইলেন; সাত্যকি, চেকিতান ও পাঞ্চাল-রক্ষিত মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেন প্রভৃতিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে রাজা যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবের সহিত সিংহনাদ করিতে করিতে গমন করিলেন। বিরাট স্বসৈন্যে পরিবৃত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ এবং দ্রুপদ বিরাটের পশ্চাৎ গমন করিলেন। কেকয়েরা পঞ্চ ভ্রাতা ও মহাবীর ধৃষ্টকেতু পাণ্ডবব্যূহের জঘনভাগ রক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন। পাণ্ডবগণ সৈন্যগণকে এইরূপে ব্যূহিত করিয়া জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার সৈন্যাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে কৌরবগণও মহারথ ভীষ্মকে সকল সৈন্যের অগ্রসর করিয়া পাণ্ডবগণের অভিমুখে গমন করিলেন। আপনার মহাবল পুত্রগণ তাঁহার রক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ, মহাবল অশ্বত্থামা, গজসৈন্য-পরিবৃত ভগদত্ত, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা ক্রমান্বয়ে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। কাম্বোজরাজ বলবান্ সুদক্ষিণ, মগধরাজ জয়ৎসেন, বৃহদ্বল, শকুনি এবং সুশর্ম্মা প্রভৃতি অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধর বীরগণ কৌরব-সৈন্যের জঘনরক্ষক হইলেন। ভীষ্ম প্রতিদিন এইরূপ আসুর, পৈশাচ অথবা রাক্ষস ব্যূহ নির্ম্মাণ করিতেন।

কৌরব-পাণ্ডবের পরস্পর যুদ্ধ

অনন্তর পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হইলে যমরাজ্য-বিবর্দ্ধন যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অর্জ্জুন প্রভৃতি কৌন্তেয়-গণ শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া নানাবিধ শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক ভীষ্মের সম্মুখীন হইলেন। এই যুদ্ধে আপনার সৈন্যগণ ভীমসেনের সায়কজালে তাড়িত ও রুধিরপ্রবাহে ক্লেদিত হইয়া পরলোকে প্রস্থান করিতে লাগিল। নকুল, সহদেব এবং মহারথ সাত্যকিও কুরু-সৈন্যগণকে প্রাপ্ত হইয়া বলপূর্ব্বক নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক আহন্যমান কৌরবসেনা পাণ্ডব-সেনাকে প্রতিহত করিতে অসমর্থ ও আশ্রয় প্রাপ্ত না হইয়া দশদিকে পলায়ন করিল।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ আমাদিগের সৈন্যগণকে নিতান্ত পীড়ন করিতেছে দেখিয়া মহাবল-পরাক্রান্ত শান্তনুতনয় জাতক্রোধ হইয়া কি করিয়াছিলেন এবং সোমকগণকে আঘাত করিতে করিতে কি প্রকারে পাণ্ডবগণের অভিমুখীন হইলেন, বল।"

সঞ্জয় কহিলেন, "নরনাথ! পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কুরুসৈন্যগণকে নিগৃহীত করিলে ভীষ্ম যাহা করিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন। শৌর্য্যশালী পাণ্ডবগণ হৃষ্টচিত্তে কৌরব-সেনা নিহত করিতে করিতে ভীষ্মের সম্মুখীন হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর দুষ্পরাজেয় ভীষ্ম শত্রুহস্তে মানুষ, হস্তী ও অশ্বগণের বিনাশ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক নারাচ, বৎসদন্ত ও অঞ্জলিক দ্বারা পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে আঘাত করিতে লাগিলেন, শরজাল দ্বারা পাণ্ডবগণের পাঁচ জন প্রধান মহারথকে নিবারিত করিলেন; বীর্য্য ও রোষ সহকারে নানা অস্ত্র বর্ষণ-পূর্ব্বক অপরিমিত হস্তী ও অশ্বগণকে সংহার করিলেন এবং ভয়ঙ্কররূপে অরাতিগণের রথে রথিগণকে,

অশ্বপৃষ্ঠে অশ্বারোহীদিগকে, ভূমিতে পদাতি সকলকে ও গজে গজারোহীদিগকে আঘাত করিতে লাগিলেন। যেমন অসুরগণ দেবরাজের সম্মুখীন হয়, পাণ্ডবগণ মহারথ ভীষ্মকে সমরে ত্বরান্বিত দেখিয়া সেইরূপ তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। ভীষ্মও বজ্র-সদৃশ শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন; সকল দিকেই তাঁহার ভীষণ মূর্ত্তি ও ইন্দ্রধনু সদৃশ বৃহৎ শরাসন প্রতিনিয়ত মণ্ডলীভূতই নয়নগোচর হইতে লাগিল। আপনার পুত্রগণ ভীষ্মের তাদৃশ কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিতচিত্তে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। অমরগণ যেমন বিপ্রচিত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, পাণ্ডবগণ বিমনায়মান হইয়া ব্যাদিতবদন অন্তকসদৃশ ভীষ্মের প্রতি সেইরূপ দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন; কিন্তু তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। অগ্নি যেমন কাননকে দগ্ধ করে, দশম দিবসের যুদ্ধে সেইরূপ ভীষ্ম নিশিত শরজালে শিখণ্ডীর রথসৈন্যকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

ভীষ্মের প্রতি শিখণ্ডীর বাণনিক্ষেপ

তখন শিখণ্ডী তিনটি শর দ্বারা জাতরোষ, আশীবিষ ও কালসৃষ্ট অন্তকসম ভীষ্মের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলে ভীষ্ম তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং যেন অনিচ্ছাপূর্ব্বক ক্রুদ্ধ হইয়া সহাস্য-বদনে কহিলেন, 'হে শিখণ্ডি! তুমি আমার প্রতি শর নিক্ষেপ কর বা না কর, আমি তোমার সহিত কোন ক্রমেই যুদ্ধ করিব না। বিধাতা তোমাকে শিখণ্ডিনীরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তুমি সেই শিখণ্ডিনীই আছ।'

শিখণ্ডী ভীষ্মের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া সৃক্কণীদ্বয় পরিলেহনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ভীষ্ম! হে ক্ষত্রিয়-ক্ষয়কারিন্! আমি তোমাকে বিলক্ষণ জানি; তুমি যে পরশুরামের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলে, তাহাও শ্রবণ করিয়াছি এবং তোমার এই দিব্য প্রভাবও আমার অবিদিত নাই। তথাপি আমি আপনার ও পাণ্ডবগণের প্রিয়কার্য্য-সম্পাদনের নিমিত্ত তোমার সহিত যুদ্ধ করিব এবং সত্য কহিতেছি যে, নিশ্চয়ই তোমার প্রাণ-সংহার করিব। হে ভীষ্ম! আমার বাক্য শ্রবণ করিলে; এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর। তুমি আমার প্রতি শরনিক্ষেপ কর বা না কর, তুমি জীবিত থাকিতে আমার নিকট পরিত্রাণ পাইবে না; অতএব এই লোক-সকলকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ কর।'

শিখণ্ডী ভীষ্মকে প্রথমে বাক্যবাণে ব্যথিত করিয়া পশ্চাৎ সন্নতপর্ব্ব পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ ধনঞ্জয় শিখণ্ডীর বাক্য শ্রবণে প্রকৃত অবসর উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া শিখণ্ডীকে উত্তেজিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে শিখণ্ডি! আমি তোমার সাহায্য করিব; তুমি শরনিকরে শূরগণকে উৎসাহিত করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে ভীষণপরাক্রম ভীষ্মকে আক্রমণ কর। কেহই তোমাকে পীড়ন করিতে পারিবে না, তুমি অবহিত হইয়া ভীষ্মকে আক্রমণ কর। যদি ভীষ্মকে সংহার না করিয়া প্রত্যাগমন কর, তাহা হইলে তুমি আমার সহিত এই সমস্ত লোকের উপহাসাস্পদ হইবে। অতএব যাহাতে আমরা উপহাসাস্পদ না হই, সেইরূপ যত্ন কর এবং পিতামহকে সংহার কর। আমি দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, দুর্য্যোধন, চিত্রসেন, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, বিন্দ, অনুবিন্দ, সুদক্ষিণ, ভগদত্ত, মগধরাজ, সৌমদত্তি, রাক্ষস আর্য্যশৃঙ্গ, সুশর্ম্মা এবং অন্যান্য মহারথ কৌরবগণকে নিবারণ করিয়া তোমাকে রক্ষা করিব; তুমি পিতামহকে সংহার কর'।"

দশাধিকশততম অধ্যায়

ভীষ্ম-অর্জ্জুন যুদ্ধ—কৌরব পরাজয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! পাঞ্চালনন্দন শিখণ্ডী কি প্রকারে মহাত্মা ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়াছিল, কোন্ সকল মহারথ জয়াভিলাষে আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক সেই সময়ে ত্বরান্বিত হইয়া শিখণ্ডীকে রক্ষা করিয়াছিল এবং মহাবীর ভীষ্ম সেই দশম দিবসে পাণ্ডব ও সোমকগণের সহিত কি প্রকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন? শিখণ্ডী যে ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়াছিল, ইহা আমি সহ্য করিতে পারি না। ভীষ্মের কি রথ ভগ্ন হইয়াছিল অথবা শরক্ষেপসময়ে তাঁহার শরাসন বিশীর্ণ হইয়াছিল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! ভীষ্ম যখন সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে অরাতিগণকে সংহার করেন, তখন তাঁহার ধনুও বিশীর্ণ হয় নাই, রথও ভগ্ন হয় নাই।

অনেক সহস্র মহারথ, গজারোহী ও অশ্বারোহী যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইয়া ভীষ্মকে অগ্রসর করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ভীষ্মও স্বকৃত প্রতিজ্ঞাক্রমে প্রতিনিয়ত পাণ্ডবগণের সৈন্য ক্ষয় করিতে লাগিলেন। তিনি শরজালে শত্রুদলকে দলন করিতে আরম্ভ করিলে পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ তাঁহাকে নিবারণ করিতে অবতীর্ণ হইলেন। দশম দিবসের যুদ্ধে ভীষ্ম বাণসমূহে শত শত ও সহস্র-সহস্র রিপুসেনা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু পাণ্ডবগণ পাশহস্ত কৃতান্তসদৃশ ভীষ্মকে পরাজয় করিতে পারিলেন না।

অনন্তর অপরাজিত অর্জ্জুন সিংহের ন্যায় উচ্চস্বরে গর্জ্জন, মুহুর্মুহুঃ জ্যাবিক্ষেপ ও শরপরম্পরা বর্ষণ করিতে করিতে সমুদয় রথিগণকে ত্রাসিত করিয়া কৃতান্তের ন্যায় আগমন করিলেন; যেমন মৃগগণ সিংহনাদ-শ্রবণে ভয়বিহ্বল হইয়া পলায়ন করে, সেইরূপ কৌরব-সৈন্যগণ অর্জ্জুনের শব্দে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। দুর্য্যোধন ধনঞ্জয়কে জয়শীল ও আপন সৈন্যগণকে নিপীড়িত দেখিয়া ভীত হইয়া ভীষ্মকে কহিলেন, 'হে পিতামহ! যেমন হুতাশন অরণ্যকে দগ্ধ করে, সেইরূপ এই শ্বেতাশ্ব[1] কৃষ্ণসারথি পাণ্ডব আমার সমুদয় সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতেছে। দেখুন, আমার সৈন্যগণ অর্জ্জুনের হস্তে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছে। যেমন পশুপাল অরণ্যে পশুগণকে তাড়না করে, সেইরূপ ধনঞ্জয় ইহাদিগকে তাড়িত করিতেছে। একে উহারা ধনঞ্জয়ের শরে ছিন্ন-ভিন্ন ও পলায়মান হইতেছে, তাহাতে আবার দুর্দ্ধর্ষ ভীমসেন, সাত্যকি, চেকিতান, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ঘটোৎকচ উৎপীড়ন করিতেছে; অতএব আপনি ভিন্ন অন্য কেহ এই সকল বীরের সহিত যুদ্ধে অবস্থান করিতে সমর্থ নহে। আপনি দেবতুল্য পরাক্রমশালী; এক্ষণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পীড়িত সৈন্যগণের আশ্রয় হউন।'

ভীষ্মের পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা—বহু পাণ্ডবসৈন্য বধ

দেবব্রত ভীষ্ম দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা ও কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া কহিলেন, 'হে দুর্য্যোধন! স্থির হইয়া শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বে তোমার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণের দশ সহস্র ব্যক্তিকে নিহত করিয়া সমর হইতে নিবৃত্ত হইব। আমি সেই প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন করিতেছি; অদ্য আরও এক মহৎ কর্ম্ম করিব; হয়, আপনি নিহত হইয়া শয়ন করিব, না হয়, পাণ্ডবগণকে নিহত করিব। আজি সেনামুখে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া স্বামিপ্রদত্ত অন্নের ঋণ হইতে বিমুক্ত হইব।'

মহাবীর ভীষ্ম এই কথা কহিয়া শরবর্ষণ করিতে করিতে পাণ্ডব-সৈন্যের সমীপবর্ত্তী হইলেন। পাণ্ডবগণ সেনামধ্যে অবস্থিত ক্রোধপর বিষধর সদৃশ ভীষ্মকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দশম দিবসের যুদ্ধে ভীষ্ম আত্মশক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক শত-সহস্র বীরকে ধরাশায়ী করিলেন। সূর্য্য যেমন করজাল[1] দ্বারা জল গ্রহণ করেন, তিনি সেইরূপ পাঞ্চালদিগের প্রধান প্রধান মহারথগণের তেজগ্রহণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি দশ সহস্র বেগগামী কুঞ্জর, আরোহিসমেত দশ সহস্র অশ্ব ও এক লক্ষ পদাতি সংহার করিয়া ধূমশূন্য হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। পাণ্ডবগণের কেহই উত্তরায়ণপ্রস্থিত দিবাকরের ন্যায় তাপপ্রদ ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। ভীষ্ম কর্ত্তৃক নির্ভর-নিপীড়িত[2] পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ বধ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। যুধ্যমান ভীষ্ম সেই বীরগণে পরিবৃত হইয়া মেঘাবৃত সুমেরু শিখরীর[3] ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধন মহতী সেনাসমভিব্যাহারে ভীষ্মের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিলেন। অনন্তর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।"

একাদশাধিকশততম অধ্যায়

পাণ্ডবপক্ষের সমবেত ভীষ্মাক্রমণ

সঞ্জয় কহিলেন, "অর্জ্জুন সমরে ভীষ্মের পরাক্রম দর্শন করিয়া শিখণ্ডীকে কহিলেন, 'শিখণ্ডী! পিতামহকে আক্রমণ কর; উহা হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। আমি তীক্ষ্ণ শরসমূহে উঁহাকে রথ হইতে নিপাতিত করিব।' শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, বিরাট, দ্রুপদ, কুন্তিভোজ, নকুল, সহদেব

১। শ্বেতবর্ণ অশ্বযুক্ত রথে আরূঢ়।

১। কিরণসমূহ। ২। একান্ত ব্যথিত। ৩। পর্ব্বতের।

ও মহাবীর যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য মহারথগণ সৈন্য-সমভিব্যাহারে ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। এই সমস্ত মহারথ সমাগত হইলে কৌরব-পক্ষেরা শক্তি ও উৎসাহ অনুসারে তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইল। যেমন ব্যাঘ্র-শিশু বৃষের অভিমুখীন হয়, সেইরূপ চিত্রসেন চেকিতানের অভিমুখীন হইলেন এবং কৃতবর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে, সৌমদত্তি ত্বরান্বিত হইয়া রোষাবিষ্ট ভীমসেনকে, বিকর্ণ বিশিখজাল[১] বর্ষণ করিতে করিতে শৌর্য্যশালী নকুলকে, জাতক্রোধ কৃপাচার্য্য সহদেবকে, মহাবল দুর্ম্মুখ ক্রূরকর্ম্মা ঘটোৎকচকে, দুর্য্যোধন সাত্যকিকে, সুদক্ষিণ অভিমন্যুকে, অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া বৃদ্ধ রাজা বিরাট ও দ্রুপদকে, দ্রোণাচার্য্য যত্নসহকারে যুধিষ্ঠিরকে, মহাধনুর্দ্ধর দুঃশাসন শিখণ্ডী ও তাঁহার অনুগামী অমিততেজাঃ ধনঞ্জয়কে এবং কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য যোদ্ধগণ ভীষ্মের জীবনরক্ষার্থ পাণ্ডবপণের অন্যান্য মহারথদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন কুপিতচিত্তে একমাত্র ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, 'হে বীরগণ! এই অর্জ্জুন ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতেছেন; তোমরা ভীষ্মকে আক্রমণ কর; ভীষ্ম তোমাদিগকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না; সত্ত্বহীন অল্পপ্রাণ ভীষ্মের কথা কি, দেবরাজও ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন না।' পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ সেনাপতির এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ প্রবল প্রবাহের ন্যায় সম্মুখাগত অরাতিগণকে প্রফুল্ল-হৃদয়ে নিবারণ করিতে লাগিলেন; পাণ্ডবগণও ভীষ্মের রথসমীপে দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণকে আক্রমণ করিলেন।

ভীষ্মপার্শ্বরক্ষক দুঃশাসনসহ অর্জ্জুনের যুদ্ধ

মহারথ দুঃশাসন পিতামহ ভীষ্মের জীবনরক্ষার্থী হইয়া নির্ভয়ে ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মহাবীর ধনঞ্জয় দুঃশাসনের রথ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না; প্রত্যুত, যেমন তীরভূমি ক্ষোভিতসলিল[২] মহার্ণবকে নিরুদ্ধ করে, সেইরূপ তিনি ধনঞ্জয়কে নিবারিত করিলেন। তাঁহারা উভয়েই রথিশ্রেষ্ঠ, উভয়েই দুর্জ্জয়, উভয়েই চন্দ্রের ন্যায় কান্তিমান, সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান, উভয়েই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং উভয়েই উভয়ের বধাকাঙ্ক্ষী হইয়া ময় ও শক্রের ন্যায় পরস্পর আক্রমণ করিলেন। দুঃশাসন তিন বাণে অর্জ্জুনকে ও বিংশতি বাণে বাসুদেবকে আহত করিলে অর্জ্জুন বাসুদেবকে পীড়িত অবলোকনপূর্ব্বক কুপিত হইয়া দুঃশাসনের প্রতি এক শত নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই সমস্ত নারাচ কবচ ভেদ করিয়া দুঃশাসনের শোণিত পান করিল। দুঃশাসন ক্রুদ্ধ হইয়া পাঁচ বাণে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিয়া পরিশেষে অতি তীক্ষ্ণ তিন শরে তাঁহার ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। ধনঞ্জয় সেই ললাটনিখাত[১] শরত্রয়ে উচ্ছ্রিত[২] শৃঙ্গ মেরুর ন্যায়, কুসুমিত কিংশুকের ন্যায়, সুশোভিত হইলেন এবং যেমন রাহু ক্রুদ্ধ হইয়া পার্ব্বণ[৩]-চন্দ্রকে নিগ্রহ করে, তদ্রূপ কুপিতচিত্তে দুঃশাসনকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। দুঃশাসন অর্জ্জুনের হস্তে নিপীড়িত হইয়া কঙ্কপত্রশোভিত[৪] শিলাশিত শরজালে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন তিন বাণে তাঁহার রথ ও শরাসন ছেদন করিয়া যমদণ্ডসদৃশ ভয়ঙ্কর ভূরি ভূরি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই সমস্ত বাণ নিকটস্থ না হইতে হইতেই ছেদন করিয়া মহারথ দুঃশাসন যত্নশীল ধনঞ্জয়কে বিস্ময়াবিষ্ট ও নিশিত বিশিখজালে নিতান্ত বিদ্ধ করিলেন। ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া সন্ধানপূর্ব্বক শিলাশিত স্বর্ণপুঙ্খ শরজাল নিক্ষেপ করিলেন; সেই সকল শর তড়াগ[৫]গত হংসগণের ন্যায় মহাত্মা দুঃশাসনের কলেবরে নিমগ্ন হইল। দুঃশাসন নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পার্থকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভীষ্মের রথে গমন করিলেন; ভীষ্ম সেই অগাধজলনিমগ্ন দুঃশাসনের দ্বীপস্বরূপ[৬] হইলেন। যেমন পুরন্দর বৃত্রাসুরকে প্রতিহত করিয়াছিলেন, শৌর্য্য ও পরাক্রমশালী দুঃশাসন চেতনা লাভ করিয়া সেইরূপ নিশিত শরজালে পুনরায় পার্থকে নিবারিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু ধনঞ্জয় ব্যথিত বা সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইলেন না"

১। শরসমূহ। ২। উদ্বেলিত—স্ফীত বারি।

১। কপালে প্রোথিত। ২। উন্নত। ৩। পূর্ণিমায়। ৪। হাড়গিলার পাখার ন্যায় পাখাযুক্ত। ৫। দীঘি। ৬। আশ্রয়।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়

ভীষ্মের অঙ্গরক্ষক অলম্বুষসহ সাত্যকির সমর

সঞ্জয় কহিলেন, "মহাধনুর্দ্ধর ঋষ্যশৃঙ্গনন্দন রাক্ষস অলম্বুষ ক্রুদ্ধ হইয়া, ভীষ্মের সহিত সমরোদ্যত সাত্যকির পথ রোধ করিল। সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া সহাস্যবদনে নয় বাণে অলম্বুষকে আহত করিলেন, অলম্বুষও নয় বাণে সাত্যকিকে নিপীড়িত করিল; সাত্যকিও অলম্বুষের প্রতি শরজাল বর্ষণ করিলেন। অলম্বুষ তীক্ষ্ণ শরসমূহে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিল। তেজস্বী সাত্যকি বিদ্ধ হইয়াও বীর্য্যসহকারে হাস্য ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যেমন তোদনদণ্ড দ্বারা মহাগজকে তাড়না করে, প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত সেইরূপ নিশিত শর-সমূহে সাত্যকিকে তাড়না করিতে লাগিলেন। তখন রথিশ্রেষ্ঠ সাত্যকি রাক্ষসকে পরিত্যাগ করিয়া ভগদত্তের প্রতি সন্নতপর্ব্ব শরসমূহ নিক্ষেপ করিলেন। লঘুহস্ত ভগদত্ত শিতধার ভল্ল দ্বারা সাত্যকির বৃহৎ ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সাত্যকি অন্য দৃঢ়তর ধনু ধারণ করিয়া তীক্ষ্ণ শরসমূহে ভগদত্তকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভগদত্ত অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া সৃক্কণীদ্বয় পরিলেহনপূর্ব্বক কনক ও বৈদূর্য্য-শোভিত, অলঙ্কৃত, লৌহনির্ম্মিত যমদণ্ডসদৃশ ভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সাত্যকি অমনি সায়ক-সমূহে তাহা দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন; সেই দ্বিধাচ্ছিন্ন শক্তি প্রভাশূন্য মহোল্কার ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল।

শক্তি বিফল হইল দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন রথপরম্পরায় সাত্যকিকে বেষ্টিত করিয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, 'হে ভ্রাতৃগণ! সাত্যকি যেন এই রথবেষ্টন হইতে প্রাণ লইয়া বহির্গত হইতে না পারে; সাত্যকি বিনষ্ট হইলে বোধ হয়, পাণ্ডবগণের মহৎ বল বিনষ্ট হইবে।' মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ দুর্য্যোধনের বাক্য গ্রহণ করিয়া ভীষ্মের সম্মুখে সাত্যকির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ভীষ্মবধার্থী অভিমন্যু প্রভৃতির অগ্রগতি রোধ

কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ ভীষ্মের অভিমুখে গমনে সমুদ্যত অভিমন্যুকে নিবারিত করিতে লাগিলেন, অভিমন্যু প্রথমে সন্নতপর্ব্ব শরসমূহে, পরে চতুঃষষ্টি বাণে সুদক্ষিণকে বিদ্ধ করিলেন; সুদক্ষিণও ভীষ্মের জীবনরক্ষার্থ অভিমন্যুকে পাঁচ বাণ ও তাঁহার সারথিকে নয় বাণে আঘাত করিলেন। তাঁহাদিগের এইরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

মহারথ বিরাট ও দ্রুপদ রোষাবেশে কৌরবগণের মহাসৈন্য প্রতিহত করিতে করিতে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইতেছিলেন, এমন সময় অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের অভিমুখীন হইলেন। অনন্তর তাঁহাদের উভয়ের সহিত অশ্বত্থামার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অশ্বত্থামার প্রতি বিরাট দশ ভল্ল ও দ্রুপদ তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। অশ্বত্থামা ভূরি ভূরি শরে বিরাট ও দ্রুপদকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই দুই বৃদ্ধ যে অশ্বত্থামার দারুণ শরজাল প্রতিহত করিতে সমর্থ হইলেন, তাহাই আশ্চর্য্য বোধ হইল।

যেমন প্রমত্ত আরণ্য গজ অন্য আরণ্য মত্ত গজকে আক্রমণ করে, সেইরূপ শৌর্য্যশালী কৃপাচার্য্য মহারথ সহদেবের সম্মুখীন হইয়া সুবর্ণভূষণ সপ্ততি শর নিক্ষেপ করিলেন। সহদেব শর-সমূহে কৃপাচার্য্যের ধনু দ্বিধা ছিন্ন করিয়া নয় বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ভীষ্মের জীবিতাকাঙ্ক্ষী কৃপাচার্য্য ভারসহ শরাসনান্তর গ্রহণ করিয়া দশ বাণে সহদেবের এবং ভীষ্মবধার্থী সহদেবও শরজালে কৃপাচার্য্যের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। এইরূপে তাঁহারা ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

শত্রুতাপন বিকর্ণ ষষ্টি সায়কে নকুলকে বিদ্ধ করিলেন; নকুল অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া সপ্তসপ্ততি বাণে বিকর্ণকে আহত করিলেন। এইরূপে দুই নরসিংহ ভীষ্মের নিমিত্ত গোষ্ঠস্থিত বৃষভদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন।

ঘটোৎকচ কুরু-সৈন্যগণকে আঘাত করিতে করিতে গমন করিতেছিলেন; পরাক্রমী দুর্ম্মুখ তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হইয়া আনতপর্ব্ব শরে দুর্ম্মুখের বক্ষঃস্থল ও দুর্ম্মুখ শাণিত ষষ্টি শরে ঘটোৎকচকে বিদ্ধ করিলেন।

রথিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীষ্মবধার্থ গমন করিতেছিলেন; মহারথ হার্দ্দিক্য তাঁহার গতিরোধ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন লৌহময় পঞ্চবাণে হার্দ্দিক্যকে বিদ্ধ করিয়া অনতিবিলম্বে পুনরায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে পঞ্চাশৎ বাণ নিক্ষেপ করিলেন; হার্দ্দিক্যও ধৃষ্টদ্যুম্নকে কঙ্কপত্রভূষিত নয় বাণে আহত করিলেন। তাঁহারা

উভয়ে স্ব স্ব উৎকর্ষ অনুসারে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় ভীষ্মের নিমিত্ত মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহাবল ভীমসেন ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন; সোমদত্তনন্দন ভূরিশ্রবা 'থাক্ থাক্' বলিয়া শীঘ্র তাঁহার সম্মুখীন হইয়া অতি তীক্ষ্ণ স্বর্ণপুঙ্খ নারাচে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। প্রতাপবান্ ভীমসেন সেই নারাচে বিদ্ধ হইয়া শক্তিবিদ্ধ ক্রৌঞ্চ অসুরের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। অনন্তর রোষাবেগ সহকারে কর্ম্মকারপরিমার্জ্জিত[1] সূর্য্যসদৃশ শরজালে ভীষ্মের বধপ্রার্থী ভীমসেন ভূরিশ্রবাকে এবং ভীষ্মের জয়ার্থী ভূরিশ্রবা ভীমসেনকে আহত করিলেন। যুদ্ধে ও প্রতিযুদ্ধে যত্নবান্ বীরদ্বয় এইরূপে পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির মহতী সেনা-পরিবৃত হইয়া ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন; দ্রোণাচার্য্য তাঁহার গতি-রোধ করিলেন। প্রভদ্রগণ দ্রোণাচার্য্যের ঘনগর্জ্জন সদৃশ রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া কম্পিত হইতে লাগিল এবং সেই মহতী সেনা দ্রোণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া এক পদও গমন করিতে সমর্থ হইল না।

মহারাজ! আপনার পুত্র মহারথ পরাক্রান্ত চিত্রসেন চেকিতানের পথ-রোধ করিলেন। অনন্তর উভয়েই স্ব স্ব শক্তির পরাকাষ্ঠা অবলম্বন করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এ দিকে দুঃশাসন কি প্রকারে ভীষ্মের জীবনরক্ষা হইবে, এই চিন্তায় সাধ্যানুসারে অর্জ্জুনের পথ-রোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু অর্জ্জুন বারংবার নিবারিত হইয়াও পরিশেষে দুঃশাসনকে নিরস্ত করিয়া কুরুসৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ কর্ত্তৃক এইরূপে নিপীড়িত হইতে লাগিল।"

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়

উৎপাতদর্শনে দ্রোণাচার্য্যের পরাজয়াশঙ্কা

সঞ্জয় কহিলেন, "মহাধনুর্দ্ধর, মত্ত-বারণবিক্রম, মহাবল, নিমিত্তজ্ঞ[2] দ্রোণাচার্য্য মত্তমাতঙ্গবারণ মহাশরাসন গ্রহণপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সেনাসাগরে অবগাহন করিয়া শত্রুগণকে নির্ভর-নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। অনন্তর চতুর্দ্দিকে দুর্নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া অশ্বত্থামাকে কহিলেন, 'বৎস! মহাবল ধনঞ্জয় ভীষ্মকে বধ করিবার নিমিত্ত যে দিনে যত্নের পরাকাষ্ঠা অবলম্বন করিবেন, আজি সেই দিন উপস্থিত হইয়াছে। আমার বাণসকল উৎপতিত হইতেছে; শরাসন স্পন্দিত হইতেছে; অস্ত্র-সকল বিশ্লিষ্ট[1] হইতেছে; অন্তঃকরণ ক্রূরকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে; মৃগ ও পক্ষিগণ চতুর্দ্দিকে অশান্ত ও ঘোরতর চীৎকার করিতেছে; গৃধ্রগণ কৌরবসৈন্যের উপর নিপতিত হইতেছে; আদিত্য প্রভাশূন্য হইয়াছে; দিক্-সকল লোহিতবর্ণ হইয়াছে; পৃথিবী যেন শব্দিত, ব্যথিত ও সাতিশয় কম্পিত হইতেছে; কঙ্ক, গৃধ্র, বলাকা ও শিবাগণ মুহুর্মুহুঃ মহৎ ভয়সূচক অশিব চীৎকার করিতেছে; আদিত্যমণ্ডলের মধ্য হইতে উল্কাপাত হইতেছে; দিবাকর কবন্ধ[2] ও অর্গলে আবৃত হইয়াছে, রাজগণের বিনাশসূচক চন্দ্র-সূর্য্যের ভয়ানক পরিবেশ[3] হইয়াছে; কৌরবরাজের দেব-মন্দিরস্থ দেবতাগণ কখন কম্পিত হইতেছেন, কখন হাস্য করিতেছেন, কখন নৃত্য করিতেছেন ও কখন রোদন করিতেছেন; গ্রহগণ দিবাকরকে প্রতিকূল করিয়া অলক্ষণ্য[4] করিয়াছে; ভগবান্ চন্দ্রমা অবাক্-শিরাঃ[5] হইয়া উদিত হইতেছেন; নরেন্দ্রগণের কলেবর প্রভাশূন্য দৃষ্ট হইতেছে। তাঁহারা সৈন্যে পরিবৃত হইয়াও সমুচিত শোভা প্রাপ্ত হইতেছেন না এবং উভয় সৈন্যের চতুর্দ্দিক্ হইতেই পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও গাণ্ডীবের নিনাদ শ্রবণগোচর হইতেছে। অতএব ধনঞ্জয় নিঃসংশয় উত্তমাস্ত্র-সমূহে যোদ্ধগণকে পরাস্ত করিয়া ভীষ্মকে আক্রমণ করিবেন।'

অর্জ্জুনাদির গতিরোধার্থ অশ্বত্থামাদির নিয়োগ

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, 'ভীমার্জ্জুন-সমাগম চিন্তা করিয়া আমার লোমসকল পুলকিত ও অন্তঃকরণ অবসন্ন হইতেছে। ধনঞ্জয় সেই নিকৃতিজ্ঞ[6] পাপচেতাঃ শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে গমন করিয়াছেন। ভীষ্ম পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন যে, আমি

১। বাণনির্ম্মাতা কর্ত্তৃক শাণিত। ২। কার্য্যকারণজ্ঞাত ভাবী ফলে অভিজ্ঞ।

১। স্খলিত। ২। কবাট। ৩। মণ্ডলাকারে চতুর্দ্দিকের পরিবেষ্টন। ৪। অলক্ষণযুক্ত। ৫। অধঃশিরা—কটিদ্বয়কে অধোদিক্ করিয়া উল্টা রকমে। ৬। ধূর্ত্ত।

অমঙ্গল্যধ্বজ[1] শিখণ্ডীকে বধ করিব না ; বিধাতা উঁহাকে স্ত্রীরূপ করিয়াছিলেন, দৈববশতঃ পুরুষরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে ; অতএব তিনি তাহাকে কদাচ প্রহার করিবেন না ; কিন্তু শিখণ্ডী ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়াছে ; এই চিন্তায় আমার অন্তঃকরণ অবসন্ন হইতেছে। বিশেষতঃ যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ, ভীমার্জ্জুন-সমাগম ও আমার সমরোদ্যোগ প্রজাগণের অমঙ্গলের হেতু, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং মহানুভব ধনঞ্জয় বলবান্, শৌর্য্যশালী, কৃতাস্ত্র, লঘুবিক্রম, দূরঘাতী[2], নিমিত্তজ্ঞ, ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অজেয়, বুদ্ধিমান্, ক্লেশসহিষ্ণু ও নিত্য বিজয়ী ; তুমি তাঁহার পথরোধের নিমিত্ত শীঘ্র গমন কর। দেখ, আজি এই ঘোর যুদ্ধে মহামারী উপস্থিত হইবে। কিরীটী ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরসমূহে শূরগণের হেমচিত্রিত কবচ, ধ্বজাগ্র, তোমর, শরাসন, প্রাস, কনকোজ্জ্বল শক্তি ও হস্তিগণের পতাকা-সকল ছেদন করিবেন। হে পুত্র! ইহা উপজীবিগণের[3] প্রাণরক্ষার কাল নয় ; স্বর্গের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যশ ও বিজয়ের নিমিত্ত অগ্রসর হও। ধনঞ্জয় রথ দ্বারা রথ, হস্তী ও অশ্বরূপ আবর্ত্তশালী মহাঘোর সাতিশয় দুর্গম সংগ্রামনদী উত্তীর্ণ হইতেছেন ; ধনঞ্জয়, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব যাঁহার ভ্রাতা এবং কৃষ্ণ যাঁহার রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠ, দম, দান ও তপ ইহলোকেই প্রত্যক্ষ হইতেছে। সেই তপোদগ্ধকলেবর[4] যুধিষ্ঠিরের শোকপ্রভব কোপানল দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের সেনাগণকে দগ্ধ করিতেছে। ঐ দেখ, বাসুদেব-সহায় ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে প্রতিহত করিতেছেন ; সৈন্যগণ তিমিকুম্ভীরভীষণ মহোর্ম্মিসঙ্কুল সাগরের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া হাহাকার ও কিলকিলা শব্দ করিতেছে। তুমি পাঞ্চালতনয়ের সম্মুখীন হও, আমি যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করি। রাজা যুধিষ্ঠিরের ব্যূহের অভ্যন্তরভাগ চতুর্দ্দিকস্থ অতিরথগণে সাগরকুক্ষির[5] ন্যায় নিতান্ত দুর্গম হইয়াছে। সাত্যকি, অভিমন্যু, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বৃকোদর, নকুল ও সহদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিতেছেন। কৃষ্ণসদৃশ, সমুন্নত মহাশাল-সম, শ্যামকলেবর ঐ মহাবীর অভিমন্যু দ্বিতীয় অর্জ্জুনের ন্যায় সেনাগণের অগ্রভাগে আগমন করিতেছেন। তুমি সত্বর উত্তম অস্ত্র ও শরাসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট গমন কর ও ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। প্রিয়পুত্র চিরকাল জীবিত থাকে, ইহা কাহার অভিলষণীয় নয় ? কিন্তু আমি কেবল ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আলোচনা করিয়াই তোমাকে যুদ্ধে নিয়োগ করিতেছি। দেখ, এই ভীষ্ম যম ও বরুণের ন্যায় মহাসৈন্য দগ্ধ করিতেছেন'।"

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়

ভীমার্জ্জুনের অশ্বত্থামাদি অতিক্রমণ—ঘোর যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহাত্মা দ্রোণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগদত্ত, কৃপ, শল্য, কৃতবর্ম্মা, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্ম্মর্ষণ, এই দশ মহারথ ভীষ্মের সমরে যশোলাভের বাসনায় নানাদেশীয় সেনাগণ-সমভিব্যাহারে ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শল্য ও কৃপ নয় নয় বাণে, কৃতবর্ম্মা ও জয়দ্রথ তিন তিন বাণে, চিত্রসেন, বিকর্ণ ও ভগদত্ত দশ দশ বাণে, বিন্দ ও অনুবিন্দ পাঁচ পাঁচ বাণে এবং দুর্ম্মর্ষণ বিংশতি বাণে ভীমসেনকে আহত করিলেন। ভীমসেন শল্যকে সাত বাণে, কৃতবর্ম্মাকে আট বাণে, কৃপাচার্য্যের সশর শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে সাত বাণে, বিন্দ ও অনুবিন্দকে পাঁচ পাঁচ বাণে, দুর্ম্মর্ষণকে বিংশতি বাণে, চিত্রসেনকে পাঁচ বাণে, বিকর্ণকে দশ বাণে এবং জয়দ্রথকে প্রথমে পাঁচ বাণে, পরিশেষে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ছিন্নধনু কৃপাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য ধনু গ্রহণপূর্ব্বক নিশিত দশ বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন তোদনদণ্ডবেধিত মহাগজের ন্যায় বাণবিদ্ধ হইয়া সরোষ-চিত্তে কৃপাচার্য্যকে আহত করিয়া তিন শরে জয়দ্রথের সারথি ও অশ্বগণের প্রাণ সংহার করিলেন। মহারথ জয়দ্রথ অশ্বহীন রথ হইতে শীঘ্র অবতীর্ণ হইয়া ভীমসেনের প্রতি অতি তীক্ষ্ণ শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন দুই ভল্লে মহাত্মা জয়দ্রথের শরাসনের মধ্যভাগ দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ; জয়দ্রথ এইরূপে বিরথ হইলেন, তাঁহার শরাসন ছেদিত এবং অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট হইল ; সুতরাং তিনি সত্বর হইয়া চিত্রসেনের রথে আরোহণ করিলেন। হে মহারাজ! ভীমসেন

১। অশুভচিহ্নযুক্ত। ২। দূরে স্থির লক্ষ্য। ৩। আশ্রিতসমূহের। ৪। বনবাসাদি ক্লেশদ্বারা উত্তাপিত দেহ। ৫। সমুদ্রগর্ভের।

একাকী এইরূপে শরজালে মহারথগণকে নিবারিত করিয়া সকল লোকের সমক্ষে সিন্ধুরাজকে বিরথ করিলেন; ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

শল্য ভীমসেনের পরাক্রম সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কর্ম্মকার-পরিমার্জ্জিত তীক্ষ্ণ শর সন্ধানপূর্ব্বক 'থাক্ থাক্' বলিয়া ভীমসেনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কৃপ, কৃতবর্ম্মা, ভগদত্ত, বিন্দ, অনুবিন্দ, চিত্রসেন, দুর্ম্মর্ষণ, বিকর্ণ ও জয়দ্রথ শল্যের নিমিত্ত ভীমসেনকে অতি শীঘ্র আহত করিতে লাগিলেন। ভীমসেন সেই মহারথদিগকে পাঁচ পাঁচ বাণে ও শল্যকে প্রথমে সপ্ততি বাণে, পরে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। শল্যও ভীমসেনকে অগ্রে নয় বাণে আহত করিয়া ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথির মর্ম্মদেশে দৃঢ়তর আঘাত করিলেন। প্রতাপবান্ ভীমসেন নিজ সারথি বিশোককে বাণবিদ্ধ দেখিয়া শল্যের বাহুযুগলে ও বক্ষে তিন বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং তিন তিন বাণে অন্যান্য যোদ্ধাদিগকে আহত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই সকল মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনের মর্ম্মস্থলে অকুণ্ঠিতাগ্র তিন তিন বাণ আঘাত করিলেন। ভীমসেন অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া শোণিতলিপ্ত-কলেবরে বারিধারাভিষিক্ত পর্ব্বতের ন্যায় অব্যথিত চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং রোষাবিষ্ট হইয়া শল্যকে তিন বাণে, ভগদত্তকে শত ও কৃপকে বহুসংখ্যক বাণে বিদ্ধ করিয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শনপূর্ব্বক সুতীব্র ক্ষুরপ্র অস্ত্রে মহাত্মা কৃতবর্ম্মার সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কৃতবর্ম্মা অন্য ধনুঃ গ্রহণ করিয়া নারাচ দ্বারা ভীমসেনের ভ্রূযুগলের মধ্যে আঘাত করিলেন। ভীমসেন শল্যকে লৌহময় নয় শরে, ভগদত্তকে তিন শরে, কৃতবর্ম্মাকে আট শরে ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি রথিগণকে দুই দুই শরে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারাও নিশিত শরজালে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন সেই সকল সর্ব্বাস্ত্র-সম্পন্ন মহারথের বাণে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও তাঁহাদিগকে তৃণতুল্য বিবেচনা করিয়া অব্যথিত চিত্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন; তাঁহারাও ভীমের প্রতি সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল ভগদত্ত মহাবেগসম্পন্ন স্বর্ণদণ্ড শক্তি, মহাভুজ জয়দ্রথ তোমর ও পট্টিশ, কৃপাচার্য্য শতঘ্নী, শল্য এক শর ও অন্য মহাধনুর্দ্ধরগণ পাঁচ পাঁচ বাণ ভীমসেনকে লক্ষ্য করিয়া বলপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেন ক্ষুরপ্র অস্ত্রে তোমর, তিন তিন বাণে পট্টিশ ও কঙ্কপত্রবিশিষ্ট নয় বাণে শতঘ্নী তিলবৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সেই সমস্ত মহাধনুর্দ্ধরকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন।

মহারথ ভীমসেন সমরে সায়কসমূহে শত্রুগণকে নিহত করিতেছেন দেখিয়া ধনঞ্জয় রথারোহণপূর্ব্বক তথায় সমাগত হইলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরপুরুষেরা সেই দুই মহাত্মাকে সমবেত নিরীক্ষণ করিয়া জয়লাভের আশা পরিত্যাগ করিলেন। ভীমসেন যে দশ মহারথের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, ধনঞ্জয় ভীষ্মের নিধন ও ভীমের হিতসাধনকামনায় শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীমের ন্যায় তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন সুশর্ম্মাকে ভীম ও অর্জ্জুনবধে নিয়োগ করিয়া কহিলেন, 'হে সুশর্ম্মন্! শীঘ্র বল-সমূহে পরিবৃত হইয়া গমনপূর্ব্বক ভীম ও অর্জ্জুনকে বধ কর।' প্রস্থলাধিপতি সুশর্ম্মা দুর্য্যোধনের বাক্যে সত্বর অনেক সহস্র রথে পরিবৃত হইয়া ভীম ও অর্জ্জুনকে বেষ্টন করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুনের সহিত কৌরবগণের যুদ্ধারম্ভ হইল।"

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়

কৌরব-পাণ্ডবের ঘোর সঙ্কুল যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "অতিরথ ধনঞ্জয় কৌরব-সৈন্য-গণকে নিপীড়নপূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব শরজালে মহারথ শল্যকে আচ্ছাদিত করিলেন এবং সুশর্ম্মা, কৃপ, ভগদত্ত, চিত্রসেন, বিকর্ণ, কৃতবর্ম্মা, দুর্ম্মর্ষণ, বিন্দ ও অনুবিন্দকে তিন তিন বাণে আহত করিলেন। চিত্রসেন-রথারূঢ় জয়দ্রথ অর্জ্জুন ও ভীম-সেনকে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। শল্য ও কৃপাচার্য্য ভূরি ভূরি মর্ম্মভেদী শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। চিত্রসেন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণ প্রত্যেকেই ভীম অর্জ্জুনকে পাঁচ পাঁচ শর আঘাত করিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ ভীমসেন ও ধনঞ্জয় ত্রিগর্ত্ত-দেশীয় সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলে সুশর্ম্মা নয় বাণে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিয়া সৈন্যগণের ভয়জনক সিংহনাদ করিলেন। অন্যান্য রথিগণও সুবর্ণপুঙ্খ শরজালে ভীম ও ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিতে

লাগিলেন। যেমন আমিষলিপ্সু মদমত্ত সিংহযুগল গোসমূহের মধ্যে বিচরণ করে, সেইরূপ মহারথ ভীম ও অর্জ্জুন কৌরবপক্ষীয় রথিগণের মধ্যে বিচিত্রবেশে ক্রীড়া করিতেছেন, নয়নগোচর হইল। তাঁহারা শূরগণের কার্ম্মুক, শর ও শত শত মনুষ্যের মস্তক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। শত শত অশ্ব আহত ও নিহত হইল, শত শত গজ ও গজারোহী ধরাশয্যা গ্রহণ করিল, শত শত রথী ও অশ্বারোহী স্থানে স্থানে ব্যাপাদিত[1] হইল ও কত শত ব্যক্তি কম্পিত হইতে লাগিল, অবলোকন করিলাম। কালকবলিত অশ্ব, গজ, পদাতি ও ভগ্ন রথসমূহে ধরাতল আচ্ছাদিত হইয়া উঠিল। আমি এই যুদ্ধে ধনঞ্জয়ের অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম; তিনি শরনিকরে সেই সমস্ত বীরগণকে নিবারিত ও আহত করিতে লাগিলেন।

কৌরবসহ অর্জ্জুনের—পাণ্ডবসহ ভীষ্মের যুদ্ধ

মহাবল দুর্য্যোধন ভীমার্জ্জুনের ঈদৃশ পরাক্রম অবলোকন করিয়া ভীষ্মের রথ-সমীপে গমন করিলেন; কিন্তু কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ এবং অবন্তি-দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ তখনও সমর পরিত্যাগ করিলেন না। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন ও মহারথ অর্জ্জুন কৌরব-সৈন্যগণকে নির্ভর নিপীড়িত করিলে কৌরবপক্ষীয় ভূমিপালগণ ত্বরান্বিত হইয়া ধনঞ্জয়ের রথে অযুত অযুত ও অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় শরজালে সেই সমস্ত মহারথকে নিবারণপূর্ব্বক সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারথ শল্য ক্রুদ্ধ হইয়া যেন ক্রীড়া করিতে করিতে সন্নতপর্ব্ব ভল্লসমূহে ধনঞ্জয়ের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। ধনঞ্জয় পাঁচ বাণে শল্যের শরাসন ও হস্তাবাপ[2] ছেদন করিয়া তীক্ষ্ণ সায়ক-সমূহে তাঁহার মর্ম্মে দৃঢ়তর আঘাত করিলেন। শল্য রোষাবিষ্ট হইয়া অন্য ভারসহ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের উপর তিন, বাসুদেবের উপর পাঁচ এবং ভীমসেনের বাহুযুগলে ও বক্ষঃস্থলে নয় বাণ আঘাত করিলেন। অনন্তর যে স্থানে মহারথ ধনঞ্জয় ও ভীমসেন কৌরবগণের মহাসেনা সংহার করিতেছিলেন, দ্রোণাচার্য্য ও মগধরাজ জয়ৎসেন দুর্য্যোধনের ইঙ্গিত অনুসারে তথায় আগমন করিলেন।

১। নিহত। ২। হস্তাচ্ছাদন—দস্তানা।

জয়ৎসেন তীক্ষ্ণায়ুধ[1] ভীমসেনকে নিশিত আট সায়কে বিদ্ধ করিলে ভীমসেন প্রথমে দশ, পরে পাঁচ বাণে জয়ৎসেনকে বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথিকে রথনীড়[2] হইতে নিপাতিত করিলেন; জয়ৎসেনের অশ্বগণ উদ্‌ভ্রান্ত ও ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া সৈন্যগণের সমক্ষে তাঁহাকে তথা হইতে অপসারিত করিল। তখন দ্রোণাচার্য্য রন্ধ্র প্রাপ্ত হইয়া আট বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলে ভীমসেন পঞ্চষষ্টি ভল্লে পিতৃতুল্য গুরু দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। এ দিকে সমীরণ যেমন মহামেঘ-সকলকে ছিন্ন-ভিন্ন করে, ধনঞ্জয় ভূরি ভূরি আয়স[3]-বাণে সুশর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে সেইরূপ ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভীষ্ম, রাজা দুর্য্যোধন ও কোশলরাজ বৃহদ্বল রোষাবিষ্ট হইয়া ভীম ও অর্জ্জুনের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। এ দিকে পাণ্ডবগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যাদিতবদন অন্তকসদৃশ ভীষ্মের প্রতি ধাববান হইলেন। শিখণ্ডী মহারথ ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া নির্ভয়ে ও সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। এইরূপে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ ও সৃঞ্জয়গণ শিখণ্ডীকে এবং কৌরবগণ ভীষ্মকে অগ্রসর করিয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীষ্মের জয়লাভ-বাসনায় পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবগণের ভয়াবহ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কৌরবগণ সমরূপ দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ করিয়া জয়লাভের নিমিত্ত ভীষ্মকে পণ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন, 'হে মহারথগণ! নির্ভয় হইয়া শান্তনুতনয়কে আক্রমণ কর।' সৈন্যগণ সেনাপতির বাক্যে সত্বর হইয়া প্রাণপণে ভীষ্মকে আক্রমণ করিল। মহাসাগর যেমন নিপতিত তীরভূমি গ্রাস করে, মহারথ ভীষ্ম সেইরূপ আগচ্ছমান[4] পাণ্ডবসৈন্যগণকে গ্রাস[5] করিলেন।"

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়

বহু লোকবধে নির্ব্বিণ্ন ভীষ্মের মরণেচ্ছা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! ভীষ্ম দশম দিবসে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত কিরূপ যুদ্ধ

১। তীক্ষ্ণ অস্ত্রসম্পন্ন। ২। রথপ্রকোষ্ঠ—সারথির বসিবার স্থান। ৩। লৌহনির্ম্মিত। ৪। সম্মুখে আগত। ৫। নিহত।

করিয়াছিলেন এবং কৌরবগণই বা কিরূপে পাণ্ডব-দিগকে নিবারিত করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডব-গণের অদ্ভুত যুদ্ধবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। রোষাবিষ্ট কৌরবপক্ষীয় মহারথগণ প্রতিদিন কিরীটীর অস্ত্রজালে প্রাণত্যাগ এবং ভীষ্ম স্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে প্রতিদিন পাণ্ডবগণের বলক্ষয় করিতেন, কোন পক্ষেই জয়-পরাজয় অবধারিত হয় নাই। কিন্তু দশম দিবসে ভীষ্ম ও অর্জ্জুন একত্র হইলে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পরমাস্ত্রবিৎ ভীষ্ম এই দিনে অজ্ঞাত-নামগোত্র শত শত মহাযোদ্ধার প্রাণ সংহার করি-লেন। সেই ধর্ম্মাত্মা দশ দিন পাণ্ডবসৈন্যগণকে সন্তাপিত করিলে পর স্বীয় জীবনের উপর তাঁহার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল; সুতরাং আত্মজীবন-বিনাশে সমুৎসুক হইয়া আর অধিক মনুষ্য বধ করিবেন না ভাবিয়া সমীপবর্ত্তী যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, 'হে যুধিষ্ঠির! তুমি মহাপ্রাজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ; এক্ষণে আমার ধর্ম্ম্য[১] ও স্বর্গ্য[২] বাক্য শ্রবণ কর; ভূরি ভূরি প্রাণি-বধ করাতে এই দেহের উপর আমার নির্ব্বেদ[৩] উপস্থিত হইয়াছে; অতএব যদি আমার প্রিয়াচরণ তোমার অভিলষিত হয়, তাহা হইলে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ-সমভিব্যাহারে ধনঞ্জয়কে অগ্রসর করিয়া আমার প্রাণসংহারে যত্নবান্ হও।' সত্যদর্শী রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মের অভিপ্রায় অবগত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সৃঞ্জয়গণ-সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং সৈন্যগণকে এই বলিয়া প্রেরণ করিতে লাগিলেন যে, 'হে সৈন্যগণ! ধাবমান হও এবং ভীষ্মের সহিত সমর করিয়া জয় লাভ কর, সত্যসন্ধ ধনঞ্জয়, সেনাপতি পাঞ্চালনন্দন ও ভীমসেন তোমা-দিগকে রক্ষা করিবেন; হে সৃঞ্জয়গণ! ভীষ্ম হইতে কিছুমাত্র ভয় নাই। আমরা শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মকে পরাজিত করিব।' ব্রহ্মলোকপরায়ণ পাণ্ডবগণ ক্রোধসহকারে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ভীষ্মকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত যত্নের পরাকাষ্ঠা অবলম্বনপূর্ব্বক শিখণ্ডী ও ধনঞ্জয়কে অগ্রসর করিয়া গমন করিলেন।

সেই সময় সৈন্য-সমবেত নানাদেশীয় মহাবল ভূপালগণ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও দুঃশাসন প্রভৃতি সকল সহোদরগণ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে মধ্যগত ভীষ্মকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহাকে অগ্রসর করিয়া শিখণ্ডী ও পাণ্ডব প্রভৃতি সকলকে আক্রমণ করিলেন; ধনঞ্জয়ও শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া চেদি ও পাঞ্চালগণ-সমভিব্যাহারে ভীষ্মের, সাত্যকি অশ্বত্থামার, ধৃষ্টকেতু পৌরবের, যুধামন্যু অমাত্য-সমবেত দুর্য্যোধনের, বিরাট সেনা-সমভিব্যাহারে সসৈন্য জয়দ্রথের, যুধিষ্ঠির সসৈন্য শল্যের, ভীমসেন গজসৈন্যের এবং পাঞ্চালনন্দনগণ দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এ দিকে রাজপুত্র বৃহদ্বল কর্ণিকারধ্বজ সিংহকেতু অভিমন্যুর প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ জিঘাংসাপরবশ হইয়া ভূপতিগণ-সমভিব্যাহারে শিখণ্ডি-সমেত ধনঞ্জয়কে আক্রমণ করিলেন।

উভয় পক্ষ ভীষ্মকে অবলোকন করিয়া ভীষণ পরাক্রমপূর্ব্বক এইরূপে পরস্পর ধাবমান হইলে ধরামণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল এবং তাঁহাদিগের মহাশব্দ সিংহনাদে, শঙ্খ-দুন্দুভির নিস্বনে ও বারণ-গণের বৃংহণে অতি ভয়ঙ্কর হইয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। নরেন্দ্রগণের সেই চন্দ্র-সূর্য্যসদৃশ প্রভা বীরগণের অঙ্গদ ও কিরীটের প্রভায় মলিন হইয়া উঠিল। ধূলিপটল জলদপটলের ন্যায়, শস্ত্র-সকল বিদ্যুতের ন্যায় এবং শরাসনশব্দ মেঘ-গর্জ্জিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। উভয় দলেই বাণ, শঙ্খ ও ভেরীর মহাশব্দ আরম্ভ হইল। প্রাস, শক্তি, ঋষ্টি ও শর-সমূহে আকাশমণ্ডল আচ্ছাদিত হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষের রথী, তুরঙ্গ ও পদাতিগণ পরস্পর সংহার করিতে লাগিল। উভয় পক্ষই পরস্পরকে বধ ও জয় করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত সমুৎসুক হইয়া-ছিলেন, সুতরাং দুই শ্যেন পক্ষী যেমন আমিষের নিমিত্ত পরস্পর যুদ্ধ করে, সেইরূপ কৌরব ও পাণ্ডব-গণ ভীষ্মের নিমিত্ত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন।"

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়

দুর্য্যোধন-অভিমন্যু সমর

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! পরাক্রান্ত অভিমন্যু ভীষ্মের নিমিত্ত মহতী সেনা-পরিবৃত

১। ধর্ম্ময়—হিতকর। ২। দিব্য—স্বর্গজনক। ৩। ঔদাসীন্য।

দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া অভিমন্যুর বক্ষঃস্থলে প্রথমে আনতপর্ব্ব নয় শর, পরে তিন শর বিদ্ধ করিলেন ; অভিমন্যুও কুপিত হইয়া দুর্য্যোধনের রথের প্রতি মৃত্যুর সহোদরার ন্যায় ঘোররূপ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ দুর্য্যোধন ক্ষুরপ্র অস্ত্রে সেই ঘোরতর শক্তি দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অভিমন্যু ভীষ্মকে নিধন করিবার নিমিত্ত ও দুর্য্যোধন পাণ্ডবকে জয় করিবার নিমিত্ত অতি বিচিত্র, ইন্দ্রিয়প্রীতিজনক[১], পার্থিবগণের প্রশংসিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

অশ্বত্থামা রোষাবিষ্ট হইয়া সাত্যকির বক্ষঃস্থলে নারাচ নিক্ষেপ করিলে অমিতবিক্রম সাত্যকি কঙ্কপত্রবিশিষ্ট নয় বাণে অশ্বত্থামার সমুদয় মর্ম্মস্থান আহত করিলেন। অশ্বত্থামা পুনরায় সাত্যকির বাহু ও বক্ষঃস্থলে প্রথমে নয়, পরে ত্রিশ বাণ নিক্ষেপ করিলে মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকি অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়াও তিন বাণে অশ্বত্থামাকে আহত করিলেন।

পৌরব-ধৃষ্টকেতুর পরস্পর যুদ্ধ

মহারথ পৌরব মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টকেতুকে শরজালে আচ্ছাদিত করিয়া ক্ষত-বিক্ষত করিলে ধৃষ্টকেতুও অতি শীঘ্র ত্রিশ বাণে পৌরবকে বিদ্ধ করিলেন। পৌরব ধৃষ্টকেতুর শরাসন ছেদন করিয়া সিংহনাদ সহকারে নিশিত শরনিকরে তাঁহাকে আহত করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টকেতু অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া ত্রিসপ্ততি শরে পৌরবকে আহত করিলেন। এইরূপে মহাধনুর্দ্ধর মহারথ বীরদ্বয় প্রভূত শরবর্ষণে উভয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ; উভয়েরই শরাসন ছেদিত হইল, উভয়েরই অশ্বগণ নিহত হইল ; পরিশেষে উভয়েই বিরথ হইলেন ; যেমন মহাবনে সিংহদ্বয় সিংহীর নিমিত্ত যত্নশীল হয়, সেইরূপ তাঁহারা উভয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া গোচর্ম্ম-নির্ম্মিত, শতচন্দ্র-শোভিত, শত তারাচিত্রিত চর্ম্ম এবং মহাপ্রভাসম্পন্ন খড়্গ গ্রহণ করিয়া অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বিচিত্র মণ্ডল ও বিচিত্র গতি-প্রত্যাগতি[২] প্রদর্শন করিয়া পরস্পর আহ্বানপূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। পৌরব 'থাক্ থাক্' বলিয়া ধৃষ্টকেতুর ললাটদেশে ও চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু পৌরবের জত্রুদেশে খড়্গাঘাত করিলেন। এইরূপে সেই উভয় বীরই পরস্পরের আঘাতে আহত হইয়া নিপতিত হইলেন। অনন্তর আপনার পুত্র জয়ৎসেন পৌরবকে স্বরথে আরোপিত করিয়া সমরভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন এবং মহাবল-পরাক্রান্ত সহদেব ধৃষ্টকেতুকে লইয়া অপসৃত হইলেন।

উভয়পক্ষীয় বীরগণের ভীষণ যুদ্ধ

চিত্রসেন প্রথমে লৌহময় শরজালে, অনন্তর ষষ্টি শরে, পরিশেষে নয় শরে সুশর্ম্মাকে আহত করিলেন। সুশর্ম্মা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমে নিশিত শত সায়কে, তৎপরে আনতপর্ব্ব ত্রিশ শরে চিত্রসেনকে আঘাত করিলেন ; তিনিও তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু ভীষ্মের সমরে যশ ও মান-বর্দ্ধনের অভিলাষে পার্থের নিমিত্ত কোশলরাজ বৃহদ্বলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বৃহদ্বল প্রথমে পাঁচ, তৎপরে সন্নতপর্ব্ব বিংশতি শরে অভিমন্যুকে আঘাত করিলে, অভিমন্যু কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বৃহদ্বলকে প্রথমে আট বাণ, এবং শরাসন ছেদন পূর্ব্বক কঙ্কপত্র-শোভিত ত্রিংশৎ বাণ আঘাত করিলেন। বৃহদ্বল অন্য কার্ম্মুক পরিগ্রহ করিয়া অভিমন্যুর প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বলি ও বাসবের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, ভীষ্মের নিমিত্ত চিত্রযোধী জাতক্রোধ বৃহদ্বল ও অভিমন্যুর সেইরূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল।

যেমন বজ্রধর ধরাধরগণকে বিদারিত করেন, সেইরূপ ভীমসেন গজসৈন্যগণকে বিদারিত করিতে আরম্ভ করিলেন, পর্ব্বতপরিমিত মাতঙ্গগণ নিহত হইয়া নিপতিত হইবামাত্র ধরাতল হইতে ঘোরতর শব্দ বহির্গত হইল। সেই ধরাপতিত আলোড়িত অঞ্জনরাশিসদৃশ[১] মাতঙ্গ-সমূহ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ পর্ব্বত-সমূহের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

মহাধনুর্দ্ধর যুধিষ্ঠির মহতী সেনায় সুরক্ষিত হইয়া মদ্ররাজ শল্যকে ও শল্য ভীষ্মের নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

জয়দ্রথ বিরাটের প্রতি প্রথমে নয় বাণ, অনন্তর ত্রিংশৎ বাণ এবং বিরাট জয়দ্রথের বক্ষঃস্থলে ত্রিংশৎ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বিরাট ও জয়দ্রথ উভয়েরই বিচিত্র কার্ম্মুক, বিচিত্র খড়্গ, বিচিত্র আয়ুধ ও

১। নয়ন-মনের আনন্দবর্দ্ধক। ২। সামনে আসা ও পেছিয়ে যাওয়া।

১। ঘন কজ্জলপুঞ্জ তুল্য।

বিচিত্র ধ্বজ, সুতরাং তাঁহারা রণক্ষেত্রে বিচিত্র শোভা ধারণ করিলেন।

দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের সম্মুখীন হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নের বৃহৎ শরাসন ছেদন করিয়া পঞ্চাশৎ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্য ধনু গ্রহণ করিয়া দ্রোণাচার্য্যের প্রতি সুবর্ণমণ্ডিত যমদণ্ডোপম গদা নিক্ষেপ করিলেন; দ্রোণাচার্য্য পঞ্চাশৎ বাণে সেই গদা প্রতিহত করিলে তাহা চূর্ণীকৃত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। গদা ব্যর্থ হইল দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের প্রতি লৌহময়ী শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য নয় বাণে সেই শক্তি ছেদন করিয়া মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপীড়িত করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোণাচার্য্যের এইরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

ভীষ্ম-অর্জ্জুন যুদ্ধ—পাণ্ডবপরাজয়

এ দিকে ধনঞ্জয় ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া নিশিত শরনিকরে তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে করিতে ধাবমান হইলেন; বোধ হইল যেন, এক আরণ্য মত্ত গজ আর এক আরণ্য মত্ত গজের প্রতি ধাবমান হইতেছে। প্রতাপবান্ ভগদত্ত অর্জ্জুনের প্রতি গমন করিয়া শরবর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার গতি-রোধ করিলেন। অর্জ্জুন রজতসদৃশ নির্ম্মল তীক্ষ্ণ শরজালে ভগদত্তের হস্তীকে বিদ্ধ করিলেন এবং 'চল চল, ভীষ্মকে বধ কর' বলিয়া শিখণ্ডীকে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগদত্ত অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া ত্বরান্বিত হইয়া দ্রুপদের রথের প্রতি গমন করিলেন। অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া শীঘ্র ভীষ্মের অভিমুখে ধাবমান হইলেন; অনন্তর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কৌরবপক্ষীয় শৌর্য্যশালী যোদ্ধৃগণ চীৎকার করিতে করিতে অতিবেগে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলে উহা অদ্ভুতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অর্জ্জুন সমুচিত সময়ে সেই কৌরবপক্ষীয় নানাবিধ সৈন্যগণকে নিপীড়ন করিতে লাগিলেন, বোধ হইল যেন, সমীরণ গগনোদিত মেঘমালাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতেছে। শিখণ্ডী ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া অব্যগ্রচিত্তে সত্বর ভূরি ভূরি শরে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন। ভীষ্মরূপ অনল রথরূপ অগ্নি গৃহে অবস্থিত, চাপরূপ শিখায় শোভিত, অসি-শক্তি-গদারূপ ইন্ধনে সমুজ্জ্বলিত ও শরজালরূপ মহাজ্বালা-বিশিষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে দগ্ধ করিতে লাগিল। যেমন হুতাশন সমীরণসহকারে সাতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া কক্ষমধ্যে বিচরণ করে, সেইরূপ ভীষ্ম দিব্য সায়কসমূহে প্রজ্বলিত হইয়া পাণ্ডবগণের অনুগত সোমকদিগকে নিহত, তাঁহাদিগের সৈন্যগণকে প্রতিহত, দিক্ ও বিদিক্-সকল প্রতিধ্বনিত, রথি, অশ্ব ও অশ্বারোহিগণকে নিপাতিত, রথ-সমুদয়কে মুণ্ডিত, তালবন সদৃশ এবং কত শত রথ, অশ্ব ও হস্তীকে নির্ম্মনুষ্য করিতে লাগিলেন। সৈনিকগণ বজ্রনির্ঘোষ-সদৃশ জ্যাতল নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া কম্পিত হইয়া উঠিল। তাঁহার শরাসন-নিক্ষিপ্ত অব্যর্থ শরজাল শত্রুগণের দেহ ভেদ করিয়া নিপতিত হইতে লাগিল। বেগশীল তুরঙ্গমগণ মনুষ্যহীন রথ-সমুদয়কে বায়ুবেগে আকর্ষণ করিতেছে, অবলোকন করিলাম। তনুত্যাগে সমুদ্যত, সমরে অপরাঙ্মুখ, সুবর্ণধ্বজ, বিখ্যাত মহারথ, অশ্ব, কুঞ্জর ও রথে সমারূঢ় চতুর্দ্দশ সহস্র সদ্বংশ, চেদি, কাশী ও করূষ সংগ্রামে ব্যাদিতবদন অন্তকসদৃশ ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া তদীয় শরাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। সোমকগণের মধ্যে এমন একজন মহারথও ছিলেন না যে, জীবিত অবস্থায় ভীষ্মের সংগ্রাম হইতে প্রত্যাবৃত হয়েন। ফলতঃ ভীষ্মের পরাক্রম অবলেকন করিয়া লোকে বোধ করিতে লাগিল যে, সোমবংশীয় সকল যোদ্ধাই প্রেতরাজ-ভবনে গমন করিয়াছেন। অধিক কি, কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুন ও মহাতেজাঃ শিখণ্ডী ব্যতীত কেহই ভীষ্মের প্রতিগমনে সমর্থ হইলেন না।"

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়

শিখণ্ডী–কর্তৃক ভীষ্ম-আক্রমণ

সঞ্জয় কহিলেন, "শিখণ্ডী ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিশিত দশ বাণ আঘাত করিলেন। ভীষ্ম কোপোদ্দীপিত-নয়নে শিখণ্ডীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। সকলেই দেখিয়াছে, তিনি তাঁহার স্ত্রীরূপ স্মরণ করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিলেন না; কিন্তু শিখণ্ডী তাহা বোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে

কহিলেন, 'হে শিখণ্ডি! ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হও, আর কোন কথার প্রয়োজন নাই; ভীষ্মকে বধ কর। আমি সত্য কহিতেছি, যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমধ্যে তোমা ব্যতিরেকে এমন এক ব্যক্তিও নাই যে, ভীষ্মের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়।' শিখণ্ডী অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া নানাবিধ শরে পিতামহকে আকীর্ণ করিলেন। ভীষ্ম সেই সকল বাণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শরজালে জাতক্রোধ[1] নিরারণ ও সৈন্যগণকে পরলোকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। যেমন মেঘসমূহ সূর্য্যকে আবৃত করে, সেইরূপ ভূরি ভূরি সেনাপরিবৃত পাণ্ডবগণ ভীষ্মকে পরিবেষ্টিত করিলেন। সমন্তাৎ পরিবৃত ভীষ্ম প্রজ্বলিত দাবদহনের[2] ন্যায় শূর[3]গণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

ভীষ্মরক্ষক দুঃশাসনসহ অর্জ্জুনের যুদ্ধ

এই যুদ্ধে মহাত্মা দুঃশাসনের অতি অদ্ভুত পৌরুষ অবলোকন করিলাম। তিনি একাকী সংগ্রাম করিয়া অর্জ্জুন প্রভৃতি সমুদয় পাণ্ডবদিগকে নিবারণপূর্ব্বক পিতামহকে রক্ষা করিতে লাগিলেন; পাণ্ডবগণ তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। দুঃশাসনের এই দুষ্কর কর্ম্মে সকলেই সন্তোষ লাভ করিলেন। দুঃশাসনের সংগ্রামে পাণ্ডবপক্ষীয় রথিগণ বিরথ হইল এবং মহাধনুর্দ্ধর অশ্বারোহী ও মহাবল মাতঙ্গগণ তীক্ষ্ণ শরে বিদীর্ণ হইয়া ধরাতলে শয়ন করিল। শত শত হস্তী শরাঘাতে কাতর হইয়া দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিল। যেমন হুতাশন ইন্ধন প্রাপ্ত হইলে দীপ্তশিখ হইয়া প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ দুঃশাসন পাণ্ডব-সেনাগণকে প্রাপ্ত হইয়া দগ্ধ করিয়া প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুন ব্যতীত পাণ্ডবগণের কোন মহারথই তাঁহাকে জয় করিতে বা তাঁহার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইলেন না। কেবল জয়শীল অর্জ্জুন সকল লোকের সমক্ষে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া ভীষ্মের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ভীষ্মবাহুবল-রক্ষিত মদমত্ত অপরাজিত দুঃশাসন পুনঃ পুনঃ আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে করিতে যার পর নাই শোভা ধারণ করিলেন।

১। বহু বাণাঘাতবেদনায় উৎপন্ন ক্রোধ। ২। দাবানলের। ৩। বীর।

শিখণ্ডী বজ্রসদৃশ আশীবিষতুল্য শরজালে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভীষ্ম তদ্দ্বারা কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া হাস্য করিতে করিতে তাপিত ব্যক্তি যেমন বারিধারা গ্রহণ করে, তদ্রূপ শিখণ্ডীর শরধারা গ্রহণ করিলেন এবং মহাত্মা পাণ্ডবগণের সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধন কহিলেন, 'হে সৈন্যগণ! ধনঞ্জয়কে আক্রমণ কর; ধর্ম্মবিৎ ভীষ্ম তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। হে ভূপতিগণ! সমুন্নত সুবর্ণময় কালকেতু সুশোভিত পিতামহ ভীষ্ম ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সুখ ও ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন; বিনশ্বর-স্বভাব[1] পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, অমরগণও মহাবল মহাত্মা ভীষ্মকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন না; অতএব অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইয়া পলায়ন করিবেন না; আমি আজি আপনাদিগের সমভিব্যাহারী হইয়া যত্নপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিব।'

অর্জ্জুনযুদ্ধে বিদেহাদি বহু বীরের পতন

দুর্য্যোধনের বাক্যাবসানে সৈন্যগণ ভয় পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। পতঙ্গগণ যেমন হুতাশনের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবল বিদেহ, কলিঙ্গ, দাশেরক, নিষাদ, সৌবীর, বাহ্লীক, দরদ, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভিষাহ, শূরসেন, শিবি, বসাতি, শাল্ব, শক, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ ও কেকয়রাজ রোষাবেশে অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবল ধনঞ্জয় ধ্যানপূর্ব্বক দিব্যাস্ত্র-সমুদয় সন্ধান করিয়া হুতাশনের পতঙ্গগণ-দহনের ন্যায় মহাবেগশালী অস্ত্রে[2] ও অস্ত্র-সমূহের প্রতাপে[3] সেই সমস্ত মহারথকে দগ্ধ করিলেন। বাণ-সহস্র-বর্ষণ-সময়ে তাঁহার গাণ্ডীব যেন অন্তরীক্ষে উদ্ভাসিত হইতেছে বোধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! কৌরব-পক্ষীয় মহারথগণ তাঁহার শরে নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদিগের প্রকাণ্ড ধ্বজ-সকল বিচ্ছিন্ন ও ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়িল; তাঁহারা আর অর্জ্জুনের অভিমুখে অবস্থান করিতে পারিলেন না। ধনঞ্জয়ের শরনিকরে তাড়িত হইয়া রথিগণ রথের সহিত, অশ্বারোহিগণ অশ্বের সহিত ও গজারোহিগণ গজের সহিত ধরাশায়ী হইল। অর্জ্জুনভুজবিমুক্ত

১। মনুষ্যধর্ম্মে মরণশীল। ২—৩। কেহ অস্ত্রে, কেহ অস্ত্রতেজে।

নারাচাভিহত, দিগ্‌দিগন্তে পলায়মান কৌরব-সৈন্যগণে বসুন্ধরা আবৃত হইয়া উঠিল।

দুঃশাসন-পরাজয়—কৃপ প্রভৃতির পলায়ন

ধনঞ্জয় কৌরব-সৈন্যগণকে ভগ্ন করিয়া দুঃশাসনের উপর ভূরি ভূরি শর নিক্ষেপ করিলেন, যেমন ভুজঙ্গশ্রেণী বল্মীকে বিলীন হয়, সেই সমুদয় শর দুঃশাসনকে বিদ্ধ করিয়া সেইরূপ ধরাগর্ভে প্রবেশ করিল। এই সময়ে দুঃশাসনের অশ্বগণ ও সারথি অর্জ্জুনের হস্তে নিপাতিত হইল। অনন্তর ধনঞ্জয় বিংশতি বাণে বিবিংশতিকে বিরথ করিয়া সন্নতপর্ব্ব পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং কৃপ, বিকর্ণ ও শল্যকে বহুসংখ্যক শরে বিদ্ধ করিয়া বিরথ করিলেন। কৃপ, শল্য, দুঃশাসন, বিকর্ণ ও বিবিংশতি পূর্ব্বাহ্নে এইরূপে বিরথ ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে ধনঞ্জয় দিবাকরের রশ্মিবর্ধণের ন্যায় শরজাল বর্ষণ-পূর্ব্বক অন্যান্য পার্থিবগণকে নিহত করিয়া শোণিত-ময়ী মহানদী প্রবাহিত করিলেন এবং ধূমসম্পর্কশূন্য মহা হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। উভয় পক্ষেই কোন স্থানে রথিগণ গজ, অশ্ব ও রথিগণকে, কোন স্থানে হস্তিগণ রথ-সমুদয়কে, কোন স্থানে পদাতিগণ অশ্বগণকে নিহত করিয়াছে, গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথযোদ্ধৃগণের শরীর ও মস্তক মধ্যভাগে ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; পতিত, পাতিত, রথনেমি-নিকৃত্ত[১] ও মাতঙ্গপ্রোথিত[২] কুণ্ডলাদিশোভিত মহারথ রাজপুত্র-সমূহে রণক্ষেত্র আচ্ছাদিত হইয়াছে। পদাতি, অশ্ব, অশ্বারোহী, গজ ও রথিগণ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে; ভগ্নচক্র, ভগ্নযুগ ও ভগ্নধ্বজ রথ-সমুদয় বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে; রণস্থল গজ, অশ্ব ও যোদ্ধগণের রুধিরে শারদ রক্তাব্জের[৩] ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে; কুক্কুর, কাক, গৃধ্র, বৃক, গোমায়ু ও অন্যান্য বিকৃত[৪] পশু-পক্ষিগণ ভক্ষ্য লাভ করিয়া শব্দ করিতেছে; চতুর্দ্দিকে নানাবিধ বিকৃত বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, রাক্ষস ও ভূতগণ নয়নপথে আবির্ভূত হইয়া চীৎকার করিতেছে। কাঞ্চন-দাম ও মহামূল্য পতাকাসকল সহসা বায়ুভরে কম্পিত হইয়া উঠিতেছে; শত শত শ্বেতচ্ছত্র ও ধ্বজের সহিত মহারথগণ ভূমিতলে পতিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, অবলোকন করিলাম।

অনন্তর ভীষ্ম দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইবা-মাত্র বর্ম্মিতকলেবর শিখণ্ডী তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। মহাবীর ভীষ্মও তৎক্ষণাৎ সেই অগ্নি-সদৃশ অস্ত্র উপসংহার[১] করিলেন। ধনঞ্জয় সেই অবকাশে কৌরব-সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন।"

ঊনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

ভীষ্মকর্ত্তৃক বহু বীরসহ শতানীক বধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্! সেই মহতী সেনা ব্যূহিত হইলে সমরে অপরাঙ্মুখ বীরগণ সকলেই জীবিতাশা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকলাভে কৃত-নিশ্চয় হইয়াছিলেন; সুতরাং কেবল যে সৈন্যগণ সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়াছিল, এমন নহে; রথী রথীর সহিত, পদাতি পদাতির সহিত, অশ্ব অশ্বের সহিত ও গজ গজযোধীর সহিত মিশ্রিত হইয়া উঠিল। এইরূপে মনুষ্য ও হস্তিগণ পরস্পর মিলিত হইলে, কে কোন্ পক্ষ, তাহার কিছুই বিশেষ রহিল না; ফলতঃ উভয় সেনার সমাগম এরূপ ভয়ঙ্কর হইয়াছিল যে, সকলেই উন্মত্তের ন্যায় যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর শল্য, কৃপ, চিত্রসেন, দুঃশাসন ও বিকর্ণ ভাস্বর রথে আরোহণ করিয়া পাণ্ডবসেনাকে কম্পিত করিতে লাগিলেন। তাহারা নির্ভর-নিপীড়িত বায়ুঘূর্ণিত নৌকার ন্যায় ভ্রাম্যমাণ হইতে লাগিল।

এ দিকে যেমন শিশির-সময়[২] গো-সকলের মর্ম্ম-চ্ছেদ করে, সেইরূপ ভীষ্ম পাণ্ডবগণের মর্ম্মচ্ছেদ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ধনঞ্জয়ও নবমেঘসঙ্কাশ মাতঙ্গগণকে নিপাতিত এবং নারাচ ও শরজালে বীরগণকে বিমর্দ্দিত ও তাড়িত করিতে লাগিলেন। এই রূপে পরাক্রান্ত ভীষ্ম ও ধনঞ্জয় বীরক্ষয়কারী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে মহাগজগণ ঘোরতর আর্ত্তস্বরে নিপাতিত হইতে লাগিল। রণক্ষেত্র নিহত মহাত্ম-গণের আভরণভূষিত কলেবরে ও কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তকে

১। রথচক্রে কর্ত্তিত—রথের চাকার কাটা। ২। হস্তীর পায়ের চাপে মৃত্তিকামধ্যে প্রবিষ্ট। ৩। শরৎকালীন রক্তপদ্মের। ৪। উন্মত্ত।

১। প্রত্যাহার—সংবরণ। ২। শীতকালে।

আকীর্ণ হইয়া উঠিল। তখন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ভীষ্মের পরাক্রম-সন্দর্শনে জীবনে নিরপেক্ষ হইয়া স্বর্গকেই একমাত্র আশ্রয় মনে করিয়া সেনাগণ-সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণকে আক্রমণ করিলেন। পূর্ব্বে আপনি ও আপনার পুত্রগণ পাণ্ডবগণকে যে সকল ক্লেশ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা স্মরণ করিয়া, ব্রহ্মলোক-লাভে সমুৎসুক হইয়া নির্ভয়ে আহ্লাদিতচিত্তে, তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণের মহারথ সেনাপতি সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে কহিলেন, 'হে সোমক ও সৃঞ্জয়গণ! ভীষ্মকে আক্রমণ কর।' সোমক ও সৃঞ্জয়গণ ভীষ্মসায়কে আহত হইয়াও সেনাপতির বাক্যশ্রবণে শরজাল দ্বারা ভীষ্মকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। ভীষ্ম শরাঘাতে ক্রোধান্বিত হইয়া সৃঞ্জয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যশস্বী ভীষ্ম পূর্ব্বে পরশুরামের নিকট যে পরসৈন্যবিনাশিনী অস্ত্রশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া প্রতিদিন দশ সহস্র সৈন্য সংহার করিতেন।

দশম দিবসের যুদ্ধ সমুপস্থিত হইলে, তিনি একাকী মৎস্য ও পাঞ্চালগণের দশ সহস্র গজারোহী, সাতজন মহারথ, চতুর্দ্দশ সহস্র পদাতি, সহস্র হস্তী, দশ সহস্র অশ্ব, বিরাটের প্রিয়তম ভ্রাতা শতানীক ও অন্য সহস্র সহস্র রাজাকে ভল্লাস্ত্রে নিপাতিত করিলেন; ফলতঃ পাণ্ডবপক্ষীয় যে সমুদয় রাজা ধনঞ্জয়ের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন, ভীষ্মের সংগ্রামে তাঁহারা সকলেই শমনভবনে গমন করিলেন। অনন্তর ভীষ্মের শরজালে পাণ্ডবসেনার দশদিক্ আচ্ছন্ন হইল। প্রতাপবান্ ভীষ্ম এই দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া শরাসন-হস্তে উভয় সেনার মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যেমন গ্রীষ্মকালে দিবাকর গগনমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী হইয়া তাপপ্রদান করিলে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় না, সেইরূপ কোন রাজাই ভীষ্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইলেন না। যেমন পুরন্দর দৈত্যসেনাকে তাপিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভীষ্ম পাণ্ডব-সেনাকে পরিতাপিত করিলেন।

অর্জ্জুনের কৃষ্ণকথিত ভীষ্মজয়-কৌশল অবলম্বন

বাসুদেব ভীষ্মকে তাদৃশ পরাক্রান্ত অবলোকন করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 'ধনঞ্জয়! এই শান্তনুতনয় ভীষ্ম উভয় সেনার মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছেন; উঁহাকে বলপূর্ব্বক নিহত করিলেই তোমার জয়লাভ হইবে; অতএব ঐ যে স্থানে সেনাগণ ছিন্ন-ভিন্ন হইতেছে, সেই স্থানেই উঁহাকে সংস্তম্ভিত[1] কর; তোমা ভিন্ন কেহই ভীষ্ম-শর সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না।' ধনঞ্জয় কৃষ্ণের নিয়োগানুসারে শরজালে ধ্বজ, রথ ও অশ্বের সহিত ভীষ্মকে আচ্ছাদিত করিলেন; ভীষ্ম শরজালে অর্জ্জুনপ্রমুক্ত শরনিকর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, চেকিতান, কেকয়েরা পঞ্চভ্রাতা, সাত্যকি, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, শিখণ্ডী, কুন্তিভোজ, সুশর্ম্মা, বিরাট ও পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবলগণ তাঁহার শরজালে নিপীড়িত ও শোকসাগরে নিমগ্ন হইলে ধনঞ্জয় তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন।

অনন্তর শিখণ্ডী উৎকৃষ্ট আয়ুধ গ্রহণ করিয়া অতি বেগে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। রণ-বিভাগবিৎ[2] ধনঞ্জয় ভীষ্মের অনুচরগণকে সংহার করিয়া শিখণ্ডীর রক্ষণার্থ ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া মহায়ুধ-সমূহ সমুদ্যত করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রসমূহে ভীষ্মকে আহত করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম সেই সমুদয় শর নিরাকৃত করিয়া সৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক যেন ক্রীড়া করিতে করিতে শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু শিখণ্ডীর স্ত্রীরূপ স্মরণ করিয়া মুহুর্মুহুঃ হাস্য করিতে লাগিলেন; তাঁহার প্রতি একটিও শর নিক্ষেপ না করিয়া দ্রুপদ-সৈন্যের সাত জন রথীর প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ক্ষণকালমধ্যে মৎস্য, পাঞ্চাল ও চেদিগণ সকলে একমাত্র ভীষ্মের দিকে ধাবমান হইলে তাঁহাদিগের কিলকিলা শব্দ সমুত্থিত হইল। যেমন জলদজাল দিবাকরকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ তাহারা অশ্ব, রথ ও শরসমূহে ভীষ্মকে আচ্ছন্ন করিল। এই দেবাসুর-সদৃশ যুদ্ধে ধনঞ্জয় শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মের উপর শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

১। রুদ্ধ—আটক। ২। সমর-সমাবেশে অভিজ্ঞ—যথাস্থানে সেনাসংস্থাপনে নিপুণ।

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

সমবেত পাণ্ডবাক্রমণে ভীষ্মের ভীষণ যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে নরনাথ! এইরূপে সমুদয় পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ একত্র হইয়া শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক শতঘ্নী, পরিঘ, পরশু, মুদ্গর, মুষল, প্রাস, ক্ষেপণীয়[১], শর, শক্তি, তোমর, কম্পন, নারাচ, বৎসদন্ত ও ভূশুণ্ডী[২]-সমূহে তাঁহাকে তাড়না করিতে লাগিলেন। তদ্দ্বারা তাঁহার তনুত্রাণ বিশীর্ণ হইলে তিনি মর্ম্মে আহত হইয়াও অধীর হইলেন না; প্রত্যুত বীরক্ষয়রূপ ইন্ধনে উদ্দীপিত, বিচিত্র শরাসনরূপ মহাশিখাশালী, নেমিনির্ঘোষরূপ সন্তাপ-সনাথ[৩], তাঁহার প্রদীপ্ত মহাস্ত্র-পাবক[৪] অরাতি-গণের পক্ষে প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় হইয়া উঠিল। পিতামহ ভীষ্ম সেই রথমণ্ডল হইতে বিনিঃসৃত হইয়া শত্রুগণমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং দ্রুপদ ও ধৃষ্টকেতুকে গণনা না করিয়া পাণ্ডব-সেনার অভ্যন্তরে উপস্থিত হইলেন, পরি-শেষে সাত্যকি, ভীম, ধনঞ্জয়, দ্রুপদ, বিরাট ও ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ভীমঘোষ[৫], মহাবেগগামী, বর্ম্মা-বরণভেদী[৬], নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সাত্যকি প্রভৃতি ছয় জন মহারথ ভীষ্মের সমুদয় শর নিরাকৃত করিয়া দশ দশ বাণে তাঁহাকে বিমর্দ্দিত করিলেন। শিখণ্ডী যে সকল স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশিত সায়ক নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা অতি শীঘ্র ভীষ্মের শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর অর্জ্জুন কুপিতচিত্তে শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মের অভিমুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। দ্রোণ, কৃতবর্ম্মা, জয়-দ্রথ, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য ও ভগদত্ত, এই সাত মহারথ ভীষ্মের শরাসনচ্ছেদন সহ্য করিতে না পারিয়া দিব্য অস্ত্র-সমূহে অর্জ্জুনকে আচ্ছাদন-পূর্ব্বক অতি দ্রুতবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। সাত্যকি, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, রাক্ষস ঘটোৎকচ ও অভিমন্যু, এই সাত মহাবীর দ্রোণ প্রভৃতির দ্রুতগমনজনিত তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত ক্রোধমূর্চ্ছিতচিত্তে[১] বিচিত্র কার্ম্মুক-হস্তে সত্বর গমন করিলেন। দানবগণের সহিত দেবগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, কৌরবপক্ষীয় সাত বীরের সহিত পাণ্ডবপক্ষের সাত বীরের সেইরূপ লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল।

এ দিকে শিখণ্ডী ছিন্নকার্ম্মুক ভীষ্মকে দশ বাণে ও তাঁহার সারথিকে সাত বাণে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে রথের ধ্বজচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভীষ্ম অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিলে ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ তিন শরে তাহাও ছেদন করিলেন। অনন্তর ভীষ্ম যতবার শরাসন গ্রহণ করেন, অর্জ্জুন ততবারই তাহা ছেদন করিয়া ফেলেন। পরিশেষে তিনি ধনঞ্জয়ের প্রতি জ্বলন্ত বজ্রের ন্যায় পর্ব্বতবিদারণ শক্তি নিক্ষেপ করিলে মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া অতি তীক্ষ্ণ পাঁচ ভল্লে তাহা পাঁচ খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। যখন সেই ছিন্ন শক্তি রথ হইতে নিপতিত হইল, তখন বোধ হইল যেন, বিদ্যুৎ খণ্ড খণ্ড হইয়া মেঘবৃন্দ হইতে পতিত হইতেছে।

ঋষিবাক্যানুসরণে ভীষ্মের সমরাবসানে ইচ্ছা

শক্তি ছেদিত হইল দেখিয়া জাতক্রোধ ভীষ্ম মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'যদি মহাবল মধুসূদন পাণ্ডব-গণের রক্ষক না হইতেন, তাহা হইলে আমি উহা-দিগকে একমাত্র শরাসনেই নিহত করিতে পারিতাম; কিন্তু পাণ্ডবগণ অবধ্য ও শিখণ্ডী স্ত্রীলোক; এই দুই কারণে উহাদিগের সহিত যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলাম; পিতা কালীর[২] পাণিগ্রহণসময়ে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে স্বেচ্ছামরণ ও রণে অবধ্যত্ব বর প্রদান করিয়াছিলেন; এক্ষণে মৃত্যুর এই প্রকৃত সময় বোধ হইতেছে।' তখন আকাশস্থ ঋষি ও বসুগণ অমিততেজাঃ ভীষ্মের এইরূপ অধ্যবসায় অবগত হইয়া কহিলেন, 'হে ভীষ্ম! তোমার যেরূপ অধ্যবসায় হইয়াছে, তাহা আমাদিগেরও প্রীতিকর; অতএব রণবুদ্ধি নিবৃত্ত করিয়া অভিলষিত বিষয়ের অনুষ্ঠান কর।' ঋষি-গণের বাক্যাবসানে শুভসূচক সুগন্ধ অনুকূল সমীরণ প্রবাহিত, মহাস্বন দেবদুন্দুভি-সকল নিনাদিত

১। যাহা ক্ষেপণ করা যায়—ছুড়িয়া মারা যায়। ২। বাহুদ্বয় পরিমাণ দীর্ঘ ও বড় বড় গ্রন্থিযুক্ত মোটা লাঠি। ৩। অতি তাপযুক্ত—অত্যন্ত তাপপ্রদ। ৪। ভীষণ অস্ত্ররূপ অনল। ৫। ভয়ঙ্কর শব্দযুক্ত। ৬। বর্ম্মরূপ আবরণভেদকারী।

১। অত্যন্ত ক্রোধসহকারে। ২। সত্যবতীর।

ও ভীষ্মের উপর পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। সেই সকল ঋষি ও বসুগণের বাক্য ভীষ্ম ব্যতীত আর কাহারও শ্রবণগোচর হয় নাই, মহর্ষি ব্যাসদেবের তেজঃপ্রভাবে আমিও শ্রবণ করিয়াছিলাম। মহারাজ! সর্ব্বলোকপ্রিয় ভীষ্ম রথ হইতে পতিত হইবেন বলিয়া দেবগণের মহাসম্ভ্রম[১] সমুপস্থিত হইল।

মহাতপাঃ ভীষ্ম দেবর্ষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বাবরণভেদী নিশিত শরনিক্ষেপে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াও অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিলেন না। শিখণ্ডী ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মের বক্ষঃস্থলে অতি তীক্ষ্ণ নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। যেমন ভূমিকম্প উপস্থিত হইলেও পর্ব্বত কম্পিত হয় না, সেইরূপ ভীষ্ম শিখণ্ডীর শরে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তখন মহাবীর অর্জ্জুন হাস্য করিয়া গাণ্ডীব-শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক ক্রোধভরে প্রথমে পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকে, তৎপরে এক শত শরে ভীষ্মের গাত্র ও সমুদয় মর্ম্মস্থান আহত করিলেন। মহারথ ভীষ্ম অন্যান্য যে সকল বীরগণের শরনিকরে নিভর-নিপীড়িত হইতেছিলেন, এক্ষণে সন্নতপর্ব্ব শরজাল বিস্তার করিয়া সেই সকল বীরকে বিদ্ধ ও তাঁহাদের শরসমুদয় নিবারিত করিতে লাগিলেন। মহারথ শিখণ্ডী যে সকল স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশিত শর পরিত্যাগ করিলেন, ভীষ্ম তদ্দারা কিছুমাত্র পীড়িত হইলেন না।

অর্জ্জুনযুদ্ধে ভীষ্মের উত্তেজনা—পুনঃ যুদ্ধ

অনন্তর ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মের অভিমুখীন হইতে লাগিলেন এবং তাঁহার শরাসন ছেদন, দশ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ, এক বাণে ধ্বজচ্ছেদ ও দশ বাণে তাঁহার সারথিকে বিকম্পিত করিলেন। ভীষ্ম কার্ম্মুকান্তর পরিগ্রহ করিলে ধনঞ্জয় তাহাও তিন ভল্লে খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ভীষ্ম যত ধনু গ্রহণ করিলেন, ধনঞ্জয় এক এক নিমিষে তৎসমুদয়ই ছেদন করিলেন। পিতামহ ভীষ্ম অতঃপর আর অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন না, কিন্তু অর্জ্জুন পুনরায় তাঁহাকে পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রক দ্বারা আঘাত করিলেন।

মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, 'হে দুঃশাসন! বজ্রপাণি পুরন্দর যাহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে, সেই মহারথ অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া আমার উপর অনেক সহস্র শর নিক্ষেপ করিতেছে, সন্দেহ নাই; মনুষ্য মহারথ মনুষ্যগণের কথা দূরে থাকুক, বীর্য্যশালী দেব, দানব ও রাক্ষসগণও একত্র হইয়া আমাকে পরাজয় করিতে পারে না।' ভীষ্ম ও দুঃশাসন এইরূপে কথোপকথন করিতেছেন' এমন সময় ধনঞ্জয় শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম অর্জ্জুন-শরের নির্ভর-নিপীড়নে অধিকতর বিস্মিত হইয়া পুনরায় কহিলেন, 'হে দুঃশাসন! এই যে বজ্র-সমস্পর্শ অবিচ্ছিন্ন শরধারা নিক্ষিপ্ত হইতেছে, ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নহে; এই যে মুষলসদৃশ বাণসকল দৃঢ় আবরণ ভেদ করিয়া আমার মর্ম্মস্থান ভেদ করিতেছে, ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নহে; এই যে ব্রহ্মদণ্ড-সমস্পর্শ বজ্রবেগের ন্যায় দুর্বিষহ শরনিকর আমার জীবনকে রুগ্ন করিতেছে, ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নহে; এই যে গদা ও পরিঘসদৃশ কঠোরতর সায়ক-সমুদয় যমদূতের ন্যায় নিক্ষিপ্ত হইয়া আমার প্রাণ বিনাশ করিতেছে, ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নহে; এই যে জাতক্রোধ লেলিহান বিষবিষম আশী-বিষের ন্যায় বিশিখজাল আমার মর্ম্মস্থানে প্রবেশিত হইতেছে, ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নহে; এই যে বাণ-সকল আমার সমুদয় গাত্র ভেদ করিতেছে, ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নয়, অর্জ্জুনেরই বাণ, তাহার সন্দেহ নাই। গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় ব্যতিরেকে আ কোন রাজা আমাকে ক্লেশিত করিতে পারে না।'

প্রতাপবান্ ভীষ্ম এই কথা কহিতে কহিতে যেন পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার অভিলাষে ধনঞ্জয়ের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ধনঞ্জয় তৎক্ষণাৎ কুরুবীরগণের সমক্ষে তিন শরে তাহা তিন খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শান্তনুতনয় জয় বা মৃত্যুর অন্যতম প্রাপ্ত হইবার বাসনায় সুবর্ণ-বিচিত্র চর্ম্ম ও খড়্গ ধারণ করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ভীষ্ম রথ হইতে অবতীর্ণ হইতে না হইতেই ধনঞ্জয় শরনিকরে সেই চর্ম্ম শতধা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে সৈন্যগণ! তোমরা ভীষ্মকে আক্রমণ কর। তোমাদিগের অণু-মাত্রও ভয় নাই।' ইহা কহিয়া তিনি তাহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। সৈন্যগণ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া তোমর, প্রাস, বাণ, পট্টিশ, খড়্গ, নারাচ,

১। চিত্তবিক্ষেপ—মনের চাঞ্চল্য।

বৎসদন্ত ও ভল্ল-সমূহ লইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে একমাত্র ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইল এবং পাণ্ডবগণ ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। এ দিকে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ভীষ্মকে জয়ী করিবার অভিলাষে একমাত্র ধনঞ্জয়ের অভিমুখীন হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষ পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইলে যুদ্ধক্ষেত্র মুহূর্ত্তকালমধ্যে গঙ্গাপাতজনিত সাগরাবর্ত্তের[১] ন্যায় হইয়া উঠিল। পৃথিবী শোণিতলিপ্ত হইয়া অতি ভীষণ রূপ ধারণ করিল এবং সম ও বিষম স্থল কিছুই লক্ষিত হইল না। ভীষ্ম মর্ম্মাহত হইয়াও দশ সহস্র যোদ্ধাকে নিহত করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় সেনামুখে অবস্থান করিয়া কৌরবসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহার ভয়ে ভীত ও তাঁহার শরে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলাম। সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভিষাহ, শূরসেন, শিবি, বসাতি, শাল্য, শক, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ ও কেকয়দেশীয় মহাত্মগণ শরার্ত্ত ও ব্রণপীড়িত[২] হইয়াও অর্জ্জুনসহ যুধ্যমান ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিলেন না।

এ দিকে পাণ্ডবগণ একমাত্র ভীষ্মকে পরিবেষ্টন ও সমুদয় কৌরবসৈন্যকে পরাজিত করিয়া শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং শত শত ও সহস্র সহস্র সৈন্যের প্রাণসংহার করিলেন। 'নিপাতিত কর, গ্রহণ কর, যুদ্ধ কর, ছেদন কর', ভীষ্মের রথের দিকে এইরূপে শব্দ সমুত্থিত হইল।

ভীষ্মের শরশয্যা

হে মহারাজ! ভীষ্মের কলেবর ধনঞ্জয়ের নিশিত শরনিকরে এরূপ বিদ্ধ হইয়াছিল যে, দুই অঙ্গুলি স্থানও অবশিষ্ট ছিল না। এইরূপে ক্ষতবিক্ষত-কলেবর ভীষ্ম সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আপনার পুত্রগণের সমক্ষে পূর্ব্বশিরাঃ হইয়া রথ হইতে নিপতিত হইলেন। স্বর্গে দেবগণ, মর্ত্ত্যলোকে ভূপতিগণ উচ্চস্বরে হাহাকার করিতে লাগিলেন; ভীষ্ম নিপতিত হইতেছেন দেখিয়া আমাদের হৃদয়ও তাঁহার সহিত নিপতিত হইল। নিখিল ধনুর্দ্ধরগণের ধ্বজস্বরূপ[৩] ভীষ্ম সমুত্থিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলে বসুন্ধরা কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি এরূপ শরজালে আবৃত হইয়াছিলেন যে, পতিত হইয়াও ধরাতল স্পর্শ করিলেন না; শরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। দিব্য ভাব-সকল তাঁহাতে প্রবেশ করিল, জলধর বর্ষণ করিতে লাগিল, মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল।

১। গঙ্গাসাগর-সঙ্গমস্থ জলঘূর্ণীর। ২। বাণাঘাতে বেদনাযুক্ত। ৩। অতুলনীয় উচ্চ কীর্ত্তিতুল্য।

ভীষ্মের প্রাণপরিত্যাগে উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা

মহাবীর ভীষ্ম পতনসময়ে দিবাকরকে দক্ষিণদিকে অবলোকন করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত সমুচিত সময় প্রতীক্ষায় পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিলেন। ঐ সময় অন্তরীক্ষ হইতে এই দিব্য বাক্য তাঁহার শ্রবণগোচর হইলে যে, 'নিখিল ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য মহাত্মা ভীষ্ম কি নিমিত্ত দক্ষিণায়নে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন?' ভীষ্ম এই দিব্যবাক্য শ্রবণ করিয়া 'আমি জীবিত আছি' বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। এইরূপে কুরুপিতামহ ভীষ্ম ধরাতলে পতিত হইয়াও উত্তরায়ণ-প্রতীক্ষায় প্রাণ ধারণ করিয়া রহিলেন।

হিমালয়নন্দিনী গঙ্গা ভীষ্মের অভিপ্রায় অবগত হইয়া মহর্ষিগণকে হংসরূপে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। মানসনিবাসী হংসরূপ ঋষিগণ সত্বর গমন করিয়া দেখিলেন, কুরুকুলতিলক মহাত্মা ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তখন তাঁহারা তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরস্পর আমন্ত্রণপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহাত্মা ভীষ্ম কি নিমিত্ত দক্ষিণায়নে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন?' এই বলিয়া দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবুদ্ধি ভীষ্ম তাঁহাদিগকে দর্শনপূর্ব্বক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, 'হে হংসগণ! আমি মনে মনে স্থির করিয়াছি যে, দিবাকর যত দিন দক্ষিণায়নে অবস্থান করিবেন, তত দিন আমি গমন করিব না; সত্য কহিতেছি, আদিত্য উত্তরায়ণস্থ হইলে আমি সেই পুরাতন স্থানে[১] উপস্থিত হইব; এক্ষণে সেই উত্তরায়ণ-প্রতীক্ষায় প্রাণ ধারণ করিতেছি। মহাত্মা পিতা আমাকে স্বেচ্ছামরণ বর দিয়াছিলেন, আজি তাহা সফল হউক; সেই বরপ্রভাবে মরণের উপর আমার কর্ত্তৃত্ব আছে; তন্নিমিত্ত আমি জীবিত রহিয়াছি, নিয়মিত কাল উপস্থিত হইলে জীবন বিসর্জ্জন করিব।'

১। পূর্ব্বজন্মক্ষেত্রে—বসুলোকে।

ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মের শরশয্যায় শয়ন

ভীষ্ম হংসগণকে এই কথা বলিয়া শরশয্যাতেই শয়ান রহিলেন।

হে মহারাজ! কুরুবংশাবতংস মহাতেজাঃ অবধ্য ভীষ্ম নিপতিত হইলে, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন; আপনার পুত্রগণ কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কৌরবগণ নিতান্ত মোহাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন, কৃপ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রোদন ও বিষাদে বহুক্ষণ স্তব্ধেন্দ্রিয়[1] হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ করিলেন এবং নিতান্ত নিগৃহীত হইয়াও পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন না। ফলতঃ কুরুগণ সহসা অবিতর্কিত ব্যসনে[2] নিমগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিক্ শূন্যপ্রায় দেখিতে লাগিলেন। তাহারা শরনিকরে ক্ষত-বিক্ষত ও অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত হইয়াছিল; আবার মহাবীর ভীষ্মও নিহত হইলেন; সুতরাং ইতিকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া রহিল।

পাণ্ডবগণ ইহলোকে জয়লাভ করিলেন ও পরলোকে পরম গতি লাভ করিবেন বলিয়া মহাশঙ্খ-ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সোমক ও পাঞ্চালগণ পুলকিত হইলেন। তূর্য্য সহস্র[3] নিনাদিত হইলে মহাবল ভীমসেন বাহ্বাস্ফোটনপূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিলেন। উভয় সেনার মধ্যেই কোন কোন বীর শস্ত্রপরিত্যাগপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ চীৎকারপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন, কেহ কেহ মোহাবিষ্ট হইলেন, কেহ কেহ ক্ষাত্রধর্ম্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ ভীষ্মের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। ঋষিগণ, পিতৃগণ ও ভারতদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁহার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। ভীষ্ম মহোপনিষদ্বিহিত[4] যোগাশ্রয়পূর্ব্বক জপে প্রবৃত্ত হইয়া সময়-প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

১। সমস্ত চেষ্টারহিত। ২। অচিন্তিতপূর্ব্ব বিপদে। ৩। হাজার হাজার ঢাক। ৪। মুক্তিবিধায়ক।

একবিংশত্যধিক[illegible]

ভীষ্ম-পরাজয়ে পাণ্ডব-হর্ষ—কৌরব[illegible]

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! যিনি পিতার নিমিত্ত ব্রহ্মচারী হইয়াছিলেন, সেই মহাবল, দেবকল্প ভীষ্ম নিহত হইলে যোদ্ধৃগণ কি প্রকার হইয়াছিল? তিনি যখন ঘৃণাবশতঃ শিখণ্ডীকে প্রহার করেন নাই, তখনই কৌরবগণ পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছিল। ইহা অপেক্ষা দুঃখতর আর কি আছে যে, এই পাপাত্মাকে পিতার নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিতে হইল। আমার হৃদয় প্রস্তরের সারাংশে নির্ম্মিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই; যে হেতু, ভীষ্মের মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াও তাহা শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না। যাহা হউক, জয়াভিলাষী ভীষ্ম আহত হইয়া কি করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন কর; তিনি পুনঃ পুনঃ আহত হইয়াছিলেন, ইহা আমার সহ্য হইতেছে না। পূর্ব্বে পরশুরাম যাঁহাকে দিব্যাস্ত্রনিকরে বিনাশ করিতে পারেন নাই, আজি তিনি দ্রুপদনন্দন শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইলেন।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! কুরুপিতামহ ভীষ্ম সায়াহ্নসময়ে[1] ধরাতলে নিপতিত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বিষাদসাগরে নিমগ্ন ও পাঞ্চালগণকে আহ্লাদ-নীরে অভিষিক্ত করিয়া শরশয্যাতেই শয়ান রহিলেন; তাঁহাকে ভূমি-স্পর্শ করিতে হয় নাই। কুরুগণের সীমাবৃক্ষ[2] ভীষ্ম রথ হইতে নিপতিত হইলে সকল ভূতের মধ্যে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল; উভয়-পক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণই ভয়াবিষ্ট হইলেন। কৌরব ও পাণ্ডবগণ মহারথ ভীষ্মকে বিশীর্ণ-কবচ[3] ও স্রস্তধ্বজ[4] নিরীক্ষণ করিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন। আকাশমণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন, দিবাকর প্রভাশূন্য ও ধরাতল ধ্বনিত হইয়া উঠিল। 'ইনি ব্রহ্মবেত্তা[5]গণের শ্রেষ্ঠ, ইনি বেদবেত্তা[6]গণের প্রধান', এই কথা বলিয়া লোকে ভীষ্মকে সম্ভাষণ করিতে লাগিল। ঋষি, সিদ্ধ ও চারণগণ শরতল্পগত[7] ভীষ্মকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'ইনি পূর্ব্বে পিতাকে কামাকুলিত দেখিয়া স্বয়ং ঊর্দ্ধরেতা[8] হইয়াছিলেন।' আপনার পুত্রগণ,

১। সন্ধ্যাকালে। ২। সীমারক্ষক বৃক্ষের ন্যায় আশ্রয়স্বরূপ। ৩। ছিন্নবর্ম্মা—বর্ম্ম ছিঁড়িয়া যাওয়া। ৪। স্খলিতধ্বজ—ধ্বজ খুলিয়া পড়া। ৫। ব্রহ্মবিদ্। ৬। বেদজ্ঞ। ৭। শরশয্যা শয়ান। ৮। অস্খলিতব্রহ্মচর্য্য—অকৃতদারহেতু শুক্রধারণক্ষম।

কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বিষণ্ণবদন, শ্রীভ্রষ্ট এবং লজ্জায় নম্রমুখ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ জয়লাভ করিয়া রণমস্তকে[১] অবস্থানপূর্ব্বক হেমজাল-চিত্রিত মহাশঙ্খের বাদ্য আরম্ভ করিলেন। হর্ষনিবন্ধন তূর্য্যসহস্র বাদিত হইতে আরম্ভ হইলে দেখিলাম, মহাবল ভীমসেন বেগপ্রভাবে মহাবল শত্রুকে সংহার করিয়া আহ্লাদে ক্রীড়া করিতেছেন। কৌরবগণ মোহাচ্ছন্ন হইয়াছেন। কর্ণ ও দুর্য্যোধন মুহুর্মুহুঃ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। সকলেই মর্য্যাদাবিহীন হইয়া হাহাকার করিতেছে।

যুদ্ধ-নিবৃত্ত—পক্ষদ্বয়ের ভীষ্মসমীপে গমন

হে রাজন্! দেবব্রত ভীষ্ম রথ হইতে পতিত হইবামাত্র দুঃশাসন দুর্য্যোধনের নিয়োগানুসারে সসৈন্যে বিস্মিত হইয়া তাহাদিগকে বিষাদসাগরে নিমগ্ন করিয়া ত্বরিত-গমনে দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যাভিমুখে গমন করিতেছিলেন; কুরুগণ তদ্দর্শনে তিনি কি কহিবেন ভাবিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। অনন্তর তিনি দ্রোণাচার্য্যকে ভীষ্মের নিধনবার্ত্তা কহিলে দ্রোণাচার্য্য সেই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণমাত্র সহসা রথ হইতে নিপতিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বেই সংজ্ঞা লাভ করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। পাণ্ডবগণ কৌরবগণকে প্রতিনিবৃত্ত নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতগামী অশ্বে আরূঢ় দূতগণ দ্বারা স্বীয় সৈন্যগণকে নিবারিত করিতে লাগিলেন।

সৈন্যগণ পারম্পর্য্যক্রমে নিবৃত্ত হইলে ভূপতিগণ কবচ পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন এবং যোদ্ধৃগণ যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া যেমন অমরগণ প্রজাপতির সমীপে গমন করেন, সেইরূপ ভীষ্মের সমীপে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর কৌরব ও পাণ্ডবগণ শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে মহাভাগগণ! তোমাদিগের স্বাগত! হে মহারথগণ! তোমাদিগের স্বাগত! আমি তোমাদিগের দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতেছি।' লম্বমানমস্তক[২] কুরুপিতামহ ভীষ্ম তাঁহাদিগকে এইরূপ আমন্ত্রণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, 'হে ভূপতিগণ! আমার মস্তক অতিশয় লম্বমান হইতেছে, অতএব আমাকে উপাধান প্রদান কর।' ভূপতিগণ তৎক্ষণাৎ সূক্ষ্ম, কোমল ও উৎকৃষ্ট উপাধান[১]সকল আহরণ করিলেন। ভীষ্ম তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া সহাস্য-বদনে কহিলেন, 'হে পার্থিবগণ! এ সকল উপাধান এই বীর-শয্যার উপযুক্ত নয়।' অনন্তর পুরুষপ্রধান শান্তনুনন্দন ধনঞ্জয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! হে মহাবাহো! হে বৎস! আমার মস্তক লম্বমান হইতেছে, অতএব উপযুক্ত উপাধান প্রদান কর'।"

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

অর্জ্জুনশরে শরশয্যায় ভীষ্মের উপাধান-বিধান

সঞ্জয় কহিলেন, "ধনঞ্জয় গাণ্ডীব পরিত্যাগপূর্ব্বক ভীষ্মকে অভিবাদন করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিলেন, 'হে পিতামহ! আমি আপনার ভৃত্য, কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।'

ভীষ্ম কহিলেন, 'বৎস! আমার মস্তক লম্বমান হইতেছে; তুমি সমর্থ, ধনুর্দ্ধরগণের শ্রেষ্ঠ, ক্ষাত্রধর্ম্মে অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্, অতএব উপযুক্ত উপাধান প্রদান কর।'

ধনঞ্জয় 'তথাস্তু' বলিয়া কর্ত্তব্য অবধারণপূর্ব্বক গাণ্ডীবকে আমন্ত্রণ, সন্নতপর্ব্ব শর-সমুদয় গ্রহণ ও মহাত্মা ভীষ্মকে অভিবাদন করিয়া মহাবেগ সুতীক্ষ্ণ তিন শর নিক্ষেপ করিলে শরত্রয় তাঁহার মস্তকে লগ্ন হইয়া উপাধান স্বরূপ হইল। সুহৃদ্গণের প্রীতিবর্দ্ধন ধনঞ্জয় অভিপ্রায় অবগত হইয়াছেন দেখিয়া, তত্ত্ববিৎ ভীষ্ম পরিতুষ্টচিত্তে উপাধানদানের নিমিত্ত ধনঞ্জয়কে সভাজন[২] করিলেন এবং সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'ধনঞ্জয়! তুমিই শয্যার অনুরূপ উপাধান আহরণ করিয়াছ, যদি এরূপ না করিতে, ক্রুদ্ধ হইয়া আমি তোমাকে শাপ প্রদান করিতাম। যুদ্ধে এইরূপ শরশয্যাতে শয়ন করাই ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়গণের কর্ত্তব্য।' ভীষ্ম ধনঞ্জয়কে এইরূপ কহিয়া পার্শ্বস্থিত

১। রণক্ষেত্রের অগ্রভাগে। ২। অবলম্বনের অভাবে দোদুল্যমান মস্তক—ঝুলে পড়া।

১। শিয়রের বালিশ। ২। প্রশংসা।

রাজা ও রাজপুত্রগণকে কহিলেন, 'হে ভূপতিগণ! দেখ, ধনঞ্জয় আমার উপাধান আহরণ করিয়াছে; সূর্য্যের উত্তরায়ণ আবর্ত্তন[১] পর্য্যন্ত আমি শয্যাতেই শয়ন করিয়া থাকিব। যখন দিবাকর সপ্ততুরঙ্গমযুক্ত[২] তেজঃপ্রদীপ্ত রথে আরোহণ করিয়া উত্তরায়ণে আবর্ত্তিত হইবেন, সেই সময়ে যাঁহারা আমার নিকট আগমন করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন, আমি পরম-সুহৃদ্ প্রিয়তম প্রাণকে বিসর্জ্জন করিব। এক্ষণে তোমরা আমার এই বাসস্থানে পরিখা খনন কর; আমি দিবাকরকে উপাসনা করিব। তোমরা বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হও।'

অনন্তর শল্যোদ্ধরণকুশল[৩], সুশিক্ষিত বৈদ্যগণ সর্ব্বপ্রকার উপকরণ সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন। ভীষ্ম তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, 'দুর্য্যোধন! সৎকারপূর্ব্বক ধন প্রদান করিয়া চিকিৎসকগণকে বিদায় কর। আমি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের প্রশংসনীয় পরম গতিপ্রাপ্ত হইয়াছি; চিকিৎসকের প্রয়োজন কি? হে ভূপালগণ! শর-শয্যাগত ভীষ্মের এইরূপ ধর্ম্ম নয়, যথাকালে আমাকে এই সমুদয় শরের সহিত দগ্ধ করিতে হইবে।'

ভীষ্মসম্ভাষণান্তে সকলের স্ব স্ব শিবিরে গমন

দুর্য্যোধন ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া যথাযোগ্য সৎকার সহকারে বৈদ্যগণকে বিসর্জ্জন করিলেন। নানা জনপদের রাজগণ অমিততেজাঃ ভীষ্মের ধর্ম্মানুগত অবস্থান অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

অনন্তর সেই সমুদয় রাজা, পাণ্ডব ও কৌরবগণ ভীষ্মের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া স্ব স্ব শিবিরগমন চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর নির্ভর-নিপীড়িত রুধিরার্দ্রকলেবর বীরগণ সায়াহ্নসময়ে স্ব স্ব স্কন্ধাবারে সমুপস্থিত হইলেন।

মহারথ পাণ্ডবগণ ভীষ্মের পতনে পুলকিত ও প্রীত হইয়া উপবেশন করিলে পর বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, আপনি ভীষ্মকে নিপাতিত করিয়া জয়যুক্ত হইয়াছেন। মহারাজ! সত্যসন্ধ, সর্ব্বশস্ত্রপারদর্শী ভীষ্ম কি দেবগণ, কি মানবগণ, সকলেরই অবধ্য; কিন্তু হে রাজন্! আপনি যাহার প্রতি কোপ-নয়নে দৃষ্টিপাত করেন, তাহার আর নিস্তার নাই; মহাবীর ভীষ্ম আপনার বিষম সাংঘাতিক দৃষ্টিতেই পতিত হইয়া দগ্ধ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।'

যুধিষ্ঠির প্রত্যুত্তর করিলেন, 'হে বাসুদেব! আমরা তোমারই প্রসাদে জয়লাভ করিয়াছি এবং কৌরবেরা তোমারই ক্রোধে পরাজিত হইয়াছে। তুমি আমাদিগের শরণ, ভক্তগণের অভয়দাতা; তুমি যাহাদিগের রক্ষক ও হিতকারী, তাহাদিগের জয় বিস্ময়কর নহে। আমার মতে তোমাকে প্রাপ্ত হইলে কিছুই বিস্ময়কর হয় না।'

জনার্দ্দন হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, 'মহারাজ! ঈদৃশ বাক্য আপনারই উপযুক্ত হইয়াছে'।"

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

প্রভাতে দর্শকসমাগম—ভীষ্মের পানীয় প্রার্থনা

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! রজনী প্রভাত হইলে পাণ্ডব, কৌরব ও অন্যান্য পার্থিবগণ বীরশয্যায় শয়ান ক্ষত্রিয়োত্তম ভীষ্মের নিকট গমন-পূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। সহস্র সহস্র কন্যাগণ তথায় আগমন করিয়া ভীষ্মের উপর চন্দনচূর্ণ, লাজ ও মাল্য-সমূহ বিকীর্ণ করিলেন। যেমন প্রাণিসকল সূর্য্যের উপাসনা করিতে উপস্থিত হয়, সেইরূপ স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ ও অন্যান্য দর্শকগণ পিতামহের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। বাদক, গণিকা, বারাঙ্গনা, নট, নর্ত্তক এবং শিল্পিগণও ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন। কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধ, কবচ ও আয়ুধ-সকল পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বয়ঃক্রম অনুসারে পরস্পরের প্রতি প্রীতিমান্ হইয়া দুরাধর্ষ ভীষ্মের নিকট উপবেশন করিলেন। পার্থিবগণে আকীর্ণ, ভীষ্ম-শোভিত সেই ভারতী সভা নভোমণ্ডলস্থ আদিত্যমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। যেমন দেবগণ দেবরাজকে উপাসনা করেন, তদ্রূপ রাজগণ

১। আগমন। ২। সপ্তাশ্ববাহনসমন্বিত। ৩। বেদনা-নিবারণনিপুণ।

ভীষ্মকে উপাসনা করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম শস্ত্র-সন্তাপে সন্তাপিত হইয়াও ধৈর্য্যগুণে সমুদয় বেদনা সংবরণপূর্ব্বক ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূপতিগণকে নয়নগোচর করিয়া পানীয় প্রার্থনা করিলেন। ক্ষত্রিয়গণ চতুর্দ্দিক্ হইতে নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী ও শীতল জলপূর্ণ কুম্ভসকল আহরণ করিলেন। ভীষ্ম, সেই উপানীত[1] পানীয় নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, 'হে ভূপালগণ! আমি শরশয্যায় শয়ান হইয়া মনুষ্যলোক হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি, কেবল চন্দ্রসূর্য্যের পরিবর্ত্তনকাল[2] প্রতীক্ষায় জীবিত আছি; অদ্য মনুষ্যোচিত ভোগসকল গ্রহণ করিতে পারি না।' ভীষ্ম এই কহিয়া ভূপালগণকে নিন্দা করিয়া কহিলেন, 'ভূপালগণ! আমি অর্জ্জুনকে অবলোকন করিতে ইচ্ছা করি।'

বাণপ্রভাবে অর্জ্জুনের পবিত্রবারি প্রদান

ভীষ্ম এই কথা কহিবামাত্র মহাবাহু ধনঞ্জয় নিকটবর্ত্তী হইয়া ভীষ্মকে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে বিনীতভাবে কহিলেন, 'পিতামহ! কি করিতে হইবে?'

ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম অর্জ্জুনকে প্রণতভাবে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া প্রীতিপূর্ব্বক কহিলেন, 'ধনঞ্জয়! তোমার শরজালে আবৃত হইয়া আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে; মর্ম্মস্থান-সকল ব্যথিত হইতেছে; মুখ পরিশুষ্ক হইতেছে; আমি নিতান্ত আকুল হইয়াছি, তুমিই সমর্থ; অতএব আমাকে পানীয় প্রদান কর।'

অর্জ্জুন 'যে আজ্ঞা' বলিয়া রথে আরোহণ ও জ্যারোপণ-পূর্ব্বক গাণ্ডীব আকর্ষণ করিলেন। সমুদয় সৈন্য ও পার্থিবগণ বজ্রের ন্যায় তাঁহার জ্যাতল-নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া চকিত হইয়া উঠিলেন। ধনঞ্জয় ভীষ্মকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রদীপ্ত শরসন্ধান, আমন্ত্রণ ও পার্জ্জন্যাস্ত্র[3] সংযোজনপূর্ব্বক সকল লোকের সমক্ষে ভীষ্মের দক্ষিণপার্শ্বে পৃথিবীকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সেই স্থান হইতে অমৃততুল্য, দিব্যগন্ধ ও দিব্যস্বাদু, অতিশীতল বিমল বারিধারা সমুত্থিত হইল। ধনঞ্জয় তদ্দ্বারা দিব্যকর্ম্মা[1] ও দিব্যপরাক্রম[2] ভীষ্মকে পরিতৃপ্ত করিলেন। ভূপতিগণ অর্জ্জুনকে ইন্দ্রের ন্যায় কর্ম্ম করিতে অবলোকন করিয়া যার পর নাই বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন এবং এরূপ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের উত্তরীয়-বসন সকল স্রস্ত হইয়া পড়িল। কৌরবগণ অর্জ্জুনের সেই অলৌকিক কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া শীতার্ত্ত[3] গো-সমূহের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে শঙ্খ-দুন্দুভির বাদ্য হইতে লাগিল।

ভীষ্ম পরিতৃপ্ত হইয়া পার্থিবগণের সমক্ষে যেন অর্জ্জুনকে পূজাপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মহাবাহো! এ কার্য্য তোমার পক্ষে বিচিত্র নহে; নারদ তোমাকে পূর্ব্বতন ঋষি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত একত্র হইয়া যে কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়েন না, তুমি বাসুদেবের সাহায্যে তাহাও সম্পাদন করিবে। ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদগণ তোমাকে সকল ধনুর্দ্ধর ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন। যেমন জগতের মধ্যে মনুষ্য, পক্ষীর মধ্যে গরুড়, জলের মধ্যে সাগর, চতুষ্পদের মধ্যে গো, তেজের মধ্যে আদিত্য, গিরির মধ্যে হিমালয়, জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ধনুর্দ্ধরের মধ্যে তুমিই প্রধান। আমি দুর্য্যোধনকে বারংবার কহিতেছি এবং বিদুর, দ্রোণ, বলদেব, বাসুদেব ও সঞ্জয়ও পুনঃ পুনঃ কহিয়াছিলেন, কিন্তু বিপরীতবুদ্ধি, অজ্ঞান, শাস্ত্রত্যাগী দুর্য্যোধন তাহা শ্রবণ করেন নাই এবং তাহাতে শ্রদ্ধাও করেন নাই; অতএব তিনি অচিরকালমধ্যে ভীমসেনের বলে অভিভূত ও নিহত হইয়া শয়ন করিবেন।

ভীষ্মের পার্থপ্রশংসায় কুপিত দুর্য্যোধনের সান্ত্বনা

রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। ভীষ্ম তদ্দর্শনে তাঁহাকে কহিলেন, 'দুর্য্যোধন! ক্রোধ পরিত্যাগ কর। ধনঞ্জয় এই শীতল অমৃতগন্ধী[4] জলধারা সমুৎপাদন করিয়াছেন, অবলোকন করিলে! এই ধরামণ্ডলে আর কেহই এ কার্য্য-সাধনে সমর্থ নহেন। এই মনুষ্যলোকে অর্জ্জুন বা কৃষ্ণ ব্যতীত কেহই

১। সমীপে আনীত। ২। চন্দ্রের কৃষ্ণপক্ষগতিত্যাগপূর্ব্বক শুক্লপক্ষগতি, সূর্য্যের দক্ষিণায়নগতিত্যাগপূর্ব্বক উত্তরায়ণগতি। ৩। বারি আকর্ষণকর শর—অর্জ্জুনের এ অস্ত্রটির নাম পার্জ্জন্য অস্ত্র। পার্জ্জন্য অর্থ মেঘবারি। ইহা আকাশের মেঘবারি পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিতে পারে। আজকাল নলকূপের জলে যাঁহাদের আশ্চর্য্যবোধ হয়, তাঁহাদের এই পাতাল জলের আকর্ষণে আরও অধিক আশ্চর্য্যান্বিত হওয়া উচিত।

১। পবিত্র কার্য্যের অনুষ্ঠাতা। ২। দেবতুল্য শৌর্য্যশালী। ৩। শীতকাতর। ৪। অমৃততুল্য গন্ধযুক্ত।

আগ্নেয়[১], বারুণ[২], সৌম্য[৩], বায়ব্য[৪], বৈষ্ণব[৫], ঐন্দ্র[৬], পাশুপত[৭], পারমেষ্ঠ্য[৮], প্রাজাপত্য[৯], ধাত্র[১০], ত্বাষ্ট্র[১১], সাবিত্র[১২] ও বৈবস্বত[১৩] অস্ত্র অবগত নহেন। অধিক কি, সুরাসুরগণও ধনঞ্জয়কে জয় করিতে পারেন না; অতএব অচিরাৎ এই অমানুষকর্ম্মা[১৪], সত্যবান্, শৌর্য্যশালী সব্যসাচীর সহিত তোমার সন্ধি হউক। হে বৎস! মহাবাহু কৃষ্ণ স্বাধীন[১৫] থাকিতে থাকিতে ধনঞ্জয়ের সহিত তোমার সন্ধি করাই উপযুক্ত হইতেছে। তোমার হতাবশিষ্ট সহোদর ও ভূপালগণ নিহত না হইতে হইতে এবং কোপোদ্দীপিত-লোচন যুধিষ্ঠির তোমার সৈন্যগণকে দগ্ধ না করিতে করিতে ধনঞ্জয়ের সহিত তোমার সন্ধি করাই উপযুক্ত হইতেছে। আমার ইচ্ছা এই যে, তোমার সৈন্যগণ নকুল, সহদেব ও ভীমসেনের হস্তে বিনষ্ট না হইতে হইতে তুমি মহাবীর পাণ্ডবগণের সহিত সৌহার্দ্দ্য কর। আমার নিধনেই যুদ্ধের অবসান হউক; পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি কর। হে ধার্ম্মিক! আমার বাক্যে তোমার অভিরুচি হউক; আমি তোমার ও বংশের পক্ষে ইহাই ক্ষেমঙ্কর[১৬] বোধ করিতেছি। ধনঞ্জয় যাহা করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে; অনন্তর ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি কর। ভীষ্মের নিধনের পর তোমাদের মিত্রতা হউক; অবশিষ্ট সুহৃদগণও জীবিত থাকুন; ইহাই উত্তম। হে রাজন্! প্রসন্ন হও; পাণ্ডবগণকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান কর; যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করুন; তুমি মিত্রদ্রোহী ও পার্থিবগণের জঘন্য[১৭] হইয়া পাপীয়সী কীর্ত্তি ভোগ করিও না। আমার মৃত্যুর পর প্রজাগণের শান্তিস্থাপন হউক, পার্থিবগণ প্রীতিমান্ হইয়া পরস্পর মিলিত হউক; পিতা পুত্রকে, ভাগিনেয় মাতুলকে ও ভ্রাতা ভ্রাতাকে প্রাপ্ত হউন। যদি মোহাবেশ বা নির্ব্বুদ্ধিতা নিবন্ধন আমার এই সময়োচিত বাক্য গ্রহণ না কর, সত্য কহিতেছি, তুমি পরিণামে পরিতাপিত হইবে ও সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।'

হে মহারাজ! শল্যসন্তপ্তমর্ম্মা[১] ভীষ্ম ভূপালগণের সমক্ষে সৌহৃদ্য-সহকারে দুর্য্যোধনকে এই কথা কহিয়া বেদনা সংবরণপূর্ব্বক আত্মাকে যোগযুক্ত করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তির ঔষধে অভিরুচি হয় না, তদ্রূপ সেই ধর্ম্মার্থযুক্ত, হিতকর ও অনাময় বাক্যে আপনার পুত্রের অভিরুচি হইল না।"

—

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

সমাপাগত কর্ণের প্রতি ভীষ্ম-উপদেশ

সঞ্জয় কহিলেন, "পিতামহ ভীষ্ম তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে পার্থিবগণ পুনরায় স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণ ভীষ্মের মৃত্যুতে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া শীঘ্র তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, মুদিত-লোচন ভীষ্ম জন্মশয্যাগত[২] শরজন্মার[৩] ন্যায় শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। মহাদ্যুতি কর্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ-কণ্ঠে কহিলেন, 'হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যে প্রতিদিন আপনার নয়নপথের অতিথি হইত, আপনি সর্ব্বদাই যাহার উপর দ্বেষ প্রকাশ করিতেন, আমি সেই রাধেয়।'

ভীষ্ম এই বাক্য-শ্রবণে বলপূর্ব্বক নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিয়া শনৈঃ শনৈঃ দৃষ্টিপাত করিলেন; তথায় আর কোন ব্যক্তি নাই দেখিয়া রক্ষিগণকে অপসারিত করিলেন এবং পিতা যেমন পুত্রকে আলিঙ্গন করেন, সেইরূপ এক হস্তে কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহ-বচনে কহিলেন, 'হে কর্ণ! তুমি আমার বিরোধী হইয়া সর্ব্বদা আমার সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাক, কিন্তু এ সময় যদি আমার নিকট আগমন না করিতে, তাহা হইলে তোমার মঙ্গললাভ হইত না। আমি নারদ ও ব্যাসের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তুমি কুন্তীর নন্দন; রাধেয় নও; অধিরথ তোমার পিতা নহেন; ইহা যথার্থ কথা, ইহাতে সংশয় নাই। আমি সত্য কহিতেছি, কদাপি তোমার প্রতি দ্বেষ করি নাই; তুমি অকারণে পাণ্ডবগণের নিন্দা করিতে বলিয়া, আমি তোমার তেজোবধের[৪] নিমিত্ত তোমাকে

১—১৩। অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, বায়ু, বিষ্ণু, ইন্দ্র, শিব, ব্রহ্মা, প্রজাপতি, ধাতা, বিশ্বকর্ম্মা, সূর্য্য ও যম সম্বন্ধীয়। ১৪। অলৌকিক কার্য্যকারী। ১৫। স্বত্ব-আয়ত্ত। ১৬। শুভপ্রদ। ১৭। হীন।

১। বেদনায় হৃদয়ের অন্তস্তলে তাপপ্রাপ্ত। ২। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরবর্তী কালের উপযুক্ত শয্যাপ্রাপ্ত। ৩। কার্ত্তিকেয়ের। ৪। তেজোনাশের।

পরুষবাক্য কহিতাম। নীচ আশ্রয়, মাৎসর্য্য ও ধর্ম্মলোপে তোমার প্রবৃত্তি বশতঃ তোমার এই গুণিজন-দ্বেষিণী[১] বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে; সেই নিমিত্ত আমি কুরুসভায় বারংবার তোমাকে রুক্ষ-বাক্য শ্রবণ করাইয়াছিলাম। আমি তোমার দুর্ব্বিষহ বীরত্ব, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও দান-শৌণ্ডতা[২] অবগত আছি। এই ভূতলে তোমার সমকক্ষ একজনও নাই; কেবল কুলভেদভয়ে আমি তোমাকে পরুষবাক্য কহিতাম। তুমি শর, অস্ত্র, অস্ত্রসন্ধান, অস্ত্রবল ও লঘুতায় অর্জ্জুন ও মহাত্মা বাসুদেবের সমান; তুমি একাকী কুরুরাজের নিমিত্ত কন্যা আনয়ন করিতে কাশিপুর গমন করিয়া সমুদয় রাজাকে বিমর্দ্দিত করিয়াছিলে। অতুলনীয় বলশালী, সমরশ্লাঘী, দুরাসদ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, বল ও তেজে দেবতুল্য, যুদ্ধে সকল মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জরাসন্ধও তোমার সদৃশ নহে। আমি পূর্ব্বে তোমার প্রতি যে ক্রোধ করিয়াছিলাম, আজি তাহা অপনীত হইল। হে আদিত্যনন্দন! পুরুষকার দ্বারা দৈবকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নহে। এক্ষণে যদি আমার প্রিয়াচরণ অভিলাষ কর, তাহা হইলে স্বীয় সহোদর পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হও; আমার অবসানে যেন বৈরভাব না থাকে; ভূপতিগণও আজি নিরাময় হউন।'

কর্ণের কর্ত্তব্যতাজ্ঞাপনে ভীষ্মসম্মান রক্ষা

কর্ণ কহিলেন, 'হে মহাবাহো! আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই; আমি যথার্থই কৌন্তেয়; সূতপুত্র নহি। কিন্তু কুন্তী আমাকে পরিত্যাগ করিলে সূতের হস্তে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি; পরে দুর্য্যোধনের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছি; ইহা কদাপি মিথ্যা করিতে পারিব না। যেমন দৃঢ়ব্রত বাসুদেব পাণ্ডবগণের নিমিত্ত ধন, শরীর, পুত্র, দারা ও যশ পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ দুর্য্যোধনের নিমিত্ত পুত্র, দারা প্রভৃতি সমুদয় উৎসর্গ করিয়াছি। ক্ষত্রিয়গণের ব্যাধিমরণ বাঞ্ছনীয় নহে। পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনের প্রতি নিতান্ত কুপিত হইয়াছেন, অতএব এই অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার কোন ক্রমেই নিবারণ করা যায় না, কোন্ ব্যক্তি দৈবকে পুরুষকার দ্বারা নিবারণ করিতে পারে? আপনিও পৃথিবীক্ষয়সূচক নিমিত্ত-সকল উপলব্ধি করিয়া সভা-মধ্যে ইহা কহিয়াছিলেন। আমিও অবগত আছি যে, কোন ব্যক্তিই পাণ্ডবগণ ও বাসুদেবকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে; তথাপি আমি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত ও জয়লাভ করিব বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। এই নিদারুণ বৈরভাব কিছুতেই নিরাকৃত হইবে না; অতএব আমি স্বধর্ম্ম-প্রীত হইয়া ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি; আপনি অনুজ্ঞা করুন, আপনার অনুজ্ঞাত হইয়া যুদ্ধ করিব। আমি ক্রোধাবেগে ও চপলতা-নিবন্ধন আপনাকে যাহা কিছু মন্দ ও বিরুদ্ধ বাক্য কহিয়াছি, এক্ষণে আপনি তাহা ক্ষমা করুন।'

ভীষ্ম কহিলেন, 'হে কর্ণ! যদি এই সুদারুণ বৈরভাব পরিত্যাগ করিতে না পার, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, স্বর্গকাম হইয়া যুদ্ধ কর; দীনতা ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সদাচার হইয়া উৎসাহ ও শক্তি অনুসারে রাজা দুর্য্যোধনের কর্ম্ম সম্পাদন কর। আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, যাহা ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা লাভ হউক, ক্ষাত্রধর্ম্ম-সমুচিত লোক-সকল লাভ কর। নিরহঙ্কার হইয়া বল ও বীরতা অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ কর, ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে আর শুভকর্ম্ম কিছুই নাই। কিন্তু আমি সত্য কহিতেছি যে, সন্ধি করিবার নিমিত্ত অনেক দিন সাতিশয় যত্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না'।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ভীষ্ম এইরূপ কহিলে পর রাধেয় তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট গমন করিলেন।"

ভীষ্মবধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

১। গুণিজনে দ্বেষকারিণী। ২। দানশক্তিতে অসাধারণতা।

—

ভীষ্মপর্ব্ব সম্পূর্ণ

আসিয়াটিক সোসাইটির অনুমত্যনুসারে যে মূল মহাভারত মুদ্রিত হয়, তদনুযায়ী এই পুস্তক সঙ্কলিত হইয়াছে।